সুনান আদ-দারেমী

মূলঃ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রাহমান আদ-দারেমী (রাহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদঃ হাদীসবিডি টীম

Presented by: Ruhul Amin Momenshahi

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُؤَاخَذُ الرَّجُلُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟، قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا كَانَ عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ إسناده صحيح والحديث متفق عليه

১. ’আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে) বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোনো ব্যক্তি জাহিলী যুগে যে সকল (মন্দ) আমল করেছে, (ইসলাম গ্রহণের পর) তাকে কি সেসব আমলের জন্য পাকড়াও (জবাবদিহিতার মুখোমুখি) করা হবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ‘যে ব্যক্তি ইসলামে থাকা অবস্থায় (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর) উত্তম আমল করবে, তাকে তার জাহিলী যুগে কৃত (মন্দ) আমলসমূহের জন্য পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও মন্দ কাজ করবে, তাকে জাহিলী ও ইসলাম- উভয় যুগে কৃত আমলের জন্য পাকড়াও করা হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটির সনদ সহীহ । এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন । তাখরীজ: বুখারী (৬৯২১); মুসলিম (১২০) (১৯০); আহমাদ (১/৩৭৯-৩৮০, ৪০৯, ৪২৯ ও ৪৩১)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ النَّضْرِ الرَّمْلِيُّ، عَنْ مَسَرَّةَ بْنِ مَعْبَدٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ أَبِي الْحَرَامِ مِنْ لَخْمٍ، عَنْ الْوَضِينِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ وَعِبَادَةِ أَوْثَانٍ، فَكُنَّا نَقْتُلُ الْأَوْلَادَ، وَكَانَتْ عِنْدِي ابْنَةٌ لِي فَلَمَّا أَجَابَتْ، وَكَانَتْ مَسْرُورَةً بِدُعَائِي إِذَا دَعَوْتُهَا، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا، فَاتَّبَعَتْنِي فَمَرَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُ بِئْرًا مِنْ أَهْلِي غَيْرَ بَعِيدٍ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَرَدَّيْتُ بِهَا فِي الْبِئْرِ، وَكَانَ آخِرَ عَهْدِي بِهَا أَنْ تَقُولَ: يَا أَبَتَاهُ ! يَا أَبَتَاهُ ! فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَكَفَ دَمْعُ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْزَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: " كُفَّ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ عَمَّا أَهَمَّهُ "، ثُمَّ قَالَ لَهُ: " أَعِدْ عَلَيَّ حَدِيثَكَ " فَأَعَادَهُ، فَبَكَى حَتَّى وَكَفَ الدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيْهِ عَلَى

لِحُيَيَّةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْ الْجَاهِلِيَّةِ مَا عَمِلُوا، فَاسْتَأْنِفْ عَمَلَكَ إسناده رجاله ثقات غير أنه مرسل وقد تفرد بروايته الدارمي

২. ওয়াদ্বীন রাহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ছিলাম জাহিলী যুগের লোক এবং আমরা মূর্তিপূজক ছিলাম। আর আমরা আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করতাম। আমার একটি কন্যা ছিল। আমি যখনই তাকে ডাকতাম, তখনই সে আনন্দের সাথে আমার ডাকে সাড়া দিত। একদিন আমি তাকে ডাকলে সে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমার পিছনে পিছনে চলতে লাগল। আমি চলতে লাগলাম যতক্ষণ না বাড়ির অদূরে একটি কূপের নিকট পৌঁছলাম। অতঃপর আমি তার হাত ধরে তাকে কূপে নিক্ষেপ করলাম। আমার বিশ্বাস, সবশেষে সে বলছিল: হে আব্বা! হে আব্বা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে লাগলেন, এমনকি তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে বসা এক ব্যক্তি সেই লোকটিকে বলল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ দিয়েছো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বললেন: 'থাম! কেননা, যা তাকে কষ্ট দিয়েছে, সে তো সে বিষয়েই জিজ্ঞেস করছে।' অতঃপর তিনি সেই লোকটিকে বললেন: 'তোমার কথাগুলো আমাকে আবার শোনাও।' ফলে সে লোকটি আবার (উল্লিখিত কাহিনীটি) বলতে লাগল। এ কাহিনী শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আবারও) কাঁদতে লাগলেন, এমনকি তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে তাঁর দাড়ির উপর পড়তে লাগল। অবশেষে তিনি তাকে বললেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ জাহিলী যুগে কৃত (মন্দ) আমলসমূহ থেকে তাদেরকে অব্যহতি দিয়েছেন (অর্থাৎ সেসব পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না)। অতএব তুমি নতুন করে আমল করা শুরু করো।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদের রাবীগণ সিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য । তবে এটি মুরসাল (তথা সাহাবীর উল্লেখ ছাড়াই তাবিঈ' কর্তৃক বর্ণিত) হাদীস। তাখরীজ: এটি ইমাম দারিমী একাই বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ: " أَنَّ أَهْلَهُ بَعَثُوا مَعَهُ بِقَدَحٍ فِيهِ زُبْدٌ وَلَبَنٌ إِلَى آلِهَتِهِمْ، قَالَ: فَمَنَعَنِي أَنْ آكُلَ الزُّبْدَ لِمَخَافَتِهَا، قَالَ: فَجَاءَ كَلْبٌ فَأَكَلَ الزُّبْدَ وَشَرِبَ اللَّبَنَ، ثُمَّ بَالَ عَلَى الصَّنَمِ وَهُوَ:

أُسَافٌ وَنَائِلَةُ، قَالَ هَارُونُ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا سَافَرَ، حَمَلَ مَعَهُ أَرْبَعَةَ أَحْجَارٍ: ثَلَاثَةً لِقِدْرِهِ وَالرَّابِعَ يَعْبُدُهُ وَيُرَبِّي كَلْبَهُ، وَيَقْتُلُ وَلَدَهُ إسناده حسن

৩. মুজাহিদ রাহ. এর দাস বর্ণনা করেন, তার মনীব (বাড়ির কর্তা) তাকে মাখন ও দুধের একটি পেয়ালা দিয়ে তাদের উপাস্যগণের (দেবতা বা মূর্তিগুলোর) নিকট পাঠালো। তিনি বলেন: আমি দেবতার ভয়ে মাখন খাওয়া হতে বিরত রইলাম। তিনি বলেন, অতঃপর একটি কুকুর এসে মাখন খেয়ে ফেলল এবং দুধ পান করে নিল। তারপর সে মূর্তির উপর পেশাব করে দিল। আর সেই মূর্তিগুলো ছিলো 'উসাফ' ও 'নায়িলাহ'-এর মূর্তি।[1]

হারুন বলেন: জাহিলী যুগে মানুষ যখন সফর করত তখন সে তার সাথে চারটি পাথর সাথে রাখতো। তার মধ্যে তিনটি পাথর চুলা তৈরির জন্য এবং চতুর্থ পাথরটির সে ইবাদত করত। আর সে কুকুর পালত এবং তার সন্তানদের হত্যা করত।[2]

[1] দারেমী একাই এটি বর্ণনা করেছেন। তবে আহমাদ তার মুসনাদ ৩/৪২৫ তে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, যার সনদ সহীহ। (এ মূর্তি দুটির কিচ্ছা দেখুন, সীরাতে সীরাতে ইবনু হিশাম ১/৮২-৮৩; সীরাতে ইবনু কাসীর ১/৬৯-৭০।) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান বা উত্তম । তাখরীজ: এটি দারিমী একাই বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ, ৩/৪২৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪)

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا رَيْحَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: " كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَصَبْنَا حَجَرًا حَسَنًا، عَبَدْنَاهُ، وَإِنْ لَمْ نُصِبْ حَجَرًا، جَمَعْنَا كُثْبَةً مِنْ رَمْلٍ، ثُمَّ جِئْنَا بِالنَّاقَةِ الصَّفِيِّ فَتَفَاجَّ عَلَيْهَا، فَنَحْلُبُهَا عَلَى الْكُثْبَةِ حَتَّى نَرْوِيَهَا، ثُمَّ نَعْبُدُ تِلْكَ الْكُثْبَةَ مَا أَقَمْنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ ". قَالَ أَبُو مُحَمَّد الصَّفِيُّ: الْكَثِيرَةُ الْأَلْبَانِ وَالْفَجُّ الطَّرِيق الواسع وَجَمْعُهُ فِجَاجٌ إسناده ضعيف عباد بن منصور كان يدلس وقد تغير بأخرة وهو موقوف على أبي رجاء عمران بن ملحان

৪. আবূ রাজা বলেন: জাহিলী যুগে আমরা যখন কোন সুন্দর পাথর পেতাম, তখনই তার পূজায় লেগে যেতাম। আর যখন কোন পাথরই পেতাম না, তখন আমরা বালি একত্রিত করে ঢিবি বানাতাম। তারপর দুগ্ধবতী উষ্ট্রী নিয়ে এসে এর পা ফাঁক করে ধরে এ ঢিবির উপর এর দুধ দোহন করতাম। এমনকি ঢিবিটি দুধে ভিজে যেতো। অতঃপর যতক্ষণ আমরা এ স্থানে অবস্থান করতাম, ততক্ষণ এ ঢিবিরই ইবাদত করতাম।'

আবু মুহাম্মদ (দারিমী) বলেন, ‘الصفي’ অর্থ: অধিক দুগ্ধদায়ী, فنفاج অর্থ উটনী যখন দুধ দোহনের জন্য তার উভয় পা ফাঁক করে। এবং لفج অর্থ: প্রশস্ত রাস্তা। এর বহুবচন: فجاج।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে আবী নুয়াইম তার ‘হিলইয়া’ গ্রন্থে (২/৩০৬) হাসান সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: আবী নুয়াইম তার ‘হিলইয়া’ গ্রন্থে (২/৩০৬)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ كَعْبٌ: نَجِدُهُ مَكْتُوبًا: " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَظٌّ، وَلَا غَلِيظٌ، وَلَا صَخَّابٌ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يُكَبِّرُونَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ نَجْدٍ، وَيَحْمَدُونَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ، وَيَتَأَزَّرُونَ عَلَى أَنْصَافِهِمْ، وَيَتَوَضَّئُونَ عَلَى أَطْرَافِهِمْ، مُنَادِيهِمْ يُنَادِي فِي جَوِّ السَّمَاءِ صَفُّهُمْ فِي الْقِتَالِ، وَصَفُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ، لَهُمْ بِاللَّيْلِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجِرُهُ بِطَيْبَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ مرسل وإسناده صحيح

৫. কাব বলেন: আমরা (তাওরাতে) লিখিত পেয়েছি যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি কঠোর স্বভাবের হবেন না, নির্দয়ও হবেন না; আর হাটে-বাজারে শোরগোলকারী হবেন না। মন্দ আচরণের প্রতিদানে মন্দ আচরণ করবেন না, বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা করবেন। আর তাঁর উম্মত প্রত্যেক উচ্চ ভূমিতে (আরোহণকালে) মহান আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা’র অধিক হামদ্ (প্রশংসা) বর্ণনাকারী ও তাকবীর (বড়ত্ব) উচ্চারণকারী হবে। আর তারা সকল অবস্থানেই আল্লাহ’র প্রশংসা করবে। তারা ‘ইযার’ বা তহবন্দ (এর নিম্নাংশ) তাদের (পায়ের গোছার) অর্ধেক বরাবর পরিধান করবে। তারা অঙ্গসমূহ (ধুয়ে) ওযু করবে। তাদের মুয়াযযিন আকাশ পরিমণ্ডলে আযান (ছড়িয়ে) দিবে। তাদের যুদ্ধের সারী ও সালাতের সারী একইরূপ হবে। তাদের রাতের (তাহাজ্জুদের সালাতে কান্নার) আওয়াজ হবে মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের মত। আর তাঁর জন্ম হবে মক্কায় ও তিনি ত্বয়্যিবায় (মদীনায়) হিজরত করবেন এবং তাঁর রাজ্য পৌঁছবে শাম দেশ পর্যন্ত।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । তবে এটি মুরসাল হাদীস। তাখরীজ: ইবনু সা’দ, ত্বাবাকাত ১/২/৮৭; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ (৩৬৪৮); আবী নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৫/৩৮৭; দেখুন, ফাতহুল বারী ৮/৫৮৬ । পরবর্তী হাদীসটি এর শাহিদ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِنَّا لَنَجِدُ صِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَحِرْزًا، لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُهُ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ، وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا صَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَتَجَاوَزُ، وَلَنْ أَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْمِلَّةَ الْمُتَعَوِّجَةَ بِأَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا ". قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ كَعْبًا يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو موقوف على ابن سلام

৬. (আব্দুল্লাহ) ইবনু সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী (তাওরাতে) পেয়েছি: (সেখানে লেখা আছে, আল্লাহ বলেছেন) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে শাহীদ (সাক্ষ্যদাতা), সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মী'দের (বেদুইনদের) আশ্রয়স্থল হিসেবে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসূল। আমি আপনার নাম রেখেছি 'মুতাওয়াক্কীল' (ভরসাকারী)। তিনি কঠোর স্বভাবের নন, নির্দয় নন; আর হাটে-বাজারে শোরগোলকারী নন। তিনি মন্দের প্রতিদানে মন্দ কিছু করবেন না, বরং তিনি ক্ষমা ও উপক্ষো করবেন। আপনার "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই"-এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে তিনি বাঁকা (খারাপ) হয়ে যাওয়া জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আমি তাঁকে মৃত্যু কখনোই দেব না। আমরা তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চোখসমূহকে (দেখার জন্য), বধির কানসমূহকে (শ্রবণের জন্য) এবং আচ্ছাদিত হৃদয়সমূহকে উন্মোচন করে দেব।'[1]
আতা ইবনু ইয়াসার (রহঃ) বলেন: আমাকে আবী ওয়াকেদ লাইছী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তা-ই বলতে শুনেছেন যা আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ বা দুর্বল । লাইছের লেখক আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এর দুর্বলতার জন্য । তাখরীজ: ফাসাবী, মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ৩/২৭৪; বাইহাকী, দালাইলুন নবুওয়াত ১/৩৭৬; ইবনু কাসীর, সীরাত ১/৩২৭; দেখুন, ফাতহুল বারী ৪/৩৪৩। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা: হতে আহমাদ ২/১৭৪ ও বুখারী, বুয়ূ ২১৫১ ও তাফসীর ৪৮৩৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭)

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ كَعْبٍ: " فِي السَّطْرِ الْأَوَّلِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، عَبْدِي الْمُخْتَارُ، لَا فَظٌّ، وَلَا غَلِيظٌ، وَلَا صَخَّابٌ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَهِجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، وَفِي السَّطْرِ الثَّانِي: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، أُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ، وَيُكَبِّرُونَه عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، رُعَاةُ الشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ إِذَا جَاءَ وَقْتُهَا وَلَوْ كَانُوا عَلَى رَأْسِ كُنَاسَةٍ، وَيَأْتَزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، وَيُوَضِّئُونَ أَطْرَافَهُمْ، وَأَصْوَاتُهُمْ بِاللَّيْلِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ كَأَصْوَاتِ النَّحْلِ إسناده فيه زيد بن عوف وهو متروك وقد اتهمه أبو زرعة بالسرقة . وهو موقوف على كعب

৭. কা’ব হতে বর্ণিত: (তাওরাতের) প্রথম লাইনে/অনুচ্ছেদে লেখা রয়েছে: মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আমার নির্বাচিত বান্দা, তিনি কঠোর স্বভাবের ও নির্দয় হবেন না; আর হাটে-বাজারে শোরগোলকারীও হবেন না; তিনি মন্দ আচরণের প্রতিদানে মন্দ আচরণ করবেন না, বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা করবেন। আর তাঁর জন্ম হবে মক্কায় ও তিনি ত্বয়্যিবায় (মদীনায়) হিজরত করবেন এবং তাঁর রাজ্য পৌঁছবে শাম দেশ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় লাইনে/অনুচ্ছেদে লেখা রয়েছে: মুহাম্মাদ সা আল্লাহর রাসূল, আর তাঁর উম্মত মহান আল্লাহ’র অধিক হামদ্ (প্রশংসা) বর্ণনাকারী, তারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ’র প্রশংসা করবে, আর তারা সকল অবতরণস্থলেই আল্লাহ’র প্রশংসা করবে। প্রত্যেক উচ্চ ভূমিতে (আরোহণ কালে) তাকবীর (আল্লাহর বড়ত্ব/আল্লাহু আকবার) উচ্চারণকারী হবে। সূর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সালাতের ওয়াক্ত হওয়া মাত্র তারা সালাত আদায় করবে, এমনকি যদিও তারা ময়লা-আবর্জনার স্থানের চূড়ায়ও থাকে। তারা ‘ইযার’ বা তহবন্দ (এর নিম্নাংশ) তাদের (পায়ের গোছার) মাঝ বরাবর পরিধান করবে। তারা তাদের অঙ্গসমূহ (ধুয়ে) ওযু করবে। রাতে আকাশ পরিমণ্ডলে তাদের (সালাতে দাঁড়িয়ে কান্নার) আওয়াজ হবে মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের মত।[1]

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদে যাইদ ইবনু আউফ রয়েছে। সে মাতরূক বা পরিত্যক্ত । এবং পূর্ববর্তী ৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮)

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ: كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ؟، فَقَالَ كَعْبٌ: " نَجِدُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُولَدُ بِمَكَّةَ، وَيُهَاجِرُ إِلَى طَابَةَ، وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ، وَلَيْسَ بِفَحَّاشٍ، وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، أُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي كُلِّ سَرَّاءَ، وَضَرَّاءَ وَيُكَبِّرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ نَجْدٍ، يُوَضِّئُونَ أَطْرَافَهُمْ، وَيَأْتَزِرُونَ فِي أَوْسَاطِهِمْ، يُصَفُّونَ فِي صَلَاتِهِمْ كَمَا يُصَفُّونَ فِي قِتَالِهِمْ، دَوِيُّهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُسْمَعُ مُنَادِيهِمْ فِي جَوِّ السَّمَاءِ إن ذكر ابن حبان عروة بن الحارث في ثقات التابعين جعل الحافظ يشير إلى أنه أبو فروة الذي يروي عن ابن عباس ونحن نشك في ذلك فإن كان هو فالإسناد صحيح وإلا فلعله من ترجمة ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9 / 425 والله أعلم

৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি কা’ব আল আহবারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: তুমি তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী কেমন পেয়েছ? কা’ব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা তাওরাতে পেয়েছি যে, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় জন্ম গ্রহণ করবেন, ত্বাহ বা মদীনায় হিজরত করবেন, আর তাঁর রাজ্য শাম পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আর অশ্লীলতার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তিনি হাটে-বাজারে শোরগোলকারীও হবেন না, তিনি মন্দ আচরণের প্রতিদানে মন্দ আচরণ করবেন না, বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা করবেন। আর তাঁর উম্মত মহান আল্লাহ’র অধিক হামদ্ (প্রশংসা) বর্ণনাকারী, তারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ’র প্রশংসা করবে, তারা অঙ্গসমূহ (ধুয়ে) ওযু করবে এবং প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে (আরোহণকালে) তাকবীর (আল্লাহর বড়ত্ব/আল্লাহু আকবার ধ্বনি) উচ্চারণ করবে। তারা ‘ইযার’ বা তহবন্দ (এর নিম্নাংশ) পরিধান করবে তাদের (পায়ের গোছার) মাঝ বরাবর। তারা যেভাবে যুদ্ধে সারিবদ্ধ হবে, তারা তাদের সালাতেও তদ্রূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের মসজিদসমূহে তাদের (তিলাওয়াত ও যিকিরের) আওয়াজ হবে মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের মত। আর তাদের আহ্বানকারীর আহ্বান (মুয়াযযিনের আযান) দূর আকাশে শোনা যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইবনু হিব্বান এ হাদীসের বর্ণনাকারী সম্পর্কে তার ‘আস সিক্বাত’ গ্রন্থে ইবনু আব্বাস থেকে তার যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তা সঠিক হলে এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা’দ, ত্বাবাকাত ১/২/৮৭।

أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ التَّمِيمِيّ، حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ إِلَيْكُمْ لَيْسَ بِوَهِنٍ، وَلَا كَسِلٍ، لِيُحْيِيَ قُلُوبًا غُلْفًا، وَيَفْتَحَ أَعْيُنًا عُمْيًا، وَيُسْمِعَ آذَانًا صُمًّا، وَيُقِيمَ السُّنَّةَ الْعَوْجَاءَ، حَتَّى يُقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ مرسل إسناده ضعيف بقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية وقد عنعن في هذا الإسناد

৯. যুবায়র ইবনু নুফাইর আল হাদরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ‘তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল এসেছেন যিনি দুর্বল নন এবং অলসও নন, তিনি এসেছেন আচ্ছাদিত অন্তরকে জীবিত করার জন্য, অন্ধ চোখসমূহকে খুলে দেয়ার জন্য, বধির কানসমূহকে শ্রবণ করানোর জন্য এবং বিকৃত হয়ে যাওয়া সুন্নাত[1] (রীতিসমূহ)কে সোজা (সংস্কার করে সঠিক) করার জন্য। (তিনি এই কাজ করে যাবেন) যতক্ষণ না সাক্ষ্য দেয়া হবে: ‘আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক’।[2]

[1] মিল্লাতে ইবরাহীমের সুন্নাত [2] তাহক্বীক্ব: এটি মুরসাল (তাবিঈ কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস) ও এর সনদ যঈফ । তবে কাছীর ইবনু মুররাহ হতে তার বাণী হিসেবে এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন ইবনু সা’দ (ত্বাবাকাত ১/২/৮৮)। যদিও হাফিজ ইবনু হাজার (ফাতহুল বারীতে ৮/৫৮৬) দারেমী কর্তৃক বর্ণিত জুবাইর ইবনু নুফাইরের এ মুরসালের সনদকে সহীহ বলেছেন। তাখরীজ: অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, ইবনু সা’দ (ত্বাবাকাত ১/২/৮৮)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَمَشَى مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ، قَالَ: فَإِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي الْبَيْتِ وَالْأُخْرَى خَارِجَة كَأَنَّهُ يُنَاجِي، فَالْتَفَتَ، فَقَالَ: " أَتَدْرِي مَنْ كُنْتُ أُكَلِّمُ؟ إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ أَرَهُ قَطُّ قَبْلَ يَوْمِي هَذَا، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ، قَالَ: إِنَّا آتَيْنَاكَ أَوْ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فَصْلًا، وَالسَّكِينَةَ صَبْرًا، وَالْفُرْقَانَ وَصْلًا مرسل رجاله ثقات

১০. আমির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাঁর কোন সাহাবী কোন এক প্রয়োজনে আসলেন। ফলে তিনি তার সাথে চলতে লাগলেন যতক্ষণ না তিনি ঘরে প্রবেশ

করলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তাঁর এক পা ঘরের ভিতর এবং এক পা বাইরে থাকা অবস্থায় তিনি যেন কারো সাথে চুপি চুপি আলাপ করলেন। অতঃপর তিনি তার দিকে তাকালেন এবং বললেন: ‘তুমি জান কি আমি কার সাথে কথা বলছিলাম? ইনি একজন ফেরেশতা, আজকের আগে আমি কোনদিন তাকে দেখিনি। তিনি আমাকে সালাম দেয়ার জন্য তাঁর প্রতিপালকের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছেন । তিনি (তাকে অনুমতি দিয়ে) বলেছেন, আমি আপনাকে কুরআন দিয়েছি অথবা (আপনার ওপর) নাযিল করেছি ফয়সালাকারী রূপে; ধীর-স্থিরতা দান করেছি সহনশীলতারূপে, ফুরকান (কুরআন) দান করেছি (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে) সেতুবন্ধনরূপে।[1]

[1] তাহক্কীক: এটি মুরসাল । আমর ইবনু আবী কায়েস ব্যতীত এর অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: এটি দারেমী একাই বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১)

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا رَيْحَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيَّ، يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: لِتَنَمْ عَيْنُكَ، وَلْتَسْمَعْ أُذُنُكَ، وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ، قَالَ: " فَنَامَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَعَقَلَ قَلْبِي "، قَالَ: فَقِيلَ لِي: سَيِّدٌ بَنَى دَارًا فَصَنَعَ مَأْدُبَةً، وَأَرْسَلَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ، دَخَلَ الدَّارَ، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، وَلَمْ يَطْعَمْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ، قَالَ: " فَاللَّهُ: السَّيِّدُ، وَمُحَمَّدٌ: الدَّاعِي، وَالدَّارُ: الْإِسْلَامُ، وَالْمَأْدُبَةُ: الْجَنَّةُ إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور

১১. আতিয়্যাহ, রবী’আহ আল-জুরাশীকে বলতে শুনেছেন: তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন আগন্তুকে এল, অতঃপর তাঁকে বলা হল, আপনার চক্ষু ঘুমাক, আপনার কর্ণ শ্রবণ করুক এবং আপনার অন্তর উপলব্ধি করুক।

তিনি বলেন: ‘তখন আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমিয়ে গেল, আমার কর্ণদ্বয় শুনতে থাকল এবং আমার অন্তর উপলব্ধি করতে থাকল।’ তারপর আমাকে বলা হল, একজন অধিকর্তা একটি গৃহ নির্মাণ করলেন, এবং সেখানে খাবারের আয়োজন করলেন। আর একজন আহ্বানকারীকে প্রেরণ করলেন (সবাইকে দাওয়াত দেয়ার জন্য)। ফলে যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, সে গৃহে প্রবেশ করল, খানা খেল এবং সেই অধিকর্তা তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। আর যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল না, সে গৃহে প্রবেশ করতে পারল না, খানাও খেতে পারল না এবং সেই অধিকর্তাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন ।

তিনি বললেন: সুতরাং আল্লাহই হলেন সেই অধিকর্তা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সেই আহ্বানকারী এবং গৃহটি হল ইসলাম, আর ভোজ আয়োজন হল জান্নাত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবাদ ইবনু মানসুর যঈফ। তাখরীজ: তাবারানী, আল কাবীর ৫/৬৫ নং ৪৫৯৭; মুহাম্মদ ইবনু নাছর, আস সুন্নাহ নং ১০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ التَّمِيمِيّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ، وَمَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَأَقْعَدَهُ وَخَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: " لَا تَبْرَحَنَّ فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِي إِلَيْكَ رِجَالٌ فَلَا تُكَلِّمْهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يُكَلِّمُوكَ "، فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَرَادَ، ثُمَّ جَعَلُوا يَنْتَهُونَ إِلَى الْخَطِّ لَا يُجَاوِزُونَهُ، ثُمَّ يَصْدُرُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، جَاءَ إِلَيَّ فَتَوَسَّدَ فَخِذِي، وَكَانَ إِذَا نَامَ، نَفَخَ فِي النَّوْمِ، نَفْخًا فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَسِّدٌ فَخِذِي، رَاقِدٌ، إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمُ الْجِمَالُ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا بِهِمْ مِنَ الْجَمَالِ حَتَّى قَعَدَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالُوا بَيْنَهُمْ: مَا رَأَيْنَا عَبْدًا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَنَامَانِ، وَإِنَّ قَلْبَهُ لَيَقْظَانُ، اضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا: سَيِّدٌ بَنَى قَصْرًا ثُمَّ جَعَلَ مَأْدُبَةً فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، ثُمَّ ارْتَفَعُوا، وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: " أَتَدْرِي مَنْ هَؤُلَاءِ؟ "، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " هُمُ الْمَلَائِكَةُ "، قَالَ: " وَهَلْ تَدْرِي مَا الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوهُ؟ "، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الرَّحْمَنُ بَنَى الْجَنَّةَ فَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ، فَمَنْ أَجَابَهُ، دَخَلَ جَنَّتَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ، عَاقَبَهُ وَعَذَّبَهُ إسناده حسن

১২. আবী উছমান নাহদী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে ‘বাতহা’ (উপত্যকা)-য় গেলেন। সেখানে তাকে বসিয়ে তার চারপাশে রেখা টেনে দিলেন। তারপর বললেন: ‘তুমি নড়বে না, কেননা কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার নিকট কিছু লোক আসবে। তুমি তাদের সাথে কথা বলবে না। আর তারাও তোমার সাথে কথা বলবে না।

এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন সেদিকে চলে গেলেন। অতঃপর ঐ সব লোকেরা রেখার নিকট এসে উপস্থিত হল কিন্তু তারা রেখাটি অতিক্রম করল না। তারপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে ফিরে গেল। রাতের শেষভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট এলেন এবং আমার উরুর উপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর যখন তিনি ঘুমাতেন তখন নাক ডাকাতেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উরুর উপর ঘুমে বিভোর, তখন কিছু লোক আসল, যারা ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের (ও সম্ভ্রান্ত[1])। তাদের পরনে ছিল সাদা পোশাক। আল্লাহই ভাল জানেন, কী অপূর্ব সৌন্দর্য যে তাদের ছিল! তাদের একদল তাঁর মাথার নিকট এবং একদল তাঁর পায়ের নিকট বসল। এরপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল: এ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যা দেওয়া হয়েছে, আর কোন বান্দাকে তা দেওয়া হয়েছে বলে আমরা দেখিনি। নিশ্চয় তাঁর চোখদু'টি ঘুমালেও তাঁর অন্তর সদা জাগ্রত।' তোমরা তাঁর একটি উপমা দাও। (তা হচ্ছে) কোন এক অধিকর্তা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন, তারপর সেখানে একটি ভোজ সভার আয়োজন করলেন, অতঃপর লোকদেরকে সে ভোজের খাদ্য ও পানিয় গ্রহণের জন্য আহ্বান করলেন।' তারপর (এ উপমাটি দিয়েই) তারা উঠে গেলেন। আর ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জেগে উঠলেন। তারপর তিনি বললেন: 'এরা কারা তা কি তুমি জান?' আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন: 'তারা ছিল ফেরেশতা।' তিনি (আরও) বললেন: তারা যে উপমাটি দিল, সে সম্পর্কে তুমি কি কিছু জান? আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন: 'আর রহমান (আল্লাহ) জান্নাত বানিয়েছেন, তারপর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সেদিকে আহ্বান করেছেন। ফলে যে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে, সে তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আহ্বানে সাড়া দেবে না, তিনি তাকে পাকড়াও করবেন এবং শাস্তি দেবেন।"[2]

[1] ফাতহুল মান্নান, অত্র হাদীসের টীকা দ্র: [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে এটি মুরসাল (তাবিঈ বর্ণিত হাদীস)। তবে মুসনাদে আহমাদে ইবনু মাসউদ থেকে আমর কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসের সনদ সহীহ। তাখরীজ: তিরমিযী ২৮৬৫; আহমদ, আল মুসনাদ ১/৩৯৯;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: " كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا، وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ لَنَا وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ: يَا أَخِي، اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ

عِنْدَ الْبَهْمِ، فَأَقْبَلَ طَائِرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟، قَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي لِلْقَفَا فَشَقَّا بَطْنِي ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ، فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ائْتِنِي بِمَاءِ ثَلْجٍ، فَغَسَلَ بِهِ جَوْفِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِمَاءِ بَرَدٍ، فَغَسَلَ بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ فَذَرَّهُ فِي قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حُصَّهُ، فَحَاصَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ "، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي "، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَفَرِقْتُ فَرَقًا شَدِيدًا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ الْتَبَسَ بِي، فَقَالَتْ: أُعِيذُكَ بِاللَّهِ، فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا، فَجَعَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّى بُلَغْنَا إِلَى أُمِّي، فَقَالَتْ: أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي، وَحَدَّثْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلِكَ، وَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ حِينَ خَرَجَ مِنِّي شَيْئًا، يَعْنِي: نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ إسناده ضعيف بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية وقد عنعن في هذا الاسناد

১৩. উতবা ইবনু আব্দুস সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী ছিলেন, তিনি তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনার (জীবনের) প্রাথমিক অবস্থা কেমন ছিল? তিনি বললেন: 'বনী সা'দ ইবনু বাকর গোত্রে এক মহিলা ধাত্রী (দুধ মাতা-হালিমা) আমাকে প্রতিপালন করেছেন। (তাঁর নিকট থাকা অবস্থায় একদা) আমি ও তার (দুধ মাতার) ছেলে মেষ চরাতে গেলাম কিন্তু আমাদের সাথে কোন খাদ্য ও পানিয় নিলাম না। তাই আমি বললাম: হে আমার (দুধ) ভাই! যাও, আমাদের মায়ের নিকট থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসো।' ভাই চলে গেলে আমি মেষপালের নিকট থেকে গেলাম। তখন শকুনের মত সাদা রংয়ের দু'টি পাখি (সদৃশ ফেরেশতা) আমার নিকট উপস্থিত হল। তাদের একজন অপরজনকে বলল: ইনিই কি তিনি? অপরজন বলল: হাঁ। তারা দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে ধরে চিত করে শুইয়ে দিল। তারপর আমার পেট চিরে ফেলে আমার 'কলব' বের করে সেটিও চিরে ফেলল। সেখান থেকে কালো রংয়ের দু'টি রক্তপিণ্ড বের করে ফেলল। এরপর তাদের একজন তার সাথীকে বলল: বরফের পানি নিয়ে আস। অতঃপর সে পানি দিয়ে আমার ভেতরটা ধুয়ে দিল। এরপর বলল: এবার তুষার (শীতল) পানি নিয়ে এসো। আর তা দ্বারা সে আমার কলবকে ধুয়ে দিল। তারপর বলল, 'সাকিনাহ' (স্থিরতা/ মানসিক দৃঢ়তা) নিয়ে এসো।' এরপর সে তা আমার কলবের ভিতরে ছড়িয়ে দিল। তারপর একজন অপরজনকে বলল: সমান করে সেলাই করে দাও, ফলে সে সমান করে

সেলাই করে দিল। তারপর তার উপর নবুওয়াতের মোহর দিয়ে সিলগালা করে দিল। তারপর একজন অপরজনকে বলল: তাঁকে এক পাল্লায় রাখ এবং তাঁর উম্মাতের এক হাজার লোককে আরেক পাল্লায় রাখ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ফলে আমি যখন আমার উপরের দিকে উঠে যাওয়া পাল্লার হাজার লোকের দিকে তাকালাম, তখন আমার ভয় হচ্ছিল যে, তাদের কেউ আবার আমার উপরে পড়ে যায় কি-না।' তারপর সে বলল: যদি তাঁর সকল উম্মতকেও তাঁর সাথে ওজন করা হয়, তবুও তাঁর পাল্লা ঝুঁকে যাবে।' তারপর তারা দু'জন আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর আমার (দুধ) মা'র নিকট এসে আমি যে ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলাম, তা সব খুলে বললাম। তিনি আশংকা করলেন যে, আমাকে নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি বললেন: আমি তোমার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর তিনি তার উষ্ট্রীতে সাওয়ার হলেন এবং আমাকেও তুলে নিয়ে আমার পিছনে বসে যাত্রা করলেন। এভাবে সোজা আমার মা'য়ের নিকট পোঁছে গেলাম। তারপর তিনি বললেন: আমি আমার আমানত ও যিম্মা আদায় করেছি।' এবং আমাকে কেন্দ্র করে যা কিছু ঘটেছে তিনি তাকে সব খুলে বললেন। কিন্তু তিনি এতে ভয় পেলেন না। বরং তিনি বললেন: তার ভুমিষ্ঠ হওয়ার সময় আমি এমন একটি নূর দেখেছি, যাতে শামের (সিরিয়া অঞ্চল) রাজপ্রাসাদও আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। অপর দু'টি সনদে আহমাদ, হাকিম, তাবারানী বর্ণনা করেছেন, যার সনদ সহীহ । তাখরীজ: আহমাদ, আল মুসনাদ ৪/১৮৪-১৮৫; হাকিম, আল মুসতাদরাক, নং ৪২৩০; তাবারানী, মু'জামুল কাবীর নং ৩২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نَبِيٌّ حَتَّى اسْتَيْقَنْتَ؟، فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ، أَتَانِي مَلَكَانِ وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَي الْأَرْضِ، وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَزِنْهُ بِرَجُلٍ، فَوُزِنْتُ بِهِ فَوَزَنْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: فَزِنْهُ بِعَشَرَةٍ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِمِئَةٍ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ كَأَنِّي

أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَثِرُونَ عَلَيَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَانِ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَحَهَا إسناده منقطع عروة بن الزبير لم يدرك أبا ذر الغفاري ورجاله ثقات

১৪. আবী যার গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে একজন নবী, একথা আপনি কিভাবে জানতে পারলেন, যাতে আপনি নিশ্চিত হন? তিনি বললেন: ‘হে আবূ যার! (একদা) আমি যখন মক্কার কোন এক উপত্যকায় ছিলাম, তখন আমার নিকট দু’জন ফেরেশতা এল। তাদের একজন জমিনের উপর অবতরণ করল এবং অপরজন আসমান ও জমিনের মাঝামাঝি রইল। তাদের একজন অপরজনকে বলল: ইনিই কি তিনি? অপরজন বলল: হাঁ। সে বলল: তাঁকে একজন লোকের সাথে ওজন কর। আমাকে তার সাথে ওজন করা হল আর আমি তার চেয়ে ভারী হয়ে গেলাম। তারপর সে বলল: তাঁকে দশজন লোকের সাথে ওজন কর। আমাকে তাদের সাথে ওজন করা হল। আর আমি তাদের চেয়েও ভারী হয়ে গেলাম। তারপর সে বলল: তাঁকে একশ’ জন লোকের সাথে ওজন কর। আমাকে তাদের সাথে ওজন করা হল। আর আমি তাদের চেয়েও ভারী হয়ে গেলাম। তারপর সে বলল: তাঁকে এক হাজার জন লোকের সাথে ওজন কর। আমাকে (তাদের সাথে) ওজন করা হল। আর আমি তাদের চেয়েও ভারী হয়ে গেলাম। আমি যেন তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি যে, তারা ওজনের পাল্লা হতে আমার উপর ছিটকে পড়তে যাচ্ছে। তিনি বলেন: তারপর তাদের একজন অপরজনকে বলল: যদি তাঁকে তাঁর পুরো উম্মাতের সাথেও ওজন কর, তবু তিনি তাদের চেয়ে ভারী হয়ে যাবেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্ন। বাকী বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: বাযযার, আল মুসনাদ (কাশফুল আসতার, ৩/১১৫-১১৬ নং ২৩৭১); তাবারী, তারীখ ২/৩০৪-৩০৫; আবু নুয়াইম, দালাইল নং ১৬৭। তবে ইবনু কাছীর তার সীরাত ২/২২৮-২২৯ এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করে বলেন: এ সনদ উত্তম শক্তিশালী।’ আর হাকিম তার মুসতাদরাক ২/৬০০ তে ইবনু কাছীরের বর্ণিত হাদীসের প্রথমাংশ বর্ণনা করেছেন। তবে এর রাবী আহমাদ ইবনু আব্দুল জাব্বার সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন: ‘যঈফ, তবে সীরাতের ক্ষেত্রে তার শ্রবণ সহীহ।’

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِيهِمْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ إسناده صحيح ولكنه مرسل

১৫. আবু সালিহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ডেকে বলতেন: হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয় আমি রহমত ও উপহার (হিসেবে প্রেরিত)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তবে এটি মুরসাল। তবে অনেকে এ হাদীস আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাযযার (৩/১১৪, নং ২৩৬৯); তাবারানী, আস সগীর (১/৯৫) এবং আল আওসাত (৫, ৩০); মুসনাদুশ শিহাব (১১৬০, ১১৬১); বাইহাকী, দালাইল ১/১৫৮ যিয়াদ্ ইবনু ইয়াহইয়া আল হাসানী হতে .... আবু সালেহ আবু হুরায়রা হতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ... এর সনদ সহীহ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْنَ تُرِيدُ؟ "، قَالَ: إِلَى أَهْلِي، قَالَ: " هَلْ لَكَ فِي خَيْرٍ؟ "، قَالَ: وَمَا هُوَ؟، قَالَ: " تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "، فَقَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟، قَالَ: " هَذِهِ السَّلَمَةُ "، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدًّا حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ ثَلَاثًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتِهَا، وَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ: إِنْ اتَّبَعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ، وَإِلَّا رَجَعْتُ، فَكُنْتُ مَعَكَ حديث صحيح

১৬. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। তখন একজন বেদুইন এসে উপস্থিত হল। যখন সে তাঁর নিকটবর্তী হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: 'তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ? সে বলল, আমার পরিবারের নিকট যেতে চাচ্ছি। তিনি তাকে বললেন: তোমার কি কল্যাণের কোন প্রয়োজন আছে? সে বলল, তা (সে কল্যাণ) আবার কি? তিনি বললেন: 'তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। সে জিজ্ঞেস করল, আপনার এ কথার সত্যায়ন করবে কে? তিনি বললেন: এই বাবলাগাছ সাক্ষ্য দেবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপত্যকার কিনারায় অবস্থিত বাবলা গাছটিকে ডাকলেন এবং সে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। আর তিনি সেই গাছের নিকট তিনবার এর সাক্ষ্য চাইলেন, আর সেটি তিনবারই সেভাবে সাক্ষ্য দিল যেভাবে তিনি বলেছিলেন।

তারপর সেই গাছটি আপন স্থানে ফিরে গেল। তখন বেদুইন লোকটিও তার গোত্রের নিকট ফিরে গেল। আর বলে গেল, যদি আমার ক্বওম আমার অনুসরণ করে, তবে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমি আপনার কাছে উপস্থিত হবে এবং নইলে আমি একাই ফিরে আসব এবং আপনার নিকট অবস্থান করব।”[1]

[1] তাহকীক: হাদীসটি সহীহ। (হাইছামী বলেন: এর রাবীগণ সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী- মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২৯২; ইবনু কাছীর বলেন: এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)।) তাখরীজ: আবী ইয়ালা, আল মুসনাদ ৫৬৬৪; সহীহ ইবনু হিব্বান, আস সহীহ, ২১১০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى، فَنَزَلْنَا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا شَجَرَةٌ، وَلَا عَلَمٌ، فَقَالَ: " يَا جَابِرُ، اجْعَلْ فِي إِدَاوَتِكَ مَاءً ثُمَّ انْطَلِقْ بِنَا "، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى لَا نُرَى، فَإِذَا هُوَ بِشَجَرَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُ أَذْرُعٍ، فَقَالَ: " يَا جَابِرُ، انْطَلِقْ إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَقُلْ: يُقُولُ لَكِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَقِي بِصَاحِبَتِكِ حَتَّى أَجْلِسَ خَلْفَكُمَا "، فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَانِهِمَا، فَرَكِبْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَيْنَا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا، فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا يَأْخُذُهُ الشَّيْطَانُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: فَتَنَاوَلَ الصَّبِيَّ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَدَّمِ الرَّحْلِ، ثُمَّ قَالَ: " اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ، أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا "، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا قَضَيْنَا سَفَرَنَا، مَرَرْنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيُّهَا، وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ مِنِّي هَدِيَّتِي، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عَادَ إِلَيْهِ بَعْدُ، فَقَالَ: " خُذُوا مِنْهَا وَاحِدًا وَرُدُّوا عَلَيْهَا الْآخَرَ "، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَيْنَا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا، فَإِذَا جَمَلٌ نَادٌّ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ سِمَاطَيْنِ خَرَّ سَاجِدًا، فَجَلَسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيَّ النَّاسَ: " مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ؟ " فَإِذَا فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالُوا: هُوَ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " فَمَا شَأْنُهُ "؟، قَالُوا: اسْتَنَيْنَا عَلَيْهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَكَانَتْ بِهِ شُحَيْمَةٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْحَرَهُ فَنَقْسِمَهُ بَيْنَ غِلْمَانِنَا، فَانْفَلَتَ مِنَّا، قَالَ: " بِيعُونِيهِ "، قَالُوا: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

قَالَ: " أَمَّا لا، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ "، قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ لَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ، قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ النِّسَاءُ لِأَزْوَاجِهِنَّ إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عبد الملك . ولكن الحديث صحيح بشواهده

১৭. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে বের হলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে এতটা আড়ালে চলে যেতেন যাতে তাঁকে আর দেখা যেত না। আমরা এমন এক মরুভূমিতে অবতরণ করলাম যেখানে কোন গাছপালা কিংবা পাহাড় চোখে পড়ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে জাবির, তোমার পাত্রে পানি নাও এবং আমার সাথে এসো।' বর্ণনাকারী (জাবির রাদ্বি:) বলেন, আমরা চলতে লাগলাম (এবং এত দূরে গেলাম যাতে) আমাদেরকে আর দেখা না যায়। চলতে চলতে দু'টি গাছ দেখা গেল, যাদের মাঝে দূরত্ব ছিল হাত চারেক। তখন তিনি আমাকে বললেন: 'হে জাবির, তুমি এ গাছটির নিকট যাও এবং তাকে বল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে বলছেন যে, 'তুমি তোমার সাথীর সাথে এমনভাবে মিলিত হও, যাতে আমি তোমাদের অন্তরালে (হাজত পূরণের উদ্দেশ্যে) বসতে পারি।'

বর্ণনাকারী বলেন: আমি তাই করলাম। তখন সেই গাছটি অন্য গাছের সাথে মিলে গেলো আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে) গাছ দুটির অন্তরালে বসলেন। তারপর গাছ দুটি যার যার স্থানে ফিরে গেল। তারপর আমরা আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি আমাদের মাঝে থাকলে আমাদের মনে হতো, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি ছায়া দান করছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে এক মহিলা আসলো, তার সঙ্গে ছিল তার একটি ছেলে। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ ছেলেটার উপর প্রত্যেক দিন তিন বার করে শয়তান আছর করে। বর্ণনাকারী বলেন: তখন তিনি ছেলেটিকে তুলে নিলেন এবং তাকে তাঁর এবং জিনের (উটের পিঠে বসানো গদি) সামনের অংশের মাঝে বসালেন। তারপর বললেন: "আল্লাহর দুশমন, দূর হ! আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহর দুশমন, দূর হ! আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।- একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

তারপর তিনি ছেলেটিকে ঐ মহিলার নিকট ফিরিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে যখন আমরা আমাদের সফর শেষ করে এ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সেই মহিলাটি আবার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার সাথে তার ছেলেটি ছিল এবং দু'টি মেষ ছিল যেগুলো সে হাঁকিয়ে আনছিল। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পক্ষ থেকে এ হাদিয়াটুকু গ্রহণ করুন। যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, সেই সত্ত্বার কসম, সেই দিনের পর শয়তান আর ওর কাছে ফিরে আসেনি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তার নিকট থেকে একটি মেষ গ্রহণ কর এবং অপরটি তাকে ফিরিয়ে দাও।'

বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর আমরা রওনা দিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝেই ছিলেন, এমতাবস্থায় মনে হচ্ছিল যেন পাখিরা আমাদের উপর ছায়া দান করছে। এমন সময় কোথা হতে জানি আওয়াজ করতে করতে একটি উট পালিয়ে আসল এবং লোকদের দুই সারির মাঝে এসে সাজদায় পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে পড়লেন এবং লোকদেরকে বললেন: 'এ উটটির মালিক কে?' তখন আনসারী কিছু যুবক বলে উঠল: ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওটি আমাদের উট।

তিনি বললেন: 'ওটার কী হয়েছে?' তারা বলল, এর পিঠে আমরা প্রায় বিশ বছর ধরে পানি বহন করে আসছি। আর ওটা বেশ মোটা তাজা ছিল। এখন আমরা চাচ্ছি এটিকে যবেহ/কুরবানী করে আমাদের বাচ্চাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে। এমতাবস্থায় এটি আমাদের থেকে পালিয়ে এসেছে। তিনি বললেন: 'তোমরা একে আমার কাছে বিক্রি করে দাও।' তারা বলল, না, বরং ওটি আপনারই, হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেন: "তা যখন করবে না, তখন ওর মৃত্যু পর্যন্ত ওর সাথে সদাচারণ কর।" এ সময় মুসলিমগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, পশুদের থেকে আমরাই তো আপনাকে সাজদা করার ব্যাপারে অধিক হকদার। তিনি বললেন: 'কোন কিছুরই কোন কিছুকে সাজদা করা উচিত নয়। তা যদি হত (অর্থাৎ এভাবে সাজদা করার অনুমতি থাকত), তবে নারীদের জন্য তাদের স্বামীদেরকে সাজদা করাই সঙ্গত হত (কিন্তু এর অনুমতি নেই)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইসমাইল ইবনু আব্দুল মালিক (এ হাদীছের একজন রাবী) দূর্বল। তবে হাদীসটির অনেকগুলি শাহিদ (সমর্থনকারী হাদীস) থাকার কারণে সহীহ । তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৪৯০-৪৯২; আব্দ ইবনু হুমাইদ ১০৫৩; বাইহাকী (৬/১৮-১৯) ও আবী নুয়াইম (২৮২) উভয়ে, দালাইলুন নবুওয়াতে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮)

حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دُفِعْنَا إِلَى حَائِطٍ فِي بَنِي النَّجَّارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ لَا يَدْخُلُ الْحَائِطَ أَحَدٌ إِلَّا شَدَّ عَلَيْهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ، فَدَعَاهُ فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: " هَاتُوا خِطَامًا "، فَخَطَمَهُ

وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا عَاصِيَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إسناده جيد

১৮. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হাঁটতে হাঁটতে বনী নাজ্জারের এলাকায় একটি দেয়ালঘেরা বাগানের নিকট পৌঁছলাম। তখন সেই বাগানে একটি উট ছিল। যে ব্যক্তিই সেই বাগানে প্রবেশ করত, তার উপরই সেটি চড়াও হত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লোকেরা এ কথা জানালো। তিনি সেখানে গেলেন এবং উটটিকে ডাকলেন। উটটি নিচু হয়ে ঠোঁট মাটির উপর লাগিয়ে তাঁর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তখন তিনি বললেন: 'তোমরা একটি লাগাম আনো।' তারপর তিনি একে লাগাম পরালেন এবং তার মালিককে ফিরিয়ে দিলেন। পরে আমাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন: "আসমান ও জমিনের মাঝে যা কিছু আছে, সকলেই জানে যে, আমি আল্লাহর রাসূল। কেবলমাত্র জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে অবাধ্যরা ব্যতীত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আবদ ইবনু হুমাইদ, আল মুসনাদ ১১২২; আহমাদ, আল মুসনাদ ৩/৩১০; ইবনু আবী শাইবা নং ১১১৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯)

أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي بِهِ جُنُونٌ، وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا فَيُخَبِّثُ عَلَيْنَا، " فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَدَعَا فَثَعَّ ثَعَّةً، وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجِرْوِ الْأَسْوَدِ، فَسَعَى إسناده ضعيف من أجل فرقد السبخي

১৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একটি ছেলেসহ একজন মহিলা এলো। সে বললো, ইয়া রাসূলূল্লাহ, আমার এ ছেলেটিকে জ্বিনে ধরেছে। সে সকালে খাওয়ার সময় এবং সন্ধ্যায় খাওয়ার সময় তার উপর আক্রমণ চালায় বা প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সে তাকে আমাদের প্রতি খবীছ বানিয়ে দিচ্ছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বুকে হাত দিয়ে মাসেহ করে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর সে অনেকখানি বমি করলো। তখন তার ভেতর থেকে কালো রংয়ের কোনো কিছুর বাচ্চা জাতীয় কিছু একটা বের হয়ে দৌড়ে চলে গেল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদ যঈফ, ফারকদ সাবাখী'র কারণে। তাখরীজ: আহমদ, আল মুসনাদ ১/২৩৯, ২৫৪, ২৬৮; তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, ১২/৫৭ নং ১২৪৬০; বাইহাকী, দালাইল ৬/১৮২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ إسناده جيد

২০. জাবির ইবনু সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'নিশ্চয়ই মক্কার একটি পাথরকে আমি চিনি, আমি (নবী হিসেবে) প্রেরিত হওয়ার পূর্ব থেকেই যে আমাকে সালাম দিত। নিশ্চয় সেটিকে এখনও আমি চিনি।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আহমদ, আল মুসনাদ ৫/৮৯, ৯৫, ১০৫; মুসলিম, সহীহ ২২৭৭; তিরমিযী ৩৬২৮ ও অন্যান্যরা ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১)

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيل السُّدِّيّ، عَنْ عَبَّادٍ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا، فَمَرَرْنَا بَيْنَ الْجِبَالِ وَالشَّجَرِ، فَلَمْ نَمُرَّ بِشَجَرَةٍ وَلَا جَبَلٍ إِلَّا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إسناده فيه علتان : ضعف الوليد بن أبي ثور وجهالة عباد أبي يزيد وهو عباد بن أبي يزيد

২১. আলী ইবনু আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কায় ছিলাম। একদা তাঁর সাথে মক্কার পার্শ্ববর্তী কোন এক অঞ্চলের দিকে বের হলাম। তখন আমরা পাহাড় ও গাছপালার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করলাম। আমরা যে

গাছ ও পাহাড়কেই অতিক্রম করেছি, প্রতিটি গাছ ও পাহাড়ই বলে উঠত: আস্ সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ![1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে একজন যঈফ ও একজন অজ্ঞাত রাবী রয়েছে। তবে অন্য সনদে তাবারানী, আওসাতে (৬/২০৬ নং ৫৪২৮) অন্য রাবী হতে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: তিরমিযী ৩৬৩০; বাইহাকী, দালাইল২/১৫৩-১৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، أَوْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَإِذَا هُوَ بِقَرِيبٍ مِنْ مِئَةِ ذِئْبٍ قَدْ أَقْعَيْنَ وُفُودُ الذِّئَابِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَرْضَخُونَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ طَعَامِكُمْ وَتَأْمَنُونَ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ؟ "، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجَةَ، قَالَ: " فَآذِنُوهُنَّ "، قَالَ: فَآذَنُوهُنَّ فَخَرَجْنَ وَلَهُنَّ عُوَاءٌ رجاله ثقات ولكن قيل أخطأ محمد بن يوسف في مئة وخمسين حديثا من حديث سفيان:

২২. শিমর ইবনু আতিয়্যা কর্তৃক মুযাইনা কিংবা জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাত আদায় করে দেখলেন সেখানে প্রায় একশটি নেকড়ে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসে রয়েছে, তাদের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হিসেবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে বললেন: তোমাদের খাদ্য থেকে সামান্য কিছু এদেরকে দাও, তাহলে অন্যগুলো থেকে নিরাপদে থাকবে। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে (নিজেদের সেগুলির) প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ‘তাদেরকে এ খবর জানিয়ে দাও।’ তিনি বলেন, সেগুলোকে তা জানিয়ে দেয়া হল। ফলে তারা আর্তনাদ করতে করতে বের হয়ে গেল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** রাবীগণ সকলেই নির্ভযোগ্য। এর অনেক শাহিদ রয়েছে যা একে অপরকে শক্তিশালী করে। তাখরীজ: তাবারাণী, মু’জামুল কাবীর যেমন বলেছেন ইবনু কাছীর ‘বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া’ (৬/১৪৬) এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ، وَقَدْ تَخَضَّبَ بِالدَّمِ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ تُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً؟، قَالَ: " نَعَمْ، فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَائِهِ "، فَقَالَ: ادْعُ بِهَا، فَدَعَا بِهَا، فَجَاءَتْ وَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ، فَأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَسْبِي حَسْبِي إسناده صحيح

২৩. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভারাক্রান্ত মনে বসে ছিলেন, এমতাবস্থায় জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর নিকট আসলেন। আর তখন মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারে তিনি রক্তে রঞ্জিত ছিলেন। জিবরীল (আ:) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি চান আমি আপনাকে কোন নিদর্শন দেখাই? তিনি বললেন: ‘হাঁ’। তখন তিনি (জিবরীল) তাঁর পিছনের একটি গাছের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি একে ডাকুন। তখন তিনি গাছটিকে ডাকলেন আর সেটি চলে আসল এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তিনি (জিবরীল) বললেন, আপনি একে ফিরে চলে যেতে নির্দেশ দিন। তখন তিনি একে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেটি আপন স্থানে ফিরে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ‘‘এ-ই আমার জন্য যথেষ্ট, এ-ই আমার জন্য যথেষ্ট।’’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ ৪০২৮; আহমদ, আল মুসনাদ ৩/১১৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪৭৮-৪৭৯ নং ১১৭৮১; আবী ইয়ালা নং ৩৬৮৫, ৩৬৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أُرِيكَ آيَةً "، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَاذْهَبْ فَادْعُ تِلْكَ النَّخْلَةَ "، فَدَعَاهَا فَجَاءَتْ تَنْقُزُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: قُلْ لَهَا تَرْجِعْ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعِي "، فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا، فَقَالَ: يَا بَنِي عَامِرٍ، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَالْيَوْمِ أَسْحَرَ مِنْهُ إسناده صحيح

২৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী আমির হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলে তিনি লোকটিকে বললেন: 'আমি কি তোমাকে কোন নিদর্শন দেখাব না?' লোকটি বলল, অবশ্যই দেখাবেন। তখন তিনি বললেন: 'যাও, ঐ খেজুর গাছটিকে ডেকে নিয়ে এসো।' তখন সে গাছটিকে ডাকলো এবং গাছটি লাফিয়ে তাঁর সামনে চলে এলো। লোকটি তাঁকে বললো, আপনি একে ফিরে যেতে বলুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে বললেন: 'ফিরে যাও।' তখন সেটি তার আপন স্থানে ফিরে গেল। (এই ঘটনা দেখার পর) সেই লোকটি (তার সম্প্রদায় বনী আমিরকে উদ্দেশ্য করে) বললো, হে বনী আমির, আজকের মতো এই লোকটির চেয়ে বড় যাদুকর আমি আর কাউকে দেখিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাকিম একে সহীহ বলেছেন ও যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। তাখরীজ: তিরমিযী, ৩৬৩২; আহমাদ, আল মুসনাদ ১/২২৩; হাকিম ২/৬২০; তাবারানী, আল কাবীর ১২/১১০ নং ১২৬২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا، فَطَلَبَ بِلَالٌ الْمَاءَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَهَلْ مِنْ شَنٍّ؟ " فَأَتَاهُ بِشَنٍّ، فَبَسَطَ كَفَّيْهِ فِيهِ فَانْبَعَثَتْ تَحْتَ يَدَيْهِ عَيْنٌ، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشْرَبُ، وَغَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ رجاله ثقات غير أن شعيب بن صفوان لم يذكر فيمن سمعوا عطاء قبل الاختلاط

২৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলালকে (ওযুর পানি আনার জন্য) ডাকলেন। তখন বিলাল পানির খোঁজ করলেন, তারপর ফিরে এসে বললেন, না, আল্লাহর কসম, কোথাও পানি পেলাম না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'পানির কোন পাত্র আছে কি?' তখন বিলাল তাঁকে একটি পাত্র দিলে তিনি তার মধ্যে তাঁর দুই হাতের তালু বিছিয়ে দিলেন। তখন তাঁর হাতের তালুর নিচ থেক ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সেই পানি থেকে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্যরা পান করতেন এবং ওযু করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। তবে শুয়াইব ইবনু

ছাফওয়ানকে সেই লোকদের মাঝে উল্লেখ করা হয়নি যারা আতা'র স্মৃতিশক্তি এলেমেলো হয়ে যাওয়ার আগে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে আনাস রা: হতে 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের আঙুল থেকে পানি প্রবাহের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীস সহীহ, যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৩২৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫৩৯, ৬৫৪৩-৬৫৪৬ তে। জাবির রা: হতেও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বুখারী ও মুসলিম। পরবর্তী হাদীসটি দেখুন। তাখরীজ: আহমাদ, আল মুসনাদ ১/২৫১, ৩২৪; বাইহাকী দালাইল ৪/১২৮; তাবারানী, আল কাবীর ১২/৮৭ নং ১২৫৬; বাযযার (কাশফুল আসতার ৩/১৩৬-১৩৭)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: غَزَوْنَا أَوْ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِضْعَةَ عَشَرَ وَمِائَتَانِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ طَهُورٍ؟ "، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى، بِإِدَاوَةٍ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، لَيْسَ فِي الْقَوْمِ مَاءٌ غَيْرُهُ، " فَصَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَ الْقَدَحَ "، فَرَكِبَ النَّاسُ ذَلِكَ الْقَدَحَ، وَقَالُوا: تَمَسَّحُوا تَمَسَّحُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى رِسْلِكُمْ " حِينَ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ، " فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ "، وَقَالَ: " بِسْمِ اللَّهِ "، ثُمَّ قَالَ: " أَسْبِغُوا الطُّهُورَ "، فَوَالَّذِي هُوَ ابْتَلَانِي بِبَصَرِي لَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ، عُيُونَ الْمَاءِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَلَمْ يَرْفَعْهَا حَتَّى تَوَضَّئُوا أَجْمَعُونَ إسناده صحيح

২৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কোন যুদ্ধে কিংবা সফরে ছিলাম। সেদিন আমাদের দলে লোকসংখ্যা ছিল দুইশত দশ জনেরও কিছু বেশি। পথিমধ্যে সালাতের সময় এসে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'লোকদের নিকট পবিত্রতার উপকরণ (তথা পানি) আছে কি?' (এই কথা শুনে) এক ব্যক্তি একটি পাত্র নিয়ে দৌড়ে এল, সেই পাত্রে সামান্য কিছু পানি ছিল। এছাড়া আর কারও নিকটই কোন পানি ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পানিটুকু একটি পাত্রে ঢাললেন। তারপর তিনি সুন্দরভারে ওযু করলেন, তারপর ওযু শেষ করে পাত্রটি রেখে চলে গেলেন। অমনি লোকেরা এ পাত্রটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং বলতে লাগলো, মুছে নাও, মুছে নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে এ কথা বলতে শুনলেন তখন তিনি

বললেন: ‘ধীরে সুস্থে কর।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি ও পাত্রের মধ্যে তাঁর হাতের তালু স্থাপন করলেন এবং বললেন: ‘বিসমিল্লাহ। তোমরা পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন কর।’ (বর্ণনাকারী বলেন), সেই সত্ত্বার কসম, যিনি আমার দৃষ্টির ব্যাপারে আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন, আমি দেখেছি পানির ঝর্ণা তাঁর আঙুলসমূহের মাঝ থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল। আর তারা সকলে ওযু শেষ করার আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত উঠান নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ, আল মুসনাদ, ৩/২৯২, ৩৫৮; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪৭৪ নং ১১১৭২; বাইহাকী, দালাইল ৪/১১৭-১১৮; ইবনু খুযাইমা নং ১০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَحُصَيْنٍ، سَمِعَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَصَابَنَا عَطَشٌ فَجَهَشْنَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَوَضَعَ يَدَهُ فِي تَوْرٍ، فَجَعَلَ يَفُورُ كَأَنَّهُ عُيُونٌ، مِنْ خَلَلِ أَصَابِعِهِ "، وَقَالَ: " اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ "، فَشَرِبْنَا حَتَّى وَسِعَنَا وَكَفَانَا، وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ: فَقُلْنَا لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟، قَالَ: كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَةٍ وَلَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا إسناده صحيح والحديث متفق عليه

২৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমরা একদা পিপাসায় কাতর অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ছুটে গেলাম। তখন তিনি একটি তামার পাত্রে তাঁর একটি হাত রাখলেন, তখন তাঁর আঙ্গুলের ফাঁকসমূহের মধ্য থেকে ঝর্ণাধারার মত (পানি) উথলে উঠতে লাগল। তিনি বলতে লাগলেন: ‘তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করো অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলো।’ অতঃপর আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করলাম এবং তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল। আমর ইবনু মুররাহ’র হাদীসে রয়েছে: ‘আমরা জাবিরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা সংখ্যায় কত জন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা সংখ্যায় দেড় হাজার জন লোক ছিলাম, আর যদি আমরা এক লক্ষও হতাম তবুও তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হত।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: বুখারী ৩৫৭৬, ৪১৫২, ৫৬৩৯; মুসলিম (৭২)১৮৫৬, (৭৩) ১৮৫৬; আহমাদ ৩/৩২৯, ৩৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشَ، " فَدَعَا بِعُسٍّ، فَصُبَّ فِيهِ مَاءٌ، وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِيهِ "، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ عُيُونًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَسْتَقُونَ حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ كُلُّهُمْ إسناده صحيح

২৮. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট পিপাসার অভিযোগ করলেন। (সাহাবীদের এই অভিযোগ শুনে) তিনি একটি বড় পাত্র চাইলেন। তারপর তাতে কিছু পানি ঢাললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে একটি হাত রাখলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি দেখতে থাকলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আঙ্গুলসমূহের মাঝ থেকে যেন ঝর্ণাধারার মত পানি নির্গত হচ্ছিল এবং লোকেরা পানি পান করছে এমনকি সকল লোক পানি পেয়ে গেল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِخَسْفٍ، فَقَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، إِنَّا بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضْلُ مَاءٍ "، " فَأُتِيَ بِمَاءٍ، فَصَبَّهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ "، ثُمَّ قَالَ: " حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . فَشَرِبْنَا، وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ إسناده صحيح

২৯. আলকামা রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন চন্দ্রগ্রহণের সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি বলেন: আমরা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণ এ সকল নিদর্শনকে বরকতের বিষয় বলে মনে করতাম, আর তোমরা একে ভীতি প্রদর্শনকারী নিদর্শন হিসেবে গণ্য করছ। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম, তখন আমাদের সাথে কোন পানি ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'খোঁজ কর, কার নিকট অতিরিক্ত পানি আছে।' তারপর তাঁর নিকট সামান্য পানি আনা হল। তিনি তা পাত্রে ঢাললেন, তারপর তার মধ্যে তাঁর হাতের তালু স্থাপন করলেন। ফলে তাঁর আঙ্গুলসমূহ হতে পানি উথলে উঠতে লাগল। তখন তিনি বললেন: 'বরকতময় পবিত্রকারী পানির দিকে এসো, আর বরকত তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।' তারপর আমরা পান করলাম।
আব্দুল্লাহ বলেন: আমরা খাদ্য গ্রহণের সময় খাবারের তাসবীহ পড়া শুনতে পেতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩৫৭৯, ইবনু আবী শাইবা, ১১/৪৭৪ নং ১১৭৭১; বাইহাকী, দালাইল ৪/১২৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫৪০; মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৩৭২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللَّهِ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرَى الْآيَاتِ بَرَكَاتٍ، وَأَنْتُمْ تَرَوْنَهَا تَخْوِيفًا، بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ إِلَّا يَسِيرٌ، " فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فِي صَحْفَةٍ، وَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَتْبَجَّسُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ "، ثُمَّ نَادَى: " حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوَضُوءِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ "، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ فَتَوَضَّئُوا، وَجَعَلْتُ لَا هَمَّ لِي إِلَّا مَا أُدْخِلُهُ بَطْنِي لِقَوْلِهِ: " وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ "، فَحَدَّثْتُ بِهِ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، فَقَالَ: كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِئَةٍ حديث صحيح

৩০. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময় একদা ভূমিকম্প হল। তখন তাকে এ খবর দিলে তিনি বললেন: আমরা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণ এ সকল নিদর্শনকে বরকতের বিষয় বলে মনে করতাম, আর তোমরা একে ভীতি প্রদর্শনকারী নিদর্শন হিসেবে গণ্য কর। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে কোন এক সফরে ছিলাম, তখন সালাতের সময় এসে গেল, কিন্তু আমাদের সাথে সামান্য পানি ব্যতীত কোন পানিই ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাত্রে করে সেই পানিটুকু নিয়ে আসতে বললেন এবং সেই পাত্রে তিনি তাঁর হাতের তালু স্থাপন করলেন। তখন তাঁর হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝ থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। তারপর তিনি ডেকে বললেন: 'ওযুর পানি প্রার্থীগণ এদিকে এসো। আর বরকত তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।' তখন লোকেরা উপস্থিত হয়ে ওযু করতে লাগল। আমি কেবল যা পান করতে পারলাম তা ব্যতীত নিজের ব্যাপারে পানির জন্য চিন্তা করিনি, শুধু তাঁর একথার জন্য, 'বরকত তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়'।
(উর্ধ্বতন রাবী বলেন) আমি এ হাদীস সালিম বিন আবুল জা'দ-এর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন: তারা ছিলেন পনেরশ' জন। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: পাওয়া যায়নি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ حَنَّ الْجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ، فَمَسَحَهُ إسناده صحيح

৩১. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাষ্ঠখণ্ডের নিকট দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তারপর যখন মিম্বার (বানিয়ে) নিলেন, তখন কাষ্ঠখণ্ডটি কাঁদতে থাকল যতক্ষণ না তিনি সেটির কাছে এসে তার উপর হাত বুলিয়ে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটির সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ৩৫৮৩; তিরমিযী ৫০৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيامَ، فَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ قِيَامُهُ، فَأُتِيَ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ فَحُفِرَ لَهُ وَأُقِيمَ إِلَى جَنْبِهِ قَائِمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ فَطَالَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ، اسْتَنَدَ إِلَيْهِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ فَبَصُرَ بِهِ رَجُلٌ كَانَ وَرَدَ الْمَدِينَةَ، فَرَآهُ قَائِمًا إِلَى جَنْبِ ذَلِكَ الْجِذْعِ، فَقَالَ: لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَحْمَدُنِي فِي شَيْءٍ يَرْفُقُ بِهِ، لَصَنَعْتُ لَهُ مَجْلِسًا يَقُومُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ، جَلَسَ مَا شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ، قَامَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " ائْتُونِي بِهِ "، فَأَتَوْهُ بِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصْنَعَ لَهُ هَذِهِ الْمَرَاقِيَ الثَّلَاثَ، أَوِ الْأَرْبَعَ هِيَ الْآنَ فِي مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ رَاحَةً، فَلَمَّا فَارَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِذْعَ وَعَمَدَ إِلَى هَذِهِ الَّتِي صُنِعَتْ لَهُ، جَزِعَ الْجِذْعُ فَحَنَّ كَمَا تَحِنُّ النَّاقَةُ حِينَ فَارَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ حَنِينَ الْجِذْعِ، رَجَعَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: " اخْتَرْ أَنْ أَغْرِسَكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، فَتَكُونَ كَمَا كُنْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَغْرِسَكَ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْرَبَ مِنْ أَنْهَارِهَا وَعُيُونِهَا فَيَحْسُنُ نَبْتُكَ، وَتُثْمِرُ فَيَأْكُلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ ثَمَرَتِكَ وَنَخْلِكَ فَعَلْتُ " فَزَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ: " نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ مَرَّتَيْنِ "، فَسُأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اخْتَارَ أَنْ أَغْرِسَهُ فِي الْجَنَّةِ إسناده فيه ضعيفان : محمد بن حميد وصالح بن حيان

৩২. ইবনু বুরাইদা তার পিতা বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তখন তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। এভাবে (দীর্ঘক্ষণ) দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর জন্য কষ্টকর হত। তখন তাঁর জন্য খেজুর গাছের একটি কাষ্ঠ খণ্ড নিয়ে আসা হল এবং তিনি যেখানে দাঁড়াতেন তার পাশে গর্ত করে খাড়া ভাবে পূঁতে দেওয়া হল। অতঃপর তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে খুতবা দেওয়ার সময় সেটিতে ভর দিতেন, আবার তার সাথে ঠেস দিয়েও দাঁড়াতেন। এটির প্রতি মদীনায় আগত এক ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ কাষ্ঠখণ্ডটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। সে তার পাশের এক ব্যক্তিকে বলল, যদি জানতে পারতাম যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উপকারী কিছু করলে তিনি আমার প্রশংসা করবেন, তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর জন্য একটি বসার জায়গা বানিয়ে দিতাম, যার উপর তিনি দাঁড়াতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে বসতে পারতেন, আবার ইচ্ছা করলে দাঁড়াতেও পারতেন।

একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন: ‘তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো।’ তাকে তাঁর নিকট নিয়ে আসা হলে তাকে তিন বা চার ধাপ উঁচু এই (মিম্বার)টি বানানোর নির্দেশ দিলেন, যা এখনকার মদীনার (মসজিদে নববীর) মিম্বার। (সেটি বানানো হলে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটিতে বসে বেশ আরাম পেলেন। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাষ্ঠ খণ্ডটিকে ছেড়ে তাঁর জন্য বানানো এ (মিম্বার) টিতে আরোহন করলেন, তখন যেভাবে উটনী (বাচ্চার বিরহে) কাঁদে, তেমনিভাবে কাষ্ঠ খণ্ডটি অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলো,যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে গেলেন।

ইবনু বুরাইদা তার পিতা হতে তাঁর ধারণা অনুযায়ী আরও বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাষ্ঠ খণ্ডটির কান্না শুনতে পেলেন, তখন তিনি তার কাছে ফিরে গিয়ে এর গায়ে হাত রেখে বললেন: ‘তুমি বেছে নাও (কোনটি চাও), তুমি যেখানে ছিলে সেখানে তোমাকে পূঁতে রাখব, ফলে তুমি যেমন ছিলে তেমনই থাকবে,অথবা আমি তোমাকে জান্নাতে রোপণ করব, তখন তুমি সেখানকার নদী ও ঝর্ণা থেকে পান করতে পারবে এবং তুমি সুন্দর সুশোভিত হয়ে উঠবে এবং ফল-ফলাদি দেবে, আর তখন আল্লাহর ওলীগণ তোমার ফল-ফলাদি ও খেজুর খাবে, তুমি যদি চাও তবে আমি তাই করব।’

তাঁর আরও ধারণা, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্ভবত আরও বলতে শুনেছেন, তিনি সেটিকে বলেছেন: ‘হাঁ, আমি দু’বার তাই করেছি।’ তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, (যে সে কোনটি বেছে নিয়েছে?), তখন তিনি বললেন: ‘সে বেছে নিয়েছে যে, আমি যেন তাকে জান্নাতে রোপণ করে দেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এখানে দু’জন দুর্বল রাবী রয়েছে। তাখরীজ: (মুহাক্কিক এখানে তার তাহক্বীক্বকৃত হাইছামীর মাজমাউয যাওয়াইদ (৩১৩২ নং) হাদীসের আলোচনা দেখতে বলেছেন।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ الْمِنْبَرُ، فَلَمَّا جُعِلَ الْمِنْبَرُ حَنَّ ذَلِكَ الْجِذْعُ حَتَّى سَمِعْنَا حَنِينَهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ لم يحكم عليه المحقق

৩৩. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিম্বার তৈরীর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাষ্ঠ খণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। তারপর

যখন মিম্বার তৈরী করা হল, তখন এই কাষ্ঠখণ্ডটি এমনভাবে কাঁদতে লাগল যে, আমরা তা শুনতে পেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটির উপর তাঁর হাত রাখলেন, ফলে এটি শান্ত হল।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** (মুহাক্কিক্ব এ সনদ সম্পর্কে কোন মতামত দেননি)। হাফিজ ইবনু কাছীর এর সনদকে জাইয়্যেদ (উত্তম) বলেছেন। (ফাতহুল মান্নান) তবে এটি অপর সনদে ইমাম আহমদ জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেটি সহীহ হাদীস। তাছাড়া ইমাম বুখারীও এটি বর্ণনা করেছেন (নং ৩৫৮৫)। তাখরীজ: আহমাদ, আল মুসনাদ ৩/২৯৩; বুখারী ৪৪৯; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى خَشَبَةٍ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّتْ حَنِينَ الْعِشَارِ حَتَّى وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ صحيح

৩৪. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাষ্ঠ খণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। তারপর যখন মিম্বার তৈরী করা হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারের উপর বসলেন, তখন সেটি (কাষ্ঠখণ্ডটি) দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর ন্যায় (শব্দ করে) কান্না জুড়ে দিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটির উপর তাঁর হাত রাখলেন, ফলে তা শান্ত হয়ে গেল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সহীহ। তাখরীজ: পূর্ববর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫)

أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِيبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَنَّتْ الْخَشَبَةُ حَنِينَ النَّاقَةِ الْخَلُوجِ إسناده صحيح

৩৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, কাষ্ঠ খণ্ডটি এমনভাবে কাঁদতে লাগল, যেভাবে বাচ্চা হারানো উটনী কেঁদে থাকে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ ৩/২৯৩; আবী ইয়ালা, আল মুসনাদ নং ২১৭৭; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পূর্বের হাদীসটি দ্র:

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ وَيَخْطُبُ إِلَيْهِ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَلَا نَجْعَلُ لَكَ عَرِيشًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَرَاكَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتُسْمِعُ مِنْ خُطْبَتِكَ؟، قَالَ: " نَعَمْ "، فَصُنِعَ لَهُ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ، هُنَّ اللَّوَاتِي عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَوُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الْمِنْبَرَ مَرَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ، خَارَ الْجِذْعُ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكَنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا صَلَّى، صَلَّى إِلَيْهِ فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ أَخَذَ ذَلِكَ الْجِذْعَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى بَلِيَ فَأَكَلَتْهُ الْأَرَضَةُ وَعَادَ رُفَاتًا إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل

৩৬. তুফাইল তার পিতা উবাই ইবনু কা’ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মাসজিদ যখন ছাদবিহীন ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাষ্ঠখণ্ডের নিকট দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং সেটির উপর ভর দিয়ে খুতবা দিতেন। একজন সাহাবী বললেন, আমরা কি আপনার (মসজিদের) জন্য একটি বসার জায়গা বানিয়ে দেব না, যার উপর দাঁড়ালে জুমু’আর দিন লোকজন আপনাকে দেখতে পায় এবং আপনার খুতবা শুনতে পায়? তিনি বললেন: ‘হাঁ’। তখন তাঁর জন্য তিন স্তরবিশিষ্ট অবকাঠামো তৈরী করে মিম্বারের উপর স্থাপন করা হলো। এভাবে মিম্বার তৈরী হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত সেটি সে স্থানে স্থাপন করা হল।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে মিম্বারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য একে (কাষ্ঠখণ্ডটিকে) অতিক্রম করে আগে বাড়লেন, ঠিক তখনই তা আর্তনাদ করে উঠল। ফলে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটির

উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, অতঃপর সেটি শান্ত হল। তারপর তিনি মিম্বারে ফিরে এলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে যখনই তিনি সালাত আদায় করতেন, এটির নিকটেই আদায় করতেন। তারপর যখন মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হল, তখন উবাই ইবনু কা'ব সেই কাষ্ঠ খণ্ডটি নিয়ে গেলেন। যতদিন তা জীর্ণ না হয়েছিল এবং উইপোকা খেয়ে টুকরা টুকরা না করেছিল, ততদিন তা তার নিকটই ছিল।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ, আল মুসনাদ ৫/১৩৮-১৩৯; ইবনু মাজা ১৪১৪; আবু নুয়াইম, আদ দালাইল ৩০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْطُبُ إِلَى لِزْقِ جِذْعٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ رُومِيٌّ، فَقَالَ: أَصْنَعُ لَكَ مِنْبَرًا تَخْطُبُ عَلَيْهِ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا هَذَا الَّذِي تَرَوْنَ، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، حَنَّ الْجِذْعُ حَنِينَ النَّاقَةِ إِلَى وَلَدِهَا، فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ فَسَكَنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ وَيُدْفَنَ إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد

৩৭. আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাষ্ঠখণ্ডের নিকট (দাঁড়িয়ে) খুতবা দিতেন। তারপর রোমের একজন ব্যক্তি এসে বলল, আমি আপনার জন্য একটি মিম্বার বানিয়ে দিব যার উপরে (দাঁড়িয়ে) আপনি খুতবা দিবেন। তারপর সে তাঁর জন্যে একটি মিম্বার তৈরী করল, যা তোমরা দেখছ। তারপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বারের উপর দাঁড়ালেন, তখন উটনী তার বাচ্চার জন্য যেভাবে কাঁদে, তেমনিভাবে কাষ্ঠখণ্ডটি কান্না জুড়ে দিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মিম্বার থেকে) নেমে সেটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং একে আলিঙ্গন করলেন, ফলে তা শান্ত হয়ে গেল। তখন আদেশ দেয়া হলো, যেন এর জন্য একটি গর্ত খুঁড়ে একে দাফন করে দেওয়া হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুজালিদ বিন সাঈদের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১১/৪৮৬ নং ১১৭৯৮; আবী ইয়ালা (১০৬৮) সংক্ষেপে হাসান সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الصَّعْقُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: لَمَّا أَنْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَعَلَ " يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى خَشَبَةٍ وَيُحَدِّثُ النَّاسَ "، فَكَثُرُوا حَوْلَهُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْمِعَهُمْ، فَقَالَ: " ابْنُوا لِي شَيْئًا أَرْتَفِعُ عَلَيْهِ "، قَالُوا: كَيْفَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟، قَالَ: " عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى "، فَلَمَّا أَنْ بَنَوْا لَهُ، قَالَ الْحَسَنُ: حَنَّتْ وَاللَّهِ الْخَشَبَةُ، قَالَ الْحَسَنُ: سُبْحَانَ اللَّهِ ! هَلْ تُبْتَغَى قُلُوبُ قَوْمٍ سَمِعُوا؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي هَذَا مرسل إسناده صحيح

৩৮. হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন লোকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি একটি কাষ্ঠখণ্ডের সাথে হেলান দিতেন। তারপর যখন তার চারিপাশে অনেক লোকের সমাগম হল, আর তিনি লোকদেরকে (তাঁর কথা) শুনাবার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি বললেন: ‘আমার জন্য এমন একটি জিনিস বানাও, যার উপর আমি আরোহণ করে (খুতবা দিতে) পারি।’ তারা বললেন: হে আল্লাহর নবী, সেটি কেমন হবে? তিনি বললেন: ‘মুসা’র মাচা যেমন ছিল, ঠিক তেমনি একটি মাচা। অতঃপর তারা তাঁর জন্য তা (মিম্বার) তৈরী করলেন। (বর্ণনাকারী) হাসান বলেন: আল্লাহর কসম! তখন সেই কাষ্ঠখণ্ডটি কান্না জুড়ে দিল। হাসান বলেন, সুবহানাল্লাহ! আনুগত্যকারী লোকদের অন্তর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য) এমন আকাংখী কি? আবূ মুহাম্মদ বলেন: ‘অর্থাৎ এ (ঘটনা) টি।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুরসাল হিসেবে এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবী ইয়ালা, আল মুসনাদ ২৭৫৬; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫০৭; হাইছামী, মাওয়ারিদুয যাম’আন ৫৭৪। আলবানী সহীহাহ ৬১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯)

أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ وَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ، حَنَّ الْجِذْعُ، فَاحْتَضَنَهُ، فَسَكَنَ "، وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ، لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إسناده صحيح

৩৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিম্বার বানানোর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাষ্ঠখণ্ডের নিকট (দাঁড়িয়ে) খুতবা দিতেন। তারপর যখন তিনি মিম্বার বানালেন এবং সেটির দিকে ফিরে গেলেন, তখন কাষ্ঠখণ্ডটি কান্নাজুড়ে দিল। ফলে তিনি এটিকে আলিঙ্গন করলেন, অতঃপর এটি শান্ত হল। এবং তিনি বললেন: 'আমি যদি একে আলিঙ্গন না করতাম, তবে অবশ্যই তা কিয়ামত পর্য়ন্ত (এভাবে) কাঁদতে থাকত।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ, আল মুসনাদ ১/২৪৯, ২৬৩, ২৬৭; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪৮৪ নং ১১৭৯৫; আবদ্ ইবনু হুমাইদ ১৩৩৬; বুখারী, আল কাবীর ৭/২৬; তাবারানী, মু'জামুল কাবীর ১২/১৮৭ নং ১২৮৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০)

أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بِمِثْلِهِ إسناده صحيح

৪০. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তিরমিযী ৩৬৩১; ইবনু মাজাহ ১৪১৫; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَنَّتِ الْخَشَبَةُ الَّتِي كَانَ يَقُومُ عِنْدَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَسَكَنَتْ إسناده ضعيف لضعف المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة والحديث متفق عليه

৪১. সাহল ইবনু সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যে কাষ্ঠখণ্ডটির নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (খুতবার সময়) দাঁড়াতেন, সেটি কাঁন্না জুড়ে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে সেটির নিকট গেলেন এবং সেটির উপর তাঁর হাত রাখলেন, এরপর সেটি শান্ত হল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি যঈফ, মাসউদীর দুর্বলতার কারণে। তবে এ হাদীসটি (অন্য সনদে) বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী ৯১৭; মুসলিম ৫৪৪; ইবনু মাজাহ ১৪১৬; ইবনু আবী শাইবাহ ১১/৪৮৫ নং ১১৭৯৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى جِذْعٍ مَنْصُوبٍ فِي الْمَسْجِدِ فَيَخْطُبُ النَّاسَ، فَجَاءَهُ رُومِيٌّ، فَقَالَ: أَلَا أَصْنَعُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ وَكَأَنَّكَ قَائِمٌ؟ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ دَرَجَتَانِ، وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّالِثَةِ، فَلَمَّا قَعَدَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْمِنْبَرِ، خَارَ الْجِذْعُ كَخُوَارِ الثَّوْرِ حَتَّى ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ حُزْنًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَالْتَزَمَهُ وَهُوَ يَخُورُ، فَلَمَّا الْتَزَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَنَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ، لَمَا زَالَ هَكَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حُزْنًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنَ إسناده صحيح

৪২. আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিনে মসজিদের একটি কাষ্ঠখণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লোকদের মাঝে খুতবা দিতেন। তারপর এক রোম থেকে একজন লোক এসে বলল, আমি আপনার জন্য একটি কিছু বানিয়ে দিব যার উপরে বসলে মনে হবে যেন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন? তারপর সে তাঁর জন্যে একটি মিম্বার তৈরী করল, যার (নিচের দিকে) দু'টি ধাপ ছিল, আর (উপরের দিকে) তৃতীয় ধাপে তিনি বসতেন। অতঃপর যখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মিম্বারে বসলেন, তখন কাষ্ঠখণ্ডটি ষাঁড়ের মত আর্তনাদ করতে লাগলো, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শোকে পুরো মসজিদ প্রকম্পিত হয়ে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার হতে নেমে সেটির দিকে আসলেন এবং আর্তনাদরত কাষ্ঠখণ্ডটিকে আলিঙ্গন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটিকে আলিঙ্গন করা মাত্র তা শান্ত হয়ে গেল। তারপর তিনি বলেন: 'সেই মহান সত্ত্বার কসম, যার হাতে রয়েছে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি যদি একে আলিঙ্গন না করতাম, তবে অবশ্যই তা কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শোকে এভাবে কাঁদতে

থাকত।’ এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন, ফলে এটিকে দাফন করে দেয়া হল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ, ৩/২২৬; তিরমিযী ৩৬৩১; ইবনু মাজাহ ১৪১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَرْوِيهِ عَنْكَ، فَقَالَ جَابِرٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفُرُهُ، فَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَطْعَمُ طَعَامًا، وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَعَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ كُدْيَةٌ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ كُدْيَةٌ قَدْ عَرَضَتْ، فِي الْخَنْدَقِ فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ، أَوْ الْمِسْحَاةَ، ثُمَّ سَمَّى ثَلَاثًا، ثُمَّ ضَرَبَ فَعَادَتْ كَثِيبًا أَهْيَلَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي، قَالَ: فَأَذِنَ لِي، فَجِئْتُ امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: ثَكِلَتْكِ أُمُّكِ قَدْ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَا صَبْرَ لِي عَلَيْهِ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟، فَقَالَتْ: عِنْدِي صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَعَنَاقٌ، قَالَ: فَطَحَنَّا الشَّعِيرَ، وَذَبَحْنَا الْعَنَاقَ، وَسَلَخْتُهَا، وَجَعَلْتُهَا، فِي الْبُرْمَةِ وَعَجَنْتُ الشَّعِيرَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثْتُ سَاعَةً، ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُهُ الثَّانِيَةَ فَأَذِنَ لِي، فَجِئْتُ، فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمْكَنَ، فَأَمَرْتُهَا بِالْخَبْزِ وَجَعَلْتُ الْقِدْرَ عَلَى الْأَثَافِي، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّمَا هِيَ الْأَثَافِيُّ وَلَكِنْ هَكَذَا، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ عِنْدَنَا طُعَيِّمًا لَنَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقُومَ مَعِي أَنْتَ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ مَعَكَ، فَقَالَ: " وَكَمْ هُوَ؟ "، قُلْتُ: صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَعَنَاقٌ، فَقَالَ: " ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَقُلْ لَهَا لَا تَنْزِعْ الْقِدْرَ مِنْ الْأَثَافِيِّ، وَلَا تُخْرِجْ الْخُبْزَ مِنْ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ "، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: " قُومُوا إِلَى بَيْتِ جَابِرٍ "، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ حَيَاءً لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: ثَكِلَتْكِ أُمُّكِ، قَدْ جَاءَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، فَقَالَتْ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَكَ: كَمْ الطَّعَامُ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَدْ أَخْبَرْتَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَنَا، قَالَ: فَذَهَبَ عَنِّي بَعْضُ

مَا كُنْتُ أَجِدُ، وَقُلْتُ: لَقَدْ صَدَقْتِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " لَا تَضَاغَطُوا "، " ثُمَّ بَرَّكَ عَلَى التَّنُّورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ "، قَالَ: فَجَعَلْنَا نَأْخُذُ مِنَ التَّنُّورِ الْخُبْزَ، وَنَأْخُذُ اللَّحْمَ مِنَ الْبُرْمَةِ، فَنُثَرِّدُ وَنَغْرِفُ لَهُمْ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِيَجْلِسْ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ "، فَإِذَا أَكَلُوا كَشَفْنَا عَنِ التَّنُّورِ، وَكَشَفْنَا عَنِ الْبُرْمَةِ، فَإِذَا هُمَا أَمْلَأُ مِمَّا كَانَا، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّمَا فَتَحْنَا التَّنُّورَ وَكَشَفْنَا عَنِ الْبُرْمَةِ، وَجَدْنَاهُمَا أَمْلَأَ مَا كَانَا حَتَّى شَبِعَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ، وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الطَّعَامِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا ، فَلَمْ نَزَلْ يَوْمَنَا ذَلِكَ نَأْكُلُ وَنُطْعِمُ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانَ مِئَةٍ، أَوْ قَالَ: ثَلَاثَ مِئَةٍ، قَالَ أَيْمَنُ: لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا إسناده ضعيف عبد الرحمن بن محمد المحاربي موصوف بالتدليس وقد عنعن

৪৩. আব্দুল ওয়াহেদ বিন আইমান আল মাক্কী তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বললাম, আমার নিকট আপনি এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। আমি আপনার সূত্রে তা বর্ণনা করব। তখন জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করছিলাম। আমরা তিনদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, আর আমরা ছিলাম অভুক্ত। আর খাওয়ার কোন অবকাশও আমাদের ছিল না। (হঠাৎ) পরিখার ভেতরে একটি শক্ত পাথর দেখা দিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পরিখার ভেতর একটি শক্ত পাথর দেখা দিয়েছে, আমরা সেটির উপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। তিনি কোদাল কিংবা বেলচা তুলে নিলেন, তারপর তিনবার ‘বিসমিল্লাহ’ বলে সেটিকে আঘাত করলেন। ফলে পাথরটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকণায় পরিণত হয়ে গেল।

আমি রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর (ক্ষুধার্ত) অবস্থা লক্ষ্য করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে একটু (বাড়িতে যাওয়ার) অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন। বাড়ি এসে স্ত্রীকে বললাম, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে অবস্থায় দেখে এলাম তাতে মোটেও ধৈর্য্য ধারণ করতে পারছি না। তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, আমার কাছে মাত্র এক সা’ যব এবং একটি ছাগলের বাচ্চা রয়েছে। তিনি বলেন, অতঃপর আমরা যব পিষলাম ও ছাগলের বাচ্চাটি যবেহ্ করলাম। এবং আমি সেটির চামড়া ছিলে তা হাঁড়িতে চড়ালাম এবং যবের আটার খামির তৈরী করলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ তাঁর সাথে থাকার পর পূনরায় বাড়ি যাবার জন্য তাঁর

অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি বাড়িতে ফিরে দেখলাম আটার খামির (রুটি) বানানোর উপযোগী হয়েছে, তখন আমি আমার স্ত্রীকে রুটি বানাবার নির্দেশ দিয়ে হাঁড়ি চুলায় চড়ালাম।'

(আবী আব্দুর রহমান বলেন: শব্দটি ছিল 'ثُرَيْدٌ' কিন্তু সেটি এরূপই (আমি পেয়েছি)।

তিনি বলেন: তারপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে বললাম, আমাদের নিকট সামান্য কিছু খাদ্য রয়েছে, যদি আপনি ও আপনার সঙ্গে আরও একজন কিংবা দু'জন লোক নিয়ে আমার সাথে যেতেন! তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'কী পরিমাণ খাবার আছে?' আমি বললাম, এক সা' যব ও একটি ছাগলের বাচ্চা। তিনি বললেন: 'তুমি বাড়ি যাও, তোমার স্ত্রীকে বল, আমি না আসা পর্যন্ত সে যেন চুলা থেকে গোশতের হাঁড়ি না নামায় এবং তন্দুর থেকে রুটি বের না করে।' তারপর লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: 'তোমরা জাবিরের বাড়িতে চলো।' একথা শুনে ভীষণভাবে লজ্জিত হলাম, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। স্ত্রীকে বললাম, তোমার সর্বনাশ হোক! রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল সঙ্গী-সাথীসহ আসছেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাকে খাদ্যের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হাঁ। তখন সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আমাদের কাছে যা আছে তা তো তাঁকে জানিয়েই দিয়েছ।

(তার কথা শুনে) আমার মনের দুশ্চিন্তা অনেকটাই কেটে গেল। বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারপর সাথীদের বললেন: 'তোমরা ভীড় করো না।' তারপর তিনি হাড়িতে রাখা গোশত ও তন্দুরে রাখা রুটির বরকতের জন্য দু'আ করলেন। তারপর আমরা তন্দুর থেকে রুটি নিয়ে টুকরা করে এবং হাঁড়ি থেকে গোশত নিয়ে তাদেরকে দিতে থাকলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'প্রত্যেক পাত্রে যেন সাত কিংবা আটজন করে বসে।' তারা যখন খেতে থাকল, তখন আমরা তন্দুর ও হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখলাম, সে দু'টি পূর্বে যেমন পূর্ণ ছিল, তেমনই রয়েছে। আমরা এরূপ করতে থাকলাম অর্থাৎ আমরা তন্দুর ও হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখতাম দু'টিই পূর্বের মত পরিপূর্ণ রয়েছে, এমনকি সকল মুসলিম তৃপ্তির সাথে খাওয়ার পরও আরো কিছু খাদ্য উদ্বৃত্ত রইল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন: 'অনেক লোক ক্ষুধার্ত রয়েছে, অতএব, তোমরা নিজেরা খাও এবং অন্যদেরকেও খাওয়াও।' আমরা সেদিন সারাদিন খেয়েছি ও খাইয়েছি।

বর্ণনাকারী বলেন, তারা ছিলেন আটশ' জনের মত, অথবা বলেছেন, তিনশ' জনের মত। আইমান বলেন, আমি জানি না তিনি কোনটি বলেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদ দুর্বল। তবে এর মুতাবিয়াত হাদীস সহীহ সনদে অন্যদের থেকে বাইহাকী তার 'দালাইলুন নবুয়াত'-এ (৩/৪২২) বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১১/৪৬৬-৪৬৯; বাইহাকী, দালাইল ৩/৪২২-৪২৪; আহমাদ ৩/৩০০, ৩০১ সংক্ষেপে; অনুরূপ রিওয়ায়াত রয়েছে, বুখারী ২১৪২; মুসলিম ২০৩৯।

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنْ تَجْعَلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: بَعَثَنِي إِلَيْكَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: " قُومُوا "، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ الْقَوْمُ مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا صَنَعْتُ طَعَامًا لِنَفْسِكَ خَاصَّةً؟، فَقَالَ: " لَا عَلَيْكَ انْطَلِقْ "، قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ الْقَوْمُ، قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ، " فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ "، ثُمَّ قَالَ: " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ "، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُمْ، فَقَالَ: " كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ "، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَامُوا، " ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ كَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَسَمَّى عَلَيْهِ "، ثُمَّ قَالَ: " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ "، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَقَالَ: " كُلُوا، بِاسْمِ اللَّهِ " فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَامُوا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، قَالَ: وَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا إسناده صحيح

৪৪. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে নির্দেশ দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য খাবার তৈরি করতে। তারপর আবু তালহা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পাঠালেন। আমি এসে তাঁকে বললাম, আবু তালহা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি লোকদেরকে বললেন: ‘তোমরা চলো।’ একথা বলে তিনি চলতে লাগলেন, লোকজনও তাঁর সাথে চলতে লাগলো। আবু তালহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো শুধু আপনার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছি। তিনি বললেন, তুমি ভেবো না, চলো।’

তিনি বলেন, একথা বলে তিনি চলতে লাগলেন, লোকজনও তাঁর সাথে চলতে লাগলো। খাবার উপস্থিত করা হলে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের উপর হাত রাখলেন এবং ‘বিসমিল্লাহ’ পড়ে বললেন: ‘দশজনকে আসতে বল।’’ তাদেরকে আসতে বলা হল। তিনি বললেন: ‘তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু কর।’ তারা সকলেই পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে উঠে চলে গেল। তারপর তিনি প্রথমবারের মত আবারও বিসমিল্লাহ বলে খাবারের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন: ‘দশজনকে আসতে বল।’ তাদেরকে আনা হলে তিনি বললেন: ‘বিসমিল্লাহ বলে খেতে থাক।’ তারাও পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে চলে গেল। এমনকি এভাবে তিনি আশি জনকে খাওয়ালেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে খেলেন, তার পরিবার-পরিজন খেলেন এবং তারপরও খাবার অবশিষ্ট রইল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, ১৯; বুখারী ৪২২; ৩৫৭৮; মুসলিম ২০৪০; তিরমিযী ৩৬৩৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ هُوَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ طَبَخَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِدْرًا، فَقَالَ لَهُ: " نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ "، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، فَنَاوَلَهُ الذِّرَاعَ، ثُمَّ قَالَ: "نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ "، فَنَاوَلَهُ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: "نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ "، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَكَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنْ لَوْ سَكَتَّ لَأُعْطَيْتَ أَذْرُعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ إسناده حسن من أجل شهر بن حوشب

৪৫. শাহর ইবনু হাওশাব, আবু উবাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এক হাঁড়ি (গোশত) রান্না করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: ‘আমাকে সামনের একটি রান দাও।’ তিনি সামনের রানের গোশত পছন্দ করতেন। সে তাঁকে সামনের রান দিল। তিনি আবার বললেন: ‘আমাকে সামনের রান দাও।’ তখন সে তাঁকে সামনের রান দিল। তিনি আবারও বললেন: ‘আমাকে সামনের রান দাও।’ তখন আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! একটি ছাগলের সামনের রান কয়টি হয়? তিনি উত্তরে বললেন: ‘যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম! তুমি যদি চুপ থাকতে তাহলে যতক্ষণ আমি চাইতাম ততক্ষণ তুমি আমাকে সামনের রান দিতেই থাকতে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদ হাসান, শাহর ইবনু হাওশাবের কারণে। তাখরীজ: তাবারানী, কাবীর ২২/৩৩৫ নং ৮৪২; তিরমিযী, শামাইল ১৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، فَقَالَ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ:

يَا جَابِرُ، لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ، فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي لِتَدْفُنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، فَلَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرُدُّوا الْقَتْلَى فَتَدْفُنُوهَا فِي مَضَاجِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ، فَرَدَدْنَاهُمَا، فَدَفَنَّاهُمَا فِي مَضْجَعِهِمَا حَيْثُ قُتِلَا: فَبَيْنَا أَنَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لَقَدْ أَثَارَ أَبَاكَ عُمَّالُ مُعَاوِيَةَ، فَبَدَا، فَخَرَجَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي دَفَنْتُهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ إِلَّا مَا لَمْ يَدَعِ الْقَتِيلَ، قَالَ: فَوَارَيْتُهُ، وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ دَيْنًا مِنَ التَّمْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ، فِي التَّقَاضِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّهُ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا مِنَ التَّمْرِ، وَإِنَّهُ قَدْ اشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي الطَّلَبِ، فَأُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ لَعَلَّهُ أَنْ يُنْظِرَنِي طَائِفَةً مِنْ تَمْرِهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ، قَالَ: " نَعَمْ آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ "، قَالَ: فَجَاءَ وَمَعَهُ حَوَارِيُّوهُ، قَالَ: فَجَلَسُوا فِي الظِّلِّ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا، قَالَ: وَقَدْ قُلْتُ لِامْرَأَتِي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنِي الْيَوْمَ وَسَطَ النَّهَارِ، فَلَا يَرَيَنَّكِ وَلَا تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي بِشَيْءٍ وَلَا تُكَلِّمِيهِ، فَفَرَشَتْ فِرَاشًا وَوِسَادَةً فَوَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ، فَقُلْتُ لِمَوْلًى لِي: اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ، وَهِيَ دَاجِنٌ سَمِينَة، فَالْوَحَا وَالْعَجَلَ افْرَغْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَكَ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا، وَهُوَ نَائِمٌ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ يَدْعُو بِطَهُورٍ، وَأَنَا أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ، فَلَا يَفْرَغُ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى يُوضَعَ الْعَنَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، قَالَ: " يَا جَابِرُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ "، قَالَ: نَعَمْ، فَلَمْ يَفْرَغْ مِنْ وُضُوئِهِ حَتَّى وُضِعَتِ الْعَنَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ، فَقَالَ: " كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا اللَّحْمَ، ادْعُ أَبَا بَكْر "، ثُمَّ دَعَا حَوَارِيِّيهِ، قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوُضِعَ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: " بِسْمِ اللَّهِ كُلُوا "، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ مِنْهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ، وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ مَجْلِسَ بَنِي سَلِمَةَ لَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ، هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ، مَا يَقْرَبُونَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذُوهُ، ثُمَّ قَامَ، وَقَامَ أَصْحَابُهُ، فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ: " خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ "، قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغْتُ سَقُفَّةَ الْبَابِ، فَأَخْرَجَتِ امْرَأَتِي صَدْرَهَا وَكَانَتْ سَتِّيرَةً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي، قَالَ: " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ "، ثُمَّ قَالَ: " ادْعُوا لِي

فُلَانًا لِلْغَرِيمِ الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيَّ فِي الطَّلَبِ، فَقَالَ: " أَنْسِ جَابِرًا طَائِفَةً مِنْ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ "، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، قَالَ: وَاعْتَلَّ وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَالُ يَتَامَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْنَ جَابِرٌ؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " كِلْ لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَوْفَ يُوَفِّيهِ "، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا الشَّمْسُ قَدْ دَلَكَتْ، قَالَ: " الصَّلَاةُ يَا أَبَا بَكْرٍ "، فَانْدَفَعُوا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ لِغَرِيمِي: قَرِّبْ أَوْعِيَتَكَ، فَكِلْتُ لَهُ مِنْ الْعَجْوَةِ فَوَفَّاهُ اللَّهُ وَفَضُلَ لَنَا مِنْ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَجِئْتُ أَسْعَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِهِ كَأَنِّي شَرَارَةٌ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كِلْتُ لِغَرِيمِي تَمْرَهُ فَوَفَّاهُ اللَّهُ وَفَضُلَ لَنَا مِنْ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟ "، قَالَ: فَجَاءَ يُهَرْوِلُ، قَالَ: " سَلْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَتَمْرِهِ "، قَالَ: مَا أَنَا بِسَائِلِهِ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ سَوْفَ يُوَفِّيهِ إِذْ أَخْبَرْتَ أَنَّ اللَّهَ سَوْفَ يُوَفِّيهِ فَرَدَّدَ عَلَيْهِ، وَرَدَّدَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: مَا أَنَا بِسَائِلِهِ، وَكَانَ لَا يُرَاجِعُ بَعْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُكَ؟، قَالَ: قُلْتُ: وَفَّاهُ اللَّهُ وَفَضُلَ لَنَا مِنْ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكِ أَنْ تُكَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي؟، فَقَالَتْ: تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُورِدُ نَبِيَّهُ فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ وَلَا أَسْأَلُهُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي إسناده صحيح

৪৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে বেরিয়েছিলেন। আমার পিতা আব্দুল্লাহ আমাকে বললেন, হে জাবির, তোমার জন্য জরুরী যে, তুমি যুদ্ধে না গিয়ে মদীনাবাসীর দেখাশুনা করবে। এভাবে তুমি আমাদের পরিণতি কী হয় তা জানতে পারবে। আল্লাহর কসম! যদি আমার এ আশংকা না থাকত যে, আমার মৃত্যুর পর এতগুলো মেয়েকে (অভিভাবকবিহীন) রেখে যেতে হবে, তবে অবশ্যই আমি পছন্দ করতাম যে, তুমি যুদ্ধে গিয়ে সামনে থেকে জিহাদ করে শহীদ হয়ে যাও। জাবির বলেন, আমি মদীনা দেখাশুনাকারীদের মাঝে রয়ে গেলাম। (পরে) দেখলাম আমার ফুফু আমার আব্বা ও মামার লাশ নিয়ে এলেন আমাদের কবরস্থানে তাদেরকে দাফন করার জন্য। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন নিহতদের লাশ ফেরত দিতে এবং তারা যেখানে নিহত হয়েছেন সেখানেই তাদেরকে দাফন করতে। আমরা তাদের দু'জনের লাশ ফেরত দিলাম এবং তাদের নিহত হওয়ার স্থানে তাদেরকে দাফন করলাম।

এরপর মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললেন, হে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আপনার আব্বার কবর মু'আবিয়ার লোকজন খুঁড়ে ফেলেছে,

তার লাশের কিছু অংশ বের হয়ে পড়েছে। কতিপয় লোক সেখানে গেল। আমিও সেখানে গেলাম। আমি আমার আব্বাকে ঠিক তেমনি পেলাম যেমন আমরা দাফন করেছিলাম। শাহাদাতের ক্ষত ছাড়া লাশের আর কোন বিকৃতি ঘটেনি।

জাবির বলেন, অতঃপর আব্বার লাশ পুনঃদাফন করে ফিরে এলাম। আব্বা জীবদ্দশায় কিছু খেজুর ঋণ নিয়েছিলেন। কিছু ঋণদাতা সেই ঋণ পরিশোধের জন্য আমাকে চাপ দিতে লাগলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার আব্বা অমুক দিন শহীদ হয়েছেন। তিনি কিছু খেজুর ঋণ করে গেছেন। কতিপয় পাওনাদার আমাকে ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি চাই আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন যেন সামনের ফসল তোলার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে তারা অবকাশ দেয়। তিনি বলেন: ‘ঠিক আছে, দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আল্লাহ চান তো আমি তোমার কাছে যাবে।’ জাবির বলেন, তিনি আসলেন, তাঁর সাথে কয়েকজন সঙ্গীও ছিল। তারা সবাই ছায়ায় বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে সালাম দিলেন এবং ভেতরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলেন। তারপর তিনি আমাদের নিকট এলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বলে রেখেছিলাম, আজ দুপুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসবেন। তিনি যেন তোমাকে কিছুতেই না দেখতে পান। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার বাড়িতে কোন কারণেই কষ্ট দিবে না। আর তুমি তাঁর সাথে কথাও বলবে না।

তারপর আমি চাদর বিছিয়ে দিলাম এবং সেখানে একটি বালিশ রাখলাম। তিনি তাঁর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার কাছে একটি ছাগল ছানা ছিল, সেটি ছিল আমার পোষা ও বেশ মোটাতাজা। আমার গোলামকে বললাম, এই ছাগলটি যবেহ করো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠার আগেই তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেল। আমি তোমার সাথে আছি। আমরা কাজ শেষ না করে আর বিশ্রাম নিলাম না। তখনও তিনি ঘুমে ছিলেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে ওযুর পানি চাইবেন। আমার ভয় হচ্ছে, তিনি ওযু করেই যদি চলে যান। ওযু শেষ করার সাথে সাথেই যদি তাঁর সামনে ছাগলের মাংস পেশ করা না যায়! তখন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন: ‘হে জাবির, আমাকে ওযুর পানি দাও।’ আমি বললাম, জ্বি, দিচ্ছি। তিনি ওযু শেষ করার আগেই তাঁর সামনে গোশত রাখা হল। তিনি আমার দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, আবু বকরকে ডাকো। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। জাবির বলেন, খানা এনে সামনে রাখা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোর ওপর হাত রেখে বললেন: বিসমিল্লাহ, তোমরা খাও। তারা সকলেই পরিতৃপ্তির সাথে খেলেন। তারপরও অনেক গোশত বেঁচে গেল। আল্লাহর কসম! বনী সালামার লোকজন তাদেরকে দেখছিলেন। তিনি তাদের কাছে তাদের জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিলেন। তারা কাছে আসতে পারছিলেন না, তাদের ভয় ছিল, তারা না আবার (তাদের কোন কথা বা কাজের দ্বারা) তাঁকে কষ্ট

দিয়ে ফেলেন! তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সাথীরাও উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সামনে সামনে চলতে লাগলেন। আর তিনি বলতেন: 'আমার পেছনের দিকটা ফেরেশতাদের জন্য ছেড়ে দাও।' আমি তাঁর সাথে দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত যেতেই আমার স্ত্রী মাথা বের করে দিল। সে বেশ পর্দানশীন ছিল। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার ও আমার স্বামীর জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন: 'আল্লাহ তোমার ও তোমার স্বামীর উপর রহমত করুন।'

তারপর বললেন: 'অমুককে আমার নিকট ডেকে নিয়ে আস।' অর্থাৎ যিনি ঋণ পরিশোধের জন্য আমাকে চাপাচাপি করছিল। (ডেকে আনা হলে) তিনি তাকে বললেন: 'জাবিরের পিতার উপর যে ঋণ ছিলো, তা পরিশোধের জন্য জাবিরকে আগামী ফসল তোলা পর্যন্ত অবকাশ দাও।' সে বললো, আমি তা পারব না। সে কারণ দর্শাতে লাগলো, বললো, তা ইয়াতীমের সম্পদ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'জাবির কোথায়?' বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে আমি। তিনি বললেন: 'তুমি তাকে মেপে দাও। আর শীঘ্রই আল্লাহ তা পরিশোধ করে দেবেন।' তারপর তিনি আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে তাকালেন। সূর্য্য তখন মাত্র হেলে পড়েছিল। তিনি বললেন: 'হে আবু বকর! সালাত।' বর্ণনাকারী বলেন, একথা বলেই তারা মসজিদের দিকে ধাবিত হলেন। আমি ঋণদাতাকে বললাম, তোমার পাত্র কাছে আন এবং আমি তাকে আজওয়া খেজুর মেপে দিতে লাগলাম। দেখা গেল, আল্লাহ তা পরিশোধ করে দিলেন এবং অনেক পরিমাণে খেজুর অতিরিক্ত থাকলো। আমি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দ্রুত দৌড়ে মসজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি মাত্র সালাত আদায় শেষ করেছেন।

অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কাছে পাওনাদারকে তার প্রাপ্য খেজুর মেপে দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তাঁকে তা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এমনকি তারপরও এই এই পরিমাণে খেজুর আমাদের জন্য উদ্বৃত্ত থাকলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'উমার ইবনুল খাত্তাব কোথায়? (ডাক শুনে) তিনি দৌড়ে কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: 'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহকে তার ঋণ ও খেজুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।' তিনি বললেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করব না। কেননা, আমি জানি যে, আল্লাহ অচিরেই তাকে পরিশোধ করে দিবেন,যখন আপনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অচিরে তাকে পরিশোধ করে দিবেন। এভাবে তিনি তিনবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। প্রত্যেকবারই তিনি বললেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করব না। তৃতীয়বারের পর আর এর পুনরাবৃত্তি হয় নি। এবারে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তোমার ঋণদাতা আর খেজুরের কী হল?' আমি বললাম, আল্লাহই তা পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিয়েছেন এবং আমাদের নিকট এত এত পরিমাণে উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে। তারপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট ফিরে এলাম। তাকে বললাম, আমি কি তোমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমার বাড়িতে কথা বলতে নিষেধ করিনি? সে বললো, তোমার কি ধারণা, আল্লাহ তাঁর

নবীকে আমাদের বাড়িতে পাঠাবেন এরপর তিনি চলেও যাবেন, অথচ আমি তাঁর নিকট আমার জন্য ও আমার স্বামীর জন্য রহমতের দু'আ চাইব না?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ ৩/৩৯৭-৩৯৮; হাকিম ৪/১১০-১১১; বুখারী ২৬০১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَعَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بِمَ فَضَّلَهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ؟، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ [وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ]، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالُوا: فَمَا فَضْلُهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ؟ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ]، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ]، فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إسناده صحيح

৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম)-এর উপর এবং আসমানবাসী (ফিরিশতা) গণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তারা জিজ্ঞেস করল, হে ইবনু আব্বাস! তিনি কিসের দ্বারা আসমানবাসীর ওপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন? তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আসমানবাসীদের লক্ষ্য করে বলেছেন: তাদের মধ্যে যে বলবে, আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাকে আমি জাহান্নামে শাস্তি দেব। এভাবে আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা আল-আম্বিয়া: ২৯)
আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন।" (সূরা আল-ফাতহ: ১-২)
তারা বলল: তাহলে নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম)-এর উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কী? তিনি বললেন, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন: আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বগোত্রের ভাষায় প্রেরণ করেছি। যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন। (সূরা ইবরাহীম: ৪)

আর আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন: আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই পাঠিয়েছি।” (সূরা সাবা: ২৮)
সুতরাং তিনি তাঁকে জিন ও মানব উভয় জাতির জন্যই রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন। তাখরীজ: হাকিম ২/৩৫০; বাইহাকী, দালাইল ৫/৪৮৬-৪৮৭; তাবারানী, কাবীর ১১/২৩৯-২৪০ নং ১১৬১০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ، سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ، فَتَسَمَّعَ حَدِيثَهُمْ، فَإِذَا بَعْضُهُمْ، يَقُولُ: عَجَبًا إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيلًا، فَإِبْرَاهِيمُ خَلِيلُهُ، وَقَالَ آخَرُ: مَاذَا بِأَعْجَبَ مِنْ: [وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا]، وَقَالَ آخَرُ: فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ، وَقَالَ آخَرُ: وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّه، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، وَقَالَ: "قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَعِيسَى رُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ كَذَلِكَ، أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرُ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ بِحَلَقِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرُ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ، وَلَا فَخْرُ

إسناده ضعيف لضعف زمعه

৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছু সাহাবী বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বের হয়ে যখন তাদের কাছাকাছি এলেন, তিনি তাদেরকে পরস্পর কিছু আলাপ-আলোচনা করতে শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি তাদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তাদের কেউ বলছিল, কী আশ্চর্য্যের কথা! আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে একজনকে খলীল রূপে গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হচ্ছেন তাঁর সেই খলীল। আরেকজন বলল, এরচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় কী হতে পারে: “ আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথা বলেছেন।”- (সূরা নিসা: ১৬৪) অপর একজন বলল, ঈসা আলাইহিস সালাম তো আল্লাহর কালিমা এবং তাঁর (প্রদত্ত) রূহ। আরেকজন

বলল, আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। (তাদের আলোচনা চলছিলো) এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এসে সালাম দিলেন এবং বললেন: 'আমি তোমাদের কথা-বার্তা ও বিস্মিত হওয়ার বিষয়গুলি শুনেছি।
নিশ্চয় ইবরাহীম আল্লাহর খলীল, এটা ঠিকই। আল্লাহ মুসা'র সাথে গোপনে কথা বলেছেন, সেটাও ঠিক। ঈসা আল্লাহর কালিমা ও তাঁর রূহ, সেটিও ঠিক। আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ'র মনোনীত, একথাও ঠিক। তবে তোমরা শুনে রাখ, আমি আল্লাহর হাবীব, এতে আমার কোন অহংকার নেই। কিয়ামতের দিন আমিই প্রশংসার পতাকা বহন করবো, তাতে কোন অহংকার নেই। কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম শাফা'আত করবো এবং আমার শাফা'আতই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে, তাতে কোন অহংকার নেই। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের কড়া নাড়াব এবং এতেও কোন অহংকার নেই। আর আমার জন্যই আল্লাহ সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং আমার সাথে থাকবে দরিদ্র মুমিনগণ, এতেও কোন অহংকার নেই। আর আমি হলাম আল্লাহর নিকট পূর্বাপর সকলের চেয়ে মর্যাদাবান, এতেও কোন অহংকার নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, যাম'আহ'র দুর্বলতার কারণে। তিরমিযী ও ইবনু কাছীর একে 'গারীব' বলেছেন। কিন্তু আমি বলছি: এর কয়েকটি সহীহ শাহীদ রয়েছে। তাখরীজ: তিরমিযী ৩৬২০; ইবনু কাছীর তাফসীর ২/৩৭৫। দেখুন, আনাস রা: এর হাদীস, আমার তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আবী ইয়ালা ৩৯৫৯, ৩৯৬৪, ৩৯৬৭, ৩৯৮৯; ওয়াসিলাহ রা: এর হাদীস সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬২৪২, ৬৩৩৩, ৬৪৭৫, মুসনাদে আবী ইয়ালা নং ৭৪৮৫, ৭৪৮৭ তে। সেখানকার টীকায় বিস্তারিত দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أَوَّلُهُمْ خُرُوجًا، وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا، وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا، الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، يَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، أَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُورٌ إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم

৪৯. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (কিয়ামতের দিন) সর্বপ্রথম আমিই বের হব। আল্লাহর সামনে লোকেরা যখন উপস্থিত হবে আমিই হব, তাদের পরিচালক বা নেতা। তারা সকলেই যখন চুপ থাকবে, আমিই তখন তাদের হয়ে কথা বলব। যখন তাদেরকে আটকে দেয়া হবে, তখন আমিই হব তাদের জন্য সুপারিশকারী। তারা

যখন নিরাশ হয়ে যাবে, তখন আমিই তাদের সুসংবাদ দেব। সকল সম্মাননা ও চাবিগুচ্ছ সেদিন আমারই হাতে থাকবে। সকল আদম সন্তানের মধ্যে আমিই আমার রবের নিকট সবচেয়ে সম্মানিত। আমার চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে হাজারো সেবক, তারা যেন সুরক্ষিত ডিমের মত কিংবা বিক্ষিপ্ত মুক্তার মতো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইস বিন আবী সুলাইম দুর্বল রাবী। তাখরীজ: তিরমিযী, ৩৬১৪; বাইহাকী দালাইল ৫/৪৮৪; খিলাল, আস সুন্নাহ ২৩৫;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ صَالِحٍ هُوَ ابْنُ عَطَاءِ بْنِ خَبَّابٍ مَوْلَى بَنِي الدُّئِلِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرُ إسناده جيد

৫০. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমিই রাসূলদের পরিচালক আর এতে কোন অহংকার নেই। আর আমিই ‘খাতামুন নাবিয়্যীন’ বা নবীদের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী, এতে আমার কোন অহংকার নেই। আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম আমারই সুপারিশ কবুল করা হবে, এতে আমার কোন অহংকার নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। এর অংশসমূহ বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (সংক্ষেপিত) তাখরীজ: বুখারী, আল-কাবীর ৪/২৮৬; তাবারানী, আল-আওসাত ১/১৪২ নং ১৭২; বাইহাকী, দালাইল ৫/৪৮০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُقَعْقِعُهَا "، قَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهَا، وَصَفَ لَنَا

سُفْيَانُ كَذَا، وَجَمَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَصَابِعَهُ وَحَرَّكَهَا، قَالَ: وَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: مَسَسْتَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِكَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطِنِيهَا أُقَبِّلْهَا إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان

৫১. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের কড়া ধরে নাড়াবো। আনাস বলেন: আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত নাড়াচ্ছেন। (পরবর্তী বর্ণনাকারী বলেন) সুফিইয়ান আমাদেরকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর আবু আব্দুল্লাহ হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্রিত করলেন এবং নাড়ালেন। তিনি বলেন: ছাবিত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত স্পর্শ করেছিলে? তিনি বলেন, হাঁ । তিনি বলেন, তাহলে আমার দিকে আপনার হাতটা একটু বাড়িয়ে দিন, আমি তাতে চুম্বন করবো।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এর বর্ণনাকারী আলী ইবনু যাইদ ইবনু জুদ’আনের দুর্বলতার কারণে। তবে ‘জান্নাতের কড়া নাড়ার হাদীস সহীহ যা ইমাম আহমাদ ৩/১৪৪, ২৪৭-২৪৮ এ বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: তিরযিমী ৩১৪৭; হুমাইদী ১২৩৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ فِي الْجَنَّةِ إسناده صحيح

৫২. আনাস রাদ্বিযাল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘আমিই হব জান্নাতের ব্যাপারে সর্বপ্রথম শাফা’আতকারী।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ১৯৬ (৩৩২); ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ১১/৪৩৬ নং ১১৬৯৭ ও ১৪/৮৭, ৯৫ নং ১৭৬৫৮, ১৭৬৯৫; বাইহাকী, দালাইল ৫/৪৭৯; আবী আওয়ানাহ ১/১১০, ১৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرُ، وَأُعْطَى لِوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرُ، وَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا فَيَقُولُونَ: مَنْ هَذَا؟، فَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيَفْتَحُونَ لِي فَأَدْخُلُ فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمْ، يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ، يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الْإِيمَانِ، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَأَذْهَبُ، فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ، فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمْ، يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ: يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَأَذْهَبُ، فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ، وَفُرِغَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَأُدْخِلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ مَعَ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: فَبِعِزَّتِي لَأُعْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدْ امْتُحِشُوا، فَيُدْخَلُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي غُثَاءِ السَّيْلِ وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ، فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَلْ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح فهو صدوق ولكنه كثير الخطأ وكانت فيه غفلة

৫৩. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: ‘আমিই হলাম সর্বপ্রথম ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যার মাথার উপর থেকে মাটি ফেটে যাবে, কিন্তু এতে কোন অহংকার নেই। আর আমাকে প্রশংসার পতাকা দেয়া হবে, তাতেও কোন অহংকার নেই। কিয়ামতের দিন আমিই হব মানবজাতির নেতা, এতেও আমার কোন অহংকার নেই। কিয়ামতের দিন আমিই হব জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি, এতেও কোন অহংকার নেই। আর আমি জান্নাতের দরজায় এসে কড়া নাড়বো, তখন তারা (জান্নাতের প্রহরীরা) বলবে: এ ব্যক্তি কে? তখন আমি বলব: ‘আমি মুহাম্মদ’। ফলে আমার জন্য তারা জান্নাতের দরজা খুলে দিবে আর আমি তাতে প্রবেশ করেই ‘আল-জাব্বার’ (মহাপ্রতাপশালী)

আল্লাহ’কে আমার সম্মুখেই পাব, ফলে আমি তাঁকে সাজদা করব, তখন তিনি বলবেন: ইয়া মুহাম্মদ, তোমার মাথা উঠাও, তুমি কথা বল, তোমার কথা শোনা হবে; তুমি বল, তোমার বক্তব্য কবুল করা হবে; তুমি শাফা’আত কর, তোমার শাফা’আত গৃহীত হবে।’ তখন আমি মাথা উঠাব এবং বলব: ‘হে রব! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত। তখন তিনি বলবেন: তুমি তোমার উম্মতের নিকট যাও, (তাদের মধ্য থেকে) যার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান পাবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।’ তারপর আমি (তাদের নিকট) যাব, (তাদের মধ্য থেকে) যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান পাব, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।’

তারপর আমি (আবার) ‘আল-জাব্বার’ (মহাপ্রতাপশালী) আল্লাহ’কে আমার সম্মুখে পাব, ফলে আমি তাঁকে সাজদা করব, তখন তিনি বলবেন: হে মুহাম্মদ, তোমার মাথা উঠাও, তুমি কথা বল, তোমার কথা শোনা হবে; তুমি বল, তোমার বক্তব্য কবুল করা হবে; তুমি শাফা’আত কর, তোমার শাফা’আত গৃহীত হবে।’ তখন আমি মাথা উঠাব এবং বলব: ‘হে রব! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত। তখন তিনি বলবেন: তুমি তোমার উম্মতের নিকট যাও, (তাদের মধ্য থেকে) যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান পাবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।’ তারপর আমি (তাদের নিকট) যাব, (তাদের মধ্য থেকে) যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান পাব, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।’ যখন লোকদের হিসাব-নিকাশ শেষ হবে এবং আমার উম্মতের মধ্যকার যারা অবশিষ্ট রইল তাদেরকে জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, তখন জাহান্নামের অধিবাসীরা তাদেরকে বলবে, তোমরা তো আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করতে না, কিন্তু আজকে তা (তোমাদের এ কাজ) তোমাদের কোনই উপকারে আসল না।

তখন মহাপ্রতাপশালী (আল্লাহ) বলবেন, ‘আমার ইযযতের কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিব।’ এরপর তাদের নিকট (দূত) পাঠানো হবে, অতঃপর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, তারপর তাদেরকে ‘সঞ্জীবনী নহর’-এ প্রবেশ করানো হবে। তখন তারা সেখানে এমনভাবে পুনর্জীবন লাভ করবে, যেভাবে আবর্জনা স্তুপের সিক্ততায় শস্য দানা গজিয়ে উঠে। তাদের দু’চোখের মাঝে (কপালে) লেখা থাকবে ‘এরা আল্লাহ’র (দয়ায়) মুক্তি প্রাপ্ত।’ তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তখন জান্নাতের অধিবাসীরা এদেরকে বলবে, ‘এরা (ছিল) জাহান্নামী’। তখন মহাপ্রতাপশালী (আল্লাহ) বলবেন: ‘না, বরং ‘এরা আল্লাহ’র (দয়ায়) মুক্তি প্রাপ্ত।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ যঈফ। তবে ইমাম আহমাদ অন্য সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যার সনদ সহীহ। (৩/১৪৫)। (ফাতহুল মান্নানের লেখক (হাশিম আলগুমারী) বলেছেন: এর সনদ এ হাদীস... সহীহ হাদীসের শর্তপুরণকারী -অনুবাদক) তাখরীজ: আহমদ ৩/১৪৪; ইবনু মানদাহ, আত তাওহীদ ৮৭৭; বাইহাকী, দালাইল ৫/৪৭৯-৪৮০। এর শেষাংশ তথা শাফা’আতের অংশ বর্ণনা করেছেন আনাস হতে মুসলিম তার সহীহ নং ১৯৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، قَالَ: " نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ بَطْنَهُ، ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ: قَلْبٌ وَكِيعٌ فِيهِ أُذُنَانِ سَمِيعَتَانِ وَعَيْنَانِ بَصِيرَتَانِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الْمُقَفِّي، الْحَاشِرُ، خُلُقُكَ قَيِّمٌ، وَلِسَانُكَ صَادِقٌ، وَنَفْسُكَ مُطْمَئِنَّةٌ ". قَالَ أَبُو مُحَمَّد: وَكِيعٌ يَعْنِي: شَدِيدًا فِي إِسناده ثلاث علل : عبد الله بن صالح ومعاوية بن يحيى ضعيفان وهو مرسل أيضا عبد الرحمن بن غنم تابعي وليس صحابيا

৫৪. ইবনু গানাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জীবরীল আলাইহিস সালাম একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অবতরণ করলেন এবং তাঁর পেট চিরে ফেললেন। অতঃপর জীবরীল বললেন: অত্যন্ত মজবুত অন্তর, তাতে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন দু'টি কান রয়েছে এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন দু'টি চোখ রয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সর্বশেষ (সবার পশ্চাতে আগমনকারী) রাসূল, 'আলহাশির' (একত্রকারী), আপনার চরিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, আপনার জিহবা সত্যভাষী, আপনার হৃদয় (নফস্) প্রশান্ত।'
আবু মুহাম্মাদ বলেন: وكيع,মানে شديدا(কঠোর, মজবুত)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে তিনটি ত্রুটি রয়েছে। (দুজন রাবী যঈফ এবং এটি মুরসাল)। ((তবে ফতহুল মান্নানের লেখক একে মুরসাল হিসেবে সহীহ বলেছেন- ফাতহুল মান্নান (১/৪৩৩, ৫৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্র:)- অনুবাদক)) তাখরীজ: ইবনু আসাকীর, আত তারীখ (/৩৮৯); আবী নুয়াইম, দালাইল, সূয়ূতী, খাসাইসুল কুবরা, ১/১৬১-১৬২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْرَكَ بِيَ الْأَجَلَ الْمَرْحُومَ وَاخْتَصَرَ لِيَ اخْتِصَارًا فَنَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ: إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ، وَمُوسَى صَفِيُّ اللَّهِ، وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، وَمَعِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعَدَنِي

فِي أُمَّتِي وَأَجَارَهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ: لَا يَعُمُّهُمْ بِسَنَةٍ، وَلَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ
في إسناده علتان : عبد الله بن صالح والانقطاع

৫৫. আমর ইবনু কায়েস রাদ্বিযাল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘আল্লাহ আমাকে রহমত লাভের সময় (তথা মৃত্যুর সময়) সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। আর আমার (আয়ুষ্কাল) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করেছেন। (দুনিয়াতে) আমরা পরে আগমনকারী হলেও আখিরাতে আমরা অগ্রগামী। আমি কোন অহংকার ব্যতীতই একটি কথা বলছি: ইবরাহীম খলীলুল্লাহ, মুসা সফীউল্লাহ (খাঁটি বন্ধু), আর আমি হাবীবুল্লাহ। আর কিয়ামতের দিন আমার সাথেই থাকবে প্রশংসার পতাকা। এবং নিশ্চয় আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার সাথে ওয়াদা করেছেন এবং তাদের তিনটি বিষয় থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন: ব্যাপকভাবে তাদের উপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিবেন না, শত্রু তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করতে পারবে না এবং তাদেরকে বিভ্রান্তির উপরে একত্রিত করবেন না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’টি ত্রুটি রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ (দুর্বল) এবং (এ সনদের) বিচ্ছিন্নতা । (দেখুন ইবনু কাছীর, বিদায়া ৬/২৭০) তাখরীজ: কানযুল উম্মাল, ৩২০৮০; ইবনু আসাকীর ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ السَّكُونِيَّ، وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: سَلَمَةَ السَّكُونِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ أُتِيتَ بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ؟، قَالَ: " نَعَمْ أُتِيتُ بِطَعَامٍ "، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَلْ كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَمَا فُعِلَ بِهِ؟، قَالَ: " رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنِّي غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ إِلَّا قَلِيلًا، ثُمَّ تَلْبَثُونَ، حَتَّى تَقُولُوا: مَتَى مَتَى؟ ثُمَّ تَأْتُونِي أَفْنَادًا يُفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مُوتَانٌ شَدِيدٌ، وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ إسناده ضعيف لضعف معاوية بن يحيى ولكن الحديث صحيح

৫৬. সালামাহ আস-সাকুনী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম, তখন একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কি

আসমান হতে কোন খাদ্য প্রদান করা হয়েছে? তিনি জবাবে বলেন: ‘হাঁ, আমাকে (আসমান হতে) একটি খাদ্য প্রদান করা হয়েছে।’ লোকটি বলল, হে আল্লাহর নবী! তার থেকে কিছু উদ্বৃত্ত ছিল কি? তিনি বললেন: ‘হাঁ’। সে লোকটি বলল: তা কী করা হয়েছিল? তিনি বললেন: ‘আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। আর আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মাঝে সামান্য কয়টা দিনই অবস্থান করবো। অতঃপর তোমরা অপেক্ষা করতে থাকবে, এমনকি তোমরা বলবে: (কিয়ামত) কখন হবে, কখন হবে? তখন তোমরা পরস্পরকে হত্যা করতে থাকবে, এবং এমতাবস্থায়ই একের পর এক দলে দলে আমার নিকট আসবে। কিয়ামতের পূর্বে দু’টি ভীষণ মহামারী দেখা দেবে এবং এরপর আসবে ভূমিকম্পের বছরসমূহ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুয়াবিয়া ইবনু ইয়াহইয়ার দূর্বলতার কারণে। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। অন্যান্যরা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। হাইছামী মাজমা’উয যাওয়াইদে (৭/৩০৬) বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ সিকাহ বা বিশ্বস্ত। তাখরীজ: আবী ইয়ালা, আল মুসনাদ ৬৮৬১ সনদ সহীহ; আহমদ ৪/১০৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ "، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ الْقَوْمِ، فَتَعَاقَبُوهَا إِلَى الظُّهْرِ مِنْ غُدْوَةٍ، يَقُومُ قَوْمٌ وَيَجْلِسُ آخَرُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَمَا كَانَتْ تُمَدُّ؟، فَقَالَ سَمُرَةُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَا هُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ إسناده صحيح

৫৭. সামুরাহ বিন জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বড় এক বাটি ছারীদ (ঝোলে ভেজানো রুটি) দেয়া হল। অত:পর তা লোকদের সামনে রাখা হল। তখন তারা সকাল থেকে যোহর পর্যন্ত তা থেকে পালাক্রমে খেতে থাকল। একদল লোক খেয়ে উঠে যায় তো আরেকদল খেতে বসে - (এভাবে চলতে থাকে)। তখন এক ব্যক্তি সামুরাহ ইবনু জুনদুব রা:কে জিজ্ঞেস করল, সেটা কি বৃদ্ধি করা হয়েছিল না? তখন সামুরাহ বললেন: তুমি কি কারণে আশ্চর্যবোধ করছো? বৃদ্ধি তো কেবল ওখান থেকেই হতো’ - একথা বলে তিনি আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । (বাইহাকী, তিরমিযী, হাকিম

সকলেই সহীহ বলেছেন।) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবাহ ১১/৪৬৫-৪৬৬;, তিরযিমী, ৩৬২৯; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫২৯, আহমাদ ৫/১২; বাইহাকী, দালাইল ৬/৯৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، قَالَ: فَلَهُوَ كَانَ أَحْسَنَ فِي عَيْنِي مِنَ الْقَمَرِ إسناده ضعيف أشعث بن سوار ضعيف وهو متأخر السماع من أبي إسحاق

৫৮. জাবির ইবনু সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি এক চাঁদনী রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লাল রংয়ের একজোড়া উত্তম নতুন (মোটা কিংবা পাতলা[1]) কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি একবার তাঁর দিকে আরেকবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আর নিশ্চয়ই আমার চোখে চাঁদের চেয়ে তাঁকেই বেশি সুন্দর লাগছিলো।[2]

[1] (হুল্লাহ' শব্দের অর্থ সুন্দর উত্তম মোটা কিংবা পাতলা একজাতীয় দুইখানা কাপড়।- মুহাক্কিক্বের টীকা দ্র: - অনুবাদক) [2] সনদ যঈফ । আশ'আস বিন সিওয়ার যঈফ। তবে তিরমিযী বারা' ইবনু আযিব রা: হতে বর্ণিত হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মতামত উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একে সহীহ বলেছেন। শাইখ আরনাউত্ব ও আল মাউসিলী, আল মুসনাদের (১৬৯৯, ১৭০০,১৭১৪) তাহক্বীক্বে এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তাখরীজ: তিরমিযী ২৮১২; তাবারানী, মু'জামুল কাবীর ২/২০৬ নং ১৮৪২; হাকিম ৪/১৮৬; বাইহাকী, দালাইল ১/১৯৬।ৎ এর শাহিদ রয়েছে বারা' রা: হতে আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৩/৪৬৪ নং ৭৪৭৭ ও ১৭০০ তে। আর তা সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي الثَابِتِ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ أَخِي مُوسَى، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ لم يحكم عليه المحقق

৫৯. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তিনি কথা বলার জন্য মুখ খুলতেন, তখন মনে হতো যেন তাঁর (সামনের উপর নিচের) দু'পাটি দাঁতের মাঝ দিয়ে নূর (আলোকচ্ছটা) বিচ্ছুরিত হচ্ছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আব্দুল আযীয বিন আবী ছাবিত হল, ইবনু ইমরান, আর সে হল পরিত্যক্ত রাবী (মাতরূক)। তাখরীজ: তিরমিযী, শামাইল ১৪; বাইহাকী, দালাইল ১/২১৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১৩/২২৩ নং ৩৬৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০)

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنْجَدَ، وَلَا أَجْوَدَ، وَلَا أَشْجَعَ، وَلَا أَوْضَأَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجاله ثقات

৬০. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক সাহায্যকারী, দানশীল, বীরপুরুষ, উজ্জ্বল (পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর) কাউকে দেখিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ১/২/৯৬; তাবারানী, আল কাবীর ২৪/২৭৪ নং ৬৯৬, আল আওসাত ৫/২৩০; বাইহাকী, দালাইল ৫৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِلرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ: صِفِي لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَهُ، رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن موسى الطلحي التيمي

৬১. আবু উবাইদা বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মার বিন ইয়াসার বলেন, আমি রুবাই'ঈ বিনতে মুয়াব্বিয ইবনু আফরা' রা: কে বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

গুণাবলী সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন: হে বৎস! তুমি যদি তাঁকে দেখতে তাহলে (তোমার মনে হত যেন) তুমি উদীয়মান সূর্যকে দেখলে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ দুর্বল, কেননা, আব্দুল্লাহ ইবনু মুসা তালহা আত তাইমী দুর্বল। তাখরীজ: তাবারানী, আল কাবীর ২৪/২৭৪ নং ৬৯৬ ও আল আওসাত ৫/২৩০ নং ৪৪৫৫; আবু নুয়াইম, দালাইল ৫৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَمَا مَسِسْتُ حَرِيرَةً وَلَا دِيبَاجَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّهِ، وَلَا شَمِمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَتِهِ: مِسْكَةً وَلَا غَيْرَهَا إسناده صحيح

৬২. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল শুভ্র। তাঁর ঘাম যেন মুক্তো-দানা। আর তিনি রাস্তার দিকে ঝুঁকে মধ্যমগতিতে [1] চলতেন । আর আমি রেশম বা রেশমী কাপড়কেও তাঁর হাতের তালুর মত মোলায়েম পাইনি। আমি তাঁর দেহে একটি সুগন্ধ পেয়েছি, যা মিশক্ বা অন্য কোন সুগন্ধির মধ্যে পাইনি।”[2]

[1] মুহাক্কিক্বের টীকা অনুযায়ী। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ৩৫৬১; মুসলিম, সহীহ ২৩৩০; আহমদ ৩/১০৭, ২০০, ২২২, ২২৭, ২৬৫, ২৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا أَوْ هَلَّا صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا مَسِسْتُ بِيَدِي دِيبَاجًا، وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَجَدْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرْفِ أَوْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناده صحيح والحديث متفق عليه

৬৩. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি, কিন্তু তিনি কখনো আমাকে ‘উহ’ শব্দটিও বলেননি (অর্থাৎ আমার কোন কাজ বা আচরণের প্রতি বিরক্ত হয়ে ‘উহ’ শব্দটিও উচ্চারণ করেননি)। আর আমি কোন কিছু করে ফেললে তিনি আমাকে কখনো কোন কাজ করার জন্য বলেননি, ‘‘তুমি অমুক অমুক কাজ কেন করলে?’’ অথবা ‘‘তুমি কি অমুক অমুক কাজ করনি?’’
তিনি (আনাস) আরও বলেন, আল্লাহর কসম! আমি আমার হাত দিয়ে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের চেয়ে অধিক মোলায়েম কোন রেশমী কাপড় কিংবা রেশম স্পর্শ করিনি। এছাড়াও আমি কখানো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (শরীরের) সুগন্ধির চেয়ে অধিক উত্তম কোন সুগন্ধি বা ঘ্রাণ পাইনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। বুখারী ও মুসলিমের হাদীস এটি। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩৫৬১ (হাদীসের ২য় অংশ) ; সহীহ মুসলিম ২৩০৯ (হাদীসের ১ম অংশ);

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ خُدْرَةَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي حُرَيْشٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي حِينَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا أَخَذَتْهُ الْحِجَارَةُ أُرْعِبْتُ، فَضَمَّنِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ عَلَيَّ مِنْ عَرَقِ إِبْطِهِ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ رجاله ثقات غير حبيب بن خدرة

৬৪. হাবীব ইবনু খুদরাহ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মায়িয ইবনু মালিককে রজম (শরীয়াতের শাস্তি হিসেবে পাথর মেরে হত্যা) করেন, তখন আমি আমার পিতার সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যখনই কোন একটি পাথর তাকে আঘাত করছিল, তখনই আমি ভয় পাচ্ছিলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তখন মিশকের সুগন্ধির মত সুগন্ধযুক্ত ঘাম তাঁর বাহুমূল (বগল) থেকে আমার উপর গড়িয়ে পড়ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, হাবীব বিন খুদরাহ ব্যতীত। (ফাতহুল মান্নানে এক যঈফ বলা হয়েছে ‘ইনকিতাহ’ বা বিচ্ছিন্নতা ও হাবীব বিন খুদরাহ’র ‘মাজহুল’ বা অজ্ঞাত পরিচয়’ হওয়ার কারণে- পৃ: ৪৬৪- অনুবাদক) তাখরীজ: (অন্য কোন হাদীস গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে বলে মুহাক্কিক্ব উল্লেখ করেননি। বরং হাবীব বিন খুদরাহ’র জীবনী বর্ণনায় ‘রাবীদের জীবনমূলক গ্রন্থে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- মীযানুল ই’তিদাল ১/৪৫৪।- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ؟، قَالَ: لَا، مِثْلَ الْقَمَرِ إسناده صحيح

৬৫. বারা’ ইবনু আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বারা’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা দেখতে কি তরবারীর মত ছিল? তিনি বললেন, না, বরং দেখতে চাঁদের মত ছিল।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী (৩৫৫২); বাইহাকী, দালাইল ১/১৯৫; ইবনু হিব্বান, সহীহ ৬২৮৭; আবী ইয়ালা, আল মুসনাদ ১৩/৪৫১ নং ৭৪৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُعْرَفُ بِاللَّيْلِ بِطِيبِ الرِّيحِ إسناده حسن إلى إبراهيم وهو موقوف عليه

৬৬. ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের বেলায় তার মনোহর সুগন্ধ দ্বারাই চেনা যেত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, ইবরাহীম পর্যন্ত। আর এটি ইবরাহীম কর্তৃক মাওকুফ (সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে তাবেঈ কর্তৃক সরাসরি রাসূলুল্লাহ সা: হতে বর্ণিত) হাদীস। তাখরীজ: ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ১/২/১১৩; ইবনু আবী শাইবা, ৯/২৫; আবীশ শাইখ, আখলাকুন্নবী সা: পৃ: ১০৫ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا أَوْ لَا يَسْلُكُ طَرِيقًا، فَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيبِ عَرْفِهِ، أَوْ قَالَ: مِنْ رِيحِ عَرَقِهِ لم يحكم عليه المحقق

৬৭. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন রাস্তা দিয়ে চলেছেন বা চলেন, সেই রাস্তা দিয়ে পরবর্তীতে কোন ব্যক্তি চললে তাঁর উত্তম সুগন্ধের দ্বারাই, অথবা বলেছেন: তাঁর ঘামের সুগন্ধেই (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), সে বুঝতে পারত যে, তিনি এ রাস্তা দিয়ে গেছেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি ইবনু হিব্বানের শর্তানুযায়ী (সহীহ)। তাখরীজ: বুখারী, তারীখুল কাবীর, ১/৩৯৯-৪০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، فَأَهْدَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ يَهُودِ خَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً فَتَنَاوَلَ مِنْهَا، وَتَنَاوَلَ مِنْهَا بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ، ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ تُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ»، فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟» فَقَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا، أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ، فَقَالَ فِي مَرَضِهِ: مَا زِلْتُ مِنَ الْأُكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِي إسناده حسن وهو مرسل

৬৮. আবু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিয়া (উপহার) খেতেন (গ্রহণ করতেন) কিন্তু সাদাকা গ্রহণ করতেন না। একবার খায়বারের এক ইহুদী মহিলা তাঁকে একটি ভূনা ছাগল হাদিয়া দিল। তারপর তিনি তা থেকে খেলেন এবং তা থেকে বিশর ইবনু বারা'ও খেলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাত উঠিয়ে নিয়ে বললেন: 'এটি (এই বকরী) আমাকে সংবাদ দিচ্ছে যে, এটি বিষ মিশ্রিত।' ফলে (তা খেয়ে) বিশর ইবনু বারা' মৃত্যুবরণ করলেন। তখন তিনি ঐ মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: 'কিসে তোমাকে এ কাজ করতে প্ররোচিত করল? তখন সে বলল, যদি আপনি নবী হন, তবে এটি আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি আপনি কোন বাদশাহ্ হন, তবে (আপনার মৃত্যু হবে ফলে) আপনার কবল থেকে লোকদেরকে আমি রেহাই দিলাম।

তাই তিনি তাঁর অসুস্থতার সময় বলতেন: ‘খায়বারে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তা আজও আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এখন এটি আমার প্রাণ ধমনি (কলিজা) ছিঁড়ে ফেলছে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, তবে এটি মুরসাল। তাখরীজ: আবু দাউদ ৪৫১১, ৪৫১২; বাইহাকী, দালাইল ৪/২৬২; ইবনু সা’দ, তাবাকাত ১/১১৩-১১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنبأَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ [ص: 209] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ الرَّهْطُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ» وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا، فَقَالَ لَهَا، «أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟»، فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَمَنْ أَخْبَرَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ فِي يَدِي: لِلذِّرَاعِ "، فقالتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَاذَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ؟»، قَالَتْ: قُلْتُ: إِنْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُعَاقِبْهَا، وَتُوُفِّيَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَاحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجَمَهُ أَبُو هِنْدَ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مِنْ بَنِي ثُمَامَةَ، وَهُمْ حَيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ إسناده ضعيف لانقطاعه الزهري لم يسمع من جابر فيما نعلم

৬৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, খায়বারের এক ইহুদী মহিলা একটি ভূনা ছাগলের সাথে বিষ মিশিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাদিয়া দিল। তারপর তিনি এর সামনের রান নিয়ে খেতে লাগলেন এবং তা থেকে তাঁর কয়েকজন সাহাবীও খেতে থাকলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন: ‘তোমরা হাত উঠিয়ে নাও।’ তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ইয়াহুদী মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: ‘তুমি কি এই ছাগলে বিষ মিশিয়েছো? সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে সে খবর কে দিল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ‘আমার হাতের এই বকরীর রানই আমাকে তা বলে দিচ্ছে।’ সে বলল, তাই! তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘কি উদ্দেশ্যে তুমি এ কাজ করলে?’ সে জবাব দিল, আমি (মনে মনে) বলেছিলাম, তিনি যদি নবী হন, তবে এটি তার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। আর তিনি যদি নবী না হন, তবে আমরা তার থেকে

রেহাই পাব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে এর জন্য কোন শাস্তি দিলেন না। কোন কোন সাহাবী মারা গেলেন, যারা এ বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত খেয়েছিলেন। এই ছাগলের গোশত খাওয়ার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুকাঁধের মাঝে শিঙ্গা লাগান।

আর বায়াযাহ'র আবূ হিন্দ নামক এক গোলাম শিং ও বড় ছুরি দ্বারা তাঁর সে শিঙ্গা লাগিয়ে দেন। সে ছিল ছুমামাহ গোত্রের অন্তর্ভূক্ত, আর বনী ছুমামাহ হল আনসারদের একটি শাখা গোত্র।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্নতার কারণে দুর্বল। আমরা যা জানি তা হল, যুহরী জাবির থেকে শুনেননি। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। তাখরীজ: আবু দাউদ ৪৫১০; বাইহাকী দালাইল ৪/২৬২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ، أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هاهُنا [ص: 210] مِنَ الْيَهُودِ»، فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَبُوكُمْ؟» قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ، فَقَالَ لهم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ»، قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، فَقَالَ لَهُمْ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟» فَقَالُوا نَعَمْ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ، عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عرفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ أَهْلُ النَّارِ؟» فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا، فقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْسَؤُوا فِيهَا، وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا» ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا، لَمْ يَضُرَّكَ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح ولكن الحديث صحيح

৭০. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: যখন খায়বার বিজিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি বিষ মিশানো ছাগল উপহার দেয়া হল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এখানকার ইয়াহুদীদেরকে আমার সামনে একত্রিত কর। যখন তাদেরকে তাঁর সামনে একত্রিত করা হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন: 'তোমাদেরকে আমি একটি বিষয়ে প্রশ্ন করবো, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে?' তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন: 'তোমাদের পিতা কে?' তারা বলল, আমাদের পিতা অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন: 'তোমরা মিথ্যা বলছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক।' তারা বলল, হ্যাঁ, আপনি সত্য ও সঠিক বলেছেন।

তারপর তিনি তাদেরকে বললেন: 'তোমাদেরকে আমি একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলে তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে?' তারা বলল, জি হ্যাঁ। তা নাহলে আপনি তো জেনে যাবেন যে, আমরা মিথ্যা বলছি, যেমন জেনে গেলেন, আমাদের পিতার বিষয়টি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন: 'জাহান্নামের অধিবাসী কারা?' তারা বলল, আমরা সেখানে সামান্য সময় অবস্থান করব, তারপর আপনারা সেখানে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন: 'দূর হও! বরং তোমরাই সেখানে থাকবে। আল্লাহর কসম, আমরা কখনোই সেখানে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না।'

তারপর তিনি তাদেরকে বললেন: ''তোমাদেরকে আমি একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলে তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে?' তারা বলল, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন: 'তোমরা কি এ ছাগলের (গোশতের) সাথে বিষ মিশিয়েছো?' তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন: 'কিসে তোমাদেরকে একাজ করতে প্ররোচিত করল?' তারা বলল, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, আপনি যদি (নবুওয়াতের দাবীতে) মিথ্যাবাদী হন, তবে আপনার থেকে আমরা রেহাই পাব; আর আপনি যদি নবী হন, তবে এটি আপনার কোনো ক্ষতি করবেনা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কারণ এতে আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ দুর্বল রাবী রয়েছে। তবে হাদীসটি সহীহ। যা বুখারী বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী আস সহীহ ৫৭৭৭; আহমদ, আল মুসনাদ ২/৪৫১; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১৪/২২-২৩ নং ৩৮০৫; বাইহাকী দালাইল ৪/২৫৬।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا " قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَعَدَ إسناده صحيح

৭১. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনোই ‘না’ বলেন নি।’
আবু মুহাম্মদ বলেন: ইবনু উয়াইনা বলেছেন: তাঁর নিকট কিছু না থাকলে তিনি (পরে দেওয়ার) ওয়াদা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আস সহীহ ৬০৩৪; মুসলিম ২৩১১; ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ১১/৫১৫ নং ১১৮৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِيًّا لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إسناده ضعيف لضعف زمعه

৭২. সাহল ইবনু সা’দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অত্যধিক লজ্জাশীল। তাঁর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি অবশ্যই তা দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এর রাবী যাম’আহ’র দুর্বলার কারণে। তবে আগের হাদীসটি এর শাহিদ। (ফলে এটি সহীহ লিগয়রিহী হবে ইনশা আল্লাহ-অনুবাদক) তাখরীজ: আবুশ শাইখ, আখলাকুন্নবী সা:, পৃ: ৪০; তাবারাণী, আল কাবীর ৬/৭৮ নং ৫৯২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ: زَحَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَفِي رِجْلَيَّ نَعْلٌ كَثِيفَةٌ، فَوَطِئْتُ بِهَا عَلَى رِجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَنَفَحَنِي نَفْحَةً بِسَوْطٍ فِي يَدِهِ وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَوْجَعْتَنِي»، قَالَ: فَبِتُّ لِنَفْسِي لَائِمًا أَقُولُ: أَوْجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَبِتُّ بِلَيْلَةٍ كَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، إِذَا رَجُلٌ يَقُولُ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي كَانَ مِنِّي بِالْأَمْسِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مُتَخَوِّفٌ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ وَطِئْتَ بِنَعْلِكَ عَلَى رِجْلِي بِالْأَمْسِ فَأَوْجَعْتَنِي، فَنَفَحْتُكَ نَفْحَةً بِالسَّوْطِ، فَهَذِهِ ثَمَانُونَ نَعْجَةً، فَخُذْهَا بِهَا في إسناده مدلسان: عبد الرحمن بن محمد المحاربي ومحمد بن إسحاق ولكن محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس وأما المحاربي فقد عنعن وإبهام الصحابي لا يضر الحديث فكلهم عدول

৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একজন বেদুইন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি হুনাইন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ভীড়ের মধ্যে (দাঁড়িয়ে) ছিলাম। আমার পায়ে মোটা তলাবিশিষ্ট জুতা ছিল। (অসাবধানতাবশত) আমার জুতা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পা মাড়িয়ে ফেলি। তখন তিনি তাঁর হাতের চাবুক দিয়ে আমাকে হাল্কাভাবে আঘাত করলেন এবং বললেন: আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, তুমি আমাকে ব্যথা দিয়েছ।' বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাতভর নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকলাম। (আর মনে মনে) বলতে লাগলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যথা দিলাম! আমি রাতটা যে কিভাবে (কি কষ্টে) কাটালাম তা আল্লাহই ভাল জানেন। সকালবেলা এক ব্যক্তি এসে বললো, অমুক কোথায়? আমি তখন (মনে মনে) বললাম, আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমার গতকালের সেই ব্যাপারটাই হবে। ভয়ে ভয়ে আমি চলতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: 'কাল তুমি তোমার জুতা দিয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছিলে, আর এভাবে তুমি আমাকে ব্যথা দিয়েছিলে। ফলে আমি তোমাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করেছিলাম। সে কারণে এ আশিটি উট (তোমাকে দিলাম)। এগুলো নিয়ে যাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'জন মুদাল্লিস (শাইখের নাম গোপনকারী) রাবী রয়েছে। আর মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক এটি 'হাদ্দাছানা' বলে বর্ণনা করলেও অপরজন মুহারিবী এটি 'আন'আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: (শাইখ দারানী এর কোন তাখরীজ দেননি; ফতহুল মান্নানে বলা হয়েছে, এ হাদীসটি একমাত্র এ লেখক ছাড়া আর কোথাও আছে বলে জানতে পারিনি।'- অনুবাদক)।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ: مَا فِي الْأَرْضِ أَهْلُ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ إِلَّا قَلَّبْتُهُمْ، فَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَشَدَّ إِنْفَاقًا لِهَذَا الْمَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجاله ثقات غير أنه مرسل

৭৪. যুহুরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জীবরীল আলাইহিস সালাম বলেন: পৃথিবীতে দশটি বাড়ির অধিবাসী এমন নেই যাদেরকে আমি উল্টে দিইনি, কিন্তু, ধন-সম্পদ দান করার বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মত এত বেশী উদার (তাদের মধ্যে) কাউকেই পাইনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সকল রাবী বিশ্বস্ত। তবে এটি মুরসাল। তাখরীজ: এ কিতাব ছাড়া অন্যত্র আমি এটি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ وَلَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ، وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُمَا حَاجَتَهُمَا إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد

৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করতেন এবং নিরর্থক কথা বা কাজ খুব কম করতেন, আর তিনি সালাত দীর্ঘ করতেন এবং বক্তব্য সংক্ষেপ করতেন। তিনি বিধবা ও গরীবদেরকে অবজ্ঞা করতেন না এবং তাদের সাথে চলাফেরায় সংকোচ বোধ করতেন না। বরং তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু হামীদের দুর্বলতার কারণে। কিন্তু তার মতো আরো অনেকেই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা এ সনদকে সহীহ মানে উত্তীর্ণ করবে (فيصح الاسند)। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যামআন নং ২১২৯, ২১৩০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৪২৩, ৬৪২৪ তে। এছাড়াও, খতীব বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ ৮/৫; নাসাঈ, আল কুবরা ১/৫৩১ নং ১৭১৬; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৬/২৬৯ নং ৮১১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لَأَعْلَمَنَّ مَا بَقَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ فِينَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَاهُمْ قَدْ آذَوْكَ وَآذَاكَ غُبَارُهُمْ، فَلَوِ اتَّخَذْتَ عَرِيشًا تُكَلِّمُهُمْ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَطَؤُونَ عقِبِي، وَيُنَازِعُونِي رِدَائِي حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُرِيحُنِي مِنْهُمْ قَالَ: فَعَلِمْتُ أَنَّ بَقَاءَهُ فِينَا قَلِيلٌ إسناده ضعيف لانقطاعه عكرمة لم يدرك العباس

৭৬. আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি জানতে পেরেছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে কতদিন থাকবেন। তাই তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি দেখছি, তারা (লোকেরা) আপনাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে, আর তাদের ধূলিবালির কারণেও আপনার কষ্ট হচ্ছে। (কতই না ভাল হত) যদি আপনি একটি মাচা (বানিয়ে) নিতেন, যার উপর থেকে আপনি তাদের সাথে কথা বলতে পারতেন। তখন তিনি বললেন: 'আমি তাদের থেকে ক্ষান্ত হব না , তারাও আমার (পায়ের গোড়ালি মাড়াতে থাকবে) পেছনে লেগে থাকবে, আমার চাদর ধরে টানাটানি করবে- আর এ অবস্থায় আল্লাহই আমাকে তাদের থেকে মুক্তি দিবেন।'
তিনি (আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ফলে আমি জানতে পারলাম যে, তিনি আর আমাদের মাঝে সামান্য ক'টা দিনই অবস্থান করবেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা এতে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। ইকরামা আব্বাসের সাক্ষাত পাননি। তবে ইবনু আব্বাস হতে বাযযার (কাশফুল আস্তার নং ২৪৬৭) এর সনদটি সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ১৩/২৫৬-২৫৭ নং ১৬২৭৩; আব্দুর রাযযাক, আল মুছান্নাফ ৫/৪৩৪; বাযযার, আল মুসনাদ (কাশফুল আসতার অনুযায়ী) ৩/১৫৬ নং ২৪৬৬ ও ২৪৬৭; হাহছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/২১ ও মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৫/৪৩৪ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَحْجُبُكَ؟ فَقَالَ: لَا دَعُوهُمْ يَطَؤُونَ عَقِبِي وَأَطَأُ أَعْقَابَهُمْ حَتَّى يُرِيحَنِي اللَّهُ مِنْهُمْ إسناده معضل

৭৭. দাউদ ইবনু আলী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনাকে লুকিয়ে রাখবো না (কিংবা একজন দারোয়ানের ব্যবস্থা করবো না)? তিনি উত্তরে বলেন: ‘না, তাদের ছেড়ে দাও। তারা আমার পেছনে লেগে থাকুক এবং আমিও এদের পেছনে লেগে থাকি আর এভাবে চলতে চলতে আল্লাহ আমাকে তাদের থেকে মুক্তি দিবেন।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু’দাল (সনদের মাঝ থেকে দু’ই বা ততোধিক রাবীর নাম বাদ পড়েছে)। তাখরীজ: এ ছাড়া অন্য কোথাও হাদীসটি আমি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ حَتَّى أَهْوَى نَحْوَ الْمِنْبَرِ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ وَاتَّبَعْنَاهُ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى الْحَوْضِ مِنْ مَقَامِي هَذَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ»، قَالَ: فَلَمْ يَفْطِنْ لَهَا أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: بَلْ نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ هَبَطَ فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ إسناده صحيح

৭৮. আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অসুখে মৃত্যুবরণ করেন, সেই অসুস্থ্যতাকালীন সময়ে আমরা মসজিদে থাকা অবস্থায় একদিন তিনি আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন। তখন তাঁর মাথায় কাপড় দিয়ে পট্টি বাঁধা ছিল। এসেই তিনি মিম্বারে উঠার ইচ্ছা করলেন। তারপর তিনি মিম্বারে আরোহণ করলেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করে বসে গেলাম। তিনি বলতে লাগলেন: ‘যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্ত্বার কসম! আমি এ অবস্থান থেকেই আমার হাউয (কাওছার) দেখতে পাচ্ছি।’ তারপর তিনি বললেন: ‘এক বান্দার সামনে দুনিয়া ও তার যাবতীয় সৌন্দর্য্যের উপকরণ উপস্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু সে আখিরাতকে (দুনিয়া ও এর সামগ্রী থেকে) অগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কেউই তা বুঝতে পারে নি। ফলে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। আর তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতা, আমাদের জীবন ও ধন-সম্পদ কুরবান হোক, হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি (বর্ণনাকারী-আবু সাঈদ) বলেন, এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে পড়লেন এবং এখন পর্যন্ত আর কোনদিন তিনি মিম্বারে আরোহণ করেন নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, সহীহ ৪৬৬, ৩৬৫৪, ৩৯০৩; মুসলিম, সহীহ ২৩৮২; তিরমিযী ৩৬৬১; আহমদ, আল মুসনাদ ৩/৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯)

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، [ص: 216] عَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ فَانْطَلِقْ مَعِي» فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ، لِيُهْنِكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ النَّاسُ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمُ اللَّهُ مِنْهُ أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَتْبَعُ آخِرُهَا أَوَّلَهَا: الْآخِرَةُ أَشَرُّ مِنَ الْأُولَى "، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ إِنِّي قَدْ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَالْخُلْدِ فِيهَا، ثُمَّ الْجَنَّةُ، فَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي» قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، خُذْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَالْخُلْدَ فِيهَا، ثُمَّ الْجَنَّةَ قَالَ: «لَا وَاللَّهِ يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ، لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي» ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَبُدِئَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إسناده جيد

৭৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্ত দাস আবু মুয়াইহিবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন: ‘আমাকে বাকী’ কবরস্থানের (মৃত) অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তুমি আমার সাথে চল।’ মধ্যরাতে আমি তাঁর সাথে সেখানে গেলাম। যখন তিনি তাদের (কবরবাসীদের) নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন বললেন: ‘হে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। লোকেরা যে অবস্থায় সকালে উপনীত হচ্ছে তার চেয়ে ভাল অবস্থায় সকাল করার জন্য তোমাদেরকে অভিনন্দন। (মহান আল্লাহ যা থেকে তোমাদের কে মুক্তি দিয়েছেন, তা যদি তোমরা জানতে!) অন্ধকার রাতের টুকরার মতো ফিতনা ছুটে আসছে। একটির পেছনেই আরেকটি আসছে। পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির চেয়ে নিকৃষ্টতর।’ তারপর আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন: ‘হে আবু মুয়াইহিবা! আমাকে দুনিয়ার খাযানা’র (ধনভাণ্ডারের) চাবিগুচ্ছ এবং দুনিয়াতে চিরস্থায়িত্ব , অতঃপর জান্নাত দেওয়া হয়েছিল। এরপর আমাকে এগুলি (নেয়া’মত) ও আমার রবের সাক্ষাৎ- এ দু’টির মাঝে একটিকে বেছে নিতে বলা হয়েছে।’ আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। হে আল্লাহর রাসূল!

আপনি দুনিয়ার খাযানা'র (ধনভাণ্ডারের) চাবিগুচ্ছ এবং দুনিয়াতে চিরদিন থাকার সুযোগ, অতঃপর জান্নাত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন: 'আল্লাহর কসম, না, হে আবু মুয়াইহিবা! বরং আমি আমার রবের সাক্ষাতকেই বেছে নিয়েছি।' এরপর তিনি বাকী'র কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, অতঃপর ফিরে এলেন। এরপরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই (অসুখের) ব্যথা শুরু হল, যাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আহমদ, আল মুসনাদ ৩/৪৮৯; তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর ২২/৩৪৭ নং ৮৭১; হাকিম, আল মুসতাদরাক ৩/৫৬; বাইহাকী, দালাইল ৬/১৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) [النصر: 1] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «قَدْ نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي» فَبَكَتْ، فَقَالَ: «لَا تَبْكِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لِحَاقًا بِي»، فَضَحِكَتْ، فَرَآهَا بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: يَا فَاطِمَةُ، رَأَيْنَاكِ بَكَيْتِ ثُمَّ ضَحِكْتِ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَدْ نُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ لِي لَا تَبْكِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لَاحِقٌ بِي فَضَحِكْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ: «جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ؟ فَقَالَ: هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ إسناده صحيح

৮০. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন إذا جاء نصر الله والفتح (সূরা নাছর) নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমাকে ডেকে বললেন: 'আমাকে আমার মৃত্যুর (নিকটবর্তীতার[1]) কথা জানানো হয়েছে।' একথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: 'কেঁদোনা, আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বাগ্রে আমার সাথে মিলিত হবে।' একথা শুনে তিনি হাঁসতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কয়েকজন স্ত্রী এ ঘটনা দেখে বললেন: হে ফাতিমা, একবার তোমাকে আমরা কাঁদতে দেখলাম, এরপরই আবার হাঁসতে দেখলাম, (ব্যাপারটা কী)? তখন ফাতিমা বললেন, তিনি আমাকে বললেন যে, তাঁকে তাঁর মৃত্যুর (নিকটবর্তীতার) খবর জানানো হয়েছে, তা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন: 'কেঁদোনা, কেননা, তুমিই

সর্বপ্রথম আমার পরিবারের মধ্য হতে আমার সাথে মিলিত হবে।' তখন আমি হাঁসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন: 'আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে। আর ইয়ামানবাসীরাও এসে গেছে।' [তখন একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়ামানের অধিবাসী কারা? তখন তিনি বললেন]: 'তারা হল নরম হৃদয়ের অধিকারী। ইয়ামানেই রয়েছে ঈমান আর ইয়ামানীদের জন্যই রয়েছে হিকমাহ বা প্রজ্ঞা।"[2]

[1] ফাতহুল মান্নান, অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এ হাদীসটি সহীহ । এর মূল (১ম অংশ) রয়েছে সহীহ বুখারীতে (৩৭১৫-৩৭১৬) তাখরীজ: তাবারানী, আল কাবীর ১১/৩২৯ নং ১১৯০৩-১১৯০৪, ১১৯০৭; মু'জামুল আউসাত ১/৪৮৬ নং ৮৮৭ ও ৩/১৫ নং ২০১৭; বাইহাকী দালাইল, ৭/১৬৭। দেখুন, সহীহ বুখারীতে (৩৬২৩-৩৬২৪, ৩৭১৫-৩৭১৬)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا وَأَنَا أَقُولُ: وَا رَأْسَاهُ، قَالَ: «بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ»، قَالَ: «وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ؟»، فَقُلْتُ: لَكَأَنِّي بِكَ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن ولكنه صرح بالتحديث في رواية البيهقي فانتفت شبه التدليس

৮১. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বাকী' কবরস্থানের একটি জানাযা থেকে আমার নিকট ফিরে আসলেন। তিনি এসে আমাকে মাথাব্যথায় কাতর অবস্থায় পেলেন, আর আমি বলছিলাম, হে আমার মাথা! তিনি (তা শুনে) বললেন: 'হে আয়েশা, আমিও (মাথাব্যথায় আক্রান্ত)। হে আমার মাথা।' তারপর তিনি বললেন: 'তুমি যদি আমার আগে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তোমার ক্ষতি কী? আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, তোমার জন্য জানাযার সালাত আদায় করব এবং তোমাকে দাফন করব।' তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি যেন আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, আপনি এসব কাজ সম্পন্ন করে আমার ঘরে ফিরে এসে আপনার কোন স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করছেন। তিনি বলেন: একথা শুনে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন। তারপরই তার সেই (অসুখের) যন্ত্রণা শুরু হল, যে অসুখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত ইবনু ইসহাক ব্যতীত, তিনি মুদাল্লিস (শাইখ নাম গোপন করে হাদীস বর্ণনা করেন যিনি)। তবে আবু ইয়ালা এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। বূসীরী (মিছবাহুয যুজাজাহ, ১/৪৭৫) বলেন, এর সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত। অনুরূপ হাদীস সহীহ বুখারীতে রয়েছে (৫৬৬৬, ৭২১৭)। তাখরীজ: আহমদ ৬/২২৮; ইবনু মাজাহ ১৪৬৫; দারুকুত্বনী২/৭৪ নং ১১, ১২, ১৩; বাইহাকী ৩/৩৯৬; আবু ইয়ালা, আল মুসনাদ ৪৫৭৯; ইবনু হিব্বান ৬৫৮৬; আরও দেখুন, সহীহ বুখারী (৫৬৬৬, ৭২১৭)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২)

أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخْتَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: «صُبُّوا عَلَيَّ سَبْعَ قِرَبٍ مِنْ سَبْعِ آبَارٍ شَتَّى حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ فَأَعْهَدَ إِلَيْهِمْ»، قَالَ: فَأَقْعَدْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ، فَصَبَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا - أَوْ شَنَنًّا عَلَيْهِ شَنًّا، الشَّكُّ مِنْ قِبَلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ - فَوَجَدَ رَاحَةً، فَخَرَجَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أُحُدٍ وَدَعَا لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ عَيْبَتِي الَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا، فَأَكْرِمُوا كَرِيمَهُمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ إِلَّا فِي حَدٍّ. أَلَا إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدْ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ. فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ» فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَظَنَّ أَنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ الشَّوَارِعَ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ امْرَأً أَفْضَلَ عِنْدِي يَدًا فِي الصُّحْبَةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن

৮২. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অসুস্থতার সময়ে বলেন: ‘পৃথক পৃথক সাতটি কূপ থেকে সাত মশক পানি এনে আমার উপর ঢালো, যেন আমি লোকদের নিকট বের হয়ে তাদের অঙ্গীকার দিতে পারি। আমরা তাঁকে হাফসার বড় একটি গামলার মধ্যে বসালাম এবং তাঁর উপর প্রচুর পানি ঢাললাম, অথবা, (একজন বর্ণনাকারী) মুহাম্মদ বিন ইসহাকের সন্দেহ, (তিনি বলেছেন) প্রচুর পরিমাণে পানি ঢেলে দিলাম। এতে তিনি কিছুটা আরাম পেলেন। তারপর তিনি বের হয়ে গেলেন এবং মিম্বারে আরোহণ করলেন। অতঃপর মহান

আল্লাহর প্রশংসা ও তা'রীফ করলেন এবং ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের জন্য দু'আ করলেন। তারপর বললেন: 'আম্মা বা'দ। নিশ্চয় আনসারগণ আমার আশ্রয়স্থল যেখানে আমি আশ্রয় নিয়েছি। তাই তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে তোমরা সম্মান করবে; আর তাদের অপরাধসমূহ উপেক্ষা করবে, তবে হাদ্দ' ব্যতীত। জেনে রাখ, আল্লাহর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, এতদুভয়ের মাঝে একটি বেছে নিতে বলা হয়েছিল, তিনি আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা বেছে নিয়েছেন।' তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে লাগলেন। তিনি ধারণা করলেন যে, এর দ্বারা তিনি নিজেকেই বুঝাচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'শান্ত হও, হে আবু বাকর!' (অন্যদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন:) 'আবু বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদে আগমনের এই সকল পথ বন্ধ করে দাও। কারণ, আমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবু বকরের চেয়ে আমার উত্তম সহযোগী আর কাউকে জানি না।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। (এটিও মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ব্যতীত সকল রাবী বিশ্বস্ত, আর মুহাম্মদ ইবনু ইসহাকের হাদীসকে হাসান বলা হয়েছে পূর্বের হাদীসে। সুতরাং এ হাদীসটিও হাসান ।) তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এ হাদীসের কোন তাখরীজ দেননি । আর ফাতহুল মান্নানে বলা হয়েছে, "এ হাদীস (এর ১ম অংশ) বর্ণনা করেছেন আবু ইয়ালা (৪৭৭০) (সহীহ বুখারী নং ১৯৮ তেও রয়েছে) আর এর সনদ অধিক সহীহ। আর (২য় অংশ) 'আবু বাকরের দরজা বাদে সকল দরজা বন্ধ করা'র হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবনু সা'দ তার তাবাকাতে (২/২২৮); বুখারীতে (৪৬৬, ৪৬৭, ৩৬৫৪)।") - অনুবাদক)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُوذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ». ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: «هَلْ أَمَرْتُنَّ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ؟». فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ. فَقَالَ: «أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَرُبَّ قَائِلٍ مُتَمَنٍّ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان

৮৩. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অসুস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাতের সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বললেন: 'আবু বাকরকে বল লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে।' তারপর তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এ অবস্থা দূরীভূত হওয়ার পর তিনি বললেন: 'তোমরা কি আবু বাকরকে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে বলেছ?' আমি

বললাম, আবু বাকর খুব নরম হৃদয়ের মানুষ। আপনি যদি উমারকে আদেশ করতেন! তখন তিনি বললেন: ‘তোমরা তো দেখছি ইউসুফের সাথীদের মতই। আবু বাকরকে বল লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে।’ কতিপয় (খিলাফাত লাভের ব্যাপারে) আকাংখী উক্তিকারী (থাকবে), কিন্তু আল্লাহ ও মুমিনগণ এটা (আবু বাকরকে বাদ দিয়ে অন্যের নেতৃত্ব) মানতে নারায।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। (তবে এটি সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ সহীহ বুখারী বর্ণিত হয়েছে।-অনুবাদক) তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৭৮, ৪৫৭৯ তে। (এটি সহীহ বুখারী (৬৭৮-৬৭৯, ৬৮২, ৬৮৭, সহীহ মুসলিমে ৪/২১ (৪২০); আহমদ ১৯৭২০ বর্ণিত হয়েছে।- অনুবাদক)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَحُبِسَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتَهُ وَالْغَدَ حَتَّى دُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ» وَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحِهِ كَمَا عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحِهِ كَمَا عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى، وَاللَّهِ لَا يَمُوتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ أَقْوَامٍ وَأَلْسِنَتَهُمْ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ حَتَّى أَزْبَدَ شِدْقَاهُ مِمَّا يُوعِدُ وَيَقُولُ. فَقَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، وَإِنَّهُ لَبَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْسُنُ كَمَا يَأْسُنُ الْبَشَرُ، أَيُّ قَوْمٍ فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ. فَإِنَّهُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُمِيتَهُ إِمَاتَتَيْنِ. أَيُمِيتُ أَحَدَكُمْ إِمَاتَةً وَيُمِيتُهُ إِمَاتَتَيْنِ وَهُوَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ؟. أَيُّ قَوْمٍ، فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ، فَإِنْ يَكُ كَمَا تَقُولُونَ فَلَيْسَ بِعَزِيزٍ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْهُ التُّرَابَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا مَاتَ حَتَّى تَرَكَ السَّبِيلَ نَهْجًا وَاضِحًا، فَأَحَلَّ الْحَلَالَ، وَحَرَّمَ الْحَرَامَ، وَنَكَحَ وَطَلَّقَ، وَحَارَبَ وَسَالَمَ، مَا كَانَ رَاعِي غَنَمٍ يَتَّبِعُ بِهَا صَاحِبُهَا رُءُوسَ الْجِبَالِ يَخْبِطُ عَلَيْهَا الْعِضَاةَ بِمِخْبَطِهِ وَيَمْدُرُ حَوْضَهَا بِيَدِهِ بِأَنْصَبَ وَلَا أَدْأَبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَانَ فِيكُمْ. أَيُّ قَوْمٍ، فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ. قَالَ: وَجَعَلَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَبْكِي، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ أَيْمَنَ تَبْكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَبْكِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَكِنِّي أَبْكِي عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ انْقَطَعَ قَالَ حَمَّادٌ: خَنَقَتْ الْعَبْرَةُ أَيُّوبَ حِينَ بَلَغَ هَاهُنَا رجاله ثقات غير أنه مرسل

৮৪. ইকরামা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে সে দিনের বাকী সময় ও সেই রাত এবং তার পরের দিন ঐ অবস্থায় রেখে বুধবার রাতে (মঙ্গলবার দিবাগত রাতে) দাফন করা হয়। লোকজন বলাবলি করছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন নি। মূসা আলাইহিস সালামের রূহ যেভাবে উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে তাঁর রূহকেও উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন নি। মূসা আলাইহিস সালামের রূহ যেভাবে উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে তাঁর রূহকেও উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করতে পারেন না, যতক্ষণ তিনি লোকদের হাতসমূহ ও জিহবাসমূহ না কেটে ফেলবেন (যারা বলছে, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন)। উমার এভাবে বলতেই থাকলেন এমনকি এভাবে ভয় প্রদর্শন করে কথা বলতে বলতে তাঁর মুখে ফেনা উঠে গেল।

অতঃপর আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন: ‘নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা, তিনি একজন মানুষ, আর তিনিও পরিবর্তিত হবেন, যেভাবে মানুষ (মৃত্যুর পরে) পরিবর্তিত হয়ে যায়। হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের সাথী (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দাফন কর। তিনি আল্লাহর নিকট এতবেশি সম্মানিত যে, তিনি তাঁকে দু’বার মৃত্যু দিবেন না। তোমাদেরকে আল্লাহ একবার মৃত্যু দেবেন, আর তাঁকে কি আল্লাহ দু’বার মৃত্যু দেবেন, যেখানে তিনি আল্লাহর নিকট ওর চেয়েও অধিক সম্মানিত? কাজেই, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সাথী (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দাফন কর। আর তোমরা যেমন বলছ, ব্যাপারটি যদি সেরকম হয়, তাহলে তাঁকে মাটি খুঁড়ে বের করে আনা আল্লাহর পক্ষে মোটেও কঠিন কিছু নয়। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেননি, যতক্ষণ না তিনি (মুক্তির) পথকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল অবস্থায় রেখে গেছেন, হালালকে হালাল করেছেন, হারামকে হারাম ঘোষণা করেছেন, বিয়ে করেছেন আবার তালাক্ব দিয়েছেন, যুদ্ধ ও সন্ধি করেছেন, এমন কোন ছাগলের রাখাল ছিল না, যে তাঁর অনুসরন করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে সক্ষম হতো, আর তিনি সেখানে নিজ হাতের লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়েছেন এবং (পানির) চৌবাচ্চার ছিদ্র পথ নিজের হাতে বন্ধ করেছেন। তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে অধিক সাহসী ও পরিশ্রমী কেউ নেই! হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের সাথী (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দাফন কর।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: উম্মু আয়মান কাঁদতে লাগলেন। তখন তাকে বলা হল, হে উম্মু আয়মান! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য কাঁদছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর

কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য কাঁদছি না, কেননা, আমি জানি যে, তিনি এমন স্থানে পৌঁছে গেছেন যা তাঁর জন্য দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। বরং আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে খবর আসা বন্ধ হয়ে গেল।
হাম্মাদ বলেন: আয়্যুব যখন এ স্থানে পৌঁছেন, তখন অশ্রুতে তাঁর বাকরূদ্ধ হয়ে আসল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তবে এটি মুরসাল। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ২/২/৫৩, ৫৪, ৫৮, ৮৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وحدَّثني يَعِيشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ إسناده صحيح وهو مرسل

৮৫. মাকহুল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'যখন তোমাদের কারো উপর মুসীবত আপতিত হয়, তখন সে যেন আমার (মৃত্যুর) দ্বারা তার উপর আগত মুসীবতের কথা স্মরণ করে। কেননা, তা হল সবচেয়ে বড় মুসীবতসমূহের অন্যতম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তবে এটি মুরসাল। তাখরীজ: একই সনদে আমি এটি অন্যত্র পাইনি তবে মতনের দিক থেকে এর শাহীদ রয়েছে ইবনু সাবিতের হাদীসে যা হাইছামীর মাজমাউয যাওয়াইদে (নং ৪০০৫) এ বর্ণিত হয়েছ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ إسناده صحيح وهو مرسل

৮৬. আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ''যখন তোমাদের কারো উপর মুসীবত আপতিত হয়, তখন সে যেন আমার (মৃত্যুর) দ্বারা তার উপর আগত মুসীবতের কথা স্মরণ করে। কেননা, তা হল সবচেয়ে বড় মুসীবতসমূহের অন্যতম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তবে এটি মুরসাল। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ২/২/৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ قَطُّ إِلَّا بَكَى إسناده صحيح

৮৭. উমার ইবনু মুহাম্মদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি, তিনি যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখ করতেন, তখন কেঁদে ফেলতেন। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ২/২/৮৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،: " أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ: يَا أَنَسُ، كَيْفَ طَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ؟ وَقَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ وَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ وَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ وَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ " قَالَ حَمَّادٌ: حِينَ حَدَّثَ ثَابِتٌ بَكَى، وقَالَ ثَابِتٌ حِينَ حَدَّثَ بِهِ أَنَسٌ بَكَى إسناده صحيح

৮৮. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, ফাতিমা বলেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মাটি চাপা দেওয়া তোমাদের মন কিভাবে বরদাশত করল? তিনি আরও বলেন: হায়! আমার পিতা! তিনি তাঁর রবের কত নিকটবর্তী হয়েছেন! হায়! আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউস হয়েছে তাঁর বাসস্থান। হায়! আমার পিতা! জিবরীল আলাইহিস সালামকে তাঁর ইন্তিকালের খবর শুনালাম। হায়! আমার পিতা! তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিলেন।'

হাম্মাদ বলেন: ছাবিত এ হাদীস বর্ণনা করার সময় কাঁদতেন। ছাবিত বলেন: আনাস এ হাদীস বর্ণনা করার সময় কাঁদতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৪৪৬২; আহমদ, আল মুসনাদ ৩/২০৪ নং ১৩১৪০; ইবনু মাজাহ ১/৫২২ নং ১৬৩০; ইবনু হিব্বান ১৪/৫৯২ নং ৬৬২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَهِدْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ، كَانَ أَحْسَنَ وَلَا أَضْوَأَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ، وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناده صحيح

৮৯. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা উল্লেখপূর্বক বলেন, আমি তাঁর মদীনায় আগমনের দিন তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে আগমন করেছেন, আমি সেই দিনটির (যে দিন তিনি মদীনায় আগমন করেছেন) চেয়ে উত্তম ও উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো দেখিনি। আবার আমি তাঁর মৃত্যুবরণ করার দিনও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন সেদিনের মত এমন খারাপ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন আমি আর কখনো দেখিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ, আল মুসনাদ ৩/১২২ নং ১২২৫৬; ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ১১/৫১৬ নং ১১৮৬১; বাইহাকী দালাইল ৭/২৬৫-২৬৬; তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব; ইবনু মাজাহ, কিতাবুল জানাইয। এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৩২৯৬, ৩৩৭৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২১৬২, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৬৩৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْجَلِيلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِمًا عِنْدَ رَبِّكَ وَأَنْتَ مُحْمَارَّةٌ وَجْنَتَاكَ، مُسْتَحْيٍ مِنْ رَبِّكَ مِمَّا أَحْدَثَتْ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ إسناده

ضعيف لضعف عبد الله بن ميسرة أبي عبد الجليل وهو موقوف على عبد الله بن سلام وباقي رجاله ثقات

৯০. আবুল হারীয আল-আযদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামতের দিন তো আমরা আপনাকে আপনার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় পাবো। আপনার (ইন্তিকালের) পরে আপনার উম্মাতের বিদআতী আমলের কারণে (সেদিন) আপনার প্রতিপালকের সামনে লজ্জায় আপনার গালদু'টি লাল হয়ে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আব্দুল্লাহ ইবনু মাইসারা আবী আব্দুল জলীল এর দুর্বলতার কারণে। অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। আর এটি আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের থেকে মাওকুফ । তবে এর শাহিদ রয়েছে আবু হুরায়রার হাদীস, যা সহীহ (বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত)। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব কোন তাখরীজ উল্লেখ করেননি।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১)

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ، مَوْلَى أَبِي جَهْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ لَمَّا أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا) [النصر: 2] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوهُ أَفْوَاجًا لم يحكم عليه المحقق

৯১. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) (সুরা নাসর: ১-২) এই সূরাটি নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'তারা যেভাবে দলে দলে তাতে (দ্বীনে) প্রবেশ করল, সেভাবেই দলেদলে তারা তা থেকে বের হয়ে যাবে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুহাক্কিক্ব এতে কোন হুকুম লাগাননি। (তবে তিনি হাকিম ও যাহাবীর মতামত উল্লেখ করেছেন যে, হাকিম এর সনদকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে

একমত পোষণ করেছেন। সুতরাং তিনি একে সহীহ হিসেবেই সমর্থন করেছেন বলে বুঝা যায়-অনুবাদক।)
তাখরীজ: হাকিম ৪/৪৯৬; সূয়ুতী, দুররে মানসূর ৬/৪০৮; মুত্তাকী আল হিনদ, কানযুল উম্মাল: ৩১১০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২)

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي أَيُّوبَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَهْتَمِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ الْعَامَّةِ فَلَمْ يَفْجَأْ عُمَرَ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَتَكَلَّمُ، " فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ، آمِنًا لِمَعْصِيَتِهِمْ، وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ فِي الْمَنَازِلِ وَالرَّأْيِ مُخْتَلِفُونَ، فَالْعَرَبُ بِشَرِّ تِلْكَ الْمَنَازِلِ: أَهْلُ الْحَجَرِ وَأَهْلُ الْوَبَرِ، وَأَهْلُ الدَّبَرِ، تَجْتَازَ دُونَهُمْ طَيِّبَاتُ الدُّنْيَا وَرَخَاءُ عَيْشِهَا، لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ جَمَاعَةً، وَلَا يَتْلُونَ لَهُ كِتَابًا، مَيِّتُهُمْ فِي النَّارِ، وَحَيُّهُمْ أَعْمَى نَجِسٌ مَعَ مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْمَرْغُوبِ عَنْهُ، وَالْمَزْهُودِ فِيهِ. فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْشُرَ عَلَيْهِمْ رَحْمَتَهُ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ ذَلِكَ أَنْ جَرَحُوهُ فِي جِسْمِهِ وَلَقَّبُوهُ فِي اسْمِهِ، وَمَعَهُ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ نَاطِقٌ، لَا يُقَوَّمُ إِلَّا بِأَمْرِهِ، وَلَا يُرْحَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَلَمَّا أُمِرَ بِالْعَزْمَةِ، وَحُمِلَ عَلَى الْجِهَادِ، انْبَسَطَ لِأَمْرِ اللَّهِ لَوْثُهُ، فَأَفْلَجَ اللَّهُ حُجَّتَهُ، وَأَجَازَ كَلِمَتَهُ، وَأَظْهَرَ دَعْوَتَهُ، وَفَارَقَ الدُّنْيَا تَقِيًّا نَقِيًّا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَسَلَكَ سُنَّتَهُ، وَأَخَذَ سَبِيلَهُ، وَارْتَدَّتْ الْعَرَبُ - أَوْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ - فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الَّذِي كَانَ قَابِلًا، انْتَزَعَ السُّيُوفَ مِنْ أَغْمَادِهَا، وَأَوْقَدَ النِّيرَانَ فِي شُعُلِهَا، ثُمَّ نُكِبَ بِأَهْلِ الْحَقِّ أَهْلُ الْبَاطِلِ، فَلَمْ يَبْرَحْ يُقَطِّعُ أَوْصَالَهُمْ، وَيَسْقِي الْأَرْضَ دِمَاءَهُمْ، حَتَّى أَدْخَلَهُمْ فِي الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ، وَقَرَّرَهُمْ بِالَّذِي نَفَرُوا عَنْهُ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَ مِنْ مَالِ اللَّهِ بَكْرًا [ص: 226] يَرْتَوِي عَلَيْهِ، وَحَبَشِيَّةً أَرْضَعَتْ وَلَدًا لَهُ، فَرَأَى ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُصَّةً فِي حَلْقِهِ فَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَفَارَقَ الدُّنْيَا تَقِيًّا نَقِيًّا عَلَى مِنْهَاجِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ قَامَ بَعْدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَمَصَّرَ الْأَمْصَارَ، وَخَلَطَ الشِّدَّةَ بِاللِّينِ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، وَشَمَّرَ عَنْ سَاقَيْهِ وعدَّ لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا، وَلِلْحَرْبِ آلَتَهَا، فَلَمَّا أَصَابَهُ فَتَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَمَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ النَّاسَ: هَلْ يُثْبِتُونَ قَاتِلَهُ. فَلَمَّا قِيلَ: فَتَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، اسْتَهَلَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ أَصَابَهُ ذُو حَقٍّ فِي الْفَيْءِ فَيَحْتَجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا

اسْتَحَلَّ دَمَهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ حَقِّهِ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَ مِنْ مَالِ اللَّهِ بِضْعَةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا، فَكَسَرَ لَهَا رِبَاعَهُ وَكَرِهَ بِهَا كَفَالَةَ أَوْلَادِهِ، فَأَدَّاهَا إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَفَارَقَ الدُّنْيَا تَقِيًّا نَقِيًّا عَلَى مِنْهَاجِ صَاحِبَيْهِ. ثُمَّ إِنَّكَ يَا عُمَرُ بُنَيُّ الدُّنْيَا وَلَّدَتْكَ مُلُوكُهَا، وَأَلْقَمَتْكَ ثَدْيَيْهَا، وَنَبَتَّ فِيهَا تَلْتَمِسُهَا مَظَانَّهَا، فَلَمَّا وُلِّيتَهَا أَلْقَيْتَهَا حَيْثُ أَلْقَاهَا اللَّهُ، هَجَرْتَهَا وَجَفَوْتَهَا، وَقَذِرْتَهَا إِلَّا مَا تَزَوَّدْتَ مِنْهَا، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَلَا بِكَ حَوْبَتَنَا، وَكَشَفَ بِكَ كُرْبَتَنَا، فَامْضِ وَلَا تَلْتَفِتْ، فَإِنَّهُ لَا يَعِزُّ عَلَى الْحَقِّ شَيْءٌ، وَلَا يَذِلُّ عَلَى الْبَاطِلِ شَيْءٌ. أَقُولُ قَوْلِي هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ " [ص: 227] قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ فِي الشَّيْءِ قَالَ لِيَ ابْنُ الْأَهْتَمِ: امْضِ وَلَا تَلْتَفِتْ إسناده فيه مجهولان. وهو موقوف على ابن الأهتم

৯২. খালিদ ইবনু মা'দান রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আল আহতাম সাধারণ লোকদের সঙ্গে উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ'র নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি আকস্মিকভাবে উমার-এর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা আরম্ভ করে দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তা'রীফ করার পর বললেন: আম্মা বা'দ (অতঃপর), আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করলেন। কিন্তু, তিনি মাখলুকের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন এবং এদের নাফরমানীর কারণে (তাঁর কোন ক্ষতির হওয়ার) আশংকা তাঁর মোটেই নেই। সে সময় (জাহিলী যুগে) অবস্থা ও চিন্তাধারার দিক থেকে মানুষ ছিল বিভিন্ন ধরণের। এই অবস্থানে তাদের মধ্যে আরবরা ছিল বেশি খারাপ। তারা কেউ ছিল পাথরপূজারী, কেউ আরোহী এবং কেউ পশমের ঘরে (তাঁবুতে) বসবাসকারী। পৃথিবীর উত্তম বস্তুসমূহ, সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ তাদের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিল (এতে তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না)। তারা আল্লাহর নিকট জামা'আতবদ্ধ জীবন চাইত না। তারা আল্লাহর কোন কিতাবও পড়ত না। তাদের মৃতব্যক্তি ছিল জাহান্নামী এবং জীবিতগণ ছিল অন্ধ, অপবিত্র। অসংখ্য (মন্দ) কাজের প্রতি তারা ছিল আগ্রহী, সেই সাথে উদাসীনতার বিষয়ও ছিল অসংখ্য। আল্লাহ যখন তাদেরকে তাঁর রহমতে সিক্ত করতে চাইলেন তখন তাঁর পক্ষ থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল পাঠালেন- তোমাদের ক্ষতি যার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তিনি মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও করুণাসিক্ত। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহিস সাল্লাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (আল্লাহ তা'আলা তার উপরে তাঁর রহমত, শান্তি ও বরকত নাযিল করুন।) সেটিও তাদেরকে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত করা থেকে এবং তাঁকে বিভিন্ন লকব বা মন্দ উপাধি প্রদান থেকে বিরত রাখতে পারে নি। যদিও তাঁর সাথে তখনও আল্লাহর মুখপাত্র হিসেবে কিতাব ছিল। কেবল তাঁর নির্দেশ অনুসারেই তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর অনুমতিতেই তিনি আগে বাড়ান।

যখন তাকে কঠোর হবার নির্দেশ দেয়া হলো এবং জিহাদের অনুমতি দেয়া হল, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর শক্তি প্রকাশিত হতে লাগল। আল্লাহ তাঁর 'হুজ্জাত' তথা দলীল-প্রমাণকে আরও সুসংহত করলেন। তাঁর কালিমাকে বলিষ্ঠ করলেন। তাঁর দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত করলেন। আর

এভাবে মুত্তাকী ও পাক-পবিত্র অবস্থায় তিনি দুনিয়া ছেড়ে গেলেন। তাঁর পরে আবু বকর উঠে দাঁড়ালেন (ক্ষমতা বা দায়িত্ব লাভ করলেন), তিনি তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী তাঁর পন্থা অনুসরণ করলেন। কিছু বেদুইন তখন (যাকাত দিতে অস্বীকার করার মাধ্যমে) মুরতাদ বা দীনত্যাগী হয়ে গেল। ফলে যারা এরূপ করল, তাদের থেকে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা গ্রহণ করেছেন, তিনি তা ব্যতীত অন্য কিছু (তথা কম-বেশি) গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ফলে তরবারী খাপমুক্ত হয়ে পড়ল এবং তা থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে লাগল। হকপন্থীগণ বাতিলপন্থীদের উপর চড়াও হল। তাদের অঙ্গকর্তন এবং মাটিকে তাদের রক্ত পান করানো অব্যাহত রইলো, যতক্ষণ তারা আগের অবস্থানে (দীন ইসলামে) ফিরে না আসল; যা অস্বীকার করেছিল তা স্বীকার না করল। আল্লাহর সম্পদ থেকে আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি বাচ্চা উট নিয়েছিলেন যা দিয়ে পানি বহন করানো হত এবং একটি হাবশী দাসী যে তাঁর এক ছেলেকে দুধ পান করাতো। মৃত্যুর সময় এগুলো তাঁর গলগ্রহে পরিণত হল। ফলে তিনি তা পরবর্তী খলিফার নিকট পৌঁছে দিয়ে তিনি মুত্তাকী ও পাক-পবিত্র অবস্থায় তাঁর সাথী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পন্থার উপর দুনিয়া পরিত্যাগ করলেন।

অতঃপর উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ালেন এবং শহরের পর শহর প্রতিষ্ঠিত করলেন, কাঠিন্য ও কোমলতার মিশ্রণ ঘটালেন এবং জামার হাতা গুটিয়ে নিলেন এবং পরনের কাপড় পায়ের নলার উপর উঠিয়ে নিলেন (কোমর বেঁধে লাগলেন)। কাজের জন্য লোকজন এবং যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করলেন। এরপর যখন মুগীরা ইবনু শু'বার কৃতদাস তাঁকে আহত করল, তখন তিনি ইবনু আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন, লোকদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁর হত্যাকারীকে শনাক্ত করা হয়েছে কি-না। যখন তাঁকে বলা হল, সে মুগীরা ইবনু শু'বার কৃতদাস, তখন তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে উঠলেন যে, গণিমাতের হকদার (কোন মুসলিম) তাঁকে আহত করেনি। যদি এমন হত, তবে হয়তো সে তাঁর বিপক্ষে যুক্তি দিতে পারত যে, যেহেতু তিনি তাঁর (গণিমাতের) মাল (ঠিকমত বণ্টন না করে) আত্মসাত করাকে হালাল করে নিয়েছিলেন, তাই তাঁকে হত্যা করাও তার জন্য হালাল ছিল।

আল্লাহর সম্পদ (বায়তুল মা'ল) থেকে তিনি আশি হাজারের কিছু বেশী অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য তিনি নেতৃত্বের অবসান ঘটালেন এবং তা তাঁর ছেলেদের জামানতে রাখতে তিনি অপছন্দ করলেন। সেই অর্থ তিনি পরবর্তী খলিফার নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী দু'সাথীর মত মুত্ত্বাকী ও পাক-পবিত্র অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করলেন।

অতঃপর তোমাকে, হে উমার, দুনিয়ার (দুনিয়াদার) ছেলে, দুনিয়া তোমাকে এর রাজ্যের শাসক বানিয়েছে। তোমাকে সে একটু একটু করে দুধ পান করিয়েছে এবং এর মধ্যে প্রত্যাশিত (সম্মানীয়) স্থান অন্বেষণের জন্য (তোমার মধ্যে) আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়েছে। তারপর যখন তুমি এর শাসক হলে, তখন তুমি তাকে সেইখানে নিক্ষেপ করলে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা একে নিক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ তুমি দুনিয়াকে বর্জন করেছো এবং একে দূরে সরিয়ে দিয়েছ এবং একে ঘৃণা করেছ, কেবল পথ চলার

জন্য যে পাথেয়/সম্বলটুকু প্রয়োজন তা ব্যতীত (আর কিছুই তুমি গ্রহণ করছ না)। তাই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তোমার মাধ্যমে আমাদের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ দূর করে দিয়েছেন। অতএব তুমি (তোমার কর্তব্য) সম্পাদন করে যাও এবং অন্য কোন দিকে ভ্রক্ষেপ করো না।' হকের (সত্যের) চেয়ে সম্মানীয় আর কিছুই নেই এবং বাতিলের চেয়ে অসম্মানীয় আর কিছুই নেই। আমার এ কথা আমি বলে গেলাম এবং আমার জন্য ও সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্য আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

আইয়্যুব বলেন: উমার ইবনু আব্দুল আযীয কোন কিছু ঘটলে বলতেন: 'আমাকে ইবনুল আহতাম বলতেন: তুমি (তোমার কর্তব্য) সম্পাদন করে যাও এবং অন্য কোন দিকে ভ্রক্ষেপ করো না।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। আর এটি ইবনুল আহতাম-এর বক্তব্য হিসেবে মাওকুফ। তাখরীজ: হাফিজ ইবনু হাজার, আল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন' ২/১১৭-১২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: " انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ رجاله ثقات وهو موقوف على عائشة

৯৩. আবু জাওযাআ আওস ইবনু আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার মদীনাবাসী ভীষণ অনাবৃষ্টির কবলে পড়েছিল। লোকজন আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের দিকে দেখ, আর তাতে আসমানের দিকে একটি ফুটো করে দাও, যেন আসমান ও তাঁর মাঝে কোনো আচ্ছাদন না থাকে। তিনি বলেন, তখন তারা তা-ই করলো। ফলে মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হল। সেই বৃষ্টিতে এত বেশি ঘাস জন্মেছিল যে, উটগুলো তা খেয়ে বেশ মোটাতাজা হয়ে গিয়েছিল। তাদের পেট চর্বিতে ফুলে গিয়েছিল। ফলে সেই বছরের নামকরণ করা হয়েছিল 'উর্বরতার বছর'।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আর তা আয়েশার কথা হিসেবে মাওকুফ। (তবে শাইখ আলবানী মিশকাতের তাহক্বীক্বে (কিতাবুল ফাযাইল ওয়াশ শামাইল, বাবুল

কারামাত, নং ৫৯৫০) বলেন, যঈফ। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া একে বাতিল বলে তাহক্বীক্ব করেছেন...।" - অনুবাদক) তাখরীজ: এটি আর কোথাও আমি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُقَمْ، وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْمَسْجِدَ، وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

৯৪. সাঈদ ইবনু আব্দুল আযীয হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আইয়ামুল হাররাহ' বা তীব্র অন্ধকারের দিনগুলিতে (৬৩ হিজরীতে ইয়াযীদের সময়কার মশহুর কষ্টকর শাস্তির দিনগুলি) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মসজিদে তিন দিন পর্যন্ত আযান ও জামা'আতে সালাত অনুষ্ঠিত হয়নি। সে সময় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব রাহিমাহুল্লাহ মসজিদেই আটকা পড়েছিলেন। কিন্তু (গাঢ় অন্ধকারের কারণে) সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করতে পারতেন না, তবে (সালাতের ওয়াক্ত হলে) তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর হতে গুণগুণ শব্দ শুনতে পেতেন। পরে তিনি আমাদের নিকট এ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে, সাঈদ ইবনু আব্দুল আযীয এত বেশী অল্প বয়স্ক ছিল যে, তিনি এ হাদীস কিংবা অন্য কিছু সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব থেকে শোনেননি । {শাইখ আলবানী বলেছেন: এর সনদ যঈফ; এ সনদে এমন রাবী রয়েছেন যিনি (হাদীস বর্ণনার সময় ভুল-সঠিক মিশিয়ে) তালগোল পাকিয়ে ফেলতেন।" (মিশকাতের তাহক্বীক্ব, নং ৫৯৫১) - অনুবাদক ।} তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব-এর কোন তাখরীজ করেন নি।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَعْبٌ: " مَا مِنْ يَوْمٍ يَطْلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، حَتَّى يَحُفُّوا بِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا، عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ، خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَزِفُّونَهُ فِي إسناده علتان: الأولى ضعف عبد الله بن صالح فهو سيئ الحفظ جدا وكانت فيه غفلة والانقطاع أيضا فإن نبيه بن وهب لم يدرك كعبا

৯৫. নুবাইহ ইবনু ওয়াহাব থেকে বর্ণিত, একবার কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার নিকট প্রবেশ করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা উল্লেখ করলেন। তখন কা'ব বললেন: এমন কোন দিন নেই যেদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেন না, এমনকি তারা তাদের ডানা দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরকে বেষ্টন করে ডানা দ্বারা (ছোট ছোট করে) আঘাত করে এবং তাঁর উপর সালাত প্রেরণ করতে থাকে। সন্ধ্যা বেলায় সেই দল ফিরে গেলে তাদের অনুরূপ আরেকদল দুনিয়ায় নেমে এসে অনুরূপ করতে থাকে। এভাবে যখন তাঁর কবরের মাটি তাঁর উপর থেকে থেকে ফেটে যাবে এবং তিনি বের হবেন তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁকে নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদের দু'টি ত্রুটি রয়েছে। আব্দুর রহমান যঈফ, এবং বিচ্ছিন্নতা তথা নুবাইহ ইবনু ওয়াহব কা'ব-এর সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ: সাখাবী, কওলুল বাদী' পৃ: ৪৮ তে বলেন, ইসমাইল কাযী, ইবনু বিশকাল ও বাইহাকী শুয়াবুল ইমানে এবং ইবনুল মুবারক রাকাইকে বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنبَأَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، ثُمَّ وَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ؟ فَأَوْصِنَا. فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ» وقال أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إسناده صحيح

৯৬. ইরবায ইবনু সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি এমন এক উচ্চাঙ্গের ভাষণ দান করলেন যে, তাতে আমাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল এবং আমাদের অন্তরসমূহ ভীত-প্রকম্পিত হল। তখন এক ব্যক্তি বলল: এ তো বিদায়ী নসীহত, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি অসীয়াত করুন (উপদেশ দিন)।
তিনি বললেন: আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার এবং শোনার ও আনুগত্য করার অসীয়াত করছি। যদি একজন হাবশী গোলামও তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয় (তবুও তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে)। আর তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতবিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। সুতরাং তোমাদের উপর কর্তব্য হল, আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের উপর অবিচল থাকা, তা শক্তভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে থাকা। আর আমি তোমাদেরকে নতুন প্রবর্তিত (বিষয়াবলী) থেকে সাবধান করছি। কেননা, প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ্আত।”
আবার আবু আসিম কখনো বর্ণনা করতেন: ‘‘আর আমি তোমাদেরকে নতুন প্রবর্তিত বিষয়াবলী থেকে সাবধান করছি। কেননা, প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। (তিরযিমী, হাকিম, যাহাবী, আলবানীও এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন (আল ইহসান, তাক্বরীব ইবনু হিব্বান, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :**আরনাউত্ব, আলবানী, হা/৫)-অনুবাদক)। তাখরীজ: আবু দাউদ (৪৬০৭); তিরমিযী (২৬৭৬); ইবনু মাজাহ (৪৩, ৪৪); হাকিম (১/৯৫); ইবনু হিব্বান, হা/৫)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ: الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ، وَالْعِلْمُ يُقْبَضُ قَبْضًا سَرِيعًا، فَنَعْشُ الْعِلْمِ ثَبَاتُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَفِي ذَهَابِ الْعِلْمِ ذَهَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ إسناده صحيح

৯৭. যুহরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের আলিমদের মাঝে যারা গত হয়েছেন, তারা বলতেন, সুন্নাতকে আকড়ে থাকার মাঝেই মুক্তি নিহিত রয়েছে। দ্রুত ইলমকে উঠিয়ে নেয়া হবে। কাজেই ইলমের উন্নতি মূলত দীন ও দুনিয়ার স্থায়িত্ব। আর ইলম মিটে যাওয়ার অর্থ এসকল কিছুরই পরিসমাপ্তি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: লালিকায়ী, শারহু

ই’তিকাদ নং ৬৯-৭২; আবু নুয়াইম, হিলিইয়া ৩/৩৬৯; ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ৮১৭; আলফাসাওয়ী, মা’রিফাতু ওয়াত তারীখ ৩/৩৮৬-৩৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ ذَهَابِ الدِّينِ تَرْكُ السُّنَّةِ، يَذْهَبُ الدِّينُ سُنَّةً سُنَّةً، كَمَا يَذْهَبُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً

৯৮. আব্দুল্লাহ ইবনু দাইলামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম দীনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সুন্নাহ বিনষ্ট হওয়ার মাধ্যমে। এভাবে একটি একটি করে সুন্নাত বিনষ্ট হওয়ার মাধ্যমে পুরো দীনই বিনষ্ট হয়ে যাবে, যেভাবে একটি একটি করে আঁশ বাদ দিতে দিতে পুরো রশিটিই উধাও হয়ে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইয়াকুব আল ফাসাওয়ী,, মারেফাতু ওয়াত তারীখ ৩/৩৮৬; লালিকায়ী, শারহু ই’তিকাদ ১/১০৪ নং ১২৭; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩৫০ নং ২২৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ، قَالَ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إسناده صحيح

৯৯. হাস্সান রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখনই কোন জাতি তাদের দীনের মধ্যে একটি বিদ’আত সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ তাদের সুন্নাতসমূহের মধ্যে থেকে অনুরূপ একটি সুন্নাত অপসারিত করে দেন, যা আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয় না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইয়াকুব আল ফাসাওয়ী,, মারেফাত ওয়াত তারীখ ৩/৩৮৬; লালিকায়ী, শারহু ই’তিকাদ ১/১০৪ নং ১২৭; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩৫১ নং ৩২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلَّا اسْتَحَلَّ السَّيْفَ

১০০. আবী কিলাবা হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন: যখনই কোন লোক একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করলো, তখন সে তরবারীকে হালাল করে নিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ: ৬৮; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৭/১/১৩৪; লালিকায়ী, শারহু ই'তিকাদ ১/১৫২ নং ২৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: " إِنَّ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ أَهْلُ الضَّلَالَةِ، وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلَّا إِلَى النَّارِ، فَجَرِّبْهُمْ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَنْتَحِلُ قَوْلًا أَوْ قَالَ: حَدِيثًا فَيَتَنَاهَى بِهِ الْأَمْرُ دُونَ السَّيْفِ. وَإِنَّ النِّفَاقَ كَانَ ضُرُوبًا، ثُمَّ تَلَا: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ) [التوبة: 75]، (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) [التوبة: 58]، (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ) [التوبة: 61] فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا، فِي الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ، وإِنَّ هَؤُلَاءِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا فِي السَّيْفِ، وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلَّا إِلَى النَّارِ " قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ قَالَ أَيُّوبُ عِنْدَ ذَا الْحَدِيثِ أَوْ عِنْدَ الْأَوَّلِ: وَكَانَ وَاللَّهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ ذَوِي الْأَلْبَابِ يَعْنِي: أَبَا قِلَابَةَ

১০১. আবূ ক্বিলাবাহ রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রবৃত্তি পূজারীগণ বিভ্রান্ত সম্প্রদায়[1] এবং আমার ধারণা জাহান্নামই হবে এদের ঠিকানা। যদি তুমি তাদেরকে পরীক্ষা কর, (তবে দেখবে যে,) তাদের মধ্যকার কেউই কোন কথা বা হাদীস গ্রহণ করে না এবং ফলে সকল বিষয়ই তরবারীর নিকট গিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। আর নিশ্চয়ই এটি নিফাক বা মুনাফিকীরই একটি শাখা।' অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: [আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করেন, তবে আমরা

অবশ্যই খুব দান-খয়রাত করবো এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো।] [সুরা তাওবা, ৯ : ৭৫] [আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা সাদকার ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে, অতঃপর যদি ঐ সমস্ত সাদকা হতে তাদেরকে কিছু দেয়া হয়, তবে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তারা তা থেকে না পায় তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।" সুরা তাওবা, ৯ : ৫৮] [আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে যে, তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকেন; তুমি বলে দাও: এই নবী তো কর্ণপাত করে থাকেন সেই কথাতেই যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" সুরা তাওবা, ৯ : ৬১]।

সুতরাং তাদের কথাবার্তা মতভেদপূর্ণ হলেও সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষয়ে তারা একমত পোষণ করে। আর এ সকল লোকদের কথাবার্তা বিভিন্ন রকমের হয়, কিন্তু তরবারী (দিয়ে ফায়সালা করার) বিষয়ে তারা একমত পোষণ করে থাকে।[2] আর আমার ধারণা, জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল।"[3]

হাম্মাদ বলেন, অতঃপর হাদীস বর্ণনাকারীর নিকট কিংবা প্রথমজনের নিকট আইয়্যুব বলেন, আল্লাহর কসম, ইনি অর্থাৎ আবু ক্বিলাবাহ একজন ফকীহ, চিন্তাশীল লোকদের অন্যতম।

[1] সালাম ইবনু আবী মুতী', আইয়্যুব হতে বর্ণনা করেন, তিনি প্রবৃত্তিপুজারী' বলতে খারিজীগণকে বোঝাতেন। (ফাতহুল মান্নান শরহে দারিমী, ২য় খ: পৃ. ৩৭) [2] তিনি আরও বলতেন: নিশ্চয়ই খারিজীগণ (আল্লাহ'র) নামের ব্যাপারে ইখতিলাফ করে, কিন্তু তরবারীর (দ্বারা পাপী মুসলিমদেরকে হত্যা করা) বিষয়ে তারা একমত পোষণ করে। (ফাতহুল মান্নান শরহে দারিমী, ২য় খ: পৃ. ৩৭) [3] তাহকীক: শাইখ হুসাইন সালীম আসাদ আদ দারানী বলেন, এর সনদ সহীহ । তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাক্বাত ৭/১/১৩৪; আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ: ৬৭-৬৮; সুয়ূতী, তাফসীর দুররে মানছুর, ৩/২৬২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِحُذَيْفَةَ: لِأَيِّ شَيْءٍ تَرَى يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا؟ قَالَ: يَعْلَمُونَهُ ثُمَّ يَتْرُكُونَهُ. فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: مَا سَأَلْتُمُونَا عَنْ شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى نَعْلَمُهُ، أَخْبَرْنَاكُمْ بِهِ، أَوْ سُنَّةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاكُمْ بِهِ، وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِمَا أَحْدَثْتُمْ إسناده ضعيف خالد بن عبد الله متأخر السماع من عطاء وطريق ابن مسعود منقطعة لأن الشعبي لم يسمع منه

১০২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তাঁরা দু'জন (একদা) বসে ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁদের দু'জনকে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, কোন্ কারণে এ ব্যক্তি এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছে বলে আপনি মনে করেন? হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলেন: তারা এ বিষয়ে জানবে এবং তা পরিত্যাগ করবে। অতঃপর ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সে ব্যক্তির মুখোমুখি হয়ে বললেন: আল্লাহ তা'আলার কিতাব হতে আমরা যা জানি তা থেকে তোমরা যা জানতে চাইবে, তা আমরা তোমাদেরকে জানাব, কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের বিষয়ে তোমরা যা জানতে চাইবে, আমাদের জানা অনুসারে আমরা সেগুলো তোমাদেরকে জানাব। আর তোমরা যে সকল নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছো (অর্থাৎ বিদ'আত করেছ), সে বিষয়ে (জানাতে) আমরা সক্ষম নই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এর সনদে খালিদ ইবনু আব্দুল্লাহ রয়েছে যে আতা হতে হাদীস শ্রবণ হতে পিছিয়ে রয়েছে । আর ইবনু মাসউদ-এর সনদ মুনক্বাতা' বা বিচ্ছিন্ন। কেননা, শু'বা ইবনু মাসউদ হতে কিছু শোনেননি । তাখরীজ: এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও এটি আমি খুঁজে পাইনি (শাইখ দারানী)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: مَا خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ خُطْبَةً بِالْكُوفَةِ إِلَّا شَهِدْتُهَا، فَسَمِعْتُهُ يَوْمًا - وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَمَانِيَةً وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ - قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ كِتَابَهُ وَبَيَّنَ بَيَانَهُ، فَمَنْ أَتَى الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، وَمَنْ خَالَفَ فَوَاللَّهِ مَا نُطِيقُ خِلَافَكُمْ إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي

১০৩. নাযযাল ইবনু সাবরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় যত খুতবা দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটিতে আমি উপস্থিত থেকেছি। একদিন তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আটবার তালাক দিয়েছে এবং এগুলো একত্রে দিয়েছে। (এর জবাবে) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তা তেমনি যেমন সে বলেছে। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে (এতে বিধানাবলী) বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার নিজের থেকে এ ধরণের (কুরআনে বর্ণিত) কাজ করে, তবে তার জন্য তো সেটি বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এর অন্যথা করল (যা কুরআনে বর্ণিত

হয়নি), তবে, আল্লাহর কসম, তোমাদের (কুরআন-সুন্নাহর) খেলাফ বিষয়ে [1] আমরা কিছুই বলতে পারব না।”[2]

[1] তিন পবিত্র অবস্থায় তিন তালাক’ এর ব্যতিক্রম এক মজলিসে তিন তালাক কিংবা তার অধিক তালাক দেয়া দীনের মধ্যে নতুন বিদ’আতী মাস’আলা। যা কুরআনেও নেই, হাদীসেও নেই। ফলে দীনের খেলাফ নতুন সৃষ্ট বিদ’আত। (দেখুন, ফাতহুল মান্নান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১, অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** শাইখ দারানী বলেন: এর সনদ যঈফ বা দুর্বল, আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ আল্ মাসউদী’র দুর্বলতার কারণে । (তবে অপর একটি সূত্রে এটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে- তাখরীজে তা উল্লেখ করা হয়েছে ।) তাখরীজ: তাবারানী, মুজামুল কাবীর ৯/২২৭, নং ৮৯৮২; তাবারানীর অপর বর্ণনা অনুযায়ী আলকামা কর্তক বর্ণিত এ হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে । (তাবারানী, মুজামুল কাবীর নং ৯৬২৮ ও ৯৬২৯)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي تَحْرِيمٍ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ، فَمَنْ أَتَى الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بُيِّنَ وَمَنْ خَالَفَ فَوَاللَّهِ مَا نُطِيقُ خِلَافَكُمْ إسناده صحيح

১০৪. নাযযাল ইবনু সাবরাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক লোক ও এক মহিলা এলো তাহরীম (তালাক[1]) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে। তখন তিনি বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে (এতে বিধানাবলী) বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার নিজের থেকে এ ধরণের (কুরআনে বর্ণিত) কাজ করে, তবে তার জন্য তো সেটি বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এর অন্যথা করল (যা কুরআনে বর্ণিত হয়নি), তবে আল্লাহর কসম, তোমাদের (কুরআন-সুন্নাহর) খেলাফ বিষয়ে [1] আমরা কিছুই বলতে পারব না।” [2]

[1] তাহরীম বলতে এখানে এক বাক্যে এক মজলিসে তিন তালাকের অধিক তালাক’কে বোঝানো হয়েছে। (ফাতহুল মান্নান শরহে সুনানে দারেমী, ২য় খণ্ড, পৃ, ৪১, অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা দ্র:) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** শাইখ দারানী বলেন: এর সনদ সহীহ । তাখরীজ: তাবারানী, মু’জামুল কাবীর [৯/৩৮২]; ইবনু হাযম, আল আহকাম [৮/৫৩৯]।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ إِلَّا شَيْئًا سَمِعَهُ إسناده صحيح

১০৫. ইবনু সীরীন রাহি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি (সাহাবীদের নিকট থেকে) যা কিছু শুনেছেন, তা ব্যতীত আপন রায় (মত) অনুযায়ী কিছুই বলতেন না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব বাগদাদী তাঁর ‘আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাকিহ’ গ্রন্থে নং ৫০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَثَّامٌ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ عَثَّامٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ بِرَأْيِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إسناده صحيح

১০৬. আ’মাশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবরাহীম (নাখয়ী)-কে তাঁর আপন রায় দ্বারা কখনো কোন বিষয়ে কিছু বলতে শুনিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবী খায়ছামা, আল ইলম নং ৩৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَا قُلْتُ بِرَأْيِي مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ أَبُو هِلَالٍ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً إسناده صحيح

১০৭. কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি তিরিশ বছর যাবত নিজস্ব মতামত দ্বারা কিছু বলিনি। আবী হিলাল বলেন, চল্লিশ বছর যাবত (তিনি এরূপ বলেননি)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/৩৩৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮)

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ فقالَ: " لَا أَدْرِي، قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَلَا تَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدَانَ فِي الْأَرْضِ بِرَأْيِي إسناده صحيح

১০৮. আব্দুল আযীয ইবনু রুফাঈ’ বলেন, ‘আতা রাহিমাহুল্লাহকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি জানি না। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে বলা হল, আপনি এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব মতামত কী তা বলবেন না? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা’র সম্মুখে এটি আমার জন্য লজ্জার বিষয় যে, আমার মতামত দ্বারা এ দুনিয়ার বুকে (কাউকে) অভিযুক্ত করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সনদবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন, ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৪২৩ নং ৩৪৭ তে। এছাড়া অন্য কোথাও এটি আমি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، أَخْبَرَنِي حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ أَخْبِرْنِي أَنْتَ بِرَأْيِكَ. فَقَالَ: أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟ أَخْبَرْتُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَيَسْأَلُنِي عَنْ رَأْيِي، وَدِينِي عِنْدِي آثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَاللَّهِ لَأَنْ أَتَعَنَّى بِعَنِيَّةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْبِرَكَ بِرَأْيِي إسناده ضعيف وعيسى هو: الحناط متروك الحديث

১০৯. ঈসা থেকে বর্ণিত, তিনি শা’বী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে তাকে কোন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করল। তখন তিনি জবাবে বলেন, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে এই এই কথা বলেছেন। তখন সে ব্যক্তি বলল, এ ব্যাপারে আপনার নিজস্ব মতামত কী, আমাকে তাই বলুন। তখন তিনি বললেন, এ লোকটির ব্যাপারে কি তোমাদের বিস্ময় জাগে না? আমি তাকে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতামত বর্ণনা করছি, আর সে আমার নিকট আমার নিজস্ব মতামত জানতে চাচ্ছে! তা (নিজের মতামত দেওয়া) থেকে আমার নিকট আমার দীন (রক্ষা করা)

শ্রেয় মনে করি । আল্লাহর কসম! দীনের ব্যাপারে তোমাকে আমার নিজস্ব মতামত প্রদান করার চেয়ে কোন একটি গান গাওয়াও আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ঈসা পরিত্যক্ত রাবী। তাখরীজ: খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ নং ৪৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْمُقَايَسَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالْمُقَايَسَةِ لَتُحِلُّنَّ الْحَرَامَ وَلَتُحَرِّمُنَّ الْحَلَالَ، وَلَكِنْ مَا بَلَغَكُمْ عَمَّنْ حَفِظَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْمَلُوا بِهِ

إسناده ضعيف

১১০. শা’বী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কিয়াস (তুলনা) করা থেকে দূরে থাকবে! যার হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম! তোমরা যদি কিয়াসকে আঁকড়ে ধর, তবে অবশ্যই তোমরা হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম বানিয়ে ফেলবে। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ থেকে যারা সংরক্ষণ করেছেন (হাদীস মুখস্থ রেখেছেন), তাদের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা পৌঁছেছে, সে অনুযায়ী তোমরা আমল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এটিও পূর্ববর্তী সনদের অনুরূপ। তাখরীজ: খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ নং ৪৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَمَانِيًا. قَالَ: بِكَلَامٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: بِكَلَامٍ وَاحِدٍ. قَالَ: فَيُرِيدُونَ أَنْ يُبِينُوا مِنْكَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ طَلْقَةٍ، قَالَ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: بِكَلَامٍ وَاحِدٍ. قَالَ: فَيُرِيدُونَ أَنْ يُبِينُوا مِنْكَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلَاقَ، وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى

نَفْسِهِ، وَكَّلْنَا بِهِ لَبْسَهُ وَاللَّهِ لَا تُلَبِّسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ نَحْنُ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ إسناده صحيح

১১১. ইবনু সীরীন আলকামাহ (রাহিমাহুমাল্লাহ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বললো, গতকাল সে তার স্ত্রীকে আট তালাক দিয়েছে। তিনি বললেন: সেটি কি এক বাক্যে ছিল? সে জবাবে বলল, তা এক বাক্যেই ছিল। তখন তিনি বললেন, লোকেরা কি এর মাধ্যমে তোমার নিকট হতে তোমার স্ত্রীকে আলাদা করে দিতে চায়? সে বলল, জ্বি, হাঁ। আরেক ব্যক্তি এসে বলল, সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশ তালাক দিয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: সেটি কি এক বাক্যে ছিল? সে জবাবে বলল, তা এক বাক্যেই ছিল। তখন তিনি বললেন, লোকেরা কি এর মাধ্যমে তোমার নিকট হতে তোমার স্ত্রীকে আলাদা করে দিতে চায়? সে বলল, জ্বি, হাঁ।
তখন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ যেভাবে তালাক দিতে আদেশ করেছেন, সেইভাবে যে ব্যক্তি তালাক প্রদান করে, তবে আল্লাহ তা'আলা (তার জন্য) তা'লাকের বিধান তো পরিষ্কারভাবেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি নিজেই বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ করে ফেলেছে, তার সন্দেহপূর্ণ ব্যাপারটি আমরা তার উপরই ন্যস্ত করব। আল্লাহর কসম! তোমরা নিজেরা (হক ও বাতিলকে মিশিয়ে) বিষয়টিকে সন্দেহপূর্ণ করবে, আর আমরা তার দায়ভার বহন করবো, তাতো হতে পারে না। বরং বিষয়টি তোমরা যেমন বলেছো, তেমনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর ৯/৩৭৯-৩৮০ নং ৯৬২৮-৯৬২৯; বাইহাকী, খূলা' ওয়াত তালাক ৭/৩৩৫; দেখুন আব্দুর রাযযাক, আল মুছান্নাফ ১১৩৪৩; ইবনু আবী শাইবা ৫/১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «لَأَنْ يَعِيشَ الرَّجُلُ جَاهِلًا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ إسناده صحيح

১১২. আল-কাসিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কোন ব্যক্তির অজানা বিষয়ে কথা বলার চেয়ে তার উপর আল্লাহর যে হক রয়েছে, তা জানার পর জাহিল বা মুর্খ অবস্থায় জীবন যাপন করা তার তার জন্য বহুগুণে উত্তম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ২/১৮৪; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৯০। এ দুটি সনদও সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، سُئِلَ قَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ كُلَّ مَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ، وَلَوْ عَلِمْنَا مَا كَتَمْنَاكُمْ، وَلَا حَلَّ لَنَا أَنْ نَكْتُمَكُمْ إسناده صحيح

১১৩. আইয়্যুব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল-কাসিম রাহিমাহুল্লাহকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি তাকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, তোমরা যেসকল বিষয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞেস কর তার সবগুলো আমাদের জানা থাকে না। যদি আমাদের তা জানা থাকত, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের থেকে তা গোপন করতাম না। আর তোমাদের নিকট কিছু গোপন করা আমাদের জন্য বৈধও নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, মা'রিফাত ওয়াত তারীখ ১/৫৪৮; খতীব আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/১৭৩; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ২/১৮৪; ইবনু আব্দুল বার্রা, জামি' বয়ানুল ইলম নং ১৪১০; এসকল সনদগুলোও সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ شَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَقَالَ: مَا أَضْطَرُّ إِلَى مَشُورَةٍ، وَمَا أَنَا مِنْ ذِي فِي شَيْءٍ إسناده صحيح

১১৪. ইবনু আউন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল-কাসিম রাহিমাহুল্লাকে উদ্দেশ্যে করে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন, আমি উপদেশ দিতে বাধ্য নই; আর আমি কোনো বিষয়েই উপদেশ দেওয়ার উপযুক্ত নই।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, তাবাকাত ৫/১৩৯;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ: مَا أَشَدَّ عَلَيَّ أَنْ تُسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ عِنْدَكَ، وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ إِمَامًا، قَالَ: «إِنَّ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أَرْوِيَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ

১১৫. ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল-কাসিম রাহিমাহুল্লাহকে বললাম, আমার নিকট এরচেয়ে কঠিন আর কিছুই নেই যে,আপনাকে এমন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, যার (জ্ঞান) আপনার নিকট নেই অথচ আপনার পিতা ছিলেন একজন ইমাম। তিনি বলেন: কিন্তু আল্লাহর নিকট এবং আল্লাহর সম্পর্কে অবগত লোকের নিকট এটি আরও বেশি কঠিন যে, আমি ইলম ছাড়া ফতওয়া দেবো অথবা আমি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করবো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কিন্তু এ হাদীসটি সহীহ। দেখুন সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা ১/১৬। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা ১/১৬; বাইহাকী, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, ১/১৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنبأَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: " كَانُوا إِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ قَضِيَّةٌ لَيْسَ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثَرٌ، اجْتَمَعُوا لَهَا وَأَجْمَعُوا، فَالْحَقُّ فِيمَا رَأَوْا، فَالْحَقُّ فِيمَا رَأَوْا

১১৬. মুসায়্যেব ইবনু রাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তাদের নিকট এমন কোন মোকদ্দমা (সমস্যা) আসত, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন হাদীস নেই, তখন বিষয়টি নিয়ে তারা (সাহাবীগণ) একত্রে সমবেত হতেন এবং তারা সবাই মিলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ফলে তারা যে মত পোষণ করতেন, তাঁদের সেই (ঐক্যবদ্ধ) মতের মধ্যেই হক (সত্য) নিহিত, তাদের সেই (ঐক্যবদ্ধ) মতেই হক (সত্য) নিহিত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। হুশাইম মুদাল্লিস, তিনি এটি

‘আন’আন’ শব্দে বর্ণনা করেছেন। (তবে অপর একটি সহীহ সনদে এটি বর্ণিত, আর তা হলো পরবর্তী হাদীসটি।- অনুবাদক) তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বাররা, জামি’ বায়ানুল ইলম ২/১৬৭ নং ১৮২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْعَوَّامِ بِهَذَا

১১৭. ইয়াযিদ (ইবনু হারুন)ও আওয়াম’ হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
[দেখুন পূর্বের হাদীস]

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ، أَنَّ وَهْبَ بْنَ عَمْرٍو الْجُمَحِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَعْجَلُوا بِالْبَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُولِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تَعْجَلُوهَا قَبْلَ نُزُولِهَا، لَا يَنْفَكُّ الْمُسْلِمُونَ وَفِيهِمْ إِذَا هِيَ نَزَلَتْ مَنْ إِذَا قَالَ وُفِّقَ وَسُدِّدَ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَعْجَلُوهَا، تَخْتَلِفْ بِكُمِ الْأَهْوَاءُ، فَتَأْخُذُوا هَكَذَا وَهَكَذَا» وَأَشَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ إسناده ضعيف وهب بن عمرو ما عرفته وهو مرسل

১১৮. আবু সালামাহ আল হিমছী বর্ণনা করেছেন, ওয়াহাব ইবনু আমর আল জুমাহী তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘কোন বালাই বা বিপদ আপতিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা তা নিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু (জিজ্ঞাসা) করো না। কেননা, যদি কোন বিপদ নাযিল হওয়ার পূর্বে তা নিয়ে তোমরা তাড়াহুড়া না কর, তবে মুসলিমগণ বিচ্ছিন্ন হবে না যখন তাদের মাঝে তা নাযিল হবে, তখন যে তা নিয়ে কথা বলবে, সে তাওফীক (সৌভাগ্য) এবং সঠিকপথ প্রাপ্ত হবে। আর তোমরা যদি তা নিয়ে তাড়াহুড়া কর, তবে তোমাদের অন্তরগুলি অনৈক্য-মতভেদপূর্ণ হয়ে যাবে, ফলে তোমরা এভাবে এভাবে ধরতে থাকবে’- এ কথা বলে তিনি ডান ও বাম থেকে এবং সামনের দিকে ইশারা করে দেখালেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ওয়াহাব ইবনু আমরকে আমি চিনি না। আর এটি মুরসাল। তাখরীজ: মুহাক্কিক্ব এর কোন তাখরীজ করেননি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ يَحْدُثُ لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ قَالَ: يَنْظُرُ فِيهِ الْعَابِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

১১৯. আবু সালামাহ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নতুন উদ্ভাবিত কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যা আল্লাহর কিতাবেও নেই, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সুন্নাতেও নেই। তখন তিনি বললেন: 'মু'মিনদের মধ্যকার আবিদগণ (ইবাদতগুজার মুত্তাকী) সে ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করবে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তবে এটি মুরসাল। তাখরীজ: আবু দাউদ, মারাসীল ৪৫৮, সনদ হাসান। এর শাহিদ রয়েছে মুয়ায রা: হতে মারফু' হিসেবে তাবারানী, কাবীর ২০/১৭৬ নং ৩৫৩; আবূ দাউদ মারাসীল ৪৫৭; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বয়ানিল ইলম ১৮১০; ইবনু বাত্তাহ আল ইবানাহ ১/৩৯৬ নং ২৯৩ তবে সনদ বিচ্ছিন্ন। অপর সনদে মুয়ায রা: হতে মাওকুফ হিসেবে আজুরী, আখলাকুল উলামা পৃ. ১২১-১২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ الْقَاسِمُ: " إِنَّكُمْ لَتَسْأَلُونَا عَنْ أَشْيَاءَ مَا كُنَّا نَسْأَلُ عَنْهَا، وَتُنَقِّرُونَ عَنْ أَشْيَاءَ مَا كُنَّا نُنَقِّرُ عَنْهَا، وَتَسْأَلُونَ عَنْ أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، وَلَوْ عَلِمْنَاهَا مَا حَلَّ لَنَا أَنْ نَكْتُمَكُمُوهَا إسناده صحيح

১২০. ইবনু আউন বলেন, আল-কাসিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তোমরা এমন সব বিষয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছ, যে সম্পর্কে আমরা (পূর্ববর্তীদেরকে) জিজ্ঞাসা করিনি। আবার তোমরা এমন সকল বিষয় অনুসন্ধানে লিপ্ত হচ্ছো, যে বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করিনি। আর তোমরা এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করছ, সেটা কি তা আমি জানি না। আর যদি আমি সেটা জানতাম, তবে (অবশ্যই তোমাদেরকে তা বলে দিতাম, কেননা), তোমাদের নিকট থেকে তা গোপন করা আমদের জন্য বৈধ নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের ১১৩ নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْأَشَجِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " إِنَّهُ سَيَأْتِي نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ، فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح وباقي رجاله ثقات

১২১. উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: অচিরেই এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন কারীমের ‘মুতাশাবিহা’ (অস্পষ্ট/দ্ব্যর্থবোধক) আয়াত নিয়ে তোমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে। তোমরা তাদেরকে সুন্নাহ দিয়ে আটকে দিবে। কেননা, ‘আসহাবুস সুন্নাহ’ (সুন্নাহ বিষয়ে জ্ঞানীগণ) আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা’র কিতাব সম্পর্কেও অধিক জ্ঞান রাখেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ যঈফ। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। (তবে একাধিক সহীহ সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে। তাখরীজ দেখুন-অনুবাদক) তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/২৫০-২৫২ নং ৮৩, ২২৯, এর সনদ সহীহ। অপর একটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ. ৫৫, ৫৮, ৭৬; লালিকায়ী, শারহুল উসূলুল ই’তিকাদ আহলিস সুন্নাহ ১/১৩৯ নং ২০২; ইবনু আব্দুল বারর, জামি’ বয়ানিল ইলম নং ১৭০১; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৮৪; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ নং ৬০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: مَا زَالَ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ أَبْنَاءُ النِّسَاءِ الَّتِي سَبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ غَيْرِهِمْ فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأْيِ فَأَضَلُّوهُمْ إسناده جيد

১২২. উরওয়া ইবনু যুবায়ের বলেন, বনী ইসরাঈল বিজাতীয় যেসব মহিলাদেরকে অন্য সম্প্রদায় থেকে যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে ধরে এনেছিলো সেসব বিজাতীয় মহিলাদের সন্তানেরা যখন তাদের মাঝে প্রতিপালিত হতে লাগলো তার পূর্ব পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের কাজকর্ম ন্যায়সঙ্গতই চলছিল, তাদের মধ্যে কোন (অন্যায্য) কিছুই ছিল না। যখন তারা (বিজাতীয় মহিলাদের সন্তানেরা) তাদের নিজস্ব মতামত দ্বারা বনী ইসরাঈলদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে লাগল, তখন এভাবেই তারা বনী ইসরাঈলদেরকে পথভ্রষ্ট করতে শুরু করল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: ইবন আব্দুল বাররা, জামি' বয়ানুল ইলম নং ১৭৭৪, সনদ সহীহ; ফাসাওয়ী, আল মা'রেফাতু ওয়াত তারীখ ৩/৯৩; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/১৮০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ الْمِنْقَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَقَالَ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ: لَا تَسْأَلْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَلْعَنُ مَنْ سَأَلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ إسناده جيد

১২৩. হাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আল-মিনকারী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন এক লোক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র নিকট এলো এবং তাঁকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি জানি না সে বিষয়টি কী। তখন ইবনু উমার তাকে বললেন, যা এখনও সংঘটিত হয়নি, সে বিষয়ে প্রশ্ন কর না। কেননা, যা ঘটেনি এমন একটি বিষয়ে প্রশ্নকারীর প্রতি আমি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে লা'নত (অভিশাপ) করতে শুনেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: ইবন আব্দুল বাররা, জামি' বয়ানুল ইলম নং ১৮২০, সনদ যঈফ; আবী খায়ছামা, আল ইলম নং ১৪৪; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাকিহ ২/৭, ৮, সনদ যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، كَانَ يَقُولُ " إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَدْ كَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ لم يحكم عليه المحقق

১২৪. যুহরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, যায়দ ইবনু ছাবিত আল-আনসারী রিদ্বওয়ানুল্লাহি আলাইহি-কে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এটি কি ঘটেছে? যদি তারা বলত, হ্যাঁ, ঘটেছে, তখন সে বিষয়ে তিনি যা জানেন এবং যা দেখেছেন, তা বর্ণনা করতেন। আর যদি তারা বলত, না, এটি (এখনও) ঘটেনি, তবে তিনি বলতেন, তাহলে এটি না ঘটা পর্যন্ত একে (এ বিষয়ে প্রশ্ন করা) ছেড়ে দাও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি যুহরীর কথা। (এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্দুল বারর, তাখরীজে দেখুন) তাখরীজ: খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৮; ইবন আব্দুল বাররা, জামি' বয়ানুল ইলম নং ১৮১৩, সনদ হাসান; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৪০৯ নং ৩১৮; মুত্তাকী আল হিন্দ, কানযুল উম্মাল নং ৮৯০৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنبَأَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ سُئِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: " هَلْ كَانَ هَذَا بَعْدُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: دَعُونَا حَتَّى يَكُونَ، فَإِذَا كَانَ، تَجَشَّمْنَاهَا لَكُمْ رجاله ثقات غير أنه منقطع عامر الشعبي لم يسمع من عمار

১২৫. আমির রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আম্মার ইবনু ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কোন একটি মাস'আলা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত কি এটা সংঘটিত হয়েছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে এটি না ঘটা পর্যন্ত আমাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা ছাড়ো। আর যখন তা ঘটবে, তখন তোমাদেরকে তা জানানোর দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করবো।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তবে এর সনদে বিচ্ছিন্নতা (ইনক্বিতা) রয়েছে। আমির শা'বী আম্মার থেকে কিছু শোনেননি। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৮; মুত্তাকী আল হিন্দ, কানযুল উম্মাল ৮৯০৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَلَى الْمِنْبَرِ: «أُحَرِّجُ بِاللَّهِ عَلَى رَجُلٍ سَأَلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ مَا هُوَ كَائِنٌ

إسناده صحيح

১২৬. তাউস রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেছেন: আল্লাহ’র ওয়াস্তে আমি সেই লোকের উপর কঠোরতা আরোপ করবো (কঠিন শাস্তি দেব), যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করবে, যা এখনও ঘটেনি। কারণ নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা বিদ্যমান সকল বিষয় (এর হুকুম) সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবন আব্দুল বাররা, জামি’ বয়ানুল ইলম নং ১৮০৭,১৮০৮; ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৭; কিতাবুল ইলম নং ১২৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " مَا رَأَيْتُ قَوْمًا كَانُوا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَأَلُوهُ إِلَّا عَنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً حَتَّى قُبِضَ، كُلُّهُنَّ، فِي الْقُرْآنِ، مِنْهُنَّ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ) [البقرة: 217]، وَ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) [البقرة: 222] قَالَ: مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَمَّا يَنْفَعُهُمْ

১২৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ থেকে উত্তম কোন লোকদেরকে দেখিনি। তারা তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁকে মাত্র তেরোটি প্রশ্ন করেছিলেন, আর সে সবগুলোই কুরআনে রয়েছে:
সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(يسألونك عن الشهر الحرام)... (سورة البقرة: 217)

“তারা আপনাকে হারাম (সম্মানিত) মাসসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে...।” (সুরা বাক্বারাহ: ২১৭)

(ويسألونك عن المحيض)... (سورة البقرة: 222)

“তারা আপনাকে (স্ত্রী লোকদের) ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে...।” (সুরা বাক্বারাহ: ১২২) তিনি (ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: তারা কখনো এমন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন না, যাতে তাদের কল্যাণ হতো না বা উপকারে আসতো না।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুহাম্মদ ইবনু ফাদল আত্বা ইবনু সায়্যিব থেকে শ্রবণের ব্যাপারে পিছিয়ে রয়েছেন। তাখরীজ: ইবন আব্দুল বাররা, জামি’ বয়ানুল ইলম নং ১৮০৯, ২০৫৩; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩৯৮ নং ২৯৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: لَمَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَبَقَنِي مِنْهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَيْسَرَ سِيرَةً، وَلَا أَقَلَّ تَشْدِيدًا مِنْهُمْ إسناده جيد

১২৮. উমায়র ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে যারা আমার পূর্বে গত হয়েছেন, তাদের তুলনায় আমি যে সকল সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাদের সংখ্যাই বেশি। আর তাঁদের মত এত বেশি সহজ-সরল প্রকৃতির ও অতি স্বল্প কঠোরতা আরোপকারী এমন কোন দলকে আমি দেখিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১৪/১৭ নং ১৭৪০৯; ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৭/১১৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯)

أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ الْكِنْدِيَّ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ، فَقَالَ: «أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا مَا كَانُوا يُشَدِّدُونَ تَشْدِيدَكُمْ، وَلَا يَسْأَلُونَ مَسَائِلَكُمْ إسناده صحيح

১২৯. রাজা ইবনু হায়াওয়াত বলেন, এক ওয়ালী বিহীন মহিলা যে তার নিজ গোত্রে মারা গেছে- এ জাতীয় মহিলা সম্পর্কে উবাদাহ ইবনু নুসাই আল-কিনদী রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলে, উত্তরে আমি

তাঁকে বলতে শুনেছি: আমি এমন লোকদেরকে পেয়েছি, যারা কখনও তোমাদের কঠোরতার ন্যায় কঠোরতা আরোপ করতেন না এবং তোমাদের এ জাতীয় প্রশ্নের ন্যায় প্রশ্ন করতেন না।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আসাকীর, আত তারীখ পৃ: ৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০)

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنبَأَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ بِمَرْجِ الدِّيبَاجِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ خَلْوَةً، فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لِي: مَا تَصْنَعُ بِالْمَسَائِلِ؟ قُلْتُ: لَوْلَا الْمَسَائِلُ، لَذَهَبَ الْعِلْمُ. قَالَ: «لَا تَقُلْ ذَهَبَ الْعِلْمُ، إِنَّهُ لَا يَذْهَبُ الْعِلْمُ مَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وَلَكِنْ لَوْ قُلْتَ يَذْهَبُ الْفِقْهُ إسناده ضعيف

১৩০. হিশাম ইবনু মুসলিম আল কুরাশী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু মুহাইরিয রাহিমাহুল্লাহ’র সাথে একটি রেশমী বস্ত্রের মত (মনোরম দর্শনীয়) উপত্যকায়[1] ছিলাম, সেখানে আমি তার একটি নির্জন বৈঠকখানা (খালওয়া) দেখলাম। তখন আমি তাঁকে একটি মাস’আলা জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, এত প্রশ্ন করো কেন? আমি বললাম, যদি প্রশ্ন না করা হয়, তবে ইলম তো উঠে যাবে। তিনি বলেন, ‘ইলম উঠে যাবে’ বলো না। ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত উঠে যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন পাঠ করা হবে। বরং তুমি যদি বলতে, ফিকহ্ উঠে যাবে (তবে সেটাই যথাযথ হত)।[2]

[1] একটি দর্শনীয় মনোরম উপত্যকা। একটি উপত্যকা, পাহাড়ের মাঝ আমোদস্থল। (এর এবং স্যাঁতসেতে অঞ্চলের (নদী অববাহিকা) মাঝে দশ মাইলের দূরত্ব বিদ্যমান- ফতহুল মান্নান, অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা দেখুন।- অনুবাদক) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আসাকীর ৩৮/৪০৬; আবু নুয়াইম হিলইয়া ৫/১৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَا نَدْرِي، لَعَلَّنَا نَأْمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لَا تَحِلُّ لَكُمْ، وَلَعَلَّنَا نُحَرِّمُ

عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ هِيَ لَكُمْ حَلَالٌ، إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبَيِّنْهَا لَنَا حَتَّى مَاتَ، فَدَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُمْ إسناده ضعيف لانقطاعه الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب

১৩১. শা'বী বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী! আমরা (অনেক কিছুই) জানি না। আমরা হয়তো তোমাদেরকে এমন বিষয়ে আদেশ করে ফেলি, যা তোমাদের জন্য হালাল নয়। আবার এমন সব বস্তু হয়তো তোমাদের উপর হারাম ঘোষণা করি, যা মূলত তোমাদের জন্য হালাল। আর কুরআনের সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত হল, সুদ সংক্রান্ত আয়াত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত তা (তোমরা যেসকল বিষয়ে প্রশ্ন কর, তার সমস্ত বিষয়) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যাননি। ফলে যা তোমাদেরকে সন্দেহে ফেলে তা পরিত্যাগ করে যা সন্দেহে ফেলে না, তা গ্রহণ করো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। শা'বী উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত পাননি। এজন্য এর সনদে ইনক্বিতা' (বিচ্ছিন্নতা) থাকায় এটি যঈফ। (তবে সহীহ বুখারীতে ইবনু আব্বাস থেকে সর্বশেষ আয়াত সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত রয়েছে , সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং- ৪৫৪৪।- ফাতহুল মান্নান।) তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ৩/১১৪; (ইবনু মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, নং ২২৭৬ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যেব, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে (আলবানী এর সনদকে সহীহ বলেছেন ; বুখারী, তা'লিক হিসেবে - ফাতহুল মান্নান, অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা দ্র:- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২)

أَخْبَرَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ إِبْرَاهِيمَ، فَاسْتَقْبَلَنِي حَمَّادٌ، «فَحَمَّلَنِي ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، مَسَائِلَ. فَسَأَلْتُهُ، فَأَجَابَنِي عَنْ أَرْبَعٍ وَتَرَكَ أَرْبَعًا إسناده ضعيف لضعف عم عبد الله بن إدريس وهو داود بن يزيد الأودي

১৩২. ইবনু ইদরীস তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম এর নিকট থেকে বের হয়ে এলাম। তখন হাম্মাদ আমার সাথে সাক্ষাত করে আমার উপর আটটি বিষয়ে প্রশ্ন (মাস'আলা) চাপিয়ে দিলেন। ফলে আমি তাঁকে (ইবরাহীমকে) (সেই মাস'আলাগুলো সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। আর তিনি চারটি মাস'আলার জবাব দিলেন এবং চারটি মাস'আলা উপেক্ষা করলেন (জবাব দিলেন না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদ যঈফ। আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীসের চাচা দাউদ ইবনু ইয়াযীদ আল আউদী যঈফ। তাখরীজ: আমি আর কোথাও এ হাদীসটি খুঁজে পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: مَا سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ

১৩৩. যুবাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখনই ইবরাহীমকে কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেছি, তখনই তার চেহারায় অপছন্দনীয়-ভাব লক্ষ্য করেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদ সহীহ। তাখরীজ: মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/৬০৫; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/২২০, সনদ সহীহ;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَا عِلْمَ لِي بِهِ مِنَ الشَّعْبِيِّ إسناده صحيح

১৩৪. উমার ইবনু আবী যায়িদাহ বলেন, কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'এ বিষয়ে আমার জানা নাই'-এ কথাটি শা'বী'র চেয়ে অপর কোন ব্যক্তিকে এত অধিকবার বলতে শুনিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৬/১৭৪;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، - قَالَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ - قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا جَاءَهُ شَيْءٌ اتَّقَى. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ، وَيَقُولُ، وَيَقُولُ ". قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: كَانَ الشَّعْبِيُّ فِي هَذَا أَحْسَنَ حَالًا عِنْدَ ابْنِ عَوْنٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إسناده صحيح

১৩৫. ইবনু আউন থেকে বর্ণিত, আমি তাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: শা'বী'র নিকট কোন বিষয় (সম্পর্কে প্রশ্ন) আসলে, তিনি বিরত থাকতেন। আর ইবরাহীম (জবাবে) বলতেই থাকতেন, আর বলতেই থাকতেন আর বলতেই থাকতেন (জবাব দিয়েই যেতেন)। আবু আসিম (বর্ণনাকারী) বলেন, এ বিষয়ে ইবরাহীমের চেয়ে শা'বী'র অবস্থা-ই ইবনু আউনের নিকট অধিক উত্তম ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু যুর'আহ, আত তারীখ নং ২০০৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَنبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَا لَكَ لَا تَقُولُ فِي الطَّلَاقِ شَيْئًا؟ قَالَ: مَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ، وَلَكِنِّي «أَكْرَهُ أَنْ أُحِلَّ حَرَامًا، أَوْ أُحَرِّمَ حَلَالًا إسناده صحيح

১৩৬. জাফর ইবনু ইয়াস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনু জুবাইরকে বললাম, আপনার কী হয়েছে, আপনি যে তালাক সম্বন্ধে কিছুই বলেন না? তিনি বললেন, এ (তালাকের) ব্যাপারে এমন কোন বিষয় নেই যা আমি (পূর্ববর্তীদেরকে) জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু, আমি অপছন্দ করি (এই আশংকায়) যে, (না জানি হয়তো) আমি কোন হারাম বিষয়কে হালাল বলে ফতওয়া দিয়ে ফেলি কিংবা কোন হালাল বিষয়কে হারাম বলে ফতওয়া দিয়ে ফেলি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি অন্য কোথায় পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، «وَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ

يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ فُتْيَا إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا إسناده صحيح

১৩৭. আতা ইবনু সায়িব বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি এই মসজিদে একশত বিশ জন আনসার সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাদের কেউ হাদীস বর্ণনা করতে গেলে প্রত্যেকেই চাইতেন যে, তাঁর ভাই (অপর সাহাবী) হাদীস বর্ণনা করুক, যাতে তাঁর আর বর্ণনার প্রয়োজন না পড়ে। আবার তাদের নিকট ফতওয়া চাওয়া হলেও তাদের প্রত্যেকেই চাইতেন যে, তাঁর ভাই (অপর সাহাবী) ফাতাওয়া প্রদান করুক, যাতে তাঁর আর ফতোয়া দেওয়ার প্রয়োজন না পড়ে।।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, তাবাকাত ৬/৭৪, ৭৫ সনদ সহীহ; আবু যুর'আহ, আত তারীখ নং ২০৩১; ইবনুল মুবারাক, আয যুহদ নং ৫৮; ইবনুল আব্দুল বারর, জামি' বয়ানিল ইলম নং ১৯৪৪, ১৯৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮)

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ إِذَا سُئِلْتُمْ؟ قَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ وَقَعْتَ، كَانَ " إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ، قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَفْتِهِمْ، فَلَا يَزَالُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْأَوَّلِ إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش وداود هو ابن أبي هند

১৩৮. দাউদ রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শা'বী রাহি.কে জিজ্ঞাসা করেছি, আপনাদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে, আপনারা কীরূপ করতেন? তিনি বলেন, তুমি অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপরই এসে পড়েছ। যখন কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা হত, তখন তিনি তাঁর সাথীকে বলতেন, আপনি তাদেরকে ফতওয়া দিন। ফলে (সবাইকে জিজ্ঞাসা শেষ করে) প্রথম জনের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: إِنَّ الْعَالِمَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَلْيَطْلُبْ لِنَفْسِهِ الْمَخْرَجَ إسناده صحيح إلى ابن المنكدر

১৩৯. ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় একজন আলিম আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যবর্তী বিষয়াবলীতে প্রবেশ করে। ফলে সে যেন নিজের জন্য (তা থেকে) বের হওয়ার পথ খুঁজে নেয়।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইবনুল মুনকাদির পর্যন্ত সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/১৫৩; খতীব, ফকীহ ওয়াল মুতাফকিহ নং ১০৮৮-১০৮৯ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيَّ مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِتَابًا، فَحَلَفَ لِي بِاللَّهِ أَنَّهُ خَطُّ أَبِيهِ، فَإِذَا فِيهِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ عَلَى الْمُتَنَطِّعِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنِّي لَأَرَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ أَشَدَّ خَوْفًا عَلَيْهِمْ أَوْ لَهُمْ إسناده صحيح

১৪০. মিস’আর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মা’ন ইবনু আব্দুর রহমান আমার নিকট একটি কিতাব বের করে আনলেন, তারপর আল্লাহর নামে কসম করে বললেন, এটি তার পিতার হাতের লেখা। সেখানে লেখা ছিল, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, ‘দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জনকারী (নিজের উপর কঠোরতাকারী)’-দের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক কঠোর আমি আর কাউকে দেখিনি। অনুরূপভাবে তাদের বিরুদ্ধে আবু বকরের চেয়ে কঠোর আর কাউকে দেখিনি। আর তাদের বিরুদ্ধে কিংবা তাদের জন্য উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়ে ভয়ংকর কাউকে দেখিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ৯/৫০ নং ৬৪৮০; আবী ইয়ালা আল মুসনাদ ৮/৪৩৮ নং ৫০২২; তাবারাণী, মু’জামুল কাবীর ১০/২১৬ নং ১০৩৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ أَوْصِنِي. فَقَالَ: نَعَمْ، عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالِاسْتِقَامَةِ، اتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ إسناده ضعيف لضعف زمعة

১৪১. উছমান ইবনু হাযির আল-আযদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র নিকট প্রবেশ করে তাঁকে বললাম, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, শোন। তুমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আর (দ্বীনে) অবিচল থাকবে। আর ইত্তিবা বা অনুসরণ করবে আর কখনো নতুন কিছু উদ্ভাবন (বিদ'আত) করবে না ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, এর রাবী যাম'আহ যঈফ। (তবে মারওয়াযী, তার আস সুন্নাহ নং ৮৩ তে এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।) তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ, ১/৩৩৭ নং ২০০, ২০৬,২৩৩; ইবনু আবী যামনীন, উসুলুস সুন্নাহ নং ১২; খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/১৭৩; ইবনু ওয়াদা, আল বিদা'আ ওয়ান নিহায়া আনহা, পৃ. ২৫; অপর সনদে মারওয়াযী, আস সুন্নাহ নং ৮৩-তে ইবনু আব্বাস হতে হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২)

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَابِرٍ، أَنبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ مَا كَانَ عَلَى الْأَثَرِ إسناده صحيح

১৪২. ইবনু সীরীন বলেন, তারা (তাবিঈদের সময়কার লোকেরা) মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লোক হাদীসের উপর আমল করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (সঠিক) পথেই থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, নং ১৭৭৮-১৭৭৯; সুয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাহ পৃ: ২৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩)

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «مَا دَامَ عَلَى الْأَثَرِ فَهُوَ عَلَى الطَّرِيقِ إسناده صحيح

১৪৩. ইবনু সীরীন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত (কোন লোক) হাদীসের উপর আমল করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সঠিক পথেই থাকবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ; পুর্বের হাদীসের অনুরূপ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يَذْهَبَ أَهْلُهُ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، وَالتَّعَمُّقَ، وَالْبِدَعَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ رجاله ثقات غير أنه منقطع أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك عبد الله بن مسعود

১৪৪. আবু কিলাবা হতে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তোমরা তা শিখে নাও। আর ইলম উঠে যাওয়া অর্থ হলো আহলে ইলম বা জ্ঞানীদের মৃত্যু হওয়া। তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের উপর) কঠোরতা করা, গভীরে প্রবেশ (চুলচেরা বিশ্লেষণ) করা এবং নতুন বিষয় উদ্ভাবন (বিদ’আত) থেকে সাবধান থাকবে। আর প্রাচীনদের (পদ্ধতি তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মহান সাহাবীদের [1]) কে আঁকড়ে থাকবে।[2]

[1] ফতহুল মান্নান, অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা দ্র: [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তবে এতে ‘ইনক্বিতা’ (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। আবী কিলাবাহ ইবনু মাসউদের সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩২৪ নং ১৬৮; সূয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাহ’, পৃ: ৩০ এ একে বাইহাকীর মাদখাল-এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ، عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ أَوْ يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ

أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ إسناده ضعيف لانقطاعه أبو قلابة لم يدرك ابن مسعود

১৪৫. আবী কিলাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তোমরা তা অর্জন করবে। আর ইলম উঠে যাওয়া অর্থ হলো আহলে ইলম বা জ্ঞানীদের মৃত্যু হওয়া। তোমরা অবশ্যই ইলম অর্জন করবে। কেননা, তোমরা কেউ জানো না, কখন তোমার এ ইলমের প্রয়োজন হবে, অথবা কোন সময় তোমাদের নিকট রক্ষিত (এ ইলমের) প্রয়োজনীয়তা (অন্যদের নিকট) অনুভূত হবে। অচিরেই তোমরা এমন কিছু লোকের সাক্ষাত পাবে যাদের ধারণা, তারা তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকেই আহ্বান করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা একে (কিতাবকে) তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে। সুতরাং তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হল ইলম অর্জন করা। আর তোমরা নতুন বিষয় উদ্ভাবন (বিদ'আত) থেকে বেঁচে থাকবে। তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের উপর) কঠোরতা আরোপ করা থেকে বেঁচে থাকবে, এবং কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ (চুলচেরা বিশ্লেষণ) থেকেও বেঁচে থাকবে। তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হল, প্রাচীনদের (সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সুন্নাতে সাহাবা)-কে আঁকড়ে থাকা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে 'ইনক্বিতা' (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। আবী কিলাবাহ ইবনু মাসউদের সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩২৪ নং ১৬৯; মা'মার, জামি' নং ২০৪৬৫; তাবারাণী, আল কাবীর ৯/১৮৯ নং ৮৮৪৫; মারওয়াযী, আস সুন্নাহ নং ৮৫; লালিকাই, শারহু উসুলুল ই'তিকাদ নং ১০৮; ইবনু ওয়াদা, আল বিদ'আ, পৃ. ২৫;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ صَبِيغٌ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِينَ النَّخْلِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَبِيغٌ، فَأَخَذَ عُمَرُ عُرْجُونًا مِنْ تِلْكَ الْعَرَاجِينِ، فَضَرَبَهُ وَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ، «فَجَعَلَ لَهُ ضَرْبًا حَتَّى دَمِيَ رَأْسُهُ،» فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، حَسْبُكَ، قَدْ ذَهَبَ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ فِي رَأْسِي رجاله ثقات غير أنه منقطع سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب

১৪৬. সুলাইমান ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘সুবাইগ’ নামে এক ব্যক্তি মদীনাতে এসে কুরআনের মুতাশাবিহা (অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক) আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে ডাকতে লোক পাঠালেন এবং এদিকে তিনি খেজুরের কয়েকটি ডাল তার জন্য প্রস্তুত করে রাখলেন। (সে আসলে) তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি আল্লাহর বান্দা সুবাইগ। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কেটে রাখা খেজুরের ডালগুলো হতে একটি ডাল নিয়ে তাকে পিটাতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহর বান্দা উমার। তিনি তাকে এভাবে পিটাতে থাকলেন। ফলে তার মাথা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল। তখন সে বলল, হে আমীরুল মু’মিনীন, আপনি যথেষ্ট করেছেন। আমার মাথায় যা চেপেছিল, তা দূর হয়ে গেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** রাবীগণ বিশ্বস্ত। কিন্তু এ সনদে ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। সুলায়মান ইবনু ইয়াসার উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ: আজুরী, আশ শরীয়াহ, পৃ. ৭৫; দেখুন, পরবর্তী ১৫০ নং হাদীস।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) [آل عمران: 7]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاحْذَرُوهُمْ حديث متفق عليه

১৪৭. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

অর্থঃ তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সুস্পষ্ট অকাট্য আয়াতসমূহ রয়েছে-ওগুলো গ্রন্থের মূল এ ব্যতীত কতিপয় আয়াত অস্পষ্ট; (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৭)

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ‘তোমরা যে সকল লোকদেরকে কুরআনের মুতাশাবিহা আয়াতসমূহের পেছনে ছুটতে দেখবে,তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত। (মুহাক্কিক্ব বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটির কোন হুকুমই উল্লেখ করেননি। কেনন, বুখারী-মুসলিমের সকল হাদীস সহীহ হওয়ার বিষয়ে সকল যুগে সকল বিশেষজ্ঞ আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন।- অনুবাদক) তাখরীজ: বুখারী, আস সহীহ, কিতাবুত তাফসীর, ৪৫৪৭; মুসলিম, আস সহীহ, কিতাবুল ইলম ২৬৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُحِلَّ لَكَ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، أَوْ أُحَرِّمَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إسناده صحيح

১৪৮. শাকীক রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন, আমি অবশ্যই অপছন্দ করি যে, আল্লাহ তোমার উপর যা হারাম করেছেন, আমি তোমার জন্য তা হালাল ঘোষণা করে ফেলি। কিংবা আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন, আমি তোমার জন্য তা হারাম করে ফেলি।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এ হাদীসটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও আমি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «لَأَنْ أَرُدَّهُ بِعِيِّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّفَ لَهُ مَا لَا أَعْلَمُ

১৪৯. ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান বলেন, আমি যা জানি না তা (জানার) ভান করার চেয়ে আমার অজ্ঞতা বা (জবাব দিতে) অক্ষমতার দরূণ তাকে ফিরিয়ে দেয়াটাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আলফাসওয়ী, আল মা’রিফাত ওয়াত তারীখ ২/৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ صَبِيغًا الْعِرَاقِيَّ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قَدِمَ مِصْرَ، فَبَعَثَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا أَتَاهُ الرَّسُولُ بِالْكِتَابِ فَقَرَأَهُ فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: فِي الرَّحْلِ، قَالَ عُمَرُ: «أَبْصِرْ أَنْ يكون ذَهَبَ فَتُصِيبَكَ مِنِّي بِهِ الْعُقُوبَةُ الْمُوجِعَةُ»، فَأَتَاهُ بِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «تَسْأَلُ مُحْدَثَةً»، فأَرْسلَ عُمَرُ إِلَى رَطَائِبَ مِنْ جَرِيدٍ، " فَضَرَبَهُ بِهَا حَتَّى تَرَكَ ظَهْرَهُ دَبِرَةً، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرَأَ، ثُمَّ عَادَ لَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرَأَ، فَدَعَا بِهِ لِيَعُودَ لَهُ، قَالَ: فقالَ صَبِيغٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ قَتْلِي، فَاقْتُلْنِي قَتْلًا جَمِيلًا، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُدَاوِيَنِي، فَقَدْ وَاللَّهِ بَرَأْتُ، فَأَذِنَ لَهُ إِلَى أَرْضِهِ، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ لَا يُجَالِسَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ: أَنْ قَدْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ ائْذَنْ لِلنَّاسِ بِمُجَالَسَتِهِ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح

১৫০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মুক্তদাস নাফি’ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুবাইগ আল ইরাকী মুসলিম সৈন্যদের মাঝে কুরআনের কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকে। অবশেষে সে মিশরে পৌঁছে যায়। তখন আমর ইবনুল ’আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট তাকে পাঠিয়ে দেন (দূত মারফত চিঠিসহ)। যখন দূত চিঠি নিয়ে তাঁর নিকট এলো, তখন তিনি চিঠিটি পাঠ করে বললেন, লোকটি কোথায়? দূত বলল, সে বাহনের উপর আছে। ‘উমার বললেন, দেখো, সে যেন আবার পালিয়ে না যায়। তেমন হলে তার জন্য তোমার উপর আমার পক্ষ থেকে বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। ফলে দূত তাকে নিয়ে আসল। তখন উমার বললেন: তুমি (দেখছি) নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছো। তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠালেন খেজুরের ডাল নিয়ে আসার জন্য। সেই ডাল দিয়ে তিনি তাকে পেটাতে লাগলেন এমনকি তার পিঠ ঘায়েল করে ছাড়লেন। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন। যখন সে সুস্থ হল, তখন তিনি আবার তাকে পেটালেন। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর যখন সে সুস্থ হল, তখন আবার তাকে মারার জন্য ডাকলেন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন সুবাইগ বলল, আপনি যদি আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেন, তবে সুন্দরভাবে আমাকে হত্যা করুন। আর যদি আপনি আমার রোগমুক্তি কামনা করেন, তাহলে, আল্লাহর কসম আমি রোগমুক্তি লাভ করেছি। তখন তাকে তার দেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল

এবং আবু মুসা আল আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট তিনি লিখে পাঠালেন যে, তার নিকট যেন কোন মুসলিমকে বসতে দেয়া না হয়। ফলে লোকটির নিকট তা অত্যন্ত কঠিন ঠেকলো। তখন আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট লিখে পাঠালেন যে, সে উত্তম তাওবা করেছে। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখে পাঠালেন যে, এখন লোকদেরকে যেন তার নিকট বসার অনুমতি দেয়া হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ যঈফ। এছাড়া এতে 'ইনক্বিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ, নাফি' উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাক্ষাত পাননি। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: ইবনু ওয়াদাহ, আল বিদ'আ, পৃ: ৫৬; আজুরী, আশ শরিয়াহ পৃ. ৭৫; পূর্বে ১৪৬ নং আছারটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: اسْتَفْتَى رَجُلٌ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، مَا تَقُولُ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «يَا بُنَيَّ، أَكَانَ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «أَمَّا لَا»، فَأَجِّلْنِي حَتَّى يَكُونَ، فَنُعَالِجَ أَنْفُسَنَا حَتَّى نُخْبِرَكَ إسناده ضعيف لانقطاعه عامر الشعبي لم يدرك أبي بن كعب

১৫১. আমির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এক ব্যক্তি উবাই ইবনু কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ফতোয়া চাইলো। অতঃপর বললো, হে আবুল মুনযির! আপনি এই এই বিষয়ে কী বলেন? তিনি বললেন, বেটা! তুমি আমাকে যেই বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ, সেটা কি ঘটেছে? সে বললো, না। তিনি বললেন, যদি না-ই ঘটে, তবে তা ঘটা পর্যন্ত সে ব্যাপারে আমাকে (জিজ্ঞেস করা) স্থগিত রাখ। যখন তা ঘটবে, তখন আমরা সমস্যাটি নিয়ে নিজেরা কথা বলব, যাতে আমরা তোমাদেরকে জানাতে পারি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদ যঈফ, 'ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার কারণে। আমির শা'বী উবাই ইবনু কা'ব-এর সাক্ষাত পাননি। (তবে অপর সনদে উবাই রা: এর পরবর্তী আছারটি সহীহ-অনুবাদক।) তাখরীজ: পরবর্তী হাদীসের টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ فَتًى: مَا تَقُولُ يَا عَمَّاهُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَكَانَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَعْفِنَا حَتَّى يَكُونَ إسناده صحيح

১৫২. মাসরূক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হাঁটছিলাম। তখন একজন যুবক বলল, হে চাচা! এই এই বিষয়ে আপনার মতামত কী? তখন তিনি বলেন, হে ভাতিজা! এটা কি ঘটেছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, সেটা না ঘটা পর্যন্ত তা থেকে আমাদেরকে অব্যাহতি দাও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম, নং ৭৬; খতীব, ফাকিহ ওয়াল মুতাফাকিহ ২/৮; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ১/৪০৮; ইবনু আব্দুল বাররাহ, জামিই' বয়ানুল ইলম, নং ১৬০৪, সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ «إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُجِبْ فِيهِ إِلَّا جَوَابَ الَّذِي سُئِلَ عَنْهُ إسناده صحيح

১৫৩. আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীমকে যখন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হত, তখন তিনি কেবলমাত্র সেই কথাটারই জবাব দিতেন যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো (এর অতিরিক্ত কোন কথা বলতেন না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/২১৯-২২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪)

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَانَ «لَا يُفْتِي فِي الْفَرْجِ بِشَيْءٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ إسناده صحيح

১৫৪. হিশাম বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে বর্ণিত, তিনি লজ্জাস্থান (হালাল-হারাম হওয়ার) বিষয়ে (অর্থাৎ বিয়ে ও তালাকের বিষয়ে), যাতে ইখতিলাফ বা মতভেদ রয়েছে, এ রকম কোন বিষয়ে কোন ফতওয়া দিতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোন তাখরীজ দেননি।- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لِي: كَانَ هَذَا؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: آللَّهِ. قُلْتُ آللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا أَخْبَرُونَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ «لَا تَعْجَلُوا بِالْبَلَاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ، فَيُذْهَبُ بِكُمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَعْجَلُوا بِالْبَلَاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ، لَمْ يَنْفَكَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ إِذَا سُئِلَ، سُدِّدَ،» وَإِذَا قَالَ، وُفِّقَ إسناده صحيح

১৫৫. সালত ইবনু রাশিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাউসকে একটি মাস'আলা জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, এটা কি ঘটেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ।
তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! আমিও বললাম, আল্লাহর কসম! তারপর তিনি বললেন: আমাদের সাথীগণ মু'আয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আমাদেরকে বলেছেন যে, তিনি বলেন: হে মানবমণ্ডলী! বালা'-মুসীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে তোমরা তা নিয়ে তাড়াহুড়া করনা। (যদি কর) তবে এইখানে এইখানে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। যদি কোন বালা-মুসিবত আসার পূর্বে তা নিয়ে তোমরা তাড়াহুড়া না কর, তাহলে মুসলিমদের মাঝে সর্বদা এমন ব্যক্তিবর্গ থাকবে যাদেরকে যখন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে তখন তাকে সঠিক পথ দেখানো হবে (সঠিক উত্তর দিবে) আর যখন সে কথা বলবে তখন তাকে সঠিক কথা বলার তাওফীক দেয়া হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩৯৬ নং ২৯৩; ১১৮ নং হাদীসে এর পূর্ণ তাখরীজ দেয়া হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، - سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانَانِ - فَقَالَ: أَكَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَعْدُ، قَالَ: «اتْرُكْ بَلِيَّتَهُ حَتَّى تَنْزِلَ»، قَالَ: فَدَلَّسْنَا لَهُ رَجُلًا، فَقَالَ: قَدْ كَانَ، فَقَالَ: يُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ إسناده صحيح

১৫৬. আমর ইবনু মাইমুনের পিতা ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে ব্যক্তি দুই রমাযান মাসই পায় (অর্থাৎ লাগাতার দুই রমাযান রোযা রাখেনি অথবা এক রমযানের রোযা কাযা অবস্থায় আরেক রমযান এসে যায়)। তিনি তখন বললেন, এটা কি সংঘটিত হয়েছে, নাকি হবে? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এটি এখনও ঘটেনি। তিনি বলেন, কোন বিপদ বা পরীক্ষা আপতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত (সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা) পরিহার করবে। (মাইমুন বলেন) আমরা মিছামিছি এক ব্যক্তিকে সাজিয়ে তার নিকট নিয়ে এলাম। সে এসে বলল, তা ঘটেছে। তখন তার জবাবে তিনি বললেন: দু' রমযানের প্রথম রমযান মাসের কাফফারা হিসাবে ত্রিশজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াবে। অর্থাৎ প্রতিদিনের জন্য একজন করে মিসকীনকে খাওয়াবে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, সিয়াম ৪/২৫৩; আব্দুর রাযযাক, আল মুছান্নাফ ৪/২৩৬ নং ৭৬২৮। এর শাহিদ রয়েছে আবূ হুরাইরা রা: হতে সহীহ সনদে, দেখুন, সুনানে দারুকুতনী ২/১৯৬ ও পরবর্তীগুলি; নববী, আল মাজমু' ৬/৩৬৩-৩৬৪; আলমুগনী ৩/৮৩-৮৪ এবং মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ৬/৩০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُنْتُ أَجْلِسُ بِمَكَّةَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَوْمًا، وَإِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمًا، فَمَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ فِيمَا يُسْأَلُ: " لَا عِلْمَ لِي، أَكْثَرُ مِمَّا يُفْتِي بِهِ إسناده حسن

১৫৭. উবাইদ ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় একদিন ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট বসতাম, আর অন্যদিন বসতাম ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট। ইবনু উমারকে যেসকল বিষয় জিজ্ঞাসা করা হত, তার মধ্যে তিনি যে কয়টি বিষয়ে ফতোয়া দিতেন, তার চেয়ে অধিক সংখ্যক বিষয়ে বলতেন, এ বিষয়ে আমার জানা নেই।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: দেখুন, খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৭২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «تَعَلَّمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يُخْتَلَفُ إِلَيْهِ إسناده صحيح

১৫৮. আবী ওয়াইল থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। কেননা, তোমরা জান না, কোন্ সময় (বিভিন্ন প্রান্ত থেকে) লোকেরা তোমার নিকট (জ্ঞান অন্বেষণ করতে) আসবে।[1]

[1] তাহক্বীক: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানুল ইলম, ১/৩৬৭ নং ৫১০; আবু খায়ছামা, আল ইলম, নং ৮। আরো দেখুন, হাদীস ১৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا، أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ إسناده معضل عبيد الله بن أبي جعفر ما عرفنا له رواية عن الصحابة فيما نعلم

১৫৯. উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ জা'ফর থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের ফতওয়া প্রদানের বিষয়ে অধিক দুঃসাহসীগণ জাহান্নামের (যাওয়ার) জন্যও অধিক দুঃসাহসী।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু'দাল (এর সনদ থেকে দু'ই বা ততোধিক রাবীর নাম বাদ পড়েছে); কোন সাহাবী থেকে উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী জা'ফরের কোন বর্ণনা আমাদের জানা নেই। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: কাশফুল খফা নং ১১৩; আসনাল মাতালিব, নং ৫৪; জামি' বায়ানুল ইলম, ২/৮১৬,৮১৭, ৮৪৮ নং ১৫২৫, ১৫২৬, ১৫৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: " مَنْ أَحْدَثَ رَأْيًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَدْرِ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ، إِذَا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إسناده صحيح إذا كان عبدة سمعه من ابن عباس

১৬০. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন মত-পথ উদ্ভাবন করল বা পোষণ করলো যা আল্লাহর কিতাবে নেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামের সুন্নাতে আসেনি, তাহলে যখন সে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা'র সাথে (কিয়ামতের দিন) সাক্ষাৎ করবে, সেদিন সে জানতেও পারবে না, সে কোন্ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত (দীনের অনুসারী) ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ, যদি উবাদাহ ইবনু আব্বাস থেকে কিছু শুনে থাকে। তাখরীজ: ইবনু ওয়াদাহ, আল বিদ'আ নং ৯৪; ইবনু হাযম, আল আহকাম ৬/৭৮২; বাইহাকী, আল মাদখাল ১৯০; খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ১/১৮৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا مَنْ غَيْرِ ثَبْتٍ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مِنْ أَفْتَاهُ إسناده حسن إذا كان بكر بن عمرو سمعه من أبي عثمان

১৬১. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন ফতওয়া দিল যা (দলীল-প্রমাণ দ্বারা) সাব্যস্ত নয়, তাহলে ভুল ফতওয়া দানের পাপ ফতওয়া দানকারীর উপরই বর্তাবে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, যখন বাকর ইবনু আমর (এ হাদীসের একজন রাবী) আবী উছমান থেকে কিছু শ্রবণ করে থাকেন। তাখরীজ: আবু দাউদ, ৩৬৫৭; বুখারী, আদাবুল মুফরাদ ২৫৯; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/১৭১; হাকিম ১/১২৬; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/১৫৫; বাইহাকী, আদাবুল কাযী ১০/১১২; হাকিম ও যাহাবী একে বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। তবে আমি

বলছি: এটি বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ নয়, বরং এর রাবী মুসলিম ইবনু ইয়াসার হতে ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমের মুকদ্দমায় এর শাহীদ নিয়ে এসেছেন। ইবনু হাযম, আল আহকাম ৬/১০২১ ইবনু আব্বাস হতে, সনদ সহীহ; আহমদ ২/৩২১, সনদ হাসান, (এছাড়াও শাইখ এর অনেকগুলো সনদ তাখরীজ করেছেন-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: «مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا يُعَمَّى عنهَا، فَإِثْمُهَا عَلَيْهِ إسناده صحيح

১৬২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে অজ্ঞ হয়েও সে বিষয়ে ফতওয়া প্রদান করে, তবে এই ভুল ফতওয়ার পাপ তার উপরই বর্তাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। ‘لم يهتد اليها يعمى عليها অর্থ (এর সঠিক সীমা না জেনেই)। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি বায়ানুল ইলম, নং ১৬২৬, ১৬২৭, ১৮৯২; খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৫৫;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ، قَضَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ، وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةً، قَضَى بِهِ، فَإِنْ أَعْيَاهُ، خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ: «أَتَانِي كَذَا وَكَذَا، فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ؟» فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَضَاءً. فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَلَى نَبِيِّنَا.» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَمَعَ رُءُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَمْرٍ، قَضَى بِهِ رجاله ثقات غير أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر فالإسناد منقطع

১৬৩. মাইমুন ইবনু মিহরান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট কোনো বিচার-বিসম্বাদ এসে পৌঁছলে তিনি প্রথমে আল্লাহর কিতাবে (এর হুকুম খুঁজে) দেখতেন। তাদের মধ্যকার বিবাদমান বিষয়টি সেখানে পেয়ে গেলে তিনি সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফায়সালা করতেন। আর তা যদি কিতাবে না থাকত, আর এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত তাঁর জানা থাকত, তবে তিনি সে অনুযায়ী এর ফায়সালা করতেন। আর যদি তিনি এতে (এ বিষয়ে সুন্নাত জানতে) ব্যর্থ হতেন, তবে তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করার জন্য বেরিয়ে পড়তেন। তিনি বলতেন: ‘আমার নিকট এমন এমন বিচার-বিসম্বাদ এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে কিভাবে ফায়সালা করেছেন, তা তোমরা জানো কি? তখন লোকেরা দলে দলে তার নিকট একত্রিত হতেন এবং তাদের প্রত্যেকেই উল্লিখিত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রায় বর্ণনা করতেন। তখন আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন: ‘আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের মাঝ থেকে এমন ব্যক্তি তৈরি করেছেন, যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে (তাঁর হাদীস) সংরক্ষণ করেছেন। আর যদি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত থেকে এ বিষয়ে কোনো ফায়সালা পেতে ব্যর্থ হতেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যখন তারা সকলে একটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতেন, তখন তিনি তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত বা রায় দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু মাইমুন ইবনু মিহরান আবু বাকরের সাক্ষাত পাননি। ফলে এ সনদ বিচ্ছিন্ন। তাখরীজ: বাইহাকী, আদাবুল কাযী ১০/১১৪;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ عَلَيْهَا صِيَامٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا؟ قَالَ: فَعَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَعَنْ عُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا. فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا». قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْيِي

إسناده صحيح

১৬৪. আবু সুহাইল রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্ত্রীর উপর মাসজিদুল হারামে তিনদিনের জন্য মানতের ই'তিকাফ রয়ে গিয়েছিল। যখন আমি (এ বিষয়ে) উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তাঁর নিকট ইবনু শিহাব যুহুরী রাহিমাহুল্লাহও ছিলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, তার উপর কি সিয়ামও রয়েছে? তখন ইবনু শিহাব বললেন: সিয়াম ব্যতীত কোনো ই'তিকাফ হয় না।

তখন উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে (বর্ণনা করছেন)? তিনি বললেন, না। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি তাহলে আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে (বর্ণনা করছেন)? তিনি বললেন, না। তিনি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি তবে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে (বর্ণনা করছেন)? তিনি জবাবে বললেন, না। তিনি অনুরূপভাবে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি তবে উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে (বর্ণনা করছেন)? তিনি এর জবাবে আবারও বললেন, না।

তখন তিনি বললেন, আমার মত হল, (ই'তিকাফ করার জন্য) এ মহিলার উপর সিয়াম বাধ্যতামুলক নয়। তখন আমি বের হয়ে গেলাম এবং তাউস ও আতা ইবনু আবী রাবাহকে পেয়ে গেলাম। ফলে তাদের দু'জনকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলাম। তাউস বললেন: ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (ই'তিকাফের জন্য) এ ক্ষেত্রে তার উপর সিয়াম অপরিহার্য বলে মনে করতেন না, যদি না সে নিজের উপর তা ধার্য করে নেয়। তিনি বলেন, আতা বললেন, এটি আমারও মত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এ হাদীসটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি। তবে দেখুন, মুছান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ৩/৮৭; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ৬/৩৯৫-৩৯৬; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৪/৩৫৩-৩৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو سَلَمَةَ الْبَصْرَةَ، أَتَيْتُهُ أَنَا وَالْحَسَنُ فَقَالَ لِلْحَسَنِ: أَنْتَ الْحَسَنُ؟ «مَا كَانَ أَحَدٌ بِالْبَصْرَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ لِقَاءً مِنْكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفْتِي بِرَأْيِكَ، فَلَا تُفْتِ بِرَأْيِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كِتَابٌ مُنْزَلٌ رجاله ثقات غير أن أبا عقيل بشير بن عقبة لم يذكر فيمن سمعوا سعيد بن إياس الجريري قبل الاختلاط

১৬৫, আবু নাদ্বরাহ্ বলেন, আবু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন বসরায় এলেন, তখন আমি এবং হাসান তাঁর নিকট এলাম। তিনি হাসানকে বললেন, তুমিই হাসান? বসরায় এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার সাথে সাক্ষাৎ করা আমার নিকট তোমার সাথে সাক্ষাৎ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এর কারণ হল, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি তোমার আপন রায় (মতামত) দ্বারা ফাতওয়া প্রদান কর। (শোনো), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত কিংবা (আল্লাহর) নাযিলকৃত কিতাবের দলীল ব্যতীত তুমি কখনো তোমার নিজের রায় দ্বারা ফতওয়া দিও না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে সাঈদ ইবনু ইয়াস হতে যারা তার স্মৃতি গোলমাল হয়ে যাওয়ার পূর্বে শুনেছেন বলে বর্ণিত আছে, আবু উকাইল বাশীর ইবনু উকবাহকে তাদের মধ্যে উল্লেখ করা হয় না। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ নং ১০৭১; সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৬)

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَقِيَهُ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ إِنَّكَ مِنْ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ فَلَا تُفْتِ إِلَّا بِقُرْآنٍ نَاطِقٍ، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ، هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ

إسناده حسن

১৬৬. জাবির বিন যায়িদ থেকে বর্ণিত, তাওয়াফ করার সময় ইবনু উমার তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, অতঃপর বললেন, ওহে আবূ শা'ছা'! নিশ্চয়ই তুমি বসরার ফকীহদের (প্রজ্ঞাবানদের) একজন। ফলে ফয়সালাকারী কুরআন কিংবা বিগত কোন সুন্নাত ব্যতীত তুমি ফতওয়া দিও না। আর যদি তুমি তা কর (কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত ফতওয়া দাও), তবে তুমি নিজেও ধ্বংস হবে এবং (অন্যদেরকেও) ধ্বংস করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: বুখারী, আত তারীখ ২/২০৪; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/১৮৩ ও ২/১৬৩; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/৮৬;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا

هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّرَ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، «فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، وَلَا يَقُلْ إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أُرَى، فَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَالْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

১৬৭. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উপর এক যামানা এসেছিল, যখন আমরা কোন ফায়সালা বা সমাধান দিতাম না, আর সে অবস্থাও আমাদের ছিল না। এরপর মহান আল্লাহ এ বিষয়টি নির্ধারণ করলেন এবং আমাদেরকে সেই অবস্থায় পৌঁছে দিলেন, যেখানে তোমরা আজকে আমাদেরকে দেখছ। কাজেই আজকের পর থেকে কারো নিকট এমন কোন মুকাদ্দমা-বিবাদ উত্থাপিত হলে সে যেন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা'-এর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে। আর তার নিকট যদি এমন কোন বিবাদ আসে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তবে সে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফায়সালা দ্বারা ফায়সালা করে। আর যদি তার নিকট এমন কিছু আসে, যা আল্লাহর কিতাবেও নেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সে ব্যাপারে কোন ফায়সালা দেননি, তবে সে বিষয়ে সে সলিহীন (নেককার)দের ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা দেবে। 'আমার ভয় হয়' বা 'আমি মনে করি'- এ জাতীয় কথা সে যেন না বলে। কেননা, হারাম স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং হালালও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ। সুতরাং তোমাকে যা সন্দেহে পতিত করে, তা তুমি পরিত্যাগ করে সেই বিষয় অবলম্বন কর যা তোমাকে সন্দেহে পতিত করে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জায়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: নাসাঈ, আদাবুল কুযাত ৮/২৩০-২৩১; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/২০০-২০১; বাইহাকী, আদাবুল কাযী ১০/১১৫; ইবনু আব্দুল বাররা, জামিউ' বায়ানুল ইলম, ১৫৯৫, ১৫৯৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ، أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ إسناده صحيح

১৬৮. উবাইদুল্লাহ বিন আবু ইয়াযীদ বলেন, ইবনু আব্বাসকে যখন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করা হত, যদি তা কুরআনে থাকে, তবে তিনি তা জানিয়ে দিতেন। আর তা যদি কুরআনে না থাকে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত থাকে, তবে তাও তিনি জানিয়ে দিতেন। আর যা কুরআন-হাদীসে নাই, তবে আবু বকর ও উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সে বিষয়ে কিছু বর্ণিত আছে, তাও তিনি জানিয়ে দিতেন। আর তা (উল্লিখিত স্থানসমূহে) কোথাও-ই না থাকলে তিনি সে ব্যাপারে আপন মতামত ব্যক্ত করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: হাকিম, ১/১২৭; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/২০৩; বাইহাকী, আদাবুল কাযী ১০/১১৫; সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: " إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْفِتْكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ. فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تتأَخَّرَ، فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ

إسناده جيد

১৬৯. শুরাইহ থেকে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, ‘তোমার কাছে যদি এমন বিষয় আসে যা আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) রয়েছে, তবে সেই অনুযায়ী তুমি বিচার ফায়সালা করবে। কোন ব্যক্তি যেন তোমাকে তা থেকে (ডানে বামে) সরিয়ে না দেয়। আর যদি এমন বিষয় আসে যা আল্লাহর কিতাবে নেই তাহলে তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ দেখবে এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা করবে। আর যদি তোমার নিকট এমন বিষয় আসে যা আল্লাহর কিতাবেও নেই, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সুন্নাহও নেই, তাহলে দেখবে লোকেরা কোন্ বিষয়ের উপর ঐকমত্য পোষণ করছে, তুমি সেটি গ্রহণ করবে। আর যদি তোমার নিকট এমন বিষয় আসে যা আল্লাহর কিতাবেও নেই, সে বিষয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহও নেই, আর তোমার পূর্বে এ বিষয়ে কেউ কোন কথাই বলে যাননি, তবে তুমি দু'টি বিষয়ের যেকোন একটি গ্রহণ করতে পারো; যদি চাও তুমি আপন মতামতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে অগ্রসর হবে, তবে অগ্রসর হতে পারো। আর যদি তুমি চাও (এ ব্যাপারে আপন মতামত প্রদান করা হতে) তুমি বিষয়টি মুলতুবি রাখবে, তবে মুলতুবি রাখতেও পার। তবে মুলতুবি রাখাই তোমার জন্য কল্যাণকর হবে বলে আমি মনে করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: : বাইহাকী, আদাবুল কাযী ১০/১১৫; নাসাঈ, আদাবুল কুযাত ৮/২৩১; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাকিহ ১/১৯৯-২০১; ইবনু আব্দুল বাররা, জামিউ' বয়ানুল ইলম, ১৪৩৯; ইবনু হাযম, আল আহকাম ৬/১০০৫;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِي؟ " قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟». قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟. قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ إسناده ضعيف لانقطاعه

১৭০. মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে ইয়ামানে পাঠান, তখন বলেন: তোমার নিকট বিচার-বিসম্বাদ উত্থাপিত হলে তুমি কিভাবে তার বিচার-ফয়সালা করবে? মু'আয বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করব। তিনি বললেন, 'তা যদি আল্লাহর কিতাবে না থাকে?' তখন তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহতেও না থাকে?' তিনি জবাবে বললেন, তাহলে আমি আপন মতামতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করব, আমি অবহেলা করব না। তখন নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বুকে চাপড় মেরে বললেন, সেই আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি রাসূলুল্লাহ'র দূতকে এমন বিষয়ে তাওফীক দিয়েছেন, যা রাসূলুল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা এতে 'ইনক্বিত্বা' বা বিচ্ছিন্নতা

রয়েছে। তিরমিযী বলেন, ‘এ হাদীসটি এ সনদে ছাড়া অপর সনদে জানতে পারিনি, আর আমার নিকট এর সনদ ‘মুত্তাসিল’ (অবিচ্ছিন্ন) নয়।’ এছাড়া জাওযাকানী (আবাতীল ওয়াল মানাকীর, ১/১০৬) বলেন, এ হাদীস বাতিল। তাখরীজ: তায়ালিসী ১/২৮৬ নং ১৪৫২; ইবনু আবী শাইবা ১০/১৭৭ নং ৯১৪৯; আহমদ ৫/২৩০, ২৩৬, ২৪২; আবু দাউদ ৩৫৯৩; তিরমিযী ১৩২৮;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: أَحْسَبُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نُسْأَلُ، وَمَا نَحْنُ هُنَاكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْتُ مَا تَرَوْنَ. فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَانْظُرُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي أَخَافُ وَأَخْشَى، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

১৭১. হুরাইছ বিন জুহাইর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ধারণা, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমাদের জীবনে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হতাম না, আর সে অবস্থাও আমাদের ছিল না। এরপর মহান আল্লাহ (আমাদেরকে) এ অবস্থার যোগ্য করে তুললেন এবং সেই অবস্থায় পৌঁছে দিলেন, যেখানে তোমরা আজকে আমাকে দেখছ। কাজেই তোমাদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তোমরা আল্লাহ-এর কিতাবে তা খুঁজে দেখো। যদি বিষয়টি আল্লাহর কিতাবে (খুঁজে) না পাও, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম্-এর সুন্নাতে তা তালাশ কর। আর যদি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ’র সুন্নাতেও না পাও, তবে সে বিষয়ে মুসলিমগণের (সাহাবীদের) ইজমা (ঐকমত্য) তালাশ করবে। যদি সেই বিষয়ে মুসলিমগণের ইজমা না পাও, তবে কেবল তখনই তুমি তোমার আপন মতামতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতে পার। এমন বলো না যে, ‘আমি ভয় পাচ্ছি ও শংকিত হচ্ছি’। কেননা, হালাল স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং হারামও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ। সুতরাং তোমাকে যা সন্দেহে পতিত করে, তা তুমি পরিত্যাগ করে সেই বিষয় অবলম্বন কর যা তোমাকে সন্দেহে পতিত করে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জায়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/২০১। পূর্ণাঙ্গ তাখরীজের জন্য দেখুন পূর্বের হা/১৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ

১৭২. আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوِهِ

১৭৩. কাসিম ইবনু আব্দুর রহমান তার পিতা আব্দুর রহমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোন তাখরীজ করেন নি-অনুবাদক)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً، فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ» قَالَ حَفْصٌ: كُنْتُ أُسْنِدُ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ دَخَلَنِي مِنْهُ شَكٌّ إسناده منقطع لم يسمع الأعمش من ابن مسعود

১৭৪. আ'মাশ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: হে মানবমণ্ডলী! অচিরেই তোমরা নতুন বিষয় (মত-পথ) উদ্ভাবন করবে এবং তোমাদের জন্যও নতুন বিষয় (মত-পথ) উদ্ভাবন করা হবে। কাজেই যখনই তোমরা কোন নতুন বিষয় (মত-পথ) দেখবে, তখন তোমাদের উপর আবশ্যক হল, প্রাথমিক যুগের (রাসূল সা: ও সাহাবাগণের) নির্দেশ অনুসরণ করা।[1]
হাফস বলেন: আমি হাবীব থেকে তিনি আবু আব্দুর রহমান থেকে- এ সনদে এটি বর্ণনা করতাম। তারপর এ সনদ সম্পর্কে আমার সন্দেহ হল। (ফলে সে সনদ বাদ দিয়ে উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করছি)।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্ন (মুনক্বাতি')। আ'মাশ ইবনু মাসউদ হতে কিছু শোনেননি। (আছারটি সহীহ লি গয়রিহী। তাখরীজের আলোচনা দ্রষ্টব্য-অনুবাদক।) তাখরীজ: মারওয়াযী, আস সুন্নাহ নং ৮০; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩২৯, ৩৩০ নং ১৮০-১৮১; সনদ সহীহ। ইবনু বাত্তাহ নং ১৮২ তে আম্মারাহ ইবনু উবাইদ থেকে তিনি ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ জায়্যেদ ক্বাবী (উত্তম শক্তিশালী)। আবার নং ১৮৩ তেও আসওয়াদ্ ইবনু হিলাল থেকে তিনি আব্দুল্লাহ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহীহ। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** (এর কোন হুকুম লাগাননি)। এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে হাবীব বিন আবী ছাবিত মুদাল্লিস, তিনি 'আন 'আন পদ্ধতিতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/১৮২ ইবনু আবী শাইবা সূত্রে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: «أَلَمْ أُنْبَأْ - أَوْ أُنْبِئْتُ - أَنَّكَ تُفْتِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ؟ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا

১৭৫. ইবনু আউন হতে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি ফতওয়া দিচ্ছো, অথচ তুমি শাসক নও। এর শীতলতার ভার তুমি তাকেই অর্পণ কর, যাকে এর উত্তাপেরও ভার দিয়েছ (শাসক বা আমীর ফতওয়া দেওয়ার কর্তৃত্বশীল, ফতওয়া দানের ক্ষতির ভার ও তাকেই বহন করতে দাও)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুহাম্মদ ইবনু সীরীন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ পাননি। তাখরীজ: আব্দুল বার, জামিউ' বায়ানুল ইলম, নং ২০৬৪, ২২১৬;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى لَمَجْنُونٌ إسناده صحيح

১৭৬. ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের জিজ্ঞাসিত সকল বিষয়ে যে ব্যক্তি ফতোয়া দিয়ে দেয়, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি একজন উন্মাদ বা পাগল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, নং ১১৯৪-১১৯৫; মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৮৭০ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " إِنَّمَا يُفْتِي النَّاسَ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ إِمَامٌ أَوْ وَالٍ، وَرَجُلٌ يَعْلَمُ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنَ الْمَنْسُوخِ - قَالُوا: يَا حُذَيْفَةُ، مِنْ ذَاكَ؟ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ إسناده ضعيف لانقطاعه محمد بن سيرين لم يدرك حذيفة

১৭৭. হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেবলমাত্র তিন প্রকারের মানুষ লোকদেরকে ফতওয়া দিতে পারো: (এক.) যে ব্যক্তি ইমাম, কিংবা শাসক, (দুই.) যে ব্যক্তি আল-কুরআনের নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তারা জিজ্ঞাসা করল, হে হুযায়ফা! ঔ ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, উমার বিন খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। (তিন.) এবং বোকা, (কিন্তু জ্ঞানীর) ভানকারী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ‘ইনকিত্বা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে। কেননা, মুহাম্মদ ইবনু সীরীন হুযায়ফার সাক্ষাৎ পাননি। তবে এই হাদীসটি সহীহ। দেখুন পরবর্তী টীকা। তাখরীজ: খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/১৪৬-১৪৭; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানুল ইলম, নং ২২১৪, ২২১৭;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِنَّمَا يُفْتِي النَّاسَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ عَلِمَ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ، قَالُوا: وَمَنْ ذَاكَ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ: «وَأَمِيرٌ لَا يَجِدُ بُدًّا، أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ» ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَلَسْتُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ، وَأَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ الثَّالِثَ

১৭৮. আবী ওবাইদাহ ইবনু হুযায়ফা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কেবলমাত্র তিন প্রকারের মানুষ লোকদেরকে ফতওয়া দিতে পারে: (এক) যে ব্যক্তি আল-কুরআনের নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞানী। তারা বলল, হে হুযায়ফা! ঐ ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, উমার বিন খাত্ত্বাব । তিনি বলে চললেন, (দুই.) সেই শাসক যার (ফতওয়া না দিয়ে) গত্যন্তর থাকে না; কিংবা বোকা, (কিন্তু জ্ঞানীর) ভানকারী।
অতঃপর মুহাম্মদ বলেন: আর আমি তো এ দু'প্রকার (উমার ইবনুল খাত্ত্বাব কিংবা শাসক) এর অন্তর্ভূক্ত নই-ই, আর আমি আশা করি আমি তৃতীয় প্রকারেরও (ভানকারী আহাম্মকের) অন্তর্ভূক্ত নই।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জায়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: ইবনুল জাওযী, নাসিখুল কুরআন মিনাল মানসুখ, পৃ: ১৩৪ (আমাদের তাহক্বীক্বকৃত) সেখানে আমরা এর তাখরীজ করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عِلْمًا، فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ. فَإِنَّ: الْعَالِمَ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ، قَالَ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ، " وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ: (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) إسناده صحيح والحديث متفق عليه

১৭৯. মাসরূক হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জ্ঞান রাখে, সে যেন সেই জ্ঞান অনুযায়ী কথা-বার্তা বলে। আর যে কোন বিষয়ে জ্ঞান রাখে না, সে যেন তার অজানা বিষয়ে একথা বলে, 'আল্লাহ-ই ভাল জানেন।' আর যখন আলিম এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয় যা সে জানে না, তবে সে যেন বলেন, 'আল্লাহ-ই ভাল জানেন।' আর মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন: "বল, আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না এবং আমি ভানকারীদের অন্তর্ভূক্তও নই।"(সূরা ছোয়াদ : ৮৬)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর নং ৪৭৭৪, ৪৮২২; সহীহ মুসলিম কিতাবুল সিফাতুল মুনাফিকীন নং ২৭৯৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ،: أَنَّ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ، فِي خُطْبَتِهِ: «مَنْ عَلِمَ عِلْمًا، فَلْيُعَلِّمْهُ النَّاسَ، وَإِيَّاهُ أَنْ يَقُولَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَمْرُقُ مِنَ الدِّينِ وَيَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

১৮০. আবুল মুহাল্লাব হতে বর্ণিত, (একদা) আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খুতবায় বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে, সে যেন তা লোকদেরকে শেখায়। আর সে যেন এমন বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকে, যে বিষয় তার জানা নেই। কেননা এর মাধ্যমে সে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে এবং ভানকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে এ সনদটি মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। কেননা, আবু রিজা' সালমান মাওলা আবী কিলাবাহ; তিনি আবী কিলাবার চাচা আবীল মুহাল্লাব হতে কিছু শোনেননি। তাখরীজ: আমি এটা এ ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، وَزَاذَانَ، قَالَا: قَالَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ " وَا بَرْدَهَا عَلَى الْكَبِدِ إِذَا سُئِلْتُ عَمَّا لَا أَعْلَمُ، أَنْ أَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ إسناده ضعيف خالد بن عبد الله متأخر السماع من عطاء

১৮১. আবুল বুখতারী ও যাজান উভয়ে বর্ণনা করেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আহ! হৃদয়ে শীতলতা দানকারী কতই না উত্তম কথা, যে কোন অজানা বিষয়ে আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তার জবাবে আমার একথা বলা, 'আল্লাহ-ই সবচেয়ে ভাল জানেন'![1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। খালিদ ইবনু আব্দুল্লাহ 'আতা থেকে

হাদীস শোনা হতে পিছিয়ে। (তবে পরবর্তী হাদীসের তাখরীজে বলা হয়েছে খতীব, ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/১৭১ এ বর্ণিত হাদীসটির সনদ শাহিদের কারণে সহীহ।) তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানুল ইলম, নং ১৪০৫। পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: " يَا بَرْدَهَا عَلَى الْكَبِدِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ إسناده ضعيف شريك متأخر السماع من عطاء

১৮২. আবুল বুখতারী হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আহ! হৃদয়ে শীতলতা দানকারী কতই না উত্তম কথা, যে তোমার অজানা বিষয়ে (জিজ্ঞাসিত হলে) তুমি একথা বলবে, 'আল্লাহ-ই সবচেয়ে ভাল জানেন'![1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। শারীক আতা থেকে হাদীস শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে। আবুল বুখতারী হল সাঈদ ইবনু ফিরোয, তার সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাজার তার 'নুকাত' ১/৩৯৬ এ বলেন: "তিনি আলী হতে কিছু শোনেননি।"। তাখরীজ: খতীব, ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/১৭১ অপর সনদে, শাহিদের কারণে তা সহীহ। পূর্বের ও পরের টীকাগুলি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَرْفَجَةَ، حَدَّثَنَا رَزِينٌ أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِذَا سُئِلْتُمْ عَمَّا لَا تَعْلَمُونَ، فَاهْرُبُوا» قَالَ: وَكَيْفَ الْهَرَبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: تَقُولُونَ: اللَّهُ أَعْلَمُ لم يحكم عليه المحقق

১৮৩. রাযীন আবু নু'মান আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন তোমাদেরকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা তোমরা জান না, তখন তোমরা পালিয়ে যাও। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ পালিয়ে যাওয়াটা কেমন ভাবে? তিনি বললেন: তা হল, তোমরা বলবে: 'আল্লাহ-ই ভাল জানেন'।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** রাযীন আবু নু'মানের জীবনী আমি আমার নিকট রক্ষিত

কিতাবসমূহে পাইনি। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব কোন তাখরীজ করেন নি।-অনুবাদক) আগের ও পরের টীকাগুলি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ عَزْرَةَ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَا بَرْدَهَا عَلَى الْكَبِدِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالُوا: وَمَا ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: " أَنْ يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَيَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ لم يحكم عليه المحقق

১৮৪. আযুরাহ আত তামিমী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আহ! হৃদয়ে শীতলতা দানকারী কতই না উত্তম কথা- এ কথা তিনি তিনবার বলেন। তখন তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেটা কোন্ কথা? তখন তিনি বলেন, কোন লোক অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তার একথা বলা, 'আল্লাহ-ই সবচেয়ে ভাল জানেন'।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুহাম্মদ ইবনু হামীদ যঈফ। (তবে শাহিদের কারণে এটিকে মুহাক্কিক্ব পূর্বে একে সহীহ বলেছেন-দেখুন, ১৮২ নং হাদীসের তাখরীজ।) তাখরীজ: বাইহাকী, আল মাদখাল নং ৭৯৪ (অপর সনদে); ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানুল ইলম নং ১৫৬৯ শা'বী থেকে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৫)

أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " نِعْمَ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهِ إسناده صحيح

১৮৫. উরওয়া হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইবনু উমার রা: কে একটি মাস'আলা জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার জানা নেই। যখন সেই লোকটি ফিরে গেল, তখন ইবনু উমার বললেন, ইবনু উমার কী উত্তম কথা-ই না বলেছে! যে বিষয়ে তাঁর জানা নেই-এমন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, 'এ বিষয়ে আমার জানা নেই।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৭২; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১৫৬৩, নাফি' থেকে তিনি ইবনু উমার থেকে। এর উভয় সনদ হাসান। দেখুন, মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَا أَدْرِي نِصْفُ الْعِلْمِ

إسناده صحيح

১৮৬. মুগীরা থেকে বর্ণিত, তিনি শা'বী রাহিমাহুমুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমি জানি না' -এ কথা বলা হল 'ইলমে'র অর্ধাংশ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي، ثُمَّ الْتَفَتَ بَعْدَ أَنْ قَفَّى الرَّجُلُ فَقَالَ: نِعْمَ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ يسْأَلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي، يَعْنِي ابْنُ عُمَرَ نَفْسَهُ

১৮৭. নাফি' হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র নিকট এসে কোন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলো। তখন তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার জানা নেই। অতঃপর লোকটি ফিরে যাওয়ার পর (লোকদের দিকে) লক্ষ্য করে বললেন, ইবনু উমার কী উত্তম কথা-ই না বলেছে! যে বিষয়ে তাঁর জানা নেই সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলে দিলেন, 'এ বিষয়ে আমার তথা ইবনু উমারের জানা নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদ হাসান। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ, ১/৯৩; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৭২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ عَامِرٌ " إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَإِنْ رُدُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ لَكَ بِاللَّهِ إِنْ كَانَ لِي بِهِ عِلْمٌ إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد

১৮৮. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিরকে যখন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হত, তখন তিনি বলতেন, ‘আমি জানি না’। তারা তাকে পুনরায় একই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন: আমি আল্লাহর কসম করে তোমাকে বলছি, এ ব্যাপারে আমার জানা নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু হামীদ যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৭৪ শু’বা সম্পর্কে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ যঈফ। খতীব, অনুরূপ (২/১৮৪) শা’বী সম্পর্কেও বর্ণিত আছে; এর সনদও যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَا أُبَالِي سُئِلْتُ عَمَّا أَعْلَمُ أَوْ مَا لَا أَعْلَمُ، لِأَنِّي " إِذَا سُئِلْتُ عَمَّا أَعْلَمُ، قُلْتُ مَا أَعْلَمُ، وَإِذَا سُئِلْتُ عَمَّا لَا أَعْلَمُ، قُلْتُ: لَا أَعْلَمُ إسناده صحيح

১৮৯. ইবনু সীরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার জানা বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হোক, আর অজানা বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হোক- আমি তা পরোয়া করিনা। কেননা, যখন আমাকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, যা আমি জানি তখন আমি যা জানি তা বলি, ; আর যখন আমাকে আমার অজানা কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন আমি বলে দেই, আমি জানিনা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এছাড়া অন্য কোথাও এটি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ قَطُّ: حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ، إِنَّمَا كَانَ يَقُولُ: كَانُوا يتكرهون، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إسناده صحيح

১৯০. আ'মাশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম (আন নাখঈ')-কে কখনো বলতে শুনিনি, 'এটি হালাল' আর, 'এটি হারাম'। বরং তিনি বলতেন: তাঁরা (সাহাবীরা) তা 'মাকরূহ' (অপছন্দনীয়) মনে করতেন, এবং তাঁরা তা 'মুস্তাহাব' (পছন্দনীয়) মনে করতেন।'[১]

তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী : এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আমি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً، فَإِذَا غُيِّرَتْ قَالُوا: غُيِّرَتِ السُّنَّةُ ". قَالُوا: وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: إِذَا كَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ إسناده صحيح

১৯১. শাক্বীক্ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে যখন ফিতনা তোমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে, যার মধ্যেই বড়রা বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা বেড়ে উঠবে। আর সেটিকেই লোকেরা সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করবে। যখন তা (ফিতনা) পরিবর্তন করা হবে, তখন লোকেরা বলবে, সুন্নাতকে পরিবর্তন করে ফেলা হল! তারা জিজ্ঞেস করল, হে আবু আব্দুর রহমান! এটা কখন ঘটবে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে কুররা আবিদ বা দরবেশের সংখ্যা বেশি হবে এবং ফকীহ (বিশেষজ্ঞ আলিম) দের সংখ্যা কমে যাবে, আমীর বা নেতার সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে এবং আখিরাতের আমলের (কাজের) দ্বারা দুনিয়া (এর লাভ) অন্বেষণ করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: হাকিম, আল মুসতাদরাক, ৪/৫১৪-৫১৫; হাকিম চুপ থেকেছেন এবং যাহাবী একে বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। আর তিনি যা বলেছেন সেটিই সঠিক। (তার মানে বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।); ইবনু আবী শাইবা, ১৫/২৪ নং ১৯০০৩; ইবনু ওয়াদাহ, আল বিদ'আহ, পৃ: ৭৮ নং ৮০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ: تُرِكَتِ السُّنَّةُ ". قَالُوا: وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ جُهَلَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد ولكن الحديث صحيح بما سبقه

১৯২. আলকামাহ বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে যখন ফিতনা তোমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে, যার মধ্যেই বড়রা বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা বেড়ে উঠবে? যখন তা (ফিতনা) থেকে সামান্য কিছু পরিত্যাগ করা হবে, তখন বলা হবে, সুন্নাতকে পরিত্যাগ করা হল! তারা জিজ্ঞেস করল, এটা কখন ঘটবে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের মধ্যকার আলিমগণ মৃত্যুবরণ করবেন এবং তোমাদের মাঝে জাহিল (মূর্খ)দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, তোমাদের মধ্যে কুররা বা দরবেশের সংখ্যা বেশি হবে এবং ফকীহ (বিশেষজ্ঞ আলিম) দের সংখ্যা কমে যাবে, আমীর বা নেতার সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে, আখিরাতের আমলের (কাজের) দ্বারা দুনিয়া (এর লাভ) অন্বেষণ করা হবে এবং দ্বীনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে গভীর জ্ঞান (ফিকহ) অর্জন করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; কেননা, ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ যঈফ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ পূর্ববর্তী হাদীস অনুসারে। তাখরীজ: ইবনু ওয়াদাহ, আল বিদ'আহ, পৃ: ৮৯ এবং সংক্ষিপ্ত আকারে পৃ: ৩৪ এ; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, নং ১১৩৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «وَيْلٌ لِلْمُتَفَقِّهِينَ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ وَالْمُسْتَحِلِّينَ الحرماتِ بِالشُّبُهَاتِ إسناده ضعيف

১৯৩. আওযায়ী বলতেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধ্বংস ঐসকল ব্যক্তির জন্য যারা ইবাদতের উদ্দেশ্য ব্যতীত গভীর জ্ঞানার্জন করে এবং সংশয়পূর্ণ বস্তুসমূহের মাধ্যমে হারাম বস্তুসমূহকে হালাল প্রতিপন্ন করে ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: খতীব, ইকতিদাউল ইলম ওয়াল আমল, পৃ: ৭৮ নং ১১৯; দেখুন শুয়াবুল ঈমান, নং ১৯২৪-১৯২৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪)

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ، مَوْلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ. أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي عَامًا أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ، وَلَا أَمِيرًا خَيْرًا مِنْ أَمِيرٍ، وَلَكِنْ عُلَمَاؤُكُمْ وَخِيَارُكُمْ وَفُقَهَاؤُكُمْ يَذْهَبُونَ، ثُمَّ لَا تَجِدُونَ مِنْهُمْ خَلَفًا، وَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد

১৯৪. মাসরূক্ব হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের আগামী বছর গুলো বিগত বছরগুলো থেকে অবশ্যই নিকৃষ্ট হবে। জেনে রাখ, আমি এ কথার দ্বারা এটা বুঝাচ্ছি না যে, এক বছরের চেয়ে আরেক বছর অধিক উর্বর হবে এবং এক আমীর অপর আমীর থেকে উত্তম হবে। বরং আমি এ দ্বারা একথা বুঝাতে চাচ্ছি যে, তোমাদের আলিমগণ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং ফকীহগণ মৃত্যুবরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত কাউকে পাবে না। আর এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা তাদের সকল কাজে আপন রায় (মতামত) দ্বারা কিয়াস করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, মুজালিদ ইবনু সাঈদ যঈফ। তাখরীজ: আমি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৮৫৮ তে এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি। এছাড়াও, ইবনু ওয়াদাহ, আল বিদ'আ নং ৭৮, ২৪৮; খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ১/১৮২; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম,, নং ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ، وَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلَّا بِالْمَقَايِيسِ إسناده جيد

১৯৫. ইবনু সীরীন বলেন, ইবলিসই সর্বপ্রথম কিয়াস করেছিল এবং একমাত্র কিয়াসের ভিত্তিতেই সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদত করা (শুরু) হয়েছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জায়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর, ৮/১৩১; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, নং ১৬৭৫; খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, নং ৫০৬; দেখুন পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) [الأعراف: 12] قَالَ: «قَاسَ إِبْلِيسُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إسناده ضعيف من أجل محمد بن كثير ومطر

১৯৬. মাতর থেকে বর্ণিত, হাসান এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, (**خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ**) (আমাকে আপনি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে"- সূরা আল-আরাফ: ১২) তারপর তিনি বললেন, ইবলিস কিয়াস (তুলনা) করল। আর ইবলিসই সর্বপ্রথম কিয়াস করেছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এর কারণ মুহাম্মদ ইবনু কাছীর। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর, ৮/১৩১; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, নং ১৬৭৪; দেখুন পূর্ববর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي أَخَافُ أَوْ أَخْشَى أَنْ أَقِيسَ، فَتَزِلَّ قَدَمِي إسناده صحيح

১৯৭. মাসরূক বলেন, আমি কিয়াস করতে খুব ভয় পাই বা আশঙ্কাবোধ করি এই জন্য যে, আমার পা পিছলে যায় কি-না![1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, নং ১৬৭৬, ১৬৭৭, ১৬৭৮; খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, নং ৪৮৯;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮)

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وَاللَّهِ «لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالْمَقَايِيسِ، لَتُحَرِّمُنَّ الْحَلَالَ، وَلَتُحِلُّنَّ الْحَرَامَ إسناده صحيح

১৯৮. শা'বী বলতেন, আল্লাহর কসম, যদি তোমরা কিয়াস করাকে অবলম্বন কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানিয়ে ফেলবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, নং ১/১৮৩, ১৮৪; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, নং ১৬৭৯ ঈসা হান্নাতের সনদে, ঈসা হান্নাত মাতরূক।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَا أَبْغَضَ إِلَيَّ أَرَأَيْتَ، أَرَأَيْتَ يَسْأَلُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فَيَقُولُ: أَرَأَيْتَ وَكَانَ لَا يُقَايِسُ لم يحكم عليه المحقق

১৯৯. ইসমাঈল হতে বর্ণিত, আমির বলতেন: আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য কথা হল, 'আপনার মতামত কী-' 'আপনার মতামত কী'। কোন লোক তার সাথীকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে অতঃপর বলে, 'তোমার মতামত কী?'। আর তিনি (আমির) কিয়াস করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** (মুহাক্কিক্ব এ হাদীসের কোন হুকুম লাগাননি। তবে ইবনু বাত্তা এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন বলে জানিয়েছেন। তাখরীজ দ্রষ্টব্য) তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ, ২/৫১৭ নং ৬০৫ ও ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ২০৯৫ অন্য সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। আর এ সনদটি সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০)

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: «نَهَانِي أَبُو وَائِلٍ أَنْ أُجَالِسَ أَصْحَابَ أَرَأَيْتَ إسناده صحيح

২০০. যিবরিক্বান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ওয়ায়িল আমাকে সেই সেকল লোকদের নিকট বসা হতে বারণ করেছেন, যারা (কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে) বলে 'আপনার মতামত কী?'।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ২/৪৫১ নং ৪১৫, ৪১৬, ২/৫১৬ নং ৬০৪; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ২০৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১)

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَزَلَتْ عَامَّةُ الْقُرْآنِ يَسْأَلُونَكَ يَسْأَلُونَكَ إسناده صحيح

২০১. শা'বী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি এসকল (অনাগত বিষয়ে অধিক প্রশ্নকারী) লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানার হত, তবে (এদের প্রশ্নের জবাবে) অবশ্যই পুরো কুরআনই নাযিল হত (একথা বলে) যে,'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে', তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে'।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এ আছারটি সনদসহ আমি আর কোথাও পাইনি। আর ইবনু বাত্তাহ (সনদবিহীনভাবে) 'আল ইবানা' ১/৪১৯ তে কাছাকাছি শব্দে এটি বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ هُوَ: ابْنُ طَلْحَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، «وَاللَّهِ لَقَدْ تَكَلَّمْتُ، وَلَوْ وَجَدْتُ بُدًّا مَا تَكَلَّمْتُ، وَإِنَّ زَمَانًا أَكُونُ فِيهِ فَقِيهَ أَهْلِ الْكُوفَةِ زَمَانُ سُوءٍ إسناده ضعيف لضعف ميمون أبي حمزة القصاب

২০২. মাইমুন আবু হামযা বলেন, ইবরাহীম আমাকে বলেন, হে আবু হামযা! আল্লাহর কসম! আমি কথা বলেছি (ফতওয়া দিয়েছি)। কিন্তু, আমার যদি কোন গত্যন্তর থাকত তবে আমি কোন কথা-ই বলতাম না (কোন ফতওয়া দিতাম না) । কেননা, যে যুগে আমি কুফাবাসীদের ফকীহ হয়েছি, সেই যুগটি অত্যন্ত মন্দ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, মায়মুন আবু হামযাহ যঈফ। তাখরীজ: দাওলাবী, আল কুন্নী ১/১৫৮; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/২২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِيَّاي وَالْمُكَايَلَةَ يَعْنِي: فِي الْكَلَامِ إسناده ضعيف من أجل ليث وهو: ابن أبي سليم

২০৩. মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তুমি যে কারও কথার (কিয়াস করার মাধ্যমে) প্রতিউত্তর দেয়া[1] থেকে বিরত থাকো।[2]

[1] কিয়াস করা; আপন মত দ্বারা ফতওয়া দেওয়া।- ফতহুল মান্নান, শরহে দারেমী, হা/২০৮ এর টীকা দ্র: [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ লাইছের কারণে। আর সে হল ইবনু আবী সালীম। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম, নং ৬৫; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ১/১৮২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، مَا دِيَةُ الْأَصَابِعِ؟ قَالَ: «عَشْرٌ عَشْرٌ». قَالَ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ، أَسَوَاءٌ هَاتَانِ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْخِنْصِرِ وَالْإِبْهَامِ. فَقَالَ شُرَيْحٌ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ، أَسَوَاءٌ أُذُنُكَ وَيَدُكَ؟ فَإِنَّ الْأُذُنَ يُوَارِيهَا الشَّعْرُ وَالْكُمَّةُ وَالْعِمَامَةُ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ. وَيْحَكَ: إِنَّ السُّنَّةَ سَبَقَتْ قِيَاسَكُمْ فَاتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ، فَإِنَّكَ لَنْ تَضِلَّ مَا أَخَذْتَ بِالْأَثَرِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: يَا هُذَلِيُّ، لَوْ أَنَّ أَحْنَفَكُمْ قُتِلَ وَهَذَا الصَّبِيُّ فِي مَهْدِهِ، أَكَانَ دِيَتُهُمَا سَوَاءً؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَأَيْنَ الْقِيَاسُ في إسناده أبو بكر الهذلي وهو متروك

২০৪. শা’বী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুরাইহ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তার নিকট মুরাদ গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আবু উমাইয়্যা! আঙুলসমূহের দিয়াত (রক্তপণ) কী? তিনি বলেন, (প্রতিটি আঙুলের জন্য) দশ দশটি (করে উট)। লোকটি বলল, সুবহানাল্লাহ! এ দু’টি আঙ্গুল কি সমান? একথা বলে সে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলি একত্রিত করল। তখন শুরাইহ বললেন, সুবহানাল্লাহ! তোমার কান আর তোমার হাত কি সমান? কান তো চুল, টুপি ও পাগড়ী দ্বারা আবৃত থাকে, তার জন্য অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ), আবার হাতের জন্যও অর্ধেক দিয়াত।
তোমার জন্য আফসোস! নিশ্চয় সুন্নাত (হাদীছ) তোমাদের কিয়াস হতে অগ্রবর্তী। সুতরাং সুন্নাতের অনুসরণ কর, বিদ’আত তৈরি করো না। কেননা, তুমি কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, যতক্ষণ তুমি হাদীসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।
আবু বাকর বলেন, তারপর শা’বী আমাকে বলেন, হে হুযালী! যদি তোমাদের মধ্যকার একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে এবং এই দোলনার শিশুকে হত্যা করা হয়, তবে এদের দিয়াত সমান হবে কি? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহলে কিয়াস (তুলনা-অনুমান) কোথায় গেল?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে আবু বাকর আল হুযালী রয়েছে। তিনি পরিত্যক্ত রাবী। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুছান্নাফ নং ১৭৭০৩ অতি সংক্ষিপ্ত আকারে; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম, নং ২০২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " يُفْتَحُ الْقُرْآنُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ وَالرَّجُلُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَاللَّهِ لَأَقُومَنَّ بِهِ فِيهِمْ لَعَلِّي أُتَّبَعُ، فَيَقُومُ بِهِ فِيهِمْ فَلَا يُتَّبَعُ، فَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَقَدْ قُمْتُ بِهِ فِيهِمْ، فَلَمْ أُتَّبَعْ، لَأَحْتَظِرَنَّ فِي بَيْتِي مَسْجِدًا لَعَلِّي أُتَّبَعُ، فَيَحْتَظِرُ فِي بَيْتِهِ مَسْجِدًا فَلَا يُتَّبَعُ، فَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَقُمْتُ بِهِ فِيهِمْ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَقَدِ احْتَظَرْتُ فِي بَيْتِي مَسْجِدًا، فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ: بِحَدِيثٍ لَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَلَا - وَلَمْ يَسْمَعُوهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي أُتَّبَعُ قَالَ مُعَاذٌ: فَإِيَّاكُمْ وَمَا جَاءَ بِهِ فَإِنَّ مَا جَاءَ بِهِ ضَلَالَةٌ إسناده صحيح

২০৫. রবীয়াহ ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, মানুষদের সামনে কুরআনকে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এমনকি মহিলা, শিশু, পুরুষ সকলেই তা পাঠ করতে

থাকবে। অতঃপর এক ব্যক্তি বলবে: আমি তো কুরআন পাঠ করলাম, কিন্তু কেউ-ই তো আমার অনুসরণ করল না। আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি লোকদের মাঝে এ (কুরআন) নিয়ে দণ্ডায়মান হব, যাতে তারা আমার অনুসরণ করে। অত:পর সে তা নিয়ে তাদের মাঝে দণ্ডায়মান হবে, কিন্তু কেউ-ই তার অনুসরণ করবে না। তখন সে বলবে, আমি তো কুরআন পাঠ করলাম তবুও কেউ আমার অনুসরণ করল না! আমি তাদের মাঝে তা নিয়ে দণ্ডায়মান হলাম (বাস্তবায়ন করলাম), তাতেও তারা আমার অনুসরণ করল না! ফলে এখন আমি অবশ্যই আমার বাড়িতে চারপাশে পর্দা বা বেড়া দিয়ে ঘিরে দেব একটি সিজদার স্থান বানাব (খানকা তৈরী করব), যাতে লোকেরা আমার অনুসরণ করে। ফলে সে তার বাড়িতে চারপাশে পর্দা বা বেড়া দিয়ে ঘিরে একটি সিজদার স্থান বানাবে (খানকা তৈরী করবে), কিন্তু তারপরও কেউ-ই তার অনুসরণ করবে না।

তাই সে বলবে, আমি এত কুরআন পড়লাম, কিন্তু কেউ-ই তো আমার অনুসরণ করল না। আমি তাদের মাঝে তা নিয়ে দাঁড়ালাম, তাতেও তারা আমার অনুসরণ করল না! আমার বাড়িতে চারপাশে পর্দা বা বেড়া দিয়ে ঘিরে সিজদার স্থান বানালাম (খানকা তৈরী করলাম), তবুও কেউ আমার অনুসরণ করল না! আল্লাহর কসম, তাহলে আমি তাদের নিকট এমন কথা বা বাণী নিয়ে উপস্থিত হব, যা তারা আল্লাহ জাল্লা ওয়া 'আলা'র কিতাবে খুঁজে পাবে না, আর তারা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকেও শুনেনি, যেন তারা আমার অনুসরণ করে।

মুয়ায বলেন, সাবধান! তারা যা নিয়ে আসবে, তা থেকে তোমরা দূরে থাকবে। কেননা, তারা যা নিয়ে আসবে, নিশ্চয়ই তা পথভ্রষ্টতা বা বিভ্রান্তি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মা'মার, জামি' ১১/৩৬৩-৩৬৪ নং ২০৭৫০; আবু দাউদ, ৪৬১১; ইবনু ওয়াদা, আল বিদ'আ নং ৫৯-৬৩; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩০৮ নং ১৪৩; আল আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ.৫৪-৫৫; ফাসওয়ায়ী, আল মারেফাতু ওয়াত তারীখ ২/৩২১-৩২২; লালিকায়ী, শরহু উসুলুল ই'তিকাদ নং ১১৬-১১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ: ابْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ «مَا حَدَّثُوكَ هَؤُلَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوهُ بِرَأْيِهِمْ، فَأَلْقِهِ فِي الْحُشِّ إسناده صحيح

২০৬. ইবনু মিগওয়াল বলেন, শা'বী আমাকে বলেছেন, এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তোমাদের নিকট যে সকল হাদীস বর্ণনা করে, তা তোমরা গ্রহণ করবে। আর তারা আপন রায় বা মতামত দ্বারা যা বলবে, সেগুলি তোমরা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩০৮ নং ১৪৩; ইবনু হাযম, আল আহকাম ৬/১০৩০; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' নং ১০৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭)

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، يَقُولُ: " قَدْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِي هَؤُلَاءِ أَنْ لَا يَسْأَلُونِي وَلَا أَسْأَلُهُمْ، إِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَرَأَيْتَ، أَرَأَيْتَ؟ إسناده حسن من أجل عباس بن سفيان الدبوسي

২০৭. রজা' ইবনু আবী সালামাহ বলেন, আব্দাহ ইবনু আবু লুবাবাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি আমার জামানার এ সকল লোকদের সাথে সম্মত হয়েছি যে, তারা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, আর আমিও তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করব না। নিশ্চয়ই এদের কেউ কেউ বলে, 'আপনার মতামত কী', 'আপনার মতামত কী'?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, আব্বাস ইবনু সুফইয়ান আদ দাবুসী'র জন্য। তাখরীজ: আবু যুরআহ, তারীখ নং ৭৪৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطًّا ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ» ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ» ثُمَّ تَلَا (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) [الأنعام: 153] إسناده حسن

২০৮. আবী ওয়াইল হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, তিনি বলেন, আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সরল রেখা টেনে বললেন: "এটা হল আল্লাহর রাস্তা, অতঃপর ডানে ও বামে আরও কতকগুলি রেখা টেনে বললেন: "এও কতকগুলি রাস্তা; তবে এসকল রাস্তার প্রত্যেকটির উপরই একটি করে শয়তান রয়েছে, তারা লোকদেরকে তার দিকে আহ্বান করছে।

অতঃপর তিনি (প্রমাণ স্বরূপ) পাঠ করলেন: ("নিশ্চয়ই এটিই আমার সরল পথ, তোমরা এরই অনুসরণ কর। তোমরা অন্যান্য পথসমূহের অনুসরণ করো না। নইলে সেগুলো তোমাকে তাঁর রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। ... (সূরা আনআম ৬: ১৫৩)) আয়াতের শেষ পযর্ন্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। (আলবানী একে হাসান সহীহ (তা'লিকাতুল হিসান, হা/৬), আরনাউত্ব (তাহক্বীক্ব, আল ইহসান) 'হাসান' এবং হাকিম (আল মুস্তাদরাক, ২/৩১৮) একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা বজায় রেখেছেন । দেখুন, সহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬- অনুবাদক) তাখরীজ: আহমাদ, ১/৪৩৫ ও ৪৬৫; নাসাঈ (কুবরা); সহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬; হাকিম, মুস্তাদরাক (তাহকীক, যাহাবী) (2/318); আল ইহসান তাক্বরীব ইবনু হিব্বান, হা/6 (আরনাউত্বের তাহক্বীক্বসহ); মাওয়ারিদুয যাম'আন আলা যাওয়াইদি ইবনু হিব্বান, ৫/৪১০ হা/১৭৪১; আরো অনেকে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: " (وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ) [الأنعام: 153] قَالَ: الْبِدَعَ وَالشُّبُهَاتِ إسناده صحيح

২০৯. ইবনু আবী নাজীহ মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন, (وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ) (অন্য পথসমূহের অনুসরণ কর না। সূরা আন'আম: ১৫৩) (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) তিনি বলেন, (অন্য পথসমূহ বলতে এখানে) বিদ'আত ও সন্দেহ-সংশয় (এর পথ বুঝানো হয়েছে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মারওয়াযী, আস সুন্নাহ নং ১৯-২০; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ১৩৪; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/২৯৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ، مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا: لَا، بَعْدُ. فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - إِلَّا

خَيْرًا. [ص: 287] قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ. قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حصًا، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ أَوِ انْتظارَ أَمْرِكَ. قَالَ: «أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ»، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟» قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حصًا نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ. قَالَ: «فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ». قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: «وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ» قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ "، وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ إسناده جيد

২১০. আমর ইবনু ইয়াহইয়া তার পিতা ইয়াহইয়াকে তার দাদা আমর ইবনু সালামাহ হতে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমরা (হাদীস ও ইলম শিক্ষার জন্য তালেবে ইলমগণ) ফজর নামাযের পূর্বেই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির দরজায় গিয়ে বসে থাকতাম। যখন তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বাহির হতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে সাথে যেতাম। একদিন আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এসে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ) কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম, না, এখনো বের হননি। তখন তিনিও আমাদের সাথে বসে পড়লেন। যখন তিনি বের হলেন তখন আমরা সবাই উঠে তাঁর কাছে গেলাম। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ) আমি একটু আগে মসজিদের মধ্যে একটি বিষয় দেখেছি এবং দেখে অপছন্দ করেছি, যদিও যা দেখেছি তা ভালো ছাড়া খারাপ মনে হয়নি, আলহামদুলিল্লাহ।

ইবনু মাসউদ বললেন, বিষয়টি কী? আবু মূসা বললেন: আপনি জীবিত থাকলে, একটু পরেই তা দেখতে পাবেন। তিনি বলেন: আমি দেখলাম কিছু মানুষ কয়েকটি হালাকায় (বৃত্তাকারে) বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক হালাকায় (গ্রুপে) একজন (নেতা গোছের) ব্যক্তি রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে (তাসবীহের মতো) কাঁকর রয়েছে। নেতা গোছের ব্যক্তি বলছে, সবাই একশতবার

‘আল্লাহু আকবার’ পড়ুন, তখন সবাই ১০০ বার ‘আল্লাহ আকবার’ বলছে। তখন সে বলছে, সবাই ১০০ বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ুন। এতে সবাই ১০০ বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলছেন। তখন সে বলছে: সবাই ১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলুন। সবাই তখন ১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলছে। ইবনু মাসউদ বললেন: আপনি তাদেরকে কী বলেছেন? তিনি বললেন: আমি আপনার মতামতের ও নির্দেশের অপেক্ষায় তাদেরকে কিছু বলিনি।

ইবনু মাসউদ বললেন: আপনি তাদেরকে বললেন না কেন যে, তোমরা তোমাদের পাপগুলি গুণে গুণে রাখ, আর আপনি দায়িত্ব নিতেন যে, তাদের কোনো নেককর্ম নষ্ট হবে না? এরপর আমরা সবাই তাঁর সাথে মসজিদে গেলাম। তিনি ঐ হালকাগুলি (গ্রুপগুলির) একটি হালাকার নিকট গিয়ে তাদেরকে বললেন: আমি তোমাদেরকে এ কী করতে দেখছি? তারা বলল: হে আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ)! আমরা কাঁকর দিয়ে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর গণনা করছি। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের পাপগুলি গণনা কর, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমাদের নেক কর্ম বিনষ্ট হবে না। হতভাগা উম্মতে মুহাম্মাদী! কত দ্রুত তোমরা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছ! এখনো তোমাদের মাঝে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ বিপুল সংখ্যায় জীবিত রয়েছেন। দেখ! তাঁর পোশাকগুলি এখনো পুরাতন হয়নি, তাঁর আসবাবপত্র এখনো ভেঙ্গে নষ্ট হয়নি। (অথচ তার আগেই তোমরা ধ্বংসের পথে চলে গেলে) আল্লাহর কসম করে বলছি: তোমরা কি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্মের চেয়েও ভালো কোনো ধর্মের ওপরে আছো? নাকি তোমরা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর দরজা খুলে নিলে?

সমবেত যিকিরকারীরা বলল: হে আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ)! আমরা তো একান্তই ভাল নিয়্যাতে এ কাজ করেছি। তিনি জবাবে বললেন: অনেক মানুষেরই উদ্দেশ্য ভালো হয়, তবে সে ভালো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। (কারণ, উদ্দেশ্য ভাল হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য অর্জনের পন্থা ভালো হয় না)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে, কিছু মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তাদের তিলাওয়াত কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না। (বিদ’আতে লিপ্ত থাকার ফলে তাদের আমল কবুল হবে না)। আল্লাহর কসম! আমি জানি না, হয়ত তোমাদের অনেকেই এই শ্রেণির অন্তর্গত। এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন।

আমর ইবনু সালামাহ (বর্ণনাকারী) বলেন, এ সকল হলাকায় যারা উপস্থিত ছিল তাদের অধিকাংশকেই দেখেছি নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের পক্ষে আমাদের (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বিপক্ষে) যুদ্ধ করছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ১৫/৩০৬ নং ১৯৭৩৬; তাবারানী, আল কাবীর নং ৮৬৩৬ (সনদ যঈফ); আহমদ (অতি সংক্ষিপ্ত আকারে) ১/৪৪৪; তিরমিযী ২১৮৯; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামাহ ১৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا، فَقَدْ كُفِيتُمْ في اسناده علتان: الأولى: تدليس حبيب بن أبي ثابت وقد عنعن والثانية: قول شعبة: " لم يسمع أبو عبد الرحمن: عبد الله بن حبيب من عبد الله بن مسعود ". ولكن قال الإمام أحمد: " في قول شعبة: لم يسمع من ابن مسعود شيئا أراه وهما

২১১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা অনুসরণ করো, নতুন মত-পথ (বিদ'আত) উদ্ভাবন করো না। তবেই তোমরা রক্ষা পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান। হাবীব ইবনু আবী ছাবিত তাদলীস (উস্তাদের নাম গোপন) করে 'আন-'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন এবং শু'বাহ বলেছেন: 'আবী আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনু হাবীব ইবনু মাসউদ থেকে কোন কিছু শোনেননি। তাখরীজ: ওয়াকী', আয যুহদ নং ৩১৫; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ১৭৫; ইবনু ওযাদা', আল বিদ'আ নং ৫৪; মারওয়াযী , আস সুন্নাহ নং ৭৮; লালিকাঈ, শারহে উসূল নং ১০৪; আহমাদ, আয যুহদ পৃ: ১৬২

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إسناده حسن من أجل يحيى بن سليم ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه عبد الوهاب الثقفي وسليمان بن بلال وسفيان فيصح الإسناد

২১২. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তা'রীফ করলেন, তারপর বললেন: 'সর্বোত্তম হেদায়াত (পথ-নির্দেশনা) হল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) এর হেদায়াত, সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে নতুন প্রবর্তিত কাজ। আর প্রত্যেক বিদ'আতই (নব উদ্ভাবন) ভ্রষ্টতা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, ইয়াহইয়া ইবনু সালীম এর কারণে। তবে তিনি এ বর্ণনায় একাকী নন, এতে তার অনুসরণ করেছেন আব্দুল ওয়াহাব ছাকাফী ও সুলাইমান ইবনু বিলাল এবং সুফইয়ান। ফলে তা সহীহ'র স্তরে উন্নীত হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। (তবে শাইখ আলবানী ও আরনাউত্ব একে সহীহ বলেছেন, দেখুন, আলবানী, আল ইহসান ও এবং সহীহ ইবনু হিব্বান, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আরনাউত্ব নং ১০-অনুবাদক।) তাখরীজ: এর বিস্তারিত তাখরীজ করেছি আমার তাহক্বীক্বকৃত, মুসনাদে মাউসিলী ৪/৮৫ নং ২১১১ ও ২১১৯ এ। (সহীহ, বুখারী ৬০৯৮, ৭২৭৭; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জুমু'আ, (৪৩,৪৪,৪৫)(৮৬৭), নাসাঈ ৩/১৮৮; আহমাদ, আল মুসনাদ ৩/৩১০, ৩৩৮, ৩৭১; সহীহ ইবনু হিব্বান, ১০। - অনুবাদক)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ بِلَادِ بْنِ عِصْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ، وَكَانَ إِذَا كَانَ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ أَصْدَقَ الْقَوْلِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَإِنَّ شَرَّ الرِّوَايَا رِوَايَا الْكَذِبِ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ إسناده جيد

২১৩. বিলায ইবনু ইছমাহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, যখন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা তথা জুমু'আর রাত্রি আগমন করতো, তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন, 'সবচেয়ে সত্য বাণী হল আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-'র বাণী আর 'সর্বোত্তম হেদায়াত (পথ-নির্দেশনা) হল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হেদায়াত। আর দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে তার মায়ের গর্ভে থাকাকালীন দুর্ভাগা (বলে নির্ধারিত) হয়েছে। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বর্ণনা হল মিথ্যা বর্ণনা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে নতুন প্রবর্তিত কাজ (বিদ'আত)। আর এর (বিদ'আতের) প্রত্যেকটিই অদূর ভবিষ্যতে আগমন করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: মা'মার, জামি' (লেখকের এ কিতাবের সাথে সংযুক্ত) ১/১১৪ নং ২০০৭৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪)

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَا أَخَذَ رَجُلٌ بِبِدْعَةٍ فَرَاجَعَ سُنَّةً إسناده ضعيف لضعف الليث وهو ابن أبي سليم

২১৪. ইবনু সীরীন রাহি. বলেন, যখনই কোন ব্যক্তি কোন বিদ'আতকে আকড়ে ধরে, তখনই সে কোন একটি সুন্নাত থেকে (মুখ) ফিরিয়ে নেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, বর্ণনাকারী লাইছ যঈফ। তাখরীজ: আবু শামাহ, আল বায়িছ পৃ: ২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ إسناده صحيح

২১৫. ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'আমার উম্মাতের জন্য আমি সর্বাধিক ভয় করি গোমরাহকারী ইমাম (অনুসৃত আলিম/নেতা)-গণকে ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ, ৫/২৭৮, ২৮৪; আবু দাউদ ৪২৫২; তিরমিযী ২২৩০; ইবনু মাজাহ ৩৯৫২; কুদায়ী, মুসনাদুশ আশ শিহাব নং ১১১৬; বাইহাকী, দালাইল ৬/৫২৭; হাকিম, আল মুসতাদরাক ৪/৪৪৯। হাকিম ও যাহাবী একে বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। কিন্তু এটি শুধু মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। আল্লাহই ভাল জানেন। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে, যা শাদ্দাদ ইবনু আউস ও আবী দারদা কর্তক বর্ণিত যা সামনে ২১৮ নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو الْوَلِيدِ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ حَيَّةَ بِنْتِ أَبِي حَيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ بِالظَّهِيرَةِ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ: «أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فِي بُغَاءٍ

لَنَا فَانْطَلَقَ صَاحِبِي يَبْغِي وَدَخَلْتُ أَنَا أَسْتَظِلُّ بِالظِّلِّ وَأَشْرَبُ مِنَ الشَّرَابِ». فَقُمْتُ إِلَى لُبَيْنَةٍ حَامِضَةٍ - ورُبَّما قَالَتْ: فَقُمْتُ إِلَى ضَيْحَةٍ حَامِضَةٍ - فَسَقَيْتُهُ مِنْهَا، فَشَرِبَ وَشَرِبْتُ. قَالَتْ: وَتَوَسَّمْتُهُ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «أَنَا أَبُو بَكْرٍ». قُلْتُ: أَنْتَ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي سَمِعْتُ بِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَتْ: فَذَكَرْتُ غَزْوَنَا خَثْعَمًا، وَغَزْوَةَ بَعْضِنَا بَعْضًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْأُلْفَةِ وَأَطْنَابِ الْفَسَاطِيطِ - وَشَبَّكَ ابْنُ عَوْنٍ أَصَابِعَهُ، وَوَصَفَهُ لَنَا مُعَاذٌ، وَشَبَّكَ أَحْمَدُ - فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ حَتَّى مَتَى تَرَى أَمْرَ النَّاسِ هَذَا؟ قَالَ: «مَا اسْتَقَامَتِ الْأَئِمَّةُ». قُلْتُ: مَا الْأَئِمَّةُ؟ قَالَ: أَمَا رَأَيْتَ السَّيِّدَ يَكُونُ فِي الْحِوَاءِ فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُطِيعُونَهُ؟ فَمَا اسْتَقَامَ أُولَئِكَ إسناده حسن

২১৬. হায়্যাত বিনতে আবী হায়্যাত বলেন, (একদা) এক লোক দুপুর বেলায় আমাদের নিকট এলেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কোথা হতে এসেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, আমি ও আমার সাথী আমাদের কোনো একটি বিষয়ের খোঁজে এসেছি। আমার সাথী তা খুঁজতে বের হলেন, আর আমি এখানে ছায়ায় একটু আশ্রয় গ্রহণ এবং একটু কিছু পান করার উদ্দেশ্যে এলাম।

আমি তখন উঠে টক দুধ আনতে গেলাম, বর্ণনাকারী বলেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কখনো তিনি বলেছেন, আমি টক দই আনতে গেলাম। এরপর আমি তাকে তা পান করালাম। আর তিনিও পান করলেন এবং আমিও পান করলাম। এরপর আমি তাকে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলাম এবং বললাম: হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কে? তখন তিনি বললেন, আমি আবু বাকর। আমি বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথী আবু বকর, যার সম্পর্কে আমি শুনেছি? তিনি বললেন, হাঁ। তখন আমি খাছ'আম গোত্রের সাথে আমাদের যুদ্ধ ও জাহিলিয়্যাতের কোন কোন যুদ্ধের কথা উল্লেখ করলাম। এরপর বললাম, এরপর আল্লাহ আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁবু সমুহের রশিগুলি (এর ন্যায় সেতুবন্ধন) এনে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী ইবনু আউন এক হাতের আঙ্গুলসমূহকে অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। মুয়ায (অপর বর্ণনাকারী) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আহমাদও এক হাতের আঙ্গুলসমূহকে অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।

[বর্ণনাকারী (হায়্যাত) বলেন]: আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! লোকদের এ অবস্থা কতদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, ইমামগণ যতক্ষণ সরল পথে স্থির থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইমামগণ কারা? তিনি বললেন, তুমি কি (একত্রে বসবাসকারী) জনগোষ্ঠীর নেতাকে দেখনি, বিভিন্ন মহল্লায় যেমন সর্দার থাকে আর তারা তাকে অনুসরণ করে এবং তার আনুগত্য করে? ফলে এরা যতদিন সরল পথে স্থির থাকে, (ততদিন তা ঠিক থাকবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোন তাখরীজ করেন নি।– অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخٍ لِعَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ إسناده ضعيف فيه جهالة ولكن الحديث صحيح يشهد له الحديث قبل السابق

২১৭. আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমি তোমাদের জন্য যে সকল জিনিসকে ভয় করি, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয় করি গোমরাহকারী ইমাম (নেতা)-দেরকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে অজ্ঞাত রাবী রয়েছে। তবে হাদীসটি সহীহ, যার শাহিদ হাদীস পূর্বে গত হয়েছে। তাখরীজ: আহমদ, ৬/৪৪১, সনদ আগেরটির চেয়েও অধিক যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بَيَانٍ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، قَالَ: «فَرَآهَا لَا تَتَكَلَّمُ»، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ؟ قَالُوا: نَوَتْ حَجَّةً مُصْمِتَةً. فَقَالَ لَهَا: «تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ». قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ. قَالَ: " أَنَا امْرُؤٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَتْ: مِنْ أَيِّ الْمُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: «مِنْ قُرَيْشٍ» قَالَتْ: فَمِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ: " إِنَّكِ لَسَئُولٌ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: «بَقَاؤُكُمْ عليه مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتُكُمْ». قَالَتْ " وَمَا الْأَئِمَّةُ؟ قَالَ: «أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤَسَاءُ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟» قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَهُمْ مِثْلُ أُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ إسناده صحيح

২১৮. কায়িস ইবনু আবু হাযিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু বাকর আহমাস গোত্রের এক মহিলার নিকট গেলেন, যাকে যায়নাব বলে ডাকা হত। তিনি বলেন, তিনি মহিলাকে দেখলেন যে, সে কোনো কথা-বার্তা বলছে না। তখন তিনি (লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলেন, তার কী হয়েছে যে সে কথা বলছে না? তারা বলল, সে কথা-বার্তাহীন (নিশ্চুপ) হজ্জ করার নিয়াত করেছে। তিনি তাকে বললেন, তুমি কথা বলো। কারণ, এটি জায়েয নয়। এটি জাহিলী যুগের কাজ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তারপর সে কথা বলল। তখন সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি (আবু বাকর) বললেন, আমি মুহাজিরগণের একজন । সে তখন জিজ্ঞেস করল, কোন্ মুহাজিরগণের? তিনি বললেন, কুরাইশ বংশের। তখন সে আবারও প্রশ্ন করল, আপনি কুরাইশদের কোন্ (গোত্রের)? তিনি বললেন, তুমি তো দেখি খুব বেশি বেশি প্রশ্ন কর! আমি আবু বাকর। তখন ঐ মহিলা বললেন, জাহিলিয়্যাহ যুগের পরে আল্লাহ আমাদের জন্য যে কল্যাণকর অবস্থা সৃষ্টি করেছেন, তার উপর আমরা কতদিন পর্যন্ত স্থির থাকবো? তিনি বললেন, তোমরা এর উপর ততদিন পর্যন্ত স্থির থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের ইমামগণ সরল পথে স্থির থাকবে। সে বলল, ইমামগণ আবার কী? তিনি বললেন: ‘তোমাদের গোত্রে কি নেতৃস্থানীয় সর্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আছেন না, যারা লোকদেরকে আদেশ করেন এবং তারা তাদের আদেশ মান্য করে? সে বলল, হাঁ, অবশ্যই আছে। তিনি বললেন, ফলে তারাই হলো লোকদের জন্য ঐ ব্যক্তিবর্গের (ইমামগণের) মত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, সহীহ ৩৮৩৪; ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৮/৩৪৫, যঈফ সনদে ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: عَائِذَةُ، قَالَتْ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوصِي الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَيَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ مِنَ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ، فَالسَّمْتَ الْأَوَّلَ السَّمْتُ الْأَوَّلُ، فَإِنَّكُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ السَّمْتُ: الطَّرِيقُ إسناده صحيح

২১৯. আইযা নামক এক মহিলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নারী-পুরুষদেরকে নসীহত করতে শুনেছি। তিনি বলতেন: “তোমাদের মধ্যকার নারী বা পুরুষ যে-ই (ফিতনা ও বিদআতের যুগ) পায় সে যেনো অনুসরণ করে প্রথমযুগের লোকদের পথ, প্রাচীনদের পন্থা

(তথা সাহাবীগণের পন্থা)। কেননা, তবেই তোমরা ফিতরাত' তথা স্বভাব ধর্ম (ইসলাম)-এর উপর থাকবে।

(পরবর্তী বর্ণনাকারী) আব্দুল্লাহ বলেন, السبت মানে রাস্তা, পথ-পন্থা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৮/৩৫৮; ইবনু আবী শাইবা ১৪/১৩৩ নং ১৭৮৫৬; বিস্তারিত তাখরীজ দেখুন পূর্বে উল্লেখিত হাদীস নং ১৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنبَأَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ إسناده صحيح

২২০. যিয়াদ ইবনু হুদাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তুমি কি জানো, কিসে ইসলামকে ধ্বংস করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আলিমগণের পদস্খলন বা ভ্রান্তি, কিতাব তথা কুরআন নিয়ে মুনাফিকদের বিতর্ক-বিবাদ এবং গোমরাহকারী ইমাম (নেতা)-দের শাসন-পরিচালনা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৬৪১, ৬৪৩; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাকিহ নং ৬০৭; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' নং ১৮,৬৭, ১৮৬৯, ১৮৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْخُصُومَاتِ فَإِنَّهُمْ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم

২২১. মুহাম্মদ ইবনু আলী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা ঝগড়া-বিতর্ককারী লোকদের নিকট বসবে না। কেননা, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, লাইছ ইবনু আবী সালীম যঈফ। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৩৮৩,৩৮৪ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২)

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " سُنَّتُكُمْ - وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَيْنَهُمَا: بَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي، فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ: الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الْإِتْرَافِ فِي إِتْرَافِهِمْ، وَلَا مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ فِي بِدَعِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَّتِهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ فكذا كم - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - فَكُونُوا إسناده ضعيف المبارك بن فضالة يدلس ويسوي وقد عنعن

২২২. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তোমাদের রীতি-পদ্ধতি (সুন্নাত) হল বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের মাঝামাঝি। তাই তোমরা এ সুন্নাতের উপর অটল থাকবে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন। কেননা, আহলুস সুন্নাহ (সুন্নাতের অনুসারীগণ) ছিলেন অতীতের অতি স্বল্প সংখ্যক লোক; আর বর্তমানেও তারা সংখ্যায় অতি অল্প; যারা ভোগ-বিলাসে মত্ত লোকদের সাথে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়নি, আর বিদ'আতী লোকদের সাথেও বিদ'আতে লিপ্ত হয়নি। বরং তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত তাদের পথ-পন্থার (সুন্নাতের) উপর অটল থেকেছেন। সুতরাং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তোমরাও (অটল থাকার ব্যাপারে) তাদের মত হয়ে যাও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আল মুবারক ইবনু ফুদালাহ, তাদলীস ও সমন্বয় করতেন এবং তিনি 'আন 'আন' পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: আবী শামাহ, বায়িছ, পৃ. ২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩)

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: الْقَصْدُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ إسناده جيد

২২৩. আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বিদ'আতের মধ্যে (অনেক) পরিশ্রম করার চেয়ে সুন্নাতের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: লালিকাঈ, শারহে উসুল নং ১৪, ১১৪; হাকিম, আল মুসতাদরাক ১/১০৩; মারওয়াযী,আস সুন্নাহ নং ৮৮; খতীব, আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাকিহ ১/১৪৮; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বয়ানুল ইলম নং ২৩৩৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪)

أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا لَوْ لَمْ يُجَاوِزْ أَحَدُهُمْ ظُفُرًا، لَمَا جَاوَزْتُهُ، كَفَى إِزْرَاءً عَلَى قَوْمٍ أَنْ تُخَالَفَ أَفْعَالُهُمْ إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة وهو: ميمون القصاب

২২৪. ইবরাহীম বলেন, আমি এমন লোকদেরকে পেয়েছি (সাহাবীগণকে), যদি তাদের কেউ (ওযুতে) একটি নখও অতিক্রম না করতেন, তাহলে আমি অবশ্যই তা অতিক্রম করতাম না। কোন লোকের ঘৃণ্য বা তুচ্ছ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তাদের আমলের খেলাফ বা বিপরীত আমল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কারণ আবু হামযাহ যঈফ। (তবে অন্য সুত্রে এটি সহীহ। তাখরীজ দ্রষ্টব্য) তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/২২৭; আ'মাশ সূত্রে, সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء: 59] قَالَ: " أُولُو الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ، وَطَاعَةُ الرَّسُولِ: اتِّبَاعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إسناده صحيح

২২৫. আব্দুল মালেক হতে বর্ণিত, আল্লাহর কথা

(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)

(অর্থ: তোমরা আল্লাহ ও তারঁ রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার যারা ‘উলিল আমর’।” সূরা নিসা: ৫৯), এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আতা’ বলেন: ‘উলিল আমর’ বলতে ইলম ও ফিকহের (গভীর জ্ঞানের) অধিকারী আলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে আর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ বলতে কিতাব ও সুন্নাহর’ অনুসরণকে বুঝানো হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ৫/১৪৭; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ১০১, অপর সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ شَيْءٍ وَكَانَتْ عِنْدِي مَسْأَلَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقُلْتُ: رَحِمَكَ اللَّهُ، انْظُرْ فِيهَا، قَالَ: إِذَا وَضَحَ لِيَ الطَّرِيقُ وَوَجَدْتُ الْأَثَرَ لَمْ أَحْبَسْ إسناده صحيح

২২৬. ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেন, আমি শুবরুমাহকে কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে মাসআলাটি আমার নিকট অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আপনি এ বিষয়টিতে একটু নজর দিন। তিনি বললেন, যখন আমার নিকট কোন রাস্তা স্পষ্ট হয়ে গেল এবং আমি (সেই ব্যাপারে) আছার (হাদীস)ও পেয়ে গেলাম, তখন আর আমি তা আটকে রাখিনা (তা বলে দিই)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এ হাদীসটি আমি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ، مِنْ أَهْلِ هَجَرَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيَنْقُصُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا في إسناده ثلاث علل: ضعف عثمان بن الهيثم والانقطاع وجهالة سليمان

২২৭. হাজারের অধিবাসী সুলায়মান ইবনু জাবির নামক এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ইলম শিক্ষা করো ও তা লোকদেরকে শিক্ষা দান কর। তোমরা ফারাইয শিক্ষা কর এবং তা লোকদেরকে শিক্ষা দান কর। তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং লোকদেরকেও তা শিক্ষা দান কর। কেননা, আমি তো একজন মানুষ মাত্র, আমার মৃত্যু হবে। অচিরেই ইলম হ্রাস পাবে এবং ফিতনা প্রকাশিত হবে, এমনকি দু'ব্যক্তি ফরয বিষয় সম্পর্কেও মতভেদ করবে আর তাদের মধ্যে ফায়সালা করার মত একজন লোক (আলিম)-কেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে তিনটি ত্রুটি রয়েছে: ১. উছমান ইবনু হায়ছাম যঈফ, ২. ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা ৩. সুলায়মানের পরিচয়হীনতা। তাখরীজ: নাসাঈ, আল কুবরা ৬৩০৫; হাকিম ৪/৩৩৩; দারুকুতনী ৪/৮১-৮২ নং ৪৫; তিরমিযী ২০৯২ নং হাদীসের পরে; বাইহাকী, আল ফারাইয ৬/২০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৮)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ مِخْرَاقٍ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: «تَسَانَدَا، وَتَطَاوَعَا، ويسّرا وَلَا تُنَفِّرَا» فَقَدِمَا الْيَمَنَ، فَخَطَبَ النَّاسَ مُعَاذٌ فَحَضَّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي القرْآنِ، وَقَالَ: إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَاسْأَلُونِي أُخْبِرْكُمْ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمَكَثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثُوا، فَقَالُوا لِمُعَاذٍ: قَدْ كُنْتَ أَمَرْتَنَا إِذَا نَحْنُ تَفَقَّهْنَا، وَقَرَأْنَا أَنْ نَسْأَلَكَ فَتُخْبِرَنَا بِأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ لَهُمْ مُعَاذٌ: إِذَا ذُكِرَ الرَّجُلُ بِخَيْرٍ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَا ذُكِرَ بِشَرٍّ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

إسناده ضعيف لانقطاعه: زياد بن مخراق لم يسمع من ابن عمر فيما نعلم

২২৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়ায ইবনু জাবাল ও আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বললেন: "তোমরা একে অপরের ওপর নির্ভর করবে/সহযোগিতা করবে এবং একে অপরের কথা মান্য করবে এবং তোমরা মানুষকে সুসংবাদ দান করবে, আর তাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিবে না।" তারপর তারা দু'জন ইয়ামানে পৌঁছলেন। এরপর মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিলেন, তাদেরকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করলেন আর তাদেরকে কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের

জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন: ‘যখন তোমরা এটি করবে, তখন আমার নিকট জানতে চাইলে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, কারা জান্নাতের অধিবাসী ও কারা জাহান্নামের অধিবাসী। তারপর আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন, তারা অপেক্ষা করল। তারপর তারা মুয়াযকে বলল, আপনি আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন, যখন আমরা ফিকহ (পাণ্ডিত্য) অর্জন করব এবং পড়ব, তখন আমরা যেন আপনার নিকট জানতে চাই, ফলে আপনি আমাদেরকে বলে দেবেন যে, কারা জান্নাতের অধিবাসী ও কারা জাহান্নামের অধিবাসী। তখন মুয়ায তাদেরকে বললেন: কোন লোক যখন কল্যাণকর কথা আলোচনা করে, তখন তোমরা বুঝে নেবে যে, সে জান্নাতের অধিবাসী। আর যখন সে অকল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করবে, তখন তোমরা বুঝে নেবে যে, সে জাহান্নামের অধিবাসী।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ‘ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে। যিয়াদ্ বিন মাখরাখ ইবনু উমার হতে কিছু শোনেননি। আল্লাহই ভাল জানেন। (তবে এর মারফু’ অংশটুকুর সহীহ শাহেদের কারণে সেটুকু সহীহ। দেখুন, তাখরীজ) তাখরীজ: মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭৬৫ এ বিস্তারিত তাখরীজ দেখুন। আর এর মারফু’ অংশের শাহিদ হাদীস রয়েছে আবু মুসা হতে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহ। যা আমরা মুসনাদের আবু ইয়ালা’র ৭৩১৯ নং এর তাখরীজে বিস্তারিত জানিয়েছি। আবার আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এর শাহিদ বর্ণিত হয়েছে, যার বিস্তারিত তাখরীজ আমরা করেছি মুসনাদে মাউসিলী নং ৪১৭২ -এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯)

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، [ص: 300] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا إسناده صحيح وهو متفق عليه

২২৯. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন: “তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।” তারা বলল, আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। তখন তিনি বললেন: “তাহলে খলীলুল্লাহ’র নাতী আল্লাহর নবী ইয়া’কুবের পুত্র ইউসুফ।” তারা বলল, আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন: “তবে কি তোমরা

আরবের গোত্রসমূহ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছ? জাহিলী যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ইসলামেও শ্রেষ্ঠ, যদি তারা (ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। বরং এটি বুখারী মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: আমি এটি তাখরীজ করেছি মুসনাদে মাউসিলী নং ৬০৭০, ৬৪৭১, ৬৫৬২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯২, ৬৪৮ ও মুসনাদে হুমাইদী নং ১০৭৬, ১০৭৭ এ। (সহীহ বুখারী ৩৩৫৩, ৩৩৭৪, ৩৩৮৩, ৩৪৯৩, ৩৪৯৬, ৩৫৮৮, ৪৬৮৯; সহীহ মুসলিম ২৩৭৮, ২৫২৬, ২৬৩৮; মুসনাদে আহমাদ২/২৫৭, ২৬০, ২৯১, ৪৩৮, ৪৮৫, ৪৯৮, ৫২৫, ৫৩৯; ফাযাইলুস সাহাবাহ নং ১৫১৮, ১৫১৯, ১৬৭৩। (দেখুন, আল ইহসান ফী তাক্বরীব সহীহ ইবনু হিব্বান, শুয়াইব আরনাউত্ব, হা/৯২ এর টীকা))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث ولكن الحديث متفق عليه

২৩০. মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: “আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি যঈফ, কিন্তু হাদীস সহীহ যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এ বর্ণিত হয়েছে। তাখরীজ: এটিও আমি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯৭ ও মুসনাদে মাউসিলী নং ৭৩৮১ তে পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি। নিম্নোক্ত হাদীস দু’টি দেখুন। এছাড়া খতীব, ফাকিহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ إسناده صحيح

২৩১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ, আল মুসনাদ, ১/৩০৬; তিরমিযী, আল ইলাল ২৬৪৭; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ৪। পূর্বের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ إسناده صحيح

২৩২. (অপর সনদে) মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ, আল মুসনাদ ৪/৯২, ৯৩, ৯৪; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/২৮০; পূর্ণাঙ্গ তাখরীজের জন্য ২৩০ নং হাদীসটি দ্রষ্টব্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ، أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذَا، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَعَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فِي هَذَا الْبَلَدِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ عَلَى ثَلَاثٍ: إِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةِ أُولِي الْأَمْرِ، وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ إسناده حسن والحديث صحيح

২৩৩. জুবাইর ইবনু মুতঈম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিদায় হজ্জের দিন আরাফার মাঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবার সময় উপস্থিত ছিলেন। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন): "হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহর কসম! আমি জানিনা, হয়তোবা, আজকের পরে আমার এ অবস্থানস্থলে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি আজকের আমার এ বক্তব্য শুনবে ও তা স্মরণ রাখবে, আল্লাহ তাকে রহম করবেন। কেননা, অনেক জ্ঞান বহনকারী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী হয় না এবং জ্ঞান বহনকারীর চাইতে তার শিক্ষার্থীরাও অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকে। তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের নিকট সম্মানিত, যেমন সম্মানিত এ শহরে এ মাসে আজকের এ দিনটি। জেনে রাখ, অন্তর তিনটি বিষয়ে খিয়ানত করে না: ১. একমাত্র আল্লাহর জন্য আমলকে বিশুদ্ধ করা, ২. উলিল আমর (শাসক) এর প্রতি নসীহত করা, ৩. মুসলিমগণের জামা'আতকে আঁকড়ে থাকা। কেননা, তাদের দু'আ তাদের পেছনের সকলকে বেষ্টন করে নেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি মুসনাদে মাউসিলী নং ৭৪১৩ এ; এর অনেক শাহিদ হাদীস রয়েছে। (হাকিম, ১/৮৭, ৮৮; হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন; ১/৮৬-৮৭ অপর সনদে; একে হাকিম ও যাহাবী বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। আহমাদ ৪/৮০, ৮২; ইবনু মাজাহ মুকাদ্দমা ২৩১- মুসনাদে মাউসিলী, হা/৭৪১৩ এর টীকা- **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** দারানী। - অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى، فَقَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا، سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَطَاعَةُ ذَوِي الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِمْ إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح

২৩৪. জুবাইর ইবনু মুত্বঈম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনার নিকট অবস্থিত আল-খাইফ নামক স্থানে আমাদের মাঝে (খুতবার উদ্দেশ্যে) দাঁড়িয়ে বললেন: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা সমুজ্জ্বল করুন, যে আমার বক্তব্য শুনলো ও

তা স্মরণ রাখলো। অতঃপর যে শুনেনি তার নিকট পৌঁছে দিল। কেননা, অনেক জ্ঞান বহনকারী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী হয় না এবং কোন কোন জ্ঞান বহনকারীর চাইতে তার শিক্ষার্থীরাও অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকে। জেনে রাখ, তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না: ১. একমাত্র আল্লাহর জন্য আমলকে বিশুদ্ধ করা, ২. 'যাবিল আমর' (শাসক)-এর আনুগত্য করা, ৩. মুসলিমগণের জামা'আতকে আঁকড়ে থাকা। কেননা, তাদের দু'আ তাদের পিছনে থেকেও হয়ে থাকে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ, হ/৫৯৮ ও মুসনাদে মাউসিলী হা/৭৪১৩, ৭৪১৪ এ। (পূর্বের হাদীসটি দেখুন- অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫)

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، بِنِصْفِ النَّهَارِ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا خَرَجَ هَذِهِ السَّاعَةَ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ إِلَّا وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، قَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ فَأَدَّاهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ لَا يَعْتَقِدُ قَلْبُ مُسْلِمٍ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». قَالَ: قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: «إِخْلَاصُ الْعَمَلِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَهُ، فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، قَالَ هِيَ الظُّهْرُ إسناده صحيح

২৩৫. আব্দুর রহমান বিন আবান বিন উছমান তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুপুর বেলায় যায়দ ইবনু ছাবিত মারওয়ান ইবনুল হাকাম-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, এই সময় তিনি মারওয়ান নিকট থেকে বের হয়েছেন, নিশ্চয়ই সে তাকে কোনো (অপছন্দ) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। আমি তার নিকট গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হাঁ, তিনি একটি হাদীস সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা

উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন একটি হাদীস শুনল, তা হিফাজত (মুখস্ত) রাখল এবং তার চেয়ে অধিক হিফাজতকারী কারো নিকট পৌছে দিল। কেননা, অনেক জ্ঞান বহনকারী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী হয় না এবং কোন কোন জ্ঞান শিক্ষাদানকারীর চাইতে তার শিক্ষার্থীরাও অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকে। যে মুসলিমের অন্তরে তিনটি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তিনি বলেন, আমরা বললাম, সেই বিষয়গুলি কী কী?

তিনি বললেন, ১. আমলে একনিষ্ঠতা, ২. শাসকের কল্যাণ কামনা করা এবং ৩. জামা'আত আকঁড়ে থাকা। কেননা, তাদের দু'আ তাদের পেছেনের সকলকে বেষ্টন করে নেয়। আর যার নিয়ত থাকবে আখিরাত, আল্লাহ তার অন্তরে অভাবমুক্তি দান করবেন, তার সকল কাজ সুন্দর করে দেবেন এবং দুনিয়া লাঞ্ছিত অবস্থায় তার সামনে হাজির হবে। আর যার নিয়ত হবে দুনিয়া, আল্লাহ তার সবকিছুতে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে দেবেন, আর দারিদ্রকে তার দু'চোখের সামনে রেখে দেবেন। আর সে দুনিয়ার কেবল সেই টুকুই লাভ করবে, যা তার তাকদীরে (নির্ধারিত) আছে।"

তিনি বলেন, আমি তাকে 'সালাতুল উছতা' বা মধ্যবর্তী ছালাতের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তা হল যোহরের সালাত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি, মাওয়ারিদুয যাম'আন' হা/৭২,৭৩ এর তাখরীজে; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৭, ৬৮০। এর অনেক শাহীদ রযেছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৬)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، أَنبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَجْلَانِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ مُحِيطٌ مِنْ وَرَائِهِمْ إسناده ضعيف غير أن الحديث صحيح

২৩৬. আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বলেছেন: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন একটি হাদীস শুনল এবং সে যেভাবে শুনেছে, অনুরূপভাবেই (অবিকৃতভাবে) কারো নিকট পৌছে দিল। কেননা, কোনো কোনো সময় প্রচারকের চেয়ে শ্রোতা অধিক হিফাজতকারী

হয়। কোন মুসলিম ব্যক্তির অন্তর তিনটি বিষয়ে খিয়ানত করে না: ১. একমাত্র আল্লাহর জন্য আমলকে বিশুদ্ধ করা, ২. প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামন করা, ৩. মুসলিমগণের জামা'আতকে আঁকড়ে থাকা। কেননা, তাদের দু'আ তাদের পেছনের সকলকে বেষ্টন করে নেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি, মাজমাউয যাওয়াইদ হা/৫৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إسناده صحيح ومحمد بن عيسى هو ابن نجيح وقد صرح هشيم بالتحديث

২৩৭. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৬৩ নং ৬৩০২; আহমদ, ৩/৩০৩; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দমা ৩৩; বিস্তারিত তাখরীজ দেখুন, মুসনাদে মাউসিলী নং ৮৪৭

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى وهو: ابن عامر الثعلبي

২৩৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, আব্দুল আ'লা যঈফ। তবে

হাদীসটি সহীহ। দেখুন এ বাবের হাদীসসমূহ। তাখরীজ: তাহাবী, মুশকিলুল আছার ১/১৬৭; আর এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজের জন্য দেখুন, মাযমাউয যাওয়াইদ হা/৬৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي كَذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث غير أن الحديث صحيح

২৩৯. জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “যে ব্যক্তি আমার নামে/পক্ষ থেকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আব্দুল্লাহ বিন সালিহ যঈফ হওয়ার কারণে। তবে হাদীস সহীহ। তাখরীজ : বুখারী, ১০৭; আবু দাউদ ৩৬৫১; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামা নং ৩৬; ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৬০ নং ২৬৯৩; আহমদ, ১/১৬৫, ১৬৭;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ في إسناده محمد بن حميد وعمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة وعبد الله بن يعلى وهم ضعفاء. ولكن الحديث صحيح

২৪০. আব্দুল্লাহ ইবনু মুররাহ তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে রয়েছে মুহাম্মদ ইবনু হামীদ, উমার ইবনু

আব্দল্লাহ ইবনু ইয়া'লা ইবনু মুররাহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়া'লা। এরা সকলেই যঈফ। কিন্তু হাদীস সহীহ।
তাখরীজ: এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি, মাজামাউয যাওয়াইদ হা/৬৫১; এ বাবের অন্যান্য হাদীসটি সমূহ দ্রষ্টব্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১)

أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَتَّابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ أُخْطِئَ لَحَدَّثْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَاكَ أَنِّي سَمِعْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إسناده صحيح

২৪১. আত্তাব বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার যদি ভুল হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই এমন সব বিষয়ে হাদীস শুনাতাম, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি কিংবা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। কেননা, আমি এটি তাঁর নিকট শুনেছি: "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনুল জাউযী, আল মাউযু'আত ১/৭৯; বুখারী, ১০৮; মুসলিম, মুকদ্দমা ২; তায়ালিসী ১/৩৮ নং ৯৭; বিস্তারিত তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯০৯; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১/৪৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَعَنِ التَّيْمِيِّ، وَعَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى ابْنِ هُرْمُزَ سَمِعُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إسناده صحيح

২৪২. আব্দুল আযীয, হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান, তাইমী এবং ইবনু হুরমুযের আযাদকৃত গোলাম আত্তাব থেকে বর্ণিত, তারা সকলেই আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৬৩, নং ৬৩০৩; আহমাদ, ৩/১১৩,১১৪, ১৬৬, ১৭৪, ২০৩, ২২৩, ২৭৮, ২৮০; তাহাবী, মুশকিলুল আছার, ১/১৬৯; দেখুন পূর্বের টীকা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ، فَلَا يَقُلْ إِلَّا حَقًّا، - أَوْ إِلَّا صِدْقًا - وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إسناده صحيح محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد وغيره فانتفت شبهة التدليس

২৪৩. আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি: হে মানবমণ্ডলী! তোমার আমার থেকে অধিক হাদীস বর্ণনা করা হতে বিরত থাকো। তবে যে ব্যক্তি আমার থেকে (হাদীস) বলতে চায়, সে যেন সত্য বা সঠিক ব্যতীত অন্য কিছু না বলে। আর যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করল, যা আমি বলিনি, তবে সে জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নিল।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ, ৫/২৯৭; ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৬১ নং ৬২৯৫; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামা ৩৫; হাকিম ১/১১১; তাহাবী, মুশকিলুল আছার ১/১৭২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إسناده صحيح

২৪৪. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আমার ধারণা, এ মুহাম্মদ ইবনু বাশার যদি মাহফুয হয়, তবে তিনি মুহাম্মদ ইবনু সীরীন হবেন, তাহলে এটি মুসনাদে আহমাদ ৩/১১৩ ও ইবনু আবী শাইবা ৮/৭৫৯ তে আসেম ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আনাস হতে... এ সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীস দুটি ২৪১, ২৪২ দেখুন। এছাড়া, বিভিন্ন সনদে এটি দেখুন তাহাবী, মুশকিলুল আছার, ১/১৬৪-১৭৫ ও ইবনুল জাউযীর আল মাউযু’আত ১/৫৫-৯৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ: قَبْضُ الْعِلْمِ قَبْضُ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا إسناده صحيح والحديث متفق عليه

২৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ মানুষদের (অন্তর) থেকে ইলমকে জবরদস্তিভাবে উঠিয়ে নেন না, বরং আলিমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নেন। ফলে যখন একজন আলিমও অবশিষ্ট থাকবেন না, তখন ‘জাহিল/মূর্খ’-দেরকে লোকেরা তাদের নেতা (অনুসরনীয় ব্যক্তিত্ব) বানিয়ে নেবে। তখন তাদেরকে (মাস’আলা-মাসায়েল) জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ইলম ছাড়াই ফাতওয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[1]
[1] তাহক্বিক্ব: এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ১০০, ৭৩০৭ ; সহীহ মুসলিম ৪/৪৭ নং ২৬৭৩; (আহমদ ৬৫২১); ইবনু আবী শাইবা, ১৫/১৭৭ নং ১৯৪৩৬... বিস্তারিত তাখরীজ দেখুন সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫৭১, ৬৭১৯, ৬৭২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৬)

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، أَنبَأَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خُذُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ». قَالُوا: وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: «ثَكِلَتْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أَوَلَمْ تَكُنِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمْ شَيْئًا؟ إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ، إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة ولكنه حديث حسن بشواهده

২৪৬. আবী উমামা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ইলমকে উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তোমরা তা শিক্ষা কর।” তারা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কিভাবে ইলম উঠে যাবে? বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি রেগে গেলেন। তারপর বললেন, “তোমাদের মা তোমাদেরকে হারিয়ে ফেলুক! বনী ইসরাঈলদের নিকট কি তাওরাত ও ইনজিল ছিল না? কিন্তু সেগুলি তাদের কোনো কাজেই আসল না। ইলম উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ হল ইলমের বাহককে (আলিমগণকে) উঠিয়ে নেওয়া। ইলম উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ হল ইলমের বাহককে (আলিমগণকে) উঠিয়ে নেওয়া।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, হাজ্জাজ বিন আরতাহ যঈফ। কিন্তু শাহিদ থাকার কারণে হাদীসটি হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ও তাবারানীতে রয়েছে। আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি মাজমাউয যাওযাইদ হা/৯৯০ এর তাখরীজে। এটি আরও রয়েছে, ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানুল ইলম নং ১৩৬, ১৩৭; খতীব, তারীখ ২/২১২;....।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ هُوَ: ابْنُ خَبَّابٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا عَلَامَةُ هَلَاكِ النَّاسِ؟ قَالَ: إِذَا هَلَكَ عُلَمَاؤُهُمْ إسناده صحيح

২৪৭. হিলাল ইবনু খাব্বাব বলেন, আমি সাঈদ ইবনু জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আব্দুল্লাহ, লোকদের ধ্বংসের আলামত কী? তিনি বললেন, যখন তোমাদের আলিমগণ মৃত্যুবরণ করবেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১৫/৪০;

ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ১০২৩; ইবনু ওয়াদাহ, আল বিদ'আ নং ২১৩; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৬/১৮৩; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২/২৫৩ নং ১৬৬২; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/২৭৬..।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَقِيَ الْأَوَّلُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ - أَوْ يُعَلِّمَ - الْآخِرَ، فَإِذَا هَلَكَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَ - أَوْ يَتَعَلَّمَ - الْآخِرُ، هَلَكَ النَّاسُ إسناده ضعيف مسعود بن سعد متأخر السماع من عطاء

২৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু রুবাইয়্যিআহ থেকে বর্ণিত, সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, লোকেরা ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন প্রথম যুগের লোকেরা (সাহাবীগণ) তাদের মাঝে থাকবেন এবং পরবর্তী লোকেরা ইলম শিক্ষা করতে থাকবে, অথবা শিক্ষা দিতে থাকবে। তারপর যখন পরবর্তীগণ ইলম শিক্ষা পাওয়া - কিংবা শেখার পূর্বেই পূর্ববর্তীরা মৃত্যুবরণ করবে, তখনই লোকেরা ধ্বংস হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; এতে ইনকিতা বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। মাসউদ ইবনু সা'দ আতা থেকে কিছু শোনা থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তাখরীজ: আহমদ, আয যুহদ পৃ: ১৫১ তে অপর সনদে। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য হলেও এতেও ইনকিতা রয়েছে। সামনেও নং ২৫৫ তে এটি বর্ণিত হয়েছে অপর সনদে। এ সমস্ত সনদ মিলিয়ে আছারটি হাসান পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ؟» قُلْنَا: لَا. قَالَ: ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ إسناده صحيح

২৪৯. কাবুস তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তোমরা জান কি ইলম উঠে যাওয়া (অর্থ) কী? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন: আলিমগণের মৃত্যু বরণ করা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১০০৭। ১০০৬ ও দেখুন। এছাড়া আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৫৩;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَتَدْرِي كَيْفَ يُنْقَصُ الْعِلْمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: كَمَا يُنْفَضُ الثَّوْبُ، وَكَمَا يَقْسُو الدِّرْهَمُ. قَالَ: «لَا»، وَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْهُ، قَبْضُ الْعِلْمِ: قَبْضُ الْعُلَمَاءِ في إسناده محمد بن أسعد منكر الحديث

২৫০. আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা জান কি, ইলম কিভাবে হ্রাস পাবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, পোশাক যেভাবে ছোট হয়ে যায়, দিরহাম যেভাবে অচল হয়ে যায়।
তিনি বললেন, না, এর কোনটাই নয়। বরং ইলম উঠিয়ে নেওয়া হলো: আলিমদেরকে উঠিয়ে নেওয়া (মৃত্যু দান)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** (এর রাবী মুহাম্মদ ইবনু আস'আদ সম্পর্কে বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণের মতামত আলোচনা করেছেন, কিন্তু তিনি কোন হুকুম লাগাননি। তবে পূর্বের হাদীসগুলি এর শাহিদ হওয়ায় তা সহীহ বা হাসান পর্যায়ের ইনশা আল্লাহ।- অনুবাদক) তাখরীজ: দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ (আমার তাহক্বিক্বকৃত) নং ১০০৫ এর টীকা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا لِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ وَجُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ؟ تعلَّموا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ إسناده ضعيف لانقطاعه سالم لم يدرك أبا الدرداء فيما نعلم

২৫১. আবু দারদা’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কী হল! আমি দেখছি তোমাদের আলিমগণ চলে যাচ্ছেন এবং তোমাদের মুর্খরা (ইলম) শিখছে না? ইলম উঠিয়ে নেয়ার আগেই তোমরা তা শিক্ষা কর। কেননা, ইলম উঠে যাওয়া (অর্থ) হল আলিমগণের চলে যাওয়া (মৃত্যুবরণ করা)।[1]

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদ যঈফ। কেননা, এতে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। আমরা যা জানতে পেরেছি, তাতে সালিম আবী দারদার সাক্ষাৎ লাভ করেননি। আল্লাহই ভাল জানেন। (তবে এটি ইবনু আব্দুল বারর, জামি’ ১০৩৬ নং তে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ দেখুন) তাখরীজ: আহমদ, আয যুহদ পৃ. ১৪৪; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানুল ইলম নং ১০৪৪; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ১/২১২, ২২১; অপর সনদে বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানুল ইলম নং ১০৩৬, এর সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: النَّاسُ عَالِمٌ، وَمُتَعَلِّمٌ، وَلَا خَيْرَ، فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ إسناده ضعيف لانقطاعه سليمان بن موسى لم يدرك أبا الدرداء

২৫২. আবু দারদা’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কল্যাণ লাভকারী) মানুষ দু’ প্রকার: ১. আলিম ও ২. ইলম শিক্ষার্থী। এ ব্যতীত আর যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** বিচ্ছিন্নতার কারণে এর সনদ যঈফ। সুলায়মান ইবনু মুসা আবী দারদার সাক্ষাৎ লাভ করেন নি। (তবে আহমাদ, যুহদ পৃ. ১৩৬ তে এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ দেখুন) তাখরীজ: আহমদ, আয যুহদ পৃ. ১৩৬, এর সনদ সহীহ; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ, যাওয়াইদ আলায যুহদ পৃ. ১৩৬; ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৩০ নং ৬১৭২; আবু নুয়াইম, আল হিলইয়া ১/২১২-২১৩; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানুল ইলম নং ১৩৮, ১৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مُعَلِّمُ الْخَيْرِ، وَالْمُتَعَلِّمُ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَلَيْسَ لِسَائِرِ النَّاسِ بَعْدُ خَيْرٌ رجاله ثقات غير أنه منقطع كما قدمنا

২৫৩. আবু দারদা’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদানকারীর এবং শিক্ষার্থীর প্রতিদান (সাওয়াব) একই সমান; আর এ (দু’প্রকারের লোক) ব্যতীত গোটা মানবজাতির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে; যেমন পূর্বে বলে এসেছি। তাখরীজ: আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ, যাওয়াইদ আলায যুহদ পৃ. ১৩৬; ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৩০ নং ৬১৭৪; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানুল ইলম নং ১৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَنبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا، وَلَا تَكُنِ الرَّابِعَ فَتَهْلِكَ إسناده ضعيف الحسن هو البصري وقد عنعن

২৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “ হয় আলিম হয়ে যাও, নয়তো (ইলম) শিক্ষাকারী হও, নয়তো মনযোগী শ্রোতা হয়ে যাও; এ (তিন ব্যতীত) চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। হাসান বাছরী তিনি ‘আন ‘আন’ পদ্ধতিতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তবে বুখারীর সনদটি সহীহ- তাখরীজ দেখুন।-অনুবাদক) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭২৯ নং ৬১৭১; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানুল ইলম নং ১৩৯; ইয়াকুব আল ফাসওয়ায়ী, আল মা’রেফাত ওয়াত তারীখ ৩/৩৯৯; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১১৬; বুখারী, আত তারীখুল কাবীর ৪/৯৯; এর সনদ সহীহ। ইবনু হাযম, আল ইহকাম ৬/১০৪৫ হাসান সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَقِيَ الْأَوَّلُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ الْآخِرُ، فَإِذَا هَلَكَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْآخِرُ، هَلَكَ النَّاسُ لم يحكم عليه المحقق

২৫৫. আব্দুল্লাহ বিন রাবীয়াহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান রা. বলেছেন, "লোকেরা ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের থাকবে যতদিন পূর্ববর্তীগণ (সাহাবীগণ) জীবিত থাকবেন, আর পরবর্তী লোকেরা ইলম শিক্ষা করতে থাকবেন। তারপর যখন পরবর্তীগণ ইলম শিক্ষা করার পূর্বেই পূর্ববর্তীগণ মৃত্যুবরণ করবেন, তখনই লোকেরা ধ্বংস হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ হাদীসটি পূর্বে ২৪৮ নং এ গত হয়েছে। সেখানে দেখুন। (সনদের রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, তবে সনদে ইনক্বিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তবে কয়েকটি সনদের সমন্বয়ে সামগ্রিকভাবে এ আছারটি হাসান স্তরে উন্নীত হয়- ২৪৮ নং এর টীকা হতে।- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: أَنبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ «تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا إسناده صحيح

২৫৬. আহনাফ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, তোমাদেরকে নেতা বানানোর পূর্বেই তোমরা দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭২৯ নং ৬১৬৭; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৯; ওয়াকী', আয যুহদ নং ১০২; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ২/৭৮; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৬৬৯; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৫০৮-৫০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمَرُ: «يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ، الْأَرْضَ الْأَرْضَ، إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ، كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ، كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ في إسناده علتان: الأولى جهالة صفوان بن رستم والثانية الانقطاع. وعبد الرحمن بن ميسرة لم يدرك تميما الداري

২৫৭. তামীম দারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু'র জামানায় লোকেরা সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করছিল। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, হে আরব জাতি! যমীনে, যমীনে (বসবাস কর, উচ্চ দালান নির্মাণ করোনা)। কেননা, নিশ্চয়ই জামা'আত ব্যতীত ইসলাম নেই, আর ইমারত (নেতৃত্ব) ব্যতীত জামা'আত নেই, আর আনুগত্য ব্যতীত ইমারত (নেতৃত্ব) নেই। ফলে প্রজ্ঞা ও গভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে জাতি যে ব্যক্তিকে তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচন করবে, সে হবে তার নিজের জন্য ও তার জাতির জন্য জীবন সমতুল্য। আর , প্রজ্ঞা ও গভীর জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুর ভিত্তিতে জাতি যে ব্যক্তিকে তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচন করবে, সে তার নিজের ও জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে দু'টি ত্রুটি রয়েছে। ১. সাফওয়ান ইবনু রুস্তম অজ্ঞাত ২. এতে ইনকিতা বা বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। আব্দুর রহমান ইবনু মায়সার তামীম দারীর সাক্ষাত লাভ করেননি। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানুল ইলম, নং ৩২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنبَأَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْمُهَاصِرَ بْنَ حَبِيبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي لَسْتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ، وَلَكِنِّي أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ، فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِي طَاعَتِي، جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا لِي وَوَقَارًا، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ إسناده ضعيف صدقة بن عبد الله ضعيف والحديث مرسل

২৫৮. মুহাসির ইবনু হাবীব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'আমি প্রত্যেক জ্ঞানগর্ভ কথাকেই কবুল করি না, বরং তার নিয়ত ও মন-মানস (এর টান) কে আমি কবুল করি। যদি তার নিয়ত ও মন-মানস (এর টান) আমার আনুগত্যের প্রতি হয়ে থাকে, তবে আমি তার নিরবতাকেও আমার গুণকীর্তণ ও সম্মান প্রদর্শন হিসেবে ধরে নেই, যদিও সে কোনো কথা বলেনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। সদাকাহ ইবনু আব্দুল্লাহ যঈফ। আর হাদীসটি মুরসাল। তাখরীজ: এ হাদীস এখানে ব্যতীত আর কোথাও আমি পাইনি। খতীব তিবরিযী তার মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে নং ৫৩৩৮ এ একে দারেমী'র দিকে সম্বন্ধ করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৯)

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ: «أَبُثُّ الْعِلْمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهِمْ، أَخَذْتُهُمْ بِحَقِّي عَلَيْهِمْ إسناده صحيح إلى أبي الزاهرية حدير بن كريب وهو مرسل

২৫৯. মুয়াবিয়াহ ইবনু সালিহ, আবূ যাহিরিয়্যাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি একে মারফু’ হাদীস হিসেবে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা’আলা বলেন: “আমি আখেরী যামানায় ইলমকে (সকলের মাঝে) ছড়িয়ে দেব, যাতে নারী-পুরুষ, কৃতদাস-স্বাধীন ব্যক্তি, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলেই তা শিখে নেয়। যখন আমি তাদের ব্যাপারে একাজ করব (তাদের জ্ঞান শিক্ষার সুযোগ করে দেব), অত:পর আমি তাদের উপর আমার হকের বিষয়ে তাদেরকে পাকড়াও করব।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আবী যাহিরিয়্যাহ পর্যন্ত সহীহ। কিন্তু তা মুরসাল। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানুল ইলম, নং ১২১০; আবু নুয়াইম, আল হিলইয়া ৬/১০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০)

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَنْ طَلَبَ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْعِلْمِ فَأَرَادَ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ، يُدْرِكْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا، فَذَاكَ وَاللَّهِ حَظُّهُ مِنْهُ إسناده صحيح إلى الحسن

২৬০. হাসান (রহঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি এ জ্ঞানের কোনো অংশ তালাশ (অন্বেষণ) করে এবং এর দ্বারা তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর নিকট যা আছে তা (অর্থাৎ সাওয়াব), তবে ইনশা আল্লাহ সে তা লাভ করবে। আর এ (ইলম) দ্বারা যার উদ্দেশ্য হবে দুনিয়া কামাই, তবে আল্লাহর কসম! সে এর দ্বারা তা-ই লাভ করবে (সাওয়াব পাবে না)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাসান পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, ইকিতিদাউল ইলমুল আমল নং ১০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِثَلَاثٍ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَتُجَادِلُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلِتَصْرِفُوا بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، وَابْتَغُوا بِقَوْلِكُمْ مَا عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَدُومُ وَيَبْقَى وَيَنْفَدُ مَا سِوَاهُ في إسناده محمد بن عون وهو متروك. وباقي رجاله ثقات

২৬১. ইবরাহীম ইবনু মুসা বলেন, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তোমরা এ তিনটি উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না: ১. এর (জ্ঞানের) মাধ্যমে মুর্খদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করার জন্য, ২. এর মাধ্যমে আলিমগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য, ৩. এর মাধ্যমে লোকদের চেহারা (দৃষ্টি/মনযোগ) তোমাদের দিকে আকর্ষণ করার জন্য। আর তোমাদের কথার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট যা রয়েছে , তা (অর্থাৎ সাওয়াব) প্রত্যাশা কর। কারণ, তা-ই স্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকবে। আর তা ব্যতীত সবকিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে মুহাম্মদ ইবনু আউন রয়েছে, সে মাতরুক (পরিত্যক্ত রাবী)। অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ৮১০; আরও দেখুন জামিই’ বায়ানিল ইলম, নং ২৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২)

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كُونُوا يَنَابِيعَ الْعِلْمِ مَصَابِيحَ الْهُدَى، أَحْلَاسَ الْبُيُوتِ، سُرُجَ اللَّيْلِ، جُدُدَ الْقُلُوبِ، خُلْقَانَ الثِّيَابِ، تُعْرَفُونَ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، وَتَخْفَوْنَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ إسناده ضعيف

২৬২. একই সনদে তিনি আরও বলেন, “তোমরা জ্ঞানের ঝর্ণা হও, হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হও, গৃহসমূহের পরিচ্ছদ হও (গৃহের জন্য অপরিহার্য্য), রাতের প্রদীপ হও, অন্তরসমূহের ঐকান্তিকতা হও, পুরাতন পোশাক খণ্ড হয়ে যাও, আসমানবাসীর নিকট সুপরিচিত হও এবং জমিনবাসীর নিকট অপরিচিত (গোপন) হও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি পূর্ববতী হাদীসের সনদ। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, ১৭২৯; এর সনদও যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الدُّنْيَا، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إسناده صحيح إلى عبد الله بن عبد الرحمن وهو مرسل بل ربما كان معضلا

২৬৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি এ ইলম অন্বেষণ করবে এবং এর মাধ্যমে দুনিয়া (এর সম্পদ)-ই তার একমাত্র উদ্দেশ্যে হবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণও হারাম করে দিবেন।"[1]

[1] তাহাক্বীক্ব: আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। কিন্তু এটি মুরসাল; বরং সম্ভবত এটি মু'দ্বাল। কিন্তু আবী হুরাইরা হতে বর্ণিত এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আবী শাইবা ৮/৭৩১ নং ৬১৭৮। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামাহ ২৫২; আবু দাউদ ৩৬৬৪; ইবনু আব্দুল বার, জামি' নং ১১৪৫; আহমদ ২/৩৩৮ আবু হুরাইরা হতে....। হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪)

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلشَّعْبِيِّ: أَفْتِنِي أَيُّهَا الْعَالِمُ، فَقَالَ: «الْعَالِمُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ» عَزَّ وَجَلَّ إسناده صحيح

২৬৪. মালিক ইবনু মিগওয়াল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শা'বীকে কোন এক ব্যক্তি বলল, হে আলিম, আপনি আমাকে একটি বিষয়ে ফতওয়া দিন। তখন তিনি বলেন, আলিম হল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাকে ভয় করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১৪/৪৮ নং ১৭৫১৭; আবু নুয়াইম, আল হিলইয়া ৪/৩১১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مَزْيَدٍ، عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَمٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، تُعْرَفُوا بِهِ، وَاعْمَلُوا بِهِ، تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا زَمَانٌ لَا يَعْرِفُ فِيهِ تِسْعَةُ عُشَرَائِهِمُ الْمَعْرُوفَ، وَلَا يَنْجُو مِنْهُ إِلَّا كُلُّ نُوَمَةٍ فَأُولَئِكَ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الْعِلْمِ، لَيْسُوا بِالْمَسَايِيحِ وَلَا الْمَذَايِيعِ الْبُذُرِ» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: نُوَمَةٌ: غَافِلٌ عَنِ الشَّرِّ، الْمَذَايِيعُ: كَثِيرُ الْكَلَامِ، وَالْبُذُرُ: النَّمَّامُونَ رجاله ثقات غير أنه منقطع أوفى بن دلهم لم يسمع عليا فيما نعلم

২৬৫. আওফা ইবনু দালহাম হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “তোমরা ইলম শিক্ষা কর, তাহলে এর দ্বারাই তোমরা পরিচিতি লাভ করবে, তোমরা এর দ্বারা আমল করতে পারবে, আর তোমরা জ্ঞানের বাহক হয়ে যাবে। কেননা, নিশ্চয় এ যামানার পরেই এমন এক যামানা আসবে, যখন দশজনের নয়জন লোকই ভালো কথা/কাজ (মা’রুফ) বিষয়ে জানবে না। আর এ (ফিতনা) থেকে অখ্যাত (অকল্যাণ থেকে বেখেয়াল) ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত আর কেউ রক্ষা পাবে না। আর তারাই হলেন সঠিকপথের ইমাম (আলিম) এবং ইলমের আলোকবর্তিকা। আর তারা মন্দ কাজ ও চোগলখুরীতে ব্যস্ত থাকে না, এবং তারা লোকদের মাঝে কুৎসা ও অশ্লীলতার প্রচারকারী নন।[1]
আবু মুহাম্মদ (দারেমী) বলেন: ‘نومة‘: অকল্যাণ (ফিতনা) থেকে বেখেয়ালী ব্যক্তিবর্গ। المذاييع: বাচালতা, অধিক কথা বলা। البذر চোগলখোর, কুৎসা রটনাকারীগণ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে এ সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, আওফা বিন দুলহাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে কোন কিছু শ্রবণ করেননি। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: আহমদ, আয যুহদ পৃ. ১৩০; দেখুন শুয়াবুল ঈমান ৯৬৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ تَعْلَمُوا، فَلَنْ يَأْجُرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعِلْمِ حَتَّى تَعْمَلُوا إسناده رجاله ثقات غير أن يزيد بن جابر الأزدي لم يدرك معاذ بن جبل

২৬৬. ইয়াযীদ ইবনু জাবির বলেন, মুয়ায ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “তোমরা জ্ঞান অর্জন করার পরে তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমল কর। কেননা, তোমরা আমল না করা পর্যন্ত কখনোই আল্লাহ তা’আলা তোমাদেরকে ইলমের সাওয়াব দিবেন না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে ইয়াযীদ ইবনু জাবির আল আযদী মুয়ায ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। তাখরীজ: ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ৬২; তার থেকে আবু নুয়াইম, হিলইয়া ১/২৩৬; খতীব, ইকতিদাউল ইলম নং ৭, ৮ মারফু' হিসেবে; তবে সঠিক হল এটি মাওকুফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، يُحَدِّثُ: عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُنَبِّهٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَسَنِ وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ عَقْلُهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ - أَوْ نَجِدُ فِي الْكُتُبِ - أَنَّهُ مَا آتَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَبْدًا عِلْمًا فَعَمِلَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى، فَيَسْلُبُهُ عَقْلَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ في إسناده سعد وما عرفته وباقي رجاله ثقات

২৬৭. সা'দ বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনু মুনাব্বিহ'র নিকট এসে তাঁকে হাসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাকে বললেন: তার বিবেক-বুদ্ধির কী অবস্থা? তখন তিনি (তার সম্পর্কে) তাকে জানালেন। এরপর বললেন, নিশ্চয়ই আমরা বলাবলি করি, কিংবা আমরা কিতাবসমূহে পেয়েছি যে, আল্লাহ তাঁর একজন বান্দাকে ইলম দান করলেন, অত:পর সে ব্যক্তি তার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী হেদায়েতের পথে আমল করলো। তারপর আল্লাহ তার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিনিয়ে নেন, এমনকি এভাবেই তিনি তাকে মৃত্যু দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে সা'দ রয়েছে যাকে আমি চিনি না; অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। (তবে সা'দের সূত্র ছাড়াই ইয়াযিদ সরাসরি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ'র সাথে সাক্ষাত করে এটি শুনেছেন। এবং এর সনদের রাবীগণকে বিশ্বস্ত বলা হয়েছে।- ফাতহুল মান্নান, হা/২৭৫ এর টীকা দ্রষ্টব্য।- অনুবাদক) তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৪/৪৫৯ নং১৭৪০ ও ১৮৮৩; (আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, যাওয়াইদ আয যুহদ /৩৮০ নং ১৫২৭-ফাতহুল মান্নান)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ بْنِ قَيْسٍ، قال: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ سَيْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ:

«إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ إسناده ضعيف جدا ابن القاسم هو عبد الغفار بن القاسم بن قيس قال ابن المديني: كان يضع الحديث

২৬৮. আবু কাবশা আস সালুলী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কিয়ামত দিবসে আল্লাহ'র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির, যেই আলিম তার ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল। তাখরীজ: ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ৪০; তার সনদে আবী নুয়াইম, হিলইয়া ১/২২৩; এবং ইবনু আব্দুল বার, জামি'ই বায়ানিল ইলম নং ১০৭৮; এ সনদে অজ্ঞতা রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنبَأَنَا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَزْدَدْ عِلْمًا، يَزْدَدْ وَجَعًا فِي إسناده علتان: الأولى مالك بن دينار لم يدرك أبا الدرداء فالإسناد منقطع والثانية: أبو قدامة وهو: الحارث بن عبيد وهو ضعيف

২৬৯. মালিক ইবনু দীনার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু দারদা' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি তার জ্ঞান বৃদ্ধি করল, সে তার কষ্ট-যন্ত্রণাকে বৃদ্ধি করল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে দু'টি ত্রুটি রয়েছে। ১. মালিক ইবনু দীনার আবু দারদার সাক্ষাৎ লাভ করেননি। ফলে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। ২. আবু কুদামাহ হলেন হারিছ ইবনু উবাইদ, তিনি দুর্বল রাবী। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৯০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০)

أَخْبَرَنَا وقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: " مَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي أَنْ يُقَالَ لِي: مَا عَلِمْتَ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ يُقَالَ لِي: مَاذَا عَمِلْتَ؟

২৭০. (একই সনদে) আবী দারদা’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার নিজের ব্যাপারে ভয় পাই না যে, আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কী শিক্ষা করেছ? বরং আমি নিজের ব্যাপারে ভয় পাই যে, আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কী আমল করেছ?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদও পূর্বের হাদীসটির সনদের অনুরূপ। (তবে অন্য সনদে ইবনু আব্দুল বারর এটি বর্ণনা করেছেন যা সহীহ। তাখরীজ দেখুন-অনুবাদক) তাখরীজ: থতীব, ইকতিদাউল ইলম ওয়াল আমল, মাওকুফ হিসেবে; ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ৩৯; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১২০১; ইবনু আবী শাইবা ১৩/৩১১ নং ১৬৪৪৬; আহমদ, আয যুহদ পৃ: ১৩৬; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ১/২১৩। তবে ইবনু আব্দুল বার অপর সনদে কাছীর বিন আব্দুল্লাহ হতে তিনি আবু দারদা হতে এটি বর্ণনা করেছেন জামি’ বয়ানুল ইলম নং ১২০৪, এর সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يَذْكُرُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا إسناده ضعيف

২৭১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতে সামান্য সময় জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত্রি জাগরণ (তথা সালাত আদায়) করার চেয়ে উত্তম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। (তবে বাইহাকীর বর্ণনাটির সনদ সহীহ। তাখরীজ দ্রষ্টব্য- অনুবাদক) তাখরীজ: মা’মার, আল জামি’ (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক এর সাথে সংযুক্তভাবে প্রকাশিত) নং ১১/২৫৩ নং ২০৪৬৯; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১০৭; বাইহাকী, আল মাদখাল নং ৪৫৯ এর সনদ সহীহ; আর অনেক শাহিদ আছার রয়েছে। দেখুন, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ৯৬-১০৬; আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ১/১৪-১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২)

أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " إِنِّي لَأُجَزِّئُ اللَّيْلَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: فَثُلُثٌ أَنَامُ، وَثُلُثٌ أَقُومُ، وَثُلُثٌ أَتَذَكَّرُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৭২. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাত্রিকে তিনটি ভাগে ভাগ করি। এক তৃতীয়াংশ সময় আমি ঘুমাই, আর এক তৃতীয়াংশ সময় আমি রাতের সালাত আদায় করি এবং এক তৃতীয়াংশ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহ চর্চা (শিক্ষা) করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ পূর্বের সনদের অনুরূপ। এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও আমি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنِ ابْتَغَى شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، آتَاهُ اللَّهُ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِ إسناده صحيح

২৭৩. ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোনো প্রকার জ্ঞান অন্বেষণ করে, আর এতে তার একমাত্র লক্ষ্য হয় আল্লাহ সুবহানাহু'র সন্তুষ্টি লাভ, তবে আল্লাহ তাকে এই পরিমাণ ইলম দান করেন, যা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ১৩/৫৫৩ নং ১৭২৪৮; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/২২৮; আবী খায়ছামা, আল ইলম নং-১১১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِيهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: لَا عَلَى مَنْ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيْنَا فَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ، كَانَ عَلَى مَنْ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناده صحيح إلى الشعبي

২৭৪. আসিম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি শা'বী রাহিমাহুল্লাহকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যা তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছিলেন। আমি বললাম: এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানো হয়ে থাকে। তখন তিনি বললেন, না, বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির উপর (এ হাদীসটি) আরোপ করা আমাদের নিকট অধিক

পছন্দনীয়। কেননা, যদি এতে কোনো অতিরিক্ত সংযোজন কিংবা বিয়োজন থাকে, তবে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অপর কারোর উপর আরোপ করাই শ্রেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** শা’বী পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ৮/৭৫৪ নং ৬২৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ» فَقِيلَ لَهُ: أَمَا تَحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ أَقُولُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ عَلْقَمَةُ، أَحَبُّ إِلَيَّ إسناده صحيح وهو مرسل

২৭৫. ইবরাহীম রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘মুহাক্বালাহ’[1] (পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ফসল বিক্রয় কিংবা বর্গা চাষ) এবং ‘মুযাবানাহ’[2] (গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয়) থেকে নিষেধ করেছেন। তখন তাকে বলা হল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এটি ব্যতীত আর কোনো হাদীস স্মরণ রেখেছেন? তিনি বলেন, অবশ্যই। তবে আমার নিকট অধিক প্রিয় হল আমার একথা বলা যে, ‘আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) বলেছেন’, ‘আলক্বামা বলেছেন’।[3]

[1] ইবনুল আছীর, তার আন নিহায়া গ্রন্থে বলেন, মুহাক্বালাহ সম্পর্কে ইখতিলাফ রয়েছে। বলা হয়: খাদ্যশস্য দ্বারা জমি ইজারা বা ভাড়া নেওয়া। আবার বলা হয়: নির্ধারিত অংশ যেমন এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ বা অনুরূপ খাদ্যশস্য প্রদানের শর্তে জমি চাষ। আবার বলা হয়: ফসল পাওয়ার পূর্বে বিক্রি করা। ... [2] মুযাবানাহ: শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছে থাকা খেজুরের ক্রয়-বিক্রয়। [3] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তবে এটি মুরসাল। তাখরীজ: ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৬/১৯০; এর শাহিদ রয়েছে আবু সাঈদ আল খুদরীর হাদীসে, যা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া জাবির কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীস রয়েছে যা মুসনাদে মাউসিলী নং ১৮০৬, ১৮৪৫ ও ২১৪১ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا حَدَّثَ بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا: أَوْ نَحْوَهُ، أَوْ

شِبْهَهُ، أَوْ شَكْلَهُ إسناده فيه علتان: إسماعيل بن عبيد الله المخزومي لم يدرك أبا الدرداء ومحمد بن كثير الثقفي الصنعاني ضعيف

২৭৬. ইসমাঈল ইবনু উবাইদুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু দারদা’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন একথা বলতেন: “অথবা এর অনুরূপ’, ‘অথবা এরকম’ ‘কিংবা এইরূপ’ (বলেছেন)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. ইসমাঈল ইবনু উবাইদুল্লাহ আল মাখযুমী আবী দারদাআ’র সাক্ষাত লাভ করেননি। ২. মুহাম্মদ ইবনু কাছীর ছাকাফী দুর্বল বর্ণনাকারী। তাখরীজ: আবু যুর’আহ, তারীখ নং ১৪৭৩; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ. ২০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭)

أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: " كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا، قَالَ: اللَّهُمَّ إِلَّا هَكَذَا، أَوْ كَشَكْلِهِ رجاله ثقات غير أنه منقطع: ربيعة بن يزيد لم يدرك أبا الدرداء

২৭৭. রবীয়াহ ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু দারদা’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন: “হে আল্লাহ! তবে এইরূপ, কিংবা এর অনুরূপ (তিনি বলেছেন)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে এটি মুনক্বাতি’ বা বিচ্ছিন্ন। রবীয়াহ ইবনু ইয়াযীদ আবু দারদা’র সাক্ষাৎ পাননি। তাখরীজ: আবু যুর’আহ, তারীখ নং ১৪৮৪; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ. ২০৫; .... পরবর্তী আছারটি দেখুন। এর পূর্ণ তাখরীজ দেখুন, মাজমাওয যাওয়াইদ নং ৬১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كُنْتُ لَا تَفُوتُنِي عَشِيَّةٌ خَمِيسٍ إِلَّا وَآتِي فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِشَيْءٍ، قَطُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى كَانَتْ ذَاتَ عَشِيَّةٍ

فَقَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: " فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فَأَنَا رَأَيْتُهُ مَحْلُولَةً أَزْرَارُهُ، وَقَالَ: «أَوْ مِثْلُهُ، أَوْ نَحْوُهُ، أَوْ شَبِيهٌ بِهِ إسناده صحيح

২৭৮. আমর ইবনু মাইমুন বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সান্ধ্যকালীন সমাবেশ কখনো আমার হাতছাড়া হয়নি। আর আমি তাকে কোনো বিষয়ে কখনো বলতে শুনিনি 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন'। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় যখন তিনি বলে ফেললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন', আমর ইবনু মাইমুন বলেন, তখন তার দু'চোখ অশ্রু প্লাবিত হয়ে গেলো এবং (ভয়ে) ঘাড়ের শাহরগ স্ফীত হয়ে উঠল। তখন আমি লক্ষ্য করলাম, তার জামার বোতাম খোলা ছিল । আর তিনি বলছেন: 'অথবা এর অনুরূপ' কিংবা 'এর মত' কিংবা এ জাতীয় (কথা তিনি বলেছেন)।'[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ৮/৭৫৩-৭৫৪ নং ৬২৭৩; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামাহ ২৩; বুসীরী মিছবাহুয যুজাজাহতে বলেন: এর সনদ সহীহ, এর সকল রিওয়ায়েতের উপর ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম নির্ভর করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَيَّامِ تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَقَالَ: هَكَذَا أَوْ نَحْوَهُ، هَكَذَا أَوْ نَحْوَهُ إسناده ضعيف فيه أشعث بن سوار

২৭৯. শা'বী ও ইবনু সীরীন হতে বর্ণিত যে, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো কোনো দিন রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তার চেহারা পাংশুটে (ভয়ে ফ্যাকাসে)[1] হয়ে যেতো। আর তিনি বলতে থাকতেন: 'এইরূপ', অথবা 'এর অনুরূপ', 'এইরূপ', অথবা 'এর অনুরূপ'।"[2]

[1] রাগের সময় ভীষণ লাল বর্ণ ধারণ করা। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এ সনদে আশ'আস ইবনু সিওয়ার রয়েছে। পরের (নং ২৮৯), পূর্বের ও তার পূর্বের আছারগুলি দেখুন। (ইবনু মাসউদ হতে পূর্বের হাদীসে সহীহ সনদে এরূপ গত হয়েছে, যা এর শাহিদ হতে পারে- অনুবাদক) তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেন নি- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا تَوْبَةُ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: " أَرَأَيْتَ فُلَانًا الَّذِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَعَدْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَنِصْفًا فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ إسناده صحيح

২৮০. তওবা আল আম্বারী বলেন, শা'বী আমাকে বলেছেন: তুমি কি অমুক ব্যক্তিকে দেখেছো, যে বলে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন', 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন'? আমি ইবনু উমার এর সাথে দু'বছর কিংবা দেড় বছর যাবত বসেছি, কিন্তু তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কেবল এই হাদীসটি ব্যতীত আমি আর কোনো হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৫৫ নং ৬২৭৮; রমহারমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭৩৯; বাইহাকী, আদ দুহায়া ৯/৩২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১)

أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً. فَلَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناده صحيح

২৮১. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবু সাফার শা'বী হতে বর্ণনা করেন, শা'বী বলেন, আমি ইবনু উমার এর নিকট এক বছর যাবত বসেছি, কিন্তু আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদীসও বর্ণনা করতে শুনিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৫৫ নং ৬২৭৯; তার সনদে ইবনু মাজাহ, মুকদ্দামাহ ২৬; রমহারমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭৩৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২)

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قُطْبَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُنَا فِي الشَّهْرِ بِالْحَدِيثَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش

২৮২. শা'বী হতে বর্ণিত, ছাবিত ইবনু কুতবাহ আল আনছারী বলেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পুরো মাসের মধ্যে বড় জোর দু'টি কিংবা তিনটি হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এ শব্দে এটি ব্যতীত এ বিষয়ে আমি আর কোনো হাদীস পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، فَقُلْنَا: «حَدِّثْنَا بِبَعْضِ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَقَالَ: وَأَتَحَلَّلُ إسناده جيد

২৮৩. আব্দুল মালিক ইবনু উবাইদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট দিয়ে আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যাচ্ছিলেন। তখন আমরা তাকে বললাম, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তখন তিনি বললেন: 'তবে তো আমি বিলীন হয়ে যাব।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব কোন তাখরীজ করেননি) পরবর্তী হাদীস দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৪)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناده صحيح

২৮৪. মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে খুবই কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করতেন। আর যখন তিনি রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন: 'অথবা রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরূপ বলেছেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৫৪ নং ৬২৭৪; তার সনদে ইবনু মাজাহ, মুকদ্দামাহ ২৪; রমহারমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭৩৬; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৪২৬; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ. ২০৬;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا " حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناده صحيح

২৮৫. অপর সূত্রে মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তিনি বলতেন: 'অথবা রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরূপ বলেছেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ إسناده صحيح

২৮৬. সাইব ইবনু ইয়াযীদ বলেন, আমি সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু'র সঙ্গে মক্কা পর্যন্ত যাত্রা করলাম। কিন্তু (সেখান থেকে) মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদীসও বর্ণনা করতে শুনলাম না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৫৫ নং ৬২৭৭; তার সনদে ইবনু মাজাহ, মুকদ্দামাহ ২৯; ইবনু সাদ, আত তাবাকাত ৩/১/১০২; অপর সনদে রমহারমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭৫২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، شَيَّعَ الْأَنْصَارَ حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ لِمَ شَيَّعْتُكُمْ» قُلْنَا: لِحَقِّ الْأَنْصَارِ. قَالَ: «إِنَّكُمْ تَأْتُونَ قَوْمًا تَهْتَزُّ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ اهْتِزَازَ النَّخْلِ، فَلَا تَصُدُّوهُمْ بِالْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ» قَالَ: فَمَا حَدَّثْتُ بِشَيْءٍ وَقَدْ سَمِعْتُ كَمَا سَمِعَ أَصْحَابِي إسناده صحيح

২৮৭. কুরাযাহ ইবনু কা’ব আনসারী হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আনসার সাহাবীগণকে বিদায় জানানোর জন্য পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন, এরপর যখন তারা মদীনা হতে বাইরে চলে আসলেন, তখন তিনি বললেন: তোমরা জানো কি, কেন আমি তোমাদের পিছনে পিছনে বিদায় জানানোর জন্য এসেছি? আমরা বললাম, আনসারগণের সম্মানে। তিনি বললেন: তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হতে যাচ্ছ যাদের জিহবা কুরআন পাঠের দ্বারা (সর্বদা) আন্দোলিত হবে, যেভাবে খেজুর গাছ আন্দোলিত হতে থাকে। সুতরাং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের মাধ্যমে তাদেরকে ফিরিয়ে রেখো না, আমি তোমাদের সাথেই আছি।
তিনি বলেন, আমি কোনো বিষয়েই হাদীস বর্ণনা করি না, যদিও আমি তা শুনেছি যেমন আমার সাথীরা শুনেছে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৬/২; হাকিম ১/১০২; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১৬৯১, ১৬৯২; হাকিম বলেন: এ হাদীসের সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى الْكُوفَةِ، فَبَعَثَنِي مَعَهُمْ، فَجَعَلَ يَمْشِي مَعَنَا حَتَّى أَتَى صِرَارَ - وَصِرَارُ: مَاءٌ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ - فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّكُمْ تَأْتُونَ الْكُوفَةَ، فَتَأْتُونَ قَوْمًا لَهُمْ أَزِيزٌ بِالْقُرْآنِ فَيَأْتُونَكُمْ فَيَقُولُونَ: قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونَكُمْ فَيَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْحَدِيثِ، فَاعْلَمُوا أَنَّ أَسْبَغَ الْوُضُوءِ ثَلَاثٌ، وَثِنْتَانِ تُجْزِيَانِ ". ثُمَّ قَالَ: " إِنَّكُمْ تَأْتُونَ الْكُوفَةَ فَتَأْتُونَ قَوْمًا لَهُمْ أَزِيزٌ بِالْقُرْآنِ فَيَقُولُونَ: قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونَكُمْ فَيَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْحَدِيثِ. فَأَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ فِيهِ قَالَ قَرَظَةُ: وَإِنْ كُنْتُ لَأَجْلِسُ فِي الْقَوْمِ فَيَذْكُرُونَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَمِنْ أَحْفَظِهِمْ لَهُ. فَإِذَا ذَكَرْتُ وَصِيَّةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَكَتُّ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَعْنَاهُ عِنْدِي: الْحَدِيثُ عَنْ أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ السُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ إسناده ضعيف فيه أشعث بن سوار

২৮৮. কুরাযাহ ইবনু কা’ব আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফায় আনসারদের একটি দলকে পাঠালেন, আমাকেও তাদের সাথে পাঠালেন। আর তিনিও আমাদের সাথে হেঁটে চললেন, এমনকি তিনি ‘সিরার’ পর্যন্ত চলে আসলেন। ‘সিরার’ হলো: মদীনার রাস্তায় অবস্থিত একটি জলাশয়। এরপর তিনি তাঁর দু’পা থেকে মাটি ধুতে লাগলেন এবং তারপর বললেন: ‘তোমরা কুফায় যাচ্ছো। সুতরাং তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো, যারা (বুলন্দ) আওয়াজে কুরআন পাঠে রত থাকে। তারা তোমাদের নিকট এসে বলবে: মুহাম্মদের সাহাবীগণ এসেছেন! মুহাম্মদের সাহাবীগণ এসেছেন! তারা তোমাদের নিকট এসে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। সুতরাং তোমরা জেনে রাখো যে, পরিপূর্ণরুপে উযু করা হল তিনবার করে (অযুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ধোয়া)। আর দু’-দু’বার করে (ধোয়াই) যথেষ্ট (জায়েয)। তারপর বললেন: ‘তোমরা কুফায় যাচ্ছো। সুতরাং তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো, যারা (বুলন্দ) আওয়াজে কুরআন পাঠে রত থাকে। তারা তোমাদেরকে বলবে: মুহাম্মদের সাহাবীগণ এসেছেন! মুহাম্মদের সাহাবীগণ এসেছেন! তারা তোমাদের নিকট এসে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। সুতরাং তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করবে, আর আমিও তাতে তোমাদের অংশীদার।”[1]

কুরাযাহ বলেন: আমি যেসকল লোকদের মাঝে বসতাম, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতো, যদিও নিশ্চয়ই আমি তাদের চেয়ে তা অধিক হাদীস সংরক্ষণকারী ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র ওয়াসিয়াত (উপদেশ) স্মরণ করতাম, তখনই

আমি চুপ হয়ে যেতাম। আবু মুহাম্মদ (দারিমী) বলেন: আমার নিকট মনে হয়, ঐ হাদীসগুলো দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ক হাদীসের কথা বলা হয়েছে। এ দ্বারা সুনান ও ফারায়েয বিষয়ক হাদীস বোঝানো হয়নি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এ সনদে আশ'আস ইবনু সিওয়ার রয়েছে। (তবে হাদীস সহীহ। আগের হাদীসটি ও তাখরীজ দ্রষ্টব্য।-অনুবাদক) তাখরীজ: ইবনু মাজাহ, মুকদ্দমাহ ২৮, সনদ সহীহ; দেখুন মিসবাহুয যুজাজাহ ১/৫০ এবং পূর্বের হাদীসটি। এছাড়াও দেখুন, ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১৬৯০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯)

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ارْتَعَدَ، ثُمَّ قَالَ: نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ فَوْقَ ذَاكَ إسناده صحيح

২৮৯. আলকামাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন', অত:পর তিনি ভয়ে কেঁপে উঠলেন। তারপর বললেন: এই রকম কিংবা এর কিছু অধিক।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু যুরআহ, তারীখ নং ১৬৪; আহমদ (মাকতাবাতুল ইসলামী প্রকাশনা) নং ৪০১৬; হাকিম, ১/১১১, এ সনদ সহীহ; আহমদ ৩৬৬৯, যঈফ সনদে; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ. ২০৫; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৪২৭ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ، فَقَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرًا مِثْلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ،

فَسَكَتُّ. [ص: 331] قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَدِدْتُ أَنَّكَ قُلْتَ، وَعَلَيَّ كَذَا إسناده صحيح وابن أبي نجيح هو: عبد الله. والحديث متفق عليه

২৯০. মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনার পথে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সঙ্গী হয়েছিলাম। (পুরো রাস্তায়) আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। কেবল এই একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম, তখন তাঁর নিকট খেজুর গাছের মজ্জা আনা হলে তিনি বললেন: "এমন একটি গাছ রয়েছে, যা মুসলিম ব্যক্তির সাথে তুলনীয়।" তখন আমি এ কথা বলতে চেয়েছিলাম যে, তা হলো খেজুর গাছ। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমি ছিলাম লোকদের মাঝে সবচেয়ে অল্প বয়স্ক। ফলে আমি চুপ করে গেলাম। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: তুমি যদি তা বলতে, তবে আমার নিকট অমুক জিনিস থাকার চেয়ে তা অধিক পছন্দনীয় হতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। বুখারী ও মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ৭২; সহীহ মুসলিম, ২৮১১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْهَدَادِيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ الدَّهَّانُ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ قَطُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْظَامًا وَاتِّقَاءً أَنْ يَكْذِبَ عَلَيْهِ إسناده جيد

২৯১. সালিহ আদ দাহহান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু যায়িদকে কখনও বলতে শুনিনি: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন'। এটিকে অত্যন্ত বড় বিষয় মনে করার কারণে ও তাঁর উপর মিথ্যারোপ করার ভয়ে (তিনি এরূপ করতেন)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, মারিফাহ ২/১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنبَأَنَا رَوْحٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى كَعْبٍ يَسْأَلُ عَنْهُ، وَكَعْبٌ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ كَعْبٌ: مَا تُرِيدُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ أَحْفَظَ لِحَدِيثِهِ مِنِّي. فَقَالَ كَعْبٌ: أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَالِبَ شَيْءٍ إِلَّا سَيَشْبَعُ مِنْهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، إِلَّا طَالِبَ عِلْمٍ أَوْ طَالِبَ دُنْيَا. فَقَالَ: أَنْتَ كَعْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لِمِثْلِ هَذَا جِئْتُ

إسناده ضعيف لانقطاعه

২৯২. আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কা'ব -এর নিকট এসে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। আর কা'ব তখন লোকদের মধ্যে ছিলেন। কা'ব বললেন: আপনার এ কথার উদ্দেশ্য কী? তখন তিনি বলেন: 'জেনে রাখ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে আমি এমন কাউকে জানিনা যে আমার থেকে অধিক হাদীস মুখস্থ রেখেছেন।

তখন কা'ব বলেন, আপনিও জেনে রাখুন! আপনি কখনোই এমন কোন জিনিস অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে পাবেন না, যে কোন দিন কোন সময় পরিতৃপ্ত হবে। সে জ্ঞান অন্বেষণকারী হোক কিংবা দুনিয়া ('র ধন-সম্পদ) অন্বেষণকারীই হোক। তখন তিনি বললেন: তুমিই কি কা'ব? সে জবাব দিল, হাঁ। তখন তিনি বললেন: এ কারণেই আমি (তোমার নিকট) এসেছিলাম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। হাকিম সহীহ বললেও যাহাবী বলেন: এতে 'ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তাখরীজ: হাকিম, আল মুসতাদরাক ১/৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، وَكُلُّ طَالِبِ عِلْمٍ غَرْثَانُ إِلَى عِلْمٍ إسناده صحيح

২৯৩. তাউস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে জ্ঞানী লোক কে? তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সকল মানুষের জ্ঞানকে তার জ্ঞানের সাথে জমা করেছে এবং প্রত্যেক জ্ঞান অন্বেষণকারী জ্ঞানের জন্য লালায়িত থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। (তবে এটি মুরসাল)। তাখরীজ: এ আছারটি আমি অন্য কোথাও পাইনি, তবে আবু ইয়ালা, মুসনাদ (৪/১৩২) নং ২১৮৩ তে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার সনদ যঈফ জিদ্দান বা অত্যন্ত দুর্বল।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: " كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا الْمَشْيَخَةُ وَهُمْ يَتَرَاجَعُونَ فِيهِمْ عابدُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ شَابٌّ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ: أَفِيضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. فِي أَيِّ شَيْءٍ رَآنَا؟ ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فَمُرْ، لَئِنْ عُدْتَ، لَنَفْعَلَنَّ وَلَنَفْعَلَنَّ لم يحكم عليه المحقق

২৯৪. মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ বলেন, আমি একটি হালাকায় (বৃত্তাকার সমাবেশে) ছিলাম যাতে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল, যার পিছনে পিছনে লোকেরা চলছিল। আর তাদের মধ্যে আবিদ ইবনু আমর ছিলেন। লোকদের মাঝ থেকে এক যুবক বলতে লাগলো: তোমরা আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও, আল্লাহ তোমাদের বরকত দান করুন। তখন লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। সে আমাদেরকে কোন্ বিষয়ে রত দেখছে? তারপর তাদের কেউ একজন বলল: 'তোমাকে কে এ কাজের নির্দেশ দিল? অত:পর সে তাকে তাড়িয়ে দিল। (তারা বলল:) যদি তুমি পুনরায় একাজ কর, তবে নিশ্চয়ই আমরাও (এই এই) করব।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** খলীল ইবনু মুররাহ যঈফ। অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। এর অনেক যঈফ শাহিদ রয়েছে যা পরস্পরকে শক্তিশালী করে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫)

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، أَنبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ، أَنْبَأَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: نِعْمَ الْمَجْلِسُ مَجْلِسٌ تُنْشَرُ فِيهِ الْحِكْمَةُ وَتُرْجَى فِيهِ الرَّحْمَةُ رجاله ثقات غير أنه منقطع عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله فيما نعلم

২৯৫. আউন ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কতই না উত্তম সেই মজলিস যে মজলিসে হিকমাত (জ্ঞান) ছড়িয়ে পড়ে এবং যাতে রহমত কামনা করা হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে এটি 'মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন বর্ণনা। আউন ইবনু আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ হতে কিছু শ্রবণ করেননি যতদুর আমরা জানতে পেরেছি; আল্লাহহ সবচেয়ে ভাল জানেন। তাখরীজ: দেখুন আমার তাহক্বীক্বকৃত মাজমাউয যাওয়াইদ, নং ৭৭৫ এর তাখরীজ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ» فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ؟ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَّهُ، وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَمَاذَا يُغْنِي عَنْهُمْ؟» قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ. قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ: الْخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا

إسناده ضعيف عبد الله بن صالح سيئ الحفظ وفيه غفلة وباقي رجاله ثقات

২৯৬. জুবাইর ইবনু নুফাইর আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন: "এই সময়ে লোকদের নিকট থেকে ইলমকে কেড়ে নেয়া হবে, এমনকি এর উপর তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।" তখন যিয়াদ ইবনু লাবীদ আল আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিভাবে আমাদের থেকে জ্ঞানকে কেড়ে নেয়া হবে, অথচ আমরা কুরআন পড়ছি? আল্লাহর কসম, আমরা তো অবশ্যই পড়ছি, এমনকি আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকেও পড়াচ্ছি। তখন তিনি বললেন: "হে যিয়াদ, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! আমি তো তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে ফকীহ হিসেবে গণ্য করতাম! এই যে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের নিকট তাওরাত ও ইন্জিল কিতাব রয়েছে, তা তাদের কোন্ কাজে আসছে?" জুবাইর বলেন: আমি উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে

সাক্ষাৎ করলাম।’ তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি বললেন: আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি আপনার ভাই আবু দারদা কী বলছেন? তিনি যা বলেছিলেন, আমি তাকে তা জানালাম।
তখন তিনি বললেন: আবু দারদা সত্যই বলেছেন, তুমি চাইলে আমি তোমার নিকট এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে পারি যে, সর্বপ্রথম কোন্ জ্ঞান লোকদের থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। (সর্বপ্রথম লোকদের নিকট থেকে জ্ঞানের যে অংশটুকু উঠিয়ে নেয়া হবে তা হলো) ‘খুশু’ (আল্লাহর ভয়)। শীঘ্রই তুমি কোনো জামে’ মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে ‘খুশু’ ওয়ালা (ভয়াবনত) একজন লোককেও পাবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ’র স্মৃতিশক্তি ত্রুটিযুক্ত। এবং তার মধ্যে ঢিলেমী রয়েছে। অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে তিরমিযী বলেন: এটি হাসান ও গরীব। হাকিম বলেন: বাসরাবাসীর হাদীসের মধ্যে এ হাদীসটি সহীহ। যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। তাখরীজ: তিরমিযী, ২৬৫৫; হাকিম, ১/৯৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ الْكِنَانِيُّ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) [فاطر: 28] ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، وَأَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ، وَالنُّونَ فِي الْبَحْرِ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْخَيْرَ هكذا جاء مرسلا

২৯৭. মাকহুল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের মধ্যকার সাধারণ একজন ব্যক্তির উপর আমার যেরূপ মর্যাদা রয়েছে, একজন আবিদ’ (অধিক ইবাদতগুজার) এর উপর একজন আলিমের তদ্রূপ মর্যাদা রয়েছে। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন- “নিশ্চয় আল্লাহ’র বান্দাগণের মাঝে আলিমগণই আল্লাহকে ভয় করে।” (সুরা ফাতির: ২৮) অতঃপর তিনি বলেন: “আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর রহম করেন এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর অধিবাসীগণ, সাগরের মাছসমূহ সকলেই ঐ ব্যক্তির জন্য রহমত কামনা করে দু’আ করে, যে ব্যক্তি লোকদেরকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদান করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি মুরসাল হিসেবে এসেছে। । কিন্তু তিরিমিযী এটি আবু উমামা হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান, সহীহ গরীব। (আলবানী একে সহীহ

বলেছেন (সহীহুল জামি’ ৪/৮৬)- অনুবাদক)। তাখরীজ: তিরমিযী, আল জামি’, নং ২৬৮৬; তাবারানী, আল কাবীর ৮/২৭৮ নং ৭৯১১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَتَّى لَا يَحْسُدَ مَنْ فَوْقَهُ، وَلَا يَحْقِرَ مَنْ دُونَهُ، وَلَا يَبْتَغِيَ بِعِلْمِهِ ثَمَنًا في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وفيه جهالة الرجل الراوي عن ابن عمر

২৯৮. কোন এক ব্যক্তি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আলিম হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার চেয়ে উচ্চস্তরের লোক তাকে হিংসা করবে, তার চেয়ে নিম্নস্তরের লোক তাকে হেয়জ্ঞান করবে; আর সে তার জ্ঞানের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে লাইছ ইবনু আবী সালীম রয়েছে যে দুর্বল রাবী। এছাড়া ইবনু উমার থেকে যে ব্যক্তি এটি বর্ণনা করেছেন তিনি অজ্ঞাত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১৩/৩২৩ নং ১৬৪৭৭; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ১/৩০৬; ইবনু আব্দুল বারর, জামি’ বায়ান নং ৮৫৮। এর শাহিদ বর্ণনা সামনে আসছে ৩০০ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْأَعْلَى التَّيْمِيَّ يَقُولُ: " مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يُبْكِيهِ، لَخَلِيقٌ أَنْ لَا يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمًا يَنْفَعُهُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَعَتَ الْعُلَمَاءَ ثُمَّ قَرَأَ: (إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) [الإسراء: 107] إِلَى قَوْلِهِ (يَبْكُونَ) [الإسراء: 109] إسناده جيد

২৯৯. মিস’আর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল আ’লা আত তাইমীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যাকে এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা তাকে কাঁদায় না, তবে অবশ্যই আল্লাহ সে ব্যক্তিকে তার জন্য উপকারী জ্ঞান দান করেননি। কেননা, আল্লাহ তা’আলাই আলিমগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা

করেছেন।” অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন: “নিশ্চয় যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে (সূরা ইসরা’: ১০৭) ... তারা কাঁদতে থাকে” (সূরা ইসরা’: ১০৯) - এ পর্যন্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ১৩/৫৪২-৫৪৩; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৫/৮৮; ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ১২৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০)

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: " لَا تَكُونُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ فِيكَ ثَلَاثُ خِصَالٍ: لَا تَبْغِي عَلَى مَنْ فَوْقَكَ وَلَا تَحْقِرُ مَنْ دُونَكَ، وَلَا تَأْخُذُ عَلَى عِلْمِكَ دُنْيَا مبارك بن فضال يدلس تدليس تسوية وقد عنعن. فالإسناد ضعيف

৩০০. আবু হাযিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমার মধ্যে তিনটি গুণ না থাকা পর্যন্ত তুমি একজন আলিম হতে পারবে না: ১. তোমার চেয়ে উচ্চস্তরের লোকদের প্রতি সীমালংঘন করবে না; ২. তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদেরকে হেয়জ্ঞান/অবজ্ঞা করবে না। আর তোমার ইলমের বিনিময়ে দুনিয়া (-এর ভোগ সম্ভার) গ্রহণ করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুবারক ইবনু ফুদালাহ, তাদলীস করেন এবং তিনি ‘আন’‘আন’ পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/২৪৩; এর শাহিদ পূর্ববর্তী ২৯৮ নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «لَا تَكُونُ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَكُونُ بِالْعِلْمِ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ بِهِ عَامِلًا، وَكَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا، وَكَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُمَارِيًا، وَكَفَى بِكَ كَاذِبًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَدِّثًا فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إسناده حسن

৩০১. আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তুমি শিক্ষার্থী না হওয়া পর্যন্ত আলিম হতে পারবেনা; আর তুমি অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত শুধু জ্ঞান অর্জন দ্বারা আলিম হতে পারবে না। তোমার পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি সর্বদা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকবে; তোমার পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি সর্বদা তর্ক-বিতর্ক করতে থাকবে; আবার তোমার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ব্যতীত অন্যের বিষয়ে অধিক আলোচনা করতে থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ওয়াকী', আয যুহদ নং ২২০; তার সূত্রে খতীব, ইক্বতিযাউল ইলম নং ১৬; এ সনদটি মুনাকাত্বি'। আরও দেখুন মুক্বতাদি নং ১৭ এবং ইবনু আব্দুল বার, আল জামি' নং ১১২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ الْمِنْقَرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَوْمًا فِي شَيْءٍ قَالَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ. فَقَالَ: «وَيْحَكَ وَرَأَيْتَ أَنْتَ فَقِيهًا قَطُّ، إِنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ، الْبَصِيرُ بِأَمْرِ دِينِهِ، الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ إسناده صحيح

৩০২. ইমরান আল মিনকারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদিন কোনো এক বিষয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে হাসানকে বললাম: হে আবু সা'ঈদ! ফকীহগণ (বিশেষজ্ঞ আলিমগণ) তো এভাবে বলেন না। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তুমি নিজ চোখে কখনো কি কোনো আলিমকে দেখেছো? আলিম তো হলো সেই ব্যক্তি যে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত / অনাগ্রহী, আখিরাতের প্রতি আগ্রহী, তার দীনের কাজের ব্যাপারে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন; আর তার রবের ইবাদতের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী বা নিরবচ্ছিন্ন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৩১/৪৯৮ নং ১৭০৩৭; তার সূত্রে আবী নুয়াইম, হিলইয়া ২/১৪৭; ইবনুল মুবারক, আয যুহদ সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ১০৬৬, ১০৬৭ দু'টি সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: " مَنْ أَفْقَهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ إسناده فيه النضر بن إسماعيل وليس بالقوي وهذا إسناد ضعيف

৩০৩. মিস’আর সা’দ ইবনু ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, ইবরাহীম বলেন, তাকে একবার বলা হলো: মদীনাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম কে? তিনি বললেন: যে তার রব আযযা ওয়া জাল্লা’কে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে নাদ্বর ইবনু ইসমাঈল রয়েছে, সে শক্তিশালী নয়। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/১৬৯ এ সনদ যঈফ; এর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আছারটি দেখুন যা একে অপরকে শক্তিশালী করে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم

৩০৪. লাইছ ইবনু আবু সালীম হতে বর্ণিত, মুজাহিদ বলেন, আলিম হলেন সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তা’আলাকে ভয় করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছ ইবনু আবী সালীম যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, নং ১৭৩০১; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/২৮০; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১৫৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيهِ، مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، إِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيهَا، وَلَا عِلْمٍ لَا فَهْمَ فِيهِ، وَلَا

قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا في هذا الإسناد علتان: الأولى: ضعف ليث بن أبي سليم والثانية: الانقطاع يحيى بن عباد بن شيبان لم يدرك عليا فيما نعلم

৩০৫. ইবনু আব্বাদ আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “নিশ্চয়ই প্রকৃত আলিম হলেন সেই আলিম যিনি লোকদেরকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করেন না এবং আল্লাহর অবাধ্যতার অনুমতিও লোকদেরকে দেন না; আর আল্লাহর আযাব হতে লোকদেরকে নির্ভীকও করেন না। আবার অন্য কোনো কিছুর আশায় কুরআনকে ছেড়ে দেন না। নিশ্চয়ই ইলমবিহীন (জ্ঞানহীন) ইবাদাতের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, আর উপলব্ধি বা অনুধাবন ব্যতীত কোন ইলম নেই এবং গভীর চিন্তাভাবনা ব্যতীত কুরআন তিলাওয়াত নেই (তেলাওয়াত করে কোন কল্যাণ অর্জন করা যাবে না)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. লাইছ ইবনু আবী সালীমের দুর্বলতা। ২. ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতা। ইয়াহইয়া ইবনু ইবাদ ইবনু শাইবান আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি, আমরা যতটা জানতে পেরেছি। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: ইবনুদ দ্বরীস, ফাদ্বাইলুল কুরআন নং ৬৯; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১৪৩; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ১/৭৭; খতীব, ফাকিহ ওয়াল মুতাফাককিহ ২/১৬১; ইবনু আব্দুল বার তাঁর জামি’ বায়ানিল ইলম গ্রন্থে ১৫১০ নং এ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এটি বর্ণনা করেছেন; এর সনদও যঈফ। দেখুন, আলবানী, যঈফাহ ২/১৬১ নং ৭৩৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الْفَقِيهُ حَقُّ الْفَقِيهِ الَّذِي لَا يُقَنِّطُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَا يُؤَمِّنُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَلَا يُرَخِّصُ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، إِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيهَا، وَلَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا فَهْمَ فِيهِ، وَلَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا إسناده ضعيف

৩০৬. ইয়াহইয়া ইবনু ‘ইবাদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “সেই আলিমই হলেন প্রকৃত আলিম যিনি লোকদেরকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করেন না এবং আল্লাহর আযাব হতে লোকদেরকে নির্ভীকও করেন না। যিনি লোকদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার অনুমতিও দেন না। নিশ্চয়ই ইলমবিহীন ইবাদতের মধ্যে কোনোই কল্যাণ নেই; আর এমন ইলমেও

কোনো কল্যাণ নেই, যাতে কোনো উপলব্ধি বা অনুধাবন নেই; আর এমন কুরআন তিলাওয়াতেও কোনো কল্যাণ নেই যার মধ্যে কোনো গভীর চিন্তাভাবনা নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীসের টীকা দ্রষ্টব্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي جَرِيرُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ تُبَيْعًا يُحَدِّثُ عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «إِنِّي لَأَجِدُ نَعْتَ قَوْمٍ يَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَيَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ. وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ. وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ، فَبِي يَغْتَرُّونَ، أَوْ إِيَّايَ يُخَادِعُونَ؟ فَحَلَفْتُ بِي لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَتْرُكُ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ

إسناده صحيح

৩০৭. তুবাইয়া বর্ণনা করেন, কা’ব বলেন: আমি (পূর্ববর্তী কিতাবে) এমন এক জাতির গুণাবলীর বর্ণনা পেয়েছি যারা আমলের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করবে; ইবাদত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে গভীর জ্ঞান (ফিকহ্) অর্জন করবে; আখিরাতের আমলের দ্বারা দুনিয়া’ (এর ধন-সম্পদ) প্রত্যাশা করবে; ভেড়ার চামড়া পরিধান করবে। আর তাদের হৃদয়সমূহ হবে তেতো গাছ (যথা নিম)-এর তিক্ততার চেয়েও অধিক তিক্ততর। তবে কি তারা আমাকে ধোঁকা দেবে অথবা আমারই সাথে প্রতারণা করবে? আমি আমার সত্তার কসম করে বলছি,[1] অবশ্যই আমি এমন কঠিন ফিতনা তাদের জন্য সহজ করে দেব, যা তাদের মহা ধৈর্য্যশীল বা জ্ঞানী লোকদেরকেও হয়রান করে ছাড়বে।[2]

[1] অপর হাদীস, আবু দারদা হতে (খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ, ২/১৬২; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম ১/২৩১; ইবনু আসাকীর, নং ৮; ইবনু নাজ্জার, যাইলুত তারীখ বাগদাদ ২/৩৭) হতে জানা যায় যে, এটি মহান আল্লাহ বাণী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, ফতহুল মান্নান শরহে দারেমী, ২য় খণ্ড পৃ: ৪৭৩; ৩১১ নং হাদীসের টীকা) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৯১৮; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১১৪১ মুনকাতি’ সনদে। তবে এর অনেক শাহিদ রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْعَالِمَ الْفَاسِقَ»، فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ - وَأَشْفَقَ مِنْهَا مَا الْعَالِمُ الْفَاسِقُ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ هَرِمٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهِ إِلَّا الْخَيْرَ: يَكُونُ إِمَامٌ يَتَكَلَّمُ بِالْعِلْمِ، وَيَعْمَلُ بِالْفِسْقِ، فَيُشَبِّهُ عَلَى النَّاسِ فَيَضِلُّوا إسناده صحيح

৩০৮. আবু ইমরান আল জাওনী বর্ণনা করেন, হারিম ইবনু হাইয়্যান বলতেন: “তোমরা ফাসিক আলিম থেকে বেঁচে থাকো। এরপর এ খবর উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছলে তিনি তাকে লিখে পাঠালেন- ফাসিক আলিম কে? এতে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: হারিম তাকে লিখে পাঠালেন: হে আমীরুল মু’মিনীন! আল্লাহর কসম, এ দ্বারা কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। কোন কোন আলিম এমন হবে, যে ইলমসমৃদ্ধ কথা বলবে কিন্তু তার কাজ হবে ফাসিক ব্যক্তির ন্যায়। আর (এভাবে) সে লোকদের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করবে ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৭/১/৯৬; যাহাবী, সিয়ারু আ’লাম আন নুবালা ৪/৪৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْرَمَ دِينُهُ، فَلَا يَدْخُلْ عَلَى السُّلْطَانِ، وَلَا يَخْلُوَنَّ بِالنِّسْوَانِ، وَلَا يُخَاصِمَنَّ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ رجاله ثقات غير أن الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس والإسناد منقطع وربما كان معضلا

৩০৯. উবাইদুল্লাহ ইবনু আবুল মুহাজির হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: যে ব্যক্তি তার দীনকে মর্যাদামণ্ডিত করতে চায়, সে যেন সুলতান বা শাসকের নিকট না যায়, আর কখনোই সে যেন নারীদের সাথে একাকী অবস্থান না করে এবং প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে তর্কে লিপ্ত না হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম মুদাল্লিস, আর সে ‘আন‘আন’ পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদ মুনকাতি’ বা বিচ্ছিন্ন। আর

সম্ভবত এটি মু'দ্বাল (সনদের মাঝে পরপর দুই বা ততোধিক রাবীর নাম বাদ পড়েছে)। তাখরীজ: (এর কোনো তাখরীজ মুহাক্কিক্ব দেননি- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ " إِيَّاكَ وَالْخُصُومَةَ وَالْجِدَالَ فِي الدِّينِ، وَلَا تُجَادِلَنَّ عَالِمًا، وَلَا جَاهِلًا: أَمَّا الْعَالِمُ، فَإِنَّهُ يَخْزُنُ عَنْكَ عِلْمَهُ وَلَا يُبَالِي مَا صَنَعْتَ، وَأَمَّا الْجَاهِلُ، فَإِنَّهُ يُخَشِّنُ بِصَدْرِكَ وَلَا يُطِيعُكَ إسناده صحيح

৩১০. ইউনুস রাহি. বলেন, মায়মুন ইবনু মিহরান আমার নিকট লিখে পাঠান: তুমি দীনী বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক করা হতে দূরে থাকবে। আর তুমি কখনোই তর্ক-বিতর্ক করবে না কোনো আলিমের সাথে , আর না কোনো জাহিলের (মুর্খের) সাথে। কেননা, আলিম তো তোমার থেকে তার ইলমকে সংরক্ষণ করবেন, আর তুমি কী আমল করছো, সে ব্যাপারে তিনি পরোয়া করবেন না; আর জাহিল তো তোমার অন্তরকে কঠিন করে ফেলবে[1] অথচ সে তোমার আনুগত্য-অনুসরণও করবে না।[2]

[1] তোমার অন্তরকে ক্রোধান্বিত করবে/ ক্ষেপিয়ে তুলবে। (মুহাক্কিক্বের টীকা) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া, ৪/৮২ সহীহ সনদে; এর কোনো অংশের শাহিদ রয়েছে আবী হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসে, যা বর্ণনা করেছেন ইবনুল মুবারক, আয যুহদ (৫০); তার সনদে তিরমিযী ২৪০৬, এর সনদে ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ রয়েছে, সে পরিত্যক্ত রাবী। এর অপর শাহিদ ইবনু উমার হতে যা তিরমিযী (২৪০৭) বর্ণনা করেছেন। এ সনদে রয়েছে হামযাহ ইবনু আবী মুহাম্মদ আর সে যঈফ বা দুর্বল। এর অপর শাহিদ আবী দারদা হতে ইবনু আব্দুল বার তার জামি' বায়ানিল ইলম-এ ১১৩৯ নং এর বর্ণনা করেছেন। এর সনদও যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: «دَعِ الْمِرَاءَ فَإِنَّ نَفْعَهُ قَلِيلٌ، وَهُوَ يُهَيِّجُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ إسناده معضل

৩১১. ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলাইমান ইবনু দাউদ (আ:) তাঁর পূত্রকে বলেন: তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগ কর, কেননা এতে উপকার খুবই কম। আর তা ভাইদের মাঝে শত্রুতার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু'দ্বাল। তাখরীজ: এ ব্যতীত এ বিষয়ে আর কোথাও এটি দেখতে পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «يَقُولُ مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ، أَكْثَرَ التَّنَقُّلَ إسناده صحيح

৩১২. ইসমাঈল ইবনু আবী হাকীম বলেন, আমি উমার ইবনু আব্দুল আযীযকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি তার দীনকে ঝগড়া-বিবাদের লক্ষ্যবস্তু বানাল, সে বার বার (তার দীনকে) পরিবর্তন করল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৫/২৭৩; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৫৬৬, ৫৬৯, ৫৮০, ৭৬৮,৭৬৯; লালিকাঈ, উসুলুল ই'তিকাদ আহলুস সুন্নাহ নং ২১৬; আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ: ৬২; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ১/২৩৫; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১৭৭০; এ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ مَنْ تَعَبَّدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ، وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ، وَمَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ، كَثُرَ تَنَقُّلُهُ رجاله ثقات غير أنه منقطع سعيد بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن عبد العزيز فيما نعلم

৩১৩. সাঈদ ইবনু আব্দুল আযীয হতে বর্ণিত, উমার ইবনু আব্দুল আযীয মদীনাবাসীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন: যে ব্যক্তি ইলম ব্যতীত ইবাদত করবে, সে নেক আমল করার চেয়ে খারাপ কাজই বেশি করবে। আর যে তার আমলের চেয়ে কথা বেশী হিসাব করে বলবে, তার কথা কমে যাবে। তবে

তার জন্য উপকারী বিষয়ে সে কথা বলবে। আর যে ব্যক্তি তার দীনকে ঝগড়া-বিবাদের লক্ষ্যবস্তু বানাবে, তার (মতা/অবস্থা) অধিক হারে পরিবর্তিত হবে।”[1].।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে এতে ‘ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। সাঈদ্ বিন আব্দুল আযীয উমার ইবনু আব্দুল আযীযের সাক্ষাৎ লাভ করেননি- আমরা যতটা জানি, আল্লাহই সবচেয়ে অধিক জানেন। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১৩২; মুনকাতি সনদে; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ১/১৯ অজ্ঞাত সনদে; আহমদ, আয যুহদ পৃ: ৩০২ যঈফ সনদে..

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَهْوَاءِ فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِدِينِ الْأَعْرَابِيِّ، وَالْغُلَامِ فِي الْكُتَّابِ، وَالْهَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَثُرَ تَنَقُّلُهُ، أَيْ: يَنْتَقِلُ مِنْ رَأْيٍ إِلَى رَأْيٍ إسناده منقطع جعفر بن برقان لم يدرك عمر بن عبد العزيز

৩১৪. জা’ফর ইবনু বুরক্বান বর্ণনা করেন, উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহি. বলেন: এক ব্যক্তি তাঁকে প্রবৃত্তি সম্পর্কিত কোনো একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলো। তখন তিনি বললেন: (সহজ-সরল) বেদুঈনদের এবং মাদরাসার (অবুঝ) বালকের দীনকে তুমি আকড়ে ধর। এ ব্যতীত আর সকল কিছুকে পরিত্যাগ কর।[1]

আবু মুহাম্মদ বলেন: ‘অধিক হারে পরিবর্তিত হওয়া’ অর্থ এক মত থেকে আরেক মতে আসা-যাওয়া করা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি’। জা’ফর ইবনু বুরক্বান উমার ইবনু আব্দুল আযীযের সাক্ষাৎ পাননি। তাখরীজ: লালিকাঈ, শারহু উসুল নং ২৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يُنْتِجُونَ بِأَمْرٍ دُونَ عَامَّتِهِمْ، فَهُمْ عَلَى تَأْسِيسِ الضَّلَالَةِ إسناده منقطع الأوزاعي لم يدرك ابن عبد العزيز

৩১৫. আওযাঈ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনু আব্দুল আযীয বলেন, যখন কোনো সম্প্রদায়কে দেখবে, তারা সাধারণ্যে গৃহীত বিষয়াবলীর বাইরে গোপণে কিছু করছে, তখন (জানবে) তাদের ভিত্তি পথভ্রষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি’। আওযাঈ ইবনু আব্দুল আযীযের সাক্ষাৎ পাননি। তাখরীজ: আহমদ, আয যুহদ পৃ: ২৮৯; লালিকাঈ, শারহু উসুল নং ২৫১; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১৭৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: " قَالَ إِبْلِيسُ لِأَوْلِيَائِهِ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَأْتُونَ بَنِي آدَمَ؟ فَقَالُوا: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ: فَهَلْ تَأْتُونَهُمْ مِنْ قِبَلِ الِاسْتِغْفَارِ؟ فَقَالُوا: هَيْهَاتَ، ذَاكَ شَيْءٌ قُرِنَ بِالتَّوْحِيدِ. قَالَ: لَأَبُثَّنَّ فِيهِمْ شَيْئًا لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ مِنْهُ. قَالَ: فَبَثَّ فِيهِمُ الْأَهْوَاءَ إسناده صحيح

৩১৬. ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণিত, আওযাঈ বলেন, ইবলিস তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের বলে: তোমরা বনী আদমের কোন্ কোন্ জিনিস এনেছো? তারা বলে, সবকিছুই তো আমরা নিয়ে এসেছি। সে বলে, তোমরা কি ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ও নিয়ে এসেছো? তারা বলে, হায় হায়! এটি তো এমন বিষয় যা তাওহীদ’ (একত্ববাদ) এর কাছাকাছি। তখন সে বলে, আমি এমন জিনিস তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেবো, যা থেকে তারা আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে না। তিনি বলেন, অতঃপর সে তাদের মাঝে প্রবৃত্তি (ভাল লাগা ও মন্দ লাগা’র অনুসরণকে) ছড়িয়ে দিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: লালিকাঈ, আল ই’তিকাদ নং ২৩৭; ফাসাওয়ী ৩/৩৮৯ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَا أَدْرِي أَيُّ النِّعْمَتَيْنِ عَلَيَّ أَعْظَمُ: أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ، أَوْ عَافَانِي مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ رجاله ثقات ولكن عبد الرحمن بن محمد المحاربي مدلس وقد عنعن

৩১৭. আ'মাশ থেকে বর্ণিত, মুজাহিদ রাহি. বলেন, "আমাকে ইসলামের প্রতি হেদায়েত করা এবং এ প্রবৃত্তি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা"- আমার জন্য এ দু'টি নিয়া'মাতের মাঝে কোনটি মহত্তর, তা আমি জানি না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মদ আল মুহারিবী মুদাল্লিস, আর তিনি 'আন'আন পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বা'লী হতে আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/২৯৩, আমি এ সূত্র সম্পর্কে অবগত নই। আবু কিলাবাহ হতে এর শাহিদ বর্ণিত হয়েছে, লালকাঈ, আল ই'তিক্বাদ নং ২৩০; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ২/২১৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮)

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُوَيْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا أَوْ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، وَقَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لَحَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ يُرَى أَنَّهُ كَانَ عَلَى هُدًى

৩১৮. হাব্বাহ ইবনু জুয়াইন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি কিংবা তিনি বলেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যদি কোনো লোক সর্বদা রোযা রাখে ও সর্বদা সালাত আদায় করে, এরপর সে রুকন (ইয়ামানী) ও মাকাম (ইবরাহীম)-এর মাঝে নিহত হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার হাশর করাবেন সেই ব্যক্তির সাথে যে মনে করে, সে হেদায়েতের উপর রয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, মুসলিম ইবনু আউর যঈফ। কিন্তু এর শাহিদ থাকলে একে শক্তিশালী করবে। তাখরীজ: এর কোনো তাখরীজ মুহাক্বিক্ব দেননি - অনুবাদক।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «لَوْ وَضَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَصَامَ النَّهَارَ، وَقَامَ اللَّيْلَ، لَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ هَوَاهُ إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد

৩১৯. আবু সাদিক্ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: কোনো লোক যদি তার মাথা হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)-এর উপর রাখে, আর দিনে সিয়াম পালন করে এবং রাতে সালাত আদায় করে, তবুও তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারেই পুনরুত্থিত করবেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুহাম্মদ ইবনু হুমাইদ যঈফ। তাখরীজ: আগের এবং পরের হাদীসের টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ هُوَ ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِذٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " كُونُوا فِي النَّاسِ كَالنَّحْلَةِ فِي الطَّيْرِ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الطَّيْرِ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَضْعِفُهَا، وَلَوْ يَعْلَمُ الطَّيْرُ مَا فِي أَجْوَافِهَا مِنَ الْبَرَكَةِ، لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ بِهَا، خَالِطُوا النَّاسَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَجْسَادِكُمْ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، فَإِنَّ لِلْمَرْءِ مَا اكْتَسَبَ، وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ إسناده صحيح وهو موقوف على علي

৩২০. রবীয়াহ ইবনু নাজিয থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তোমরা মানুষের মাঝে এমন হও, পক্ষীকুলের মাঝে মৌমাছি যেমন। সকল পাখিই তাকে (মৌমাছিকে) তারা সবচেয়ে দুর্বল মনে করে। আর মৌমাছির পেটের মধ্যে কী বরকত নিহিত রয়েছে, তা যদি পাখিরা জানতো, তবে মৌমাছিকে তারা এমন (মনে) করতো না। তোমরা মানুষের সাথে জিহবা (কথা-বার্তা) ও শরীর (লেন-দেন) দ্বারা মেলামেশা কর। কিন্তু তোমাদের আ'মল ও তোমাদের মন দ্বারা তাদের থেকে পৃথক থেকো। কেননা, মানুষের জন্য তো তা-ই রয়েছে যা সে উপার্জন (আ'মল) করে। আর সে যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি-অনুবাদক।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «نِعْمَ وَزِيرُ الْعِلْمِ، الرَّأْيُ الْحَسَنُ إسناده صحيح

৩২১. আওযাঈ যুহরী হতে বর্ণনা করেন, যুহরী (রহঃ) বলতেন: ‘উত্তম অভিমত’ ইলম-এর কতই না উত্তম সহযোগী![1]

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১৬১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ عِلْمًا أَنْ يَخْشَى اللَّهَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ إسناده صحيح موقوفا

৩২২. মুসলিম থেকে বর্ণিত, তিনি মাসরুক হতে বর্ণনা করেন, মাসরুক বলেন: কোনো লোকের জ্ঞানী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে আল্লাহকে ভয় করে। আর কোনো লোকের মূর্খ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ইলমের কারণে বিস্মিত বা আনন্দিত হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মাওকুফ রূপে সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া, ২/৯৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৭৪৬, ৮৪৮; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ৯৬২; আহমদ, আয যুহদ পৃ: ১৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩)

قَالَ: وَقَالَ مَسْرُوقٌ «الْمَرْءُ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَجَالِسُ يَخْلُو فِيهَا، فَيَذْكُرُ ذُنُوبَهُ، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْهَا

৩২৩. তিনি বলেন, মাসুরুক্ব আরও বলেছেন:লোকের জন্য সঙ্গত হল, সে তার জন্য একটি বসার স্থান নির্ধারণ করবে, সেখানে সে নির্জনে উপবেশন করবে, অতঃপর সে তার গুনাহসমূহকে স্মরণ করবে এবং আল্লাহ তা’আলার নিকট তার পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আগের হাদীসের সনদের অনুরূপ। (সহীহ) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ১৩/৪০৩ নং ১৬৭২০ সহীহ সনদে; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ২/৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنِي مَعْنٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَاهُ فَحَسْبُكُمْ إسناده صحيح

৩২৪. মাকহুল থেকে বর্ণিত, ওয়াছিলাহ বিন আসক্বা' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমরা যখন তোমাদের নিকট অর্থের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা করি, তোমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামাহ, আল ইলম নং ১০৪; খতীব, কিফায়াহ পৃ: ২০৪; তিরমিযী, শারহে ইলালুত তিরমিযী ১/১৪৫ নং ৬৮৫; তাবারাণী, আল কাবীর ২২/৫৪, ৬৫ নং ১২৮, ১৫৮; মুসনাদুশ শামিয়্যীন নং ১৫১০, ১৯৮৩, ৩৪০২; হাকিম ৩/৫৬৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫)

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ، لَمْ يُقَدِّمْ وَلَمْ يُؤَخِّرْ، وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ قَدَّمَ وَأَخَّرَ إسناده صحيح

৩২৫. হিশাম হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু সীরীন হতে বর্ণনা করেন, ইবনু সীরীন যখন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তিনি আগে-পিছে করতেন না; আর হাসান যখন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তিনি আগে-পিছে করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এ শব্দে এটি পাইনি। কিন্তু পরবর্তী হাদীসটি দেখুন। আরও দেখুন, মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ الْأَصْلُ وَاحِدٌ وَالْكَلَامُ مُخْتَلِفٌ إسناده صحيح

৩২৬. জারীর ইবনুল হাযিম বলেন: হাসান এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন যাতে মূল (অর্থ) একই হতো, কিন্তু শব্দাবলী ভিন্ন ভিন্ন হতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ২০৪ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبْضَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ لَا، إِنَّمَا قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزِدْ فِيهِ، وَلَمْ يُنْقِصْ مِنْهُ، وَلَمْ يُجَاوِزْهُ، وَلَمْ يُقَصِّرْ عَنْهُ إسناده صحيح

৩২৭. উবাইদুল্লাহ ইবনু উমাইর আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মুনাফিকের দৃষ্টান্ত দু'খোয়াড়ের মাঝে অথবা দু' ছাগলের মাঝে (যাতায়াতকারী) ছাগীর ন্যায়।" এরপর ইবনু উমার বলেন: না, বরং তিনি এমন, এমন বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন: ইবনু উমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু শুনলে তাতে কিছু বৃদ্ধিও করতেন না, আবার তা থেকে কিছু কমাতেনও না, তা লম্বাও করতেন না, আবার তাকে খাটোও করতেন না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর তাখরীজ পূর্ণভাবে দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৬৪ ও মুসনাদে হুমাইদী নং ৭০৫ এর তাখরীজে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ يُحَدِّثُونَ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً هَكَذَا، وَمَرَّةً هَكَذَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ حَدَّثُوا بِهِ كَمَا سَمِعُوهُ، كَانَ خَيْرًا لَهُمْ إسناده صحيح

৩২৮. ইবনু আউন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শা'বী, নাখঈ ও হাসান হাদীস বর্ণনা করতেন একবার এভাবে, অন্যবার অন্যভাবে (শব্দের ভিন্নতাসহ)।' তখন আমি একথাটি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন: জেনে রাখ, যদি তারা সেভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন যেভাবে তারা শুনেছেন, তাহলে তা-ই তাদের জন্য উত্তম ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: রমহরমুজী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৬৮৯; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ২০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْمَعُ الْحَدِيثَ لَحْنًا فَأَلْحَنُ اتِّبَاعًا لِمَا سَمِعْتُ إسناده صحيح

৩২৯. আবু মা'মার বলেন, আমি হাদীসের ভাষার দিকে লক্ষ্য রেখে হাদীস শুনতাম, এরপর আমি যে ভাষায় শুনতাম সেই ভাষার অনুসরণেই তা বর্ণনা করতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ১৮৬ হাসান ও সহীহ দুটি সনদে ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: رَأَى مُجَاهِدٌ طَاوُسًا فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهُ فِي الْكَعْبَةِ يُصَلِّي مُتَقَنِّعًا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ «يَا عَبْدَ اللَّهِ اكْشِفْ قِنَاعَكَ وَأَظْهِرْ قِرَاءَتَكَ» قَالَ: «فَكَأَنَّهُ عَبَّرَهُ عَلَى الْعِلْمِ، فَانْبَسَطَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ إسناده صحيح غير أنه مرسل

৩৩০. ইবরাহীম ইবনু মায়সারাহ বলেন, মুজাহিদ তাউসকে স্বপ্নে দেখলেন যেন তিনি কা'বার মধ্যে মুখ ঢাকা অবস্থায় সালাত আদায় করছেন, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে বলছেন: "হে আব্দুল্লাহ! তোমার মুখের আবরণ খুলে ফেলো এবং সজোরে কিরা'আত

করো (কুরআন তিলাওয়াত করো)।” তিনি বলেন: ফলে তিনি এ (স্বপ্নে)’র তা’বীর (ব্যাখ্যা) করলেন ‘ইলম’। পরবর্তীতে হাদীসের ক্ষেত্রে সে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তবে এটি মুরসাল। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/৫, সেটিও মুরসাল হিসেবে সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مُتَعَلِّمَ خَيْرٍ أَوْ مُعَلِّمَهُ إسناده حسن يحيى بن يمان حسن الحديث فيما لم يخالف فيه

৩৩১. আব্দুল্লাহ ইবনু যামরাহ হতে বর্ণিত, তিনি কা’ব হতে বর্ণনা করেন, কা’ব বলেন: দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে- সবকিছুই অভিশপ্ত, কেবল কল্যাণকর বিষয়ে শিক্ষা অর্জনকারী এবং কল্যাণের শিক্ষা দানকারী ব্যতীত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১৩/৫৩৪ নং ১৭১৮১; তিরমিযী ২৩২৩; ইবনু মাজাহ ৪১১২; উকাইলী, আদ দু’আফা ২/৪২৬; বাইহাকী, শুয়াব নং ১৭০৮; ইবনুল জাউযী, আল ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ নং ১৩৩০: অনেকগুলো সনদে, মারফু’ হিসেবে যেখানে রয়েছে: আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে, এ সবকিছুই অভিশপ্ত কেবল আল্লাহর যিকর ও এ সংশ্লিষ্ট যা কিছু আছে, কিংবা আলিম ও ইলম শিক্ষাদানাকারী ব্যতীত।” তিরমিযী বলেন, এ হাদীস হাসান গারীব।’ দেখুন, তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৮ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৪৯৯। ফলে তা এ হাদীসের শাহিদ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: «النَّاسُ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ هَمَجٌ لَا خَيْرَ فِيهِ إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير بن أبي عطاء

৩৩২. খালিদ ইবনু মা'দান বলেন: মানুষ (এ দু' প্রকারের): আলিম ও ইলম শিক্ষার্থী; এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে নির্বোধ লোকজন- তাদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কারণ মুহাম্মদ ইবনু কাছীর বিন আবী আতা যঈফ। (এর মারফু' সহীহ শাহিদ হাদীসের কারণে সহীহ- যা তাখরীজে উল্লেখ আছে।-অনুবাদক) তাখরীজ: কিন্তু এর শাহিদ রয়েছে ইবনু মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত মারফু' হাদীসে যা আমরা আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মাওয়ারিদুয যাম'আন, নং ৪৯৮ এ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এছাড়া আবু দারাদা' হতেও এটি মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যা মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫০০ তে আমরা বিস্তারিত তাখরীজ করেছি। এছাড়া এটি রয়েছে আহমদ, আয যুহদ পৃ: ১৩৬; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১১৪ আবু দারদা' হতে..... এ সনদ সহীহ, যদি খালিদ আবূ দারদা রা: হতে শুনে থাকেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: «مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ إسناده صحيح

৩৩৩. হিশাম হতে বর্ণিত হাসান রাহি. বলেন: তারা বলতেন: "আলিমের মৃত্যু হলো ইসলামের মধ্যে এমন এক শুন্যস্থান, যা কোন কিছুতেই পূরণ হবে না- যতদিন দিন-রাত আবর্তিত হতে থাকবে (কিয়ামত পর্যন্ত)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ, আয যুহদ পৃ: ২৬২; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১০২১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৭১৯; এছাড়া আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এটি মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যা আমরা তাখরীজ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৯৯৯, এর সনদে অভিযুক্ত রাবী রয়েছে। এছাড়া জাবির ও আবু দারদা হতেও এ হাদীস মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে আনন্দের কিছু নেই। আমরা এগুলো তাখরীজ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১০০১ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪)

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُنْذِرٌ هُوَ ابْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: «مَجْلِسٌ يُتَنَازَعُ فِيهِ الْعِلْمُ أَحَبُّ

إِلَيَّ مِنْ قَدْرِهِ صَلَاةً، لَعَلَّ أَحَدَهُمْ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا سَنَةً أَوْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ إسناده صحيح

৩৩৪. মুনযির ইবনু নু'মান ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যে সময়টুকু ইলম সম্পর্কে আলোচনা-পর্য্যালোচনা করা হয়, সেই পরিমাণ সময় (নফল) সালাত আদায় করার চেয়েও তা আমার নিকট অধিক প্রিয়। হয়তো তাদের কেউ এমন কথা শুনবে যা দ্বারা সে এক বছর কিংবা যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি- অনুবাদক।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «مَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَحِفْظِهِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ خَيْرًا إسناده صحيح

৩৩৫. ওয়াকী' হতে বর্ণিত, সুফিয়ান বলেন: ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ যার কল্যাণ করতে চান, তার জন্য জ্ঞান অর্জন করা ও তা স্মরণ রাখার চেয়ে উত্তম কোনো আমলের কথা আমি জানি না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৬/৩৬৩; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৯৯, ১০০ সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, "ফরয আমলসমূহের পরে জ্ঞানার্জনের চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬)

وقَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، «إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي دِينِهِمْ، كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي دُنْيَاهُمْ

৩৩৬. তিনি আরও বলেন, হাসান ইবনু সালিহ বলেছেন: লোকেরা যেভাবে তাদের দুনিয়াবী (পার্থিব) বিষয়ে খাদ্য ও পানীয়ের মুখাপেক্ষী, ঠিক তেমনিভাবে তারা তাদের দীনের বিষয়ে এ ইলমের মুখাপেক্ষী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এ সনদ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তাখরীজ: খতীব, শরফু আসহাবিল হাদীস নং ১৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ قَالَ: أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «تَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ. فَإِنَّ قَبْضَ الْعِلْمِ قَبْضُ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ إسناده ضعيف لانقطاعه

৩৩৭. সালিম ইবনু আবুল জা'দ বলেন, আবু দারদা' বলেছেন, ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তোমরা ইলম শিক্ষা কর। আর ইলমকে উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ হলো আলিমগণকে উঠিয়ে নেয়া। আর আলিম ও ইলম শিক্ষার্থী সাওয়াবের দিক দিয়ে সমান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ।। তাখরীজ: ইবনু আবু শায়বাহ, ৮/৭৩০ নং ৬১৭২; আর ২৫১ নং এ এটি গত হয়েছে, পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ، (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ) [آل عمران: 79] قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا لم يحكم عليه المحقق

৩৩৮. আবু আব্দুল্লাহ আল খুরাসানী থেকে বর্ণিত, তিনি দাহহাক থেকে বর্ণনা করেন, (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ) (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) তিনি বলেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তার উপর জরুরী হলো যে, সে একজন ফকীহ (বিশেষ জ্ঞানী) হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ... এটি ইবনু হিব্বানের শর্তানুযায়ী (সহীহ)। (আবু আব্দুল্লাহ আল খুরাসানী বাদে) অন্যান্য বর্ণনাকারী গণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: দাওলাবী, আল কুন্নী ২/৬১ ....।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، (لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ) [المائدة: 63] قَالَ: الْحُكَمَاءُ الْعُلَمَاءُ إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سوار

৩৩৯. আশ'আস ইবনু সিওয়ার, হাসান হতে বর্ণনা করেন, (لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ) হাসান বলেন: তারা হলেন বিজ্ঞ আলিমগণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আশ'আস ইবনু সিওয়ার যঈফ। তাখরীজ: এটি এ ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি। তবে আগের এবং পরের হাদীস দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: (كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) [آل عمران: 79] قَالَ: عُلَمَاءُ فُقَهَاءُ

৩৪০. আতা ইবনু সাইব হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: (كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) (আল্লাহওয়ালা'রা হয়ে যাও।" সুরাহ: আলে ইমরাণ: ৭৯) অর্থাৎ ফকীহ (বিশেষজ্ঞ) আলিমগণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে আবু ইসহাক আতা হতে, তার স্মৃতি গোলমাল হওয়ার পূর্বে যারা হাদীস শুনেছেন, তাদের মধ্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ৩/৩২৭; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৮৫৬; খতীব, ফকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ১/৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «يُرَادُ لِلْعِلْمِ الْحِفْظُ، وَالْعَمَلُ، وَالِاسْتِمَاعُ، وَالْإِنْصَاتُ، وَالنَّشْرُ رجاله ثقات غير أن أبا إسحاق إبراهيم بن محمد ابن الحارث ليس مذكورا فيمن سمعوا من عطاء قبل اختلاطه

৩৪১. উবাইদুল্লাহ্ বিন সাঈদ বলেছেন, আমি সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাকে বলতে শুনেছি: ইলম বলতে বুঝায় হিফজ করা ((মুখস্ত/স্মরণ রাখা), আমল করা, মনোযোগ সহকারে শোনা, চুপ থাকা এবং তা প্রচার-প্রসার করা।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৭৯৭; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৭/২৭৪; কাযী আয়ায, আল ইলমা’ পৃ: ২২১; ইবনু আব্দুল বারর, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ৭৬০,৭৬১ (শব্দের ক্রমের কমবেশিসহ।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২)

قَالَ: وأخبرني مُحَمَّدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: «أَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ مَا يَعْلَمُ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ أَخْشَعَهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إسناده صحيح

৩৪২. আহমদ ইবনু মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন: সবচেয়ে জাহিল (মুর্খ) হলো ঐ ব্যক্তি, যে সে যা জানে তা (আ’মাল করা) ছেড়ে দেয়। আর সর্বাধিক জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি, যে সে যা জানে সেই অনুযায়ী আ’মাল করে। আর সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা’র জন্য সবচেয়ে বিনীত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এ বিষয়ে আর কিছু আমি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ، وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا، فَمَنْ تَكُنِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، وَبَثَّهُ، وَسَدَمَهُ، يَكْفِي اللَّهُ ضَيْعَتَهُ، وَيَجْعَلُ

غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَمَنْ تَكُنِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، وَبَثَّهُ، وَسَدَمَهُ، يُفْشِي اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَيَجْعَلُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ لَا يُصْبِحُ إِلَّا فَقِيرًا، وَلَا يُمْسِي إِلَّا فَقِيرًا إسناده صحيح إلى الحسن

৩৪৩. হাসান বলেন, দু’ প্রকারের ক্ষুধার্ত (লোভী) ব্যক্তি কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। ১. ‘ইলমের প্রতি ক্ষুধার্ত (জ্ঞান অনুসন্ধানী) সে কখনও পরিতৃপ্ত হয় না এবং দুনিয়া’র প্রতি ক্ষুধার্ত (লোভী) সেও কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। আর আখিরাতই যার উদ্বেগ-আগ্রহ, অস্থিরতা ও বিষন্নতা (এর কেন্দ্রবিন্দু), আল্লাহই তার সকল (দুনিয়াবী) ক্ষতির বিরুদ্ধে যথেষ্ট হয়ে যান এবং তিনি তার অন্তরকে মুখাপেক্ষীহীন (অভাবমুক্ত) করেন। আর দুনিয়াই যার সকল উদ্বেগ-আগ্রহ, অস্থিরতা ও বিষন্নতা (এর কেন্দ্রবিন্দু), আল্লাহ তার (দুনিয়াবী) ক্ষতি বাড়িয়ে দেন এবং তার দু’চোখের মাঝে দারিদ্রকে স্থাপন করেন। ফলে সে সকাল করবে দরিদ্র হিসেবে এবং সন্ধ্যাও অতিবাহিত করবে দরিদ্র হিসেবেই (দরিদ্র হিসেবেই জীবন যাপন করতে থাকবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাসান পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। এটি তার কথা। কিন্তু ইবনু আদী (আল কামিল, ৬/২২৯৮) হাসান সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এটি বর্ণনা করেছেন। আর এটি মুরসাল। দেখুন পরবর্তী টীকা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنبَأَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: صَاحِبُ الْعِلْمِ، وَصَاحِبُ الدُّنْيَا، وَلَا يَسْتَوِيَانِ. أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ، فَيَزْدَادُ رِضًا لِلرَّحْمَنِ، وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا، فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى) [العلق: 7] قَالَ: وَقَالَ الْآخَرُ: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) [فاطر: 28] إسناده منقطع: عون بن عبد الله بن عتبة أرسل عن ابن مسعود وهو مرسل

৩৪৪. আউন বলেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: দু’ প্রকারের ক্ষুধার্ত (লোভী) ব্যক্তি কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি ও দুনিয়াদার ব্যক্তি। তবে তারা দু’জন সমান নয়। জ্ঞানবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি বাড়িয়ে দেয়। আর দুনিয়াদার ব্যক্তির ব্যাপার হলো, (দুনিয়ার পিছনে পড়ে) সে অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। অতঃপর আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিলাওয়াত করলেন:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى

(অর্থ: কখনও নয়, মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।” (সূরা আলাক্ব: ৬-৭)

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: তিনি আরও বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ: আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।- (সূরা ফাতির: ২৮)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ’মুনক্বাতি’ বা বিচ্ছিন্ন। আওন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ইরসাল করেছেন। এটি মুরসাল। কিন্তু তাবারানী, আল কাবীর ১০/২২৩ নং ১০৩৮৮ এটিকে (মাওসুল) সংযুক্ত করেছেন। তবে এর সনদও যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ সম্পূর্ণ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫৭৬ এ। আর এর শাহিদ হাদীস ইবনু আব্বাস হতে তাবারানী, আল কাবীর ১১/৭৬-৭৭ নং ১১০৯৫ যঈফ সনদে বর্ণনা করেছেন। মারফু’ হিসেবে ইবনু আবী শাইবা, আল মুছান্নাফ ৮/৭২৯ নং ৬১৬৯; তার সনদে ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ৫৮৩; আবু খায়ছামাহ, আল ইলম নং ১৪১; ইবনুল জাওযী, আল ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ ১/৯৪-৯৫ নং ১১১। এ দু’ হাদীসের অপর শাহিদ উল্লেখ করেছি আনাস রা: হতে। ..... সাখাবী ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, আনাস ও অন্যান্যদের হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন: এ অনুচ্ছেদে ইবনু উমার, আবূ হুরাইরা হতেও বর্ণিত আছে। যদিও সেগুলি একক ভাবে যঈফ, তথাপিও সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী....।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخْتَارٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ الْأَزْهَرِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [فاطر: 28] قَالَ: مَنْ خَشِيَ اللَّهَ فَهُوَ عَالِمٌ في إسناد هذا الأثر علتان: ضعف محمد بن حميد واضطراب رواية سماك عن عكرمة

৩৪৫. ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ: আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।- (সূরা ফাতির: ২৮)

তিনি (আয়াত সম্পর্কে) বলেন: যে আল্লাহকে ভয় করে, সে-ই একজন আলিম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’টি ত্রুটি আছে। মুহাম্মাদ ইবনু হামীদ

যঈফ। ইকরিমাহ হতে সামাকের বর্ণনায় ইদ্বতিরাব তথা বিক্ষিপ্ততা রয়েছে। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ২২/১৩২; লালকাঈ, আল ই'তিক্বাদ নং ৯৪৫ যঈফ ও বিচ্ছিন্ন সনদে। এর অনেক শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ، وَطَالِبُ دُنْيَا إسناده ضعيف

৩৪৬. তাউস ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: দু' প্রকারের ক্ষুধার্ত (লোভী) ব্যক্তি কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। ১. 'তালিবে ইলম' (জ্ঞান অনুসন্ধানী) এবং দুনিয়া অনুসন্ধানী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এর পূর্ণ তাখরীজ আমরা করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫৭৭ এ। আরও দেখুন পূর্বের হাদীস নং ৩৪৪ এর আমাদের টীকা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ، كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ يزيد بن ربيعة الصنعاني قال أبو حاتم: منكر الحديث واهي الحديث

৩৪৭. রবী'আহ ইবনু ইয়াযীদ বলেন, আমি ওয়াসিলা ইবনুল আসক্বা' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে অত:পর তা অর্জন করতে সক্ষম হয়, তার জন্য রয়েছে দু'টি সাওয়াব; আর (অন্বেষণ করা সত্ত্বেও) যে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়না, তার জন্য রয়েছে একটি সাওয়াব।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইয়াযীদ ইবনু রবী'আহ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন: সে মুনকারুল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে সে পরিত্যক্ত), সে ওয়াহীউল হাদীস (হাদীস শাস্ত্রে সে মূল্যহীন, তুচ্ছ)।' নাসাঈ, উকাইলী, দারুকুতনী বলেন: (সে) মাতরুক।' দেখুন মীযানুল ই'তিদাল ৪/৪২২; লিসানুল মীযান

৬/২৮৬। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, নং ২১৩; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ২/৮৫; কুদায়ী, মুসনাদুশ শিহাব নং ৪৮১, ১৫১৩; তাবারানী, আল কাবীর ২২/৬৮ নং ১৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الْعَمِّيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، أَنْتَ رَبِّي تَعَالَيْتَ فَوْقَ عَرْشِكَ، وَجَعَلْتَ خَشْيَتَكَ عَلَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَأَقْرَبُ خَلْقِكَ مِنْكَ مَنْزِلَةً أَشَدُّهُمْ لَكَ خَشْيَةً. وَمَا عِلْمُ مَنْ لَمْ يَخْشَكَ؟ وَمَا حِكْمَةُ مَنْ لَمْ يُطِعْ أَمْرَكَ؟

عباس العمي مجهول وباقي رجاله ثقات

৩৪৮. আব্বাস আল 'আম্মী (অন্ধ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট একথা পৌঁছেছে যে, নবী দাউদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দু'আয় বলতেন: 'হে আল্লাহ, আপনি অতি পবিত্র। আপনি আমার রব, আপনি সুমহান, আপনার আরশের উর্ধ্বে। আর আপনার ভয়কে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে আপনার সৃষ্টির মধ্যে আপনার ভয় যার যতবেশী, সে ততবেশী আপনার নিকটতর মর্যাদা লাভ করে। যে আপনাকে ভয় করে না, তার কোনো ইলম-ই নেই। আর যে আপনার আদেশের আনুগত্য-অনুসরণ করে না, তার কোনো হিকমাহ (বিচক্ষণতা-প্রজ্ঞা) নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আব্বাস আল 'আম্মী মাজহুল বা অজ্ঞাত পরিচয়। অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১০/২৭৭ নং ৯৪৩০; দেখুন দুররে মানসুর ৫/২৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ هُوَ ابْنُ أَبِي مُطِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْهَزْهَازِ، يُحَدِّثُ: عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «اغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا خَيْرَ فِيمَا سِوَاهُمَا إسناده منقطع لم يسمع الضحاك بن مزاحم من ابن مسعود ورجاله ثقات: أبو الهزهاز هو نصر بن زياد العجلي

৩৪৯. দাহহাক থেকে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আলিম হও, কিংবা ইলম শিক্ষার্থী হও। কেননা, এ দু'প্রকারের লোক ব্যতীত অন্যান্যদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্ন (মুনাকাতি')। দাহহাক ইবনু মাসউদ থেকে হাদীস শুনেননি। এর রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। আর হাদীসটি সহীহ। দেখুন, পূর্ববর্তী হাদীস নং ২৫৪ এবং পরবর্তী ৩৫১ নং । তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি- অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَتَكُونُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ

إسناده ضعيف لضعف علي بن يزيد

৩৫০. আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "অচিরেই এমন ফিতনাসমূহের আবির্ভাব হবে, তখন মানুষ সকালে উঠবে মু'মিন হিসেবে, আর সন্ধ্যায় উপনীত হবে কাফির হিসেবে। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা যাকে ইলম -এর মাধ্যমে জীবিত রেখেছেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কারণ, আলী ইবনু ইয়াযীদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ, ফিতান অধ্যায় নং ৩৯৫৪; তাবারানী, আল কাবীর ৮/২৭৮ নং ৭৯১০; খতীব, তারীখে বাগদাদ ৬/৩৮৫। এ অধ্যায়ে আবু হুরায়রা, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, হুযাইফা, আনাস ইবনু উমার... হতেও অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَغْدُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِنَّ مَا بَيْنَ ذَلِكَ جَاهِلٌ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْسُطُ أَجْنِحَتَهَا لِلرَّجُلِ، غَدَا يَبْتَغِي الْعِلْمَ مِنَ الرِّضَا بِمَا يَصْنَعُ رجاله ثقات غير أنه منقطع هارون بن رئاب لم يدرك ابن مسعود

৩৫১. হারুন ইবনু রিয়াব আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন: আলিম হও কিংবা ইলম শিক্ষার্থী হও, এতদুভয়ের মাঝে যারা রয়েছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। কেননা, এদু'য়ের মাঝে রয়েছে জাহিল (মূর্খ)। আর নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সকালে পথ চলে, ফিরিশতারা তার কৃতকর্ম (ইলম অন্বেষণ)-এর কারণে খুশী হয়ে তার জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য; তবে এর সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। হারুন ইবনু রিয়াব ইবনু মাসউদের সাক্ষাৎ পাননি। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, মা'রিফাত ওয়াত তারীখ ৩/৩৯৯; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, নং ১৪৬; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পূর্বের হাদীস নং ২৫৪ টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، وَالْآخَرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ رَجُلًا رجاله ثقات غير أنه منقطع: ما عرفنا للأوزاعي رواية عن الحسن وهو مرسل أيضا

৩৫২. আওযাঈ হাসান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বনী ইসরাঈলের এমন দু' ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যাদের একজন ছিলেন আলিম। তিনি ফরয সালাত আদায়ের পরেই লোকদেরকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বসতেন। অপরজন দিনে সিয়াম পালন করতেন এবং রাতে কিয়াম করতেন (সালাত আদায় করতেন)। (তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো) এদের দু'জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "যিনি ফরয সালাত আদায়ের পরেই লোকদেরকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বসতেন, সেই আলিম ব্যক্তিটি দিনে সিয়াম পালনকারী এবং রাতে কিয়ামকারী সেই আবিদ (ইবাদতগুজার)-এর উপর ঠিক তেমনই মর্যাদাবান যেমন তোমাদের মধ্যকার সাধারণ কোনো ব্যক্তির উপরে আমার মর্যাদা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য তবে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি')। হাসান থেকে আওযাঈ'র কোনো রিওয়ায়েতের কথা আমরা জানতে পারিনি। তাখরীজ: এ ব্যতীত আমি অন্য কোথাও এটি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا الْأَسْوَدُ بْنُ سُرَيْعٍ يَقُصُّ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَذْكُرُ الْعِلْمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَمَيَّلْتُ إِلَى أَيِّهِمَا أَجْلِسُ، فَنَعَسْتُ فَأَتَانِي آتٍ فَقَالَ: مَيَّلْتَ إِلَى أَيِّهِمَا تَجْلِسُ؟ إِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مَكَانَ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إسناده ضعيف الحسن بن ذكوان متهم بالتدليس وقد عنعن وباقي رجاله ثقات

৩৫৩. ইবনু সীরীন রাহি. বলেন: আমি আমি মসজিদে এমন সময় গেলাম যখন আল আসওয়াদ ইবনু সারী'[1] কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে ওয়াজ করছিলেন এবং হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান মসজিদের এক কোণে ইলমের আলোচনা করছিলেন। আমি দো'টানায় পড়ে গেলাম আমি কোন্ মজলিসে বসবো। তারপর আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলাম, ফলে (স্বপ্নে) আমার নিকট একজন আগন্তুক এসে বললো: তুমি কোন্ মজলিসের দিকে বসবে, সে ব্যাপারে কি তুমি দ্বিধান্বিত? তুমি যদি চাও তবে হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান-এর স্থান হতে জিবরীল আলাইহিস সালামের অবস্থান আমি তোমাকে দেখাতে পারি।[2]

[1] মুলে রয়েছে 'সামীর ইবনু আব্দুর রহমান' কিন্তু সেটি ভুল। সঠিক হলো যা আমরা সাব্যস্ত করেছি (আল আসওয়াদ ইবনু সারী')। দেখুন মাছাদীরুত তাখরীজ ও আসাদুল গাবাহ ১/১০৪। (মুহাক্কিক্ব) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। হাসান ইবনু যাকওয়ান তাদলীসের দোষে অভিযুক্ত আর সে এখানে 'আন 'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, নং ২১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৪)

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ،

فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ. إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ - أَوْ بِحَظِّهِ - إسناده ضعيف

৩৫৪. কাছীর ইবনু কাইস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি দামিস্কের মসজিদে আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে বসে ছিলাম। তখন এক লোক এসে বললো: হে আবু দারদা! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহর মদীনা হতে এখানে আপনার নিকট এসেছি একটি হাদীস (সংগ্রহ)-এর জন্য, যেটি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন বলে আমার নিকট খবর পৌঁছেছে। আবু দারদা বললেন: তবে কি ব্যবসায়িক প্রয়োজন তোমাকে এখানে আসেনি? সে বললো, না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এ ছাড়া অন্য কোনো কাজও কি তোমাকে এখানে নিয়ে আসেনি? তিনি বললেন, না। তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইলমের অনুসন্ধানে কোনো পথে চলে, এর মাধ্যমে আল্লাহ জান্নাতের রাস্তাসমূহের কোনো একটি রাস্তা (তার জন্য) সহজ করে দেবেন। আর নিশ্চয় ফেরেশতারা তালিবে ইলম' (জ্ঞান অন্বেষণকারী)-এর জন্য খুশী হয়ে তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আসমানবাসী, পৃথিবীবাসী এমনকি পানির মাছসমূহ পর্যন্ত তালিবে ইলমের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে। আর একজন আবিদের (ইবাদতগুজার) লোকের উপর একজন আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমন, যেমন সকল তারকার উপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব। নিশ্চয় আলিমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারীস (উত্তরাধিকারী)। আর নবীগণ দীনার বা দিরহাম (মীরাস/উত্তরাধিকার হিসেবে) রেখে যান না, নিশ্চয় তাঁরা রেখে যান ইলম। ফলে যে ইলমকে গ্রহণ করলো সে এর অংশ লাভ করলো কিংবা এর সম্পূর্ণ অংশই লাভ করলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। (হাফিজ (ইবনু হাজার আসকালানী) ফাতহুল বারী'তে এ বাবের টীকায় বলেছেন: হাদীসের (নিশ্চয় আলিমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারীস ... এর সম্পূর্ণ অংশই লাভ করলো।) এ অংশে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, হাকিম তার সহীহ মন্তব্যসহ আবু দারদা হতে এটি বর্ণনা করেছেন এবং হামযাহ আল কিনানী একে হাসান বলেছেন। আর তাদের নিকট এর সনদ যঈফ কিন্তু এর অনেক শাহিদ রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে...। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু

হিব্বান নং ৮৮ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৮০ তে। এটি আরও রয়েছে: তাহাবী, মুশকিলুল আছার ১/৪২৯; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫; তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়্যিন নং ১২৩১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৬৯৬; ফাসাওয়ী, মা'রিফাতুত তারীখ ৩/৪০১; পরের হাদীসের পরবর্তী হাদীস দু'টি দেখুন। আরও দেখুন তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ إسناده جيد وهو موقوف على ابن عباس

৩৫৫. সাঈদ ইবনু জুবাইর, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: কল্যাণকর (ইলম) শিক্ষাদানকারীর জন্য সকলেই -এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।[1]

[1] তাহক্বীক: এর সনদ উত্তম (জাইয়্যেদ)। আর ইবনু আব্বাসের উপর এটি মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/৭২৮ নং ৬১৬৪; সহীহ সনদে; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, নং ৭৯৬, ১৮১ সহীহ সনদে; আরও দেখুন আল জামিউল আছার, ১৮০ মাজহুল সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৬)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا، إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ إسناده صحيح

৩৫৬. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তিই ইলম অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে কোনো রাস্তায় চলে, অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে (গমনকারী) একটি রাস্তা সহজ করে দেন। যাকে তার আমল পিছিয়ে দেয়, তার বংশ-মর্যাদা তাকে আগে বাড়িয়ে দিতে পারে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭২৯

নং ৬১৬৮ সহীহ সনদে; আমরা বিস্তারিত তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮৪। (আহমদ ২/৪০৭; আবু দাউদ ৩৬৪৩; তিরমিযী ২৬৪৬; হাকিম ১/৮৮, ৮৯; বাগবী, শারহুস সুন্নাহ ১৩০; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানিল ইলম, পৃ: ১৩ ও ১৪; আরও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, আহমদ ২/২৫২; মুসলিম ২৬৯৬; তিরযিমী ২৯৪৫; ইবনু মাজাহ ২২৫); বাইহাক্বী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৬৯৫; খতীব, তারীখে বাগদাদ ১২/১১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৭)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ هُوَ الْقُمِّيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَا سَلَكَ رَجُلٌ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ الْعِلْمَ إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ يُبْطِئْ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ إسناده صحيح

৩৫৭. হারুন ইবনু আনতারা তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তিই ইলম অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে কোনো রাস্তায় চলে, অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে (গমনকারী) একটি রাস্তা সহজ করে দেন। যাকে তার আমল পিছিয়ে দেয়, তার বংশ-মর্যাদা তাকে আগে বাড়িয়ে দিতে পারে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭২৮ নং ৬১৬৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৬৭১-৬৭২; দেখুন পরের ৩৬৮ নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [القمر: 17] قَالَ: «هَلْ مِنْ طَالِبِ خَيْرٍ فَيُعَانَ عَلَيْهِ؟ إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير بن أبي عطاء

৩৫৮. মাতর হতে বর্ণিত, (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) "আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" (সুরা ক্বামার : ১৭) (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) তিনি বলেন: কোনো কল্যাণ অনুসন্ধানকারী আছে কি, ফলে তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করা হবে?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু কাছীর ইবনু আবী

আতা। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ২৭/৯৬-৯৭ এ দু'টি সনদে কাতাদা হতে এটি বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৯)

وأَخْبرنا مرْوانُ، عنْ ضمْرةَ، قَالَ: طالبُ عِلمٍ إسناده حسن

৩৫৯. মারওয়ান যামরাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: (এ দ্বারা উদ্দেশ্য) জ্ঞান অন্বেষণকারী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী হাতিম যা ইবনু কাছীর, তাফসীর ৭/৪৫৩ এ উল্লেখ করেছেন; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১৯৪৫ হাসান সনদে; তাবারী, তাফসীর, ২৭/৯৭; বুখারী, তা'লীক হিসেবে ৭৫৫১ হাদীসের পূর্বে...।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬০)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ هُوَ الْقُمِّيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا رَأَى طَلَبَةَ الْعِلْمِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى بِكُمْ رجاله ثقات غير أنه معضل

৩৬০. আমির ইবনু ইবরাহীম বলেন, আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কোনো ইলম অন্বেষণকারী (ছাত্র) দেখলে বলতেন: জ্ঞান অন্বেষণকারীকে মারহাবা (স্বাগতম)! তিনি আরও বলতেন: নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের জন্য (এরূপ করতে) উপদেশ দিয়ে গেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, কিন্তু এটি মু'দ্বাল (মাঝে একাধিক রাবী নাম বাদ পড়েছে)। এটি আমি আর কোথাও পাইনি। তবে এর দু'টি শাহিদ হাদীস রয়েছে, আবী সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে রমহারমুযী নং ২০ এবং ইবনু মাসউদ হতে শুয়াবে নং ১৭২৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ: «كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ. أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ والعلمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا» قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ في إسناده ضعيفان: عبد الرحمن بن زياد وعبد الرحمن بن رافع

৩৬১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মসজিদে দু'টি মজলিসের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন বললেন: "উভয়টিই কল্যাণের উপর রয়েছে। তবে একটির চেয়ে অন্যটির শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর এরা (একদল লোক) আল্লাহর নিকট দু'আ করছে এবং তাঁর নিকটই (জান্নাতের) আশা পোষণ করছে। আর তিনি চাইলে তা তাদেরকে দেবেন আর যদি চান তবে তাদেরকে তা দেয়া থেকে বিরত থাকবেন। আর এরা (অপরদল) পরস্পর ফিকহ ও ইলম শিক্ষা করছে এবং জাহিলদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। সুতরাং এরাই শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।" তিনি (রাবী) বলেন: অতঃপর তিনি তাদের মাঝে বসে গেলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'জন যঈফ রাবী রয়েছে: ১. আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ও আব্দুর রহমান ইবনু রফি'। তাখরীজ: ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ১৩৮৯; তায়ালিসী ১/৩৬ নং ৮২; খতীব, ফকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ১/১০,১১; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামাহ ২২৯, এ সনদে দাউদ মাতরুক রাবী ও দুজন যঈফ রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ «الْعِلْمَ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ إسناده فيه علتان: ضعف عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي والانقطاع عون بن عبد الله لا نعلم له رواية عن مطرف

৩৬২. মুতাররিফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখীর থেকে বর্ণিত, তিনি তার পুত্রকে বলেন: হে আমার পুত্র! নিশ্চয় আমলের চেয়ে ইলম শ্রেষ্ঠতর।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে দু'টি ত্রুটি রয়েছে: আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ আল মাসউদী যঈফ এবং 'আল ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা। মুতাররিফ হতে আওন ইবনু আব্দুল্লাহ'র কোনো রিওয়ায়েত আমরা পাইনি। আল্লাহই ভাল জানেন। (তবে অপর একটি সহীহ সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে- তাখরীজ দেখুন।-অনুবাদক) তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ২/২০৯ এ সনদ সহীহ।; খতীব, ফকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ১/১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ: «لَيْسَ هَدِيَّةٌ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ حِكْمَةٍ تُهْدِيهَا لِأَخِيكَ إسناده صحيح

৩৬৩. শুরাহবীল ইবনু শারীক থেকে বর্ণিত, তিনি আবু আব্দুল্লাহ আল হুবুলী'কে বলতে শুনেছেন: হিকমাতপূর্ণ বা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলার চেয়ে উত্তম কোনো হাদিয়া নেই, যা তুমি তোমার কোনো ভাইকে হাদিয়া হিসেবে দিতে পারো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আমি আর কোথাও পাইনি। তবে এর অনেক শাহিদ রয়েছে ইবনু উমার, ইবনু 'আস এর হাদীস যা বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৭৬৪ নং এ বর্ণনা করেছেন। আবু নুয়াইম .... আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে মারফু' হিসেবে যঈফ সনদে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইবনু খয়ের, ফাহারাসাত পৃ: ৮ ইবনু আব্বাসের হাদীসও এর শাহিদ হয়, এর সনদে এমন রাবী রয়েছে যাকে আমি চিনি না। দেখুন, মাকাসিদুল হাসানাহ নং ৯৩৮; কাশফুল খফা নং ২১৮২; শাজারাহ নং ৮০৪; আরও দেখুন তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর ১২/৪৩ নং ১২৪২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ حُضْرُ الْفَرَسِ الْمُضَمَّرِ السَّرِيعِ إسناده إلى الزهري ضعيف

৩৬৪. মুহাম্মদ ইবনু 'আজলান যুহরী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: (ইবাদতে) 'মুজাহাদাহ'-কারী (প্রচেষ্টাকারী) অর্থাৎ অনেক ইবাদাতগুজার ব্যক্তির তুলনায় একজন আলিমের মর্যাদা একশ স্তর

উপরে। আর এ দু'টি স্তরের মধ্যে দূরত্ব হলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত দ্রুত ধাবমান কৃশ ঘোড়ার পাঁচশ' বছর সময়ে (অতিক্রান্ত) ময়দানের সমান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** যুহরী পর্যন্ত এর সনদ যঈফ। এটি তার কথা। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/৩৬৫, এর রাবী শাযিকুনী মাতরুক।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّكَنُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) [المجادلة: 11] قَالَ: يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا بِدَرَجَاتٍ إسناده صحيح

৩৬৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মুক্তদাস ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনু আব্বাস হতে বর্ণনা করেন, (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) ("তোমাদের মধ্যকার ঈমানদারদেরকে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে।"- আল-মুজাদালাহ: ১১) (এ আয়াত সম্পর্কে) তিনি বলেন: যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ (সাধারণ) মু'মিনদের উপর অনেক উচ্চ মযার্দা দান করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: হাকিম, আল মুসতাদরাক ২/৪৮১; হাকিম বলেন: এ হাদীসের সনদ সহীহ যদিও তারা বর্ণনা করেননি।" যাহাবী তার সমর্থন করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬৬)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ إسناده مسلسل بالمجاهيل

৩৬৬. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে অথচ সে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণে রত রয়েছে, জান্নাতে তার ও নবীগণের মাঝে মাত্র একটি মর্যাদা (’এর স্তরের) পার্থক্য থাকবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে ধারাবাহিকভাবে অজ্ঞাত রাবী রয়েছে। তাখরীজ: তাবারানী, আল আওসাত নং ৯৪৫০; খতীব, তারীখ ৩/৭৮ সাঈব ইবনু মুসাইয়্যেব থেকে তিনি ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «ذَهَبَ عُمَرُ بِثُلُثَيِ الْعِلْمِ». قَالَ: فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: ذَهَبَ عُمَرُ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الْعِلْمِ في إسناده علتان: ضعف محمد بن حميد وأبو سنان سعيد بن سنان متأخر السماع من أبي إسحاق السبيعي

৩৬৭. আবু ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি আমর ইবনু মাইমুন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু জ্ঞানের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে চলে গিয়েছেন (মৃত্যুবরণ করেছেন)। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এ কথা ইবরাহীমের নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন: বরং দশভাগের নয়ভাগ ইলম নিয়ে উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু চলে গিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’টি ত্রুটি রয়েছে। মুহাম্মদ্ বিন হুমাইদ যঈফ। আবু সিনান সাঈদ ইবনু সিনান আবু ইসহাক সাবিঈ থেকে কিছু শোনা থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তাখরীজ: এখানে ছাড়া এ আছারটি আর কোথাও আমরা পাইনি। তবে ইবরাহীমের দিকে সম্পৃক্ত না করে ইবনু মাসউদের কথা হিসেবে এটি বর্ণনা করেছেন আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৬১, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য কিন্তু এটি মুনকাতি’ বা বিচ্ছিন্ন। ইবরাহীম নাখঈ ইবনু মাসউদ থেকে কিছু শ্রবণ করেননি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬৮)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا أَظَلَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَمَنْ سَلَكَ

طَرِيقًا يَبْتَغِي بِهِ الْعِلْمَ، سَهَّلَ اللَّهُ طَرِيقَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ إسناده صحيح

৩৬৮. হারুন তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন কিছু লোক নিজেরা পরস্পরকে আল্লাহর কিতাব স্মরণ করানো বা আলোচনা ও শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়, তখন ফিরিশতাগণ তাদের উপর তাদের ডানা দ্বারা ছায়া দান করতে থাকে, যতক্ষণ না তারা তা ছেড়ে অন্য কথায় রত হয়। আর যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের দিকে তার পথ সহজ করে দেন। আর যাকে তার আমল পিছিয়ে দিয়েছে, বংশ-মর্যাদা তাকে সামনে এগিয়ে দিতে পারে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৬৭১; আর এর কিছু অংশের তাখরীজ ৩৫৭ নং এ গত হয়েছে। সেখানে পূর্ণ তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৬৯)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ. قَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، رِضًا بِمَا يَطْلُبُ إسناده حسن

৩৬৯. আসিম বর্ণনা করেন, যার বলেন: আমি সাফওয়ান ইবনু আসসাল আল মুরাদীর নিকট এ উদ্দেশ্যে সকালে গিয়ে উপস্থিত হলাম যে, আমি তাকে চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করবো। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে (এখানে) নিয়ে এসেছে? আমি বললাম: ইলম অন্বেষণ। তিনি বলেন: আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দেব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সূত্র মিলিয়ে হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি বলেছেন: “নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলম’- (জ্ঞান শিক্ষার্থী)-এর জন্য তার (জ্ঞান) অন্বেষণে খুশী হয়ে তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম

নং ৫; এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি আমি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩১৯-১৩২১, ১৩৩৫; ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৭৯, ১৭৯, ১৮০, ১৮৬ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ: «مَا كَانَ طَلَبُ الْحَدِيثِ أَفْضَلَ مِنْهُ الْيَوْمَ». قَالُوا لِسُفْيَانَ إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ؟ قَالَ: «طَلَبُهُمْ إِيَّاهُ نِيَّةٌ إسناده حسن

৩৭০. ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান বলেন, আমি চল্লিশ বছর ধরে সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি: হাদীস অন্বেষণ (শিক্ষা) করার চেয়ে এখনকার সময়ে উত্তম কিছুই নাই। তারা সুফিয়ানকে বললো: তারা তো নিয়ত ছাড়াই তা শিক্ষা (অন্বেষণ) করছে! তিনি বলেন: তাদের শিক্ষা করাটাই তো তাদের নিয়ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: খতীব, আল-জামি' আখলাকুর রাবী নং ৭৭৯; রমহরমুযী, মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৪০; আরও দেখুন, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১৩৮২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: طَلَبْنَا هَذَا الْعِلْمَ وَمَا لَنَا فِيهِ كَبِيرُ نِيَّةٍ، ثُمَّ رَزَقَ اللَّهُ بَعْدُ فِيهِ النِّيَّةَ إسناده حسن

৩৭১. আব্দুল্লাহ ইবনু আজলাহ তার পিতা হতে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা এ ইলম (হাদীস) শিক্ষা করতে লাগলাম, তখন এ ব্যাপারে আমাদের পাকাপোক্ত কোনো নিয়ত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এ শিক্ষার মধ্যে নিয়ত দান করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, মা'রিফাতুত তারীখ ১/৭১২; রমহরমুযী, মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৯, এ সনদ যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭২)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَقَدْ طَلَبَ أَقْوَامٌ الْعِلْمَ مَا أَرَادُوا بِهِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَا مَا عِنْدَهُ» قَالَ: «فَمَا زَالَ بِهِمُ الْعِلْمُ حَتَّى أَرَادُوا بِهِ اللَّهَ وَمَا عِنْدَهُ حسان بن مسلم ما وجدت له ترجمة وباقي رجاله ثقات. وما وجدته مسندا في غير هذا الموضع

৩৭২. ইউনুস ইবনু উবাইদ হাসান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: লোকেরা ইলম শিক্ষা করেছে বটে, তবে এটি তারা আল্লাহ তা'আলার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যেও করেনি, কিংবা তাঁর নিকট যা কিছু রয়েছে, সেসব লাভের আশায়ও তারা এটি (জ্ঞানার্জন) করেনি। রাবী বলেন: যখন তারা এ (ইলম অন্বেষণ) দ্বারা আল্লাহ (এর সন্তুষ্টি লাভ) এবং তাঁর নিকট যা কিছু রয়েছে- সেসব (লাভ করা)কে উদ্দেশ্য করেছে, তখন থেকে এ ইলম তাদের মাঝে অব্যাহত রয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাসসান ইবনু মুসলিমের জীবনী আমি কোথাও পাইনি। বাকী রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: এটি আমি সনদসহ আর কোথাও পাইনি। তবে ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১৩৮৩ তে এটি উল্লেখ করে বলেন, হাসান বলেন...।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭৩)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ: الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ، فَرَجُلٌ عَاشَ فِي عِلْمِهِ، وَعَاشَ مَعَهُ النَّاسُ فِيهِ، وَرَجُلٌ عَاشَ فِي عِلْمِهِ، وَلَمْ يَعِشْ مَعَهُ فِيهِ أَحَدٌ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ فِي عِلْمِهِ، وَكَانَ وَبَالًا عَلَيْهِ إسناده صحيح

৩৭৩. আবু কিলাবা বলেন, আবু মুসলিম আল খাওলানী বলেন: আলিম তিন শ্রেণির। যথা: এক. যে ব্যক্তি ('আলিম) তার ইলম অনুযায়ী নিজে জীবন যাপন করেন এবং সাধারণ মানুষও তার ইলমের অনুসরণ করে জীবন যাপন করে। দুই. যে ব্যক্তি ('আলিম) তার ইলম অনুযায়ী নিজে চলেন কিন্তু কোন লোক তাঁর ইলম অনুসরণ করে জীবন যাপন করে না। তিন. যে ব্যক্তি ('আলিম) তার ইলম অনুসরণ করে সাধারণ মানুষ চলে অর্থাৎ জীবন যাপন করে (কিন্তু সে নিজে ইলম অনুযায়ী জীবন যাপন করে না), ফলে তা তার জন্য খারাপ পরিণতি বা কঠিন শাস্তির কারণ হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১৪/৫৫ নং ১৭৫৪৭; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৫/১২১; মা'মার, আল জামি' নং ২০৪৭২ আবু কিলাবার বক্তব্য হিসেবে সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭৪)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ، " قَالَ: قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ قَالَ: يَا رَبِّ، أَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: أَرْضَاهُمْ بِمَا قَسَمْتُ لَهُ قَالَ: يَا رَبِّ، أَيُّ عِبَادِكَ أَخْشَى لَكَ؟ قَالَ: أَعْلَمُهُمْ بِي إسناده صحيح إلى عطاء وهو منقطع

৩৭৪. আতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মূসা আলাইহিস সালাম বলেন: হে রব! আপনার কোন্ বান্দাগণ সর্বোত্তম বিচারক? তিনি (আল্লাহ) বলেন: যে অপরের জন্যও সেই ফায়সালাই করে, যা সে নিজের জন্য ফায়সালা করে, (সে-ই সর্বোত্তম বিচারক)। তিনি (মূসা আ:) জিজ্ঞেস করলেন: হে রব! আপনার কোন্ বান্দাগণ সবচেয়ে ধনী/ মুখাপেক্ষীহীন? তিনি বললেন: আমি তার জন্য যা বণ্টন করেছি, তা-তে যে সন্তুষ্ট থাকে। তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন: হে রব! আপনার কোন্ বান্দাগণ আপনাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে? তিনি বলেন: তাদের মধ্যে যে আমার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী।[1]

[1] এর সনদ আতা পর্যন্ত সহীহ। আর তা মুনকাতি' । তাখরীজ: ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ২২৩, ৫৩৩; দেখুন আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ: عَالِمٌ بِاللَّهِ يَخْشَى اللَّهَ لَيْسَ بِعَالِمٍ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَعَالِمٌ بِاللَّهِ عَالِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ يَخْشَى اللَّهَ، فَذَاكَ الْعَالِمُ الْكَامِلُ، وَعَالِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَيْسَ بِعَالِمٍ بِاللَّهِ لَا يَخْشَى اللَّهَ، فَذَلِكَ الْعَالِمُ الْفَاجِرُ إسناده صحيح

৩৭৫. মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তার নিকট বর্ণিত হয়েছিল যে, আলিম তিন শ্রেণির; এক. আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী, সে আল্লাহকে ভয় করে; কিন্তু আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে সে জ্ঞানী নয় (ফলে সেগুলো ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে না)। দুই. আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী, আবার সে আল্লাহকে ভয়ও করে। এ শ্রেণির আলিমই হলেন পরিপূর্ণ আলিম। আবার এমন এক শ্রেণির আলিম রয়েছে, যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানে, কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী

নয়, ফলে সে আল্লাহকে ভয় করে না। আর এ শ্রেণির আলিমগণই হলো ‘ফাজির’ (ফাসিক/পাপী) আলিম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া, ৭/২৮০; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৯১৯; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১৫৪৩; আবী হাইয়্যানের কথা হিসেবে বর্ণিত, এর সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭৬)

أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ إسناده صحيح إلى الحسن وهو موقوف عليه

৩৭৬. হিশাম হাসান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ইলম হল দু’ প্রকার: (এক.) অন্তরে অবস্থিত ইলম, আর এ ইলমই হলো উপকারী ইলম। (দুই.) এবং জিহবার উপরস্থিত ইলম (যা তার অন্তরে প্রবেশ করেনি), ফলে এ (ইলম) আদম সন্তানের বিপক্ষে আল্লাহ’র হুজ্জাত (দলীল)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১৩/২৩৫; মারওয়াযী, যিয়াদাহ আলায যুহদ লি ইবনুল মুবারক নং ১১৬১; খতীব, তারীখ ৪/৩৪৬ মারফু’ হিসেবে হাসান সনদে; .....।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭৭)

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ إسناده صحيح

৩৭৭. হিশাম হাসান হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। (তবে এটি মুরসাল) তাখরীজ: এটি

আমি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি। পূর্বের টীকাটি দেখুন। আর ইবনুল জাওযী, আল ইলাল নং ৮৯ এ আনাস হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তবে এর সনদে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭৮)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنبَأَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَعَلَّمُوا، تَعَلَّمُوا، فَإِذَا عَلِمْتُمْ، فَاعْمَلُوا إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد

৩৭৮. আলকামাহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: তোমরা ইলম শিখে নাও। তোমরা ইলম শিখে নাও। আর যখন তোমরা তা শিখে নেবে, তখন তোমরা (সেই ইলম অনুযায়ী) আমল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ যঈফ রাবী। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১৩/২৯৪ নং ১৬৩৯৪; খতীব, ইক্বতিদাউল ইলম ওয়াল আমল নং ১০; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১২৬৬; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ১/১৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৭৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِأَرْبَعٍ، دَخَلَ النَّارَ - أَوْ نَحْوَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ -: لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ. أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَأْخُذَ بِهِ مِنَ الْأُمَرَاءِ إسناده ضعيف فيه جهالة وهو موقوف على عبد الله

৩৭৯. আবু ওয়াইল আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি চার উদ্দেশ্যের কোনো একটি উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করবে, সে জাহান্নামে যাবে,- অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। যথা: তা (অর্জিত ইলম) দ্বারা আলিমদের সাথে প্রতিযোগিতা করার উদ্দেশ্যে, কিংবা তা দ্বারা জাহিলদের (মুর্খদের) সাথে তর্ক-বিতর্ক করার উদ্দেশ্যে, কিংবা এর মাধ্যমে লোকদের

মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে, কিংবা আমীর-উমারাদের (শাসকদের) নিকট হতে কিছু (হাদীয়া) লাভের উদ্দেশ্যে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। আর তা আব্দুল্লাহ'র উপর মাওকুফ (তার বক্তব্য) হিসেবে বর্ণিত। দেখুন মাতালিবুল আলিয়া, নং ৩০২৮। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে যা আমরা মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৮৭৫-৮৭৮ এ তাখরীজ করেছি। আরও দেখুন পরবর্তী ৩৮৫, ৩৮৬ নং হাদীস দু'টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ، قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ بَلَغَنِي أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: " تَعْمَلُونَ لِلدُّنْيَا، وَأَنْتُمْ تُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ عَمَلٍ، وَلَا تَعْمَلُونَ لِلْآخِرَةِ، وَأَنْتُمْ لَا تُرْزَقُونَ فِيهَا، إِلَّا بِالْعَمَلِ، ويلَكُمْ عُلَمَاءَ السَّوْءِ: الْأَجْرَ تَأْخُذُونَ، وَالْعَمَلَ تُضَيِّعُونَ، يُوشِكُ رَبُّ الْعَمَلِ أَنْ يَطْلُبَ عَمَلَهُ، وَتُوشِكُونَ أَنْ تَخْرُجُوا مِنَ الدُّنْيَا الْعَرِيضَةِ إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيقِهِ. اللَّهُ ينهاكم عَنِ الْخَطَايَا كَمَا أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ سَخِطَ رِزْقَهُ وَاحْتَقَرَ مَنْزِلَتَهُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ؟ كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنِ اتَّهَمَ اللَّهَ فِيمَا قَضَى لَهُ، فَلَيْسَ يَرْضَى شَيْئًا أَصَابَهُ؟ كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ دُنْيَاهُ آثَرُ عِنْدَهُ مِنْ آخِرَتِهِ، وَهُوَ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلُ رَغْبَةً؟ كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ مَصِيرُهُ إِلَى آخِرَتِهِ، وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى دُنْيَاهُ، وَمَا يَضُرُّهُ أَشْهَى إِلَيْهِ - أَوْ قَالَ أَحَبُّ إِلَيْهِ - مِمَّا يَنْفَعُهُ؟ كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَطْلُبُ الْكَلَامَ لِيُخْبِرَ بِهِ، وَلَا يَطْلُبُهُ لِيَعْمَلَ بِهِ؟ إسناده معضل

৩৮০. সাঈদ ইবনু আমির হিশাম দাস্তাওয়ায়ী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: আমি কোন একটি কিতাবে পড়েছিলাম, যা ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী বলে আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে: তোমরা তো দুনিয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছো, কিন্তু দুনিয়াতে কোনো কাজ করা ছাড়াও তোমাদেরকে রিযিক দেয়া হয়। আর তোমরা তো আখিরাতের জন্য কোনো কাজ করছ না, কিন্তু সেখানে আমল (কাজ) ব্যতীত তোমাদেরকে রিযিক দেয়া হবে না। তোমাদের জন্য আফসোস, হে নিকৃষ্ট আলিম সমাজ! তোমরা যে বিনিময় গ্রহণ করছো এবং তোমরা যে আমল নষ্ট করছো তার জন্য আফসোস! আমলের স্রষ্টা অচিরেই তোমাদের নিকট থেকে তাঁর আমল (এর হিসাব) চাইবেন। সেই সময় অতি নিকটবর্তী যখন তোমরা প্রশস্ত দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে এবং সংকীর্ণ অন্ধকার কবরে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ তোমাদেরকে পাপ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন যেভাবে তিনি তোমাদেরকে সালাত আদায় ও সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই ব্যক্তি কিভাবে আলিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে যে তার রিযিকে অসন্তুষ্ট এবং নিজের অবস্থানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, অথচ সে জানে, এটি আল্লাহরই ইলম ও তাঁর তাকদীর (নির্ধারণ অনুযায়ী হয়েছে)? সেই ব্যক্তি কিভাবে আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত হবে যে আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন সেই জন্য সে আল্লাহকে দোষারোপ করে, ফলে সে যেটুকু পায়, তাতে সে মোটেও সন্তুষ্ট থাকে না? সেই ব্যক্তি কিভাবে আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত হবে যে দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং সে দুনিয়ার প্রতিই অধিক আশান্বিত?
সেই ব্যক্তি কিভাবে আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত হবে যার প্রত্যাবর্তনস্থল হলো আখিরাত অথচ সে দুনিয়ামুখী হয়ে বসে আছে। আর যা তার উপকারে আসবে তার চেয়ে যা তার জন্য ক্ষতিকর তার প্রতি সে অধিক আকাঙ্ক্ষা করছে - কিংবা তিনি বলেন: অধিক মহব্বত করছে? সে কিভাবে জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যে ব্যক্তি কালাম (ইলম) অন্বেষণ করে তা (লোকদের নিকট) বর্ণনা করার জন্য অথচ তা আমল করার উদ্দেশ্যে অন্বেষণ করে না?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু'দ্বাল (পরপর কয়েকজন রাবী বাদ পড়েছে)। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৬/২৭৯-২৮০; আহমদ, আয যুহদ পৃ: ৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮১)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَانْتَفِعُوا بِهِ، وَلَا تَعَلَّمُوهُ لِتَتَجَمَّلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ إِنْ طَالَ بِكُمْ عُمُرٌ، أَنْ يَتَجَمَّلَ ذُو الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ، كَمَا يَتَجَمَّلُ ذُو الْبِزَّةِ بِبِزَّتِهِ إسناده صحيح

৩৮১. হারীয হাবীব ইবনু উবাইদ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে: তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং তা দ্বারা উপকৃত হও। তা দ্বারা সাজসজ্জা (সৌন্দর্যমণ্ডিত) করার উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করো না। যদি বেশি দিন বেঁচে থাকো, তবে অচিরেই দেখবে যে, ইলমের অধিকারী ব্যক্তি তার ইলম দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করছে, যেভাবে পোশাকের অধিকারী ব্যক্তি তার পোশাক দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ, আয যুহদ পৃ: ৩৮৬; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৬/১০২; ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ১৩৪৫; মিশকাতে তিবরিযী একে দারেমী'র সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮২)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ: «لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ، وَاسْأَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ، يَقُولُهَا ثَلَاثًا» ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ، شِرَارُ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ، خِيَارُ الْعُلَمَاءِ الأحوص ضعيف الحفظ وبقية مدلس وقد عنعن وحكيم بن عمير تابعي فالحديث مرسل أيضا

৩৮২. আহওয়াস ইবনু হাকীম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি বলেন: “আমাকে তোমরা অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না, বরং কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো- তিনি একথা তিনবার বললেন।” তারপর তিনি বললেন: “জেনে রাখো, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো ঐ ব্যক্তি যে আলিমদের মধ্যে খারাপ; আবার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি হলো ঐ ব্যক্তি যে আলিমদের মধ্যে ভালো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আল আহওয়াস যঈফুল হিফয’ বা স্মৃতিশক্তি দূর্বল। এছাড়া বাকিয়াহ মুদাল্লিস এবং সে ‘আন আ‘ন’ পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। আর হাকিম ইবনু উমাইর তাবিঈ। সুতরাং হাদীসটি মুরসালও বটে। তাখরীজ: খতীব তিবরিযী মিশকাত নং ২৬৭ এ একে দারেমীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮৩)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عِيسَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: " إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ: الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكًا، وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلًا، قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَنَالُهُ إِلَّا الْعُقَلَاءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا، وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكًا قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَنَالُهُ إِلَّا النُّسَّاكُ، فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: لَا عَقْلٌ وَلَا نُسُكٌ إسناده صحيح

৩৮৩. ঈসা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শা’বীকে বলতে শুনেছি: কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম অন্বেষণ করতো, যে তার নিজের মধ্যে দু’টি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম: আকল’ বা বুদ্ধি এবং সাধনা বা ইবাদত। ফলে যে ব্যক্তি শুধু ইবাদতগুজার হয় কিন্তু ‘আকিল’ বা বুদ্ধিমান নয়, সে বলে:

এটি এমন একটি বিষয় যেটি বুদ্ধিমান লোকেরা ব্যতীত কেউ লাভ করতে পারে না। যার ফলে সে তা অন্বেষণ (করার চেষ্টা-ই) করে না। আর যে বুদ্ধিমান হয় কিন্তু ইবাদতগুজার না হয়, সে বলে: এটি এমন একটি বিষয় যেটি ইবাদতগুজার লোকেরা ব্যতীত কেউ লাভ করতে পারবে না। যার ফলে সেও তা অন্বেষণ (করার চেষ্টা) করে না। তারপর শা'বী বললেন: আমার ভয় হয় যে, এখন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই: না আছে বুদ্ধি বা জ্ঞান, আর না আছে ইবাদত বা সাধনা।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবীদ দুনিয়া, আল আকল ওয়া ফাদলুহু নং ৫১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৮০১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: زَعَمَ لِي سُفْيَانُ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ لَا يَطْلُبُ الْعِلْمَ حَتَّى يَتَعَبَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً إسناده صحيح

৩৮৪. আবু আসিম বলেন, সুফিয়ান আমার সম্পর্কে ধারণা করে বলেন: "এ লোকটি ইলম অর্জনের পূর্বে চল্লিশ বছর ধরে ইবাদতে না কাটানো পর্যন্ত এ ইলম অন্বেষণ করেন নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: রমহরমুযী, আলমুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَلِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ رجاله ثقات وهذا إسناده صحيح

৩৮৫. মাকহুল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করবে যে, তা দ্বারা জাহিলদের (মুর্খদের) সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, বা তা দ্বারা আলিমদের সাথে প্রতিযোগিতা করবে অথবা তা দ্বারা লোকদের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে, তাহলে সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য এবং এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৩১ নং ৬১৭৭ সহীহ সনদে; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ, যিয়াদাতুহু ফিয যুহদ পৃ: ২৬৪; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১১৩২; পূর্বের টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮৬)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُقْبِلَ بِوُجُوهِ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ رجاله ثقات غير أنه مرسل

৩৮৬. মাকহুল হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করবে যে, তা দ্বারা আলিমদের সাথে প্রতিযোগিতা করবে, কিংবা তা দ্বারা জাহিলদের (মুর্খদের) সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিংবা তা দ্বারা লোকদের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে, তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তবে এটি মুরসাল। (তবে মারফু' হিসেবেও এটি সহীহ-যা তাখরীজে উল্লেখ আছে।-অনুবাদক) তাখরীজ: তবে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসটি এর শাহিদ হাদীস যা আমরা মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৯০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৭ এ পূর্ণ তাখরীজ করেছি। আরও দেখুন মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস নং ৮৭৫-৮৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮৭)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّمَا يُحْفَظُ حَدِيثُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ إسناده ضعيف

৩৮৭. শাহার ইবনু হাওশাব, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কোনো লোকের হাদীস ততটুকুই মুখস্ত থাকে, যতটুকুর নিয়াত (বিশুদ্ধ) থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এ সম্পর্কে আমি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮৮)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ الرَّجُلَ يَنْسَى الْعِلْمَ كَانَ يَعْلَمُهُ لِلْخَطِيئَةِ كَانَ يَعْمَلُهَا إسناده ضعيف

৩৮৮. কাসিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেন: আমার ধারণা, কোনো লোক যে পরিমাণে পাপ করে, সে তার শিক্ষাকৃত ইলম সেই পরিমাণে ভুলে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আবু খায়ছামাহ, ইলম নং ১৩২; ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ৮৩; ওয়াকী', আয যুহদ নং ২৬৯; আহমদ, আয যুহদ পৃ: ১৯৫-১৯৬; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ১/১৩১; খতীব, ইক্বতিদাউল ইলমুল আমল নং ৯৬; জামি' নং ১৮৫০; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১১৯৫। পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দেখুন, আমার তাহক্বীক্বকৃত মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৯৯০ হাদীস।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৮৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ: «يَا بُنَيَّ، لَا تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِتُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ تُرَائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، وَلَا تَتْرُكِ الْعِلْمَ زُهْدًا فِيهِ، وَرَغْبَةً فِي الْجَهَالَةِ. يَا بُنَيَّ اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِمًا، يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا، يُعَلِّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ، فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا، لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِمًا، لَا يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا، زَادُوكَ غَيًّا، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِعَذَابٍ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ إسناده حسن إلى شهر بن حوشب

৩৮৯. শাহর ইবনু হাওশাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, লুকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন: হে আমার পুত্র! তুমি এ উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করবে না যে, তা দ্বারা আলিমদের সাথে প্রতিযোগিতা করবে, কিংবা তা দ্বারা জাহিলদের (মুর্খদের) সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিংবা সমাবেশে লোকদেরকে তা প্রদর্শন করবে। আর ইলম থেকে উদাসীন হয়ে এবং মূর্খতার আশায় তুমি ইলমকে পরিত্যাগ করবে না।

হে আমার পুত্র! তোমার সামনের মজলিসকে অগ্রাধিকার দাও; আর যখন তুমি লোকদেরকে আল্লাহর যিকির করতে দেখবে, তখন তাদের সাথে বসে যাও। ফলে তুমি যদি আলিম হও, তবে (অন্যদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে) তোমার ইলম তোমার উপকারে আসবে। আর যদি জাহিল হও, তবে তারা তোমাকে ইলম শিক্ষা দেবে। আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন; ফলে তাদের সাথে তুমিও সেই রহমত প্রাপ্ত হবে।

আর যখন লোকদেরকে দেখবে, তারা আল্লাহর যিকির করছে না, তখন তুমি তাদের সাথে বসবে না। তাহলে যদি তুমি আলিম হও, তবে তোমার ইলম তখন তোমার কোনো উপকারে আসবে না। আর তুমি যদি একজন জাহিল (মুর্খ্য) হও, তারা তোমার অজ্ঞতা আরও বৃদ্ধি করবে। এবং হতে পারে আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন এবং তাদের সাথে সেই আযাব তোমার উপরও আপতিত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শাহর ইবনু হাওশাব পর্যন্ত হাসান। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, নং ৬৭৮; আহমদ, আয যুহদ ১/১৫৩; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৯/৫৫ উবাইদ ইবনু আমির বলেন, লুকমান বলেন....। পরবর্তী আছারটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯০)

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: «لَا تُحَدِّثِ الْبَاطِلَ الْحُكَمَاءَ فَيَمْقُتُوكَ، وَلَا تُحَدِّثِ الْحِكْمَةَ لِلسُّفَهَاءِ، فَيُكَذِّبُوكَ، وَلَا تَمْنَعِ الْعِلْمَ أَهْلَهُ، فَتَأْثَمَ، وَلَا تَضَعْهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ. إِنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقًّا، كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًّا إسناده صحيح

৩৯০. কাছীর ইবনু মুররাহ বলেন: জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট মিথ্যা কথা বলো না, তাহলে তারা তোমাকে অবজ্ঞা/ঘৃণা করবে। আর মুর্খদের নিকট জ্ঞানের কথা বলো না, তাহলে তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। ইলমের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে ইলম থেকে বঞ্চিত করো না, তাহলে তুমি পাপী হবে। আর ইলমকে তার উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্যত্র দান করো না, তাহলে সে তোমাকে অজ্ঞ

বলবে। তোমার উপর তোমার ইলমের হক রয়েছে, যেভাবে তোমার উপর তোমার মাল-সম্পদের হক রয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ, আয যুহদ পৃ: ৩৮৬; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৮০৪; থতীব, আলজামি' লি আখলাকির রাবী নং ৭৯০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، أَنَّ أَبَا فَرْوَةَ، حَدَّثَهُ: أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَمْنَعِ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ، فَتَأْثَمَ، وَلَا تَنْشُرْهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، وَكُنْ طَبِيبًا رَفِيقًا، يَضَعُ دَوَاءَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُ إسناده ضعيف فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف وفي الإسناد إعضال

৩৯১. মুয়াবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবু ফুরুত তার নিকট বর্ণনা করেন যে, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম বলতেন: ইলমের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে ইলম থেকে বঞ্চিত করো না, তাহলে তুমি পাপী হবে। আর উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্যত্র ইলম প্রকাশ করো না, তাহলে তোমাকে অজ্ঞ বলা হবে। তুমি এমন নরম অন্তরের ডাক্তার হয়ে যাও, যিনি সেখানেই তার ঔষধ প্রয়োগ করেন, যেখানে তা উপকারী হবে বলে তিনি জানেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে লাইছের কাতিব (লেখক) আব্দুল্লাহ ইবনু সলিহ রয়েছে, তিনি যঈফ।...। তাখরীজ: তবে আব্দুল্লাহ ইবনু সলিহের মুতাবিয়াত বর্ণনা রয়েছে, যা ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৬৯৬ এ বর্ণনা করেছেন। আরও দেখুন, মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৮০৮; হিলইয়াতুল আউলিয়া ৭/২৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯২)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: «لَا تُطْعِمْ طَعَامَكَ مَنْ لَا يَشْتَهِيهِ إسناده صحيح

৩৯২. গায়লান মুতাররিফ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তুমি এমন ব্যক্তিকে তোমার খাদ্য দান করো না, যে তা কামনা-প্রত্যাশা করে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৮৪৩; খতীব, আল জামি'উল আখলাকুর রাবী নং ৭৩৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، سَمِعَ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ، يَقُولُ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: «يَا بُنَيَّ لَا تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، وتُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَتُرَائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، وَلَا تَتْرُكِ الْعِلْمَ زَهَادَةً فِيهِ، وَرَغْبَةً فِي الْجَهَالَةِ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، إِنْ تَكُ عَالِمًا، يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُ جَاهِلًا، عَلَّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ، فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ، إِنْ تَكُ عَالِمًا لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُ جَاهِلًا، زَادُوكَ غَيًّا - أَوْ عِيًّا - وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِسَخَطٍ فَيُصِيبَكَ بِهِ مَعَهُمْ إسناده صحيح إلى شهر بن حوشب ولكنه معضل

৩৯৩. দাউদ ইবনু সাবূর হতে বর্ণিত, তিনি শাহর ইবনু হাওশাবকে বলতে শুনেছেন, লুকমান হাকীম তাঁর পূত্র কে বলেছিলেন: হে আমার পূত্র! তুমি এ উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করবে না যে, তা দ্বারা আলিমদের সাথে প্রতিযোগিতা (গর্ব) করবে, কিংবা তা দ্বারা জাহিলদের (মুর্খদের) সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিংবা সমাবেশে লোকদেরকে তা প্রদর্শন করবে। আর ইলম থেকে উদাসীন হয়ে এবং মুর্খতার আশায় তুমি ইলমকে পরিত্যাগ করো না।

আর যখন তুমি লোকদেরকে আল্লাহর যিকির করতে[1] দেখ, তখন তাদের সাথে বসে যাও। ফলে তুমি যদি একজন আলিম হও, তবে তোমার ইলম তোমার উপকারে আসবে। আর যদি জাহিল হও, তবে তারা তোমাকে ইলম শিক্ষা দেবে। আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন; ফলে তাদের সাথে তুমিও সেই রহমত প্রাপ্ত হবে।

আর যখন লোকদেরকে দেখবে, তারা আল্লাহর যিকির করছে না, তখন তুমি তাদের সাথে বসবে না। কেননা, তুমি যদি একজন আলিম হও, তবে তোমার ইলম তখন তোমার কোনো উপকারে আসবে না। আর তুমি যদি একজন জাহিল (মুর্খ্য) হও, তাহলে তারা তোমার বিভ্রান্তি- কিংবা অজ্ঞতা আরও বৃদ্ধি করবে। এবং হতে পারে আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধ নাযিল করবেন এবং তাদের সাথে সেই ক্রোধ তোমার উপরও আপতিত হবে।[2]

[1] (এখানে মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বকৃত এ কিতাবে 'লা' বা না শব্দটি রয়েছে। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত এ হাদীসে এ শব্দটি নাই। আমাদের ধারণা শব্দটি ভুল করে দুইবার হয়ে গিয়েছে, যা পরের বাক্যেও রয়েছে। তাই আমরা শব্দটি বাদ দিয়ে অনুবাদ করেছি।- অনুবাদক) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** শাহর ইবনু

হাওশাব পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। কিন্তু এটি মু'দ্বাল। তাখরীজ: ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ৯৫২; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৬/৬২-৬৩; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৬৭৯, ইবনু মানসুর ইবনু উয়াইনাহ হতে এ সনদে বর্ণনা করেছেন। পূর্বের ৩৮৯ নং আছারটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯৪)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ اعْمَلُوا بِهِ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، وَتُخَالِفُ سَرِيرَتُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ، يَجْلِسُونَ حِلَقًا فَيُبَاهِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ عَلَى جَلِيسِهِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى غَيْرِهِ وَيَدَعَهُ، أُولَئِكَ لَا تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ، تِلْكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بشر بن سلم منكر الحديث وثوير بن أبي فاخته ضعيف ويحيى بن جعدة ما عرفنا له رواية عن علي فيما نعلم

৩৯৪. ইয়াহইয়া ইবনু জা'দাহ আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: হে ইলমের ধারক (আলিম)গণ! তোমরা তোমাদের ইলম অনুযায়ী আমল কর; কেননা, আলিম তো হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার জ্ঞান অনুসারে আমল করেন এবং তার আমল তার ইলমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা ইলমের ধারক (আলিম) হবে কিন্তু তাদের ইলম তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের আমল হবে তাদের ইলমের বিপরীত। তাদের গোপন বিষয়সমূহ হবে প্রকাশ্য বিষয়সমূহের বিপরীত। তারা গোলাকৃতি হয়ে (হালাকায়) বসে একে অপরের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে। এমনকি কোনো ব্যক্তি তার নিকট না বসে অন্যের নিকট বসলে সে এতে রাগান্বিত হবে এবং সে তাকে পরিত্যাগ করবে। আর এরা হলো ঐ সকল লোক যাদের সেই সকল মজলিসে কৃত আমলসমূহ আল্লাহ তা'আলা'-র নিকট উঠবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** বাশার ইবনু সালম মুনকারুল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত)। ছাবীর ইবনু আবী ফাখতাহ যঈফ। আমরা যতটা জানতে পেরেছি, ইয়াহইয়া ইবনু জা'দাহ কর্তৃক আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে কোনো বর্ণনা আমরা জানতে পারিনি। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। তাখরীজ: খতীব, ইক্বতিদাউল ইলমুল আমল নং ৯; আল জামি' নং ৩২১; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১২৩৬ এর টীকায় সংযোজন করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯৫)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ عِلْمًا أَنْ يَخْشَى اللَّهَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا، أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ إسناده صحيح

৩৯৫. মুসলিম মাসরুক হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: কোনো লোকের আলিম হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে আল্লাহকে ভয় করে। আবার কোনো লোকের জাহিল হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার ইলমের জন্য বিস্মিত/আনন্দিত হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৩২২ নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯৬)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُجَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ أَدْنَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عِلْمًا أَخَذَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ بِعِلْمِهِ، لَرَشَدَتْ تِلْكَ الْأُمَّةُ إسناده حسن

৩৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের মুয়াবিয়া ইবনু ক্বুররাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: পূর্ববর্তী জাতীসমূহের কোন জাতি এ উম্মতের কোন সাধারণ ইলমধারী ব্যক্তিকে তার ইলমের কারণে আঁকড়ে ধরে, তবে নিশ্চয়ই সেই জাতি সঠিক পথ (হেদায়েত) লাভ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমি এ বিষয়টি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯৭)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُصِيبُ الْبَابَ مِنَ الْعِلْمِ فَيَعْمَلُ بِهِ، فَيَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، لَوْ كَانَتْ لَهُ، فَجَعَلَهَا فِي الْآخِرَةِ ثلاثة أحاديث بإسناد واحد وهو إسناد صحيح

৩৯৭. হিশাম হাসান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যদি কোনো লোক জ্ঞানের কোনো একটি অধ্যায় শিক্ষা করে এবং সে অনুযায়ী সে আমল করে, তবে তা তার জন্য দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে- তা থেকে উত্তম হবে। যদি তা (দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে) সে লাভ করতো, তবে তাও সে আখিরাতে (-এর কাজে) নিযুক্ত করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি ও পরের দু'টি- মোট তিনটি হাদীসের সনদ একই। আর তা সহীহ। তাখরীজ: ইবনুল মুবারক, আয যুহদ নং ৭৯; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ২৭৩, ৩১৫; ইবনু আবী শাইবা, ১৩/৫০১ নং ১৭০৫০;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯৮)

قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ،: " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يُرَى ذَلِكَ فِي بَصَرِهِ، وَتَخَشُّعِهِ، وَلِسَانِهِ، وَيَدِهِ، وَصَلَاتِهِ، وَزُهْدِهِ

৩৯৮. তিনি বলেন, হাসান আরও বলেছেন: কোনো লোক যখন জ্ঞান অর্জন করে, তখন তার দৃষ্টিতে, তার খুশু'তে, তার জিহবাতে, তার হাতে, তার সালাতে এবং তার ধার্মিকতায় তা পরিলক্ষিত হোক- এর অপক্ষায় সে থাকে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আগের হাদীসটির মতই একই সহীহ সনদবিশিষ্ট । তাখরীজ: আগের হাদীসের মতই। তার সাথে আহমদ, আয যুহদ পৃ: ২৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৯৯)

قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ،: انْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَإِنَّمَا هُوَ دِينُكُمْ ثلاثة أحاديث بإسناد واحد وهو إسناد صحيح

৩৯৯. তিনি বলেন, আর মুহাম্মদ (ইবনু সীরীন) বলেন: তোমরা ভাল করে লক্ষ্য করো, কার নিকট হতে তোমরা এ হাদীস গ্রহণ করছো। কেননা, তা-ই তোমাদের দীন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীস তিনটি একই সহীহ সনদবিশিষ্ট। তাখরীজ: সামনে ৪৪৩ এ এ সনদে এবং ৪৩৮ নং এ অপর একটি সনদে আসছে। তা ইবনু সীরীনের কথা হিসেবে সহীহ।

তাখরীজ: সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা, সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত।; খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাককিহ ২/৯৬। আর এটি মারফু' হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে, তবে তা সহীহ নয়। সহীহ তাই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০০)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: مَا ازْدَادَ عَبْدٌ عِلْمًا، فَازْدَادَ فِي الدُّنْيَا رَغْبَةً، إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا إسناده صحيح

৪০০. বাশার ইবনুল হাকাম বলেন, আমি সুফইয়ানকে বলতে শুনেছি: যখন কোনো বান্দা ইলম বৃদ্ধি করে আবার (এর দ্বারা) সে দুনিয়ার প্রতি আকাংখাও বৃদ্ধি করে, তখন অবশ্যই আল্লাহ হতে তার দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এখানে ব্যতীত অন্যত্র আমি এটি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ، قَالَ: «مَا ازْدَادَ عَبْدٌ بِاللَّهِ عِلْمًا، إِلَّا ازْدَادَ النَّاسُ مِنْهُ قُرْبًا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إسناده صحيح

৪০১. আওযাঈ হাসসান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন বান্দার আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তখন আল্লাহর রহমতে লোকেরা ঐ ব্যক্তির নৈকট্য অর্জনে দ্রুত অগ্রসর হয়।[1]

---

[2]وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: " مَا ازْدَادَ عَبْدٌ عِلْمًا: إِلَّا ازْدَادَ قَصْدًا، وَلَا قَلَّدَ اللَّهُ عَبْدًا قِلَادَةً خَيْرًا مِنْ سَكِينَةٍ

অপর হাদীসে তিনি বলেন: (আল্লাহর) কোনো বান্দা যখন তার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে নেয়, তখন সে (এর দ্বারা) তার হেদায়েতকেও সুসংহত করে নেয়। আর আল্লাহ কোনো বান্দাকে প্রশান্তি বা স্থিরতার চেয়ে উত্তম কোনো সম্পদে ভূষিত করেননি।[3]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৬/৭৪; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১৫০৮। [2] (মুহাক্কিক এটি এবং পরের হাদীসটি- এ দু'টি হাদীসেরই নম্বর দিয়েছেন ৪০২ করে। আমরা এটির নম্বর দেয়া হতে বিরত রইলাম এবং পরেরটিকেই ৪০২ নং হিসেবে ঠিক রাখলাম- অনুবাদক) [3] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদও পূর্বের

হাদীসটির মতো সহীহ। এখানে ব্যতীত আমি এটি অন্যত্র পাইনি। পূর্বের টীকা এবং ইবনুল মুবারক, আয যুহদ ১৭৮; হিলইয়া, ৫/১২৩ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০২)

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ، يُحَدِّثُ: عَنْ عَمِيرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِهِ: " اذْهَبْ فَاطْلُبِ الْعِلْمَ، فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهُ مَا غَابَ، ثُمَّ جَاءَ، فَحَدَّثَهُ بِأَحَادِيثَ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: يَا بُنَيَّ اذْهَبْ فَاطْلُبِ الْعِلْمَ، فَغَابَ عَنْهُ أَيْضًا زَمَانًا. ثُمَّ جَاءَ بِقَرَاطِيسَ فِيهَا من كُتُبٌ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: هَذَا سَوَادٌ فِي بَيَاضٍ، فَاذْهَبْ فاطْلبِ الْعِلْمَ، فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهُ مَا غَابَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لِأَبِيهِ: سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ مَرَرْتَ بِرَجُلٍ يَمْدَحُكَ، وَمَرَرْتَ بِآخَرَ يَعِيبُكَ؟ قَالَ: إِذًا لَمُ أَلُمِ الَّذِي يَعِيبُنِي، وَلَمُ أَحْمَدِ الَّذِي يَمْدَحُنِي. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِصَفِيحَةٍ؟ " قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ: لَا أَدْرِي أَمِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ. فَقَالَ: " إِذًا لَمُ أُهَيِّجْهَا وَلَمُ أَقْرَبْهَا. فقالَ: اذْهَبْ فَقَدْ عَلِمْتَ إسناده صحيح

৪০২. আব্দুর রহমান্ ইবনু শুরাইহ, আমীরাহকে বলতে শুনেছেন: একটি লোক তার এক পুত্রকে বলছে: যাও, ইলম অন্বেষণ কর। অতঃপর সে বের হয়ে পড়ল, আর কিছুদিন সে তার থেকে অনুপস্থিত থাকল। অতঃপর (একদিন) সে তার পিতার নিকট এসে তাকে কিছু কথা শুনাল। তখন তার পিতা তাকে বলল: হে পুত্র! যাও এবং জ্ঞান অন্বেষণ কর। এরপর সে এক যুগ ধরে তার নিকট থেকে অনুপস্থিত থাকল। তারপর একদিন সে কিতাবের কিছু পৃষ্ঠা নিয়ে তার পিতার নিকট হাজির হল এবং সেগুলো তাকে পড়ে শুনালো। তখন সে তাকে বলল: এতো শূন্য সাদা পাতার উপর কিছু কালো রঙের দাগমাত্র। তুমি আবার যাও এবং জ্ঞান অন্বেষণ কর। তখন সে আবার বেরিয়ে পড়লো এবং তার নিকট হতে বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত থাকল। তারপর সে ফিরে এসে তার পিতাকে বলল: আপনার যা মনে চায় আমাকে প্রশ্ন করুন। তখন তার পিতা তাকে বলল: (ধরো) তুমি এমন একটি লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে যে তোমার প্রশংসা করল। আবার (অন্য সময়) তুমি অপর এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করলে যে তোমার নিন্দা করল। এমতাবস্থায় (তোমার এদের সাথে কী আচরণ করা উচিত বলে) তুমি মনে কর? সে বলল: যে আমার নিন্দা করল, আমি তাকে দোষারোপ করবো না । আবার, যে আমার প্রশংসা করল আমি তারও প্রশংসা করব না। আবার সে বলল: (আবার) যদি তুমি কোনো (রাস্তায় পড়ে থাকা) পাতের পাশ দিয়ে গমন কর, তখন (তুমি কী করবে বলে) তুমি মনে কর? (বর্ণনাকারী আবু শুরাইহ বলেন: সেটি সোনার পাত নাকি রূপার পাত- তা আমি

জানিনা।) তখন জবাবে সে বলল: সেটি আমাকে আকৃষ্ট করে না, ফলে আমি তার নিকটেও যাবো না। তখন সে (পিতা) তাকে বলল: যাও, এখন তুমি (প্রকৃতই) জ্ঞান অর্জন করেছো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এখানে ছাড়া এটি আমি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০৩)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنبَأَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ السَّكَنِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يَقُولُ: يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِالْحِكْمَةِ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي الْحِكْمَةِ كُلَّهُ: وَتُشَرِّفُ الصَّغِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْعَبْدَ عَلَى الْحُرِّ، وَتُزِيدُ السَّيِّدَ سُؤْدُدًا، وَتُجْلِسُ الْفَقِيرَ مَجَالِسَ الْمُلُوكِ إسناده ضعيف بقية مدلس تدليس تسوية ولم يصرح بالتحديث إلى نهاية الإسناد

৪০৩. সাকান ইবনু উমাইর বলেন, আমি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি: হে পুত্র! তোমার উপর অপরিহার্য হলো ‘হিকমাহ’ অবলম্বন করা। আর হিকমাতের মধ্যেই রয়েছে পরিপূর্ণ কল্যাণ। (আর হিকমাহ হলো এই যে): তুমি বড়দের উপরে ছোটদেরকে এবং স্বাধীন লোকদের উপর দাসদেরকে মর্যাদা দান করবে। আর তুমি মর্যাদাবান ব্যক্তির মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেবে এবং রাজার আসনে ফকীরকে বসাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: দেখুন, ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ৬২৫-৬২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَقِيَّةُ، سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «وَمَا نَحْنُ لَوْلَا كَلِمَاتُ الْعُلَمَاءِ؟ إسناده ضعيف بسبب الانقطاع فإن عتبة لم يدرك أبا الدرداء

৪০৪. উতবাহ ইবনু আবী হাকীম, আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাণী বা উক্তি না থাকলে আমাদের যে কী হতো![1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ‘ইনকিত্বা’র কারণে এর সনদ যঈফ। কেননা, উতবাহ আবু দারদা’র সাক্ষাৎ পাননি। (তবে খতীবের সনদ সহীহ। তাখরীজ দেখুন-অনুবাদক) তাখরীজ: খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ১৪১ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০৫)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ إسناده صحيح

৪০৫. আবু ক্বিলাবাহ বলেন: তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের নিকট বসবে না এবং তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না। কেননা, আমি এ ব্যাপারে আশংকামুক্ত নই যে, তারা তোমাদেরকে তাদের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করবে না। কিংবা তোমাদের চেনা-জানা বিষয়গুলিকেও তারা তোমাদের নিকট সন্দেহপূর্ণ করে তুলবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৩৬৩,৩৬৪,৬১০; ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৭/১/১৩৪; লালিকাঈ, শারহু উসুলুল ই’তিকাদ নং ২৪৩, ২৪৪; ইবনু ওয়াদা’, আল বিদআ’ নং ১৩২; আজুরী, আশ শরীয়া’হ পৃ: ৬৭; বাইহাকী, ইতিকাদ ও হিদয়াহ, পৃ: ১৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০৬)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، جَلَسْتُ إِلَى طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ فَقَالَ لِي: أَلَمْ أَرَكَ جَلَسْتَ إِلَى طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ؟ لَا تُجَالِسَنَّهُ إسناده صحيح

৪০৬. আইয়্যুব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাঈদ ইবনু যুবাইর আমাকে তাল্ক ইবন হাবীবের নিকট বসতে দেখলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে তাল্ক ইবনু হাবীবের নিকট বসতে দেখিনি? তুমি কখনোই তার নিকট বসো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু ওয়াদাহ', আল বিদ'আ' নং ১৪৫; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৪১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنبَأَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ، فَلَا تَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ إسناده صحيح

৪০৭. নাফি' ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বললো, অমুক আপনার প্রতি সালাম জানিয়েছেন। তখন তিনি বলেন: আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, সে নতুন বিষয় (বিদ'আত/মুহদাছ) উদ্ভাবন করেছে। ফলে যদি সে বিদ'আত সৃষ্টি করে, তবে তুমি তাকে আমার সালাম জানাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এখানে ব্যতীত এটি আমি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০৮)

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى غِيبَةً لِلْمُبْتَدِعِ رجاله ثقات وهذا إسناده صحيح

৪০৮. আমা'শ বর্ণনা করেন, ইবরাহীম (আন্ নাখঈ) বিদ'আত সৃষ্টিকারীর গীবত (দোষ বর্ণনা) করাকে গীবত বলে মনে করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু, আ'মাশ হতে আব্দুর রহমানের বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা (কালাম) রয়েছে। (তবে অপর একটি সহীহ সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাখরীজ দ্রষ্টব্য-অনুবাদক) তাখরীজ: লালিকাঈ, শারহু উসূলুল ই'তিকাদ নং ২২৯; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/৩২০ সহীহ সনদে; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী ৪১৬ নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪০৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْهَوَى لِأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِهِ إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد

৪০৯. ইবনু শাবরামাহ শা’বী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ‘প্রবৃত্তি (কামনা-বাসনা) কে প্রবৃত্তি নামে নামকরণ করা হয়েছে এজন যে, এর অনুসারী (প্রবৃত্তির অনুসারী) একে কামনা করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; কেননা, মুহাম্মদ ইবনু হুমাইদ যঈফ। তাখরীজ: লালিকাঈ, শারহু উসুলুল ই’তিকাদ নং ২২৯; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/৩২০ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১০)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ قَالَ: كَانَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالْمِرَاءَ، فَإِنَّهَا سَاعَةُ جَهْلِ الْعَالِمِ، وَبِهَا يَبْتَغِي الشَّيْطَانُ زَلَّتَهُ إسناده صحيح

৪১০. মুহাম্মদ ইবনু ওয়াসি বলেন: মুসলিম ইবনু ইয়াসার বলতেন: তোমরা অবশ্যই ঝগড়া-বিতর্ক থেকে সাবধান থাকবে। কেননা, তা হলো একজন আলিমের অজ্ঞতার মুহূর্ত এবং এ মুহূর্তে শয়তান এর দ্বারা তার পদস্খলন বা বিভ্রান্তি সুযোগ খোঁজে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আজুরী, আশ শরীয়াহ, পৃ: ৬১; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ২/২৯৪; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৫৪৭, ৫৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ فَقَالَا: يَا أَبَا بَكْرٍ نُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ؟ قَالَ: «لَا». قَالَا: فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، لِتَقُومَانِ عَنِّي أَوْ لَأَقُومَنَّ». قَالَ: فَخَرَجَا، فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ. يَا أَبَا بَكْرٍ، وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ يَقْرَآ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْرَآ عَلَيَّ آيَةً فَيُحَرِّفَانِهَا، فَيَقِرَّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي إسناده صحيح

৪১১. আসমা বিন উবাইদ বলেন: ইবনু সীরীন এর নিকট প্রবৃত্তির অনুসারীদের মধ্যকার দু'জন লোক প্রবেশ করে ইবনু সীরীনকে বলল: হে আবু বাকর! আমরা কি আপনাকে একটি হাদীস শোনাবো? তিনি বললেন: না। তখন তারা দু'জন বলল: তাহলে আমরা আপনাকে আল্লাহর কিতাব কুরআন থেকে একটি আয়াত পাঠ করে শোনাই? তিনি আবারও বললেন: না। হয় তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও, তা নাহলে আমি উঠব।
তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: তখন তারা দু'জন বের হয়ে গেলো। এরপর লোকদের কেউ তাকে বললো: হে আবু বাকর! আপনার কী হলো যে, তারা আপনার নিকট আল্লাহ তা'আলার কিতাবের একটি আয়াত পাঠ করতে চাইলো, (তবুও আপনি তা শুনতে অস্বীকার করলেন)? তিনি বললেন: আমি আশংকা করলাম যে, তারা আমার নিকট একটি আয়াত তিলাওয়াত করবে অতঃপর তার বিকৃত (মনগড়া) ব্যাখ্যা করবে, আর তা আমার অন্তরে স্থায়ীভাবে বসে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৩৯৮; লালকাঈ, শারহু উসুলুল ই'তিকাদ নং ২৪২; আজুরী, আশ শরীয়া'হ পৃ: ৬২। আবার ইবনু ওযাদাহ, আল বিদ'আ নং ১৫০ অপর একটি যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১২)

أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، قَالَ: لِأَيُّوبَ، يَا أَبَا بَكْرٍ، أَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ؟ قَالَ: «فَوَلَّى، وَهُوَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ وَلَا نِصْفَ كَلِمَةٍ» وَأَشَارَ لَنَا سَعِيدٌ بِخِنْصِرِهِ الْيُمْنَى إسناده صحيح

৪১২. সালাম ইবনু আবী মুতী' হতে বর্ণিত, প্রবৃত্তির অনুসারীদের এক ব্যক্তি আইয়্যুব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো: হে আবু বাকর! আমি কি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? বর্ণনাকারী বলেন: তখন তিনি উঠে চলে যেতে লাগলেন এবং তিনি তার আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন: আধখানা কথাও নয়।' এবং (পরবর্তী রাবী) সাঈদ আমাদের দিকে তার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৪০২; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/৯; লালকাঈ, শারহু উসুলুল ইতিকাদ নং ২৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১৩)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ أَزِيشَانُ إسناده صحيح

৪১৩. কুলছুম ইবনু জাবর হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহঃ)-কে কোনো একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তার জবাব দিলেন না। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: এরা তাদের (প্রবৃত্তির অনুসারীদের[1]) অন্তর্ভুক্ত।[2]

[1] এখানে মুল শব্দটি ‘আযাইয়ান’ যা একটি ফার্সী শব্দ যার অর্থ: ‘তাদের অন্তর্ভুক্ত’, মানে প্রবৃত্তির অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত- মুহাক্কিক্ব। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১৪)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْخُصُومَاتِ، فَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ إسناده ضعيف لضعف الليث هو: ابن أبي سليم

৪১৪. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনু আলী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমরা ঝগড়া-বিতর্ককারী লোকদের নিকট বসো না। কেননা, তারা হলো এমন লোক যারা আল্লাহর আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক কথা বলে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা লাইছ যঈফ রাবী। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল্ ইবানাহ নং ৫৪৩, অপর সনদে ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৫৩, ৪০৫, ৮০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১৫)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُمَا قَالَا: لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ، وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، وَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُمْ إسناده صحيح

৪১৫. হিশাম হাসান ও ইবনু সীরীন হতে বর্ণনা করেন: তারা উভয়ে বলতেন: তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের নিকট বসবে না এবং তাদের সাথে ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হবে না এবং তাদের নিকট থেকে কিছু শুনবেও না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৩৯৫, ৪৫৮; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১৮০৩; লালিকাঈ, শারহু উছুলুল ই’তিকাদ নং ২৪০ ইবনু সীরীন ছাড়াই।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১৬)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أُمَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا سُمُّوا أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ، لِأَنَّهُمْ يَهْوُونَ فِي النَّارِ إسناده حسن من أجل شريك

৪১৬. উমাইয়ী বর্ণনা করেন, শা’বী বলেন: প্রবৃত্তির (পছন্দ-ভাললাগা’র) অনুসারীদেরকে এ নামে নামকরণ করার কারণ তারা জাহান্নামে পতিত হতে পছন্দ করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, শারীক এর কারণে। তাখরীজ: লালকাঈ, শারহু উসুলুল ইতিকাদ নং ২২৯ সহীহ সনদে; পূর্ণ তাখরীজের জন্য ৪০৯ নং দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১৭)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، الشَّرِيفُ، وَالْوَضِيعُ، عِنْدَهُ سَوَاءٌ، غَيْرَ طَاوُسٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ عَلَيْهِ

৪১৭. সুফিয়ান ইবনু মায়সারাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি তাউসকে ব্যতীত আর কোনো লোককে দেখিনি, যার নিকট ইতর-ভদ্র সকলেই সমান। আর এর (কথার) উপর তিনি কসম করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/১৬ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১৮)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَكْرَهُ كِتَابَةَ الْعِلْمِ، حَتَّى أَكْرَهَنَا عَلَيْهِ السُّلْطَانُ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَمْنَعَهُ أَحَدًا إسناده صحيح

৪১৮. সুফিয়ান বর্ণনা করেন, যুহরী বলেন: "আমরা ইলম লিখে রাখাকে অপছন্দ করতাম, কিন্তু যখন সুলতান আমাদেরকে তা করতে বাধ্য করল, তখন থেকে আমরা কাউকে তা (ইলম লিখে রাখা) থেকে নিষেধ করাকেই বরং অপছন্দ করতে লাগলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ১০৯৬; আব্দুর রাযযাক ১১/২৫৮ নং ২০৪৮৬; খতীব, তাকয়ীদুল ইলম পৃ: ১০৭; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৭/৩৮৮-৩৮৯; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৪৩৯, ৪৪৩; আরও দেখুন, ফাসাওয়ী, আল মারিফাহ ১/৬৩৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪১৯)

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَلَّمُوا مُحَمَّدًا، فِي رَجُلٍ - يَعْنِي: يُحَدِّثُهُ - فَقَالَ: لَوْ كَانَ رَجُلًا مِنَ الزِّنْجِ، لَكَانَ عِنْدِي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا سَوَاءً إسناده صحيح

৪১৯. ইবনু আউন বলেন: তারা মুহাম্মদ (ইবনু সীরীন)-এর নিকট কোনো এক ব্যক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করলেন তথা সে তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছিল। তখন তিনি বললেন: যদি সে কোনো কালো মানুষ (নিগ্রো)ও হতো, তবুও সে এবং মুহাম্মদের (তথা নিজের) ছেলে আব্দুল্লাহ এ (হাদীস বর্ণনার) বিষয়ে আমার নিকট সমান হতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি- অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَأَلَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ طَاوُوسًا، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ذَلِكَ أَهْوَنُ لَهُ عَلَيَّ إسناده صحيح

৪২০. সালত ইবনু রাশিদ থেকে বর্ণিত, সালম্ ইবনু কুতাইবা একদা তাউসকে কোনো একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তিনি তার জবাব দিলেন না। তখন তাকে বলা হলো, ইনি সালম্ ইবনু কুতাইবা। তখন তিনি বললেন: তার ক্ষেত্রে এ কাজ করা আমার জন্য অধিকতর সহজ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আমি এ ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২১)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: مَا خِفْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، مَخَافَتِي خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ إسناده صحيح

৪২১. হাবীব ইবনু সালিহ বলেন: খালিদ ইবনু মা'দানকে আমি যত বেশি ভয় পাই, আর কোনও লোককে আমি এতো বেশি ভয় পাই না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি- অনুবাদক ।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كُنَّا نَهَابُ إِبْرَاهِيمَ هَيْبَةَ الْأَمِيرِ إسناده صحيح

৪২২. মুগীরাহ বলেন: আমরা ইবরাহীমকে ঠিক তেমনই শ্রদ্ধা/ভয় করতাম, যেমন আমীর (শাসক) কে শ্রদ্ধা/ভয় করতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মারিফাহ ২/৬০৪; খতীব, আলজামি' নং ২৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২৩)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، يَوْمًا بِحَدِيثٍ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَاسْتَعَدْتُهُ، فَقَالَ: مَا كُلَّ سَاعَةٍ أَحْلُبُ فَأُشْرَبُ إسناده صحيح

৪২৩. আইয়ুব বলেন: একদিন সাঈদ ইবনু জুবাইর একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর (অন্য সময়) আমি তার নিকট গিয়ে সেটি আবার বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম [1]। তিনি তখন বললেন: 'আমি সর্বদা কেবল দুগ্ধ দোহন করার সময়ই পান করি' (সময়মত হাদীস বর্ণনা করি, যখন তখন নয়)।[2]

[1] ফাতহুল মান্নানে এরূপই অর্থ করা হয়েছে -অনুবাদক। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/১০৫ নং ৬৬৮৮; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭৮০; খতীব, আলজামি' নং ৯৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، وَيَحْيَى بْنُ ضُرَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَرِهَ الْحَدِيثَ فِي الطَّرِيقِ في إسناده علتان: ضعف محمد بن حميد وسماع عمرو بن أبي قيس متأخر من عطاء

৪২৪. আতা বলেন: আবু আব্দুর রহমান (আস সুলামী) রাস্তার উপর হাদীস বর্ণনা করা অপছন্দ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান। মুহাম্মদ ইবনু হামীদ যঈফ এবং আতা হতে আমর বিন আবী কায়েস কিছু শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে রয়েছেন। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ৩৯৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ضُرَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، " فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا - أَوْ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ - فَغَضِبَ وَمَنَعَنَا حَدِيثَهُ حَتَّى قَامَ إسناده جيد

৪২৫. হাবীব ইবনু আবী ছাবিত বলেন: আমরা সাঈদ ইবনু জুবাইর এর নিকট ছিলাম তখন তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। অত:পর কোনো এক ব্যক্তি তাকে বলল, কে এ হাদীস আপনাকে বর্ণনা করেছে?- কিংবা, আপনি এ হাদীস কার নিকট শুনেছেন? তখন তিনি রাগান্বিত হলেন এবং আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করা হতে বিরত রইলেন, এমনকি তিনি উঠে পড়লেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়েদ (উত্তম)। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি- অনুবাদক ।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: لَوْ رَفَقْتُ بِابْنِ عَبَّاسٍ، لَأَصَبْتُ مِنْهُ عِلْمًا كَثِيرًا إسناده صحيح

৪২৬. যুহরী হতে বর্ণিত, আবু সালামাহ বলেন: আমি যদি ইবনু আব্বাসের সাহচার্য লাভ করতে পারতাম তবে আমি তাঁর থেকে অনেক ইলম অর্জন করতে পারতাম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মারিফাহ ১/৫৫৯; খতীব, আল জামি’ নং ৩৮৫; দেখুন জামি’ বায়ানিল ইলম ১/১৫৬ ও পরবর্তী ৫৮৭ নং হাদীস।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২৭)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنبَأَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتِ خَالِدٍ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْرَمَ لِلْعِلْمِ مِنْ أَبِي إسناده ضعيف بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن

৪২৭. উম্মু আব্দুল্লাহ বিনতে খালিদ বলেন: আমি আমার পিতার চেয়ে ইলমকে অধিক সম্মান করতে আর কাউকে দেখিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। বাকীয়াহ বিন ওয়ালিদ মুদাল্লিস সে 'আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। (তবে অন্য একটি সহীহ সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাখরীজ দেখুন।-অনুবাদক) তাখরীজ: আহমদ, আল জামি' ফিল ইলাল ১/৩১৭ নং ২৪০৯; বুখারী, আল কাবীর ৩/১৭৬; এর সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا: قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا، فَخُذْ عَنْهُ إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى الأموي

৪২৮. আওযাঈ সুলাইমান্ বিন মুসা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি তাউসকে বললাম: অমুক ব্যক্তি আমাকে এমন এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: সে যদি তোমার দীর্ঘদিনের সাথী হয়, তবে তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করতে পারো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান সুলাইমান বিন মুসার কারণে। তাখরীজ: উকাইলী, আদ দুয়াফা ১/১২; আবী যুর'আহ, তারীখ নং ৬০১; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৪২৬; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ১৩২ যঈফ সনদে।... সামনে অপর একটি হাদীস আসছে ৪৩৯ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪২৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا الثِّقَاتُ إسناده صحيح

৪২৯. মিস'আর বলেন, সাঈদ ইবনু ইবরাহীম বলেন: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কেউ যেন হাদীস বর্ণনা না করে।[1]

[1]এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, কিফায়াহ পৃ: ৩২; আবু যুর'আহ, তারীখ নং ১৪৮৩; মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ ১/১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «كَانُوا لَا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، ثُمَّ سَأَلُوا بَعْدُ لِيَعْرِفُوا مَنْ كَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ أَخَذُوا عَنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ سُنَّةٍ، لَمْ يَأْخُذُوا عَنْهُ» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَا أَظُنُّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَاصِمٍ إسناده ضعيف من أجل محمد بن حميد. وفيه شبهة انقطاع بين جرير وبين عاصم

৪৩০. ইবনু সীরীন বলেন: তারা (হাদীসের) সনদ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন না। তারপর থেকে তারা (বর্ণনাকারীর) পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। যদি বর্ণনাকারী আহলুস সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে তার থেকে তারা হাদীস গ্রহণ করতেন। আর যে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত না হতো, তার থেকে তারা হাদীস গ্রহণ করতেন না।
আবু মুহাম্মদ (দারেমী) বলেন: আমার ধারণা তিনি (পরবর্তী বর্ণনাকারী জারীর) আসিম থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কারণ, মুহাম্মদ্ ইবনু হুমাইদ যঈফ। আর জারীর ও আসেমের মাঝে 'ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা'র সম্ভাবনা রয়েছে। (তবে তাখরীজে মুহাক্কিক্বের আলোচনা থেকে বুঝা যায়, খতীব ও আবূ নুয়াইমের সনদটি হাসান পর্যায়ের। আল্লাহু আ'লামু।- অনুবাদক)
তাখরীজ: খতীব, কিফায়াহ পৃ: ১২২ দুটি সনদে; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ২/২৭৮ যার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، «مَا حَدَّثْتَنِي، فَلَا تُحَدِّثْنِي عَنْ رَجُلَيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَا يُبَالِيَانِ، عَمَّنْ أَخَذَا حَدِيثَهُمَا» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ: لَا أَظُنُّهُ سَمِعَهُ إسناده ضعيف

৪৩১. মুহাম্মদ ইবনু সীরীন বলেন: তুমি যখন আমার নিকট হাদীস করবে, (জনৈক) দু'ব্যক্তি থেকে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করো না, কারণ তারা তাদের হাদীসসমূহ কার নিকট থেকে গ্রহণ করছে সেই ব্যাপারে তারা কোনো পরোয়া করে না।
আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন: আমার ধারণা, তিনি তার নিকট হাদীস শ্রবণ করেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। পূর্বের টীকা দেখুন। তাখরীজ: মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেন নি-অনুবাদক।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ، إِذَا حَدَّثْتَنِي، فَحَدِّثْنِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَمَا خَرَمَ مِنْهُا حَرْفًا

إسناده ضعيف من أجل محمد بن حميد

৪৩২. আম্মারাহ ইবনু কা'কা' থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম বলেন: তুমি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করলে আবু যুর'আহ' থেকে হাদীস বর্ণনা করবে। কেননা, তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। তারপর আমি একবছর পর আবার সেটি তাকে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি (পূর্বে যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন) তা থেকে একটি হরফও কম করেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা মুহাম্মদ ইবনু হুমাইদ যঈফ। তাখরীজ: তিরযিমী, আল ইলাল (তার জামি' গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত) ৫/৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩৩)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ، دِينٌ، فَلْيَنْظُرِ الرَّجُلُ، عَمَّنْ يَأْخُذُ دِينَهُ إسناده صحيح

৪৩৩. ইবনু আউন হতে বর্ণিত, মুহাম্মদ (ইবনু সীরীন) বলেন: এ ইলমই (হাদীসের সনদ সম্পর্কিত জ্ঞান) হলো দীন। সুতরাং কোনো লোক যেনো লক্ষ্য রাখে, সে কার নিকট হতে তার দীন গ্রহণ করছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর তাখরীজ করা হয়েছে ২৯৯ নং হাদীসে এবং সামনে আসছে ৪৩৮ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩৪)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا إِذَا أَتَوْا الرَّجُلَ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ، نَظَرُوا إِلَى صَلَاتِهِ، وَإِلَى سَمْتِهِ، وَإِلَى هَيْئَتِ إسناده صحيح فقد صرح هشيم بالتحديث في الطريق التالي

৪৩৪. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম বলেন: যখন তারা কোনো লোকের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহের জন্য আসতেন, তখন তারা তার সালাত, তার আচার-আচরণ বা বেশ-ভূষা এবং তার গঠনাকৃতি লক্ষ্য করতেন। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/২২৫; খতীব, আলজামি' নং ১৩৬; দেখুন পরবর্তী হাদীসের টীকা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩৫)

خُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَنبَأَنَا هُشَيْمٌ، أَنبَأَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا إِذَا أَتَوْا الرَّجُلَ يَأْخُذُونَ عَنْهُ الْعِلْمَ، نَظَرُوا إِلَى صَلَاتِهِ، وَإِلَى سَمْتِهِ، وَإِلَى هَيْئَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ عَنْهُ إسناده صحيح

৪৩৫. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম বলেন: যখন তারা কোনো লোকের নিকট হতে ইলম অর্জনের জন্য আসতেন, তখন তারা তার সালাত, তার আচার-আচরণ বা বেশ-ভূষা এবং তার গঠনাকৃতি লক্ষ্য করতেন। (তার এসবে সন্তুষ্ট হলে) তারপর তারা তার নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবী হাতিম, জারহু ওয়াত তা'দীল ২/১৬; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ১৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩৬)

أَخْبرنا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ إسناده صحيح إلى الحسن

৪৩৬. হিশাম হতে বর্ণিত, তিনি হাসান হতেও ইবরাহীমের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।[1]

[1] তাহক্বীক্ব; হাসান পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: " كُنَّا نَأْتِي الرَّجُلَ، لِنَأْخُذَ عَنْهُ، فَنَنْظُرُ إِذَا صَلَّى، فَإِنْ أَحْسَنَهَا، جَلَسْنَا إِلَيْهِ، وَقُلْنَا: هُوَ لِغَيْرِهَا أَحْسَنُ. وَإِنْ أَسَاءَهَا، قُمْنَا عَنْهُ، وَقُلْنَا: هُوَ لِغَيْرِهَا أَسْوأُ " قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: لَفْظُهُ نَحْوُ هَذَا إسناده حسن

৪৩৭. রবী’ হতে বর্ণিত, আবুল আ’লিয়া বলেন: আমরা যখন লোকের থেকে হাদীস গ্রহণের জন্য যেতাম, তখন সালাত আদায়ের সময় তার দিকে লক্ষ্য করতাম। সে তার সালাত সুন্দর করে আদায় করলে আমরা তার নিকট বসতাম এবং (মনে মনে) বলতাম: সে সালাত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো আরও অধিক উত্তম। আর সে সালাত আদায় সঠিকভাবে না করলে আমরা তার থেকে (হাদীস গ্রহণ না করে) উঠে যেতাম এবং বলতাম: সে সালাত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো আরও অধিক মন্দ। মা’মার (বর্ণনাকারী) বলেন: তার শব্দগুলো এরকমই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৪৩০; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ২/২২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَوْ لابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ أثر صحيح

৪৩৮. ইবনু আউন থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ (ইবনু সীরীন) বলেন: এ ইলমই হলো দীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করো কার নিকট হতে তোমরা তোমাদের দীন গ্রহণ করছো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি ৩৯৯, ৪৩৩ নং এ গত হয়েছে, পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৩৯)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُكَ، مَلِيًّا، فَخُذْ عَنْهُ إسناده حسن

৪৩৯. সুলাইমান ইবনু মূসা বলেন: আমি তাউসকে বললাম: অমুক ব্যক্তি আমাকে এমন এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: সে যদি তোমার দীর্ঘদিনের সাথী হয়, তবে তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করতে পারো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি ৪২৮ নং এ গত হয়েছে, পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৪০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ «أَعِدْ عَلَيَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ» قَالَ لَهُ بُشَيْرٌ: مَا أَدْرِي عَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ، وَأَنْكَرْتَ هَذَا، أَوْ عَرَفْتَ هَذَا، وَأَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ إسناده قوي

৪৪০. তাউস বলেন: বুশাইর ইবনু কা'ব, ইবনু আব্বাসের নিকট এসে হাদীস বর্ণনা করা শুরু করে দিল। তখন ইবনু আব্বাস বললেন: আমাকে প্রথম হাদীসটি আবার শোনাও। বুশাইর তাকে বলল: আমি বুঝতে পারছি না, আপনি আমার সকল হাদীস স্বীকৃতি দিলেন, শুধুমাত্র এটি প্রত্যাখ্যান করলেন; নাকি- এ হাদীসটি স্বীকৃত দিলেন, আর আমার বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদীস প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন ইবনু আব্বাস বললেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করতাম, যখন তাঁর উপর মিথ্যারোপ করা হতো না। এরপর লোকদের উপর জটিলতা ও হীনতা চেপে বসলো, ফলে আমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করা পরিত্যাগ করলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ ১/১২-১৩; আবু যুর'আহ, তারীখ নং ১৪৮৬; ইবনু আদী, আল কামিল ১/৬১-৬২; পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৪১)

خُبِرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ، وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى رَكِبْتُمُ الصَّعْبَةَ وَالذَّلُولَ إسناده صحيح

৪৪১. তাউস হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস সংরক্ষণ করতাম (মুখস্ত করতাম)। এমনকি তোমাদের উপর জটিলতা ও হীনতা চেপে বসার আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস সংরক্ষণ করা হতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ ১/৩১; ইবনু আদী, আল কামিল ১/৬২; পূর্বের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৪২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَظْهَرَ شَيَاطِينُ قَدْ أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُفَقِّهُونَ النَّاسَ فِي الدِّينِ إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وهو موقوف

৪৪২. তাউস হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: অচিরেই শয়তানের দলবল প্রকাশ পাবে, যাদেরকে সুলাইমান আলাইহিস সালাম বন্দী করে রেখেছিলেন। তারা লোকদেরকে দীনের জ্ঞান (অপর বর্ণনায়: কুরআন) শিক্ষা দেবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, রাবী লাইছ যঈফ। আর এটি মাওকুফ হাদীস। (তবে কিছুটা শব্দের পার্থক্যসহ হাদীসটি আমর ইবনুল আস রা: হতে অপর সনদে ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা নং ৬ এর পরে উল্লেখ করেছেন। সেখানে যঈফ রাবী লাইছ নেই।- যার

সনদ সহীহ। ওয়াল্লাহু আ'লামু।- অনুবাদক) তাখরীজ: মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ ৭; আব্দুর রাযযাক, আল মুছান্নাফ নং ২০৮০৭; এছাড়া ইবনু আদী, আল কামিল ১/৫৯; তাবারাণী, আল কাবীর; সুয়ূতী, লা'আলী আল মাসনু'আহ ১/২৫০; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাকিহ ২/১৫৩ এর সনদের মুহাম্মদ ইবনু খালিদকে ইবনু মাঈন মিথ্যা বলেন বলে অভিযুক্ত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৪৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: انْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّهُ دِينُكُمْ إسناده صحيح

৪৪৩. হিশাম হতে বর্ণিত, মুহাম্মদ (ইবনু সীরীন) বলেন: তোমরা লক্ষ্য করো, কার নিকট হতে তোমরা এ হাদীস গ্রহণ করছো। কেননা, এ (হাদীস)-ই হলো তোমাদের দীন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবী হাতিম, জারহু ওয়াত তা'দীল ১/১৫; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৪৪৫; আর এটি দেখুন ৩৯৯ নং এর টীকায়।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৪৪)

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لِيُتَّقَى، مِنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا يُتَّقَى مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ إسناده جيد

৪৪৪. মু'তামির তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ব্যাখ্যা করা হতে যেনো বিরত থাকা হয়, যেমনভাবে কুরআনের তাফসীর থেকে বিরত থাকা হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জায়্যেদ। তাখরীজ: এ স্থান ব্যতীত আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৪৫)

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَمَا تَخَافُونَ أَنْ تُعَذَّبُوا، أَوْ يُخْسَفَ بِكُمْ، أَنْ تَقُولُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ فُلَانٌ؟ إسناده صحيح

৪৪৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তোমরা যে একথা বলে বেড়াচ্ছো যে, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একথা) বলেছেন. আর অমুক একথা বলেছে’- তোমরা কি ভয় পাও না যে, তোমাদের এ কথার জন্য তোমাদেরকে আযাব দেয়া হবে, কিংবা তোমাদেরকে মাটিতে দাবিয়ে দেয়া হবে?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ৩৭৯, ৩৮০; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ান নং ২০৯৫, ২০৯৭, ২০৯৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৪৬)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا رَأْيَ لِأَحَدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا رَأْيُ الْأَئِمَّةِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ كِتَابٌ، وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا رَأْيَ لِأَحَدٍ فِي سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناده صحيح

৪৪৬. আওযাঈ বলেন: উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ লিখে পাঠালেন যে, আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে কারো কোনো মতামত (রায়) প্রদান চলবে না। আর আল্লাহর কিতাবে যে সকল বিষয় নাযিল হয়নি কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত যা অনুমোদন করেনি, সেই সকল বিষয়ে আইম্মা বা নেতৃস্থানীয় আলিমগণ মতামত প্রদান করবেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সুন্নাত প্রবর্তন করে গিয়েছেন, সেই সুন্নাতের ব্যাপারে কারো মতামত প্রদান করা চলবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ১০০; আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ: ৫৭; ইবনু আব্দুল বার, আল জামি’ নং ১৩০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৪৭)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ، خَطَبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ نَبِيًّا، وَلَمْ يُنْزِلْ بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا، فَمَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلَا وَإِنِّي لَسْتُ بِقَاضٍ، وَلَكِنِّي مُنَفِّذٌ، وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، وَلَكِنِّي مُتَّبِعٌ، وَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِنْكُمْ، غَيْرَ أَنِّي أَثْقَلُكُمْ حِمْلًا، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، أَلَا هَلْ أَسْمَعْتُ؟ إسناده جيد

৪৪৭. উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার বর্ণনা করেন: উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ খুতবা দিলেন এবং এতে বললেন: “হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তা’আলা তোমাদের নবীর পরে আর কোনো নবী পাঠাবেন না। আর তাঁর উপর যে কিতাব তিনি নাযিল করেছেন, এর পর আর কোনো কিতাবও তিনি নাযিল করবেন না। ফলে আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা হালাল করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল থাকবে। আর তিনি তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা হারাম করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। তোমরা জেনে রাখো! আমি হুকুমদাতা নই, আমি হলাম (আল্লাহর হুকুম) বাস্তবায়নকারী। আমি বিদ’আত রচনাকারী নই, আমি (কুরআন-সুন্নাহ’র) অনুসরণকারী। আর আমি তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিও নই, তবে তোমাদের মধ্যে আমার দায়িত্ব সবচেয়ে ভারী। আর জেনে রাখো! আল্লাহর অবাধ্যতামুলক বিষয়ে আল্লাহর কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা কারো জন্য বিধেয় নয়। আমি কি তোমাদেরকে শোনাতে সক্ষম হয়েছি?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জায়্যেদ। তাখরীজ: ইবনু সা’দ, তাবাকাত ৫/২৫০-২৫১; ফাসাওয়ী, আল মা’রিফাহ ১/৫৭৪-৫৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৪৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «اتْرُكْهُمَا» قَالَ: «إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ تُتَّخَذَ سُلَّمًا» قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ " فَإِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) [الأحزاب: 36] قَالَ: سُفْيَانُ تُتَّخَذَ سُلَّمًا، يَقُولُ: يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ إسناده جيد

৪৪৮. হিশাম ইবনু হুজাইর বলেন: তাউস আসরের পরে দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন। তখন ইবনু আব্বাস তাকে বললেন: তুমি তা পরিত্যাগ কর। আর একে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। ইবনু আব্বাস বলেন: আসরের সালাতের পরে যেকোন সালাত আদায় করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আমি জানিনা, এর (আসরের পরে সালাত আদায়ের) জন্য তোমাকে আযাব দেয়া হবে, নাকি এর সাওয়াব দেয়া হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল যখন কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেন, তখন কোনো মু'মিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সে ব্যাপারে নিজেদের কোনো এখতিয়ার থাকবে না (যে তারা তার ব্যতিক্রম করবে); যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হবে।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ৩৬)
সুফিয়ান বলেন: "অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা"- (এর অর্থ সম্পর্কে) তিনি বলতেন: আসরের পরে রাত পর্যন্ত সালাত আদায় করা। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জায়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: বাইহাকী, ২/৪৫৩; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ২৩৩৯; খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ৩৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৪৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ، فَسَكَتَ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ، مَا تَرَى بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، لَاتَّبَعَنِي إسناده ضعيف لضعف مجالد ولكن الحديث حسن

৪৪৯. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাওরাতের একটি নুসখা/কপি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন: ইয়া

রাসূলুল্লাহ! এটি তাওরাতের একটি নুসখা। তখন (একথা শুনে) তিনি চুপ করে থাকলেন। তখন উমার তা পাঠ করতে শুরু করলেন এবং এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন (তা দেখে) আবু বাকর রহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন, সন্তানহারা শোক তোমাকে আচ্ছন্ন করুক! তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার দিকে তাকাওনি? তখন উমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন: আমি আল্লাহর নিকট আল্লাহর গযব ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, সেই সত্তার কসম! যদি মূসাও প্রকাশিত হতেন আর তোমরা তাকে অনুসরণ করতে এবং আমাকে পরিত্যাগ করতে, তবে অবশ্যই তোমরা সরল-সোজা পথ হতে বিচ্যুত হতে। আর যদি তিনি জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়তী সময় পেতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; কেননা, মুজালিদ যঈফ। কিন্তু হাদীসটি হাসান এর শাহিদ থাকার কারণে। দেখুন, হাদীসসমূহ নং ৮১৫, ৮১৭,৮১৮, ৮১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫০)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ شَيْخٌ مِنْ آلِ عُمَرَ قَالَ: " رَأَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: أَيُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِخِلَافِ السُّنَّةِ إسناده جيد

৪৫০. আবু রাবাহ বলেন: সাঈদ ইবনুল মুসায়্যেব এক ব্যক্তিকে আসরের পরে দু'রাকাত সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তাকবীর দিতে দেখলেন। (তখন তিনি তাকে শাস্তির কথা শুনালেন)। ফলে লোকটি তাঁকে বললো: হে আবু মুহাম্মদ! আল্লাহ কি আমাকে সালাত আদায়ের জন্য শাস্তি দিবেন? তিনি বললেন: না। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে (তাঁর নবীর) সুন্নাতের বিরোধীতার জন্য শাস্তি দিবেন। (কারণ, সুন্নাত হল, আসরের পরে সালাত আদায় না করা)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়েদ। তাখরীজ: খতীব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাকিহ নং ৩৮৭ হাসান সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْعَجْلَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ، خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ لَهُ فَتًى قَدْ سَمَّاهُ وَهُوَ فِي حُلَّةٍ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَهَكَذَا كَانَ يَمْشِي ذَلِكَ الْفَتَى الَّذِي خُسِفَ بِهِ؟ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ، فَعَثَرَ عَثْرَةً كَادَ يَتَكَسَّرُ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لِلْمُنْخَرَيْنِ، وَلِلْفَمِ، (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) [الحجر: 95] إسناده ضعيف غير أن الحديث متفق عليه

৪৫১. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একদা এক ব্যক্তি দু'খানা চাদর পরে গর্ব ও অহংকারের সাথে পথ চলছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাকে জমিনে ধ্বসিয়ে দিলেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে মাটির নিচে ধ্বসে যেতে থাকবে।" তখন এক জোড়া পোশাক (চাদর) পরিহিত এক যুবক তাঁর নাম ধরে ডেকে বললো: হে আবু হুরাইরা! যাকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো, সে যুবক কি এভাবে পথ চলছিলো? - এ বলে সে হাত দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে দেখাতে লাগল। অমনি সে হোঁচট খেয়ে (উপুড় হয়ে) পড়ে গেলো এবং তার হাড়-গোড় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো। তখন আবু হুরাইরা রা: 'নাক ও মুখ অধপতিত হোক'- এরূপ ইঙ্গিত করে এ আয়াত পাঠ করলেন: "উপহাসকারীদের বিরূদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা হিজর: ৯৫)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কিন্তু এ হাদীসটি মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত) সহীহ হাদীস। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি, মুসনাদে মাওসিলী, নং ৬৩৩৪, ৬৪৮৪ নং এ। (সহীহ বুখারী, নং ৩৪৮৫; ৫৭৯০; সহীহ মুসলিম নং ২০৮৮, ৩/১৬৫৩-১৬৫৪); তিরমিযী নং ২৪৯১ ৪/৬৫৫; নাসাঈ, যিনাত অধ্যায় বাব ১০১; আহমদ ২/৬৬, ২২২, ২৬৭...) তবে এর কয়েকটি শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা মুসনাদে মাওসিলী ৩৪০২ নং, ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আহমদ ২/৬৬; বুখারী ৫৭৯০ নং; নাসাঈ ৮/২০৬ এবং আবু সাঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মুসনাদে মাওসিলী নং ১৩১০ এ বর্ণিত।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ خِرَاشِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَتًى يَخْذِفُ. فَقَالَ لَهُ شَيْخٌ، لَا تَخْذِفْ،

«فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ» فَغَفَلَ الْفَتَى، وَظَنَّ أَنَّ الشَّيْخَ لَا يَفْطِنُ لَهُ، فَخَذَفَ، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ، أُحَدِّثُكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ تَخْذِفُ؟ وَاللَّهِ لَا أَشْهَدُ لَكَ جَنَازَةً، وَلَا أَعُودُكَ فِي مَرَضٍ، وَلَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا. فَقُلْتُ لِصَاحِبٍ لِي يُقَالُ لَهُ مُهَاجِرٌ: انْطَلِقْ إِلَى خِرَاشٍ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَاهُ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَحَدَّثَهُ فِي

إسناده علتان: ضعف محمد بن حميد وجهالة خراش بن جبير إن كان محفوظا. ولكنه صحيح بما بعده

৪৫২. খিরাশ ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মসজিদে এক যুবককে কংকর ছুঁড়তে দেখলাম। তখন এক বৃদ্ধ তাকে বললেন: কংকর ছুঁড়ো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কংকর ছোঁড়া হতে নিষেধ করতে শুনেছি। তারপর সে এ থেকে বিরত হল। তারপর যখন তার মনে হলো যে, বৃদ্ধটি (এখন আর) তা বুঝতে পারবে না, তখন আবার সে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। বৃদ্ধ লোকটি আবার তাকে বলল: আমি কি তোমার নিকট হাদীস বর্ণনা করিনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি পাথর নিক্ষেপ হতে নিষেধ করতে শুনেছি? তারপরও তুমি পাথর ছুঁড়ছো! আল্লাহর কসম! আমি তোমার জানাযায় উপস্থিত হবো না, তোমার অসুস্থতায় তোমার দেখভাল করতে যাবো না, এমনকি আমি কখনো তোমার সাথে কথাও বলবো না।[1]

(পরবর্তী রাবী বলেন) আমি মুহাজির নামে আমার এক সাথীকে বললাম, খিরাশের নিকট যাও এবং এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করো। তখন সে তার নিকট এসে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে তার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করল।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. এতে মুহাম্মদ ইবনু হুমাইদ যঈফ এবং ২. খিরাশ ইবনু জুবাইর অজ্ঞাত রাবী, যদি নামটি সঠিক হয়। কিন্তু হাদীসটি সহীহ পরবর্তী হাদীসটির জন্য। তাখরীজ: এটি আমি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫৩)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصْطَادُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». فَرَفَعَ رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعِيدٍ قَرَابَةٌ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: هَذِهِ؟ وَمَا تَكُونُ هَذِهِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَلَا أُرَانِي

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَهَاوَنُ بِهِ، لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا وهكذا جاءت عند البخاري ومسلم إسناده صحيح

৪৫৩. সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথর নিক্ষেপ করা হতে নিষেধ করেছেন।" তিনি আরও বলেছেন: "এর দ্বারা প্রাণী শিকার করা যায় না, শত্রুকেও জখম করা যায় না; কেবল দাঁত ভাঙা যায় এবং চোখ উপড়ানো যায়।" তখন সাঈদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে রয়েছে- এমন এক ব্যক্তি মাটি থেকে কিছু একটি উঠিয়ে নিয়ে বলল: এই রকম কি? এ দ্বারা আর এমন কী হয়? তখন সাঈদ বললেন: তুমি আমাকে দেখাচ্ছ? আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস শুনাচ্ছি, তারপরও তুমি তা অবজ্ঞা করছ? আমি আর কোনোদিন তোমার সাথে কথা বলবো না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ, ৪/৭৬, ৫/৫৪, ৫৭; বুখারী ৪৮৪১; ৫৪৭৯, ৬২২০; মুসলিম,১৯৫৪; আবু দাউদ ৫২৭০; নাসাঈ ৮/৪৭; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামাহ ১৭, ৩২২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ - أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ - وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَكِنَّهُ قَدْ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْهُ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ، وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا إسناده صحيح

৪৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথীদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে পাথর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি তাকে বললেন: পাথর নিক্ষেপ করো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথর নিক্ষেপ করা হতে নিষেধ করতেন- অথবা, তিনি পাথর নিক্ষেপ করাকে অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন: "এর দ্বারা শত্রুদেরকে আহত করা যায় না, আবার শিকার করাও যায় না; কিন্তু চোখ উপড়ানো যায় এবং দাঁত ভেঙ্গে দেয়া যায়।" এর কিছুক্ষণ পরে তিনি তাকে আবার পাথর নিক্ষেপ করতে দেখলেন। তখন তিনি

তাকে বললেন: আমি কি তোমাকে এ খবর দেই নি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে নিষেধ করতেন? এরপরও আমি তোমাকে তা করতে দেখছি! আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে আর কোনোদিন কথা বলবো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আস সহীহ ৫৪৭৯; মুসলিম, আস সহীহ ১৯৫৪। পূর্বের হাদীসের তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫৫)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: " حَدَّثَ ابْنُ سِيرِينَ، رَجُلًا بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَالَ فُلَانٌ: كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ " أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ: كَذَا وَكَذَا، لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا إسناده حسن من أجل سعيد بن بشير

৪৫৫. কাতাদাহ বর্ণনা করেন: ইবনু সীরীন এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তখন লোকটি বললো: অমুক ব্যক্তি (এ ব্যাপারে) এই এই কথা বলেছেন। তখন ইবনু সীরীন বললেন: আমি তোমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি বলছো, অমুক অমুক (এ বিষয়ে) এই এই কথা বলেছেন? যাও, আমি তোমার সাথে কোনো দিন কথা বলবো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, সাঈদ ইবনু বুশাইরের কারণে। কিন্তু শাহিদ (সমর্থক) হাদীস থাকার কারণে এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহ দেখুন। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি- অনুবাদক)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا» فَقَالَ فُلَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِذًا وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ابْنِ عُمَرَ فَشَتَمَهُ شتمةً لَمْ

أَرَهُ شُتمها أَحَدًا قَبْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: إِذًا وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير وهو الثقفي الصنعاني لكن الحديث متفق عليه

৪৫৬. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমাদের কারো স্ত্রী রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, সে যেনো তাকে নিষেধ না করে।" তখন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক ছেলে অমুক বললো: আল্লাহর কসম! তখন আমি তাকে নিষেধ করবো। তখন ইবনু উমার তার দিকে ফিরে তাকে এমন তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন যে, আমি এর পূর্বে এমন তীব্রভাবে তিরস্কার করতে আমি তাকে দেখিনি। তারপর তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে তোমাকে হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি বলছো: আল্লাহর কসম! তবুও আমি নিষেধ করবো!![1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ কেননা, মুহাম্মদ ইবনু কাছীর যঈফ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ এবং তা বুখারী ও মুসলিম উভযে তাদের সহীহ'তে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৮৬৫; মুসলিম ৪২২; (আবু দাউদ ১/১৫৫ নং ৫৬৫, ৫৬৭; আহমদ ২/৭৬; হাকিম); সহীহ ইবনু হিব্বান ২২০৮-২২১০, ২২১৩; মুসনাদে মাউসিলী নং ৫৪২৬, ৫৪৯১ এ আমরা বিস্তারিত তাখরীজ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَعْرُوفٍ، عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ، قَالَ: ذَكَرَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ» فَقَالَ فُلَانٌ: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْسًا: يَدًا بِيَدٍ. فَقَالَ عُبَادَةُ: أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، وَاللَّهِ لَا يُظِلُّنِي وَإِيَّاكَ سَقْفٌ أَبَدًا لم يحكم عليه المحقق

৪৫৭. আবুল মাখারিক বলেন: উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তখন অমুক ব্যক্তি বলল: আমি তো এতে কোনো অসুবিধা দেখি না (যদি) হাতে হাতে হয়। তখন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আমি তোমাকে বলছি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন... আর তুমি বলছো: আমি এতে কোনো অসুবিধা দেখি না'?! আল্লাহর কসম! কোন ছাদ আমাকে এবং তোমাকে একইসাথে ছায়া দান করবে, তা কখনোই হবে না (তথা তোমার সাথে আমি কখনো একত্রিত হবে না)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আবুল মাখারিক ও মা'রুফ দুজনই অজ্ঞাত পরিচয়। এছাড়া মুহাম্মদ ইবনু হামীদ যঈফ। তবে এর অনেক শাহিদ হাদীস রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে। এ অনুচ্ছেদের হাদীসমূহ দেখুন। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا» قَالَ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافِلًا، فانْسلَ رَجُلَانِ إِلَى أَهْلَيْهِمَا، فَكِلَاهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا إسناده ضعيف لضعف زمعة

৪৫৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "(সফর হতে ফিরে) রাতে স্ত্রীদের নিকট যেও না।" তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কাফেলার সঙ্গে এক সফর থেকে ফিরে এলেন। তখন দুই ব্যক্তি (রাতেই) গোপনে তাদের স্ত্রীদের নিকট গেলো এবং তাদের উভয়েই তাদের স্ত্রীদের নিকট একজন করে পুরুষকে পেলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা যাম'আহ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। এর শাহিদ রয়েছে ইবনু উমার থেকে সহীহ বুখারী (১৮০১, ৫২৪৩-৫২৪৪; মুসলিম ৭১৫ নং; তিরমিযী ২৭১২; আহমদ ৩/৩০২-৩০৮...) তাখরীজ: বাযযার, কাশফুল আসতার ২/১৮৬-১৮৭ নং ১৪৮৭; তাবারানী, আল কাবীর ১১/২৪৫ নং ১১৬২৬;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৫৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ نَزَلَ الْمُعَرَّسَ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا»، فَخَرَجَ رَجُلَانِ مِمَّنْ سَمِعَ مَقَالَتَهُ، فَطَرَقَا أَهْلَهُمَا، فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا مرسل وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن حرملة

৪৫৯. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যেব বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো সফর হতে (রাতে) ফিরে আসতেন, তখন কোনো অবতরণস্থলে অবস্থান করতেন। তারপর বলতেন: "তোমরা রাতেই তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন করো না।" তাঁর এ কথা শুনেছিলো, এমন দু'ব্যক্তি বের হয়ে গেলো এবং রাতে তাদের স্ত্রীদের নিকট গমন করলো। তারপর তারা উভয়েই তাদের স্ত্রীদের সাথে একজন করে পুরুষকে পেলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি মুরসাল, এর সনদ হাসান, আব্দুর রহমান ইবনু হারমালার কারণে। তাখরীজ: খারাইতী, মাসায়িউল আখলাক নং ৮৪৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يُوَدِّعُهُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَ لَهُ: لَا تَبْرَحْ حَتَّى تُصَلِّيَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ بَعْدَ النِّدَاءِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا، مُنَافِقٌ، إِلَّا رَجُلٌ أَخْرَجَتْهُ حَاجَةٌ، وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ» فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابِي بِالْحَرَّةِ قَالَ: فَخَرَجَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ سَعِيدٌ يَوْلَعُ بِذِكْرِهِ، حَتَّى أُخْبِرَ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَانْكَسَرَتْ فَخِذُهُ إسناده حسن

৪৬০. আব্দুর রহমান ইবনু হারামালাহ বলেন: সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের নিকট এক ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরার জন্য বিদায়ী শুভেচ্ছা জানাতে আসলেন। তখন তিনি লোকটিকে বললেন: সালাত আদায় না করে বের হয়োনা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আযান হয়ে যাওয়ার পরে একমাত্র মুনাফিক ব্যতীত আর কেউ মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় না। তবে যে লোকের কোনো প্রয়োজন তাকে বের করে আর সে আবার মসজিদে ফিরে আসার নিয়ত রাখে, তাহলে তার কথা ভিন্ন।" তখন লোকটি বললো: আমার সাথীরা হাররাহ নামক স্থানে রয়েছে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, (একথা বলে) সে বের হয়ে গেলো। সাঈদ সর্বদা এ ঘটনাটি বর্ণনা করতে আগ্রহ বোধ করতেন। তারপর আমি তাকে এ সংবাদ দিলাম যে, লোকটি তার বাহন থেকে পড়ে গিয়েছিলো এবং এতে তার উরুর হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। আগের টীকাটি দেখুন। তাখরীজ: বাহাইকী, ৩/৫৬-৫৭; আব্দুর রাযযাক, নং ১৯৪৫; আবু দাউদ, মারাসীল নং ২৫; (ইবনু উয়াইনাহও এটি বর্ণনা করেছেন)। আর এটি মারফু' হিসেবে আমরা পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি, মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৯৪৮ এ। (আবু হুরাইরা হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাবারানী, আল আউসাত, যেমন এসেছে মাজমাউল বাহরাইন ২/২২

এ। আর মাজমা'তে হাইছামী বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।-ফাতহুল মান্নান, ৩/২১৮ নং ৪৬৯ এর টীকা দ্র:)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَا تُمِلُّوا النَّاسَ إسناده صحيح

৪৬১. আবুল আহওয়াস আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: লোকদের বিরক্তি (ক্লান্তি) উৎপাদন করো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ করেছি, মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৯৩৪ এ; আরও বর্ণনা করেছেন আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৯৯; খতীব, আল জামি' নং ১৪২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا أَشْعَثُ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِلْقُلُوبِ لَنَشَاطًا وَإِقْبَالًا، وَإِنَّ لَهَا تَوْلِيَةً وَإِدْبَارًا، فَحَدِّثُوا النَّاسَ مَا أَقْبَلُوا عَلَيْكُمْ إسناده ضعيف من أجل أشعث بن سوار

৪৬২. কুরদূস হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নিশ্চয় অন্তরের আগ্রহ-উদ্দীপনা ও মনোযোগ (-এর সময়) রয়েছে, অনুরূপ এর বিমুখতা ও পলায়নপরতা (-এরও সময়) রয়েছে। ফলে লোকেরা যখন তোমাদের নিকট আগ্রহী হয়ে আসে তখন তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আশ'আস ইবনু সিওয়ার যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ৭৫০; ইবনু আবী শাইবা ৯/৬৯; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ১/১৩৪, ভিন্ন শব্দে নির্ভরযোগ্য রাবীগণ হতে । তবে একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়েছে (মু'দ্বাল)। তবে একটি আরেকটিকে শক্তিশালী করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬৩)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: حَدِّثِ الْقَوْمَ مَا أَقْبَلُوا عَلَيْكَ بِوُجُوهِهِمْ، فَإِذَا الْتَفَتُوا، فَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ حَاجَاتٍ إسناده إلى الحسن حسن

৪৬৩. আবু হিলাল বলেন, আমি হাসানকে বলতে শুনেছি: তাকে বলা হতো: লোকদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো, যখন তারা মনোযোগ সহকারে তোমার নিকটে আসে। আর যখন তারা (এদিকে সেদিক) তাকাতে থাকে, তখন বুঝে নেবে যে, তাদের (অপর) প্রয়োজন রয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৬৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ، فَلْيَمْحُهُ إسناده صحيح

৪৬৪. আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা আমার থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুই লিখো না। আর যে আমার থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখেছে, সে যেনো তা মুছে ফেলে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। (হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা বজায় রেখেছেন।) তাখরীজ: মুসলিম ৪/২২৯৮-২২৯৯ নং ৩০০৪; হাকিম, ১/১২৬-১২৭; আহমদ, ৩/১২, ২১, ৩৯, ৫৬; মুসনাদুল মাউসিলী নং ২/৪৬৬ নং ১২৮৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৪; দাইলামী, মুসনাদুল ফেরদাউস ৫/১৮২ নং ৭৫৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُمُ اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ يَكْتُبُوا عنْهُ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ إسناده صحيح

৪৬৫. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাঁর থেকে (হাদীস) লিখে রাখার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে এর অনুমতি দেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তিরমিযী, ২৬৬৭; কাযী আয়ায, আল ইলমা' পৃ: ১৪৮; কাযী রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৬২; খতীব, আলজামি' নং ৪৬১; তাক্বয়ীদুল ইলম নং পৃ: ৩২, ৩৩; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৩৫। পূর্বের হাদীসের টীকা দ্র:

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬৬)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَا شِبَاكُ، أَرُدُّ عَلَيْكَ، يَعْنِي: الْحَدِيثَ؟ مَا أَرَدْتُ أَنْ يُرَدَّ عَلَيَّ حَدِيثٌ قَطُّ إسناده صحيح

৪৬৬. শুবরুমাহ হতে বর্ণিত, শা'বী বলতেন: হে শিবাক (শা'বীর এক অন্ধ সাথী[1])! তোমাকে, মানে তোমার হাদীসকে ফিরিয়ে দেয়া (প্রত্যাখ্যান করা) হয়েছে কি? আমি কখনো আশা করিনি যে, আমার কোনো হাদীসকে ফিরিয়ে দেয়া হবে (অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে পুনরাবৃত্তি করতে বলা হবে[2])।[3]

[1] দেখুন ফাতহুল মান্নান, ৩/২৩২ ৪৬৫ নং হাদীসের টীকা দ্র: [2] দেখুন ফাতহুল মান্নান, ৩/২৩২ ৪৬৫ নং হাদীসের টীকা দ্র: [3] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবী যুর'আহ, তারীখ নং ১৯৮১; খতীব, আলজামি' নং ৪৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: جَاءَ الزُّهْرِيُّ بِحَدِيثٍ فَلَقِيتُهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَخَذْتُ بِلِجَامِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَعِدْ عَلَيَّ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثْتَنَا بِهِ»، قَالَ: وَتَسْتَعِيدُ الْحَدِيثَ؟ قَالَ: قُلْتُ: «وَمَا كُنْتَ تَسْتَعِيدُ الْحَدِيثَ؟» قَالَ: لَا. قُلْتُ: وَلَا تَكْتُبُ؟ قَالَ: لَا إسناده صحيح

৪৬৭. আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী বলেন, আমি মালিক ইবনু আনাস (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি: (একদা) যুহরী একটি হাদীসসহ এলেন। তারপর আমি কোনো এক রাস্তায় তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তার (বাহনের) লাগাম ধরে বললাম: হে আবু বাকর! আপনি হাদীসটি আমাকে পুনরায় বলুন, যেটি আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন। তিনি বললেন: তুমি হাদীসের পুনরাবৃত্তি করতে বলছো? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম: আপনি কি হাদীসের পুনরাবৃত্তি করেন না? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: আপনি কি হাদীস লিপিবদ্ধও করেন না? তিনি বললেন: না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম, নং ১৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ «يَكْرَهُ الْكِتَابَةَ، فَإِذَا سَمِعَ وَقْعَ الْكِتَابِ، أَنْكَرَهُ وَالْتَمَسَهُ بِيَدِهِ إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير بن أبي عطاء

৪৬৮. আওযাঈ বলেন: কাতাদাহ (ইলম বা হাদীস) লিখে রাখা অপছন্দ করতেন। কিন্তু যখন তিনি (হাতে লিখিত) কিতাবের মর্যাদার কথা শুনলেন, তিনি তা (পূর্বের মত) থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তা নিজ হাত দ্বারা লিখতে চাইলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, মুহাম্মদ ইবনু কাছীর আবী আতা যঈফ। তাখরীজ: এটি এস্থানে ব্যতীত অন্য কোথাও আমি পাইনি। তবে তার থেকে তা জায়েয হওয়া কথা বর্ণিত হয়েছে। দেখুন আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৬৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَكْرَهُهُ إسناده صحيح

৪৬৯. আবুল মুগীরাহ বলেন: আওযাঈ এটি অপছন্দ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি এ স্থানে ব্যতীত অন্য কোথাও আমি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَكْرَهُ الْكِتَابَ - يَعْنِي الْعِلْمَ إسناده صحيح

৪৭০. মানছুর থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম ইলম লিপিবদ্ধ করাকে অপছন্দ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামাহ, আল ইলম নং ১৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭১)

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، أَنبَأَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا كِتَابًا، لَاتَّخَذْتُ رَسَائِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৭১. ইবনু আউন হতে বর্ণিত, ইবনু সীরীন বলেন: আমি যদি কোন (লিখিত) কিতাব অবলম্বন করতাম, তবে নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালা বা চিঠি-পত্রগুলোকেই অবলম্বন করতাম। (অন্য কিছুকে নয়)”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ: ৪৮; আরো দেখুন, পৃ: ৪৬, ৪৭; এবং মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৬৬, ৩৬৮। (এখানে বনী ইসরাইলের পথভ্রষ্টতার কারণ হিসেবে তিনি কিতাব অবলম্বন করাকে চিহ্নিত করে তাকে অপছন্দ করেছেন। - ফাতহুল মান্নান, হা/৪৮০ এর টীকা দ্র:)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭২)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: رَأَيْتُ حَمَّادًا يَكْتُبُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ " أَلَمْ أَنْهَكَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَطْرَافٌ إسناده صحيح

৪৭২. ইবনু আউন বলেন, আমি হাম্মাদকে ইবরাহীমের নিকট বসে লিখতে দেখলাম। তখন ইবরাহীম তাকে বললেন: আমি কি তোমাকে (এথেকে) নিষেধ করিনি? তিনি বলেন: এ হলো (হাদীসের) পার্শ্বটীকা মাত্র।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামাহ, আল ইলম নং ১৩৫ সহীহ সনদে, ১৩৬, ১৬১; ইবনু আবী শাইবা ৯/৫০ নং ৬৪৮১; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৪০০; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/২২৫, ইবরাহীম থেকে: কিতাবের 'আত্বরাফ' (পার্শ্বটীকা) লিখতে অসুবিধা নেই।" এর সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭৩)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ لِي عَبِيدَةُ «لَا تُخَلِّدَنَّ بِي كِتَابًا إسناده صحيح

৪৭৩. ইবরাহীম বলেন, আমাকে উবাইদাহ বলেন: আমার থেকে কোনো লিপিবদ্ধ (হাদীস বা ইলম) তোমার নিকট যেনো স্থায়ীভাবে থেকে না যায়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৫২ নং ৬৪৯৪; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৬২; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ: ৪৬, ৪৭; পূর্ণ তাখরীজ দেখুন পরবর্তী ৪৭৭ ও ৪৭৮ নং হাদীসের টীকায়।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭৪)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: «مَا كَتَبْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ، إِلَّا حَدِيثَ الْأَعْمَاقِ، فَلَمَّا حَفِظْتُهُ، مَحَوْتُهُ إسناده صحيح

৪৭৪. সাঈদ ইবনু আমের হতে বর্ণিত, হিশাম বলেন: আমি মুহাম্মদ থেকে কোনো হাদীস লিখিনি কেবল 'আ'মাক'[1] সংক্রান্ত হাদীস ব্যতীত। এরপর যখন আমি সেটি মুখস্ত করে নিলাম তখন লেখাটি মুছে দিলাম।"[2]

[1] সম্ভবত এর দ্বারা এ হাদীসটি প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলিম, কিতাবুল ফিতান নং ২৮৯৭ যেখানে বলা হয়েছে: "কিয়ামত কায়েম হবে না , যতক্ষণ পর্যন্ত রোমানগণ আ'মাক নামক স্থানে অবতীর্ণ না হবে...।" [2]

তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী : এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: রমহারমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭৫)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ: مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا قَطُّ إسناده صحيح

৪৭৫. মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদ বলেন, আমি সাঈদ ইবনু আব্দুল আযীযকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি কখনো একটি হাদীসও লিখি নি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ৩৬৭ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا كَتَبْتُ شَيْئًا قَطُّ

৪৭৬. মুগীরাহ থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম বলেন: আমি কখনোই কোনো কিছু (হাদীস বা ইলম) লিখে রাখিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: রমহারমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং৩৬৭; পূর্ণ তাখরীজ দেখুন হা/৪৭৩ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ قِطْعَةَ جِلْدٍ أَكْتُبُ فِيهِ، فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَا تُخَلِّدَنَّ عَنِّي كِتَابًا

৪৭৭. ইসামাঈল ইবনু রাজা থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম বলেন: আমি যার উপর আমি লিখতে পারি, এমন ছাল বা চামড়ার টুকরা সম্পর্কে উবাইদাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বললেন: হে ইবরাহীম! আমার থেকে কোনো লিপিবদ্ধ (হাদীস বা ইলম) তোমার নিকট যেনো চিরস্থায়ীভাবে থেকে না যায়।[1]

[1] তাহক্বিক্বি: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীস নং ৪৭৩ ও পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ

৪৭৮. আল হাকাম ইবরাহীম হতে, তিনি উবাইদাহ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] তাহক্বীক্ব; এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা'দ , আত তাবাকাত ৬/৬৩; পূর্ণ তাখরীজ দেখুন হা/৪৭৩ নং।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৭৯)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَتِيكٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ الْحَدِيثُ فِي الْكَرَارِيسِ. وَيَقُولُ: يُشَبَّهُ بِالْمَصَاحِفِ

৪৭৯. আবু মা'শার ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি পুস্তিকা বা খাতায় হাদীস লিপিবদ্ধ করাকে অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন: এটি কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৯/১৮ নং ৬৩৬০; ইবনু আব্দুল বার, আলজামি' নং ৩৬৫; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৪৮। এগুলোতে শেষাংশটুকু নেই।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮০)

قَالَ يَحْيَى: وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ زِيَادٍ الْكَاتِبِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ: فَاكْتُبْ كَيْفَ شِئْتَ إسناده صحيح وهو وجادة

৪৮০. ইয়াহইয়া বলেন, আর আমি আমার কিতাবে পেয়েছি লেখক যিয়াদ থেকে, তিনি আবু মা'শার হতে: এখন তোমার যেভাবে চাও, লিখো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর এটুকু বাড়তি। তাখরীজ: এটি আমি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عَبِيدَةَ، دَعَا بِكُتُبِهِ، فَمَحَاهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَلِيَهَا قَوْمٌ، فَلَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا إسناده صحيح

৪৮১. নু'মান ইবনু কায়েস হতে বর্ণিত, উবাইদাহ তার মৃত্যুকালীন সময়ে তার লেখা কিতাবসমূহ চাইলেন এবং (সেগুলো নিয়ে আসা হলে) তিনি সেগুলো মুছে দিলেন। আর বললেন: আমার আশংকা হয় যে, পরবর্তীতে এমন লোকেরা এগুলোর মালিক হবে, যারা এগুলোকে এর যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/১৭ নং ৬৩৫৩; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৬/৬৩; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৬১, ৬২; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১১২; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৬৩, ৩৬৪ এর সনদও সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮২)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْعِلْمُ فِي الْكَرَارِيسِ إسناده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن أبي سليم

৪৮২. লাইছ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি খাতায় ইলম লিপিবদ্ধ করাকে অপছন্দ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছ যঈফ হওয়ার কারণে। (সহীহ

শাহিদ থাকার কারণে এটি সহীহ। তাখরীজে দেখুন।-অনুবাদক) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৯/১৮ নং ৬৩৫৯; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৪৭ লাইছ থেকে মাওকুফ হিসেবে। এর শাহিদ পূর্ববর্তী ৪৭৯ নং হাদীসটি, যা সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: مَا زَالَ هَذَا الْعِلْمُ عَزِيزًا، يَتَلَقَّاهُ الرِّجَالُ، حَتَّى وَقَعَ فِي الصُّحُفِ، فَحَمَلَهُ أَوْ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ أَهْلِهِ إسناده صحيح

৪৮৩. আওযায়ী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: লোকদের (মাঝে) এ জ্ঞান অর্জন সম্মানের সাথেই অব্যাহত থাকবে যতদিন পর্যন্ত তা গ্রন্থ বা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা না হবে এবং তা (এ ইলম) কিংবা এর (ইলমের) মধ্যে যথাযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্যরা তা বহন না করবে বা এতে অনুপ্রবেশ না করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৬৪; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৭১ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮৪)

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ يَكْتُبُ وَيُكْتِبُ» وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَكْتُبُ وَلَا يُكْتِبُ إسناده صحيح

৪৮৪. শু'বাহ, ইউনুস হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: হাসান নিজে (ইলম) লিপিবদ্ধ করে রাখতেন এবং অন্যদের দিয়েও লেখাতেন; কিন্তু ইবনু সীরীন লিখতেনও না, অন্যদের দ্বারাও লেখাতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, জামি' বায়ানিল ইলম ১/৯০ নং ৩৮৭, ৩৯০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮৫)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَنبَأَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عِنْدَ نَاسٍ كِتَابًا يُعْجَبُونَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِمْ حَتَّى أَتَوْهُ بِهِ، فَمَحَاهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ أَقْبَلُوا عَلَى كُتُبِ عُلَمَائِهِمْ، وَتَرَكُوا كِتَابَ رَبِّهِمْ إسناده صحيح

৪৮৫. ইবরাহীম তাইমী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট খবর পৌঁছল যে, লোকদের নিকট একটি কিতাব (লেখা) রয়েছে যা তাদেরকে বিস্মিত/আনন্দিত করছে। আর তার নিকট এটি নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত রইল। আর যখন তার নিকট এটি নিয়ে আসা হলো, তখন তিনি এটি মুছে/নিশ্চিহ্ন করে দিলেন এবং বললেন: তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের) ধ্বংসের কারণ তারা তাদের উলামাগণের (লিখিত) কিতাবসমূহে আত্মনিয়োগ করেছিলো, কিন্তু তাদের রবের কিতাবকে পরিত্যাগ করেছিলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৫৬; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩১৯ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ، قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُ كِتَابًا أَقْرَؤُهُ، قَالَ: لَا

৪৮৬. মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাইদাহকে জিজ্ঞেস করলাম: আমি আপনার নিকট থেকে যা কিছু শুনি, তা কি আমি লিপিবদ্ধ করতে পারি? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: তাহলে আমি যদি কোনো কিতাব/লিখিত কিছু পাই, তবে আমি কি সেটা পড়তে পারি? তিনি বললেন: না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৪৫; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৬০; ইবনু আবী শাইবা ৯/১৭ নং ৬৩৫৬; আবু খাইছামা, আল ইলম নং ১৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،: أَلَا تُكْتِبُنَا، فَإِنَّا لَا نَحْفَظُ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّا لَنْ نُكْتِبَكُمْ، وَلَنْ نَجْعَلَهُ قُرْآنًا، وَلَكِنِ احْفَظُوا عَنَّا، كَمَا حَفِظْنَا نَحْنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناده صحيح

৪৮৭. আবু নাযরাহ বলেন: আমি আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম: আপনি কি আমাদেরকে (হাদীস) লেখাবেন না? কেননা, আমরা মনে রাখতে পারি না। তখন তিনি বললেন: না। আমরা কখনোই তোমাদেরকে লেখেবো না, আর না আমরা একে কুরআনে ('র মতো কিতাবে) পরিণত করব। বরং আমরা যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুখস্ত বা স্মরণ রেখেছি, তোমরাও তদ্রূপ আমাদের থেকে মুখস্ত বা হিফয করো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৩৮ সহীহ সনদে, পৃ: ৩৬, ৩৭, ৩৮ অপর সনদে; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৩৮, ৩৩৯,৩৪০; ইবনু আবী শাইবা ৯/৫২ নং ৬৪৯১; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৬৩ সবাই বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَا يَكْتُبُ وَلَا يُكْتِبُ إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير الصنعاني ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه المعافى بن عمران وهو ثقة فيصح الإسناد

৪৮৮. আওযাঈ বলেন, আমি আবু কাছীরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই আবু হুরাইরা (নিজে হাদীস) লিপিবদ্ধ করেন না এবং তিনি (অন্যকে দিয়েও) লেখান না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, মুহাম্মদ ইবনু কাছীর যঈফ। তবে এটি বর্ণনায় তিনি একাকী নন, তার অনুসরণে এটি আরও বর্ণনা করেছেন আল মু'আফা ইবনু ইমরান, আর তিনি নির্ভরযোগ্য। ফলে সেটি এর সনদকে নির্ভরযোগ্য (সহীহ) বানিয়ে দেয়। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম, নং ১৪০; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৫৭; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৪২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৮৯)

أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ حَدِيثَ أَبِيهِ، فَرَآهُ أَبُو مُوسَى، فَمَحَاهُ إسناده ضعيف لجهالة أبي موسى

৪৮৯. হুমাইদ ইবনু হিলাল, আবু বুরদাহ হতে বর্ণনা করেন: তিনি তার পিতার হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। তারপর যখন আবু মুসা তা দেখলেন, তখন সেটা মুছে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, আবু মুসা অজ্ঞাত পরিচয়। (তবে অপর দু'টি সহীহ ও জাইয়্যেদ সনদে এটি আবূ বুরদা হতে বর্ণিত আছে। তাখরীজ দেখুন-অনুবাদক) তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৬৯; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৩৯-৪০ সহীহ সনদে,; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৪৭; ইবনু আবী শাইবা ৯/৫৩ নং ৬৪৯৫; আবু খায়ছামা, আল ইলম, নং ১৪০ জায়্যেদ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯০)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ لِي: ابْنُ عَوْنٍ، وَاللَّهِ مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا قَطُّ، قَالَ: وقال ابْنُ سِيرِينَ لَا وَاللَّهِ مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا قَطُّ أسناده فيه قريش بن أنس وقد اختلط وهو من رجال البخاري في صحيحه

৪৯০. কুরাইশ ইবনু আনাস বলেন, আমাকে ইবনু আউন বলেন: আল্লাহর কসম! আমি কখনোই কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি। তিনি বলেন: আর ইবনু সীরীন বলেন: না, আল্লাহর কসম! আমি কখনোই কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে কুরাইশ ইবনু আনাস রয়েছেন, তিনি (বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস বর্ণনায়) তালগোল পাকিয়ে ফেলতেন। তবে তিনি ইমাম বুখারীর, আস সহীহ' গ্রন্থের একজন বর্ণনাকারী...। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯১)

قَالَ ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ لِي: ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ - أَنْ أُكْتِبَهُ شَيْئًا، قَالَ: «فَلَمْ أَفْعَلْ»، قَالَ: «فَجَعَلَ سِتْرًا بَيْنَ مَجْلِسِهِ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ دَارِهِ» قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ، وَيَتَحَدَّثُونَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، فَأَقْبَلَ مَرْوَانُ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ خُنَّاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ قَالَ: قُلْتُ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ خُنَّاكَ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّا أَمَرْنَا رَجُلًا يَقْعُدُ خَلْفَ هَذَا السِّتْرِ فَيَكْتُبَ مَا تُفْتِي هَؤُلَاءِ وَمَا تَقُولُ إسناده صحيح

৪৯১. ইবনু সীরীন, যায়েদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন: মদীনার আমীর মারওয়ান ইবনুল হাকাম চাইলো আমি যেনো তাকে কিছু লিখে দেই। তিনি বলেন: কিন্তু আমি তাকে কিছু লিখে দিলাম না। রাবী বলেন: তারপর সে তার মজলিস ও তার বাড়ীর বাকী অংশের মাঝে একটি পর্দা দিয়ে দিলেন। তিনি (রাবী) বলেন: তার সাথীরা তার নিকট এসে এ স্থানে বসে কথা-বার্তা বলতে লাগলো। তখন মারওয়ান তার সাথীদের কাছে এসে বললো: আমাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে যে, 'আমরা তার সাথে খেয়ানত করেছি।' এরপর সে আমার নিকট এলো। তিনি বলেন: আমি বললাম: ওটা আবার কী? সে বলল: আমাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে যে, 'আমরা আপনার সাথে খেয়ানত করেছি (তথা আপনার বিনা অনুমতিতে গোপনে আমরা আপনার মতামত লিখার জন্য পর্দার পেছনে লোককে বসিয়েছি)।' তিনি বলেন: আমি বললাম: সেটা আবার কী? সে বলল: আমরা একজন লোককে এ পর্দার পিছনে বসে এসকল লোকদেরকে আপনি যে ফাতওয়া দেন এবং যে সকল কথাবার্তা বলেন, তা লিখতে নির্দেশ দিয়েছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ পূর্বের হাদীসের সনদের অনুরূপ। (তবে অন্য শব্দে ইবনু আব্দুল বারর এটি বর্ণনা করেছেন যার সনদ সহীহ। তাখরীজ দ্রষ্টব্য।- অনুবাদক) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৫৩ নং ৬৪৯৭ সংক্ষেপে; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৪৯; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ২/২/১১৭ এভাবে: মারওয়ান পর্দার পিছনে যাইদ ইবনু ছাবিতের জন্য কয়েকজন লোককে বসিয়ে রেখেছিলো এবং তারপর তাকে ডেকে তাকে প্রশ্ন করছিলো এবং তারা তার কথা লিখতে ছিলো। যখন যায়েদ এদেরকে দেখতে পেলেন, তখন বললেন: হে মারওয়ান, আমি ওযর পেশ করছি, আমি কিন্তু আমার নিজস্ব রায় বা মতামত থেকে বলছি।" এর সনদ সহীহ। তাবারানী, কাবীর ৫/১৩৭ নং ৪৮৭১ এ অতি দুর্বল সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯২)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ سَالِمًا أَتَمُّ مِنْكَ حَدِيثًا؟ قَالَ: إِنَّ سَالِمًا كَانَ يَكْتُبُ إسناده صحيح

৪৯২. মানসুর বলেন: আমি ইবরাহীমকে বললাম, সালিম কি আপনার থেকে হাদীস (সংরক্ষণ)-এর ক্ষেত্রে অধিক পূর্ণাঙ্গ? তিনি বললেন: (হতে পারে, কারণ) সালিম হাদীস লিখে রাখতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৬/২০৩; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৪৯; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ১০৮-১০৯; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৮৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯৩)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: وَفَدْتُ مَعَ أَبِي إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِحُوَّارِيْنَ حِينَ تُوُفِّيَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، نُعَزِّيهِ وَنُهَنِّيهِ بِالْخِلَافَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ فِي مَسْجِدِهَا يَقُولُ: أَلَا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَيُوضَعَ الْأَخْيَارُ. أَلَا إِنَّ «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، أَلَا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ تُتْلَى الْمَثْنَاةُ فَلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَيِّرُهَا»، قِيلَ لَهُ: وَمَا الْمَثْنَاةُ؟ قَالَ: «مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَبِهِ هُدِيتُمْ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَعَنْهُ تُسْأَلُونَ». فَلَمْ أَدْرِ مَنِ الرَّجُلُ، فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِمْصَ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوَ مَا تَعْرِفُهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إسناده جيد

৪৯৩. আমর ইবনু কায়িস বলেন: যখন মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যু বরণ করলেন, তখন আমি ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং শাসনভার লাভের কারণে তাকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে হুওয়ারিণ শহরে আমার পিতার সাথে তার নিকট গমন করলাম। তখন সেখানকার মসজিদে এক ব্যক্তি বলছিলেন: জেনে রাখ! কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে রয়েছে, নিকৃষ্ট লোকদের উচ্চাসনে বসা এবং উত্তম লোকদের অপদস্থ হওয়া।
জেনে রাখ! কিয়ামতের আলামতের মধ্যে রয়েছে (আপন) মত জাহির করা এবং আমল সঞ্চয় করা। আরও জেনে রাখো! কিয়ামতের আলামতের মধ্যে রয়েছে 'আল-মাছনাহ'[1] পঠিত হবে (অনুসরণ করা হবে) কিন্তু তাতে বাধা দেওয়ার মত কাউকে পাওয়া যাবে না।
তাকে বলা হলো: 'আল মাছনাহ' আবার কী? তিনি বললেন: কুরআন ব্যতীত অন্য যে কোনো কিতাব লিখিয়ে নেয়া। কেননা, কুরআনকে আঁকড়ে ধরা তোমাদের উপর অপরিহার্য্য। কারণ এর মাধ্যমেই তোমাদেরকে হেদায়েত করা হয়েছে এবং এর জন্যই তোমাদেরকে প্রতিদান দান করা হবে এবং এ সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আমি জানতাম না লোকটি কে। ফলে যখন আমি হাদীসটি হিমসে বর্ণনা করছিলাম, তখন লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে বলল: হায়! তুমি কি তাকে (বর্ণনাকারীকে) চিনতে পারনি? আমি বললাম: না। সে বলল: তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা।[2]

[1] মাছনাহ' বলতে এখানে বনী ইসরাঈলের আহবার (আলিমগণ) মুসা আলাইহিস সালামের পরে তাওরাত ব্যতীত অন্যান্য যে সকল কিতাব রচনা করেছিল- ইবনুল আছীর০ মুহাক্কিক্কেরে টীকা। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: হাকিম, ৪/৫৫৪- ৫৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯৪)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: جَاءَ أَبُو قُرَّةَ الْكِنْدِيُّ بِكِتَابٍ مِنَ الشَّامِ، فَحَمَلَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَنَظَرَ فِيهِ فَدَعَا بِطَسْتٍ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَرَسَهُ فِيهِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاتِّبَاعِهِمُ الْكُتُبَ وَتَرْكِهِمْ كِتَابَهُمْ» قَالَ: حُصَيْنٌ فَقَالَ مُرَّةُ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ لَمْ يَمْحُهُ، وَلَكِنْ كَانَ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ إسناده صحيح

৪৯৪. মুররাহ আল হামদানী বলেন, আবু মুররাহ আল কিনদী শাম হতে একটি কিতাব নিয়ে আসলেন। এরপর সেটি নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দিলেন। তিনি এর দিকে তাকিয়ে একটি থালা (ট্রে) এবং পানি আনালেন এবং একে তাতে ডুবিয়ে হাত দিয়ে ডলতে লাগলেন আর বললেন: তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিশ্চয় ধ্বংস হয়েছে তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাব (তাওরাত) কে পরিত্যাগ করে (তাদের লিখিত) অন্যান্য কিতাবের অনুসরণ করার কারণে।[1]

হুসাইন (বর্ণনাকারী) বলেন: এরপর মুররাহ বললেন: জেনে রাখো! যদি সেটি কুরআন কিংবা সুন্নাহ (বা হাদীস)-এর অংশ বিশেষ হতো, তবে তিনি অবশ্যই তা মুছে দিতেন না। কিন্তু সেটি ছিল মূলত: আহলে কিতাবদের কিতাবসমূহের অংশবিশেষ।

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ: ৫৩; আরো দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ৯/১৭ নং ৬৩৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَتِفٍ فِيهِ كِتَابٌ، فَقَالَ: " كَفَى بِقَوْمٍ ضَلَالًا، أَنْ يَرْغَبُوا عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ،

إِلَى مَا جَاءَ بِهِ نَبِيٌّ غَيْرُ نَبِيِّهِمْ، أَوْ كِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [العنكبوت: 51] الْآيَةَ إسناده صحيح وهو مرسل "

৪৯৫. ইয়াহইয়া ইবনু জা'দাহ বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি কিতাব কাঁধে বহন করে নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি বললেন: কোন ক্বওমের পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাদের নবী যে সকল বিষয়সমূহ নিয়ে এসেছেন, তা বর্জন করে তাদের নবী ব্যতীত অন্য নবী যা নিয়ে এসেছিলেন, তারা সেই সকল বিষয়সমূহের প্রতি মনোযোগী/আগ্রহী হবে কিংবা তাদের (নবী কর্তৃক আনীত) কিতাবকে বাদ অন্য কিতাবের প্রতি মনোযোগী/আগ্রহী হবে। তারপর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা নাযিল করলেন: "তাদের জন্য কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হচ্ছে? নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সেই সকল লোকদের জন্য এতে রহমত ও উপদেশ রয়েছে ।"- (সূরা আনকাবুত: ৫১)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। কিন্তু এটি মুরসাল। তাখরীজ: আবু দাউদ, মারাসিল নং ৪৫৪; ইবনু জারীর তাবারী, আত তাফসীর ২১/৭ যঈফ সনদে...।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯৬)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَحِيفَةً، فِيهَا سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنُسِخْنِيهَا، فَكَأَنَّهُ بَخِلَ بِهَا، ثُمَّ وَعَدَنِي أَنْ يُعْطِيَنِيهَا، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِذَا هِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: " إِنَّ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ بِدْعَةٌ، وَفِتْنَةٌ، وَضَلَالَةٌ، وَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هَذَا، وَأَشْبَاهُ هَذَا، إِنَّهُمْ كَتَبُوهَا، فَاسْتَلَذَّتْهَا أَلْسِنَتُهُمْ، وَأُشْرِبَتْهَا قُلُوبُهُمْ، فَأَعْزِمُ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ يَعْلَمُ مكانِ كِتَابٍ، إِلَّا دَلَّ عَلَيْهِ، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، - قَالَ: شُعْبَةُ فَأَقْسَمَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: أَحْسَبُهُ أَقْسَمَ - لَوْ أَنَّهَا ذُكِرَتْ لَهُ بِدِيرِ لهنْدِ نُرَاهُ - يَعْنِي مَكَانًا بِالْكُوفَةِ بَعِيدًا - لأتيتهُ وَلَوْ مَشْيًا إسناده صحيح

৪৯৬. আশ'আস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যিনি আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথী ছিলেন, তিনি বলেন: আমি এক ব্যক্তির নিকট একটি সহীফা (পুস্তিকা) দেখলাম যাতে রয়েছে: সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার। তখন আমি তাকে বললাম: আমাকে

এর একটি অনুলিপি করে দিন। সে যেনো এতে কৃপণতা দেখাতে লাগল। তারপর সে আমাকে সেটা দেওয়ার ওয়াদা করল। তারপর আমি যখন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এলাম, তখন (দেখলাম) সেটি তার সামনে ছিল। তখন তিনি বললেন: এ কিতাবের মধ্যে যা কিছু আছে, সবই বিদ'আত, ফিতনা ও বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা। আর এটিই এবং এর অনুরূপ বিষয়াবলীই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করেছে। (তা হলো) তারা সেগুলো লিখতো, তারপর এগুলো তাদের জবানকে খুব আনন্দ দিতো; এগুলো তাদের অন্তরসমূহ (গভীরভাবে) তাতে মজা উপভোগ করতো; আর সেগুলো প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যাদুর প্রভাব বিস্তার করতো, যারা কোন কিতাবের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিল, সে-ই এর দিকে পথ দেখাতো। অত:পর আমি আল্লাহ'র কসম করে বলছি। শু'বা বলেন: তিনি আল্লাহর নামে কসম করলেন? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: আমার ধারণা তিনি কসম করে (বললেন): যদি আমাদের দেখা কুফা হতে দূরে অবস্থিত 'দায়র হিন্দ' নামক স্থানেও এটি বর্ণিত হতো, তবুও আমি তার নিকট যেতাম এমনকি পায়ে হেঁটে হলেও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ: ৫৫; ইবনু আবী শাইবা, ৯/৫৩ নং ৬৪৯৮; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৫০ সহীহ সনদে

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯৭)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَتَبُوا كِتَابًا، فَتَبِعُوهُ، وَتَرَكُوا التَّوْرَاةَ

إسناده صحيح وهو موقوف

৪৯৭. আবু বুরদাহ আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈলগণ একটি কিতাব লিখেছিল, তারপর তাওরাত ছেড়ে তারা সেটিই অনুসরণ করেছিল।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ আর তা মাওকুফ। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৫৬; তাবারানী, আল কাবীর (মাজমাউল যাওয়াইদ, নং ৬৭৬, ৯৪০) মারফু' হিসেবে হাসান সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَفَّاقٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «إِنَّ نَاسًا يَسْمَعُونَ كَلَامِي، ثُمَّ يَنْطَلِقُونَ فَيَكْتُبُونَهُ، وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْتُبَ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৪৯৮. ইফফাক আল মুহারিবী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন: লোকেরা আমার কথা শুনে, অত:পর তারা ফিরে গিয়ে তা লিখে রাখে। কিন্তু আমি কারো জন্য আল্লাহর কিতাব ব্যতীত অন্য কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করাকে জায়েয মনে করি না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জায়্যেদ। তাখরীজ: মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৪৯৯)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «مَا كَتَبْتُ سَوْدَاءَ فِي بَيْضَاءَ، وَلَا اسْتَعَدْتُ حَدِيثًا مِنْ إِنْسَانٍ إسناده صحيح

৪৯৯. ইবনু শুবরুমাহ বলেন, আমি শা'বীকে বলতে শুনেছি, আমি সাদা (পাতার) মধ্যে কখনো কালো দাগ দেইনি (কখনো কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করিনি)। আর না লোকদের থেকে কোনো হাদীস পুনরায় শুনেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৬০; আবু খায়ছামাহ, আল ইলম, নং ২৮; খতীব, তারিখ বাগদাদ ১২/২২৯, আল জামি' নং ১৮৩২; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৬৮,৩৬৯; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/৩২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكْثَرَ

حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ إسناده صحيح

৫০০. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ তার ভাই থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মাঝে আমার চেয়ে অধিক হাদীস জানে এমন কেউ নেই। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ব্যতীত। কারণ, তিনি লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ৩১১; এর বিস্তারিত তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭১৫২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০১)

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ، وَقَالَ: «اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ» إسناده صحيح

৫০১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা-ই শুনতাম, মুখস্ত রাখার উদ্দেশ্যে তার সবই লিখে রাখতাম। তারপর কুরাইশরা আমাকে (লিখতে) নিষেধ করল এবং বলল: তুমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সকল বিষয়ই লিখছ, কিন্তু তিনি তো একজন মানুষ। তিনি তো (কোনো কোনো সময়) রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন, আবার সন্তুষ্ট অবস্থায়ও কথা বলেন। একথা শুনে আমি লিখা বন্ধ করে দেই এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উল্লেখ করি। তখন তিনি তার আঙ্গুল দ্বারা তাঁর মুখের প্রতি ইশারা করে বললেন: “তুমি লিখতে থাকো। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, এ মুখ থেকে যা কিছু বের হয়, তা সবই সত্য”।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু দাউদ ৩৬৪৬; আহমদ, আল মুসনাদ ২/১৬৩, ১৯২; ইবনু আবী শাইবা, ৯/৪৯-৫০ নং ৬৪৭৯; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৮০; হাকিম ১/১০৫-১০৬; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৩৮৯। অনেকগুলি সনদে তিরমিযী, ৩৫০৪; নাসাঈ ৭/২৮৮, ২৯৫; ইবনুল জারুদ নং ৬০১; দারুকুতনী ৩/৭৪-৭৫ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَرْوِيَ مِنْ حَدِيثِكَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَعِينَ بِكِتَابٍ يَدِي مَعَ قَلْبِي، إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَ قَالَهُ - عِ حَدِيثِي، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِيَدِكَ مَعَ قَلْبِكَ إسناده فيه علتان: ضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث وجهالة المخبر عن عبد الله بن عمرو

৫০২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার হাদীস (লোকদের নিকট) বর্ণনা করতে চাই। ফলে আমি আমার অন্তরে (মুখস্ত) রাখার সাথে সাথে আমার হাতের সাহায্যে লিখেও রাখতে চাই, আপনি কী মনে করেন?

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "আমার হাদীস মুখস্ত রাখ; এরপর অন্তরে মুখস্ত রাখার সাথে সাথে (প্রয়োজনে) তোমার হাতের সাহায্য গ্রহণ কর"।[1]

[1] তাহকীক: এর সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ যঈফ। ২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তি অজ্ঞাত পরিচয়। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত, ৪/২/৯; খতীব, তাক্বয়ীদুল্ ইলম পৃ: ৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০৩)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ إِذْ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلْ مَدِينَةُ هِرَقْلَ أَوَّلًا إسناده قوي

৫০৩. আবু ক্বাবিল বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে বসে লিখছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো: দু'শহরের কোন্ শহরটি সর্বপ্রথম বিজিত হবে, কনস্টানটিনোপল, না-কি রোম? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: না, বরং হিরাকল (হিরাক্লিয়াস)-এর শহর (কনস্টানটিনোপল) সর্বপ্রথম বিজিত হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: আহমদ, ২/১৭৪; ইবনু আবী শাইবা, ৫/৩২৯-৩৩০; তাবারানী, আওয়াইল নং ৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০৪)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ ا كْتُبْ إِلَيَّ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَكَ مِنْ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحَدِيثِ عَمْرَةَ فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَهُ إسناده صحيح

৫০৪. আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার বলেন: উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ আবু বাকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু হাযম রাহি.-এর নিকট লিখে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তোমার নিকট সাব্যস্ত সকল হাদীস এবং আমরাহ বর্ণিত হাদীস আমার নিকট লিখে পাঠাও। কেননা, আমি ইলমের বিলুপ্তির এবং তা বিদায় নেয়ার আশঙ্কা করছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম প: ১০৫-১০৬; পূর্ণাঙ্গ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দ্র:

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০৫)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ انْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبُوهُ فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ أَهْلِهِ إسناده صحيح

৫০৫. আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার বলেন: উমার ইবনু আব্দুল আযীয মদীনাবাসীদের নিকট লিখে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের প্রতি মনোযোগ দাও এবং তা লিখে রাখো। কেননা, আমার আশঙ্কা যে, ইলমের বিলুপ্তি ঘটবে এবং ইলমের বাহকদের মৃত্যু ঘটবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৪৬; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম প: ১০৬; আরও দেখুন, আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল হুমাইদী, মুকাদ্দমা, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৪১৮-৪১৯; সুয়ুতী, মিফতাহুল জান্নাহ পৃ: ৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০৬)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ يَعِيبُونَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ إسناده صحيح

৫০৬. আবুল মালীহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (ইলম) লিপিবদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে দোষারোপ করা হয়; কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই তো বলেছেন: "এর জ্ঞান রয়েছে আমার রবের নিকট (রক্ষিত) কিতাবে।"[1] (সূরা: ত্বহা: ৫২)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৯/৫১ নং ৬৪৮৭; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম প: ১১০; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৪০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০৭)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا سَوَادَةُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ أَبَا إِيَاسٍ يَقُولُ كَانَ يُقَالُ مَنْ لَمْ يَكْتُبْ عِلْمَهُ لَمْ يُعَدَّ عِلْمُهُ عِلْمًا إسناده صحيح

৫০৭. সাওয়াদাহ ইবনু হাইয়্যান বলেন, আমি আবু ইয়াস মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ কে বলতে শুনেছি: তার নিকট বর্ণিত হয়েছে: যে ব্যক্তি তার ইলম লিখে রাখে না, তার ইলম (বিশুদ্ধ) ইলম নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৪১৭; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম প: ১০৯; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৪১-৩৪২;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০৮)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ يَا بَنِيَّ قَيِّدُوا هَذَا الْعِلْمَ إسناده حسن من أجل عبد الله بن المثنى

৫০৮. ছুমামাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আনাস বর্ণনা করেন: আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রদেরকে বলতেন: হে পুত্র! (লিপিবদ্ধ করা মাধ্যমে) এ ইলমকে বন্দী করে রাখো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম প: ৯৭; তাবারানী, আল কাবীর ১/২৪৬ নং ৭০০; হাকিম ১/১০৬; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৪১০; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১২০; একে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩২৭; ইবনু শাহিন, নাসিখ ওয়াল মানসুখ নং ৫৯৯; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৩৯৫; আবুশ শাইখ, তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন ৩/১৪২ নং ৯০৯; খতীব, তারীখে বাগদাদ ১০/৫৬; ইবনুল জাওযী, আল ইলালুল মুতানাহিয়াহ ১/৮৬; কিন্তু মাওকুফ হিসেবেই এটি সহীহ, মারফু' হিসেবে সহীহ নয়।- একথা বলেছেন খতীব।...।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫০৯)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَانَ يَكْتُبُ عِنْدَ أَنَسٍ فِي سَبُّورَةٍ إسناده جيد

৫০৯. সালম আল-আলাবী বলেন: আমি আবানকে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসে পাথর খণ্ডে লিখতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। (তবে রাবী সালমকে অনেকেই যঈফ ও মুনকার বলেছেন- দেখুন, ফাতহুল মান্নান হা/৫১৯ এর টীকা- অনুবাদক) তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ১০৯; (ইবনু আদী, আল কামিল ৩/১১৭৫)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১০)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ عَنْ كِتَابِ الْعِلْمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إسناده جيد

৫১০. হাসান ইবনু জাবির হতে বর্ণিত, তিনি আবু উমামা আল বাহিলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ইলম লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি বলেন: এতে কোনো আপত্তি নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৪১১; আবু যুর'আহ, তারীখ নং ১৭২৬; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৯৮; আরও দেখুন, ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৭/২/১৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১১)

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ أَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ هَذَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ إسناده صحيح

৫১১. বাশীর ইবনু নুহাইক বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যা শুনতাম সবকিছুই লিখে রাখতাম। তারপর আমি যখন তার নিকট হতে অন্যত্র চলে যেতে চাইলাম তখন আমি তার নিকট থেকে লিপিবদ্ধ করা সেই পাণ্ডুলিপিসহ তার কাছে এসে তা পাঠ করলাম এবং তাকে বললাম, আমি যা আপনার নিকট হতে শ্রবণ করেছি, এটি কি সেটি নয়? তিনি বললেন: হ্যাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১৩৭; ইবনু আবী শাইবা ৯/৫০ নং ৬৪৮৩; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ১০১; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৪০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ مِنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ الْحَدِيثَ بِاللَّيْلِ فَأَكْتُبُهُ فِي وَاسِطَةِ الرَّحْلِ إسناده حسن

৫১২. সাঈদ ইবনু জুবাইর বলেন: আমি রাত্রি বেলায় ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে হাদীস শুনতাম তারপর সেগুলো উটের পিঠে আরোহণের জন্য রক্ষিত কাঠে লিখে রাখতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ১০২, ১০৩। পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন পরবর্তী ৫১৬ নং হাদীসটি। `আর রহল: উটির পিঠে আরোহনের জন্য যে কাঠখণ্ড স্থাপন করা হয়। ‘ওয়াসিত্বাহ: আরোহীর সামনে প্রথমে বা শুরুতে যে কাঠখণ্ডটি থাকে, আরোহী আরোহন করার সময় তা ধরে...।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَا يُرَغِّبُنِي فِي الْحَيَاةِ إِلَّا الصَّادِقَةُ وَالْوَهْطُ فَأَمَّا الصَّادِقَةُ فَصَحِيفَةٌ كَتَبْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْوَهْطُ فَأَرْضٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا إسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم

৫১৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার জীবনের আশা জাগানো দু’টি বস্তু হলো, ‘আস সাদিকা’[1] (লিখিত হাদীসের সহীফাহ) এবং ‘ওয়াহতু’[2] (তায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থান)। আর ‘আস-সাদিকাহ’ হলো সেই সহীফা যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে লিখেছিলাম। আর ‘আল-ওয়াহতু’ হলো: সেই জমি যা আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দান করেছিলেন, যেখানে তিনি অবস্থান করতেন।[3]

[1] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দানের ফলে ইবনু আমর রা: তাঁর হতে শ্রবণকৃত সকল হাদীসের যে সহীফাটি লিখেছিলেন, সেটিই হলো ‘আস-সাদিকাহ’। [2] প্রশান্ত ভূমি, তায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থান, যেখানে আমর ইবনুল আস রা: এর সম্পত্তি ছিল, আমর রা: এর জন্য-ই এর মর্যাদা ছিল। [3] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। লাইছ ইবনু আবু সালীম এর কারণে। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৮৪, ৮৫; ইবনু আব্দুল বারর, জামি’ বায়ানুল ইলম নং ৩৯৪; দেখুন মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج

৫১৪. আমর ইবনু আবু সুফিয়ান হতে বর্ণিত, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন: তোমরা লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে ইলমকে সংরক্ষণ করে রাখো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এখানে ইবনু জুরাইজ আন-আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৯/৪৯ নং ৬৪৭৮; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৮৮; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৩৯৬; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৫৮; হাকিম, ১/১০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১৫)

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَيِّدُوا هَذَا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ رجاله ثقات غير أنه منقطع عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان لم يدرك عبد الله بن عمر. ولكن الأثر صحيح لغيره

৫১৫. আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবু সুফিয়ান সাক্বাফী হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু বলেন: তোমরা এ ইলমকে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য । তবে এটি মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন সূত্র। আব্দুল মালিক ইবনু উমারের সাক্ষাত লাভ করেননি। কিন্তু হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী। তাখরীজ: এটি আমি এখানে ব্যতীত অন্যত্র (একই সনদে) পাইনি। দেখুন, তাবারাণী, আল আওসাত নং ৮৫২; হাকিম, মুসতাদরাক ১/১০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لَيْلًا وَكَانَ يُحَدِّثُنِي بِالْحَدِيثِ فَأَكْتُبُهُ فِي وَاسِطَةِ الرَّحْلِ حَتَّى أُصْبِحَ فَأَكْتُبَهُ إسناده صحيح

৫১৬. উছমান ইবনু হাকীম বলেন, আমি সাঈদ ইবনু জুবাইরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি এক রাতে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র সাথে সাথে মক্কার পথে চলছিলাম। তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন আর আমি উটের পিঠে আরোহণের জন্য রক্ষিত কাঠখণ্ডে তা লিখতে লাগলাম। সকাল হলে আমি (তা অন্যত্র) লিখে নিলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৯/৫১ নং ৬৪৮৫; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৪০৫ সহীহ সনদে; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ১০২-১০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১৭)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَحِيفَةٍ وَأَكْتُبُ فِي نَعْلَيَّ رجاله ثقات غير أن ابن مندة قال: جعفر بن أبي المغيرة ليس بالقوي في سعيد بن جبير

৫১৭. সাঈদ ইবনু জুবাইর বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র নিকটে থাকা কালে একটি সহীফা'য় (হাদীস) লিখে নিতাম আবার (কখনো) আমার জুতা-স্যাণ্ডেলে লিখে নিতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত । তবে ইবনু মানদাহ বলেছেন: সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে জা'ফর ইবনু মুগীরাহ শক্তিশালী নয়। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ১০২। পূর্বের এবং পরের হাদীস দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১৮)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ أَجْلِسُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَكْتُبُ فِي الصَّحِيفَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثُمَّ أَقْلِبُ نَعْلَيَّ فَأَكْتُبُ فِي ظُهُورِهِمَا إسناده ضعيف لضعف علي بن مندل العنزي

৫১৮. সাঈদ ইবনু জুবাইর বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র নিকট বসে যেতাম এবং সহীফা' ভরে না যাওয়া পর্যন্ত তাতে লিখতে থাকতাম; তারপর (সহীফা বা পাণ্ডুলিপি ভরে গেলে) আমার জুতাজোড়া উল্টে নিতাম এবং উভয়ের পিঠে লিখতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, আলী ইবনু মানদাল আল আনাযী যঈফ। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৩৪৭; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ১০২। পূর্ববর্তী হাদীস দু'টির টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫১৯)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ قَالَ رَأَيْتُهُمْ يَكْتُبُونَ التَّفْسِيرَ عِنْدَ مُجَاهِدٍ إسناده صحيح

৫১৯. উবাইদ আল-মুকাতিব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি তাদেরকে মুজাহিদের নিকট হতে তাফসীর লিখতে দেখতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ১০৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُهُمْ يَكْتُبُونَ عِنْدَ الْبَرَاءِ بِأَطْرَافِ الْقَصَبِ عَلَى أَكُفِّهِمْ إسناده صحيح

৫২০. আব্দুল্লাহ ইবনু হানাশ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি তাদেরকে বারা'আ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট বসে বাঁশ/বেত বা হাড়ের প্রান্ত দ্বারা তাদের তালুতে (হাদীস) লিখতে দেখেছি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১৪৭; ইবনু আবী শাইবা ৯/৫১ নং ৬৪৮৯; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৪০৮; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ: ১০৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২১)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِحَدِيثٍ فَقُلْتُ أَكْتُبُهُ عَنْكَ قَالَ فَرَخَّصَ لِي وَلَمْ يَكُدْ إسناده صحيح

৫২১. হারুন ইবনু আনতারাহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর আমি বললাম: আমি আপনার থেকে এ হাদীসটি কি লিখে নিতে পারি? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি আমাকে (লিপিবদ্ধ করার) অনুমতি দিলেন এবং তিনি আমাকে (লিপিবদ্ধ করা হতে) বাধা দিলেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৫৫ নং ৬৫০৩; ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৪০৯ যার শব্দাবলী: "ইবনু আব্বাস হতে তিনি তাকে লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিলেন।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২২)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ قَالَ رَجَاءٌ فَكُنْتُ قَدْ نَسِيتُهُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَكْتُوبًا إسناده صحيح

৫২২. রাজা'আ ইবনু হাইওয়াত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিশাম ইবনু আব্দুল মালিক আমাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তার কর্মচারীর নিকট লিখে পাঠালেন। রাজা'আ বলেন, আমার নিকট সেটি লিখিত না থাকলে তো আমি সেটি ভুলেই যেতাম।[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু যুরআহ, তারীখ নং ৭৯৩; খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ: ১০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২৩)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ كَانَ يُسْأَلُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَيُكْتَبُ مَا يُجِيبُ فِيهِ بَيْنَ يَدَيْهِ

৫২৩. হিশাম ইবনুল গায বলেন যে, তিনি আতা ইবনু আবু রাবাহ'কে প্রশ্ন করতেন এবং তিনি উত্তরে যা বলতেন, সে তাঁর সামনেই সেগুলি লিখে নিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আমি এ স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২৪)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ رَأَى نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يُمْلِي عِلْمَهُ وَيُكْتَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ إسناده صحيح

৫২৪. সুলাইমান ইবনু মূসা থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনু উমারের মুক্ত দাস নাফি'কে দেখেছেন, তিনি তার ইলমকে (লিপিবদ্ধ করার) অনুমতি দিচ্ছেন আর তিনি তার সম্মুখেই লিপিবদ্ধ করছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু যুর'আহ, তারীখ নং ৭৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২৫)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ بِاللَّيْلِ فِي الْحَائِطِ فَإِذَا أَصْبَحَ نَسَخَهُ ثُمَّ حَكَّهُ إسناده صحيح

৫২৫. আল-মুবারক ইবনু সা'ঈদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সুফিয়ান রাতের বেলায় দেয়ালে হাদীস লিখে রাখতেন। আর যখন সকাল হতো, তখন তিনি সেটির অনুলিপি বানিয়ে নিতেন এবং (দেয়াল হতে) সেটি ঘষে তুলে ফেলতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্যত্র পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২৬)

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو غِفَارٍ الْمُثَنَّى بْنُ سَعْدٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ [ص: 140] حَدَّثَنِي فُلَانٌ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَهُ عُمَرُ قُلْتُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعَفَافَ وَالْعِيَّ عِيَّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ وَالْفِقْهَ مِنَ الْإِيمَانِ وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ وَيُنْقِصْنَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ وَإِنَّ الْبَذَاءَ وَالْجَفَاءَ وَالشُّحَّ مِنَ النِّفَاقِ وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا وَيُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ وَمَا يُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ إسناده صحيح

৫২৬. আউন ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমি উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহি.-কে বললাম: আমাকে অমুক ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন। আমি বললাম: তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় লজ্জা, পবিত্রতা/সংযম ও অক্ষমতা- ক্বলবের (অন্তরের) অক্ষমতা নয়, জবানের অক্ষমতা- এবং বুদ্ধিমত্তা (ফিকহ) ঈমানের অঙ্গ। এগুলো আখিরাত (এর নেয়ামত)-কে বৃদ্ধি করবে আর দুনিয়া (-এর ভোগ-সামগ্রী)-কে কমিয়ে দেবে। তবে আখিরাত (এর নেয়ামত) বৃদ্ধি পাওয়াই হলো সর্বাধিক (বৃদ্ধি)। অপরদিকে অশ্লীলতা, কঠোরতা ও কৃপণতা (বা লোভ) নিফাক (মুনাফিকী') হতে (উদ্ভূত)। আর এগুলো দুনিয়া (-এর ভোগ-সামগ্রী)-কে বাড়িয়ে দেবে এবং আখিরাত (এর নেয়ামত)-কে কমিয়ে দেবে। আর যা আখিরাতকে কমিয়ে দেয়, সেটাই হলো সর্বাধিক (কমতি)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: একই সনদে অন্য কোথাও আমি পাইনি। তবে অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন তাবারাণী, আল কাবীর ১৯/২৯ নং ৬৩; বুখারী, আল কাবীর ২/৮৮ ও ৭/১৮১; ফাসাওয়ী, মা'রেফাত ওয়াত তারীখ ১/৩১১; বাইহাকী, শাহাদাত ১০/১৯৪; আবু নুআইম, হিলইয়া ৩/১২৫; ইবনু আবিদ দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক্ব নং ৮৭- যঈফ সনদে। ইবনু আবী শাইবা ১৪/২১ নং ১৭৪২৩ অপর একটি যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২৭)

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمَعَهُ قِرْطَاسٌ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ مَعَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الْكِتَابُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي بِهِ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَعْجَبَنِي فَكَتَبْتُهُ فَإِذَا فِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ إسناده صحيح

৫২৭. আবু কিলাবাহ বলেন, উমার ইবনু আব্দুল আযীয যখন যুহরের সালাত আদায় করার জন্য আমাদের নিকট আসলেন, তখন তার সাথে ছিল একটি কাগজ। আবার যখন তিনি আসরের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট এলেন, তখনও সেই কাগজটি তার সাথেই ছিল। তখন আমি তাকে বললাম: হে আমীরুল মু'মিনীন! এ লেখা কাগজটি কিসের? তিনি বললেন: এটি একটি হাদীস যা আউন ইবনু আব্দুল্লাহ আমার নিকট বর্ণনা করেছিলেন এবং সেটি আমাকে মুগ্ধ/আনন্দিত করেছিল ফলে আমি সেটি লিখে নিয়েছিলাম। মূলত এখানে সেই হাদীসটিই রয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও আমি এটি পাইনি। পূর্বের হাদীসের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২৮)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعْدٍ قَالَ دَعَا الْحَسَنُ بَنِيهِ وَبَنِي أَخِيهِ فَقَالَ يَا بَنِيَّ وَبَنِي أَخِي إِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَرْوِيَهُ أَوْ قَالَ يَحْفَظَهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَلْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد

৫২৮. সুরাহবীল ইবনু সা'দ[1] বলেন: হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলেকে এবং তার ভাতিজাকে ডেকে বললেন: হে প্রিয় ছেলে এবং হে আমার ভাতিজা! তোমাদের এখন গোত্রের মধ্যে ছোট, অচিরেই তোমরা অন্যদের মধ্যে বড় হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা ইলম শিক্ষা কর। তবে যদি তোমাদের কেউ তা বর্ণনা করতে সক্ষম না হয় কিংবা- বর্ণনাকারী বলেন: মুখস্ত করতে সক্ষম না হয়, তবে সে যেনো সেটি লিখে রাখে এবং তা তার নিজ বাড়িতে রেখে দেয়।[2]

[1] এখানে রয়েছে সাঈদ (যেটি বিকৃতি)। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, শারাহবীল যঈফ রাবী। তাখরীজ:: খতীব, তাক্বয়ীদুল ইলম পৃ: ৯১; আরও দেখুন, ইবনু আব্দুল বারর, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৪৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫২৯)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهُ عَاصِمٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِ شَيْءٌ إسناده حسن من أجل عاصم ولكن الحديث صحيح

৫২৯. জারীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো ভাল কাজের রীতি প্রচলন করে আর তার পরবর্তীতে তা অনুসরণে আমল করা হয়, তবে তার কাজের সাওয়াব তো সে পাবেই, উপরন্তু যারা তার অনুসরণে এর উপর আমল করেছে, তাদের সমান সাওয়াবও সে পাবে। কিন্তু তাতে তার সাওয়াবের কোনো কমতি হবে না। আর যদি কেউ কোনো মন্দ কাজের রীতি প্রচলন করে তবে (তার নিজের পাপ এবং) যারা তার অনুসরণে এ কাজ করেছে, তাদের সকলের পাপ তার উপর বর্তাবে। কিন্তু এতে অনুসরণকারীদের নিজের পাপের কোনো কমতি হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান কিন্তু হাদীসটি সহীহ মুসলিমের সহীহ হাদীস। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ১০১৭; নাসাঈ ৫/৭৫-৭৭; তিরমিযী ২৬৭৫; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দমা ২০৩; আহমদ, ৪/৩৫৭-৩৫৯; ইবনু আবী শাইবা ৩/১০৯-১১০; তাবারাণী, ২৩৭৩, ২৩৭৪; বাইহাকী, ৪/১৭৫-১৭৬; তাহাবী, মুশকিলুল আছার ২৪৩; তায়ালিসী ৬৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩০)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى

ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا إسناده صحيح

৫৩০. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি (কাউকে) হেদায়েতের দিকে আহবান করে, তবে যে তার অনুসরণ করেছে, তার সমান সাওয়াব সেও পাবে। কিন্তু তাতে অনুসরণকারীর সাওয়াবের কোনো কমতি হবে না। আর যদি কেউ পথভ্রষ্টতার দিকে কাউকে আহবান করে তবে, যে তার অনুসরণ করেছে, তার সমান পাপ ঐ ব্যক্তির উপরও বর্তাবে। কিন্তু এতে অনুসরণকারীর নিজের পাপের কোনো কমতি হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ২৬৭৪, আবু দাউদ ৪৬০৯; তিরমিযী, ২৬৭৪; ইবনু মাজাহ, ২০৬; মুসনাদে আহমাদ ২/৩৯৭; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১০৯; সহীহ ইবনু হিব্বান ১১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩১)

أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَئُوا حَتَّى بَانَ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ السُّرُورُ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ إسناده صحيح

৫৩১. জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে দান-সাদাকা করার জন্য উৎসাহিত করলেন। কিন্তু লোকেরা সাদাকা দিতে বিলম্ব করছিল। এমনকি তাঁর চেহারায় রাগ (এর চিহ্ন) স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তারপর একজন আনসারী ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এলেন। এরপর লোকেরা তার অনুসরনে (দান করা) শুরু করলে তাঁর চেহারায় খুশীর চিহ্ন ফুটে উঠল। তখন তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি কোনো ভাল কাজের রীতি প্রচলন করে, তবে তার কাজের সাওয়াব তো সে পাবেই, উপরন্তু যারা তার অনুসরণে এর উপর আমল করছে, তাদের সমান সাওয়াবও সে পাবে। কিন্তু তাতে অনুসরণকারীদের সাওয়াবের কোনো কমতি হবে না। অপরদিকে যদি কেউ কোনো মন্দ কাজের রীতি প্রচলন করে তবে তার নিজের পাপ এবং যারা তার অনুসরণে এ কাজ করেছে, তাদের

সকলের পাপের সমান পাপ তার উপর বর্তাবে। কিন্তু এতে অনুসরণকারীদের নিজেদের পাপের কোনো কমতি হবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ২৬৭৪; এর বিস্তারিত তাখরীজ ৫২৯ নং এ গত হয়েছে। এটি আরও বর্ণনা করেছেন লালকাঈ, শারহু উসুলুল ই’তিকাদ নং ৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَعْظَمُكُمْ أَجْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ لِي أَجْرِي وَمِثْلَ أَجْرِ مَنْ اتَّبَعَنِي مرسل وإسناده صحيح

৫৩২. হাসান ইবনু আতিয়াহ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “কিয়ামতের দিন আমার সাওয়াব তোমাদের থেকে অধিক হবে। কেননা, আমার জন্য থাকবে আমার (আমলের) সাওয়াব এবং যারা আমার অনুসরণ করবে, তাদের সকলের সমান সাওয়াবও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুরসাল, তবে এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আমি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩৩)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ بِشْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا إِلَى أَمْرٍ وَلَوْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلًا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقُوفًا بِهِ لَازِمًا بِغَارِبِهِ ثُمَّ قَرَأَ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم

৫৩৩. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কাউকে কোনো একটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করে, এমনকি যদিও একজন লোক কোনো একজন লোককেও আহ্বান করে, তবে কিয়ামতের দিন সে তার জন্য থেমে থাকবে এবং তার কাঁধের সাথে জড়িয়ে থাকবে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) (অর্থ: এদেরকে থামাও কেননা, এদেরকে প্রশ্ন করা হবে।”) [সূরা সাফফাত ৩৭: ২৪][1]

[1] তাহক্বীক: এর সনদ যঈফ, লাইস বিন আবী সালীম এর কারণে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩৪)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ أَرْبَعٌ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعًا وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا الرَّجُلُ فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَالْبِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ إسناده صحيح إلى عبد الله ولكن مثله لا يقال بالرأي

৫৩৪. শা’বী হতে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: চারটি জিনিস (এর বিনিময়) মানুষ তার মৃত্যুর পরও পেতে থাকবে। তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ (এর সাওয়াব), যদি সে তা মৃত্যুর আগে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে থাকে। নেককার সন্তান যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দু’আ করতে থাকবে। কোনো উত্তম রীতি যা মানুষ প্রচলন করে থাকে আর লোকেরা তার মৃত্যুর পরেও তার উপর আমল করতে থাকে। আর যদি তার জন্য সুপারিশকারী লোকের সংখ্যা একশত জন হয়, তবে তার ব্যাপারে সুপারিশ কবুল করা হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এ সনদে অন্য কোথাও আমি পাইনি। তবে এর অনেক শাহিদ (সমর্থক) হাদীস রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩৫)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ جَهَدْنَا بِإِبْرَاهِيمَ حَتَّى أَنْ نُجْلِسَهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَأَبَى إسناده صحيح

৫৩৫. আ’মাশ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা ইবরাহীমকে একটি স্তম্ভের নিকট বসানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু তিনি (সেখানে বসতে) অস্বীকার করলেন।[1]

[1] এর কারণ হয়তো, তার সাথে সম্পৃক্ত করে এ খুঁটির নামকরণ করে বলা হবে, ‘সারিয়্যাতু ইবরাহীম’ তথা ইবরাহীম খুঁটি। ফলে তার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করবে, যেটি তিনি ভয় করেছেন। (দেখুন, ফাতহুল মান্নান, হা/৫৪৬ এর ব্যাখ্যা)। **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু যুর’আহ, তারীখ নং ১৯৯৭; ইবনু আবী শাইবা, ৯/১০২ নং ৬৬৮০। নিচের হাদীসটি দ্রষ্টব্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩৬)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى السَّارِيَةِ إسناده صحيح

৫৩৬. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেন, তিনি (বসার সময়) স্তম্ভের উপর ভর দিতে অপছন্দ করতেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৬/১৯০; পূর্ণ তাখরীজ দেখুন আগের হাদীসে।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩৭)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَبْتَدِئُ الْحَدِيثَ حَتَّى يُسْأَلَ إسناده صحيح

৫৩৭. মুগীরাহ বলেন: ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তিনি (নিজ থেকে) কখনো হাদীস বর্ণনা করা শুরু করতেন না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল জামি’ নং ৩৬২; ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৬/১৯২ হাসান সনদে। এখানে ইবরাহীমের সাথে আতা’ রাহি.-এর কথাও উল্লেখ আছে যে, তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তারা কখনো কথা বলতেন না।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كَانَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ الْجُعْفِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانُوا مُعْجَبِينَ بِهِ فَكَانَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ فَيُحَدِّثُهُمَا فَإِذَا كَثُرُوا قَامَ وَتَرَكَهُمْ إسناده صحيح

৫৩৮. খায়ছামা বলেন: হারিস ইবনু কায়িস আল-জু’ফী আব্দুল্লাহ’ রা: এর একজন সঙ্গী ছিলেন। তারা (লোকেরা) তার (হারিসের) প্রতি মুগ্ধ/ গর্বিত ছিলেন। এক-দু’জন লোক তার নিকট বসলে

তিনি সেই দু'জনের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। এরপর লোকজন অনেক বেশি হয়ে গেলে তিনি উঠে পড়তেন এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলে যেতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৫/২৭৩। এধরনের বক্তব্য তাউস ও অন্যান্যদের থেকেও বর্ণিত আছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৩৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قِيلَ لَهُ حِينَ مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ قَعَدْتَ فَعَلَّمْتَ النَّاسَ السُّنَّةَ فَقَالَ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبِي إسناده صحيح

৫৩৯. আলকামাহ বলেন, যখন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তাকে বলা হলো: আপনি যদি (লোকদের নিকট) বসতেন এবং লোকদেরকে সুন্নাত (হাদীস) শিক্ষা দিতেন, (তবে কতই না উত্তম হতো)! তখন তিনি বললেন: তোমরা কি চাও যে, আমার গোড়ালী পদদলিত করা হোক (আমার পিছনে সবসময় লোকদের ভীড় লেগেই থাকুক)?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৬/৬০; দেখুন আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ২৪; হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/১০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ عَنْتَرَةَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ أَتَيْنَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ لِنَتَحَدَّثَ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا وَنَحْنُ نَمْشِي خَلْفَهُ فَرَهَقَنَا عُمَرُ فَتَبِعَهُ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ قَالَ فَاتَّقَاهُ بِذِرَاعَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَصْنَعُ قَالَ أَوَ مَا تَرَى فِتْنَةً لِلْمَتْبُوعِ مَذَلَّةً لِلتَّابِعِ إسناده جيد

৫৪০. সুলাইম ইবনু হানযালাহ বলেন: আমরা উবাই ইবনু কা'ব রা: এর নিকট আসলাম যাতে আমরা তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করতে পারি। এরপর যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমরাও উঠে দাঁড়ালাম এবং তাঁর পিছে পিছে চলতে লাগলাম। এরপর উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদের নিকট

আসলেন এবং তিনি (উবাই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর অনুসরণ করলেন। এরপর উমার রা: তাঁকে বেত্রাঘাত করেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: তিনি তাঁর দু'বাহু দ্বারা নিজেকে রক্ষা করলেন। তখন তিনি (উবাই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এ কী আচরণ করছেন? তিনি বললেন: তুমি কি দেখছো না- অনুসৃত ব্যক্তি জন্য এটি একটি ফিতনা, আর অনুসরণকারীদের জন্য এটি একটি অবমাননাকর বিষয়?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, যাওয়াইদ আলা যুহদ লি ইবনুল মুবারক নং ৪৮; ইবনু আবী শাইবা, ৯/২০ নং ৬৩৬৬; বাইহাকী, যুহদুল কাবীর নং ৩০৩; খতীব, আল জামি' নং ৯৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ تُوطَأَ أَعْقَابُهُمْ إسناده صحيح

৫৪১. ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তাদের গোড়ালী পদদলিত করা হোক (লোকেরা দলে দলে তাদের অনুসরণ করুক) - এটাকে তারা অপছন্দ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১৫৮; ইবনু আবী শাইবা, ৮/৬৪২ নং ৫৮৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪২)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِذَا مَشَى مَعَهُ الرَّجُلُ قَامَ فَقَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا وَإِنْ عَادَ يَمْشِي مَعَهُ قَامَ فَقَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ إسناده صحيح

৫৪২. বিসতাম ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে যখন কোনো লোক হেঁটে যেতো, তিনি তখন থেমে পড়তেন এবং তাকে বলতেন: আমার নিকট তোমার কোনো প্রয়োজন আছে কি? যদি সে ব্যক্তির কোনো প্রয়োজন থাকত, তবে তিনি তা মিটিয়ে

দিতেন। এরপরও যদি সে পুনরায় তাঁর সাথে হাঁটতে থাকতো, তিনি আবার থেমে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতেন: আমার নিকট তোমার কোনো প্রয়োজন আছে কি?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُوطَأَ أَعْقَابُكُمْ إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة ميمون الأعور

৫৪৩. হামযা হতে বর্ণিত, ইবরাহীম বলতেন: ‘সাবধান! তোমাদের গোড়ালীগুলিকে যেনো পদদলিত করা না হয়। (অর্থাৎ লোকেরা তোমার অনুসরণ করবে- এমন অবস্থা থেকে দূরে থাকো)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, আবী হামযাহ যঈফ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪৪)

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ أَنَّهُ رَأَى أُنَاسًا يَتْبَعُونَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ فَأُرَاهُ قَالَ نَهَاهُمْ وَقَالَ إِنَّ صَنِيعَكُمْ هَذَا أَوْ مَشْيَكُمْ هَذَا مَذَلَّةٌ لِلتَّابِعِ وَفِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ إسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة والهيثم بن حبيب الصيرفي

৫৪৪. আসিম ইবনু যামরাহ হতে বর্ণিত, তিনি লোকদেরকে সাঈদ ইবনু জুবাইরের পেছনে পেছনে চলতে দেখলেন। তিনি বলেন: এরপর আমি তাকে (তার অনুসরণ করা থেকে) তাদেরকে নিষেধ করতে দেখলাম। আর তিনি বললেন: তোমাদের এ কর্ম কিংবা তোমাদের এ (অনুসরনে) পথচলা অনুসরণকারীর জন্য অবমাননাকর বিষয় এবং যাকে অনুসরণ করা হচ্ছে তার জন্য এটি একটি ফিতনা স্বরূপ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ৯৩২; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১২৩;ইবনু আবী শাইবা ৯/১৯ নং ৬৩৬৪; বাইহাকী, আয যুহদ নং ৩০৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَسْوَدَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ شَاوَرْتُ مُحَمَّدًا فِي بِنَاءٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبْنِيَهُ فِي الْكَلَّاءِ قَالَ فَأَشَارَ عَلَيَّ وَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَسَاسَ الْبِنَاءِ فَآذِنِّي حَتَّى أَجِيءَ مَعَكَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَمْشِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَمَشَى مَعَهُ فَقَامَ فَقَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ قَالَ لَا قَالَ أَمَّا لَا فَاذْهَبْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ أَنْتَ أَيْضًا فَاذْهَبْ قَالَ فَذَهَبْتُ حَتَّى خَالَفْتُ الطَّرِيقَ إسناده صحيح

৫৪৫. ইবনু আউন বলেন: আমি একটি ঘর নির্মাণের ব্যাপারে মুহাম্মাদের নিকট পরামর্শ চাইলাম, আমার ইচ্ছা সেটা আমি পশুদের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য নির্মাণ করব। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: তখন তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন: তুমি যখন নির্মাণকাজের ভিত্তিস্থাপন করবে, তখন আমাকে ডাকবে তাহলে আমি তোমার সাথে আসব। তিনি বলেন: তারপর আমি তার নিকট এলাম। তিনি বলেন: যখন আমরা চলতে লাগলাম তখন একটি লোক এসে তার সাথে সাথে হেঁটে চললো। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে লোকটিকে বললেন: আমার নিকট তোমার কি কোনো প্রয়োজন রয়েছে? লোকটি বলল: না। তিনি বললেন: যখন কোনো প্রয়োজন নেই, তাই তুমি চলে যাও। তারপর তিনি আমার নিকট এসে বললেন: তুমিও চলে যাও। তিনি বলেন: ফলে আমি অন্য রাস্তা দিয়ে চলে গেলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীস নং ৫৪২ নং দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪৬)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ نُسَيْرٍ أَنَّ الرَّبِيعَ كَانَ إِذَا أَتَوْهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكُمْ يَعْنِي أَصْحَابَهُ إسناده صحيح

৫৪৬. নুসাইর হতে বর্ণিত, রবী’আ যখনই তার নিকট আসতেন, তিনি বলতেন: আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অর্থাৎ তার সাথীদের ।[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১২৯; নুয়াইম ইবনু হাম্মাদ, যাওয়াইদু আলাল যুহদ লি ইবনুল মুবারক নং ৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪৭)

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجَاءٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تُحَدِّثُ أَصْحَابَكَ قَالَ أَخَافُ أَنْ أَقُولَ لَهُمْ مَا لَا أَفْعَلُ في إسناده رجاء الأنصاري وهذا إسناد ضعيف

৫৪৭. আব্দুর রহমান ইবনু বিশর বলেন: আমরা খাব্বাব ইবনু আরাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট ছিলাম। তখন তার নিকট তার সাথীরা একত্রিত হলে তিনি চুপ করে রইলেন। তখন তাকে বলা হলো: আপনি কি আপনার সাথীদের নিকট হাদীস বর্ণনা করবেন না? তিনি উত্তরে বলেন: আমার আশঙ্কা যে, আমি হয়তো তাদের এমন কিছু বলব, যা আমি আমল করি না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যায়ের। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১৬ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْ عَمَلِي كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ إسناده صحيح

৫৪৮. সালিহ বলেন: আমি শা’বীকে বলতে শুনেছি: আমি পছন্দ করি যে, আমি আমার ইলমী জিম্মাদারী হতে মুক্ত থাকি সমানে সমানে- যেন আমার পক্ষে (সুপারিশকারী হিসেবে)ও নয়, আবার আমার বিপক্ষে (বিবাদী হিসেবে)ও নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মা’রিফাহ ২/৫৯২; ইবনু আব্দুল বারর, জামি’র টীকায়।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৪৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِي وَنَاسٌ يَطَئُونَ عَقِبَهُ فَقَالَ لَا تَطَئُوا عَقِبِي فَوَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابِي مَا تَبِعَنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ

رجاله ثقات غير أنه منقطع الحسن لم يدرك ابن مسعود. وابن عون هو: عبد الله

৫৪৯. হাসান হতে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন হেঁটে যেতেন তখন লোকেরা তার গোড়ালী মাড়াতো (পিছে পিছে চলতো)। তখন তিনি তাদের বলেন: তোমরা আমার গোড়ালী মাড়িও না (আমার পিছে পিছে চলো না)। আল্লাহ'র কসম! তোমরা যদি জানতে আমার প্রবেশ পথের মধ্যে কতকিছু আটকে রেখেছি (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ পাপ), তবে তোমাদের একজন লোকও আমার অনুসরণ করতে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এটি মুনকাতি'। হাসান ইবনু মাসউদের সাক্ষাৎ পাননি। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/২০ নং ৬৩৬৫; হাকিম ৩/৩১৬ সকলেই মুনকাতি' সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ مَذَلَّةٌ لِلتَّابِعِ إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد

৫৫০. সাঈদ ইবনু জুবাইর বলেন: "যাকে অনুসরণ করা হচ্ছে তার জন্য এটি একটি ফিতনা স্বরূপ এবং অনুসরণকারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়"।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, মুহাম্মাদ ইবনু হামীদ যঈফ। তাখরীজ: এর তাখরীজ ৫৪৪ নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫১)

أَخْبَرَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُمَيٍّ قَالَ مَشَوْا خَلْفَ عَلِيٍّ فَقَالَ عَنِّي خَفْقَ نِعَالِكُمْ فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِقُلُوبِ نَوْكَى الرِّجَالِ إسناده صحيح

৫৫১. উমাই বলেন: তারা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র পিছনে পিছনে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন: তোমরা (আমার পিছনে) জুতা খটখট করা হতে বিরত হও, কেননা, এটি অজ্ঞ লোকদের অন্তরের জন্য একটি ধ্বংসের কারণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বারর, জামি' নং ৮৯৯ এর পার্শ্বটীকায় উল্লেখ করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫২)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ إِنَّ خَفْقَ النِّعَالِ حَوْلَ الرِّجَالِ قَلَّ مَا يُلَبِّثُ الْحَمْقَى إسناده صحيح

৫৫২. হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলতেন: লোকদের পিছনে জুতা খটখটানী কদাচিতই নির্বোধকে (জ্ঞান বৃদ্ধি করা থেকে) [1] মন্থর করে দেয়।[2]

[1] يُلَبِّثُ الْحَمْقَى অর্থ: তা নির্বোধকে তার জ্ঞান বৃদ্ধি করা হতে মন্থর করে। [মুহাক্কিক] [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ৯৩৪; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৭/১/১২২ সহীহ সনদে; দেখুন যিয়াদাতু নুয়াইম ইবনু হাম্মাদ আলা যুহদ ইবনুল মুবারক নং ৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتِبُ حَدَّثَنَا قَاسِمُ هُوَ ابْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ أَوْ الرَّجُلَانِ قَامَ فَتَنَحَّى إسناده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن أبي سليم

৫৫৩. তাউস রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তার নিকট এক-দু'জন লোক বসত, তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং (তাদের নিকট থেকে) দূরে সরে যেতেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কারণ লাইছ যঈফ। তাখরীজ: (কোনো তাখরীজ মুহাক্কিক দেননি। তবে একই বিষয় হারিস ইবনু কায়েস হতে হাদীস ৫৩৮ নং এ; এবং আবুল

আলীয়া হতে ইবনু আবী শাইবা ৯/২০ নং ৬৩৬৭; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, যাওয়াইদ আলা যুহদ লি আহমদ নং ১২০৮; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৪০ এ বর্ণিত হয়েছে।- ফাতহুল মান্নান, ৫৪৮ নং হাদীসের টীকা।);

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫৪)

أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش والحديث صحيح

৫৫৪. আবু বারযা’ আল-আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “কিয়ামত দিবসে কোনো বান্দার পা ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে: কোন্ কাজে তার জীবন অতিবাহিত করেছে এবং ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে এবং তার ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে এবং তা কোথায় ব্যয় করেছে; এবং তার দেহ কোন্ কাজের মধ্য দিয়ে জীর্ণ করেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান আবী বাকর ইবনু আয়াশ এর কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৪৩৪ এ এর শাহিদ সহ বিস্তারিত তাখরীজ করেছি। এটি আরও বর্ণিত হয়েছে, তাবারাণী, আওসাত ৩/১০৫ নং ২২১২ অভিযুক্ত সনদে। (তিরমিযী, ২৪১৯ তিনি বলেন: হাদীস হাসান সহীহ; আবু ইয়ালা ৭৪৩৪; বাইহাকী, আল মাদখাল নং ৪৯৪; মিযযী, তাহযীবুল কামাল ১০/৫১৮; খতীব, ইকতিদাউল ইলম পৃ: ১৭-১৮ নং ১; আজুরী, আখলাকুল উলামা ১৩৫পৃ:; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ১০/২৩২।- মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্ব, মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৪৩৪ ও ফাতহুল মান্নান নং ৫৬৪ এর টীকা।); পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ حَدَّثَنِي فُلَانٌ الْعُرَنِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَا يَدَعُ اللَّهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَسْأَلَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَمَّا أَفْنَوْا فِيهِ أَعْمَارَهُمْ وَعَمَّا أَبْلَوْا فِيهِ أَجْسَادَهُمْ وَعَمَّا كَسَبُوا فِيمَا أَنْفَقُوا وَعَمَّا عَمِلُوا فِيمَا عَلِمُوا إسناده ضعيف فيه جهالة

৫৫৫. মু’য়ায ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: কিয়ামত দিবসে যেদিন মানুষ বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে, সেদিন আল্লাহ বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়বেন না, যতক্ষণ না তাদেরকে চারটি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন: কোন্ কাজে তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করেছে, তাদের দেহগুলিকে কোন্ কাজের মধ্য দিয়ে তারা জীর্ণ করেছে, তারা কী উপার্জন করেছে আর কোন্ কাজে তা ব্যয় করেছে. আর তাদের ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এতে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। পরের টীকাটি দেখুন। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا وَضَعَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ إسناده ضعيف وهوموقوف

৫৫৬. মু’য়ায ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে কোনো বান্দার পা দু’টি ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে: কোন্ কাজে তার জীবন অতিবাহিত করেছে এবং তার দেহ কোন্ কাজের মধ্য দিয়ে জীর্ণ করেছে, তার ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে আর তা কোথায় ব্যয় করেছে এবং ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আর এটি মাওকুফ। তাখরীজ: মুরসাল হিসেবেও এটি বর্ণনা করেছেন বাযযার, কাশফুল আসতার ৪/১৫৮ নং ৩৪৩৮; খতীব, ইকতিদাউল ইলম নং ৩; এর সনদও যঈফ। এছাড়া বাযযার নং ৩৪৩৭; খতীব, ইক্বতিদাউল ইলম নং ২; তারীখ বাগদাদ ১১/৪৪১-৪৪২; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৭৮৫; তামাম, ফাওয়াইদ নং ১৪৮০ অপর সনদে মুয়ায ইবনু জাবাল রা: হতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন....। এ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ قَالَ لِي طَاوُسٌ مَا تَعَلَّمْتَ فَتَعَلَّمْ لِنَفْسِكَ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُمُ الْأَمَانَةُ إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم

৫৫৭. লাইছ বলেন, আমাকে তাউস রাহিমাহুল্লাহ বলেন: তুমি যে জ্ঞানই শিক্ষা করবে, তা কেবল নিজের (আমলের) জন্যই শিক্ষা করবে। কেননা, লোকদের মাঝ থেকে আস্থা (‘আমানত’) উঠে গেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছ ইবনু আবী সালীম যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১৩/৫১০ নং ১৭০৮৬; রমহরমুযী নং ৭০৪; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/১১; ইবনু আব্দুল বারর, জামি’ বায়ানুল ইলম নং ৮৮৪, ১১৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫৮)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَالنَّاسِكُ إِذَا نَسَكَ لَمْ يُعْرَفْ مِنْ قِبَلِ مَنْطِقِهِ وَلَكِنْ يُعْرَفُ مِنْ قِبَلِ عَمَلِهِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ إسناده صحيح

৫৫৮. হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি লোকদেরকে (এমন অবস্থায়) পেয়েছি, কোন ইবাদতগুজার লোক যখন ইবাদত করে, তাকে তার কথা দ্বারা চেনা যায় না; বরং তাকে চেনা যায় তার আমল দ্বারা। আর এটিই হলো উপকারী ইলম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৫৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ إسناده صحيح

৫৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিন বলেন: “আমার নিকট থেকে একটি শিক্ষা (আয়াত) হলেও তা তা প্রচার করবে। বনী ইসরাঈলের থেকে বর্ণনা করতে পার, এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার উপর স্বেচ্ছায় মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামকে তার আবাস-ঠিকানা বানিয়ে নেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ৩৪৯১; তিরমিযী ২৬৭১; আহমদ, ২/১৫৯, ২০২; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ৬/১০৯ নং ১০১৫৭; তাহাবী, মুশকিলুল আছার ১/৪০, ১৬৯; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৪৫; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১৩/১৫৭; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১/২৪৩ নং ১১৩; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৬/৭৮; কুদায়ী, মুসনাদুশ শিহাব নং ৬৬২ সংক্ষেপে প্রথম অংশ; ইবনু আব্দুল বারর, জামি’ বায়ান নং ১৪৮৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬২৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬০)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ أَبُو عِيسَى الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَغْلِبُونَا عَلَى ثَلَاثٍ أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ

إسناده ضعيف لانقطاعه القاسم بن عوف لم يدرك أبا ذر

৫৬০. আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনটি বিষয়ে যেন আমরা পরাভূত না হই: আমরা যেন ভাল কাজের আদেশ করি এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করি এবং লোকদেরকে যেন সুন্নাত শিক্ষা দিতে থাকি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইনকিতা’র (বিচ্ছিন্নতার) কারণে। কাসিম ইবনু আউফ আবু যার-এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তাখরীজ: আহমদ ৫/১৬৫; বাইহাকী, আল ই’তিকাদ পৃ: ১৫৪ অজ্ঞাত সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ كَانَ أَبُو أُمَامَةَ إِذَا قَعَدْنَا إِلَيْهِ يَجِيئُنَا مِنَ الْحَدِيثِ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَيَقُولُ لَنَا اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا وَبَلِّغُوا عَنَّا مَا تَسْمَعُونَ قَالَ سُلَيْمٌ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُشْهِدُ عَلَى مَا عَلِمَ إسناده صحيح

৫৬১. সুলাইম ইবনু আমির বলেন, আমরা আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট বসা অবস্থায় তিনি যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তিনি আমাদেরকে বলতেন: তোমরা (ভাল করে) শোনো, বুঝে নাও এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমরা যা শুন, তা প্রচার কর।

সুলাইম বলেন: সেই স্থান, যেখানে সে যা জানল, সেই ব্যাপারে সেটি সাক্ষ্য প্রদান করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারানী, আল কাবীর ৮/১৭৮ নং ৭৬৭৩; ইবনু আব্দুল বার, আল জামি' নং ৭২৬; এর পূর্ণ তাখরীজ আমরা দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬০১ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى وَقَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَسْتَفْتُونَهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ تُنْهَ عَنِ الْفُتْيَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَقِيبٌ أَنْتَ عَلَيَّ لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لَأَنْفَذْتُهَا إسناده ضعيف

৫৬২. আবু কাছীর বলেন, আমার পিতা বলেন: আমি আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গেলাম। তিনি মধ্য জামরার নিকট বসে ছিলেন আর তার নিকট লোকেরা এসে জড়ো হয়ে তাকে প্রশ্ন করা শুরু করেছে। তখন এক ব্যক্তি[1] এসে তার নিকট জানতে চাইলেন এবং বললেন: আপনাকে কি ফতোয়া দেয়া হতে নিষেধ করা হয়নি? তখন তিনি তাঁর দিকে মাথা তুলে তাকালেন এবং বললেন, আপনি আমার উপর (নিযুক্ত) তত্ত্বাবধায়ক নাকি? আপনারা যদি এখানে তরবারী ঝুলিয়ে রাখুন- বলে তিনি তার ঘাড়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন- আর আমার মনে হয় যে, আপনারা আমাকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা একটি কথাও বাস্তবায়ন করতে পারবো, তবে অবশ্যই আমি তা বাস্তবায়ন করবো।[2]

[1] তিনি ছিলেন খলীফা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু- ফাতহুল মান্নান হা/৫৭২ এর ব্যাখ্যা দ্র:। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** (ইমাম দারানী (রহঃ) বলেন,) এর সনদ আমার মতে যঈফ। আবু কাছীর এর পিতাকে আমি চিনি না। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ১/১৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ يَا أَبَا الْعَالِيَةِ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مُفْتِيًا فَقُلْتُ لَا وَلَكِنْ لَا آمَنُ أَنْ تَذْهَبُوا وَنَبْقَى فَقَالَ صَدَقَ أَبُو الْعَالِيَةِ إسناده صحيح

৫৬৩. আবুল আলীয়া বলেন: আমি ইবনু আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে কোনো একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: হে আবুল আলীয়া! তুমি কি মুফতী হতে চাও? তখন আমি বললাম, না। কিন্তু আমি এ আশংকা থেকে মুক্ত নই যে, আপনারা চলে যাবেন আর আমরা রয়ে যাব। তখন তিনি বলেন: আবুল আলীয়া সত্যই বলেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এ হাদীসটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَبِيدَةُ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ كُلَّ خَمِيسٍ فَيَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ غَابَ عَنْهَا فَكَانَ عَامَّةُ مَا يُحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِمَّا يَسْأَلُهُ عَبِيدَةُ عَنْهُ إسناده صحيح

৫৬৪. ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: উবাইদুল্লাহ প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট আসতেন এবং অনেক অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। তারপর উবাইদুল্লাহ যে সকল বিষয়ে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করতেন, লোকেরা সেগুলো আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট হতে মুখস্ত রাখতে পারতো না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৯/৪৬ নং ৬৪৬৯; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৬/১২৪ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬৫)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا غَسَّانُ هُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُونِي أَفْلَسْتُمْ إسناده صحيح

৫৬৫. সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ বলেন: আমি ইকরিমাহ রাহি.-কে বলতে শুনেছি: তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আমাকে প্রশ্ন করছো না? তাহলে তো তোমরা (ইলমের দিক দিয়ে) নিঃস্ব হয়ে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৯/৪৫-৪৬ নং ১০৭০; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ান নং ৭৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتِبُ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْعِلْمُ خَزَائِنُ وَتَفْتَحُهَا الْمَسْأَلَةُ عامر بن صالح هو ابن عبد الله بن عروة متروك الحديث

৫৬৬. ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইলম হলো বিশাল খাযানাসমূহ' (ধনভাণ্ডার), যার প্রবেশ দ্বার হলো প্রশ্ন করা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আমির ইবনু সালিহ হলেন ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উরওয়াহ, তিনি মাতরুকুল হাদীস বা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত রাবী। অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মা'রেফাহ ১/৬৩৪; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/৩৬২; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ান নং ৫৩৪ যঈফ সনদে, আর মুহাক্কিক উসতায আবুল ইশবাল যুহাইরী জামি'র তাহক্বীক্বে একে হাসান বলে ভুল করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬৭)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ إسناده صحيح

৫৬৭. জারীর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম বলেন: যে (প্রশ্ন করতে) লজ্জা পায়, তার ইলমও কম হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬৮)

وَوَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ إسناده صحيح

৫৬৮. শা'বী বলেন: যে (প্রশ্ন করতে) লজ্জা পায়, তার ইলমও কম হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটিও আমি অন্যত্র পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৬৯)

وَعَنْ ضَمْرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ اسناد ضعيف حفص ابن عمر الشامي مجهول

৫৬৯. হাফস ইবনু উমার বলেন, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: যে (প্রশ্ন করতে) লজ্জা পায়, তার ইলমও কম হয়। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, হাফস ইবনু উমার মাজহুল বা অজ্ঞাত পরিচয়। অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: এটিও আমি অন্যত্র পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭০)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَا يَتَعَلَّمُ مَنْ اسْتَحْيَا وَاسْتَكْبَرَ إسناده ضعيف فيه جهالة

৫৭০. মুজাহিদ বলেন: যে লোক লজ্জা করে এবং অহংকার করে, সে ইলম শিক্ষা করতে পারে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, এতে জাহালত বা রাবীর পরিচয়হীনতা রয়েছে। তবে (আবূ নুয়াইম মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার সনদ সহীহ। তাখরীজ দেখুন,- অনুবাদক) তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/২৮৭ অপর একটি সহীহ সনদে; কাযী আয়ায আল ইলমা' পৃ: ৫৩; বুখারী তা'লীক হিসেবে, 'ইলমের ব্যাপারে লজ্জা করা' অনুচ্ছেদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَنِيهِ فَيَقُولُ يَا بَنِيَّ تَعَلَّمُوا فَإِنْ تَكُونُوا صِغَارَ قَوْمٍ فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ وَمَا أَقْبَحَ عَلَى شَيْخٍ يُسْأَلُ لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ إسناده صحيح

৫৭১. হিশাম ইবনু উরওয়াহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি তার ছেলেদেরকে একত্রিত করে বলতেন: হে আমার পুত্রগণ! তোমরা ইলম শিক্ষা কর। কারণ, যদিও তোমরা এখন ক্বওমের মধ্যে ছোট আছো। কিন্তু অচিরেই তোমরা অন্যদের থেকে বড় হয়ে যাবে। একজন বয়স্ক লোকের জন্য এর চেয়ে নিকৃষ্টতর আর কিছু নেই যে, তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে কিন্তু সেই বিষয়ে তার জানা নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: রমহারমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৬৮; ইয়া'কুব আল ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ১/৫৫১ সহীহ সনদে; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানুল ইলম নং ৪৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭২)

أخبرنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن إسناده صحيح

৫৭২. ইকরিমাহ বলেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা আমার দুই পায়ে বেড়ি পরাতেন এবং (এভাবে) আমাকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আল ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/৫; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ১৭২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ تَرَأَّسَ سَرِيعًا أَضَرَّ بِكَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ وَمَنْ لَمْ يَتَرَأَّسْ طَلَبَ وَطَلَبَ حَتَّى يَبْلُغَ إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد

৫৭৩. ইয়াহইয়া ইবনু যুরাইছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুফিয়ান রাহি.-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি দ্রুত নেতা হয়ে যায়, সে ইলমের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আর যে নেতা না হয়, সে ইলম তালাশ করতে থাকে, এভাবে এমনকি সে (একসময় পূর্ণতায়) উপনীত হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, মুহাম্মদ ইবনু হামীদ যঈফ। তাখরীজ: আমি এ শব্দে এটি পাইনি; অনুরূপ বর্ণনা করেছেন বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৬৭০ যার সনদও যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ عِلْمٌ لَا يُقَالُ بِهِ كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ إسناده صحيح

৫৭৪. সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: যে ইলম বর্ণনা করা হয় না, তা সেই পুঞ্জীভূত সম্পদের মতো যা হতে ব্যয়/দান করা হয় না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১৩/৩৩৪ নং ১৬৫১৪; আবু খায়ছামাহ, আল ইলম নং ১২ সহীহ সনদে; আর এর শাহিদ আবু হুরাইরা রা: বর্ণিত হাদীস যা পরবর্তীতে আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭৫)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن مسلم الهجري

৫৭৫. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ইলম দ্বারা উপকার লাভ করা হয় না, তার দৃষ্টান্ত সেই পুঞ্জীভূত সম্পদের মতো যা থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা ইবরাহীম ইবনু মুসলিম আলহিজরী যঈফ। তবে পূর্বের আছারটি (এবং নিম্নে উল্লেখিত শাহিদ হাদীসসমূহ) একে শক্তিশালী করে। (তবে এর নিম্নলিখিত শাহিদসমূহের মধ্যে ইবনু আব্দুল বাররা কর্তৃক সংকলিত ইবনু উমারের হাদীসটির সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজে বিস্তারিত।-অনুবাদক) তাখরীজ: আহমাদ ২/৪৪৯; বাযযার ১/১০০ নং ১৭৬; তাবারানী, আল আওসাত নং ৬৯৩ (মাজমাউল বাহরাইন নং ২২৯); আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১৬২; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ৭৭৪, ৭৭৭ সকলেই যঈফ সনদে। (আবু আসিম বলেন: এ অনুচ্ছেদে আবু হুরাইরা, ইবনু উমার, ইবনু মাসউদ থেকে মারফু’ হিসেবে এবং ইবনু আব্বাস হতে তার বক্তব্য হিসেবে হাদীস বর্ণিত আছে।) ইবনু উমার রা: এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্দুল বার, আল জামি’ ১/১৪৮ এর সনদ জাইয়্যেদ জাইয়্যেদ; ইবনু মাসউদ রা: এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কুদায়ী, মুসনাদুশ শিহাব ১/১৮০ নং ২৬৩ যঈফ সনদে; ইবনু আব্বাস রা: এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার বক্তব্য হিসেবে, বাইহাকী, আল-মাদখাল /৩৪৮, নং ৫৭৮। - ফাতহুল মান্নান হা/৫৮৪ এর টীকা - অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭৬)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَمِّهِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ سَلْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّ الْعِلْمَ كَالْيَنَابِيعِ يَغْشَاهُنَّ النَّاسُ فَيَخْتَلِجُهُ هَذَا وَهَذَا فَيَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّ حِكْمَةً لَا يُتَكَلَّمُ بِهَا كَجَسَدٍ لَا رُوحَ فِيهِ وَإِنَّ عِلْمًا لَا يُخْرَجُ كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ كَمَثَلِ رَجُلٍ حَمَلَ سِرَاجًا فِي طَرِيقٍ مُظْلِمٍ يَسْتَضِيءُ بِهِ مَنْ مَرَّ بِهِ وَكُلٌّ يَدْعُو لَهُ بِالْخَيْرِ إسناده ضعيف ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس

৫৭৬. মুসা ইবনু ইয়াছার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবু দারদা’আ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, ইলম কুপসমূহের ন্যায়, যেগুলো মানুষ ঢেকে রাখে। এরপর তা তাকে এই এইভাবে আন্দোলিত/অভিভূত

করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে অনেক লোককে উপকৃত করেন। আর যে হিকমাত (জ্ঞানের কথা) আলাপ-আলোচনা করা হয় না, তা প্রাণহীন দেহের মতো। যে ইলম বর্ণনা করা হয় না, তা সেই ধনভাণ্ডারের মতো যা থেকে ব্যয় করা হয় না। আলিমের উপমা হচ্ছে অন্ধকার পথে একজন আলোকবর্তিকাবাহী লোকের মতো, যে ব্যক্তিই তাকে অতিক্রম করে, সেই তার আলো পায়। আর প্রত্যেকেই তার জন্য কল্যাণের দু'আ করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; ইবনু ইসহাক 'আন 'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস। আবার এতে মুসা ইবনু ইয়াসার ও সালমান রা: এর মাঝে ইনিকিতা'ও রয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১৩/৩৩৪-৩৩৪ নং ১৬৫১৫ বিচ্ছিন্ন সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثُ خِلَالٍ صَدَقَةٌ تَجْرِي بَعْدَهُ وَصَلَاةُ وَلَدِهِ عَلَيْهِ وَعِلْمٌ أَفْشَاهُ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إسناده صحيح

৫৭৭. ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: মানুষের মৃত্যুর পর তিনটি প্রিয় জিনিস তার অনুসরণ করে: এমন সাদকাহ যা তার (মৃত্যুর) পরেও চালু থাকে, তার জন্য তার সন্তানের দু'আ এবং যে ইলম সে বিস্তার করে গিয়েছে, যার উপর লোকেরা তার (মৃত্যুর) পরও আমল করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ, আর তা মাওকুফ তথা ইবরাহীমের বক্তব্য। তাখরীজ: এটি আমি অন্য কোথাও পাইনি। পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭৮)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ صَدَقَةٍ تَجْرِي لَهُ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ إسناده صحيح

৫৭৮. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি জিনিস বাদে: এমন জ্ঞান

যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, যে সাদাকাহ (দান) তার জন্য চালু থাকে এবং নেককার সন্তান যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ১৬৩১; আহমদ ২/৩৭২ নং ৮৮৩৩; তিরমিযী ১৩৭৬; নাসাঈ ৩৬৫১; আবু দাউদ ২৮৮০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৭৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ الْمُزَنِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ حِينَ قَدِمَ الْبَصْرَةَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُعَلِّمُكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ وَسُنَّتَكُمْ وَأُنَظِّفُ طُرُقَكُمْ إسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري

৫৭৯. হাসান রাহি. হতে বর্ণিত, যখন আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বাসরায় আগমন করেন, তখন তিনি বলেন: উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে তোমাদের রবের কিতাব ও তোমাদের (নবী'র) সুন্নাত শিক্ষা দেই এবং তোমাদের পন্থাসমূহ পরিষ্কার-পরিশুদ্ধ করে দেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, হাসান বাসরী 'আন 'আন পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। (তবে শব্দের হেরফের সহ অনুরূপ হাদীস সহীহ সনদে সংকলন করেছেন ইমাম হাকিম, তার মুসতাদরাক ১/৫৬৭ নং ২০৮৪ তে। সেখানে বাসরার পরবর্তে ইয়ামানের কথা এসেছে।- অনুবাদক) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/৬৭০ নং ৫৯৭৪ মুনকাতি' সনদে। (তবে এর সহীহ শাহিদ হাদীস রয়েছে যা ইমাম হাকিম মুসতাদরাক ১/৫৬৭ নং ২০৮৪ তে আবূ মূসা রা: হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়ায রা: এবং আবূ মূসা রা: কে ইয়ামানে পাঠান এবং লোকদেরকে কুরআন শিক্ষাদান করতে নির্দেশ দেন।" ইমাম হাকিম ও যাহাবী এটিকে বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন।-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ سَخْبَرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى هذا إسناد فيه محمد بن حميد وهو ضعيف

৫৮০. সাখবারাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে, তা তার বিগত জীবনের (পাপের) জন্য কাফফারা হয়ে যায়।[1]

[1] এর সনদ যঈফ, কেননা মুহাম্মদ ইবনু হামীদ যঈফ। এবং অন্ধ আবী দাউদ মাতরুক বা পরিত্যক্ত রাবী, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছেন। (তিরমিযী বলেন: এর সনদ যঈফ।) তাখরীজ: তিরমিযী, ২৬৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ لَقَدْ أَقَمْتُ فِي الْمَدِينَةِ ثَلَاثًا مَا بِي حَاجَةٌ إِلَّا وَقَدْ فَرَغْتُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ رَجُلًا كَانُوا يَتَوَقَّعُونَهُ كَانَ يَرْوِي حَدِيثًا فَأَقَمْتُ حَتَّى قَدِمَ فَسَأَلْتُهُ إسناده صحيح

৫৮১. আবু কিলাবাহ বলেন: আমি তিনদিন যাবত মদীনায় অবস্থান করে আমার সমস্ত প্রয়োজন শেষ করলাম। কিন্তু (জানতে পারলাম) তারা একটি লোকের জন্য প্রতীক্ষায় ছিল, যে একটি হাদীস বর্ণনা করবে। ফলে সেই লোকটি না আসা পর্যন্ত আমি (সেখানে) থেকে গেলাম এবং সে এলে আমি তাকে সেটি জিজ্ঞেস করলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ১১২; খতীব, আর রিহলাতু ফী তলাবিল ইলম নং ৫৩, ৫৪ এবং 'আল জামি' নং ১৭৫২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮২)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ لَأَرْكَبُ إِلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ لِأَسْمَعَهُ إسناده ضعيف الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مشهور بالتدليس

৫৮২. ইবনু জাবির বলেন: আমি বুসর ইবনু উবাইদুল্লাহকে বলতে শুনেছি: আমি শুধুমাত্র একটি হাদীস শোনার জন্য শহরের পর শহরও ভ্রমণ করতে হতো, তবুও আমি সেটি শুনতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, এতে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম 'আন 'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, আর সে মুদাল্লিস হিসেবে মাশহুর (খ্যাত)। তাখরীজ: আল ফাসাওয়ী, আল

মা’রেফাতু ওয়াত তারীখ ৩/৩৮৬; খতীব, আর রিহলাতু ফী তলাবিল হাদীস নং ৫৭; ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ৫৭৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮৩)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ كُنَّا نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَرْضَ حَتَّى رَكِبْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَسَمِعْنَاهَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إسناده صحيح

৫৮৩. আবুল আলীয়া বলেন: আমরা যখন বসরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের সূত্রে হাদীস শুনতাম, তখন আমরা মদীনায় সফর করে সেটি তাদের নিজেদের মুখে না শোনা পর্যন্ত তৃপ্ত হতাম না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আল ফাসাওয়ী, আল মা’রেফাতু ওয়াত তারীখ ১/৪৪১-৪৪২; খতীব, আর রিহলাতু ফী তলাবিল হাদীস নং ২১; আবু যুর’আহ, তারীখ নং ৯২৪; ইবনু আব্দুল বার, আত তামহীদ ১/৫৬ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮৪)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيِّ قَالَ قَالَ دَاوُدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لِصَاحِبِ الْعِلْمِ يَتَّخِذْ عَصًا مِنْ حَدِيدٍ وَنَعْلَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ وَيَطْلُبُ الْعِلْمَ حَتَّى تَنْكَسِرَ الْعَصَا وَتَنْخَرِقَ النَّعْلَانِ إسناده مظلم

৫৮৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান আল-কুশাইরী হতে, তিনি বলেন, নবী দাউদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইলম শিক্ষার্থীকে বল, সে যেনো একটি লোহার লাঠি সাথে রাখে এবং একজোড়া লোহার জুতা পরিধান করে নেয় এরপর ইলম অন্বেষণ করতে থাকে যতক্ষণ না তার লাঠি ভেঙ্গে যায় এবং জুতা জোড়া ছিঁড়ে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন বা ‘মুযলিম’। তাখরীজ: এসনদে এটি আমি আর কোথাও পাইনি। তবে অন্য সনদে এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্দুল বার, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ৫৭৭ (নবী মুসা আ: উপর অবতীর্ণ ওহীরূপে)। দেখুন খতীব, আর রিহলাত, পৃ: ৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮৫)

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَلَبْتُ الْعِلْمَ فَلَمْ أَجِدْهُ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الْأَنْصَارِ فَكُنْتُ آتِي الرَّجُلَ فَأَسْأَلُ عَنْهُ فَيُقَالُ لِي نَائِمٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي ثُمَّ أَضْطَجِعُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الظُّهْرِ فَيَقُولُ مَتَى كُنْتَ هَا هُنَا يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ فَأَقُولُ مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيلٍ فَيَقُولُ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ هَلَّا أَعْلَمْتَنِي فَأَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيَّ وَقَدْ قَضَيْتَ حَاجَتَكَ في إسناده الحجاج وهو: ابن أرطاة وهو ضعيف

৫৮৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: আমি ইলম অন্বেষণ করতে থাকলাম ফলে আনসারগণের চেয়ে অধিক ইলম আর কোথাও পেলাম না। আমি (তাদের মধ্যকার) একজন লোকের নিকট আসতাম এবং তাকে প্রশ্ন করতাম। তখন উত্তরে আমাকে বলা হতো: তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন আমার চাদরকে বালিশ বানিয়ে আমিও শুয়ে পড়তাম যতক্ষণ না তিনি যোহরের সময় বের হয়ে আসতেন। তারপর তিনি বলতেন: হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার ছেলে! তুমি এখানে কতক্ষণ ধরে আছো? আমি বলতাম: অনেকক্ষণ ধরেই। তারপর তিনি বলতেন: তুমি যা করেছো তা খুবই খারাপ হয়েছে। তুমি কি আমাকে জানাতে পারো নি? তখন আমি বলতাম: আমি চেয়েছি, আপনি আপনার প্রয়োজন সেরে আমার নিকট বের হয়ে আসুন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে হাজ্জাজ রয়েছে, তিনি হলেন: ইবনু আরতাহ'। তিনি যঈফ। তবে আছারটি সহীহ। দেখুন পরবর্তী ৫৮৬, ৫৯০ নং আছার দু'টি। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম, ৫৬৮, ৫৯২ নং এর টীকায় যঈফ ও মুনকাতি' সনদে; খতীব, আল জামি' নং ২২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮৬)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وُجِدَ أَكْثَرُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ

هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَآتِي الرَّجُلَ مِنْهُمْ فَيُقَالُ هُوَ نَائِمٌ فَلَوْ شِئْتُ أَنْ يُوقَظَ لِي فَأَدَعُهُ حَتَّى يَخْرُجَ لِأَسْتَطِيبَ بِذَلِكَ حَدِيثَهُ إسناده حسن

৫৮৬. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: আনসারদের গোত্রের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীস পাওয়া গিয়েছিলো। আল্লাহর কসম! যখনই আমি এ লোকটির নিকট আসতাম, তখনই আমাকে বলা হতো, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। যদিও আমি চাইলে তাকে জাগাতে পারতাম, তারপরও তিনি নিজে বের না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে (সেই অবস্থায়) থাকতে দিতাম তার হাদীসের সম্মানার্থে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবু খাইছামা, আল ইলম নং ১৩৩; খতীব, আল জামি' নং ২২৫; আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ১০০১; ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাহ ১/৫৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ لَوْ رَفَقْتُ بِابْنِ عَبَّاسٍ لَأَصَبْتُ مِنْهُ عِلْمًا كَثِيرًا إسناده صحيح

৫৮৭. আবু সালামাহ বলেন: আমি যদি ইবনু আব্বাসের সাথী হতে পারতাম, তবে অবশ্যই আমি তার নিকট হতে অনেক ইলম লাভ করতে পারতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ১/৫৫৯; খতীব, আল জামি' নং ৩৮৫ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮৮)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنْتُ آتِي بَابَ عُرْوَةَ فَأَجْلِسُ بِالْبَابِ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَدْخُلَ لَدَخَلْتُ وَلَكِنْ إِجْلَالًا لَهُ إسناده صحيح

৫৮৮. যুহরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উরওয়াহ’ (রাহিমাহুল্লাহ) এর দরজায় আসতাম। তারপর তার দরজায় বসে যেতাম। আমি (তার নিকট) প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ করতে পারতাম, কিন্তু তার সম্মানার্থে (আমি প্রবেশ করতাম না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল জামি’ নং ২২২; ফাসাওয়ী, আল মা’রিফাহ ১/৬৩৪; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/৩৬২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৮৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا فُلَانُ هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمْ الْيَوْمَ كَثِيرٌ فَقَالَ وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَى فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنْ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي فَيَقُولُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ أَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ فَأَقُولُ لَا أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ فَأَسْأَلُهُ عَنْ الْحَدِيثِ قَالَ فَبَقِيَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ فَقَالَ كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي إسناده صحيح

৫৮৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করলেন, তখন আমি আনসারদের এক লোককে বললাম, হে অমুক! চলুন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের নিকট (হাদীস সম্পর্কে) প্রশ্ন করি। তখন তিনি বললেন: হে ইবনু আব্বাস! তুমি কী আশ্চর্যজনক কথা বলছো! তুমি কি মনে করো লোকেরা তোমার মুখাপেক্ষী হবে? যেখানে লোকদের মাঝে এখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সাহাবী বিদ্যমান রয়েছেন, যাদেরকে তুমি দেখতে পাচ্ছো। এ কথা বলে তিনি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে চললাম। এরপর যদি আমার নিকট সংবাদ পৌঁছতো কোনো লোকের নিকট হাদীস রয়েছে, তবে আমি তার নিকট যেতাম। আর তিনি (অনেক সময়) ঘুমিয়ে থাকতেন। ফলে আমি আমার চাদরকে বালিশ বানিয়ে তার দরজায় শুয়ে পড়তাম। বাতাস আমার মুখের উপর ধুলো-বালি উড়িয়ে নিয়ে এসে ফেলতো। পরে তিনি বাইরে বের হতেন এবং আমাকে দেখতে পেতেন। তখন তিনি বলতেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-

এর চাচাতো ভাই ইবনু আব্বাস! তুমি কি কাজে এসেছো? আমাকে ডেকে পাঠালেই তো পারতে, আমি তোমার নিকট যেতাম। তখন আমি বলতাম: না, বরং আমার আপনার নিকট আসাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। তারপর আমি তাকে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। তিনি বলেন: তিনি আমাকে দেখতে পাওয়ার আগেই আমার নিকট লোকজন জড়ো হয়ে যেতো। তখন তিনি বলেন: এ যুবকটি আমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাহ ১/৫৪২; হাকিম, ১/১০৬; খতীব, আল জামি' লি আখলাকির রাবী নং ২১৫; ৫৮৫, ৫৮৬ আছার দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمُدُّ لِنَاقَةٍ لَهُ فَقَالَ مَرْحَبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنْ سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ قَالَ مَا هُوَ قَالَ كَذَا وَكَذَا إسناده صحيح

৫৯০.[1] আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী ফাদালাহ ইবনু উবাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সফর করে গেলেন, তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। সেই সাহাবী তার নিকট উপস্থিত হলেন যখন তিনি তার উটের জন্য খাবার যোগাড় করছিলেন। (তাকে দেখে) তিনি বলে উঠলেন: মারহাবা! স্বাগতম! এ সাহাবী তাকে বললেন: জেনে রাখুন, আমি আপনার সাথে শুধু সাক্ষাতের জন্য আসিনি। বরং আমি শুনেছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছেন। আমি প্রত্যাশা করলাম যে, আপনার নিকট তাঁর থেকে (হাদীস বিষয়ক) কোনো ইলম রয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন: সেটা আবার কী? তিনি জবাব দিলেন: এই এই (ইলম)।[2]

[1] এ সংস্করণে ৫৮৯ নং ক্রমটি বাদ পড়েছে। ৫৮৮ নং এর পরেই ৫৯০ ক্রমিক নং লেখা হয়েছে, যা স্পষ্টত ভুল। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি-অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَسَاوَمَ رَجُلًا بِثَوْبٍ فَقَالَ هُوَ لَكَ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ غَيْرَكَ مَا أَعْطَيْتُهُ فَقَالَ فَعَلْتُمُوهَا فَمَا رُئِيَ بَعْدَهَا مُشْتَرِيًا مِنْ السُّوقِ وَلَا بَائِعًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ إسناده صحيح

৫৯১. হাসান রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত: একদা তিনি বাজারে প্রবেশ করে একটি কাপড়ের দরদাম করছিলেন। তখন লোকটি বলল: এর (দাম) আপনার জন্য এত এত। আল্লাহর কসম! যদি আপনি না হয়ে অন্য কেউ হতো, তবে (এই দামে) এটি আমি তাকে দিতাম না। তখন তিনি বললেন: তোমরা কি একাজ করে থাকো? এরপর থেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের আগ পর্যন্ত আর তাকে কখনো ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য বাজারে দেখা যায়নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯২)

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ عَنْ حُسَامٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْتَرِي مِمَّنْ يَعْرِفُهُ إسناده ضعيف جدا حسام بن مصك كاد أن يترك

৫৯২. ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তাকে চিনতো, তার নিকট হতে তিনি কোনো কিছু ক্রয় করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ অত্যন্ত যঈফ, হিশাম ইবনু মিসক সম্ভবত মাতরুক। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ قَسَمَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَالًا فِي قُرَّاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ حِينَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اسْتَعِنْ بِهَا فِي شَهْرِكَ هَذَا فَرَدَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْقِلٍ وَقَالَ لَمْ نَقْرَأْ الْقُرْآنَ لِهَذَا إسناده صحيح

৫৯৩. উবাইদ ইবনুল হাসান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা যখন রমযান মাস শুরু হলো তখন মুস'আব ইবনু যুবাইর কিছু মাল-সম্পদ কুফা'র কারীদের মাঝে দান করলেন। তারপর তিনি আব্দুর রহমান ইবনু মা'কিল-এর নিকট দু'হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন। আর তাকে বলে পাঠালেন: এ মাসে এগুলো দ্বারা উপকৃত হোন। কিন্তু, আব্দুর রহমান বিন মা'কিল তা ফেরত পাঠিয়ে বললেন: আমরা এর জন্য কুরআন পাঠ করি না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَالَ فَمَا يَنْفِي الْعِلْمَ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ قَالَ الطَّمَعُ رجاله ثقات وإسناده صحيح

৫৯৪. উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার বর্ণনা করেন: উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন: ইলমের অধিকারী কারা? তিনি জবাবে বলেন: যারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করে। তিনি বললেন: আর কোন্ জিনিস মানুষের অন্তর থেকে ইলমকে বের করে দেয়? উত্তরে তিনি বলেন: লোভ-লালসা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ, রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। দেখুন পরবর্তী হাদীস নং ৬০৪ (যা আমাদের ক্রমে ৬০৩- অনুবাদক)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ مَا أَوَى شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَزْيَنَ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ إسناده صحيح

৫৯৫. আতা রাহি. বলেন: কোনো বিষয়কে অপর বিষয়ের নিকট স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে সহনশীলতা (অথবা বিচক্ষণতা)কে ইলমের নিকট স্থান দেওয়ার চেয়ে অধিক সুন্দর আর কিছুই নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৮১; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৮০৬-৮০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯৬)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ زَيْنُ الْعِلْمِ حِلْمُ أَهْلِهِ إسناده صحيح

৫৯৬. আমির আশ-শা'বী রাহি. বলেন: ইলমের সৌন্দর্যই হলো ইলমের ধারকের সহিষ্ণুতা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৫৯৬ নং ৫৬৭৩; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/৩১৮; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৮৫৩০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯৭)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ مَا حُمِلَ الْعِلْمُ فِي مِثْلِ جِرَابِ حِلْمٍ إسناده ضعيف من أجل زمعة بن صالح

৫৯৭. তাউস রাহি. বলেন: ইলমকে বহন করার ক্ষেত্রে ধৈয্যের থলের কোনো জুড়ি নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ যাম'আহ ইবনু সালিহ'র কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/৫৯৭ নং ৫৬৭৫; আবু নুযাইম, হিলইয়া ৯/২৪; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৮৫৩১; আর এর শাহিদ রয়েছে ইবনু আবী শাইবা নং ৫৬৭৬-এ যা একে শক্তিশালী করে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ زَيْنُ الْعِلْمِ حِلْمُ أَهْلِهِ إسناده ضعيف من أجل محمد بن حميد

৫৯৮. আশ-শা'বী রাহি. বলেন: ইলমের সৌন্দর্যই হলো ইলমের ধারকের সহিষ্ণুতা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু হামীদ যঈফ হওয়ায়। তবে আছারটি সহীহ যা ৫৯৭ (৫৯৬) নং এ গত হয়েছে। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি, তবে এর তাখরীজের জন্য ৫৯৬ এর তাখরীজ দেখুন- অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৫৯৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ إِنَّ الْحِكْمَةَ تَسْكُنُ الْقَلْبَ الْوَادِعَ السَّاكِنَ إسناده ضعيف من أجل مطرف بن مازن

৫৯৯. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রাহি. বলেন: হিকমত বা তত্ত্বজ্ঞান অন্তর প্রশান্তকারী, ধীর-স্থির ব্যক্তির জন্য প্রশান্তিদায়ক।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুতাররিফ ইবনু মাযিন এর কারণে। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ شِنْتُمُ الْعِلْمَ وَأَذْهَبْتُمْ نُورَهُ وَلَوْ أَدْرَكَنِي وَإِيَّاكُمْ عُمَرُ لَأَوْجَعَنَا إسناده صحيح

৬০০. উবাইদুল্লাহ বলেন: (নিজেদের ত্রুটিসহ ইলম অন্বেষণের দ্বারা) তোমরা তো ইলমকেই ত্রুটিযুক্ত করে দিচ্ছো এবং ইলমের নূর বিদূরিত করে দিচ্ছো । আমাকে এবং তোমাদেরকেও উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যদি ধরতে পারতেন, তবে অবশ্যই তিনি আমাদেরকে শাস্তি দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, শারফু আসহাবুল হাদীস নং ২৮৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০১)

أَخْبَرَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيِّ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَاكْظِمُوا عَلَيْهِ وَلَا تَشُوبُوهُ بِضَحِكٍ وَلَا بِلَعِبٍ فَتَمُجَّهُ الْقُلُوبُ إسناده صحيح

৬০১. উমাই আল মুরাদী বলেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ইলম শিক্ষা কর। আর যখন তোমরা ইলম শিক্ষা লাভ করবে, তখন তা (ভালোভাবে) সংরক্ষণ করবে। আর তোমরা একে হাসি-তামাশা ও খেলা-ধুলা'র সাথে মিশ্রিত করবে না। তাহলে অন্তর একে (সংরক্ষণ না করে) বের করে দেবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৭/৩০০ দুটি সূত্রে যার একটি মু'দাল ও অপরটি মুনকাতি' খতীব, আল জামি' নং ২১৩; এবং আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ مَنْ ضَحِكَ ضَحْكَةً مَجَّ مَجَّةً مِنْ الْعِلْمِ إسناده ضعيف من أجل محمد بن حميد

৬০২. আলী ইবনুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন: যে ব্যক্তি (অধিক পরিমাণে) হাসি-তামাশা করে, সে ইলমকে (বহু দূরে) নিক্ষেপ করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু হামীদের কারণে। (তবে অপর একটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।) তাখরীজ: আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ, যাওয়াইদু যুহদ লি আহমদ পৃ: ১৬৬ একই সনদে; কিন্তু আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/১৩৩-১৩৪; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৮৩০ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِكَعْبٍ مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَالَ فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ إسناده معضل

৬০৩. সুফিয়ান হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন: ইলমের অধিকারী কারা? তিনি জবাবে বলেন: যারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করে। তিনি বললেন: আর

কোন্ জিনিস আলিমগণের অন্তর থেকে ইলমকে বের করে দেয়? উত্তরে তিনি বলেন: লোভ-লালসা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু'দাল। তাখরীজ: আমি এ ব্যতীত অন্য কোথাও এটি পাইনি। তবে পূর্বের হাদীস নং ৫৯৪ টি দেখুন। সেটি একে নির্ভরযোগ্য করে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০৪)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَمْرِو بْنِ النُّعْمَانِ فَأَتَاهُ رَسُولُ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ حَضَرَهُ رَمَضَانُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ إِنَّ الْأَمِيرَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّا لَمْ نَدَعْ قَارِئًا شَرِيفًا إِلَّا وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنَّا مَعْرُوفٌ فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةِ شَهْرِكَ هَذَا فَقَالَ أَقْرِئِ الْأَمِيرَ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنْيَا وَدِرْهَمَهَا محمد بن حميد ضعيف

৬০৪. আবু ইয়াস বলেন: আমি আমর ইবনু নু'মানের নিকট আগমন করলাম, তখন তার নিকট মুস'আব ইবনু যুবাইরের বার্তাবাহক রমাযান মাসের প্রাক্কালে দু'হাজার দিরহাম নিয়ে হাজির হলো। এরপর সে বলল: আমীর আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন: আমরা কোনো সম্মানিতকারীকে ডেকে পাঠাইনি, তবে আমাদের পক্ষ থেকে তার নিকট কল্যাণ (দান) পৌঁছেছে। ফলে এ দু'হাজার দিরহাম দিয়ে রমাযানে উপকৃত হোন। তখন তিনি বলেন: আমীরকে আমার সালাম জানিয়ে বলো, আল্লাহর কসম! আমরা দুনিয়া ও এর দিরহাম (অর্থকড়ি)-এর উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করি না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে মুহাম্মাদ ইবনু হামীদ রয়েছে। সে যঈফ। অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৮১ নং ১০০৫৪ জাইয়্যেদ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০৫)

أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ أَشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحِمَارَ وَغَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَيُوشِكُ بِالرَّجُلِ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ مَا وَجَدْنَا

فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إسناده صحيح

৬০৫. মিকদাম ইবনু মা'দীকারীব আল কিনদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন গাধা ও অন্য কয়েকটি জিনিস হারাম ঘোষণা করেন। তারপর তিনি বলেন: "অদূর ভবিষ্যতে এক ব্যক্তি তার খাটের উপর আসনে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং তার নিকট আমার হাদীস বর্ণনা করা হবে। তখন সে বলবে: আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে। সুতরাং এর মাঝে আমরা যা কিছু হালাল পাব, তাকেই আমরা হালাল মনে করব, আর এর মাঝে যা কিছু হারাম পাব, আমরা তাকেই হারাম বলে গণ্য করব। জেনে রাখ! আল্লাহর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন, তা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুরই অনুরূপ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ ৪/১৩২; তিরমিযী নং ২৬৬৬; ইবনু মাজাহ মুকাদ্দামা ১২; দারু কুতনী ৪/২৭৬-২৭৭ নং ৫৮; বাইহাকী ৯/৩৩১; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ২৩৪৩; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ১/৮৮-৮৯; হাকিম ১/১০৯; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ৬২, ৬৩... সহীহ সনদে। এ হাদীসের শাহিদ রয়েছে অনেকগুলি (আবী রাফি', আবু হুরায়রা, ইরবায ইবনু সারিয়াহ ও অন্যান্যদের থেকে এ অর্থে)। এর জন্য দেখুন, হাকিম, মুসতাদরাক ও ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ إسناده جيد

৬০৬. আউযাঈ হতে বর্ণিত, ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সুন্নাত কুরআনের উপর ফায়সালাকারী, কিন্তু কুরআন সুন্নাহর উপর ফায়সালাকারী নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৮৮, ৮৯; মারওয়াযী, আস সুন্নাহ নং ১০৩; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ২৩৫৩ সহীহ সনদে। দেখুন মিফতাহুল জান্নাহ পৃ: ২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ قَالَ كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير

৬০৭. আওযাঈ হাসান রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: জিবরীল আ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যেভাবে কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হতেন, ঠিক তেমনিভাবেই তিনি তাঁর নিকট সুন্নাহ নিয়েও অবতীর্ণ হতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা মুহাম্মদ ইবনু কাছীর যঈফ। (তবে এটি সহীহ সনদেও বর্ণিত আছে যেমন নিম্নে উল্লেখিত হয়েছে।) তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৯০, ২২০; আবু দাউদ, মারাসীল নং ৫৩৬; : ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ২১৯; লালিকাঈ, শারহু ই'তিক্বাদ নং ৯৯; মারওয়াযী, আস সুন্নাহ নং ১০২ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ السُّنَّةُ سُنَّتَانِ سُنَّةٌ الْأَخْذُ بِهَا فَرِيضَةٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَسُنَّةٌ الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ وَتَرْكُهَا إِلَى غَيْرِ حَرَجٍ إسناده ضعيف لضعف محمد بن كثير الصنعاني

৬০৮. আউযাঈ রাহি. হতে বর্ণিত, মাকহুল রাহি. বলেন: সুন্নাহ দুই প্রকার। এক প্রকার সুন্নাহ যার অনুসরণ করা ফরয এবং তা পরিত্যাগ করা কুফরী। আরেক (প্রকার) সুন্নাত যার অনুসরণ করা উত্তম এবং তা পরিত্যাগ করাতে কোনো দোষ নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু কাছীর যঈফ হওয়ায়। (তবে এটি সহীহ সনদেও বর্ণিত আছে যেমন নিম্নে উল্লেখিত হয়েছে।) তাখরীজ: মারওয়াযী, আস সুন্নাহ নং ১০৫; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ১০১ সহীহ সনদে; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ২৩৫০ নং এর টীকায় এ সনদে। তবে এটি মারফু' হিসেবে আবু হুরাইরা রা: হতে বর্ণিতে হয়েছে যঈফ সনদে। দেখুন আমার তাহক্বীক্বকৃত মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৮০৮। হাফিজ ইবনু হাজার ফাতহুল বারী ১৩/২৯১ এ একে বাইহাকী'তে সহীহ সনদে হিসান ইবনু আতিয়াহ'র বক্তব্য বলে মন্তব্য করেছেন যে, "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যেভাবে কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হতেন, ঠিক তেমনিভাবেই তিনি তাঁর নিকট সুন্নাহ নিয়েও অবতীর্ণ হতেন।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬০৯)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا يُخَالِفُ هَذَا قَالَ أَلَا أُرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَرِّضُ فِيهِ بِكِتَابِ اللَّهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنْكَ إسناده صحيح

৬০৯. ইয়া'লা ইবনু হাকীম হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো: আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) তো এর বিপরীত কথা রয়েছে। তিনি বললেন: আমাকে দেখতে পাচ্ছো না, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করছি, আর একে আল্লাহর কিতাবের মুখোমুখি এনে দাঁড় করানো হচ্ছে! আল্লাহ তা'আলার কিতাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার চেয়ে ভাল বুঝতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ: ৫৮; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ নং ৮১; খতীব, আল জামি লি আখলাকির রাবী, নং ৩৫৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১০)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا حُدِّثْتُمْ بِالْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْيَأُ وَالَّذِي هُوَ أَهْدَى وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى رجاله ثقات غير أنه منقطع عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود

৬১০. আউন ইবনু আব্দুল্লাহ রাহি. হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তোমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করবে, তখন তোমরা তাঁর সম্পর্কে মনে (এ ধারণা) রাখবে যে, তিনি হলেন সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক সঠিক পথ প্রদর্শনকারী এবং সর্বাধিক আল্লাহভীরু।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে এতে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। আউন ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের সাক্ষাত পাননি।... বুসীরী 'মিসবাহুয যুজাজাহ' ১/৪৭ তেও এ কথাই বলেছেন।... আমরা বলছি: একে সমর্থনকারী হিসেবে পরবর্তী হাদীসটি দেখুন, ফলে সেটি একে

সহীহ পর্যায়ে উন্নীত করে। তাখরীজ: আহমদ ১/৩৮৫, ৪১৫; ইবনু মাজাহ মুকাদ্দমা ১৯; আবী ইয়ালা মাউসিলী, আল মুসনাদ নং ৫২৫৯ সেখানে আমাদের তাহক্বীক্বে পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا حُدِّثْتُمْ شَيْئًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْدَى وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى وَالَّذِي هُوَ أَهْيَأُ إسناده صحيح

৬১১. আবু আব্দুর রহমান আস সুলামী রাহি. হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তোমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করবে, তখন তোমরা তাঁর সম্পর্কে মনে (এ বিশ্বাস) রাখবে যে, তিনি হলেন সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক সঠিক পথ প্রদর্শনকারী এবং সর্বাধিক আল্লাহভীরু।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯১ তে। (আহমদ ১/১২২, ১২৬, ১৩১; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামা ২০; মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯১।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১২)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ اسناده منقطع

৬১২. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যারোপ করলো, সে জাহান্নামে তার আবাসস্থল বানিয়ে নিলো"।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এটি পূর্ণ তাখরীজ

করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১২৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২০০ তে। (বুখারী ১১০; মুসলিম, মুকাদ্দামা হা/৪; আহমদ ১/৪১৩ নং ৯৩৩৯।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১৩)

فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا حَدَّثَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُونِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ حَسَنًا عِنْدَ النَّاسِ فَاعْلَمُوا أَنِّي قَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ اسناده منقطع

৬১৩. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা যখন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তিনি বলতেন যখন তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করতে শোনো, আর তোমরা সেটি আল্লাহর কিতাবে না পাও, কিংবা লোকদের নিকট তা ভাল হিসেবে না পাও, তবে জানবে যে, আমি তাঁর উপর মিথ্যারোপ করেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ... এর সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ إِنَّ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي عَالِمٍ أَهْلُهُ إسناده صحيح

৬১৪. ইকরিমা রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন আলিমের ব্যাপারে সর্বাধিক উদাসীন[1] মানুষ হলো তার পরিবার-পরিজন।[2]

[1] (এখানে যাহিদ বলতে উদাসীন বা অনাগ্রহী বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ একজন আলিমের হক, সম্মান ও মর্যাদা প্রতি সবচেয়ে বেশী উদাসীনতা প্রদর্শন করে তার পরিবার, সাথীগণ ও তার প্রতিবেশীগণ।- ফাতহুল মান্নান। - অনুবাদক) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি। (এটি ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন: বাইহাকী, আল মাদখাল /৩৯৫ নং ৭০২। - ফাতহুল মান্নান, হা/৬২৪ এর টীকা দ্র:- অনুবাদক।) কিন্তু এর শাহিদ রয়েছে উরওয়াহ হতে ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৪৮৭ এ; হাসান হতে খতীব, আল জামি' নং ১৯৯৩; (বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৬/২০৪) আউফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ হতে আবু নুয়াইম তার হিলইয়া ৪/২৪৫; (কা'ব হতে বাইহাকী, আল মাদখাল /৩৯৪ ; উরওয়াহ ইবনু যুবাইর হতে আবু খায়ছামা, আল ইলম /১৩০ নং ৯১) এ বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১৫)

أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ وَأَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ الْحَدِيثَ يُهَيِّجُ الْحَدِيثَ إسناده صحيح

৬১৫. [1] আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমরা পরস্পরে হাদীস আলাপ-আলোচনা করবে, কেননা, (এক) হাদীস (অপর) হাদীসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[2]

[1] এখানেও একটি ক্রমিক নং বাদ পড়েছে। এখানে ১৫ নং এর পরে ১৬ না হয়ে ১৭ হয়েছে। এজন্য এখন থেকে আমাদের অনুবাদের সাথে এ নুসখা'র হাদীসের ক্রমিকের পার্থক্য থাকবে দু'টি করে। অর্থা নুসখার ৬১৭ নং হাদীসটি আমাদের অনুবাদে পাবেন ৬১৫ নং এ।- অনুবাদক। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পরের টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ الْحَدِيثَ يُهَيِّجُ الْحَدِيثَ إسناده صحيح

৬১৬. (অপর সনদে) আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: পরস্পরে হাদীস আলাপ-আলোচনা করবে, কেননা, (এক) হাদীস (অপর) হাদীসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/৭৩৩ নং ৬১৮৪; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭২৩; খতীব, আল জামি' নং ১৮৮২; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৬২৬; অপর সনদে খতীব, আল জামি' নং ৪৭০। দেখুন মাজমাউয যাওয়াইদ ৭৪৫ আমাদের তাহক্বীক্বকৃত।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ الْحَدِيثَ يُهَيِّجُ الْحَدِيثَ إسناده رجاله ثقات غير أن هشيما قد عنعن وهو مدلس

৬১৭. (অপর সনদে) আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: পরস্পরে হাদীস আলাপ-আলোচনা করবে, কেননা, (এক) হাদীস (অপর) হাদীসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে হাশীম মুদাল্লিস, সে 'আন 'আন পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ, দেখুন আগের হাদীস দু'টি। তাখরীজ: (মুহাক্বিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি-অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إسناده صحيح

৬১৮. (অপর সনদে) আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত...[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬১৯)

وَابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

৬১৯. (অপর সনদে) আবী আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত...[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ১৮৮৩ যেটি আগেও উল্লেখিত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২০)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، يَعْنِي عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا إسناده صحيح

৬২০. (অপর সনদে) আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত...[1] আর এতে এর চেয়ে একটি কথা অতিরিক্ত রয়েছে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি পূর্বের সনদটির সাথে সংযুক্ত। আর এটি সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের ৬১৫ নং আছারটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي طَاوُسٌ اذْهَبْ بِنَا نُجَالِسْ النَّاسَ

إسناده حسن

৬২১. আমর বলেন, আমাকে তাউস রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমাদেরকে নিয়ে চলো, আমরা লোকদের সাথে বসবো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি আমি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২২)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ الْقُرْآنِ مَجْمُوعٌ مَحْفُوظٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ حَدَّثْتُ أَمْسِ فَلَا أُحَدِّثُ الْيَوْمَ بَلْ حَدِّثْ أَمْسِ وَلْتُحَدِّثْ الْيَوْمَ وَلْتُحَدِّثْ غَدًا رجاله ثقات

৬২২. সাঈদ ইবনু যুবাইর ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তোমরা এ হাদীস পরস্পর আলাপ-আলোচনা কর, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাব না। কেননা, এটি (হাদীস) কুরআনের মতো একত্রিতভাবে সংরক্ষিত নয়।[1] ফলে তোমরা যদি এ হাদীস নিয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা না কর, তবে তা তোমাদের থেকে চলে যাবে। তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, গতকালই তো আমি তোমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছি, তাই আজকে আমি আর হাদীস বর্ণনা করব না। বরং তুমি গতকাল হাদীস বর্ণনা করেছো, যেন আজকেও বর্ণনা করো এবং আগামীকালও বর্ণনা করো।[2]

[1] আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল এ রয়েছে: তা কুরআনের (সম)মর্যাদার নয়। কারণ কুরআন একত্রিতভাবে সংরক্ষিত।
[2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে ইবনু মানদাহ বলেন: জা'ফর ইবনু আবীল মুগীরাহ সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নয়। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭২৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২৩)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رُدُّوا الْحَدِيثَ وَاسْتَذْكِرُوهُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ تَذْكُرُوهُ ذَهَبَ وَلَا يَقُولَنَّ رَجُلٌ لِحَدِيثٍ قَدْ حَدَّثَهُ قَدْ حَدَّثْتُهُ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ سَمِعَهُ يَزْدَادُ بِهِ عِلْمًا وَيَسْمَعُ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ إسناده ضعيف لضعف مندل بن علي

৬২৩. সাঈদ ইবনু জুবাইর বলেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: তোমরা হাদীস পুনঃপুনঃ পড়তে থাক এবং তা মুখস্ত করো। কেননা, তোমরা যদি হাদীস মুখস্ত না করো (না পড়ো), তবে তা বিদায় নেবে। আর কোনো ব্যক্তি কোনো হাদীস বর্ণনা করে, (তাকে সেটি পুনরায় বর্ণনা করতে বললে সে) যেন এ কথা না বলে: আমি তো সেটি একবার বর্ণনা করেছি, (পুনরায় বর্ণনা করব না)। কেননা, যে ব্যক্তি তা শুনবে, তা দ্বারা তার ইলম বৃদ্ধি পাবে, আর যে হাদীসটি শোনেনি তাকে সে শুনাতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মানদাল ইবনু আলী যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ تَذَاكَرُوا فَإِنَّ إِحْيَاءَ الْحَدِيثِ مُذَاكَرَتُهُ إسناده ضعيف

৬২৪. আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা বলেন: তোমরা (হাদীস নিয়ে) পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে থাক, কেননা, হাদীস পুনর্জীবিত করা হলো তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭২৭; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী ৬৩৪ নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২৫)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ ذِكْرَهُ حَيَاتُهُ إسناده صحيح

৬২৫. আলকামাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমরা হাদীস নিয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে থাক, কেননা, হাদীস নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাই হলো একে পুনর্জীবিত করা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ১৮৮৪; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৭১; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ২/১০১; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নয় ৭২৫; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৬২৭; এ সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُحَدِّثُ الْأَعْرَابَ إسناده صحيح

৬২৬. যিয়াদ ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবনু শিহাব (যুহরী) রাহিমাহুল্লাহ বেদু'ঈনদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ১৮৮৮; দেখুন আয যুহরী, নং নং ২৮৮, ২৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ كَانَ إِسْمَعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ يَجْمَعُ صِبْيَانَ الْكُتَّابِ يُحَدِّثُهُمْ يَتَحَفَّظُ بِذَاكَ إسناده صحيح

৬২৭. আ'মাশ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইসমাঈল ইবনু রাজা' মকতবের দুইজন বালককে একত্রিত করে তাদের নিকটও হাদীস বর্ণনা করতেন। এভাবে তিনি (হাদীস) মুখস্ত করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৬২৯,৬৩৮, ৭১২; খতীব, আল জামি' নং ৬৮০; ইবনু আবী শাইবা ৮/৭৩৩ নং ৬১৮৭; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدِّثْ حَدِيثَكَ مَنْ يَشْتَهِيهِ وَمَنْ لَا يَشْتَهِيهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ عِنْدَكَ كَأَنَّهُ إِمَامٌ تَقْرَؤُهُ إسناده صحيح

৬২৮. ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আগ্রহী ও অনাগ্রহী উভয়ের নিকটই তুমি তোমার হাদীস বর্ণনা কর, কেননা, তোমার নিকট তা হবে একটি গ্রন্থের মতো, যেন তুমি তা পাঠ করছ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ১৮৮৫, ১৮৮৬; ইবনু আবী শাইবা ৮/৭৩৪ নং ৬১৮৮; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৬৩০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬২৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ مِنَّا حَدِيثًا فَتَذَاكَرُوهُ بَيْنَكُمْ حجاج بن أرطاة ضعيف

৬২৯. আতা রাহি. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তোমরা যখন আমাদের নিকট থেকে কোনো হাদীস শ্রবণ করবে, তখন তোমাদের মাঝে সেটি নিয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে।[1]

[1] তাহক্বিক্বি: হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ যঈফ। অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ৪৬৯; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩০)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ قَالَ كُنَّا نَأْتِي الْحَسَنَ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ تَذَاكَرْنَا بَيْنَنَا إسناده صحيح

৬৩০. ইউনূস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা হাসান রাহিমাহুল্লাহ'র নিকট এলাম (এবং তার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করলাম)। আর যখন আমরা তার নিকট থেকে বের হয়ে গেলাম, তখন (সেগুলি) নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে থাকলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩১)

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حُنَيْنٍ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَرْوِيَ حَدِيثًا فَلْيُرَدِّدْهُ ثَلَاثًا

৬৩১. নাফি' রাহি. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তোমাদের কেউ যখন কোনো হাদীস বর্ণনা করে, তখন সে যেন সেটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করে।[1]

[1] তাহক্বীক্বি এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ৬৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ إِحْيَاءُ الْحَدِيثِ مُذَاكَرَتُهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ يَرْحَمُكَ اللَّهُ كَمْ مِنْ حَدِيثٍ أَحْيَيْتَهُ فِي صَدْرِي كَانَ قَدْ مَاتَ إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد

৬৩২. আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা বলেন: হাদীসকে পুনরুজ্জীবিত করার অর্থ হলো তা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করা। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ বলেন: আল্লাহ আপনাকে রহম করুন! যে হাদীস মরে গেছে তা আপনি কিভাবে আপনার অন্তরে পুনর্জীবিত করবেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ

যঈফ। তাখরীজ: খতীব, আল জামি' নং ৪৭২, ১৮৯৫; ইবনু আবী শাইবা ৮/৭৩৪ নং ৬১৮৯; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৬৩১, ৭০৭; আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৭২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْعُكْلِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ وَمُغِيرَةُ إِذَا صَلَّوْا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ جَلَسُوا فِي الْفِقْهِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَذَانُ الصُّبْحِ إسناده صحيح

৬৩৩. মুহাম্মদ ইবনু ফুযাইল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, হারিস ইবনু ইয়াযীদ আল উকলী, ইবনু শুবরুমাহ, কা'কা' ইবনু ইয়াযীদ এবং মুগীরাহ ঈশা'র সালাতের পর ফিকহ্ (গভীর জ্ঞান) সম্পর্কে (আলোচনায়) বসে যেতেন। একমাত্র ফযরের আযানই তাদেরকে (এ আলোচনা হতে) পৃথক করতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১০৭; ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাহ ২/৬১৪। সামনে আসছে (৬৪২) ৬৪৪ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩৪)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ شَرِيكًا ذَكَرَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَ عَنْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ فِي الْفِقْهِ إسناده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن أبي سليم

৬৩৪. লাইছ হতে বর্ণিত, আতা, তাউস ও মুজাহিদ রাহিমাহুমুল্লাহ-এর মধ্য থেকে দু'জন বলেছেন: ফিকহ্ সম্পর্কে আলোচনা করে রাত কাটানো কোনো দোষের কাজ নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, লাইছ যঈফ। আগের টীকাটি দেখুন। তাখরীজ: মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ فِي الْفِقْهِ إسناده ضعيف

৬৩৫. লাইছ থেকে বর্ণিত, মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ফিকহ্ সম্পর্কে আলোচনা করে রাত কাটানোতে কোনো দোষ নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ১১০; খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ৯৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا إسناده ضعيف ابن جريج لم يدرك ابن عباس

৬৩৬. ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা বলেন: রাতে এক ঘণ্টা সময় জ্ঞান চর্চা করা (নফল ইবাদতে) রাত্রি জাগরণ করার চেয়ে উত্তম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ ইবনু আব্বাসের সাক্ষাৎ লাভ করেননি। তাখরীজ: মা'মার, জামি' নং ২০৪৬৯ (মুসান্নাফ ইবনু আব্দুর রাযযাকের সাথে সন্নিবেশিত) কাতাদাহ হতে, কাতাদাও ইবনু আব্বাসের সাক্ষাৎ পাননি। ইবনু আব্দুল বার, জামি বায়ানিল ইলম নং ১০৭; পূর্বে গত হয়েছে ২৭১; আরও দেখুন মিশকাত নং ২৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِي جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ تَذَاكَرْنَا فَكَانَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَحْفَظَنَا لِحَدِيثِهِ إسناده ضعيف لضعف حجاج وهو: ابن أبي أرطاة

৬৩৭. আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমরা জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র নিকট যেতাম (এবং তার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করতাম)। আর যখন আমরা তার নিকট থেকে বের হয়ে

আসতাম, তখন (সেগুলি) নিজেদের মধ্যে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে থাকতাম। তখন আবু যুবাইর তার হাদীসের জন্য আমাদেরকে উত্তেজিত করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, হাজ্জাজ যঈফ। তাখরীজ: আবু খায়ছামা, আল ইলম নং ৭৯; খতীব, আল জামি' নং ৪৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩৮)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ تَذَاكَرَ ابْنُ شِهَابٍ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ حَدِيثًا وَهُوَ جَالِسٌ مُتَوَضِّئًا قَالَ فَمَا زَالَ ذَلِكَ مَجْلِسَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ مَرْوَانُ جَعَلَ يَتَذَاكَرُ الْحَدِيثَ إسناده صحيح

৬৩৮. মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদ বলেন, আমি লাইছ ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, ইবনু শিহাব (যুহুরী) রাহিমাহুল্লাহ রাতে ঈশার সালাতের পরে অযু অবস্থায় বসে হাদীস আলোচনা করতেন। তিনি বলেন: তার এ মাজলিস সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো। মারওয়ান বলেন: তিনি হাদীসের আলোচনাই চালিয়ে যেতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আসাকীর, তারীখ দিমাশক- আয যুহরী নং ৯৫, ৯৬ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৩৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنْتُ إِذَا لَقِيتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا أُفْجُرُ بِهِ بَحْرًا إسناده صحيح

৬৩৯. মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণিত, যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি যখন উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ রাহি.-এর সাথে সাক্ষাৎ (করে তাকে প্রশ্ন) করতাম, তখন মনে হতো যেন আমি কোনো এক সাগরকে সবেগে প্রবাহিত করে দিয়েছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইবনু ইসহাক্ থেকে 'আন 'আন পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা

করেছেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭১১ নং ৬১০৮, ১৩/৮৯ নং ১৫৭৮৩; ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাহ ১/৫৬১ সহীহ সনদে। দেখুন মা'রিফাহ ১/২৫৫, ৬২২ ও তারীখ, ইবনু আসাকীর- যুহরী নং ২২৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَأَصْحَابُهُ يَتَجَالَسُونَ بِاللَّيْلِ وَيَذْكُرُونَ الْفِقْهَ إسناده ضعيف

৬৪০. জারীর থেকে বর্ণিত, উছমান ইবনু আব্দুল্লাহ রাহি. বলেন: হারিস আল উকলী ও তার সাথীরা রাতে বসে ফিকহ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে আগে এটি সহীহ সনদে গত হয়েছে ৬৩৫ নং এ। তাখরীজ: মুহাক্বিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি- অনুবাদক।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّ حَيَاتَهُ مُذَاكَرَتُهُ إسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل وهو: إسماعيل بن خليفة لكن الأثر صحيح بشواهده

৬৪১. আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তোমরা পরস্পর হাদীস আলোচনা কর, কেননা, তা পুনর্জীবিত করা হলো তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, আবু ইসরাঈল যঈফ। এর যঈফ হওয়ার কারণ আতা হতে হাদীস শোনা হতে তার পিছিয়ে থাকা। তবে আছারটি সহীহ এর শাহিদ এর কারণে। দেখুন নং ৬১৭, ৬২৬, ৬২৭। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْنٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ هَلْ تَجَالَسُونَ قَالُوا لَيْسَ نُتْرَكُ وَذَاكَ قَالَ فَهَلْ تَزَاوَرُونَ قَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الرَّجُلَ مِنَّا لَيَفْقِدُ أَخَاهُ فَيَمْشِي فِي طَلَبِهِ إِلَى أَقْصَى الْكُوفَةِ حَتَّى يَلْقَاهُ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ في إسناده علتان: ضعف عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي والإنقطاع

৬৪২. আউন বলেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথীরা যখন তাঁর নিকট উপস্থিত হলো, তখন তিনি তাদেরকে বললেন: তোমরা কি একত্রে বসবে? তারা বলল, না, আমরা সেটি (বসা) পরিত্যাগ করলাম। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন: তাহলে কি তোমরা পরস্পরকে দেখতে এসেছো? তারা বললেন: হাঁ। হে আবু আব্দুর রহমান, আমাদের এক ব্যক্তি তার এক ভাইকে হারিয়ে ফেলেছিল, ফলে তার খোঁজে সে কুফার উপকণ্ঠ পর্যন্ত হেঁটে বেড়াচ্ছিল। অতঃপর সে তাকে পেয়ে গেলো। তখন তিনি বললেন: তোমরা যতক্ষণ এটি করতে থাকবে ততক্ষণ তোমরা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে।[1]

[1] তাহকীক: এর সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল মাসউদী যঈফ। ২. ইনকিতা। আউন ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ ইবনু মাসউদ রা: এর সাক্ষাৎ লাভ করেন নি। তাখরীজ: তাবারানী, আল কাবীর ৯/২২৬ নং ৮৯৭৯

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَتَرْكُ الْمُذَاكَرَةِ إسناده ضعيف الوليد هو: ابن مسلم مدلس وقد عنعن

৬৪৩. আউযাঈ হতে বর্ণিত, যুহরী রাহি. বলেন: ইলমের বিপদ হচ্ছে তা ভুলে যাওয়া এবং পারস্পরিক আলোচনা পরিত্যাগ করা।[1]

[1] তহাক্বীক: এর সনদ যঈফ। ওয়ালীদ হলেন ইবনুল মুসলিম সে মুদাল্লিস, তিনি এটি 'আন 'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: ইবনু আসাকীর, তারীখ দিমাশক- যুহরী নং ২৩৫;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪৪)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ آفَةُ الْحَدِيثِ النِّسْيَانُ إسناده ضعيف لانقطاعه القاسم بن عبد الرحمن المسعودي لم يسمع عبد الله بن مسعود

৬৪৪. কাসিম বলেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: হাদীসের বিপদ হচ্ছে তা ভুলে যাওয়া।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা'র কারণে যঈফ। কাসিম ইবনু আব্দুর রহমান আল মাসউদী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা: হতে কিছু শোনেননি। তবে হাদীসটি সহীহ। পরবর্তী হাদীসটি এর শাহিদ হওয়ায়। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/৭৩৪ নং ৬১৯১; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৬৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةً وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ إسناده صحيح

৬৪৫. হাকীম ইবনু জাবির বলেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: প্রত্যেক জিনিসেরই একটি বিপদ রয়েছে। আর ইলমের বিপদ হচ্ছে তা ভুলে যাওয়া।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ إسناده معضل

৬৪৬. আ'মাশ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ইলমের বিপদ হচ্ছে ভুলে যাওয়া আর তার ধ্বংস বা বিলুপ্তি হচ্ছে অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট তা বর্ণনা করা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু'দাল (বিক্ষিপ্ত)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/৭৩৪ নং ৬১৯০; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৬৯০; রমহরমুযী, মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭৯৩ আ'মাশের কথা হিসেবে সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪৭)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ غَائِلَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ الأثر صحيح بشواهده

৬৪৭. হাসান রাহি. বলেন: ইলমের বিপদ হচ্ছে ভুলে যাওয়া।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে আবু হামযাহ আত তাম্মার। বাকী রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। শাহিদ থাকার জন্য হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৬৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪৮)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ وَتَزَاوَرُوا فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا يَدْرُسْ إسناده صحيح

৬৪৮. ইবনু বুরাইদাহ হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তোমরা এ হাদীস নিয়ে পরস্পর আলোচনা করো এবং পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করো। কেননা, তোমরা যদি তা না করো, তাহলে তা মিটে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৩৩ নং ৬১৮৫; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ৬২৪, ৭৮৭; রমহরমুযী, মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৭২১; খতীব, আল জামি' নং ৪৬৭, ৪৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৪৯)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ قَالَ الزُّهْرِيُّ كُنْتُ أَحْسَبُ بِأَنِّي أَصَبْتُ مِنْ الْعِلْمِ فَجَالَسْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ فَكَأَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ إسناده صحيح

৬৪৯. সুফিয়ান বলেন, যুহরী রাহি. বলেন, আমি ধারণা করতাম যে, আমি হয়তো ইলমের কিছু অংশ লাভ করেছি। কিন্তু যখন আমি উবাইদুল্লাহ-এর সাথে একত্রে বসলাম, তখন আমার মনে হলো যে, আমি যেন (জ্ঞানের অনেকগুলো) শাখাসমূহের মধ্যে একটি শাখা মাত্র।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু যুর'আহ, তারীখ নং ১৩৯৫; দেখুন, পূর্ববর্তী ৬৪১ নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْ جَمَعْتَ النَّاسَ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا قَالَ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ وَإِلَى الْأَمْصَارِ لِيَقْضِ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ إسناده صحيح

৬৫০. হামীদ বলেন, আমি উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহি.কে বললাম, (কতই না উত্তম হতো), আপনি যদি লোকদেরকে একটি বিষয়ের উপর একত্রিত করে দিতেন! তখন তিনি বললেন: আমি এতে আনন্দিত হতাম না যে, তারা মতবিরোধ করবে না। তিনি বলেন: তারপর তিনি দিক-দিগন্তে (চতুর্দিকে) লিখে পাঠালেন যে, প্রত্যেক গোত্রের ফকীহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী যেন তাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করা হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এ শব্দে এটি আর কোথাও পাইনি। ''মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামের সাথীরা মতবিরোধ না করলে সেটিই আমাকে আনন্দিত করতো না।'' এ অংশটুকু বর্ণনা করেছেন খতীব, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ নং ৭৪৩ (হাসান সনদে),৭৪৫ যঈফের নিকটবর্তী সনদে।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فَإِنَّهُمْ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى شَيْءٍ فَتَرَكَهُ رَجُلٌ تَرَكَ السُّنَّةَ وَلَوْ اخْتَلَفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ أَحَدٍ أَخَذَ بِالسُّنَّةِ إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي

৬৫১. আউন ইবনু আব্দুল্লাহ রাহি. বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ মতবিরোধ না করুন- এটি আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ, যদি তারা কোনো একটি বিষয়ের উপর ঐকমত্য পোষণ করতেন, আর কোনো লোক সেটি পরিত্যাগ করতো, তাহলে এর দ্বারা সে

সুন্নাতকেই পরিত্যাগ করে বসতো। আর যেহেতু তারা তারা মতভেদ করেছেন, ফলে সেই বিষয়ে যদি কোনো লোক তাঁদের কোনো একজনের মতামত অবলম্বন করে, তবে সে (এর দ্বারা) সুন্নাতকেই আঁকড়ে ধরেছে (বলে গণ্য)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ আল মাসউদী যঈফ। তাখরীজ: পূর্বের টীকাটি দেখুন। (মুহাক্কিক্ব কোনো তাখরীজ করেননি-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ رُبَّمَا رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ الرَّأْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ

إسناده ضعيف لضعف الليث وهو ابن أبي سليم

৬৫২. তাউস রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কখনো (কোনো বিষয়ে) একটি অভিমত পোষণ করতেন, তারপর সেটি পরিত্যাগ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। লাইছ ইবনু আবী সালীম যঈফ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব কোনো তাখরীজ করেননি-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫৩)

أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِنَّ عُمَرَ قَالَ لِي إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ قَالَ عُثْمَانُ إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رَشَدٌ وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْعَلُهُ أَبًا إسناده جيد

৬৫৩. মারওয়ান ইবনুল হাকাম বলেন: উছমান ইবনু আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন: উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছিলেন: আমি দাদার ব্যাপারে একটি অভিমত পোষণ করি। যদি তোমরা মনে করো যে, তোমরা তা অনুসরণ করবে, তবে তোমরা তা অনুসরণ করতে পারো। উছমান (তাঁকে) বললেন: আমরা যদি আপনার অভিমত অনুসরণ করি, তবে সেটি হবে সঠিক পথ। তবে আমরা যদি আপনার পূর্ববর্তী বৃদ্ধের মতামত অনুসরণ করি, তবে তিনি কতই না উত্তম মতের

অধিকারী ছিলেন! তিনি বলেন: আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে (দাদাকে) পিতার স্থলাভিষিক্ত করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: হাকিম, আল মুসতাদরাক ৪/৩৪০; সামনে এ হাদীস আসছে (ফারাইয অধ্যায়ে) ২৯৬০ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫৪)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ أَحَادِيثَ الْفِقْهِ فَأَجَازَهَا لِي إسناده صحيح

৬৫৪. আসিম আল আহওয়াল বলেন: আমি ফিকহ বিষয়ক হাদীসসমূহ শা'বী'র নিকট উপস্থাপন করলাম। তখন তিনি আমার সেই বিষয়টি (হাদীস উপস্থাপন করাকে) অনুমোদন দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/৮২৬; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ২৬৪; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৪৬৬, ৪৮৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫৫)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ إسناده صحيح

৬৫৫. সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনা বলেন, আমি আমর ইবনু দীনারকে জিজ্ঞাসা করলাম: এক ব্যক্তি তীর সাথে নিয়ে মাসজিদ অতিক্রম করছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "এর ফলাগুলো হাত দিয়ে ধরে রাখ।"- আপনি কি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন: হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিম কৃর্তক বর্ণিত হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৪৫১, ৭০৭৩, ৭০৭৪; সহীহ মুসলিম ২৬১৪; আমরা পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৩৪; ইবনু খুযাইমা ১৩১৬,১৩১৭; সহীহ ইবনু হিব্বান ১৬৩৯। (হুমাইদী নং ১২৫২;

আহমদ ৩/৩০৮, ৩৫০; নাসাঈ ৭১৯; ইবনু মাজাহ ৩৭৭৭; আবু দাউদ ২৫৮৬; ইবনু খুযাইমা ১৩১৬,১৩১৭; সহীহ ইবনু হিব্বান ১৬৩৯, ১৬৪০। - তাহক্বীক্ব, আদ দারানী, মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৩৪)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫৬)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ إسناده صحيح والحديث متفق عليه

৬৫৬. সুফইয়ান বলেন: আমি আব্দুর রহমান ইবনু কাসিমকে বললাম: তুমি তোমার পিতাকে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি কি, যে সিয়ামরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চুম্বন করেছেন? তিনি বললেন: হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটিও বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণিত হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ১৯২৮; মুসলিম ১১০৬; আবু দাউদ ২৩৭২, ২৩৭৩, ২৩৭৪, ২৩৮৬; তিরমিযী ৭২৭, ৭২৯; ইবনু মাজাহ ১৬৭৩, ১৬৮৪; বাইহাকী ৪/২৩৩, ২৩৪; দারু কুতনী ২/১১৮০; মালিক, সিয়াম ১৪; শাফিঈ, আল উম্মু ২/৯৮; মুসনাদুশ শাফিঈ পৃ: ১০৪; আহমদ ৬/১৩০, ১৯৩, ২০৭, ২৩১, ২৫৬, ২৬৪-২৬৫; হুমাইদী ১/১০১ নং ১৯৭, ১৯৮; সহীহ ইবনু খুযাইমা নং ২০০০, ২০০৪; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ২/৯১, ৯২, ৯৩; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ৭৪০৮, ৭৪৩১; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১৭৪৯; মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪২৮; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১১/২৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫৭)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ بِحَدِيثٍ فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ أُحَدِّثُ بِهِ عَنْكَ قَالَ أَوَ لَيْسَ إِذَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ

৬৫৭. শু'বাহ বলেন: মানসুর আমার নিকট একটি হাদীস লিখে পাঠালে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন আমি তাকে বললাম: আমি কি সেই হাদীসটি আপনার থেকে বর্ণনা করব? তিনি বললেন: আমি যখন সেটি তোমার নিকট লিখে পাঠালাম, তখন (তার মানে) তোমার নিকট আমি হাদীস বর্ণনা করলাম, তাই নয় কি?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর তাহক্বীক্ব ও তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫৮)

قَالَ وَسَأَلْتُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إسناده صحيح

৬৫৮. তিনি (শু'বাহ) বলেন: এবং আমি আইয়্যুব সাখতিয়ানী রাহি.-কেও এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনিও অনুরূপই বলেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। উপরের দুটি হাদীসই একই সনদে বর্ণিত। তাখরীজ: এ দু'টি বর্ণনা করেছেন, ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/৮২৫-৮২৬,; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ৩৪৩-৩৪৪; আর মানসুরের (১ম) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/৮২৭; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ৩০৬; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৪৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৫৯)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عَرَضْتُ عَلَيْهِ كِتَابًا فَقُلْتُ أَرْوِيهِ عَنْكَ قَالَ وَمَنْ حَدَّثَكَ بِهِ غَيْرِي إسناده صحيح

৬৫৯. মা'মার যুহরী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি তার নিকট একটি লিখিত পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করলাম, তারপর তাকে বললাম, আমি কি আপনার থেকে এ হাদীস বর্ণনা করতে পারি? তিনি বললেন: আমি ব্যতীত এ হাদীস তোমাকে আর কে বর্ণনা করেছে?[1]

[1]তাহক্বীক্ব : এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/৮২৭; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ২৬৬, ২৭৩; রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৪৭৭; ইবনু আব্দুল বার, জামি' বায়ানিল ইলম নং ২২৭১, ২২৮০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬০)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى الْمُزَنِيِّينَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَرْضُ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثُ سَوَاءٌ إسناده ضعيف لضعف داود بن عطاء

৬৬০. হিশাম ইবনু উরওয়াহ তার পিতা উরওয়াহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: (মুহাদ্দিসের সামনে) লিখিত পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করা এবং হাদীস (শোনানোর মাধ্যমে) উপস্থাপন করা- উভয়ই সমান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা দাউদ ইবনু আত্বা যঈফ। তাখরীজ: রমহরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল নং ৪৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬১)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَرْضُ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثُ سَوَاءٌ إسناده ضعيف

৬৬১. জা'ফর ইবনু মুহাম্মদ তার পিতা মুহাম্মদ রাহি. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: (মুহাদ্দিসের সামনে) লিখিত পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করা এবং হাদীস (শোনানোর মাধ্যমে) উপস্থাপন করা- উভয়ই সমান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/৮২৬; খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ২৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬২)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ يَرَى عَرْضَ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثَ سَوَاءً وَكَانَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ يَرَى ذَلِكَ إسناده ضعيف لضعف داود بن عطاء

৬৬২. দাউদ ইবনু আতা বলেন: (লিখিত) পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করা এবং হাদীস (শোনানোর মাধ্যমে) উপস্থাপন করা- উভয়কেই যাইদ ইবনু আসলাম রাহি. সমান গণ্য করতেন। এছাড়া ইবনু আবু যি'বও এই মত পোষণ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যযীফ, কেননা, দাউদ ইবনু আত্বা যঈফ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি। তবে অপর সূত্রে বর্ণনা করেছেন খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ২৭৬ ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন: ইবনু আবূ যি'ব 'আলিম কর্তৃক তোমাকে পাঠ করে শোনানোর চেয়ে আলিমের নিকট (হাদীস) পাঠ করে শোনানোকে উত্তম গণ্য করতেন।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬৩)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْعَرْضَ وَالْحَدِيثَ سَوَاءً

إسناده صحيح

৬৬৩. মুতাররিফ মালিক ইবনু আনাস রাহি. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (পাণ্ডুলিপি) উপস্থাপন করা এবং হাদীস (শোনানো)- উভয়কেই সমান গণ্য করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক ইবনু আনাস হতে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন খতীব, আল কিফায়াহ পৃ: ২৭০, সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬৪)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ يَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَدَّثْتُهُ عَنْ سُمَيْعٍ الزَّيَّاتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ فَأَخَذَ بِهِ

إسناده صحيح

৬৬৪. আ'মাশ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম বলতেন: (ইমামের পিছনে মুকতাদী একজন হলে সেক্ষেত্রে) সে (ইমামের) বাম পাশে দাঁড়াবে। তারপর আমি যখন তার নিকট সুমাই' আয যাইয়াতের সূত্রে ইবনু আব্বাস হতে হাদীস শুনালাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন', তখন তিনি (তার পূর্বের মত পরিত্যাগ করে), এ মত গ্রহণ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। ইবনু আব্বাস কর্তৃক তার খালা মায়মুনা'র ঘরে রাত্রিযাপন'-এর হাদীসের অংশ বিশেষ এ হাদীসটি। এটি বুখারী-মুসলিম উভয়ের বর্ণিত হাদীস।

তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৮৫৯, ১১৭ তে এর মূল রয়েছে। সহীহ মুসলিম ৭৬৩; আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৬৫ নং, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৯০, ১৪৪৫, ২১৯৬, ২৫৯২; মু'জামুশ শুয়ুখিল মাউসিলী নং ৩২৯; এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৭৭ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ نَشَدَ عُمَرُ النَّاسَ أَسَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ قَضَى فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضًا فَقَامَ الْمَقْضِيُّ لَهُ فَقَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي بِهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضًا فَقَامَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَقُلْتُ أَتَقْضِي عَلَيَّ فِيهِ فِيمَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ أَنْ تُطِلَّهُ فَهُوَ أَحَقُّ مَا يُطَلُّ فَهَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مَعَهُ فَقَالَ أَشِعْرٌ فَقَالَ عُمَرُ لَوْلَا مَا بَلَغَنِي مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَعَلْتُهُ دِيَةً بَيْنَ دِيَتَيْنِ

الحديث صحيح متفق عليه

৬৬৫.[1] মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ বলেন: উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গর্ভস্থ শিশু বা ভ্রূণ (হত্যার) ব্যাপারে ফায়সালা দিতে আপনাদের কেউ শুনেছেন কি? তখন মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, তিনি এরূপ ক্ষেত্রে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেছেন।
তিনি পুনরায় লোকদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন যার পক্ষে তিনি এ ফায়সালা দিয়েছিলেন সেই বাদী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পক্ষে (গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতিপূরণ বা দিয়াত স্বরূপ) একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেছেন।
তিনি পুনরায় লোকদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন যার বিপক্ষে তিনি এ ফায়সালা দিয়েছিলেন সেই বিবাদী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বিপক্ষে 'গুররাহ' (গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতিপূরণ বা দিয়াত) স্বরূপ একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেছেন। তখন আমি বলেছিলাম: আপনি আমার বিপক্ষে এমন একজনের বিষয়ে (ক্ষতিপূরণের) ফায়সালা দিলেন, যা খায়নি, পানও করেনি আবার কাঁন্নাকাটিও করেনি এবং কথাও বলেনি। বরং এ (দিয়াত) রহিত হওয়াই ছিল অধিকতর সঙ্গত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে থাকা কোনো একটি বস্তু তার দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন: এ কি কাব্য? (এ হাদীস শুনে) তখন

উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: যদি আমার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ফায়সালা না পৌঁছতো, তবে আমি দুটি দিয়াতের মধ্য থেকে অবশ্যই একটি দিয়াতের ব্যবস্থা করতাম।[2]

[1] এখানে আরো একটি ক্রমিক নং (৬৫৭) বাদ পড়েছে। ফলে সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত তিনটি সংখ্যা বাদ যাওয়ায় মুহাক্কিকের নুসখায় এটির নং হয়েছে ৬৬৮ যেখানে আমাদের অনুবাদে বাদ পড়া নং গুলো ঠিক করে এর নম্বর হয়েছে ৬৬৫। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি সহীহ। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণিত হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ৭৩১৭, ৭৩১৮, ৬৯০৫, ৬৯০৭; সহীহ মুসলিম ১৬৮১-১৬৮৩। আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০১৬। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবু হুরাইরা হতে যা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন আমার তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯১৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০১৮, ৬০২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬৬)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ كَانَ سَلَّامٌ يَذْكُرُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ خَطَأَ مُعَلِّمِكَ فَجَالِسْ غَيْرَهُ إسناده صحيح

৬৬৬. সালাম আউয়্যুব হতে উল্লেখ করতেন যে, তিনি বলেন: যদি তুমি তোমার শিক্ষকের দোষ-ত্রুটি জানতে চাও, তবে তিনি ব্যতীত অন্যদের সাথে বসো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/৯ সহীহ সনদে; আবু যুর'আহ, তারীখ নং ২০৭২

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬৭)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ تَذَاكَرْنَا بِمَكَّةَ الرَّجُلَ يَمُوتُ فَقُلْتُ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَصْحَابِنَا قَالَ فَلَقِيَنِي طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَنَزِيُّ فَقَالَ إِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيمٌ وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ الْعَيْنُ إِلَيْهِمْ سَرِيعَةٌ وَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ وَإِنَّكَ قُلْتَ قَوْلًا هَا هُنَا خِلَافَ قَوْلِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَلَسْتُ آمَنُ فَقُلْتُ وَفِي ذَا اخْتِلَافٌ قَالَ نَعَمْ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ قَالَ وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ وَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ وَسَأَلْتُ أَبَا

قِلَابَةَ فَقَالَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فَقَالَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ وَسَمِعْت عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ قَالَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ لَيْثًا حَدَّثَ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ قَالَ تُوُفِّيَ عَلِيٌّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقُولُ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ

৬৬৭. আইয়্যুব বলেন: আমরা মক্কায় এক মৃতব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন আমি বললাম: এর (মৃতব্যক্তির) স্ত্রী যেদিন স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারবে, সেদিন হতে তার ইদ্দত গণনা শুরু হবে। কারণ, হাসান, কাতাদাহ ও আমাদের সাথীরা সবাই এ মত পোষণ করেন। তারপর তালক ইবনু হাবীব আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন: আপনি আমাদের নিকট সম্মানিত ব্যক্তি এবং আপনি সেই শহরের বাসিন্দাদের অন্যতম, যাদের দিকে দ্রুত সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এতদসত্ত্বেও আমি আপনার উপর নির্ভর করতে পারছি না। তিনি বললেন: আপনি এমন একটি কথা বললেন যা এ শহরাসীদের বক্তব্যের বিপরীত ফলে আমি (আপনার কথার উপর) নির্ভর করতে পারছি না। আমি বললাম: এ নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে কি? তিনি বলেন: হাঁ, তার (মহিলার) ইদ্দত শুরু হবে তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই।

তখন আমি সাঈদ ইবনু জুবাইরের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে এটি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বলেন: তার (মহিলার) ইদ্দত শুরু হবে তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই। আর আমি মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: তার (মহিলার) ইদ্দত শুরু হবে তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই। আর আমি আতা ইবনু আবী রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: (মহিলার ইদ্দত শুরু হবে) তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই। আর আমি আবু কিলাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: (মহিলার ইদ্দত শুরু হবে) তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই। আর আমি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: (মহিলার ইদ্দত শুরু হবে) তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই। তিনি বলেন: আমাকে নাফি' রাহি. বর্ণনা করেছেন: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন: (মহিলার ইদ্দত শুরু হবে) তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই। আমি ইকরিমাহকে বলেতে শুনেছি, তিনি বলেন: (মহিলার ইদ্দত শুরু হবে) তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই। তিনি বলেন: তিনি আরও বললেন: জাবির ইবনু যাইদ বলেন: (মহিলার ইদ্দত শুরু হবে) তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই। তিনি বলেন: তিনি আরও বললেন: ইবনু আব্বাস রাদ্বিযাল্লাহু আনহুমা বলতেন: (মহিলার ইদ্দত শুরু হবে) তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই। হাম্মাদ বলেন, আমি লাইছকে হাকাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: (মহিলার ইদ্দত শুরু হবে) তার (স্বামীর) মৃত্যুর দিন থেকেই। তিনি বলেন: আলীরাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: (মহিলার ইদ্দত শুরু হবে) তার (স্বামীর) মৃত্যুর খবর তার নিকট পৌঁছানোর দিন থেকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ।। তাখরীজ: দেখুন, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ৫/১৯৬-১৯৮; সুনান ইবনু মানসূর ১/২৮৮, ২৮৯; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৬/৩২৭, ৩২৮, ৩২৯; সুনান বাইহাকী ৭/৪২৫, এখানে এটি অবিচ্ছিন্ন সনদে রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ فَلَمْ يُشَرِّكْ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا إسناده جيد

৬৬৮. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত, হাকাম ইবনু মাসউদ বলেন: “আমরা শরীকানা (ভাগাভাগি)-এর বিষয়ে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট এলাম। কিন্তু তিনি আমাদের মাঝে তা বন্টন করলেন না। অতঃপর পরবর্তী বছরেও আমরা বিষয়টি নিয়ে তাঁর নিকট এলে তিনি আমাদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। তখন আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: সেটিও ছিল আমাদের রায় অনুযায়ী, এটিও আমাদের রায় অনুযায়ী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১১/২৫৫ নং ১১১৪৪; বুখারী, আল কাবীর ২/৩৩১-৩৩২; ফাসাওয়ী, আল মা’রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/২২৩; বাইহাকী, ৬/২৫৫; আব্দুর রাযযাক ১০/২৪৯ নং ১৯০০৫; দেখুন লীসানুল মীযান ২/৩৩৮-৩৩৯ ও সুনানে সাঈদ ইবনু মানসূর পৃ: ৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৬৯)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَسْوَدُ قَالَ قَالَ ابْنُ مُنَبِّهٍ كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا مَضَى يَضَنُّونَ بِعِلْمِهِمْ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَيَرْغَبُ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي عِلْمِهِمْ فَيَبْذُلُونَ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ الْيَوْمَ بَذَلُوا عِلْمَهُمْ لِأَهْلِ الدُّنْيَا فَزَهِدَ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي عِلْمِهِمْ فَضَنُّوا عَلَيْهِمْ بِدُنْيَاهُمْ إسناده ضعيف لانقطاعه: حجاج الأسود لم يدرك وهبا فيما نعلم والله أعلم

৬৬৯. হাজ্জাজ আল আসওয়াদ বলেন, ইবনু মুনাব্বিহ বলেছেন: ইতিপূর্বে ইলমের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ দুনিয়াদার লোকদেরকে তাদের ইলম প্রদান করতে কার্পণ্য করতেন। ফলে দুনিয়াদার লোকেরা তাদের (আহলে ইলমদের) ইলমের প্রতি আগ্রহী হতো। ফলে তারা তাদের দুনিয়া (এর মাল-সম্পদ) তাদের (আহলে ইলমদের) জন্য নিয়োজিত বা ব্যয় করতো। কিন্তু আজকের আহলে ইলম (ইলমের অধিকারীগণ) তাদের ইলমকে দুনিয়াদারদের জন্যই নিয়োজিত করেছেন। এতে দুনিয়াদাররা তাদের (ইলমের অধিকারীগণ) ইলমের ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়েছে। ফলে তারা তাদের দুনিয়া (এর ধন-সম্পদ) এদের (আহলে ইলমদের)কে প্রদান করতে কার্পণ্য করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ বিচ্ছিন্নতার কারণে। হাজ্জাজ আল আসওয়াদ, আমাদের জানামতে, ওয়াহাবের সাক্ষাত পাননি। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: মুহাক্কিক্ব এর কোন তাখরীজ করেননি- অনুবাদক।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭০)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْكُمَيْتِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُوسَى قَالَ مَرَّ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا أَيَّامًا فَقَالَ هَلْ بِالْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَدْرَكَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُ أَبُو حَازِمٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ يَا أَبَا حَازِمٍ مَا هَذَا الْجَفَاءُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَيُّ جَفَاءٍ رَأَيْتَ مِنِّي قَالَ أَتَانِي وُجُوهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَمْ تَأْتِنِي قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَقُولَ مَا لَمْ يَكُنْ مَا عَرَفْتَنِي قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ وَلَا أَنَا رَأَيْتُكَقَالَ فَالْتَفَتَ سُلَيْمَانُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ أَصَابَ الشَّيْخُ وَأَخْطَأْتُ قَالَ سُلَيْمَانُ يَا أَبَا حَازِمٍ مَا لَنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لِأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمُ الْآخِرَةَ وَعَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا فَكَرِهْتُمْ أَنْ تُنْقَلُوا مِنْ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ قَالَ أَصَبْتَ يَا أَبَا حَازِمٍ فَكَيْفَ الْقُدُومُ غَدًا عَلَى اللَّهِ قَالَ أَمَّا الْمُحْسِنُ فَكَالْغَائِبِ يَقْدُمُ عَلَى أَهْلِهِ وَأَمَّا الْمُسِيءُ فَكَالْآبِقِ يَقْدُمُ عَلَى مَوْلَاهُ فَبَكَى سُلَيْمَانُ وَقَالَ لَيْتَ شِعْرِي مَا لَنَا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ اعْرِضْ عَمَلَكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّ مَكَانٍ أَجِدُهُ قَالَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ قَالَ سُلَيْمَانُ فَأَيْنَ رَحْمَةُ اللَّهِ يَا أَبَا حَازِمٍ قَالَ أَبُو حَازِمٍ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ يَا أَبَا حَازِمٍ فَأَيُّ عِبَادِ اللَّهِ أَكْرَمُ قَالَ أُولُو الْمُرُوءَةِ وَالنُّهَى قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ دُعَاءُ الْمُحْسِنِ إِلَيْهِ

لِلْمُحْسِنِ قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ لِلسَّائِلِ الْبَائِسِ وَجُهْدُ الْمُقِلِّ لَيْسَ فِيهَا مَنٌّ وَلَا أَذًى قَالَ فَأَيُّ الْقَوْلِ أَعْدَلُ قَالَ قَوْلُ الْحَقِّ عِنْدَ مَنْ تَخَافُهُ أَوْ تَرْجُوهُ قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ رَجُلٌ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَدَلَّ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَحْمَقُ قَالَ رَجُلٌ انْحَطَّ فِي هَوَى أَخِيهِ وَهُوَ ظَالِمٌ فَبَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ أَصَبْتَ فَمَا تَقُولُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَ تُعْفِينِي قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ لَا وَلَكِنْ نَصِيحَةٌ تُلْقِيهَا إِلَيَّ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ آبَاءَكَ قَهَرُوا النَّاسَ بِالسَّيْفِ وَأَخَذُوا هَذَا الْمُلْكَ عَنْوَةً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا رِضَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً فَقَدِ ارْتَحَلُوا عَنْهَا فَلَوْ أُشْعِرْتَ مَا قَالُوا وَمَا قِيلَ لَهُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا أَبَا حَازِمٍ قَالَ أَبُو حَازِمٍ كَذَبْتَ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ الْعُلَمَاءِ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ فَكَيْفَ لَنَا أَنْ نُصْلِحَ قَالَ تَدَعُونَ الصَّلَفَ وَتَمَسَّكُونَ بِالْمُرُوءَةِ وَتَقْسِمُونَ بِالسَّوِيَّةِ قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ كَيْفَ لَنَا بِالْمَأْخَذِ بِهِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ تَأْخُذُهُ مِنْ حِلِّهِ وَتَضَعُهُ فِي أَهْلِهِ قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا حَازِمٍ أَنْ تَصْحَبَنَا فَتُصِيبَ مِنَّا وَنُصِيبَ مِنْكَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ وَلِمَ ذَاكَ قَالَ أَخْشَى أَنْ أَرْكَنَ إِلَيْكُمْ شَيْئًا قَلِيلًا فَيُذِيقَنِي اللَّهُ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ ارْفَعْ إِلَيْنَا حَوَائِجَكَ قَالَ تُنْجِينِي مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ سُلَيْمَانُ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيَّ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَمَا لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ غَيْرُهَا قَالَ فَادْعُ لِي قَالَ أَبُو حَازِمٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ سُلَيْمَانُ وَلِيَّكَ فَيَسِّرْهُ لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ كَانَ عَدُوَّكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ قَطُّ قَالَ أَبُو حَازِمٍ قَدْ أَوْجَزْتُ وَأَكْثَرْتُ إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ فَمَا يَنْفَعُنِي أَنْ أَرْمِيَ عَنْ قَوْسٍ لَيْسَ لَهَا وَتَرٌ قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ أَوْصِنِي قَالَ سَأُوصِيكَ وَأُوجِزُ عَظِّمْ رَبَّكَ وَنَزِّهْهُ أَنْ يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ أَوْ يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَعَثَ إِلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَنْفِقْهَا وَلَكَ عِنْدِي مِثْلُهَا كَثِيرٌ قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُكَ إِيَّايَ هَزْلًا أَوْ رَدِّي عَلَيْكَ بَذْلًا وَمَا أَرْضَاهَا لَكَ فَكَيْفَ أَرْضَاهَا لِنَفْسِي وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهَا رِعَاءً يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ جَارِيَتَيْنِ تَذُودَانِ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ جَائِعًا خَائِفًا لَا يَأْمَنُ فَسَأَلَ رَبَّهُ وَلَمْ يَسْأَلِ النَّاسَ فَلَمْ يَفْطِنِ الرِّعَاءُ وَفَطِنَتِ الْجَارِيَتَانِ فَلَمَّا رَجَعَتَا إِلَى أَبِيهِمَا أَخْبَرَتَاهُ بِالْقِصَّةِ وَبِقَوْلِهِ فَقَالَ أَبُوهُمَا وَهُوَ شُعَيْبٌ هَذَا رَجُلٌ جَائِعٌ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا اذْهَبِي فَادْعِيهِ فَلَمَّا

أَتَتْهُ عَظَّمَتْهُ وَغَطَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَشَقَّ عَلَى مُوسَى حِينَ ذَكَرَتْ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ أَنْ يَتْبَعَهَا إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْجِبَالِ جَائِعًا مُسْتَوْحِشًا فَلَمَّا تَبِعَهَا هَبَّتْ الرِّيحُ فَجَعَلَتْ تَصْفِقُ ثِيَابَهَا عَلَى ظَهْرِهَا فَتَصِفُ لَهُ عَجِيزَتَهَا وَكَانَتْ ذَاتَ عَجُزٍ وَجَعَلَ مُوسَى يُعْرِضُ مَرَّةً وَيَغُضُّ أُخْرَى فَلَمَّا عِيلَ صَبْرُهُ نَادَاهَا يَا أَمَةَ اللَّهِ كُونِي خَلْفِي وَأَرِينِي السَّمْتَ بِقَوْلِكِ ذَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىشُعَيْبٍ إِذَا هُوَ بِالْعَشَاءِ مُهَيَّأً فَقَالَ لَهُ شُعَيْبٌ اجْلِسْ يَا شَابُّ فَتَعَشَّ فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَعُوذُ بِاللَّهِ فَقَالَ لَهُ شُعَيْبٌ لِمَ أَمَا أَنْتَ جَائِعٌ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عِوَضًا لِمَا سَقَيْتُ لَهُمَا وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا نَبِيعُ شَيْئًا مِنْ دِينِنَا بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَقَالَ لَهُ شُعَيْبٌ لَا يَا شَابُّ وَلَكِنَّهَا عَادَتِي وَعَادَةُ آبَائِي نُقْرِي الضَّيْفَ وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ فَجَلَسَ مُوسَى فَأَكَلَ فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمِائَةُ دِينَارٍ عِوَضًا لِمَا حَدَّثْتُ فَالْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ أَحَلُّ مِنْ هَذِهِ وَإِنْ كَانَ لِحَقٍّ لِي فِي بَيْتِ الْمَالِ فَلِي فِيهَا نُظَرَاءُ فَإِنْ سَاوَيْتَ بَيْنَنَا وَإِلَّا فَلَيْسَ لِي فِيهَا حَاجَةٌ إسناده مسلسل بالمجاهيل

৬৭০. দাহহাক ইবনু মুসা বলেন: সুলায়মান ইবনু আব্দুল মালেক মক্কার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে মদীনা অতিক্রম করছিলেন। সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। তখন তিনি বলেন, মদীনাতে এমন কেউ আছেন কি যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? তখন লোকেরা তাকে বলল, আবু হাযিম রয়েছেন। তখন তিনি তার নিকট লোক পাঠালেন। আর যখন তিনি তার কাছে এলেন, তিনি তাকে বললেন: হে আবু হাযিম, (আপনার) এই কঠোরতার কারণ কী? আবু হাযিম বলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমার পক্ষ থেকে কী কঠোরতা দেখলেন? তিনি বললেন: আমার নিকট মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সকলেই এলো, কিন্তু আপনি এলেন না।

তিনি বললেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আল্লাহর নিকট আপনার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, যা হয়নি আপনি তা বলবেন। আজকের আগে আপনি আমাকে চিনতেন না, আর আমিও আপনাকে দেখিনি।

বর্ণনাকারী বলেন: এরপর সুলায়মান মুহাম্মদ ইবনু শিহাব যুহরী রাহ. দিকে ফিরে বললেন: এ শাইখ ঠিকই বলেছেন, আমিই ভুল করেছি। সুলায়মান বলেন: হে আবু হাযিম, আমাদের কী হলো যে, আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করছি? তিনি জবাবে বলেন: আপনারা আখিরাতকে বরবাদ বা শূন্য করে দিচ্ছেন এবং দুনিয়াকে আবাদ বা সমৃদ্ধ করছেন। ফলে সমৃদ্ধ (দুনিয়া) হতে বিরাণ বা শূন্য (আখিরাতে)'র দিকে স্থানান্তরিত হতে আপনারা অপছন্দ করছেন।

তিনি (সুলাইমান) বললেন: আপনি ঠিকই বলেছেন, হে আবু হাযিম। তাহলে আমরা আগামীকাল কিভাবে আল্লাহর সামনে যাবো? তিনি বললেন: মুহসিন বা নেককার ব্যক্তিগণ ঠিকমতোই উপস্থিত

হবেন, যেভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তি তার পরিবারের নিকট উপস্থিত হয়। আর খারাপ লোকেরা সেভাবেই যাবে, যেভাবে পলায়নকারী গোলাম তার মনিবের নিকট (লাঞ্ছিত ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়) উপস্থিত হয়।

তখন সুলাইমান কাঁদতে লাগলেন। এরপর বললেন: হায়! আমি যদি জানতে পারতাম আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য কী রয়েছে! তিনি বললেন: আল্লাহর কিতাবের সামনে আপনার আমলকে উপস্থাপন করুন (মিলিয়ে দেখুন)। তিনি (সুলাইমান) বলেন: আমি এটি (কুরআনে) কোন্ স্থানে পাব? তিনি (আবু হাযিম) বলেন: “

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

অর্থ: নিশ্চয় নেককারগণ জান্নাতে এবং পাপীগণ জাহান্নামে থাকবে।” –সূরা ইনফিতার: ১৩।

সুলাইমান বলেন: হে আবু হাযিম! তাহলে আল্লাহর রহমত কোথায়? আবু হাযিম তিলাওয়াত করলেন:

رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ:আল্লাহর রহমত নেককারগণের অতি নিকটবর্তী ।” সূরা আ’রাফ: ৫৬।

সুলাইমান তাকে বললেন: হে আবু হাযিম! আল্লাহর কোন্ বান্দা সবচেয়ে সম্মানিত? তিনি বলেন: মানবতা ও বিচক্ষণতার অধিকারী ব্যক্তিগণ। সুলাইমান তাকে বললেন: হে আবু হাযিম! কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম? আবু হাযিম বলেন: হারাম কাজসমূহ পরিত্যাগ করার সাথে সাথে ফরয ইবাদতসমূহ পালন করা। সুলাইমান তাকে বললেন: কোন্ দো’আ সর্বাধিক কবুল হয়? আবু হাযিম বলেন: যাকে ইহসান করা হয়, ইহসানকারীর জন্য তার দু’আ। তিনি বলেন: তারপর কোন্ সাদাকাহ বা দান সর্বোত্তম? তিনি (আবু হাযিম) বলেন: বিপদগ্রস্ত যাচ্ঞাকারীকে করা দান এবং দরিদ্র-অভাবী পরিশ্রমের (উপার্জন হতে কৃত দান) যাতে কোনো খোঁটা ও কষ্ট প্রদান করা হয় নাই। তিনি বলেন: সবচেয়ে ন্যায্য কথা কোনটি? তিনি বলেন: সে যাকে ভয় করে এবং সে যার নিকট কিছু আশা করে- এমন লোকের সামনে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা। তিনি বলেন: আর কোন্ মু’মিন সবচেয়ে বুদ্ধিমান? তিনি (আবু হাযিম) বলেন: এমন লোক যে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করে এবং লোকদেরকে সে কাজের দিকে আহবান করে।

তিনি বলেন: কোন্ মু’মিন সর্বাধিক বোকা? তিনি বলেন: এমন লোক যে তার জালিম ভাইয়ের (কু-)প্রবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে। ফলে সে অপরের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের আখেরাতকে বিক্রয় করে দেয়। সুলাইমান তাকে বললেন: আপনি ঠিকই বলেছেন। তাহলে আমরা যে অবস্থায় রয়েছি, সে ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন: হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি আমাকে মাফ করবেন কি? সুলাইমান তাকে বললেন: না, তবে আপনি আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন: হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনার বাপ-দাদা তলোয়ার দিয়ে লোকদেরকে বশীভূত করেছেন। আর এ রাজ্য মুসলিমগণের সাথে পরামর্শ ছাড়াই জোরপূর্বক দখল করেছেন এবং তারা এতে সন্তুষ্ট ছিল না। এমনকি তারা তাদেরকে ব্যাপক আকারে হত্যা করেছেন। এরপর তারা গত হয়েছেন। আর আপনার জানা আছে, তারা কী বলেছে এবং তাদেরকে কী বলা হয়েছে? তখন মাজলিসে উপবিষ্ট লোকদের

মধ্যেকার এক ব্যক্তি বলে উঠলো: হে আবু হাযিম, আপনি যা বললেন, তা কতই না মন্দ! আবু হাযিম বললেন: তুমি মিথ্যাচার করছো। আল্লাহ আলিমগণের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছেন, যে তারা যেন অবশ্যই লোকদেরকে সবকিছু জানিয়ে দেয়, আর কোনো কিছু গোপন না করে। সুলাইমান তাকে বললেন: তাহলে এখন আমরা কিভাবে সংশোধিত হতে পারি? তিনি (আবু হাযিম) বলেন: আপনারা গর্ব-অহংকার পরিত্যাগ করুন এবং মানবিকতাকে আঁকড়ে ধরুন এবং (লোকদের মাঝে) সমানভাবে বণ্টন করুন।

সুলাইমান তাকে বললেন: (লোকদের নিকট থেকে আমাদের কর) গ্রহণ করার ত্রুটি কেমন? তিনি (আবু হাযিম) বলেন: এর হালালকে গ্রহণ করুন এবং যথাযোগ্য পাত্রে তা খরচ করুন। সুলাইমান তাকে বললেন: হে আবু হাযিম, আপনি কি আমাদেরকে সঙ্গ দান করবেন, যাতে আমরা আপনার নিকট থেকে কিছু লাভ করতে পারি এবং আপনিও আমাদের নিকট হতে কিছু লাভ করতে পারি। তিনি বলেন: আউযুবিল্লাহ (তা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি)! সুলাইমান তাকে বললেন: তা কেন? তিনি বলেন: আমার ভয় হয়, যদি আমি যদি আপনাদের দিকে সামান্যও ঝুঁকে যাই, হয়তো আল্লাহ আমাকে জীবন ও মৃত্যুতে দ্বিগুণ (শাস্তির) স্বাদ আস্বাদন করাবেন। সুলাইমান তাকে বললেন: আপনি আমাদের নিকট আপনার প্রয়োজনসমূহ বলুন। তিনি বলেন: আপনি আমাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিন এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। সুলাইমান বলেন: তা আমার আয়ত্বে নেই। আবু হাযিম বলেন: তাহলে এছাড়া আপনার নিকট আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন: আমার জন্য আপনি দো'আ করুন। আবু হাযিম বলেন: হে আল্লাহ, সুলাইমান যদি আপনার বন্ধু হয়ে থাকে, তবে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ লাভ তার জন্য সহজ করে দিন। আর যদি সে আপনার শত্রু হয়ে থাকে, তাকে তার কপালের চুল ধরে আপনি যা পছন্দ করেন এবং যাতে সন্তুষ্ট হন, সেদিকে ফিরিয়ে দিন। সুলাইমান বললেন: ব্যস! আর নয়। আবু হাযিম বলেন: আমি সংক্ষেপ করেছি অথচ অনেক বেশিও করে ফেলেছি, অবশ্য যদি আপনি এর উপযুক্ত হন। আর আপনি যদি এর উপযুক্ত না হন, তবে যে ধনুকের ছিলা নেই, তা থেকে তীর নিক্ষেপ করাতে আমার কী লাভ হবে?

সুলাইমান তাকে বললেন: আপনি আমাকে উপদেশ দিন। আবু হাযিম বলেন: আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি এবং সংক্ষেপ করছি: আপনি আপনার রবের মহত্ব-বড়ত্ব প্রচার করুন এবং তিনি আপনাকে যে স্থানে থাকতে নিষেধ করেছেন, সেখানে আপনাকে দেখা হতে তাকে মুক্ত রাখুন (সে স্থান হতে আপনি দূরে থাকুন)। অথবা, তিনি যা করতে আদেশ করেছেন, সেই সকল স্থানে তিনি যেন আপনাকে অনুপস্থিত না পান।

এরপর যখন তার নিকট থেকে তিনি চলে গেলেন, তারপর তিনি তার নিকট একশ' দীনার পাঠিয়ে দিলেন। আর তার নিকট লিখে পাঠালেন: আপনি এ থেকে ব্যয় করুন। আর আপনার জন্য আমার নিকট এরূপ আরো অনেক রয়েছে।

তিনি (রাবী) বলেন: কিন্তু তিনি তার নিকট তা ফেরত দিলেন এবং লিখে পাঠালেন: হে আমীরুল মু'মিনীন, আমি আপনার থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি তামাশা স্বরূপ একমাত্র আমাকেই আপনার প্রশ্ন করা হতে কিংবা আপনার নিকট দান স্বরূপ আমার (এ অর্থ) ফিরিয়ে দেয়া হতে । আর যা আমি আপনার জন্যই পছন্দ করিনা, তা আমার নিজের জন্য কিভাবে পছন্দ করতে পারি?

তিনি তার নিকট আরও লিখেছিলেন: মূসা ইবনু ইমরান যখন মাদায়েনে পানির কুপের নিকট পৌঁছলেন, তখন একদল রাখালকে তাদের জন্তুদের পানি পান করাতে দেখলেন এবং তারা ছাড়াও তিনি দু'জন বালিকাকে দেখলেন তাদের পশুগুলোকে থামিয়ে রাখছে। তখন তিনি তাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা জবাবে বললেন:

لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

অর্থ: রাখালরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুদেরকে পানি পান করাতে পারিনা। আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। তখন তিনি তাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করালেন। অতঃপর গাছের ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং বললেন: হে আমার প্রতিপালক। আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই করবেন, আমি তারই মুখাপেক্ষী।" সূরা ক্বসাস: ২৩-২৪।

এর কারণ হলো যে, তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত, ভীত এবং অনিরাপদ। তাই তিনি তার প্রতিপালকের নিকট চেয়েছিলেন, আর তিনি মানুষের কাছে চাননি। আর রাখালরা বুঝতে পারেনি, কিন্তু বালিকা দু'টি বুঝতে পেরেছিল। ফলে যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে এলো, তখন তারা দু'জন তাকে এ ঘটনা ও তাঁর কথা জানালো। তখন তাদের পিতা -যিনি ছিলেন শুয়াইব আ:, তিনি বললেন: এ লোকটি তো ক্ষুধার্ত। তিনি তাদের একজনকে বললেন: যাও, তাকে ডেকে নিয়ে আস। আর যখন সে তার নিকট আসল, তখন সে তার মুখ ঢেকে তাঁকে যথাযথ সম্মানের সাথে বললো:

(إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا)

অর্থ: "আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন কারণ আপনি আমাদের (পশুগুলি)কে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময় দানের জন্য।" [সূরা ক্বসাস: ২৫]।

সে যখন উল্লেখ করল যে, আপনি আমাদের পশুকে যে পান করিয়েছেন, তা বিনিময় দেবেন,- এ কথাটি মূসা আ: এর উপর অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হলো। কিন্তু তিনি তাকে অনুসরণ করা ব্যতীত আর কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না। কারণ, তিনি এ পাহাড়ী এলাকার মাঝে একজন ক্ষুধার্ত আপনজনহীন ব্যক্তি। ফলে যখন তিনি তার অনুসরণ করলেন, তখন (সজোরে) বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল ফলে তার কাপড় তার পিছনে আছড়ে পড়ছিল। আর তার নিতম্ব তাঁর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আর সে ছিল উঁচু নিতম্ব বিশিষ্টা। ফলে মূসা আ: একবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন, আরেকবার দৃষ্টি নিচু করে ফেলছিলেন। এভাবে (একসময়) যখন তিনি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললেন, তখন বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! আমার পিছনে পিছনে চলো এবং পেছন থেকে আমাকে রাস্তা বলে দাও।

অতঃপর যখন তিনি শুয়াইব আ:-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তিনি রাতের খাবার প্রস্তুত করছিলেন। তখন শুয়াইব তাঁকে বললেন: হে যুবক! বসে পড়ো এবং তিনি তাকে রাতের খাবার পরিবেশন করলেন।

তখন মূসা আ: তাঁকে বললেন: আউযুবিল্লাহ! তখন শুয়াইব তাঁকে বললেন: কেন? তুমি কি ক্ষুধার্ত নও? তিনি বললেন: অবশ্যই। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, আমি যে তাদের পশুকে পানি করিয়েছিলাম, এ খাবার তার বিনিময় হয়ে যাচ্ছে। আর আমি হলো সেই বংশের সন্তান যে, আমরা দুনিয়া ভর্তি সোনার বিনিময়েও আমাদের দীনের সামান্য অংশও বিক্রয় করি না।

তখন শুয়াইব আ: তাঁকে বললেন: না, হে যুবক (এটি কোনো বিনিময় নয়)। তবে এটি আমার এবং আমার পূর্বপুরুষদের রীতি যে, আমরা মেহমানদের আপ্যায়ন করি এবং তাদেরকে খাদ্য খাওয়াই। তখন মূসা আ: বসে গেলেন এবং খাবার খেলেন।' (আবু হাযিম বললেন:) আমি আপনাকে যা বলেছি, এই একশ দীনার যদি তার বিনিময় হয়, তবে অপারগ অবস্থায় মৃত জন্তু, রক্ত এবং শুকরের মাংশ এর চেয়েও অধিক হালাল। আর এটা যদি বায়তুল মালের (রাষ্ট্রীয় কোষাগারের) থেকে গৃহীত হয়, তবে আমার জন্য এটি বিতর্কিত জিনিস। অবশ্য যদি আপনি আমাদের মাঝে সমতা বিধান করতে পারেন (তবে সেটি ভিন্ন কথা)। তা না হলে আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ধারাবাহিকভাবে অজ্ঞাত রাবী দ্বারা বর্ণিত। মুহাম্মদ ইবনু উমার, আলী ইবনু ওয়াহহাব এবং দাহহাক ইবনু মূসা- এদের একজনের জীবনীও আমি খুঁজে পাইনি। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৩/২৩৪-২৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭১)

أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيِّ أَخْبَرَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ قَالَ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ اعْمَلْ بِعِلْمِكَ وَأَعْطِ فَضْلَ مَالِكَ وَاحْبِسِ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ يَنْفَعُكَ عِنْدَ رَبِّكَ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِنَّ الَّذِي عَلِمْتَ ثُمَّ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ قَاطِعٌ حُجَّتَكَ وَمَعْذِرَتَكَ عِنْدَ رَبِّكَ إِذَا لَقِيتَهُ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِنَّ الَّذِي أُمِرْتَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ لَيَشْغَلُكَ عَمَّا نُهِيتَ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ لَا تَكُونَنَّ قَوِيًّا فِي عَمَلِ غَيْرِكَ ضَعِيفًا فِي عَمَلِ نَفْسِكَ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ لَا يَشْغَلَنَّكَ الَّذِي لِغَيْرِكَ عَنْ الَّذِي لَكَ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ وَزَاحِمْهُمْ وَاسْتَمِعْ مِنْهُمْ وَدَعْ مُنَازَعَتَهُمْ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ عَظِّمِ الْعُلَمَاءَ لِعِلْمِهِمْ وَصَغِّرِ الْجُهَّالَ لِجَهْلِهِمْ وَلَا تُبَاعِدْهُمْ وَقَرِّبْهُمْ وَعَلِّمْهُمْ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ لَا تُحَدِّثْ بِحَدِيثٍ فِي مَجْلِسٍ حَتَّى تَفْهَمَهُ وَلَا تُجِبْ امْرَأً فِي قَوْلِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مَا قَالَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ

لَا تَغْتَرَّ بِاللَّهِ وَلَا تَغْتَرَّ بِالنَّاسِ فَإِنَّ الْغِرَّةَ بِاللَّهِ تَرْكُ أَمْرِهِ وَالْغِرَّةَ بِالنَّاسِ اتِّبَاعُ أَهْوَائِهِمْ وَاحْذَرْ مِنَ اللَّهِ مَا حَذَّرَكَ مِنْ نَفْسِهِ وَاحْذَرْ مِنَ النَّاسِ فِتْنَتَهُمْ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِنَّهُ لَا يَكْمُلُ ضَوْءُ النَّهَارِ إِلَّا بِالشَّمْسِ كَذَلِكَ لَا تَكْمُلُ الْحِكْمَةُ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ الزَّرْعُ إِلَّا بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ كُلُّ مُسَافِرٍ مُتَزَوِّدٌ وَسَيَجِدُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى زَادِهِ مَا تَزَوَّدَ وَكَذَلِكَ سَيَجِدُ كُلُّ عَامِلٍ إِذَا احْتَاجَ إِلَى عَمَلِهِ فِي الْآخِرَةِ مَا عَمِلَ فِي الدُّنْيَا يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَحُضَّكَ عَلَى عِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ لَكَ كَرَامَتَكَ عَلَيْهِ فَلَا تَحَوَّلَنَّ إِلَى غَيْرِهِ فَتَرْجِعَ مِنْ كَرَامَتِهِ إِلَى هَوَانِهِ يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِنْ تَنْقُلِ الْحِجَارَةَ وَالْحَدِيدَ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْ تُحَدِّثَ مَنْ لَا يَعْقِلُ حَدِيثَكَ وَمَثَلُ الَّذِي يُحَدِّثُ مَنْ لَا يَعْقِلُ حَدِيثَهُ كَمَثَلِ الَّذِي يُنَادِي الْمَيِّتَ وَيَضَعُ الْمَائِدَةَ لِأَهْلِ الْقُبُورِ

৬৭১. যাইদ আল আম্মী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ফকীহ বলেছেন:

হে জ্ঞানী! তুমি তোমার ইলম অনুযায়ী আমল করো। আর তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ তুমি দান করো। তোমার রবের নিকট তোমার উপকারে আসবে এমন কথা ছাড়া আর যে কোনো প্রকার অতিরিক্ত কথা বলা হতে বিরত থাকো।

হে জ্ঞানী! তুমি যা জান, এরপরও তোমার ইলম অনুযায়ী আমল না করো, তাহলে তুমি যখন তোমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তা তোমার রবের নিকট তোমার পক্ষে কৈফিয়ত ও ওজর-আপত্তি ছিন্নকারী বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

হে জ্ঞানী! যে সকল কাজে তোমাকে আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা যেন তোমাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে, যা থেকে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

হে জ্ঞানী! তুমি অপরের কাজের ব্যাপারে শক্তিশালী, আর নিজের আমলের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ো না।

হে জ্ঞানী! অন্যের কাজ যেন তোমাকে তোমার আপন কাজ হতে অবশ্যই বিরত না রাখে।

হে জ্ঞানী! আলিমগণকে সম্মান করো। আর তাদের নিকটে ভীঁড় জমাও এবং তাদের কথা শোনো এবং তাদের সাথে ঝগড়া-বিতর্ক করা থেকে দূরে থাকো।

হে জ্ঞানী! আলিমগণকে তাদের ইলমের কারণে সম্মান করো এবং জাহিলদেরকে তাদের জাহালাত (মুর্খতা)-এর কারণে ছোট জানো। আর তাদেরকে দূরে ঠেলে দিওনা, বরং তাদের নিকটবর্তী হও এবং তাদেরকে ইলম শিক্ষা দাও।

হে জ্ঞানী! তুমি কোনো মাজলিসে এমন বক্তব্য দেবে না, যতক্ষণ না তা নিজে বুঝো। আর তুমি কোনো লোকের কোনো কথার জবাব দেবে না, যতক্ষণ না তুমি জানতে পারবে, তোমাকে কী বলা হলো।

হে জ্ঞানী! তুমি আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ো না, আর লোকদের ব্যাপারেও ধোকাগ্রস্ত হবে না। আর আল্লাহর বিষয়ে ধোঁকায় পড়া হলো তাঁর নির্দেশ পরিত্যাগ করা। আর লোকদের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়া হলো তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। আল্লাহকে ভয় করো, যেভাবে তোমাকে তাঁর আপন সত্তার ভয় দেখানো হয়েছে। আর লোকদের ফিতনাকে তুমি ভয় করো।

হে জ্ঞানী! যেভাবে সূর্য ব্যতীত দিনের আলো পূর্ণতা লাভ করে না, তদ্রূপ আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত হিকমাত (গভীর জ্ঞান) পূর্ণতা পায় না।

হে জ্ঞানী! পানি ও মাটি ব্যতীত যেমন ফসল ভাল হয় না, তদ্রূপ ইলম ও আমল ব্যতীত ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না।

হে জ্ঞানী! প্রত্যেক মুসাফির (অভিযাত্রী) যেমন পাথেয় সাথে নেয় এবং যা সে সাথে নিয়েছে, তার চেয়েও অধিক প্রয়োজন হলে দ্রুতই সে তা লাভ করে, ঠিক তদ্রূপ আখিরাতে যখন প্রত্যেক আমলকারী তার এ আমলের মুখাপেক্ষী হবে, তখন সে অবিলম্বেই তা পেয়ে যাবে, যা সে দুনিয়াতে আমল করেছিলো।

হে জ্ঞানী! আল্লাহ যখন তোমাকে তাঁর ইবাদতের দিকে উদ্বুদ্ধ করেন, তখন জেনে রেখো যে, তাঁর নিকট তোমার যে মর্যাদা-সম্মান রয়েছে, তা তোমার নিকট প্রকাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তিনি ব্যতীত আর কারও নিকট তুমি যাবে না। (যদি যাও), তাহলে তাঁর প্রদত্ত সম্মান-মর্যাদার আসন থেকে লাঞ্ছনা-অপমানের দিকেই তুমি ফিরে যাবে। হে জ্ঞানী! তোমার কথা যে অনুধাবন করে না, তার নিকট তোমার কথা বলার চেয়ে পাথর ও শিলাখণ্ড সরানোও তোমার জন্য অধিকতর সহজ হবে। যে ব্যক্তি তার কথা অনুধাবন করে না, এমন ব্যক্তির নিকট কথা বলার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো যে মৃত ব্যক্তিকে আহবান করে এবং কবরবাসীর জন্য খাবার প্রস্তুত করে (যারা কখনো ডাকে সাড়া দিতে পারে না এবং খেতে পারে না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাখরীজ: আমি এ ব্যতীত অন্য কোথাও এটি আছে বলে জানি না।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْخَوَّاصِ الشَّامِيِّ أَبِي عُتْبَةَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ اعْقِلُوا وَالْعَقْلُ نِعْمَةٌ فَرُبَّ ذِي عَقْلٍ قَدْ شُغِلَ قَلْبُهُ بِالتَّعَمُّقِ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ حَتَّى صَارَ عَنْ ذَلِكَ سَاهِيًا وَمِنْ فَضْلِ عَقْلِ الْمَرْءِ تَرْكُ النَّظَرِ فِيمَا لَا نَظَرَ فِيهِ حَتَّى لَا يَكُونَ فَضْلُ عَقْلِهِ وَبَالًا عَلَيْهِ فِي تَرْكِ مُنَافَسَةِ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ أَوْ رَجُلٍ شُغِلَ قَلْبُهُ بِبِدْعَةٍ قَلَّدَ فِيهَا دِينَهُ رِجَالًا دُونَ أَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ اكْتَفَى بِرَأْيِهِ فِيمَا لَا يَرَى الْهُدَى إِلَّا فِيهَا وَلَا يَرَى الضَّلَالَةَ إِلَّا بِتَرْكِهَا يَزْعُمُ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى فِرَاقِ الْقُرْآنِ أَفَمَا كَانَ لِلْقُرْآنِ حَمَلَةٌ قَبْلَهُ وَقَبْلَ أَصْحَابِهِ يَعْمَلُونَ بِمُحْكَمِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِمُتَشَابِهِهِ وَكَانُوا مِنْهُ عَلَى مَنَارٍ كَوَضَحِ الطَّرِيقِ فَكَانَ الْقُرْآنُ إِمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِمَامًا لِأَصْحَابِهِ وَكَانَ أَصْحَابُهُ أَئِمَّةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ مَنْسُوبُونَ فِي الْبُلْدَانِ مُتَّفِقُونَ فِي الرَّدِّ عَلَى أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ مَعَ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَتَسَكَّعَ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ بِرَأْيِهِمْ فِي سُبُلٍ مُخْتَلِفَةٍ جَائِرَةٍ عَنِ الْقَصْدِ مُفَارِقَةٍ لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَوَّهَتْ بِهِمْ أَدِلَّاؤُهُمْ فِي مَهَامِهَ مُضِلَّةٍ فَأَمْعَنُوا فِيهَا مُتَعَسِّفِينَ فِي تِيهِهِمْ كُلَّمَا أَحْدَثَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِدْعَةً فِي ضَلَالَتِهِمُ انْتَقَلُوا مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَطْلُبُوا أَثَرَ السَّالِفِينَ وَلَمْ يَقْتَدُوا بِالْمُهَاجِرِينَ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِزِيَادٍ هَلْ تَدْرِي مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ زَلَّةُ عَالِمٍ وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ اتَّقُوا اللَّهَ وَمَا حَدَثَ فِي قُرَّائِكُمْ وَأَهْلِ مَسَاجِدِكُمْ مِنَ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْمَشْيِ بَيْنَ النَّاسِ بِوَجْهَيْنِ وَلِسَانَيْنِ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي النَّارِ يَلْقَاكَ صَاحِبُ الْغِيبَةِ فَيَغْتَابُ عِنْدَكَ مَنْ يَرَى أَنَّكَ تُحِبُّ غِيبَتَهُ وَيُخَالِفُكَ إِلَى صَاحِبِكَ فَيَأْتِيهِ عَنْكَ بِمِثْلِهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ أَصَابَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَاجَتَهُ وَخَفِيَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مَا أُتِيَ بِهِ عِنْدَ صَاحِبِهِ حُضُورُهُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ حُضُورُ الْإِخْوَانِ وَغَيْبَتُهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهُ غَيْبَةُ الْأَعْدَاءِ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ الْأَثَرَةُ وَمَنْ غَابَ مِنْهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُرْمَةٌ يَفْتِنُ مَنْ حَضَرَهُ بِالتَّزْكِيَةِ وَيَغْتَابُ مَنْ غَابَ عَنْهُ بِالْغِيبَةِ فَيَا لَعِبَادَ اللَّهِ أَمَا فِي الْقَوْمِ مِنْ رَشِيدٍ وَلَا مُصْلِحٍ يَقْمَعُ هَذَا عَنْ مَكِيدَتِهِ وَيَرُدُّهُ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بَلْ عَرَفَ هَوَاهُمْ فِيمَا مَشَى بِهِ إِلَيْهِمْ فَاسْتَمْكَنَ مِنْهُمْ وَأَمْكَنُوهُ مِنْ حَاجَتِهِ فَأَكَلَ بِدِينِهِ مَعَ أَدْيَانِهِمْ فَاللَّهَ اللَّهَ ذُبُّوا عَنْ حُرَمِ أَغْيَابِكُمْ وَكُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهُمْ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ وَنَاصِحُوا اللَّهَ فِي أُمَّتِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ حَمَلَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّ الْكِتَابَ لَا يَنْطِقُ حَتَّى يُنْطَقَ بِهِ وَإِنَّ السُّنَّةَ لَا تَعْمَلُ حَتَّى يُعْمَلَ بِهَا فَمَتَى يَتَعَلَّمُ الْجَاهِلُ إِذَا سَكَتَ الْعَالِمُ فَلَمْ يُنْكِرْ مَا ظَهَرَ وَلَمْ يَأْمُرْ بِمَا تُرِكَ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ رَقَّ فِيهِ الْوَرَعُ وَقَلَّ فِيهِ الْخُشُوعُ وَحَمَلَ الْعِلْمَ مُفْسِدُوهُ فَأَحَبُّوا أَنْ يُعْرَفُوا بِحَمْلِهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُعْرَفُوا بِإِضَاعَتِهِ فَنَطَقُوا فِيهِ بِالْهَوَى لَمَّا أَدْخَلُوا فِيهِ مِنَ الْخَطَإِ وَحَرَّفُوا الْكَلِمَ عَمَّا تَرَكُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَى مَا عَمِلُوا بِهِ مِنْ بَاطِلٍ فَذُنُوبُهُمْ ذُنُوبٌ لَا يُسْتَغْفَرُ مِنْهَا وَتَقْصِيرُهُمْ تَقْصِيرٌ لَا يُعْتَرَفُ بِهِ كَيْفَ يَهْتَدِي الْمُسْتَدِلُّ الْمُسْتَرْشِدُ إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ

حَائِرًا أَحَبُّوا الدُّنْيَا وَكَرِهُوا مَنْزِلَةَ أَهْلِهَا فَشَارَكُوهُمْ فِي الْعَيْشِ وَزَايَلُوهُمْ بِالْقَوْلِ وَدَافَعُوا بِالْقَوْلِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يُنْسَبُوا إِلَى عَمَلِهِمْ فَلَمْ يَتَبَرَّءُوا مِمَّا انْتَفَوْا مِنْهُ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِيمَا نَسَبُوا إِلَيْهِ أَنْفُسَهُمْ لِأَنَّ الْعَامِلَ بِالْحَقِّ مُتَكَلِّمٌ وَإِنْ سَكَتَ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنِّي لَسْتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ وَلَكِنِّي أَنْظُرُ إِلَى هَمِّهِ وَهَوَاهُ فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ لِي جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا وَوَقَارًا لِي وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا لَمْ يَعْمَلُوا بِهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا كُتُبًا وَقَالَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ قَالَ الْعَمَلُ بِمَا فِيهِ وَلَا تَكْتَفُوا مِنَ السُّنَّةِ بِانْتِحَالِهَا بِالْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ بِهَا فَإِنَّ انْتِحَالَ السُّنَّةِ دُونَ الْعَمَلِ بِهَا كَذِبٌ بِالْقَوْلِ مَعَ إِضَاعَةِ الْعَمَلِ وَلَا تَعِيبُوا بِالْبِدَعِ تَزَيُّنًا بِعَيْبِهَا فَإِنَّ فَسَادَ أَهْلِ الْبِدَعِ لَيْسَ بِزَائِدٍ فِي صَلَاحِكُمْ وَلَا تَعِيبُوهَا بَغْيًا عَلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ الْبَغْيَ مِنْ فَسَادِ أَنْفُسِكُمْ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلطَّبِيبِ أَنْ يُدَاوِيَ الْمَرْضَى بِمَا يُبَرِّئُهُمْ وَيُمْرِضُهُ فَإِنَّهُ إِذَا مَرِضَ اشْتَغَلَ بِمَرَضِهِ عَنْ مُدَاوَاتِهِمْ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَمِسَ لِنَفْسِهِ الصِّحَّةَ لِيَقْوَى بِهِ عَلَى عِلَاجِ الْمَرْضَى فَلْيَكُنْ أَمْرُكُمْ فِيمَا تُنْكِرُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ نَظَرًا مِنْكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَنَصِيحَةً مِنْكُمْ لِرَبِّكُمْ وَشَفَقَةً مِنْكُمْ عَلَى إِخْوَانِكُمْ وَأَنْ تَكُونُوا مَعَ ذَلِكَ بِعُيُوبِ أَنْفُسِكُمْ أَعْنَى مِنْكُمْ بِعُيُوبِ غَيْرِكُمْ وَأَنْ يَسْتَطِعَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا النَّصِيحَةَ وَأَنْ يَحْظَى عِنْدَكُمْ مَنْ بَذَلَهَا لَكُمْ وَقَبِلَهَا مِنْكُمْ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوبِي تُحِبُّونَ أَنْ تَقُولُوا فَيُحْتَمَلَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ مِثْلُ الَّذِي قُلْتُمْ غَضِبْتُمْ تَجِدُونَ عَلَى النَّاسِ فِيمَا تُنْكِرُونَ مِنْ أُمُورِهِمْ وَتَأْتُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يُوجَدَ عَلَيْكُمْ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ وَرَأْيَ أَهْلِ زَمَانِكُمْ وَتَثَبَّتُوا قَبْلَ أَنْ تَكَلَّمُوا وَتَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ تَعْمَلُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي زَمَانٌ يَشْتَبِهُ فِيهِ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ وَيَكُونُ الْمَعْرُوفُ فِيهِ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ فِيهِ مَعْرُوفًا فَكَمْ مِنْ مُتَقَرِّبٍ إِلَى اللَّهِ بِمَا يُبَاعِدُهُ وَمُتَحَبِّبٍ إِلَيْهِ بِمَا يُغْضِبُهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا الْآيَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ حَتَّى يَبْرُزَ لَكُمْ وَاضِحُ الْحَقِّ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّ الدَّاخِلَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ آثِمٌ وَمَنْ نَظَرَ لِلَّهِ نَظَرَ اللَّهُ لَهُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَأْتَمُّوا بِهِ وَأْمُّوا بِهِ وَعَلَيْكُمْ بِطَلَبِ أَثَرِ الْمَاضِينَ فِيهِ وَلَوْ أَنَّ الْأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ لَمْ يَتَّقُوا زَوَالَ مَرَاتِبِهِمْ وَفَسَادَ مَنْزِلَتِهِمْ بِإِقَامَةِ الْكِتَابِ وَتِبْيَانِهِ مَا حَرَّفُوهُ وَلَا كَتَمُوهُ وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا خَالَفُوا الْكِتَابَ بِأَعْمَالِهِمُ الْتَمَسُوا أَنْ يَخْدَعُوا قَوْمَهُمْ عَمَّا صَنَعُوا مَخَافَةَ أَنْ تَفْسُدَ مَنَازِلُهُمْ وَأَنْ يَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَسَادُهُمْ فَحَرَّفُوا الْكِتَابَ بِالتَّفْسِيرِ وَمَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا تَحْرِيفَهُ كَتَمُوهُ فَسَكَتُوا عَنْ صَنِيعِ أَنْفُسِهِمْ إِبْقَاءً عَلَى مَنَازِلِهِمْ وَسَكَتُوا عَمَّا صَنَعَ

قَوْمُهُمْ مُصَانَعَةً لَهُمْ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ بَلْ مَالَئُوا عَلَيْهِ وَرَقَّقُوا لَهُمْ فِيهِ إسناده ضعيف عبد الملك بن سليمان الأنطاكي مجهول

৬৭২. মালিক ইবনু সুলাইমান আবু আব্দুর রহমান আল ইনতাকী থেকে বর্ণিত, আব্বাদ ইবনু আব্বাদ আল খাওয়াসী আশ শামী আবী উতবাহ বলেন: অতঃপর, তোমরা বুঝে নাও যে, আকল বা বুদ্ধি-বিবেক একটি নিয়া'মত। কেননা, অনেক বুদ্ধিমান লোক তার জন্য ক্ষতিকর বিষয়ে তার অন্তরকে গভীর চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন রেখেছে তার প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে- এমনকি সে তা থেকে অমনোযোগী হয়ে গেছে। কোনো লোকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হচ্ছে সেই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া পরিত্যাগ করা (ইতোপূর্বে) যাতে সে ভ্রুক্ষেপ করেনি। তার নিম্নস্তরের লোকের সাথে নেক আমলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা ত্যাগ করার ব্যাপারে তার বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠত্ব যেন তার ক্ষতির কারণ হয়ে না যায়। কিংবা, যে লোক তার অন্তরকে বিদ'আতে লিপ্ত রেখেছে, সেই বিষয়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ ব্যতীত অন্য লোকদের নিকট তার দীনকে সঁপে দিয়েছে; কিংবা যে তার আপন মতামতের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছে, তার মতামত ব্যতীত অন্য কোথাও (কারও মতামতের মধ্যে) সে হেদায়েত দেখতে পায় না এবং কেবল তা পরিত্যাগ করাকেই পথভ্রষ্টতা বলে মনে করে; তার ধারণা সে কুরআন থেকেই তার মতামত গ্রহণ করেছে। আসলে সে কুরআন থেকে বিচ্ছিন্নতার দিকেই (লোকদেরকে) আহবান করছে। (কেন?) তার ও তার সাথীদের পূর্বে কি কুরআনের ধারক কেউ ছিলো না, যারা কুরআনের মুহকাম আয়াতের উপর আমল করতেন এবং এর মুতাশাবিহাহ আয়াতের উপর ঈমান রাখতেন? তারা ছিলেন রাস্তা আলোকিত করা আলোকস্তম্ভের সারি।

আর কুরআন ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ নির্দেশক, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তাঁর সাহাবীগণের ইমাম বা পথ প্রদর্শক। আর তাঁর সাহাবীগণ ইমাম ছিলেন পরবর্তীদের লোকদের, যারা ছিলেন বিভিন্ন শহরে প্রসিদ্ধ ও নেতৃস্থানীয়। তাদের নিজেদের মধ্যকার (ছোট-খাটো ফিকহী) ইখতিলাফসহ-ই তারা প্রবৃত্তির অনুসারীদের খণ্ডনে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। এবং এ প্রবৃত্তির অনুসারীদেরকে তাদের আপন রায় (মতামতসমূহ) উদ্দেশ্যহীন ভাবে বহু রাস্তা ঘুরিয়ে তাদেরকে হয়রান করেছে, যার প্রত্যেকটি পন্থাই ছিল মধ্যমপন্থা বিরোধী এবং তা হতে বাড়াবাড়িমূলক এবং সঠিক পথ হতে বিচ্ছিন্ন। তাদের পথপ্রদর্শকরা বিভ্রান্তকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এ মিশনে তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। ফলে বিপথগামীরা তাদের বিভ্রান্তিতেই একাগ্রচিত্ত হয়েছে। এদের বিভ্রান্তির মধ্যে শয়তান যখনই কোনো বিদ'আত চালু করেছে তখনই এরা তা (তাদের বর্তমান বিভ্রান্তি) ছেড়ে অন্যটির দিকে ঘুরে গিয়েছে। কারণ, তারা তো পূর্ববর্তীদের (সালফে সালেহীনদের) হাদীস (মতামত-আমল) সন্ধান করে না এবং মুহাজির (সাহাবী)গণের অনুসরণ করে না।

উমার রা: হতে বর্ণিত আছে, যে তিনি যিয়াদকে বলেছিলেন: তুমি জান কি, কোন্ জিনিসটি ইসলামকে ধ্বংস করবে? আলিমগণের পদস্খলন, কুর'আন নিয়ে মুনাফিকদের ঝগড়া-বিতর্ক এবং বিভ্রান্তকারী নেতৃবৃন্দ। আল্লাহকে ভয় করবে এবং তোমাদের কারী (কুর'আনে অভিজ্ঞ আলিম) ও মসজিদে অবস্থানকারীগণের মধ্যে যারা গীবত, চোগলখুরী এবং লোকদের মাঝে দু'ই মুখ ও দুই জিহবা নিয়ে বিচরণ করে, তাদের থেকে সাবধান থাকবে। আরও বর্ণিত, হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে দু'মুখের অধিকারী হবে জাহান্নামেও সে দু'মুখের অধিকারী হবে।

গীবতকারী তোমার সাথে মিলিত হয়ে তোমার নিকট ঐ ব্যক্তি গীবত করে, যার গীবত করাকে তুমি পছন্দ কর বলে সে ধারণা করে। এরপর তোমার সাথীর (দুশমনের) সাথে তোমার অসাক্ষাতে মিলিত হয়ে তোমার থেকে তার নিকট অনুরূপ কথা পৌঁছে দেয়। এভাবে তোমাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে সে নিজের প্রয়োজন পূরণ করে নেয়। এবং সে তোমাদের দু'জনের প্রত্যেকের নিকটই গোপন রাখে, যা সে তোমাদের একজনের পক্ষ থেকে অপর জনের নিকট পৌছে দেয়। যার নিকট সে সাক্ষাৎ করে, এমনভাবেই তার সাথে সাক্ষাৎ করে, যেভাবে দু'ভাই সাক্ষাত করে। আর যার নিকট থেকে সে চলে যায়, এমনভাবেই চলে যায় যেন দুশমন চলে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে যার যে তার সামনে উপস্থিত থাকে, তার নিকট তার কৃতিত্ব বজায় থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যকার যে তার নিকট থেকে চলে যায়, তার কোনো সম্মানই সে অবশিষ্ট রাখে না। যে তার নিকট উপস্থিত থাকে, তার প্রশংসাগীতি গেয়ে তাকে মুগ্ধ করে আর যে তার নিকট অনুপস্থিত জঘন্যভাবে তার গীবত করতে থাকে। সুতরাং, হে আল্লাহর বান্দারা! লোকদের মধ্যে এমন উত্তম ও সংশোধনকারী কেউ নেই যে একে তার প্রতারণা থেকে নিবৃত্ত করবে এবং তার মুসলিম ভাইয়ের সম্মান (নষ্ট করা) থেকে একে ফেরাবে? বরং সে যেভাবে তাদের নিকট যায়, তাতে তাদের প্রবৃত্তি-ই প্রকাশ পায়।

এভাবে সে তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তারা তার প্রয়োজনটাকে পূরণ করে দেয়। ফলে সে তাদের দীনের সাথে নিজের দীনকেও বরবাদ করে দেয়। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তোমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান রক্ষা করো এবং কল্যাণমূলক আলোচনা ব্যতীত তাদের ব্যাপারে তোমাদের জিহবাকে বিরত রাখো। তোমাদের উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহকে উপদেশদাতা হিসেবে গ্রহণ করো, কেননা তোমরা হলে কিতাব ও সুন্নাতের ধারক। আর কিতাব ততক্ষণ কথা বলে না, যতক্ষণ তার সাথে কথা বলা না হয়। আর সুন্নাত নিজে আমল করিয়ে দেয় না, যদি না তা আমল করা হয়। সুতরাং যদি আলিমগণ চুপ থাকে, আর যে অনিষ্ট প্রকাশ পেয়েছে, তা না চেনে এবং যা পরিত্যাগ করা হয়েছে তা করতে আদেশ না করে, তবে জাহিলরা কখন (কিভাবে) জানবে? অথচ, "যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের থেকে এ ওয়াদা নেয়া হয়েছিল যে, তারা লোকদের নিকট কিতাবের শিক্ষা বর্ণনা করে দেবে এবং তা গোপন করবে না।"- (সূরা আলে ইমরান: ১৮৭)

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, কেননা, তোমরা এমন এক সময়ে আছো যখন তাকওয়া দুর্বল হয়ে গেছে এবং বিনয়ও কমে গেছে। ইলমের বাহকরাই ইলম নষ্ট করছে। কারণ তারা তাদের ইলমের দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা করছে। আর ইলম বিনষ্টকারী হিসেবে তাদের পরিচিতি লাভকে তারা

পছন্দ করছে না। কিন্তু ইলমের ব্যাপারে নিজেদের মনগড়া কথা বলে তাতে ভুল-ত্রুটির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। আবার যে সত্যকে তারা পরিত্যাগ করছে, সেই সকল বাণীর অপব্যাখ্যা করে তারা যে বাতিল আমল করছে সেদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। ফলে তাদের গুনাহগুলো এমন (মারাত্মক) গুনাহ যা ক্ষমার যোগ্য নয়। তাদের এ কাটছাঁট কোনোভাবেই মেনে নেয়ার যোগ্য নয়। পথপ্রদর্শকই যদি বিপথগামী হয়, তবে সেই পথপ্রদর্শক কিভাবে পথের দিশা প্রার্থীদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে?

তারা (নিজেরাই) দুনিয়াকে ভালোবাসে, কিন্তু দুনিয়াদার লোকদেরকে তারা অপছন্দ করছে। ফলে তারা দুনিয়াদারদের সাথে তাদের জীবন-জীবিকায় অংশীদার হচ্ছে, আর শুধু কথায় তারা তাদের থেকে পৃথক থাকছে। আর শুধু কথার মাধ্যমেই তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করছে যে, তাদেরকে (মিছামিছি) তাদের (দুনিয়াদারদের) কাজের দিকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে এবং যে স্থানে তারা উপস্থিত থাকে না, সেখান (সংঘটিত অপরাধ) খেকেও তারা অব্যাহতি পাচ্ছে না। আবার তারা নিজেরা যেদিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে, তাতেও তারা অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ সত্যের উপর আমলকারী (সত্যের) কথক, এমনকি যদিও সে চুপ থাকে। কেননা, উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি প্রত্যেক জ্ঞানগর্ভ কথাকেই কবুল করি না। বরং আমি দেখি তার অভিপ্রায় ও কামনাকে। যদি তার ইচ্ছা ও কামনা শুধুই আমার জন্য হয়, তবে আমি তার নিশ্চুপ থাকাকে (আমার) প্রশংসা ও মর্যাদা (বর্ণনায়) পরিণত করে দিই, যদিও সে কোনো কথা বলে না"। আর আল্লাহ তা'আলা কিতাবে বলেছেন: "যারা তাওরাত দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মতো যা শুধু কিতাবের বোঝা-ই বহন করে চলেছে।" (সূরা জুমু'আহ: ৫)

আল্লাহ আরও বলেছেন: "আমি যা তোমাদেরকে যা দেই, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।" (সূরা বাকারাহ: ৬৩)

তিনি বলেছেন: এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার উপর আমল করা সম্পর্কে। সুন্নাতের আমল করা ছাড়াই সুন্নাত ধারণের শুধু মৌখিক দাবী করাকেই যথেষ্ট মনে করো না। কেননা, সুন্নাতের উপর আমল না করেই সুন্নাতের মৌখিক দাবী করা সম্পূর্ণই মিথ্যাচার, সেই সাথে তা ইলম বিনষ্ট করাও বটে। তোমরা নিজেরা একই দোষে দুষ্ট হয়ে সেই দোষের কারণে বিদ'আতীদের দোষারোপ করো না। তোমাদের নিজেদের সংশোধনের চেয়ে বিদ'আতীদের বিভ্রান্তি অধিক (দুষণীয়) নয়। আর বিদ'আতীদের দোষারোপের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলো না; কারণ বাড়াবাড়ি করা বরং তোমাদের পক্ষেই অন্যায় হবে। আর ডাক্তারের জন্য এটা সঙ্গত নয় যে, তিনি অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে ওষুধ দেবেন, যা দ্বারা তারা সুস্থ্য হবে ঠিকই কিন্তু ডাক্তার নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। কারণ, তিনি নিজেই যখন অসুস্থ হবেন, তখন তাদের চিকিৎসা করা থেকে তার নিজের অসুস্থতা নিয়েই তিনি অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। বরং তার উচিত নিজের সুস্থতা চাওয়া যাতে তিনি রোগীর চিকিৎসা করতে সক্ষম হন। সুতরাং তোমাদের কাজ হবে, ভাইদের মন্দ থেকে ফিরিয়ে রাখতে গিয়ে নিজেদের কল্যাণের জন্য তোমাদের নিজেদের দিকে অধিক নজর দেয়া। আর তোমাদের রবের (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে তোমাদের

পক্ষ থেকে (তাদের জন্য) কল্যাণ কামনা করা এবং তোমাদের ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। আর সেই সাথে অন্যের দোষের চেয়ে তোমাদের নিজেদের দোষ নিয়ে অধিক উদ্বিগ্ন হওয়াই তোমাদের কাজ। তোমাদের উচিত পরস্পরকে নসীহত করতে থাকা। যে তোমাদেরকে সম্মান দান করে সে যেন তোমাদের নিকট সম্মান লাভ করে এবং তোমরা যেন তা মেনে নাও।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার দোষ-ত্রুটি আমাকে দেখিয়ে দেয, আল্লাহ তাকে রহম করুন। তোমরা পছন্দ কর যে, তোমরা যখন বলো, তখন যেন তা সহ্য করা হয়। কিন্তু তোমরা যা বলো, তার অনুরূপ কথা যদি তোমাদেরকে বলা হয়, তবে তোমরা রেগে যাও। লোকেরা যে সকল কাজ করে, সেই একই কাজ থেকে যখন তোমাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে, তখন তোমরা লোকদের উপর রেগে যাচ্ছো, অথচ তোমরাই সে ধরনের কাজ করছো। তবে তোমরা কি পছন্দ করো না যে, তোমাদের বিপক্ষে (অন্য লোকদেরকে) পাকড়াও করা হোক?

তোমাদের নিজস্ব মতামত ও তোমাদের সমকালীন লোকদের মতামতকে তোমরা ত্রুটিযুক্ত মনে করবে; আর কথা বলার পূর্বে তোমরা নিজেদেরকে দৃঢ় করে নেবে, আর আমল করার পূর্বে (সেই বিষয়ে) তোমরা জ্ঞান অর্জন করে নেবে। কেননা, এমন এক সময় আসবে যখন হক ও বাতিল অস্পষ্ট হয়ে যাবে, যখন ভালো কাজ মন্দ হয়ে যাবে এবং মন্দ কাজ ভালো হিসেবে গণ্য হবে। ফলে (মন্দ কাজকে) আল্লাহর নৈকট্য দানকারী (কথা ও কাজ মনে করবে) কিন্তু তা তাকে আল্লাহ থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে। (তারা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজকে) আল্লাহর পছন্দনীয় (বলে মনে করবে) ফলে তা তাঁকে তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ করে তুলবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর যাকে তার মন্দ কর্ম সুন্দর করে দেখানো হয় এবং সে ওটাকে উত্তম মনে করে"।... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। সূরা ফাতির: ৮)

সন্দেহজনক বিষয়ের নিকট থেমে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য যতক্ষণ না তোমাদের নিকট হকের সুস্পষ্টতা প্রমাণসহ প্রকাশিত হয়ে যায়। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে না জেনে ইলম ছাড়া প্রবেশ করে, সেও পাপী। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। কুরআনকে আঁকড়ে ধরা এবং এর অনুসরণ করা এবং এ অনুসারে (অন্যদেরকে) পরিচালিত করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। এবং তোমাদের উপর অপরিহার্য হলো যারা গত হয়েছেন (সাহাবীগণের) কুরআনের আয়াতসমূহ সম্পর্কে তাদের মতামতসমূহ অনুসন্ধান করা। যদি (আহলে কিতাবদের) আলিমগণ ও সন্ন্যাসীগণের আশঙ্কা না থাকতো যে, যদি তারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করা ও তা বর্ণনা করে দেওয়ার মাধ্যমে কিতাবকে কায়েম রাখেন তাহলে তাদের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে এবং তাদের অবস্থান নষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে তারা কিতাবের অপব্যাখ্যা করতো না এবং তা লুকাতোও না। কিন্তু যখন তারা কিতাবের বিপরীত আমল করলো, তখন তাদের অবস্থান নষ্ট হওয়া এবং তাদের নষ্টামী লোকদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কায় তারা ইচ্ছা করেছিল যে তাদের কওমকে তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে প্রতারিত করবে, তাই তারা অপব্যাখ্যার নামে কিতাবে পরিবর্তন করতে শুরু করলো। আর যেখানে পরিবর্তন করতে পারলো না, তা গোপন করে গেলো।

আর তাদের অবস্থানকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা নিরবতা অবলম্বন করলো এবং তাদের কওমের লোকদের তোষামোদের উদ্দেশ্যে তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারেও তারা চুপ করে রইলো। অথচ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, অবশ্যই তারা লোকদের নিকট তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেবে আর তা গোপন করবে না। বরং তারা তাদের কাজে সহায়তা করতে লাগলো এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা আরম্ভ করলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আব্দুল মালিক ইবনু সুলাইমান আলআনতাকী অজ্ঞাত পরিচয়। দেখুন, হিলইয়া ৮/২৮২; তাহযীবুল কামাল ১৪/১৩৫। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি- অনুবাদক)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭৩)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا نُهِينَا أَنْ نَبْتَدِئَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَقْدُمَ الْبَدَوِيُّ وَالْأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَجَثَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانَا فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ وَبَسَطَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ إِلَى الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلَا أُجَاوِزُهُنَّ قَالَ ثُمَّ وَثَبَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ إسناده صحيح والحديث متفق عليه

৬৭৩. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগবাড়িয়ে (প্রশ্ন করা) থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো, তখন কোনো মরুবাসী ও বুদ্ধিমান বেদুঈন এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলে তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। (একদিন) আমরা তাঁর নিকট বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় তেমনি একটি ঘটনা ঘটলো। এক বেদু'ঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। তারপর সে বললো: হে মুহাম্মদ, আপনার দূত আমাদের নিকট এসে দাবী করেছিলো যে, আপনার নাকি বলেন, আল্লাহ আপনাকে (রাসূল) হিসেবে পাঠিয়েছেন?

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "সে সত্যই বলেছে"। বেদুঈন লোকটি বললো: সেই সত্তার কসম, যিনি আসমানকে সুউচ্চ করেছেন এবং ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন এবং পাহাড়সমূহকে প্রোথিত করেছেন! আল্লাহই কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "হাঁ।"

সে বললো: আপনার দূত আমাদের নিকট এসে দাবী করেছিলো যে, আপনার নাকি বলেন: আমাদের উপর নাকি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে? তখন উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সে সত্যই বলেছে।"

সে বললো: সেই সত্তার কসম (দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি), যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন! আল্লাহই কি আপনাকে এ আদেশ করেছেন? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "হাঁ।"

সে বললো: আপনার দূত আমাদের নিকট এসে দাবী করেছিলো যে, আপনার নাকি বলেন: বছরে একমাস সিয়াম পালন করা নাকি আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে? তখন উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সে সত্যই বলেছে।"

সে বললো: সেই সত্তার কসম (দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি), যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন! আল্লাহই কি আপনাকে এর আদেশ দিয়েছেন? তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হাঁ।"

সে বললো: আপনার দূত আমাদের নিকট এসে দাবী করেছিলো যে, আপনার নাকি বলেন: আমাদের মাল-সম্পদ থেকে যাকাত দেওয়া নাকি আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে? তখন উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সে সত্যই বলেছে।"

সে বললো: সেই সত্তার কসম (দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি), যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন! আল্লাহই কি আপনাকে এর আদেশ দিয়েছেন? তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হাঁ।"

সে বললো: আপনার দূত আমাদের নিকট এসে দাবী করেছিলো যে, আপনি নাকি বলেন: আমাদের মধ্যে থেকে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে সামর্থবানদের উপর বায়তুল্লাহ'র হাজ্জ্ব পালন করা নাকি ফরয করা হয়েছে? তখন উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সে সত্যই বলেছে।"
সে বললো: সেই সত্তার কসম (দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি), যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন! আল্লাহই কি আপনাকে এর আদেশ দিয়েছেন? তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হাঁ।"
সে বললো: তাহলে সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! আমি এর থেকে কোনো কিছু ছেড়েও দিব না, আবার এর থেকে কোনো কিছু অতিরিক্তও করব না।" তিনি (আনাস রা:) বলেন: এরপর বেদুঈন লোকটি লাফাতে লাফাতে দৌড় দিলো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: "বেদুঈন লোকটি যদি সত্য বলে থাকে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম ৬৩; সহীহ মুসলিম ১২; আর আমরা মুসনাদুল মাউসিলী ৩৩৩৩ নং ও সহীহ ইবনু হিব্বান ১৫৪, ১৫৫ নং হাদীসের তাখরীজে এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَخْوَالِكَ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ وَإِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ مَسْأَلَتِي إِلَيْكَ وَمُنَاشِدُكَ فَمُشَدِّدٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ قَالَ خُذْ عَنْكَ يَا أَخَا بَنِي سَعْدٍ قَالَ مَنْ خَلَقَكَ وَخَلَقَ مَنْ قَبْلَكَ وَمَنْ هُوَ خَالِقُ مَنْ بَعْدَكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَأَجْرَى بَيْنَهُنَّ الرِّزْقَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَوَاقِيتِهَا فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَمَرَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِنَا فَنَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْخَامِسَةُ فَلَسْتُ بِسَائِلِكَ عَنْهَا وَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي مِنْ

قَوْمِي ثُمَّ رَجَعَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إسناده ضعيف محمد بن فضيل متأخر السماع من عطاء

৬৭৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (একদা) এক বেদু'ঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো: হে বনী আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র! 'আস-সালামু আলাইকা' (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তখন তিনি বললেন: "ওয়া আলাইকা (তোমার উপরও)।"

লোকটি বললো: আমি আপনার মাতুল বংশ বনী সা'দ ইবনু বাকর গোত্রের এক ব্যক্তি। আর আমি আমার গোত্রের দূত ও প্রতিনিধি হিসেবে আপনার নিকট এসেছি। আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবো এবং আমি কসম দিয়ে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো এবং আমার এ কসম দিয়ে জিজ্ঞাসার ব্যাপারে আমি আপনার প্রতিই কঠোরতা অবলম্বন করবো। তিনি বললেন: "হে বনী সা'দ গোত্রের ভাই! তুমি তোমার প্রশ্ন করা শুরু কর।"

সে লোকটি বললো, আপনাকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদেরকেই বা কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন: "আল্লাহ।"

লোকটি বলল, আমি আপনাকে তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তিনিই কি আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন: "হাঁ।"

সে বললো, সাত আসমান ও সাত জমিনকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং এদের মাঝে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন কে? তিনি বললেন: "আল্লাহ।"

লোকটি বলল, আমি আপনাকে তাঁরই কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তিনিই কি আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন: "হাঁ।"

সে বলল, আমরা আপনার (প্রেরিত) পত্রে পেয়েছি এবং আপনার দূত আমাদেরকে আদেশ করেছে যে, আমরা যেন দিনে ও রাতে নির্দিষ্ট সময়মত পাঁচবার সালাত আদায় করি। আমি আপনাকে তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তিনিই কি আপনাকে (এর) আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন: "হাঁ।"

অতঃপর সে বলল, আমরা আপনার (প্রেরিত) পত্রে পেয়েছি এবং আপনার দূত আমাদেরকে আদেশ করেছে যে, আমরা যেন আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে সম্পদ (এর কিছু অংশ) সংগ্রহ করি এবং আমাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করি। আমি আপনাকে তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তিনিই কি আপনাকে (এর) আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন: "হাঁ।"

অতঃপর সে বলল, পঞ্চম (প্রশ্ন)টি আমি আর জিজ্ঞেস করছি না। এবং এর কোনো প্রয়োজনও আমার নেই। তারপর সে বললো, আমি এবং আমার কওমের যারা আমার অনুসরণ করবে, আমরা সকলে অবশ্যই এর উপর আমল করব।' এরপর সে ফিরে গেল। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেঁসে ফেললেন, এমনকি তাঁর দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে পড়লো। অতঃপর তিনি বললেন: "যে সত্তার

হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম! যদি সে সত্য বলে থাকে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[1]

[1] তাহকীক: এর সনদ যঈফ। মুহাম্মদ ইবনু ফুযাইল আতা হতে হাদীস শ্রবণ হতে পিছিয়ে রয়েছে। (কিন্তু হাদীসটি সহীহ। পূর্বের ও পরের হাদীসটি দেখুন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, আল ঈমান; আমরা মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৬২৩ নং এ এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ وَكَانَ ضِمَامٌ رَجُلًا جَلْدًا أَشْعَرَ ذَا غَدِيرَتَيْنِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي سَائِلُكَ وَمُغَلِّظٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ قَالَ لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي فَسَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ إِنِّي أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ آللَّهُ بَعَثَكَ إِلَيْنَا رَسُولًا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَعْبُدَهُ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَنْ نَخْلَعَ هَذِهِ الْأَنْدَادَ الَّتِي كَانَتْ آبَاؤُنَا تَعْبُدُهَا مِنْ دُونِهِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ جَعَلَ يَذْكُرُ فَرَائِضَ الْإِسْلَامِ فَرِيضَةً فَرِيضَةً الزَّكَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْحَجَّ وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ كُلَّهَا وَيُنَاشِدُهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا نَاشَدَهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَأُؤَدِّي هَذِهِ الْفَرِيضَةَ وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَا أَزِيدُ وَلَا أُنْقِصُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَّى إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَأَتَى إِلَى بَعِيرِهِ فَأَطْلَقَ عِقَالَهُ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ أَنْ قَالَ بِاسْتِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى قَالُوا مَهْ يَا ضِمَامُ اتَّقِ الْبَرَصَ وَاتَّقِ الْجُنُونَ وَاتَّقِ الْجُذَامَ قَالَ وَيْلَكُمْ إِنَّهُمَا وَاللَّهِ مَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي حَاضِرِهِ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْلِمًا قَالَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح

৬৭৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু সা'দ ইবনু বাকর, যিমাম ইবনু ছা'লাবা রাদ্বিযাল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়েছিলো। এরপর সে এসে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। এরপর সে তার উটটিকে মসজিদের দরজার সামনে বসিয়ে বেঁধে রাখলো এবং সে মসিজেদ প্রবেশ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের মাঝে বসে ছিলেন। আর যিমাম ছিল শক্তিশালী এক পুরুষ, যার লম্বা চুলগুলোতে দুটি বেনী করা ছিলো। সে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে থামলো। অতঃপর সে বললো: তোমাদের মধ্যে আব্দুল মুত্তালিবের (বংশের) পুত্র কে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমি হলাম আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।
সে জিজ্ঞেস করলো: (আপনি কি) মুহাম্মাদ? তিনি বললেন: "হাঁ।"
সে বললো: হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো এবং আমি সে প্রশ্নের ব্যাপারে রূঢ়তা দেখাবো। কিন্তু আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না।
তিনি বললেন: "তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস কর, আমি অসন্তুষ্ট হবো না।
আমি আপনাকে স্বীয় ইলাহ ও আপনার পূর্ববর্তীদের এবং আপনার পরবর্তীতে সৃষ্ট সকল সৃষ্টির ইলাহ, আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহই কি আপনাকে আমাদের নিকট রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন: "আল্লাহুম্মা (তথা আল্লাহ সাক্ষী), হাঁ।"
আমি আপনাকে স্বীয় ইলাহ ও আপনার পূর্ববর্তীদের এবং আপনার পরবর্তীতে সৃষ্ট সকল সৃষ্টির ইলাহ, আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, তাঁর সাথে কোনোকিছুকে যেন শরীক না করি? আরে আমাদের পূর্ব পূরুষরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সকল শরীকদের ইবাদত করতো, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করি? তিনি বললেন: "আল্লাহুম্মা (তথা আল্লাহ সাক্ষী), হাঁ।"
আমি আপনাকে স্বীয় ইলাহ ও আপনার পূর্ববর্তীদের এবং আপনার পরবর্তীতে সৃষ্ট সকল সৃষ্টির ইলাহ, আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি? তিনি বললেন: "আল্লাহুম্মা (তথা আল্লাহ সাক্ষী), হাঁ।"
তিনি (বর্ণনাকারী ইবনু আব্বাস রা:) বলেন: এরপর সে একটি একটি করে ইসলামের ফরযসমূহের প্রত্যেক ফরয যেমন, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ও ইসলামী বিধানসমূহ উল্লেখ করতে লাগলো। এবং এর প্রত্যেকটি উল্লেখ করার সময় তাঁকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করলো যেভাবে সে পূর্বে উল্লেখিত বিষয়গুলিতে তাঁকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল। এরপর যখন সে বিরত হলো, তখন বলল: তাহলে

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) মা'বুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর আমি অবিলম্বেই এসকল ফরয আদায় করব এবং আপনি আমাকে যেসকল বিষয় থেকে নিষেধ করলেন, আমি সেগুলো পরিহার করবো।

তারপর সে বললো: আমি এতে কিছু বাড়াবোও না, আবার কমাবোও না। তারপর সে তার উটের নিকট ফিরে গেলো। আর যখন সে ফিরে গেলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "দু'বেনীওয়ালা যদি সত্য বলে থাকে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

তারপর লোকটি তার উটের নিকট এসে তার বাঁধন খুলে দিলো তারপর চলে গেল। তারপর সে তার কওমের নিকট উপনীত হয়ে তাদেরকে তার নিকট একত্রিত করলো। এরপর সেই প্রথমে কথা বলা শুরু করলো। সে বললো: কত মন্দ লাত ও উযযা!

তারা (কওমের লোকজন) বলল: হে যিমাম, থামো! কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়াকে ভয় করো, পাগল হওয়াকে ভয় করো এবং গোদ রোগকে ভয় করো।

সে বললো: তোমরা ধ্বংস হও! আল্লাহর কসম! এ দুটো তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারে না এবং কোনোই উপকার করতে পারে না। তোমরা যে অবস্থায় ছিলে, তা থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) মা'বুদ নেই, এবং আরও (সাক্ষ্য দিচ্ছি) যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর তিনি তোমাদেরকে যা করার আদেশ করেছেন এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন, সেসব নিয়ে আমি তাঁর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি।

তিনি (ইবনু আব্বাস রা:) বলেন: আল্লাহর কসম! সেদিন সেখানে উপস্থিত পুরুষ ও নারী সকলেই সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মুসলিম হয়ে গিয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু আব্বাস রা: বলেন: আমরা যিমাম ইবনু ছা'লাবার চেয়ে উত্তম কোনো কওমের প্রতিনিধির কথা শুনিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৬২২ এর তাখরীজে এ হাদীসের পূর্ণ তাখরীজ করেছি। আরও দেখুন, পূর্বের টীকা দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭৬)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالْوُضُوءُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ وَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا إسناده صحيح

৬৭৬. আবু মালিক আল আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ, আর 'আলহামদুলিল্লাহ' মীযান (ওজনের পাল্লা) পূর্ণ করে দেয়। আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার' আসমান ও জমিন- এতদুভয়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থল পূর্ণ করে দেয়। আর সালাত হচ্ছে নূর, সাদাকা (দান) দলীল এবং ওযু হচ্ছে উজ্জ্বলতা। আর কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন সকালে নিজ সত্তাকে বিক্রয় করে, ফলে হয় সে নিজেকে (আগুন থেকে) মুক্তিদানকারী হয়, অথবা, সে নিজেকে ধ্বংসকারী হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম, তাহারাত ২২৩; আর আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৩৩৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮৪৪ নং এ; সেখানে দেখতে চাইলে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭৭)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ جُرَيِّ النَّهْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ عَقَدَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِي أَوْ قَالَ عَقَدَهُنَّ فِي يَدِهِ وَيَدُهُ فِي يَدِي سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ إسناده جيد

৬৭৭. বনী সালীম গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাতের মধ্যে তাঁর হাত রেখে (একে) শক্ত করে ধরলেন- অথবা তিনি বলেছেন, তিনি তাঁর হাতে আমার হাত নিয়ে (একে) শক্ত করে ধরলেন- আর তাঁর (অপর) হাত ছিল আমার হাতের মধ্যে (এমতাবস্থায় তিনি বললেন): "সুবহানাল্লাহ মীযানের অর্ধেক (ভরে দেয়), আলহামদুলিল্লাহ' মীযানকে পরিপূর্ণ ভরে দেয়। আর 'আল্লাহু আকবার' আসমান ও জমিন- এতদুভয়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থল পূর্ণ করে দেয়। আর ওযু হচ্ছে ঈমানের অর্ধাংশ। আর সিয়াম হচ্ছে সবরের (ধৈর্য্যের) অর্ধাংশ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আহমদ

৪/২৬০, ৫/৩৭০; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩/২৯১ নং ৩৫৭৫; তিরমিযী, ৩৫১৪ (সংক্ষেপে); আহমদ (অপর একটি হাসান সনদে) ৫/৩৬৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ إسناده صحيح

৬৭৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্ত গোলাম সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা (দ্বীনের বিধি-বিধান পালনে) অটল থাকো, আর তোমরা কখনো (তোমাদের আমলসমূহকে) গুণে গুণে রেখো না। আর তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো সালাত।" তিনি অন্যত্র বলেন: "আর তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো সালাত। আর মু'মিন ব্যতীত অন্য কেউই উযু'র যথাযোগ্য হিফাযত করে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এটি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৩৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬৪ এ পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি। এছাড়া এটি বর্ণনা করেছেন, খতীব, তারীখ ১/২৯৩; মালিক, মু'য়াত্তা ৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৭৯)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ أَنَّ أَبَا كَبْشَةَ السَّلُولِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

৬৭৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্ত গোলাম সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা ঠিকভাবে (ও

মধ্যমপন্থায় আমল) করতে থাকো এবং নৈকট্য লাভ করো। আর তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো সালাত। আর মু'মিন ব্যতীত অন্য কেউই উযু'র যথাযোগ্য হিফাযত করে না।"[1]

[1] তাহক্বীক্ব এর সনদ হাসান, আব্দুর রহমান ইবনু ছাবিত ইবনু ছাওবানের কারণে। কিন্তু হাদীসটি সহীহ, আয়শা রা: হতে বুখারী মুসলিম বর্ণনা করেছেন হাদীস। তাখরীজ: আহমদ, ৫/২৮২; ইবনু হিব্বান নং ১০৩৭; তাবারানী, কাবীর ২/১০১ নং ১৪৪৪; (আয়শা রা: হতে সহীহ বুখারী, ৬৪৬৩, ৬৪৬৪, ৬৪৬৭; সহীহ মুসলিম ২৮১৬)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ الْآيَةَ رجاله ثقات ولكنه منقطع قال أبو حاتم: عكرمة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص

৬৮০. ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত, সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক ওযু দিয়েই সব সালাত আদায় করতেন। আর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক সালাতের জন্য (নতুন) ওযু করতেন। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: "যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর।"[1] (সূরা মায়িদাহ: ৬)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত । কিন্তু সনদ বিচ্ছিন্ন। আবী হাতিম বলেন: ইকরিমা সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস হতে কিছু শোনেননি।... তাখরীজ: সা'দ রা: এর হাদীসটি তাবারী, তাফসীর ৬/১১১; আলী রা: এর হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন, তাবারী, তাফসীর ৬/১১২। আরও দেখুন নাসিখুল কুরআন ওয়াল মানসূখাহ;- ইবনুল জাওযী, নাওয়াসিখুল কুরআন, পৃ: ৩৬৯-৩৭০ আমার তাহক্বীক্বকৃত; নাহহাস, নাসিখ ওয়াল মানসুখ পৃ: ১২২; দূররে মানসূর ২/২৬২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮১)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَلِكَ قَالَ حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ قُوَّةً فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إسناده صحيح

৬৮১. মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হিব্বান, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার হতে বর্ণণা করেন, তিনি বলেন, আমি (আব্দুল্লাহকে) বললাম: তুমি কি দেখনি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা ওযু থাকা বা না থাকা- উভয় অবস্থায় প্রত্যেক সালাতের পূর্বে ওযু করতেন? এর কারণ কী? তিনি জবাবে (একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে) বলেন: তার নিকট আসমা বিনতে যাইদ ইবনুল খাত্তাব হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালাহ ইবনু আবী আমির তার (আসমার) নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতি সালাতের জন্য ওযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু যখন এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কষ্টকর হলো, তখন প্রত্যেক সালাতের জন্য মিসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হলো। ইবনু উমার রা: মনে করতেন, তিনি এটি (প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু) করতে সক্ষম ছিলেন; বিধায় তিনি কোনো সালাতের সময়ই ওযু করা পরিত্যাগ করতেন না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। (হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন।) তাখরীজ: আহমদ, ৫/২২৫; আবু দাউদ, ৪৮; বাইহাকী, তাহারাত ১/৩৭; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ ১৩৬ নং; আবী আসিম, আল আহাদ ওয়াল মাছনা ৪/২৪৪ নং ২২৪৭; হাকিম, আল মুসতাদরাক ১/১৫৫-১৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮২)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ إِنِّي عَمْدًا صَنَعْتُ يَا عُمَرُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَدَلَّ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ لِكُلِّ مُحْدِثٍ لَيْسَ لِلطَّاهِرِ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

৬৮২. ইবনু বুরাইদাহ তার পিতা (বুরাইদাহ রা:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতেন। কিন্তু তিনি মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এক ওযুতে এবং দু'মোজার উপর মাসেহ করে সকল সালাত আদায় করলেন। এরপর উমার রা: তাঁকে বললেন: আপনাকে এমন কিছু আমি করতে দেখলাম, যা আপনি (ইতিপূর্বে) করেননি। তিনি বললেন: "হে উমার, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ওটা করেছি।"
আবু মুহাম্মদ (দারেমী) বলেন: সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল হচ্ছে এ কথার দলীল যে, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী: ("যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর"- আল মায়িদাহ: ৬) -এর অর্থ প্রত্যেক 'মুহদিস' (ওযু ভঙ্গকারী ব্যক্তি) এর জন্য ওযু করতে হবে, ওযু থাকলে তার জন্য এ নির্দেশ প্রযোজ্য নয়। এর মধ্যে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "ওযু ভঙ্গকারী লোক ব্যতীত আর কারো জন্য ওযু (জরুরী) নয়।" আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমদ ৫/৩৫০, ৩৫১,৩৫৮; আব্দুর রাযযাক ১/৫৫ নং ১৫৮; মুসলিম ২৭৭; আবু দাউদ ১৭২; তিরিমিযী ৬১; নাসাঈ ১/৬; আবু আওয়ানাহ ১/২৩৭; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/৪১; বাইহাকী, ১/১৬২; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ১; বাগবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৩১; ইবনু খুযাইমাহ ১২; তায়ালিসী ১/৫৪ নং ১৮৭; ইবনু আবী শাইবা ১/২৯; ইবনু মাজাহ ৫১০;...।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮৩)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْحَاجَةِ أَبْعَدَ إسناده حسن

৬৮৩. মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতক সফরে সাথে তাঁর ছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাজত পূরণে (পায়খানায়) গমন করতেন, তখন তিনি অনেক দূরে চলে যেতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমদ ৪/২৪৮; আবু দাউদ ১; তিরিমিযী ২০; নাসাঈ ১/১৮, ১৯; ইবনুল জারুদ নং ২৭; বাইহাকী, ১/৯৩। আর শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্দুর রহমান্ ইবনু আবী কুরাদ হতে নাসাঈ ১/১৭, ১৮; সহীহ ইবনু খুযাইমা নং ৫১। আর মুগীরা'র হাদীসটি

রয়েছে বুখারী ৩৬৩ ও মুসলিম ২৭৪ (৭৭) যেখানে রয়েছে: "যখন তিনি হাজতে যেতেন, তখন চলতে থাকতেন এমনকি তিনি আমার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যেতেন এবং হাজত সারতেন।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ تَبَاعَدَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ الْأَدَبُ إسناده صحيح

৬৮৪. মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মলত্যাগ করতে যেতেন তখন অনেক দূরে চলে যেতেন। আবু মুহাম্মদ বলেন: এটাই এর শিষ্টাচার।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ مَنْ أَكَلَ فَلْيَتَخَلَّلْ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبَ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَتَلَاعَبُونَ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ

৬৮৫. আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে সুরমা ব্যবহার করে, সে যেন বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে; যে ব্যক্তি এরূপ (বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার) করে, সে উত্তম (কাজ) করে, আর যে এরূপ (বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার) না করে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি কুলুখ ব্যবহার করে, সে যেনো বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এরূপ (বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার) করে, সে উত্তম (কাজ) করে, আর যে এরূপ (বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার) না করে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি খাওয়ার পর খিলাল দ্বারা দাঁতের ভুক্ত অংশ বের করে সে যেনো তা (মুখ থেকে বাইরে) ফেলে দেয়। আর জিহবার স্পর্শে যা

বের হয়, তা যেন যেন খেয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি এরূপ করে, সে উত্তম (কাজ) করে, আর যে এরূপ না করে, তাতে কোনো দোষ নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় গমন করে, সে যেন আড়াল করে নেয়। যদি আড়াল করার মতো কিছু না পায়, তবে সে যেন অন্ততঃ বালুর স্তুপ করে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে। কেননা, শয়তান বনী আদমের গুপ্তাঙ্গ (পর্দার স্থান তথা পেশাব-পায়খানার স্থান) নিয়ে খেলা করে। যে ব্যক্তি এরূপ করে, সে উত্তম (কাজ) করে, আর যে এরূপ না করে, তাতে কোনো দোষ নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান; (তবে একে সহীহ বলেছেন হাকিম এবং যাহাবী তা বজায় রেখেছেন) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪১০। (এটি বর্ণনা করেছেন: আহমদ ২/৩৭১ নং ৮৮২৫; আবু দাউদ নং ৩৫; ইবনু মাজাহ ৩৩৭-৩৩৮, ৩৪৯৮; বাইহাকী, আল কুবরা ১/৯৪; হাকিম ৪/১৩৭; সহীহ ইবনু হিব্বান ৪/২৫৭ নং ১৪১০;)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮৬)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ إسناده صحيح

৬৮৬. আব্দুল্লাহ ইবনু জা’ফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাজত পূরণের সময় যা দিয়ে আড়াল করতেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ছিল টিলা (উচ্চভূমি) এবং একত্রিত খেজুর গাছ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৩৪২; বাইহাকী, ১/৯৪; ইবনু খুযাইমা নং ৫৩; পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দেখুন মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭৮৭, ৬৭৮৮ (আমাদের তাহক্বীক্বকৃত)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقُلْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ

وَيَأْمُرُكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح بشواهده

৬৮৭. সাহল ইবনু হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন: "তুমি মক্কাবাসীর প্রতি আমার প্রেরিত দূত। ফলে তুমি তাদেরকে বলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন যে, যখন তোমরা (পেশাব-পায়খানার উদ্দেশ্যে) যাও, তখন কিবলাকে সম্মুখে কিংবা পিছনে রেখে বসো না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কিন্তু হাদীস সহীহ এর অনেকগুলি শাহিদ সহীহ হাদীস থাকার কারণে। **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১০২৩, ৬৯৮৫ এ। (বুখারী, আত তারীখুল কাবীর ১/২১১, তরজমাহ ৬৬৪; হাকিম, আল মুসতাদরাক ৩/৪১২ ; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ৮/৪৬৬ নং ১৫৯২০; আহমদ ৩/৪৮৭ নং ১৬০২৭- ফাতহুল মান্নান হা/৭০৯ এর টীকা দ্র:- অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ عِنْدَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ شِبْهُ الْمَتْرُوكِ إسناده صحيح

৬৮৮. আবু আইয়্যুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করে বসো না এবং পিছন করেও বসো না- পায়খানার সময়ও না, পেশাব করতেও না; বরং পূর্বদিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসো।"[1] আবু আইয়্যুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আমরা শাম (সিরিয়া) গেলাম। সেখানে আমরা দেখলাম যে, শৌচাগারগুলো কিবলার দিকে মুখ করে নির্মাণ করা হয়েছে। তখন আমরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।[2]আবু মুহাম্মদ বলেন: এটি আব্দুল কারীমের হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ। আর আব্দুল কারীম 'মাতরুক' -হওয়ার নিকটবর্তী।

[1] মদীনা তাইয়্যেবা মক্কা মুকাররমা হতে উত্তরে অবস্থিত। এ হুকুম মদীনাবাসী ও দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থানরতদের জন্য উত্তর-দক্ষিণমুখী বসার নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ৩৯৪; সহীহ মুসলিম ২৬৪; আর আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪১৬, ১৪১৭; এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৮২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৮৯)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ أَدَبٌ وَهُوَ أَشْبَهُ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ إسناده ضعيف لم يسمعه الأعمش من أنس

৬৮৯. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পেশাব-পায়খানার সময়) ভূমির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাপড় উঠাতেন না।[1]
আবু মুহাম্মদ বলেন: এটাই শিষ্টাচার। এটি মুগীরাহ'র হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, আ'মাশ আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে কিছু শোনেন নি। তাখরীজ: তিরমিযী ১৪; আবু দাউদ ১৪; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১৪/২০৮। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু উমার হতে আবু দাউদ ১৪; বাইহাকী ১/৯৬ অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে এ সনদে; ইবনু আবী শাইবা ১/১০৭ মুনকাতি' সনদে; বাইহাকী ১/৯৬ এ অপর একটি সহীহ সনদে। এর অপর শাহিদ জাবির রা: হতে মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১০৩৪ এ এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إسناده صحيح

৬৯০. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'একদা আমি আমাদের ঘরের উপরে উঠে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি ইটের উপর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বসেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ১৪৮-১৪৯; সহীহ মুসলিম ২৬৬; আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪১৮,১৪২১; আরও দেখুন নাইলুল আওতার ১/৯৮; সুনানে দারুকুতনী ১/৬১; আল মুহাল্লা ১/১৯৪-১৯৫; তামহীদ ১/৩০৫-৩০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯১)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد لَا أَعْلَمُ فِيهِ كَرَاهِيَةً

৬৯১. হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা এক কওমের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন।[1]আবু মুহাম্মদ বলেন: আমি এ ব্যাপারে অপছন্দনীয় কিছু আছে বলে জানি না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২২৪; সহীহ মুসলিম ২৭৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪২৪, ১৪২৫, ১৪২৭, ১৪২৮; মুসনাদে হুমাইদী নং ৪৪৭; দেখুন নাইলুল আওতার ১/১০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯২)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ إسناده صحيح

৬৯২: আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث – “আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ”- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপবিত্র জিনিস ও শয়তান থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। বুখারী মুসলিম বর্ণিত হাদীস।

তাখরজি: সহীহ বুখারী ১৪২; সহীহ মুসলিম ৩৭৫; আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৯০২, ৩৯৩১, ৩৯৪০ এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯৩)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ إسناده جيد

৬৯৩. আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যায়, সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর এটাই তার জন্য যথেষ্ট।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। এ হাদীসের শাহিদ রয়েছে যা একে সহীহতে উন্নীত করে। তাখরীজ: আহমদ ১/১৩৩; আবু দাউদ ৪০; বাইহাকী, ১/১০৩; নাসাঈ ১/৪১-৪২; বুখারী, আল কাবীর ৭/২৭১; দারুকুতনী ১/৫৪-৫৫; তাহাবী শারহু মা’আনিল আছার ১/১২১। দেখুন, নাসাবুর রায়াহ ১/২১৫; তালখীসুল হাবীর ১/১০৯; নাইলুল আওতার ১/১১০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ رَجِيعٌ يَعْنِي الِاسْتِطَابَةَ إسناده جيد

৬৯৪. খুযাইমাহ ইবনু ছাবিত আল আনসারী তার পিতা (ছাবিত) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ইস্তিনজার সময় কয়টি পাথর ব্যবহার করা উচিত- এ মর্মে জিজ্ঞাসিত হয়ে) বলেছেন: তিনটি পাথর, যার মধ্যে গোবর থাকবে না। এর অর্থ: পবিত্রতা অর্জনের জন্য।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: ইবনু আবী

শাইবা, ১/১৫৪; আহমদ ৫/২১৩,২১৪,২১৫; আবু দাউদ ৪১; বাইহাকী ১/১০৩; ইবনু মাজাহ ৩১৫; ইবনু আব্দুল বার, তামহীদ ২২/৩০৯; দেখুন নাইলুল আওতার ১/১৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ هُوَ ابْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقُلْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ لَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِبَعْرَةٍ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً وَيَنْهَاكُمْ أَوْ يَأْمُرُكُمْ إسناده ضعيف والحديث صحيح

৬৯৫. সাহল ইবনু হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেনঃ “তুমি মক্কাবাসীর প্রতি আমার প্রেরিত দূত। ফলে তুমি তাদেরকে বলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন যে, তোমরা হাড় কিংবা পশুর মল (গোবর) দ্বারা ইসতিনজা (পবিত্রতা অর্জন) করো না।[1]
আবু আসিম একবার বলেছেন: ‘তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, (আরেকবার বলেছেন) অথবা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।’

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কিন্তু হাদীসটি সহীহ যা ৬৯১ (৬৮৭) তে গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯৬)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ إسناده صحيح

৬৯৬. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী কাতাদাহ তার পিতা (আবু কাতাদাহ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “(যখন পায়খানায় যায় তখন) তোমাদের

কেউ তার ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে যেন শৌচকার্য না করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ১৫৩, ১৫৪; মুসলিম ২৬৭; আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৩৪; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯৭)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ أُعَلِّمُكُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَإِذَا اسْتَطَبْتَ فَلَا تَسْتَطِبْ بِيَمِينِكَ وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ قَالَ زَكَرِيَّا يَعْنِي الْعِظَامَ الْبَالِيَةَ إسناده حسن

৬৯৭. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সন্তানদের পিতা যেভাবে (শিক্ষা দেয়), আমিও তোমাদেরকে ঠিক তেমনিভাবেই শিক্ষা দেই। অতএব, তোমরা কিবলাকে সামনে রেখে কিংবা পিছনে রেখে (পেশাব-পায়খানায়) বসবে না; আর যখন তোমরা ইসতিনজা (পবিত্রতা অর্জন) করবে, তখন ডান হাত দিয়ে ইসতিনজা করবে না।
আর তিনি আমাদেরকে তিনটি পাথর দিয়ে (ইসতিনজা করতে) আদেশ করতেন এবং পশুর মল (গোবর) ও হাড় দ্বারা (ইসতিনজা করতে) নিষেধ করতেন।[1]আর যাকারিয়া বলেন: এর অর্থ জীর্ণ বা পুরাতন হাড়।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান; তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৩১, ১৪৪০; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১২৮, ১২৯, ১৩০; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০১৮ তে। আরও বর্ণনা করেছেন, শাফিঈ, আল উম্মু ১/২২, মুসনাদ ১/২৮; বাইহাকী, আল মা’রিফাহ ১/৩৪৩ নং ৮৪৬। (সুনান ১/১০ নং ৫০; সুনানুল কুবরা ১/৯১; আহমদ, আল মুসনাদ ২/২৪৭, ২৫০ নং ৭৩৬২, ৭৪০৩; আবু দাউদ ৮; নাসাঈ ৪০; ইবনু মাজাহ ৩১২; সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত (সংক্ষিপ্ত আকারে)- ফাতহুল মান্নান। - অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ بِعَنَزَةٍ وَإِدَاوَةٍ فَيَتَوَضَّأُ إسناده صحيح

৬৯৮. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর হাজত (প্রাকৃতিক প্রয়োজন) সারতে যেতেন, তখন আমি ও একটি ছেলে 'আনাযাহ' ও পানির পাত্র নিয়ে তাঁর নিকট যেতাম। অতঃপর তিনি পানি দ্বারা শৌচকার্য করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ১৫০; মুসলিম ২৭১; আমরা পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৬৫৯, ৩৬৬২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৪২; পরবর্তী টীকাটি দেখুন। আরও দেখুন নাইলুল আওতার ১/১২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৬৯৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ جَاءَ الْغُلَامُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ كَانَ يَسْتَنْجِي بِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَبُو مُعَاذٍ اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ مَنِيعٍ أَبِي مَيْمُونَةٍ إسناده صحيح

৬৯৯. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বের হতেন, তখন একটি বালক পানির পাত্র নিয়ে আসতো। তিনি তা দ্বারা ইসতিনজা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী নং ১৫০-১৫১। এবং পূর্ববর্তী টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي وَكَانَتْ تَحْتَ حُذَيْفَةَ أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ إسناده ضعيف فيه جهالة

৭০০. মুসাইয়্যেব ইবনু নুজাবাহ বলেন, আমার চাচা যিনি হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অধীনে থাকতেন, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পানি দিয়ে ইসতিনজা করতেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এ সনদে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে ...। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১/১৫২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتِنِي بِوَضُوءٍ ثُمَّ دَخَلَ غَيْضَةً فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إسناده ضعيف لجهالة مولى أبي هريرة

৭০১. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "আমার জন্য পানি আনো।" তারপর তিনি ঝোপের আড়ালে প্রবেশ করলেন। তখন আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে এলাম আর তিনি পানি দ্বারা ইসতিনজা (শৌচকার্য) করলেন তারপর মাটিতে হাত ঘষলেন। তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত ধুয়ে ফেললেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আবু হুরাইরা'র গোলামের অজ্ঞাত পরিচয় হওয়ার কারণে। তবে শাহিদ থাকার কারণে এটি হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১৩৬, ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪০৫; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৯ হাসান হাদীস এটি। দেখুন এরপরেরটিও। (আহমদ ২/৩১১, ৩৫৮, ৪৫৪ নং ৮০৯০, ৮৬৮০, ৯৮৬২; আবু দাউদ ৪৫; নাসাঈ ৫০, ৫১; ইবনু মাজাহ ৩৫৮, ৩৫৯; বাইহাকী, সুনানুল কুবরা ১/১০৬, ১০৭; সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৯; তাবারানী, আল কাবীর ২/৩৮০ নং ২৩৯৩- ফাতহুল মান্নান হা/৭২৩। - অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ رجاله ثقات غير أنه منقطع إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه

৭০২. ইবরাহীম ইবনু জরীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে তাঁর পিতা (জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে (পূর্বের হাদীসটির) অনুরূপ বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি')। ইবরাহীম ইবনু জারীর তার পিতা হতে কিছু শোনেননি। তাখরীজ: নাসাঈ ১/৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০৩)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ إسناده صحيح

৭০৩. আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানা হতে বের হতেন, তখন বলতেন: 'গুফরা-নাকা' (আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৪৪। দেখুন, নাইলুল আওতার ১/৮৮ ও আল মা'রিফাহ ১/৩৩৮ নং ৮২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০৪)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ

৭০৪. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে বেশি বেশি মিসওয়াক করতে বলছি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৮৮৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪১৭১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৬৬। পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ إسناده صحيح

৭০৫. (অপর সূত্রে) আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে বেশি বেশি মিসওয়াক করতে বলছি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১৭১; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পূর্বের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي السِّوَاكَ إسناده صحيح

৭০৬. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমি যদি আমার উম্মতের উপরে কঠিন মনে না করতাম তবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় এর নির্দেশ দিতাম।"[1] আবু মুহাম্মদ বলেন: 'এর' অর্থ 'মিসওয়াক করার'।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । এটি বুখারী-মুসলিম বর্ণিত হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৮৮৭; সহীহ মুসলিম ২৫২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৭০, ৬৩৪৩, ৭১২৭, ৭১৪৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৮; আরও দেখুন, নাইলুল আওতার ১/১২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০৭)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ هُوَ الْقَطَوَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل ولكن الحديث صحيح

৭০৭. আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মিসওয়াক হচ্ছে মুখের জন্য পবিত্র হওয়ার উপকরণ এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উপায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫৬৯, ৪৫৯৮, ৪৯১৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৬৭; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৪৩ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৬২ এ। আরও দেখুন, নাইলুল আওতার ১/১২৫। (আহমাদ ৬/১২৪, ১৪৬ নং ২৪৯৬৯, ২৫১৭৬; নাসাঈ ৫; আবু ইয়ালা মাওসিলী ৮/৫১ নং ৪৫৬৯; ইবনু হিব্বান নং ১০৬৭; ইবনু খুযাইমা নং ১৩৫ বাইহাকী, সুনানুল কুবরা ১/৩৪; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৭/৯৪, ১৫৯; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১/৩৯৪ নং ১৯৯; শাফিঈ, আল মুসনাদ নং ৭১; আর হাদীসটি হাসান, যেমন বলেছেন বাগাবী তার শারহুস সুন্নাহ’তে- ফাতহুল মান্নান হা/৭২৯।- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى التَّهَجُّدِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ إسناده صحيح

৭০৮. হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা দাঁত মেজে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ৮৮৯; সহীহ মুসলিম (৪৭), ২৫৫। আমরা এর তাখরজি পূর্ণ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৭২; দেখুন নাইলুল আওতার ১/১২৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭০৯)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ إسناده صحيح

৭০৯. আবুল মালীহ-এর পিতা (উসামাহ ইবনু উমাইর আল হাযালী) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আল্লাহ পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল করেন না এবং আত্মসাত বা চুরির (গণিমাত বা অন্যান্য যেকোন খিয়ানতের) মালের সাদাকা কবুল করেন না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭০৫; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৪৫। (আহমাদ ৫/৭৪, ৭৫; আবু দাউদ ৫৯; নাসাঈ ১৩৯; ইবনু মাজাহ ২৭১; ইবনু আবী শাইবা ১/৫; তাবারানী, আল কাবীর ১/১৯১ নং ৫০৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১/৩২৯ নং ১৫৭; তায়ালিসী ১/৪৯ নং ১৫৩; বাইহাকী ১/২৩০। মাওয়ারিদুয যাম'আন, হা/১৪৬ এর টীকা।- অনুবাদক) এবং এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবু হুরাইরা হতে যার পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৬২৩০; আরও দেখুন, নাইলুল আওতার ১/১৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭১০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ إسناده حسن

৭১০. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা, আর এর তাকবীর হলো (সালাতের বাইরের সকল কাজ) হারামকারী এবং এর সালাম হলো (সালাতের বাইরের বৈধ কাজ) হালালকারী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি এবং এর শাহিদ হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি যা একে শক্তিশালী করে, মুসনাদুল মাওসিলী নং ৬১৬ ((আহমাদ ১/১২৩, ১২৯; আবু দাউদ ৬১; তিরমিযী ৩; ইবনু মাজাহ ২৭৫; শাফিঈ, আল উম্ম ১/১০০; বাইহাকী ২/১৫; মুসনাদে আবী ইয়ালা ৬১৬; দারুকুতনী পৃ: ১৩৮। ... এর শাহিদ রয়েছে জাবির রা: হতে আহমাদ ৩/৩৪০; তিরমিযী ৩। আবু সাঈদ আল খুদরী হতে তিরযিমী ২৩৮; ইবনু মাজাহ ২৭৬ যঈফ সনদে; হাকিম ১/১৩২ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন তিনি এবং যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। আলী রা: হতেও শাহিদ রয়েছে যা হাকিম উল্লেখ করেছেন।- তাহক্বীক, মুসনাদুল মাওসিলী হা/৬১৬ এর টীকা দ্রষ্টব্য)- অনুবাদক)); মাজমাউয যাওয়াইদ ২৬২৬-২৬২৮; আরও দেখুন নাসবুর রায়াহ ১/৩০৭-৩০৮ এবং উকাইলী, আদ দুয়া'ফাউল কাবীর ২/১৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭১১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إسناده صحيح

৭১১. সাফীনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুদ্দ পানি দ্বারা ওযু করতেন এবং এক সা'আ পানি দ্বারা গোসল করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৬৫; আহমাদ ৫/২২২; আবু আউয়ানাহ ১/২৩৩; ইবনুল জারুদ, মুনতাকা নং ৬২; সহীহ মুসলিম ৩২৬ (৫৩); ইবনু মাজাহ ২৬৭; বাইহাকী ১/১৯৫। সা'আ: হলো চার মুদ্দের সমপরিমাণ। যার পরিমাণ শাফিঈদের নিকট ২১৭৫ গ্রাম ও হানাফীদের নিকট ৩৮০০ গ্রাম- ড. যুহাইলী, ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭১২)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَ إسناده صحيح

৭১২. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক 'মাক্কুক' (পেয়ালা) পানি দ্বারা ওযু করতেন এবং পাঁচ 'মাক্কুক' পানি দ্বারা গোসল করতেন।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৩২৫; আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২০৩, ১২০৪ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭১৩)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فِي مَنْزِلِنَا فَآخُذُ مِيضَأَةً لَنَا تَكُونُ مُدًّا وَثُلُثَ مُدٍّ أَوْ رُبُعَ مُدٍّ فَأَسْكُبُ عَلَيْهِ فَيَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إسناده حسن

৭১৩. রুবাঈ’ বিনতে মুয়াওয়িয ইবনু আফরা’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতে আমাদের নিকট আসতেন। তখন এক মুদ্দ ও এর তিন ভাগের একভাগ অথবা চার ভাগের একভাগ পানি ধরে, আমাদের এমন একটি পানির পাত্র নিয়ে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিতাম, আর তিনি (ওযুর অঙ্গসমূহ) তিন তিনবার করে ধুয়ে ওযু করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ ৩৯০; বাইহাকী ২৩৭ হাসান সনদে; (অপর সনদে) আবু দাউদ ১২৬; তিরমিযী ৩৩; হাকিম ১/১৫২; আহমদ ৬/৩৫৮-৩৬০; আবু দাউদ ১২৭-১২৯ ও ১৩১; হুমাইদী নং ৩৪৫। দেখুন, নাসবুর রায়াহ ১/১২; ফাতহুল বারী ১/২৮৬; নাইলুল আওতার ১/১৭৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭১৪)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إسناده حسن

৭১৪. আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ওযুর শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে না, তার ওযু হয় না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। কিন্তু শাহিদ হাদীস থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ১০৬০, ১২২১; এর শাহিদ হাদীস আবু হুরাইরা হতে যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৬৪০৯; আব্দুল্লাহ্ ইবনু যাইদ হতে যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ১/৩২৪। এছাড়া এটি বর্ণনা করেছেন, দারু কুতনী ১/৭১; ইবনু আবী শাইবা ১/২; ((আহমাদ ৩/৪১ নং ১১৩৮৮; ইবনু মাজাহ ৩৯৭; তাবারানী, আদ দু’আ ২/৯৭২ নং ৩৮০; তিরমিযী, আল ইলাল ১/১১২; আবু ইয়ালা ২/৪২৪ নং ১২২১; আব্দ ইবনু হুমাইদ, আল মুন্তাখাব /২৮৫ নং ৯১০।- ফাতহুল মান্নান হা/৭৩৬ এর টীকা- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭১৫)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا فَقُلْتُ أَنَا لَهُ أَيُّ شَيْءٍ اسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا قَالَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا إسناده صحيح

৭১৫. ইবনু আউস তার দাদা আউস ইবনু আবী আউস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওযু করতে দেখেছেন। আর তিনি তিনবার করে পানি ঢাললেন। অতঃপর আমি তাকে (দাদাকে) বললাম: আপনি তিনবার কোন্ জিনিসে পানি ঢাললেন? তিনি বললেন: তিনি তিনবার করে তাঁর হাত দু'টি ধুলেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তায়ালিসী ১/৫১ নং ১৬৮; আহমাদ ৪/৮-৯-১০; নাসাঈ ১/৬৪; সুনানুল কুবরা নং ৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭১৬)

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إسناده صحيح

৭১৬. উছমান ইবনু আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম হুমরান ইবনু আবান হতে বর্ণিত, উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (একদা) ওযু করলেন। আর (প্রথমে) তিনি কুলি করলেন এবং নাকি পানি দিলেন। তারপর তিনি তিনবার তাঁর মুখমণ্ডল ধুলেন এবং দু'হাত তিনবার করে ধুলেন আর মাথা মাসেহ করলেন এবং দু'পা তিনবার করে ধুলেন। অতঃপর তিনি বললেন: আমি যেভাবে ওযু করলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি সেভাবেই ওযু করলেন, অতঃপর বললেন: যে ব্যক্তি আমার এ ওযুর মতো করে ওযু করবে, এরপর দু'রাকাত সালাত আদায় করবে যার মধ্যে সে আপনমনে কোনো কথাবার্তা বলবে না, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[1]

[1] তাহক্বীক; এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ১৫৯,১৬০; সহীহ মুসলিম ২২৬; আমরা এর তাখরীজ পূর্ণরূপে দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬০,১০৪১, ১০৫৮, ১০৬০ নং এ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৫ এ। এটি আরও বর্ণনা করেছেন, ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা নং ৬৭; দারুকুতনী ১/৮৩ নং ১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭১৭)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ إسناده صحيح

৭১৭. আমর ইবনু ইয়াহইয়া আল মুযানী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একপাত্র পানি চাইলেন। এরপর তিনি তার দু'হাতে পানি ঢেলে হাত দু'টি তিনবার ধুলেন, আর তার মুখমণ্ডলও তিনবার ধুলেন। এরপর কনুই পর্যন্ত দু'হাত দু' দু'বার করে ধুলেন। তারপর বললেন, আমি এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওযু করতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ১৮৫; সহীহ মুসলিম ২৩৫; আর আমরা এর তাখরীজ পূর্ণরূপে দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৭৭, ১০৮৩-১০৮৫, ১০৯৩; নং এ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪২১ এ। এছাড়া এটি বর্ণনা করেছেন, বাইহাকী, আল মা'রিফাহ ১/২৮৩ নং ৬৫৬; দারুকুতনী ১/৮২ নং ১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭১৮)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْهُ إسناده صحيح

৭১৮. (অপর সনদে) আমর ইবনু ইয়াহইয়া আল মুযানী তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীসের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭১৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ أَوْ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً أَوْ قَالَ مَرَّةً مَرَّةً إسناده صحيح

৭১৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওযু সম্পর্কে জানাবো না, কিংবা খবর দিব না? এরপর তিনি একবার করে (অঙ্গ সমূহ ধুয়ে) ওযু করলেন, অথবা তিনি বললেন: একবার একবার (করে তিনি অঙ্গ সমূহ ধুতেন)।[1]

[1] তাহকবীক্ব: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ১৫৭; আর আমরা এর তাখরীজ পূর্ণরূপে দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৯৫। পূর্ণ তাখরীজের জন্য নিচের টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً جَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ إسناده صحيح

৭২০. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একবার করে অঙ্গসমূহ ধুতেন এবং একবার পানি নিয়েই তা দিয়ে কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু হিব্বান নং ১০৭৬ আমাদের তাহক্বীক্বকৃত; হাকিম ১/১৫০; বাইহাকী ১/৫০; আর আমরা এর তাখরীজ পূর্ণরূপে দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান এ। আরো দেখুন সহীহ ইবনু হিব্বানে নং ১০৭৮ এবং আগের টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২১)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ إسناده حسن والحديث صحيح

৭২১. আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলতেন: "আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের কথা জানিয়ে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গুণাহসমূহ মোচন করবেন এবং নেকীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেবেন? তারা বললেন: হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন: তা হচ্ছে কষ্টের সময় পরিপূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা করা এবং এক সালাতের পরে পরবর্তী সালাতের জন্য অপেক্ষা করা।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান ৪০২; মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৩৫৫; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬২। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১১৭, ১৭৭, ৩৫৭; হাকিম ১/১৯১, ১৯২; আহমাদ ৩/৩; বাইহাকী ২/১৬; ইবনু আবী শাইবা ১/৭; ইবনু মাজাহ ৪২৭; আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবু হুরায়রা হতে সহীহ মুসলিম ২৫১; তিরমিযী ৫১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৩৮; তাবারানী, আল কাবীর ২৩/৪১৮; আহমদ ৫/২৭০ নং ২২৩৮০। এছাড়া জাবির রা: থেকেও এর শাহিদ বর্ণিত হয়েছে সহীহ ইবনু হিব্বান ১০৩৯; বাযযার ৪৪৯, ৪৫০।- দেখুন, মাওয়ারিদুয যাম'আন, মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বকৃত নং ১৬২; ফাতহুল মান্নান নং ৭৪৩ এর টীকা।- অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২২)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ إسناده حسن

৭২২. (অপর সনদে) আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলতেন: (পূর্বের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবু ইয়ালা মাউসিলী নং ১৩৫৫; পূর্ণ তাখরীজ দেখুন পূর্বের হাদীসের টীকায়।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২৩)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ إسناده صحيح

৭২৩. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে ওযু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/২৩২; বাইহাকী ১০/২৩; মা'রেফাহ ১৪/৯৯ নং ১৯২৭৫; ইবনু মাজাহ ৪২৬; ইবনু খুযাইমাহ নং১৭৫; তিরমিযী ১৭০১; আবু দাউদ ৮০৮; নাসাঈ ১/৮৯; তিরমিযী বলেন: এ অনুচ্ছেদে আলী রা: হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর এ হাদীসটি হাসান সহীহ।'' তাবারানী, আল কাবীর ১১/১৫৫ নং ১১৩৪৪ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ الرَّحَبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ قَالَ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَمَلَأَ فَمَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا طُهُورُهُ إسناده صحيح

৭২৪. আবদু খায়ের বর্ণনা করেন: একদা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ফজর সালাত আদায় করার পর (কুফার) খোলা ময়দানে গমন করলেন। আর তিনি ময়দানে বসে পড়লেন। তারপর তিনি তার গোলামকে বললেন: আমার জন্য ওযুর পানি নিয়ে আসো। ফলে গোলামটি এক পাত্র পানি এবং একটি খালি গামলা নিয়ে এলো। আবদু খায়ের বলেন: আমরা বসে তার দিকে দেখছিলাম। তখন তিনি ডান হাত পাত্রে ঢুকিয়ে দিলেন মুখ ভর্তি পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন এবং বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তিনি তিনবার এরকম করলেন। অতঃপর বললেন: যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওযু দেখে আনন্দিত হতে চায়, (সে যেন আমার এ ওযু দেখে নেয়)। কেননা, এটিই ছিল তাঁর ওযু।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরজি: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান ১০৫৬, ১০৭৯; মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৬; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫০, ১৫১। (ইবনু খুযাইমা, ১৪৭; আবু দাউদ ১১১,১১২; তিরমিযী ৪৯; নাসাঈ ১/৬৮; বাইহাকী আল কুবরা ১/৪৭, ৪৮, ৬৮, ৭৪; ইবনু হিব্বান ১০৪২; দারুকুতনী ১/৩৩।- মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫০ এর টীকা হতে।-অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عُقْبَةَ الْمُرَادِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ خَيْرٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إسناده صحيح

৭২৫. (অপর সনদে) আবদে খায়ের (পরবর্তী একই রাবী সূত্রে) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২৬)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَنْشَقَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ إسناده ضعيف محمد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس. ولكن الحديث صحيح

৭২৬. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "যে নাকে পানি দেয়, সে যেন নাক ঝেড়ে ফেলে এবং যে পাথর (কুলখ) দ্বারা (পেশাব-পায়খানার পর) পবিত্রতা অর্জন করতে চায়, সে যেন তা বিজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস আর সে এটি 'আন আন' পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীটি সহীহ বুখারী-মুসলিমের। তাখরীজ: সহীহ বুখারী

১৬১; সহীহ মুসলিম ২৩৭; পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন সহীহ ইবনু হিব্বান ১৪৩৮, ১৪৩৯; মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯০৯, ৬৫৭২; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২৭)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ

إسناده حسن

৭২৭. শাক্বীক্ব ইবনু সালামাহ বলেন, আমি উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ওযু করতে দেখেছি। আর তিনি দাড়ি খিলাল করলেন এবং বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে ওযু করতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, আমির ইবনু শাক্বীক্ব এর কারণে। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান ১০৮১; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫৪। আরও দেখুন নাইলুল আওতার ১/১৮৪-১৮৬; দিরায়াহ ১/২২-২৪; তালখীসুল হাবীর ১/৮৫-৮৭; নিসবুর রায়াহ ১/২৩। সামনেও এ সম্পর্কিত হাদীস আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ وُضُوءَكَ وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ

إسناده صحيح

৭২৮. লাকিত্ব ইবনু সাবরাহ তার পিতা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, যিনি বানু আল মুনতাফিক গোত্রের প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: তুমি যখন ওযু করবে, তখন পরিপূর্ণরূপে ওযু করবে এবং তোমার আঙ্গুলসমূহের মাঝে খিলাল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ

দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান ১০৫৪; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫৯। এটি আরও রয়েছে, ইবনুল জারুদ নং ৮০; দেখুন নাইলুল আওতার ১/১৭৯-১৮০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭২৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ إسناده حسن

৭২৯. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (ওযুর সময় শুকনো থাকা) পায়ের গোড়ালীর জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। (তাই), তোমরা পরিপূর্ণরূপে ওযু করো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/২৬; তার সূত্রে সহীহ মুসলিম ২৪১; ইবনু মাজাহ ৪৫০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান ১০৫৫; আরও দেখুন নাইলুল আওতার ১/২০৭-২১০; তাফসীর তাবারী ৬/১৩৩. ১৩৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩০)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ الْمِطْهَرَةِ وَيَقُولُ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إسناده صحيح

৭৩০. মুহাম্মদ ইবনু যিয়াদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি একদিন আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন আর লোকেরা পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে ওযু করছিলো, আর তিনি বলছিলেন, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ওযু করো। কেননা, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (ওযুর সময় শুকনো থাকা) পায়ের গোড়ালীর জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।[1]

আবু মুহাম্মদ (দারেমী) বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর-এর হাদীস অপেক্ষা এটি আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত।

তাখরীজ: সহীহ বুখারী ১৬৫; সহীহ মুসলিম ২৪২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান ১০৮৮। আরও দেখুন নাইলুল আওতার ১/২১০-২১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩১)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ أَوْ كَالَّذِي صَنَعْتُ إسناده حسن

৭৩১. শাক্বীক্ব ইবনু সালামাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ওযু করতে দেখেছিলাম। তখন তিনি তাঁর মাথা ও দু'কানের বাইরের ও ভিতরের অংশ মাসেহ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: আমি যেমন, (রাবীর সন্দেহ) কিংবা- যেরূপ করলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেরূপ করতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। এর তাখরীজ গত হয়েছে ৭৩১ নং এ (যা আমাদের ক্রমিকে ৭২৭ -অনুবাদক) । দেখুন, নাইলুল আওতার ১/১৯৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩২)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْجُحْفَةِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يُرِيدُ بِهِ تَفْسِيرَ مَسْحِ الْأَوَّلِ إسناده ضعيف فيه ابن لهيعة

৭৩২. যায়িদ ইবনু আসিম আল মাযিন্নী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জুহফাহ নামক স্থানে ওযু করতে দেখেছি। তিনি কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন, তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, এরপর তিনবার তাঁর দু'হাত ধৌত করলেন। তারপর তিনি মাথা মাসেহ্ করলেন এবং তাঁর পা দু'টি খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর ভেজা হাতে আদ্রতা দ্বারা মাথা মাসেহ না করে (নতুনভাবে) পানি নিয়ে মাথা মাসেহ করলেন। আবু মুহাম্মদ

বলেন: এ (মাথা মাসেহের পুনরায় কথা উল্লেখ করা) এর উদ্দেশ্য হলো প্রথম বারের মাথা মাসেহের ব্যাখ্যা দেয়া।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে ইবনু লাহিয়া'হ রয়েছে। (আর হাদীসটি সহীহ যা মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যেমন তাখরীজে উল্লেখিত হয়েছে-অনুবাদক)। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ২৩৬; আহমাদ ৪/৪১; আবু দাউদ ১২০; তিরমিযী ৩৫, তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ; তবে আব্দুল্লাহ ইবনু যায়দ থেকে সহীহ সূত্রে একথাটুকু নেই: 'তারপর ভেজা হাতে আদ্রতা দ্বারা মাথা মাসেহ না করে (নতুনভাবে) পানি নিয়ে মাথা মাসেহ করলেন'। আর সেটির তাখরীজ গত হয়েছে ৭২১ নং এ (যা আমাদের ক্রমিকে যা ৭১৭ নং-অনুবাদক)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَأْخُذُ بِهِ قَالَ إِي وَاللَّهِ

৭৩৩. জাফর আমর ইবনু উমাইয়া আয যামরী তাঁর পিতা (উমাইয়া) রাদ্বিয়াল্লাহু হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর উভয় মোজার উপর এবং তাঁর পাগড়ীর উপর মাসেহ করতে দেখেছেন।'[1]
আবু মুহাম্মদকে বলা হলো: আপনি কি তা গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন: হাঁ, আল্লাহর শপথ!

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২০৫; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা নং ৮৩। আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৪৩। আরও দেখুন, নাইলুল আওতার ১/২০৪-২০৬; দিরায়াহ ১/৭০-৭৭ যেখানে ৪৬ জন সাহাবা হতে মোজার উপর মাসেহের হাদীস বর্ণিত হয়েছে; ও তালখীসুল হাবীর ১/১৫৭-১৬২; নাসবুর রায়াহ ১৬২-১৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩৪)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَنَضَحَ فَرْجَهُ إسناده صحيح

৭৩৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একবার করে (অঙ্গসমূহ) ধৌত করে ওযু করেছেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী ১/১৬২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩৫)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلْتُ مَيْمُونَةَ خَالَتِي عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كَانَ يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَسَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْدِيلِ فَيَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَنْفُضُ أَصَابِعَهُ وَلَا يَمَسُّهُ إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى لكن الحديث متفق عليه

৭৩৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাবাতের (বড় অপবিত্রতার) গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তাঁর নিকট পানির পাত্র আনা হতো। তখন তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢেলে দিতেন, তারপর তিনি তাঁর লজ্জাস্থানে লেগে থাকা অপবিত্রতা ধুয়ে ফেলতেন। এরপর তিনি সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। তারপর তিনি তাঁর মাথা এবং সারা শরীর ধুতেন। এরপর সেই স্থান হতে একটু সরে যেতেন এবং তাঁর দু'পা ধুতেন। তারপর তাঁকে একটি রুমাল বা তোয়ালে দেয়া হলে তিনি তা তার সামনে রেখে দিতেন অতঃপর তাঁর আঙ্গুলসমূহ ঝাড়া দিতেন কিন্তু তিনি তা স্পর্শ করতেন না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২৫৯; সহীহ মুসলিম ৩১৭; আবু আওয়ানাহ ১/২৯৯, ৩০০ সহীহ সনদে। আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৯০ এ; মুসনাদুল মাওসিলী নং ৭১০১ এ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩১৮ এর টীকায়। আরও দেখুন নাইলুল আওতার ১/৩০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا إسناده صحيح

৭৩৬. উরওয়াহ ইবনুল মুগীরাহ কর্তৃক তাঁর পিতা (মুগীরাহ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোনো রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: "তোমার সাথে কি পানি আছে?" আমি বললাম: হাঁ। তারপর তিনি তাঁর বাহন হতে নামলেন। অতঃপর তিনি হাঁটতে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি রাতের অন্ধকারের মধ্যে আমার থেকে আড়ালে চলে গেলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলেন আর আমি পানির পাত্র হতে তাঁকে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তখন তিনি তাঁর হাত দু'টি এবং মুখমণ্ডল ধুলেন। আর তাঁর পরণে ছিল সূফ (পশমের) জুব্বা। ফলে তিনি জুব্বার (হাতা দিয়ে) তাঁর হাত দুটি বের করতে পারছিলেন না, ফলে জুব্বার নিচ দিয়ে হাত দু'টি বের করলেন এবং উভয় হাত ধুলেন, মাথা মাসেহ করলেন অতঃপর আমি তাঁর (পায়ের) মোজা জোড়া খুলতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন: "ও দু'টো থাক, আমি তো ও দু'টো পবিত্র অবস্থায়ই পরেছিলাম।" (এ বলে) তিনি সেই দু'টোর উপর মাসেহ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২০৬ (সংক্ষিপ্ত আকারে); সহীহ মুসলিম ২৭৪ (৭৯)। আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৪৭ এ; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৭৫. ৭৭৬ এর টীকায়। আরও দেখুন নাইলুল আওতার ১/২২৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ يَعْنِي الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إسناده صحيح

৭৩৭. আলী ইবনু আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত নির্ধারণ করেছেন।’ এর দ্বারা তিনি মোজার উপর মাসেহ করা (-এর সময়সীমা)কে বুঝিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ২৭৬। আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩২২, ১৩২৭, ১৩৩১। আরও দেখুন, নাইলুল আওতার ১/২৩০-২৩১; দিরায়াহ ১/৭০-৭৭; ও তালখীসুল হাবীর ১/১৫৭-১৬২; নাসবুর রায়াহ ১৬২-১৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَوَسَّعَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ لَرَأَيْتُ أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إسناده صحيح

৭৩৮. আবদে খায়ের হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ওযু করতে দেখেছি। আর তিনি জুতার উপর মাসেহ করলেন এবং অনেকখানি জায়গা নিয়ে মাসেহ করলেন। অতঃপর বললেন: আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে না দেখতাম যেরূপ করতে আমাকে তোমরা দেখলে, তবে অবশ্যই আমি এ মত পোষণ করতাম যে, দু’পায়ের (জুতাদ্বয়ের) উপরের অংশ মাসেহ করার চেয়ে নিচের অংশ মাসেহ করাই তো বরং অধিক সংগত ছিল। (কিন্তু আমি যেহেতু তাঁকে জুতার উপরের অংশ মাসেহ করতে দেখেছি, তাই আমিও জুতার নিচে মাসেহ না করে উপরের অংশই মাসেহ করলাম।)
আবু মুহাম্মদ বলেন: আল্লাহর বাণী: “তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং গিঁঠ পর্যন্ত পা ধৌত কর।” সূরা মায়িদাহ : ৬) দ্বারা এ হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী ১/২৯২; আবু দাউদ ১৬২-১৬৪; দারুকুতনী ১/২০৪-২০৫ নং ৪; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ২/১১১। হাফিজ (ইবনু হাজার আসকালানী) ‘বুলুগুল মারাম’ (উস্তাদ যুহাইরী কৃর্তৃক তাহক্বীক্বকৃত) নং ৬০-এ বলেন: “এটি আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।” তিনি তালখীসুল হাবীর ১/১৬০ এ বলেন: এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, এর সনদ সহীহ।’ আরও দেখুন, দিরায়াহ ১/৮০; নাইলুল আওতার ১/২৩১-২৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৩৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ مَنْ قَامَ إِذَا اسْتَقَلَّتْ الشَّمْسُ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَ عُقْبَةُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي أَنْ أَسْمَعَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ تُجَاهِي جَالِسًا أَتَعْجَبُ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ فَقُلْتُ وَمَا ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ قَالَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهِنَّ شَاءَ في إسناده جهالة

৭৩৯. উক্ববাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে গমণ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন তাঁর সাহাবীদের নিকট বসে কথা-বার্তা বলছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন: "যখন সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হয়ে যায়, তখন যে ব্যক্তি উঠে উত্তমরূপে ওযু করে অতঃপর দু'রাকাত সালাত আদায় করে, তাহলে তার গুনাহসমূহ এমনভাবে বের হয়ে যায় (এবং সে গুনাহবিহীন হয়ে যায়), যেন আজই তার মা তাকে প্রসব করেছে।"

তখন উক্ববা বললেন: আমি বললাম, সেই আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা শোনার তাওফীক দিলেন।

তখন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমার মুখোমুখি বসা ছিলেন, তিনি বললেন: তুমি একথায় খুব আশ্চর্যান্বিত হলে? কিন্তু তুমি আসার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়েও অধিক বিস্ময়কর কথা বলেছেন। তখন আমি তাকে বললাম, আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, সেটি কী?

তখন উমার বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে, অথবা তিনি বলেছেন: আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলবে:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।”) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে অজ্ঞাত নামা রাবী (জাহালত) রয়েছে।(“আকাশের দিকে তাকিয়ে”- এ অংশটুকু ব্যতীত এটি সহীহ মুসলিম নং ২৩৪ এ বর্ণিত হয়েছে।-অনুবাদক।) তাখরীজ: মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮০, ২৪৯, ১৭৬৩ এর সনদ সহীহ, (যদিও মুহাক্কিক্ব এখানে মুসনাদুল মাউসিলীর এ সনদকে সহীহ বলছেন, কিন্তু তিনি নিজেই মুসনাদুল মাওসিলীর তাহক্বীক্বে উপরোক্ত সবগুলি সনদকেই যঈফ বলেছেন। দেখুন, দারানীর তাহক্বীক্ব, মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮০, ২৪৯, ১৭৬৩ এর টীকা। এছাড়া এ সনদকে শাইখ আলবানী এবং আরনাউত্ব উভয়ে যঈফ বলেছেন, আর আলবানী এ বাড়তি অংশ “আকাশের দিকে তাকিয়ে”- ‘মুনকারাহ’ বলেছেন।- দেখুন আবু দাউদ ১৭০, উভয়ের তাহক্বীক্বকৃত।-অনুবাদক); আহমদ ৪/১৫৩; সহীহ মুসলিম ২৩৪; নাসাঈ ১৪২; আবু দাউদ ১৬৯ (১৭০); আবু আউয়ানাহ ১/২২৫-২২৬; সহীহ ইবনু খুযাইমা নং ২২২; হাকিম ২/৩৯৮-৩৯৯; দেখুন তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৫২-২৫৩। আমরা উপরোল্লিতি (মুসনাদুল মাউসিলীর নং সমূহে) পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি। এছাড়া ইবনু হিব্বান নং ১০৫০ এও সকল সূত্র ও বর্ণনা একত্রিত করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৪০)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلَاسِلِ فَرَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ أَكَذَاكَ يَا عُقْبَةُ قَالَ نَعَمْ إسناده جيد

৭৪০. আসিম ইবনু সুফিয়ান হতে বর্ণিত, তারা সালাসিল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তারা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ফিরে গেলেন। তখন তাঁর নিকট আবু আইয়্যুব ও উক্ববাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা অবস্থান করছিলেন। তখন আবু আইয়্যুব বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেই অনুসারে যে ব্যক্তি ওযু করলো এবং যেভাবে তা আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী সালাত আদায় করলো, তার পেছনের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হলো।” হে উক্ববাহ, তাই নয় কি? তিনি বললেন: হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: তাবারানী, আল কাবীর ৪/ ১৫৬-১৫৭ নং ৩৯৯৪, ৩৯৯৫; আরো দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৯, ১১৬২ আমাদের

তাহক্বীক্বকৃত। আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬৬ তে এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৪৪ এ। (আহমাদ ৫/৪২৩; নাসাঈ ১৪৪; ইবনু মাজাহ ১৩৯৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৪৪। মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬৬ এর টীকা হতে- অনুবাদক ।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৪১)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ إسناده صحيح

৭৪১. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন মুসলিম বা মু'মিন বান্দা ওযু করে, আর সে মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন সে তার চোখের নজরের মাধ্যমে যে সকল গুনাহ করেছিল, সেই সমস্ত গুনাহ তার মুখমণ্ডল হতে পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। আবার যখন সে তার হাতদু'টি ধৌত করে, তখন হাত দিয়ে ধরার মাধ্যমে যে গুনাহ সে করেছিল, সেই সমস্ত গুনাহ পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। এমনকি এভাবে সে সমস্ত গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৪০ এ। (আহমাদ ২/৩০৩ নং ৮০০৭; সহীহ মুসলিম ২৪৪; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ নং ৪; তিরমিযী ২, তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি হাসান সহীহ; আব্দুর রাযযাক নং ১৫৫; মালিক, মুয়াত্বা- ফাতহুল মান্নান, হা/৭৬৩ এর টীকা দ্র:- অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৪২)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ قَالَ أَمَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا قُلْتُ لَهُ لِمَ فَعَلْتَهُ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَصَلَّى الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحَاتَّ هَذَا الْوَرَقُ ثُمَّ قَالَ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ إسناده ضعيف ولكن يتقوى بشواهده

৭৪২. আবু উছমান বলেন, আমি সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে একটি গাছের নিচে ছিলাম। তখন তিনি গাছের একটি শুকনো ডাল নিলেন এবং সেটি ঝাঁকাতে লাগলেন। এমনকি এর পাতাসমূহ ঝরে পড়লো। তিনি বললেন: তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না, আমি এটি কেন করলাম? আমি তাকে বললাম: আপনি তা কেন করলেন? তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমার সামনে এরূপ করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন: "মুসলিম যখন সুন্দর করে ওযু করে এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, তখন তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে যায়, যেভাবে এ পাতা ঝরে গেলো। তারপর তিনি পাঠ করলেন: "এবং সালাত কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে এবং রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে নেককাজ সমূহ মুছে ফেলে মন্দ কাজসমূহকে; এটিই হচ্ছে একটি (ব্যাপক) নাসীহাত, নাসীহাত মান্যকারীদের জন্য।"[1] (সূরা হুদ: ১১৪)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কিন্তু এর শাহিদ হাদীসসমূহ একে শক্তিশালী করে। আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৬৭৪, ১৬৯১ এ। আরও দেখুন, তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৩৬, ২৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৪৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ إسناده صحيح

৭৪৩. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতেন, আর আমাদের কারো 'হাদাস' (ওযু ভঙ্গের কারণ) না ঘটা পর্যন্ত আমাদের পূর্বের ওযুই যথেষ্ট হতো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২১৪; তারীখুল কাবীর ৬/৩৬৫; বাইহাকী ১/১৬২; বাগবী, শারহুস সুন্নাহ ১/৪৪৭ নং ২৩০; তিরমিযী ৬০; আহমাদ ৩/১৫৪; দেখুন নাইলুল আওতার ১/২৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৪৪)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا إسناده صحيح

৭৪৪. আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ সালাতে থাকাকালীন যদি তার পশ্চাদ্দেশে কম্পন অনুভব করে, ফলে তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, তার 'হাদাস' (তথা বায়ু নির্গমনের মাধ্যমে ওযু নষ্ট) হয়েছে, নাকি হয়নি, তবে সে যেন অবশ্যই তার সালাত ত্যাগ না করে, যতক্ষণ না সে (বায়ু নির্গমনের) শব্দ শোনে অথবা, দুর্গন্ধ পায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ২/৪১৪; আবু দাউদ ১৭৭; সহীহ মুসলিম ৩৬২; বাইহাকী ১/১১৭; তিরমিযী ৭৪; দেখুন তালখীসুল হাবীর ১/১২৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৪৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكَلَاعِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ بِهِ قَالَ لَا إِذَا نَامَ قَائِمًا لَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إسناده ضعيف

৭৪৫. মুয়াবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "চক্ষুদ্বয় হলো পশ্চাদ্দ্বারের বাঁধন। অতএব, চক্ষু যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার বাঁধনও ঢিলে হয়ে যায়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৭২ এ। (বাইহাকী ১/১৮৪; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, যিয়াদাহ ৪/৯৭; দারুকুতনী ১/১৬০- মুসনাদুল মাউসিলী ৭৩৭২ এর টীকা।- অনুবাদক)। এটি আরো বর্ণিত হয়েছে, তাবারানী, আল কাবীর ১৯/৩৭২ নং ৮৭৫; মুসনাদুশ শামিয়্যিন নং ১৪৯৪; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৯/৩০৫; তাহাবী, মুশকিলুল আসার ৪/৩৫৫; বাইহাকী, আল মা'রেফাহ নং ৯৩১। আরও দেখুন, নাইলুল আওতার ১/২৪১-২৪২; আল মুহাল্লা ১২৩১; কাশফুল খফা' নং ১৭৯৮; তালখীসুল হাবীর ১/১১৮। (আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আলী

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যা বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ২০৩; ইবনু মাজাহ ৪৭৭; বাইহাকী ১/১১৮ সকলেই য়য়ীফ সনদে।- মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৭২ এ টীকা দ্র:। -অনুবাদক) আমাদের এ হাদীসটির শাহিদ আলী রা: এর হাদীসটি যেটিকে 'হাসান' বলেছেন: মুনযিরী, নববী ও ইবনু সালাহ । (এবং আলবানী ও, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আবু দাউদ, ২০২- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৪৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً فَكُنْتُ أُكْثِرُ الْغُسْلَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قَالَ قُلْتُ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ خُذْ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَانْضَحْهُ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ إسناده صحيح

৭৪৬. সাহল ইবনু হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রচুর পরিমাণে 'মযী' বের হতো। ফলে এর জন্য আমাকে অনেক বার গোসল করতে হতো। ফলে আমি এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন: "এর ফলে তোমার জন্য ওযু করাই যথেষ্ট।" তিনি বলেন, আমি বললাম, আর আমার কাপড়ে এ থেকে যা লেগে যায়, সেই ব্যাপারে কী করবো? তিনি বললেন: "এক কোষ পানি নাও, আর তুমি কাপড়ের যেখানে তা লেগে থাকতে দেখো, সেখানে ছিটিয়ে দাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯১ নং ২৯১; আবু দাউদ ২১০; তিরমিযী ১১৫; ইবনু মাজাহ ৫০৬; সহীহ ইবনু খুযাইমা ২৯১; আমরা এর তাহক্বীক্ব ও এর উপর টীকা দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৪০; এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১০৪। আলী রা: হতে বর্ণিত সহীহ হাদীস এর শাহিদ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যার পূর্ণ তাখরীজ আমরা সহীহ ইবনু হিব্বান ১১০২, ১১০৪; এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৪১, ২৪২,২৪৩ এ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৪৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي ابْنُ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إسناده صحيح

৭৪৭. বুসরাহ বিনতে সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু করতে হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/৭২; আর এ বুসরাহ বিনতে সাফওয়ানের হাদীসটি আমরা পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১১২-১১১৭; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২১১-২১৪ এ টীকাসহ। (নাসাঈ ১৬৪, ৪৪৫, ৪৪৬; ইবনু মাজাহ ৪৭৯; তিরমিযী বাইহাকী আল কুবরা ১/১২৯, ১৩২ নং ৫০৫; আল খিলাফিয়্যাত ২/২২৯; তাবারানী, আল কাবীর ২৪/১৯৪ নং ৪৮৮। এছাড়া এর মুতাবিয়াত বর্ণনা রয়েছে অনেক। দেখুন, ফাতহুল মান্নান হা/৭৬৯ এর টীকা।-অনুবাদক)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৪৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا أَوْثَقُ فِي مَسِّ الْفَرْجِ إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح

৭৪৮. বুসরাহ বিনতে সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি লজ্জাস্থান স্পর্শ করলো সে যেনো ওযু করে"। আবু মুহাম্মাদ বলেন, লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মধ্যে এই বর্ণনাটি বেশি শক্তিশালী।[1]

[1] তাহক্বীক: সনদ যঈফ কিন্তু হাদিসটি সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৪৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَأْخُذُ بِهِ قَالَ لَا إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث

৭৪৯. যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করলে ওযু করবে।"[1] আবু মুহাম্মদকে বলা হলো: আপনি কি এমত গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন: না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। (কিন্তু এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন সহীহ মুসলিম, তাবারানী, খতীব। তাখরীজে দেখুন।–অনুবাদক)। তাখরীজ: তাবারানী, আল কাবীর ৫/১২৮ নং ৪৮৩৬, ৪৮৩৩, ৪৮৩৪ সহীহ সনদে; (অপর সনদে) সহীহ মুসলিম ৩৪১; তাবারানীর সনদে খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাকিহ ১/১২৭-১২৮ নং৪৮৩৫-৪৮৪০ সনদ সহীহ; দেখুন, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১২৪-১১৬০; মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৩১৫-১৩৩২ এ দুটি আমাদের তাহক্বীক্বকৃত।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ إسناده ضعيف كسابقه ولكن الحديث صحيح

৭৫০. আমর ইবনু উমাইয়্যাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, তিনি নিজে হাতে একটি বকরীর কাঁধের মাংশ কাটছেন। (তারপর তিনি তা থেকে খেলেন[1]) এরপর সালাতের জন্য ডাকা হলে তিনি যে ছুরি দিয়ে মাংস কাটছিলেন, তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু তিনি ওযু করেননি।"[2]

[1] (এটি রয়েছে সহীহ মুসলিমে-অনুবাদক)। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আগেরটির মতই যঈফ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৩৫৫; আমরা পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৪১; মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৩৩৪-১৩৬৭ এ আমাদের তাহক্বীক্বকৃত। আরও দেখুন, নাইলুল আওতার ১/২৫২, ২৫৫, ২৬২-২৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫১)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْجُلَاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رِجَالٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ هَذَا الْبَحْرِ نُعَالِجُ الصَّيْدَ عَلَى رَمَثٍ فَنَعْزُبُ فِيهِ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا مِنَ الْعَذْبِ لِشِفَاهِنَا فَإِنْ نَحْنُ تَوَضَّأْنَا بِهِ خَشِينَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَإِنْ نَحْنُ آثَرْنَا بِأَنْفُسِنَا وَتَوَضَّأْنَا مِنَ الْبَحْرِ وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ ذَلِكَ فَخَشِينَا أَنْ لَا يَكُونَ طَهُورًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّئُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ الطَّاهِرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

رجاله ثقات لكن محمد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس

৭৫১. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুদলিজ গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এই সাগর পাড়ের অধিবাসী। আমরা ছোট নৌকার মাধ্যমে শিকার করার চেষ্টা করি। ফলে (কখনো কখনো) একরাত, দু'রাত, তিনরাত ও চাররাত পর্যন্ত (উপকূল ছেড়ে) আমাদের সাগরের বুকে অনেক দূরে যেতে হয়। তাই আমরা খাওয়ার জন্য মিষ্টি পানি সাথে নিয়ে যাই। সুতরাং যদি আমরা এ পানি দিয়ে ওযু করি, তবে আমাদের জীবন নাশের আশংকা করি, আর যদি (এ পানির ব্যাপারে) আমাদের জীবনকে অগ্রাধিকার দিই এবং সাগরের পানি দিয়ে ওযু করি, তবে এ (ওযুর) ব্যাপারে আমাদের মনে খটকা অনুভব করি; ফলে আমাদের মনে আশংকা জাগে যে, হয়তোবা (এ পানি দ্বারা ওযু করার মাধ্যমে) আমাদের পবিত্রতা অর্জন হয় না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তোমরা তা (সাগরের পানি) দ্বারা ওযু করতে থাকো। কেননা, সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত জন্তু হালাল।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস আর তিনি এটি 'আন 'আন পদ্ধিতিতে বর্ণনা করেছেন ...। তাখরীজ: হাকিম ১/১৪১; ((তিরমিযী ৬৯; ইবনু মাজাহ ৩৮৬; বুখারী, তারীখ ৩/৪৭৮ তরজমাহ নং ১৫৯৯; বুখারী সূত্রে বাইহাকী, মা'রেফাহ ১/২২৭; তাহাবী, মুশকিলুল আছার ১০/২০৭ নং ৪০৩৬; আরও দেখুন, বাইহাকী, সুনানুল কুবরা ১/৩; মা'রিফাহ ১/২২৬ নং ৪৭৫; আহমাদ আল মুসনাদ ২/৩৭৮ নং ৮৮৯৯। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে জাবির রা: হতে আহমাদ, আল মুসনাদ ৩/৩৭৩ নং ১৫০৫৪; ইবনু মাজাহ ৩৮৮; ইবনু হিব্বান নং ১২৪৪; ইবনু খুযাইমা নং ১১২; হাকিম ১/১৪৩; দারুকুতনী ১/৩৪। আনাস ইবনু মালিক হতে আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১/৯৪ নং ৩২০; দারুকুতনী ১/৩৫। আলী ইবনু আবী তালিব, ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে বর্ণনা করেছেন, হাকিম, আল মুসতাদরাক ১/১৪২-১৪৩; দারুকুতনী ১/৩৫। আবু বাকর সিদ্দীক রা: এর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে আবু উবাইদ আল কাসিম, আত তহুর ১৮৩ নং ২২৬; ইবনুল মুনজির, আল আওসাত ১/২৪৮ আছার নং ১৫৯; ইবনু আবী শাইবা ১/১৩০।-ফাতহুল মান্নান হা/৭৭৩ এর টীকা দ্র:- অনুবাদক।)) আর হাফিজ ইবনু হাজার তাহযীব ১০/২৫৭ এ বলেন: 'আবী হুরাইরা হতে তার (মাখযুমী'র) সমুদ্র সম্পর্কিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন: ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, ইবনুল মুনযির, আল খাত্তাবী, তাহাবী, ইবনু মানদাহ, হাকিম, ইবনু হাযম, বাইহাকী, আব্দুল হাক্ব এবং অন্যরা'।' আরও দেখুন পরবর্তী হাদীসটি। পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَمَعَنَا الْقَلِيلُ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ إسناده صحيح

৭৫২. আবু হুরাইরা বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে প্রশ্ন করলো। বললো: আমরা সমূদ্রে যাতায়াত করি, আমাদের সাথে সামান্য পরিমাণে (খাওয়ার) পানি থাকে। ফলে আমরা যদি তা দিয়ে ওযু করি, তবে পিপাসায় কাতর হয়ে যাবো। এমতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা ওযু করতে পারবো? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তার পানি তো পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু দাউদ ৮৩; হাকিম ১/১৪০; ইবনু মাজাহ ৩৮৬; তিরমিযী ৬৯; আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নরং ১২৪৩; মাওয়ারিদুয যামআন নং ১১৯ এ। এছাড়া এটি বর্ণিত হয়েছে: বাইহাকী, আল মা'রেফাহ নং ৪৭৩; দারুকুতনী ১/৩৬ নং ১৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৮১; খতীব, তারীখে বাগদাদ ৭/১৩৯; হাকিম ১/১৪০-১৪২; যা সামনে ২০৫৪ (২০৫৮) নং আসছে। আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ১/৯-১২; নাইলুল আওতার ১/১৭-২১; দিরায়াহ ১/৫৩-৫৪ এবং পূর্বের টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ إسناده صحيح

৭৫৩. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেনো বদ্ধ বা স্থির পানিতে পেশাব না করে। (হয়তো) পরে সেই পানিতেই সে আবার গোসল করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২৩৯; সহীহ মুসলিম ২৮২; আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৫১, ১২৫৪, ১২৫৬; মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৭৬; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৯৯, ১০০০ এ। আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ১/১০৫-১০৬; নাইলুল আওতার ১/৩৯-৪১; দিরায়াহ ১/৫৬; নাসবুর রায়াহ ১/১০১। তাঁর কথা: "পেশাব না করে" নিষেধ অর্থে এসেছে, এর জোরদার প্রমাণ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق ولكن الحديث صحيح

৭৫৪. উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার তার পিতা (ইবনু উমার) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, (যখন) তাঁকে জঙ্গলের কুয়ার পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যাতে গৃহপালিত পশু ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করার জন্য এসে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "পানি দুই কুল্লাহ পরিমাণ হলে কোনো কিছুই একে অপবিত্র করতে পারে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কারণ, ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস, আর তিনি এটি 'আন 'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং৫৫৯০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৪৯; মাউয়ারিদুয যাম'আন নং ১১৭ এ। (আহমাদ ২/১২, ২৩; তিরমিযী ৬৭; দারুকুতনী ১/১৯ নং ১৪; আবু দাউদ ৬৩, ৬৪, ৬৫; ইবনু মাজাহ ৫১৭, ৫১৮; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১৫, ১৬; বাইহাকী, ১/২৬২; হাকিম ১/১৩৩। (অপর সনদে) নাসাঈ ১/৪৬, ১৭৫; ইবনু হিব্বান ১২৩৭; হাকিম ১/১৩২; ইবনু খুযাইমা ৯২।- মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বকৃত, মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৫৯০ এর টীকা হতে।- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫৫)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ إسناده صحيح

৭৫৫. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (যখন) পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যাতে গৃহপালিত পশু ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করার জন্য এসে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "পানি দুই কুল্লাহ পরিমাণ হলে তখন তা অপবিত্রতা বহন করে না (অপবিত্র হয় না)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের টীকাটি দেখুন। এটি পূর্বের হাদীসের পূনরোক্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ فَعَقَلْتُ إسناده صحيح

৭৫৬. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি অসুস্থ ছিলাম, আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, (এমতাবস্থায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। এরপর তিনি ওযু করলেন এবং ওযুর (অবশিষ্ট) পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ১৯৪; সহীহ মুসলিম ১৬১৬; আর আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০১৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান ১২৬৬; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৬৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫৭)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلَتْ فِي جَفْنَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَضْلِهَا يَسْتَحِمُّ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ اغْتَسَلْتُ فِيهِ قَبْلَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ الحديث صحيح بشواهده

৭৫৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো একজন স্ত্রী দাঁড়িয়ে পাত্রের পানি দিয়ে জানাবাতের গোসল করলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে এর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করলেন। তখন সে বললো: আমি তো আপনার পূর্বে এ পানিতে গোসল করেছি?' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "পানির কোনো অপবিত্রতা নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইকরিমা হতে সামাকের বর্ণনায় 'ইযতিরাব' বা বিক্ষিপ্ততা রয়েছে। তবে কয়েকটি শাহিদ হাদীস থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪১১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৪১, ১২৪২, ১২৬৯ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১১৬, ২২৬ এ। ((আবু দাউদ ৬৮; তিরমিযী ৬৫; ইবনু মাজাহ ৩৭০; বাইহাকী ১/১৮৯; তাবারী, তাহযীবুল আছার ২/৬৯২ নং ২৯-৩০; আহমাদ ১/২৩৫; নাসাঈ ১/১৭৩; দারুকুতনী ১/৫১ নং ৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২/২৭ নং ২৫৯; ইবনু খুযাইমা নং ৯১; হাকিম ১/১৫৯; বাযযার নং ২৫০।- মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪১১ নং এর টীকা থেকে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ إسناده ضعيف

৭৫৮. (অপর সনদে) ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] তাহক্বীক্ব : আগের হাদীসটির এর সনদও যঈফ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন। এছাড়া ইবনু আব্বাস মায়মুনাহ হতেও এটি বর্ণনা করেছেন, যা আমরা মুসনাদুল মাওসিলী নং ৭০৯৮ তে পূর্ণ তাখরীজ করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৫৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ إسناده جيد

৭৫৯. কাবশা বিনতে কা’ব ইবনু মালিক হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র পুত্রবধূ। একদা আবু কাতাদা (গৃহে) আগমণ করলে তিনি তাঁকে ওযুর পানি দিলেন। তারপর একটি বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করতে লাগলো। তখন (বিড়ালের পান করার সুবিধার্থে) তিনি (আবু কাতাদা) পাত্রটিকে কাত করে ধরলেন। এমনকি বিড়ালটি তৃপ্তি সহকারে পান করলো। কাবশাহ বলেন, তিনি আমাকে এর প্রতি তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্রী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছো? জবাবে আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই এরা (বিড়াল) অপবিত্র (প্রাণী) নয়। নিশ্চয়ই এরা তোমাদের আশেপাশে ঘোরাফেরাকারী ও অধিক বিচরণকারী প্রাণী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মাওয়ারিদুয যামআন নং ১২১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৯৯ এ। (মালিক ১৩; শাফিঈ, আল উম্ম ১/৮; আব্দুর রাযযাক ১/১০১ নং ৩৫৩; ইবনু আবী শাইবা ১/৩১; আহমদ ৫/৩০৩, ৩০৯; আবু দাউদ ৭৫; তিরমিযী ৯২; নাসাঈ ১/৫৫, ১৭৮; ইবনু মাজাহ ৩৬৭; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ১/১৮; বাইহাকী ১/২৪৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২/৬৯ নং ২৮৬; আর একে সহীহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ইবনু খুযাইমা ১০৪; হাকিম ১/৬০, আর যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। হাফিজ তার তালখীসুল হাবীর ১/১৪১ এ বলেন: একে সহীহ বলেছেন বুখারী, তিরমিযী, উকাইলী, দারুকুতনী...।” আর এর শাহিদ হাদীস বর্ণনা করেছেন আয়েশা রা: হতে আমাদের তাহক্বীক্বকৃত আবু ইয়ালা নং ৪৯৫১।- মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বকৃত মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১২১ এর টীকা হতে।- অনুবাদক)) আরো বর্ণিত হয়েছে: বাইহাকী, মা’রেফাতুস সুনান ২/৬৭ নং ১৭৭০; আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৩৪

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ إسناده صحيح

৭৬০. আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কুকুর যখন কোনো পাত্রে মুখ দেয়, তখন তোমরা তা সাতবার ধুবে এবং অষ্টমবারে মাটিতে ঘষে নেবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ২৮০; আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৯৮ এ। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রা: হতে যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি আমি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৬৬৭৮, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৯৪-১২৯৭ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৯৭ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৬১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ إسناده صحيح

৭৬১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা মাইমুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, ঘিয়ের মধ্যে একটি ইঁদুর পড়ে মরে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "সেটি (ইঁদুরটি) এবং এর আশপাশের ঘি ফেলে দাও এবং (অবশিষ্ট ঘি থেকে) তোমরা খাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২৩৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৭০৮৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৯২ এ। এছাড়া মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৩১৪। সামনে আসছে ২১২৮ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৬২)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ كَانَ أَحَدُهُمَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَكَسَرَهَا فَغَرَزَ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا قِطْعَةً ثُمَّ قَالَ عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا حَتَّى تَيْبَسَا إسناده صحيح

৭৬২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন: এদের কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে, তবে কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন চোগলখুরী করে বেড়াতো এবং অপরজন পেশাব হতে পবিত্র থাকতো না।" তিনি বলেন: অতঃপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে (দু' টুকরো করে) ভেঙ্গে প্রত্যেক কবরের মাথার নিকট এক টুকরো করে পুঁতে দিলেন। তারপর বললেন: "আশা করি, এ দু'টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এদের আযাব হালকা করা হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২১৬; সহীহ মুসলিম ২৯২; (আহমাদ ১৯৮০)। জাবির রা: হতে বর্ণিত এর শাহিদ হাদীসটির পূর্ণ তাখরীজ করেছি আমি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৪/৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩১২৮-৩১২৯ এবং মুসনাদুল মাওসিলী নং ১০৫০ এ জাবির রা: এর সহীহ হাদীসের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৬৩)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ قَالَ فَصَاحَ بِهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَّهُمْ عَنْهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ إسناده صحيح

৭৬৩. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক বেদুঈন এলো। অতঃপর সে উঠে দাঁড়াল এবং মসজিদের এক কোণে পেশাব করতে শুরু করলো।তিনি (রাবী) বলেন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ হৈ চৈ শুরু করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করলেন, অতঃপর এক বালতি পানি আনিয়ে তার পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২১৯; সহীহ মুসলিম ২৮৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৩৪৬৭, ৩৬৫২, ৩৬৫৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪০১ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৩০; আরও দেখুন নাইলুল আওতার ১/৫৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৬৪)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَاهُ عَنْ يُونُسَ أَيْضًا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ فَأَجْلَسَتْهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ إسناده صحيح

৭৬৪. উম্মু কায়িস বিনতে মিহসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তার এক শিশু পুত্রকে নিয়ে এলেন, যে তখনও খাবার খাওয়ার মতো বয়সে পৌঁছায়নি। তিনি তাকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলো। তখন তিনি পানি আনালেন, অতঃপর তা তাঁর (কাপড়ের) উপর ছিটিয়ে দিলেন কিন্তু তিনি তা ধৌত করলেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২২৩; সহীহ মুসলিম ২৮৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৭৩, ১৩৭৪ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৬৫)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَأْخُذُ بِهَذَا قَالَ لَا أَدْرِي فِي إسناده جهالة ولكنه صحيح بشواهده

৭৬৫. ইবরাহীম ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আউফ এর উম্মু ওয়ালাদ (দাসী) হতে বর্ণিত, তিনি উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে প্রশ্ন করেছিলেন এই বলে: আমি একজন নারী, আমার কাপড়ের নিম্নভাগ প্রলম্বিত করে (ঝুলিয়ে) পরি। এরপর (অনেক সময়) আমি ময়লা আবর্জনার স্থান দিয়েও চলাচল করি। (ফলে আমার কাপড় কিভাবে পবিত্র করবো?) উম্মু সালামাহ বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "এ (অপবিত্র মাটির) পরবর্তী যে (পবিত্র) মাটি রয়েছে, তা একে পবিত্র করে দেবে।"[1] আমি (রাবী) আবু মুহাম্মদ (দারেমী)কে জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কি এটি গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন: আমি জানি না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। কিন্তু হাদীসটি শাহিদ থাকার কারণে সহীহ। পূর্বের উম্মু কায়িস বিনতে মিহসান বর্ণিত হাদীসটি এর শাহিদ। আবার এর শাহিদ আয়েশা রা: হতে বর্ণিত হাদীসটি যা সহীহ বুখারী নং ২২২; সহীহ মুসলিম ২৮৬ এ সংকলিত হয়েছে। আর এর তাখরীজ করেছি আমরা মুসনাদুল মাওসিলী নং ৪৬২৩ এ এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৭২ এ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯২৫, ৬৯৮১ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৬৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ إسناده صحيح

৭৬৬. 'ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। এরপর (পথিমধ্যে) তিনি অবতরণ করলেন এবং ওযুর পানি চাইলেন অতঃপর ওযু করলেন। অতঃপর সালাতের জন্য আহবান করা হলে তিনি লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর যখন তিনি সালাত (শেষ করে পিছনে) ঘুরলেন, তখন দেখলেন এক ব্যক্তি লোকদের সাথে সালাত আদায় না করে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী দাঁড়িয়ে আছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "হে অমুক! কিসে তোমাকে লোকদের সাথে সালাত আদায়ে বাধা দিল? তখন সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার উপর জানাবাতের কারণে গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু পানি নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: “মাটি ব্যবহার করো (তায়াম্মুম করো)। আর এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩৪৪; সহীহ মুসলিম ৬৮২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩০১, ১৩০২, ১৪৬১; এটি আরও বর্ণনা করেছেন: ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা নং ১২২; বাইহাকী, দালাইলুন নবুওয়াত ৪/২৭৭-২৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৬৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ إسناده حسن

৭৬৭. আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু’ব্যক্তি কোনো এক সফরে বের হলো। এরপর সালাতের সময় উপস্থিত হলো, কিন্তু তাদের সাথে কোনো পানি ছিল না। তখন তারা উভয়ে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলো এবং সালাত আদায় করলো। এরপর সালাতের ওয়াক্ত পার হওয়ার পর তারা পানি পেলো। ফলে তাদের মধ্যেকার একজন ওযু করে পুনরায় সালাত আদায় করলো, কিন্তু অপর জন তা পুনরায় আদায় করলো না। তারপর তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ ঘটনা উল্লেখ করলো। তখন যে লোকটি সালাত পুনরায় আদায় করেনি, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “তুমি সুন্নাতকে গ্রহণ করেছো এবং তোমার এ সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে।” আর যে ওযু করে পুনরায় সালাত আদায় করেছিলো, তিনি তাকে বললেন: “তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, আব্দুল্লাহ ইবনু নাফি’ এর কারণে। তাখরীজ: আবুদাউদ ৩৩৮; নাসাঈ ৪৩৩; দারুকুতনী ১/১৮৯; বাইহাকী ১/২৩১; এটি ইবনু লাহিয়া ও লাইছের কাতিব আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ -এ দু’জনের সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর এ দু’জনই যঈফ। আর শাহিদ আয়িশা রা: বর্ণিত হাদীস যা এর মানকে সমুন্নত করে, তা সামনে ৭৭৩ নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৬৮)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ قَالَ عَبْد اللَّهِ صَحَّ إِسْنَادُهُ إسناده صحيح

৭৬৮. আম্মার ইবনু ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়াম্মুমের ব্যাপারে বলতেন: “মুখমণ্ডল ও হাত (মাসেহ)-এর জন্য মাটিতে (হাত) মারা একবার।”[1] আব্দুল্লাহ বলেন: এর সনদ সহীহ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের। তাখরীজ: (সহীহ বুখারী ৩৪৭; সহীহ মুসলিম ৩৬৮) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩০৩, ১৮৬৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৪৪। এটি আরও বর্ণনা করেছেন: ইবনুল জারুদ নং ১২৬; দারুকুতনী ১/১৮২-১৮৩। আরও দেখুন মুয়ায রা: এর হাদীস যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৬৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৬৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً إسناده صحيح

৭৬৯. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা’র নিকট হতে একটি গলার হার ধার করেছিলেন। (পাথিমধ্যে) সেটি হারিয়ে গেলো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সেটির খোঁজে পাঠালেন। যখন সালাতের সময় হলো, তখন তারা ওযু ছাড়াই সালাত আদায় করলেন। যখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এলেন, তখন তারা এ ব্যাপারে তাঁর নিকট অভিযোগ পেশ করলেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো। তখন উসাইদ ইবনু হুযাইর (আয়েশা রা: কে লক্ষ্য করে) বললেন: ‘আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।’ কেননা, আল্লাহর কসম! আপনি যখনি কোনো (অপছন্দনীয়) অবস্থায় পড়েছেন,

তখনই আল্লাহ আপনাকে তা থেকে মুক্তির পথ বের করে দিয়েছেন এবং সেই বিষয়টিতে মুসলিমগণের জন্য বরকত রেখেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩৩৪-৩৩৬; সহীহ মুসলিম ৩৬৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩০০, ১৭০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَغْسِلُ بِهَا فَرْجَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مَسَحَهَا بِالْأَرْضِ أَوْ بِحَائِطٍ شَكَّ سُلَيْمَانُ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ فَلَمَّا فَرَغَ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَأَعْطَيْتُهُ مِلْحَفَةً فَأَبَى وَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ قَالَتْ فَسَتَرْتُهُ حَتَّى اغْتَسَلَ قَالَ سُلَيْمَانُ فَذَكَرَ سَالِمٌ أَنَّ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ

৭৭০. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা মাইমুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (জানাবাতের গোসলের) জন্য পানি রাখলাম। (প্রথমে) তিনি তাঁর হাত দু'টিতে পানি ঢাললেন। এরপর (বাম) হাত দিয়ে তাঁর লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেললেন। এরপর তিনি (হাতে) পানি ঢাললেন এবং মাটিতে কিংবা দেয়ালে (রাবী সুলাইমানের সন্দেহ) (বাম) হাত ঘষে নিলেন। অতঃপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধুলেন। এবং এরপর তিনি মাথা ও সারা শরীরে পানি ঢাললেন। যখন তিনি গোসল শেষ করলেন, তখন একটু সরে গিয়ে দু'পা ধুলেন। এরপর আমি তাকে একটি রুমাল দিলাম, তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন এবং হাত দিয়ে পানি ঝাড়তে লাগলেন। তিনি (আরও) বলেন: তিনি যতক্ষণ গোসল করতেন, ততক্ষণ আমি তাঁকে পর্দা করে রাখতাম। (বর্ণনাকারী) সুলাইমান বলেন: (অপর বর্ণনাকারী) সালিম উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ গোসল ছিল জানাবাতের গোসল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২৪৯; সহীহ মুসলিম ৩১৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭১০১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৯০ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭১)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ غَرَفَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ اغْتَسَلَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ إسناده صحيح

৭৭১. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (জানাবাতের গোসলের) শুরুতে দু'হাত ধুতেন। এরপর সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। তারপর পানিতে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাত দিয়ে তাঁর চুলের গোড়া খিলাল করতেন যতক্ষণ না তাঁর মনে হতো যে (চুলের গোড়ার) মাথার চামড়া ভিজে গেছে। হাত দিয়ে অঞ্জলী ভরে মাথায় তিন অঞ্জলী পানি ঢালতেন। তারপর মাথায় পানি ঢালতেন এবং (এরপর সারা শরীর) ধৌত করতেন।[1] আবু মুহাম্মদ বলেন: সালিম ইবনু আবীল জা'দের হাদীসের চেয়ে এটাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২৪৮; সহীহ মুসলিম ৩১৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৮২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৯১, ১১৯৬, ১১৯৭; ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ الحديث صحيح

৭৭২. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র হতে (পানি নিয়ে) জানাবাতের গোসল করেছি।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুহাম্মাদ ইবনু কাছীর যঈফ; অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২৫০; সহীহ মুসলিম ৩১৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪১২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১০৮, ১১৯৩-১১৯৫; ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭৩)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْفَرَقُ إسناده صحيح

৭৭৩. (অপর সনদে) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র হতে (পানি নিয়ে) গোসল করেছি। আর সেই পাত্রটি ছিল ‘ফারাক’[1]।’[2]

[1] ফারাক’ : পিতল, তামা কিংবা কাঁসার পাত্র যার ধারণক্ষমতা ষোল রতল, বা তিন সা’, যা ১০ কিলোগ্রাম এর সমান।... [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ।। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরুক্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ لم يحكم عليه المحقق

৭৭৪. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি জানাবাতের গোসলে চুল পরিমাণ স্থানও (শুকনো অবস্থায়) ছেড়ে দেয়, যেখানে পানি পৌঁছায়নি, তাকে জাহান্নামে এই এই শাস্তি দেয়া হবে”। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আর এই জন্যই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করি। আর তিনি তাঁর চুলকে কেটে ফেলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** (মুহাক্কিক এ হাদীসের সরাসরি কোনো হুকুম লাগাননি। বরং প্রায় দু’পৃষ্ঠা ব্যাপী এ হাদীসের রাবীদের সম্পর্কে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের সমালোচনা ও মন্তব্য এবং একে যঈফ বলার কারণসমূহ উল্লেখ করে সেগুলো খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। এবং উপসংহারে একে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে শাইখ শুয়াইব আরনাউত্ব এবং আলবানী (আবু দাউদ ২৪৯) এটাকে যঈফ বলেছেন এবং আহমাদ শাকির (তাহক্বীক্ব, মুসনাদে আহমাদ ১/৯৪ নং ৭২৭) এটাকে সহীহ বলেছেন- অনুবাদক।) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১০০; ইবনু মাজাহ ৫৯৯; তায়ালিসী ১/৬১ নং ২৩১; আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া

৪/২০০; আহমাদ ১/৯৪, ১০৪; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, যাওয়াইদ আল মুসনাদ ১/১৩৩; আবু দাউদ ২৪৯; বাইহাকী ১/১৭৫, ২২৭; তাবারী, তাহযীবুল আছার, মুসনাদে আলী পৃ: ২৭৬ নং ৪১, ৪২; বাযযার, আল বাহরুয যুখখার নং ৮১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ وَقَالَ عَطَاءٌ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجُرْحُ إسناده منقطع ولكن الحديث صحيح

৭৭৫. আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে এক ব্যক্তি আহত হয়। এরপর (রাতে) তার স্বপ্নদোষ হয়। আর লোকেরা তাকে গোসল করার জন্য নির্দেশ দেয়। ফলে সে মৃত্যু বরণ করে। তখন এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন: "তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! প্রশ্ন করাই (তাদের) অজ্ঞতার প্রতিকার নয় কি?"[1]আতা বলেন: আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরবর্তীতে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন: "সে যদি তার আঘাতপ্রাপ্ত স্থান মাথা বাদ দিয়ে শরীর ধুয়ে ফেলতো, (তবে তা-ই যথেষ্ট হতো)।"[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪২০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩১৪; ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২০১। ((হাকিম ১/১৬৫, ১৭৮, হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন; ইবনু মাজাহ ৫৭২; বাইহাকী ১/২২৬-২২৭; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ নং ২৭৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩০৪; আব্দুর রাযযাক, আল মুছান্নাফ ৮৬৭; আহমাদ ১/৩৩০; আবু দাউদ ৩৩৭। আর এর শাহিদ হাদীস জাবির রা: থেকে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ৩৩৫, ৩৩৬; বাইহাকী ১/২২৭) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদও মুনকাতি'। এটি আতা' হতে মুরসাল বর্ণনাসমূহের একটি। তাখরীজ: দারুকুতনী ১/১৯১; খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ ২/৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إسناده صحيح

৭৭৬. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই রাতে পর্যায়ক্রমে স্ত্রীগণের নিকট গমণ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১২৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯৪২, ৩১৭৫, ৩১৭৬, ৩২০৩, ৩৭১৮, ৩৭১৯, ৩৮৮৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২০৬-১২০৯; এবং পরের টীকাটি দেখুন। (সহীহ বুখারী ২৬৮; সহীহ মুসলিম ৩০৯; আহমাদ ৩/১৮৫; তিরমিযী ১৪০; আবু দাউদ ২১৮; নাসাঈ ১/১৪৩, ১৪৪ ও ৬/৫৩, ৫৪; ইবনু মাজাহ ৫৮৮; বাইহাকী ১/২০৪; সহীহ ইবনু খুযাইমা ২৩১; সহীহ ইবনু হিব্বান , ১১৯৫. ১১৯৬; আব্দুর রাযযাক, আল মুছান্নাফ ১০৬১; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৬৯, ২৭০; আবুশ শাইখ, আখলাকুন নাবী সা:, পৃ: ২৩১; আবু আওয়ানাহ ১/২৮০; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৭/২৩২; তাবারানী, আস সগীর ১/২৪৬; অনেকগুলো সূত্রে। - মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯৪১, ২৯৪২ এর টীকা অনুসরণে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭৭)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ جُمِعَ إسناده صحيح

৭৭৭. (অপর সূত্রে) আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই রাতে পর্যায়ক্রমে স্ত্রীগণের সাথে মিলিত হতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/২৫২; আর পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭৮)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ إسناده صحيح

৭৭৮. আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আমাকে তাঁর বাহনে তাঁর পিছনে আরোহন করালেন। তারপর তিনি আমাকে একটি গোপন কথা বললেন যা আমি কোনো লোককে বলিনি। আর তাঁর হাজত পূরণের সময় যা দিয়ে আড়াল করতে তিনি পছন্দ করতেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ছিল টিলা (উচ্চভূমি) অথবা, ঘন খেজুর বাগান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আর এটি গত হয়েছে ৬৯০ নং এ গত হয়েছে (আমাদের গণনায় তা ৬৮৬ নং-অনুবাদক)। দেখুন নাইলুল আওতার ১/৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৭৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَرْقُدَ إسناده صحيح

৭৭৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) উমার রিদওয়ানুল্লাহু আলাইহি রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন। বললেন: 'রাতে যদি 'জুনুবী' (অপবিত্র) হয়ে পড়ি (এমতাবস্থায় আমি গোসল না করে ঘুমাতে পারব কি)? তখন তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নেয় এবং ওযু করে, এরপর ঘুমায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ২৮৭; সহীহ মুসলিম ৩০৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২১৭, ১২১৮ এ; এটি আরও বর্ণিত, হয়েছে: বাইহাকী, মা'রেফাতুস সুনান নং ১৫১৬; দেখুন, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১/৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮০)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَتْ كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامُ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ولكن الحديث صحيح

৭৮০. আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করলাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘জুনুবী’ (অপবিত্র) অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে কী করতেন? তিনি বললেন: তিনি সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন এরপর ঘুমাতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস। আর তিনি এটি ‘আন ‘আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন (ফলে এর সনদ যঈফ-অনুবাদক)। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২৮৬; সহীহ মুসলিম ৩০৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২১৭, ১২১৮ এ; এটি আরও বর্ণিত, হয়েছে: বাইহাকী, মা’রেফাতুস সুনান নং ১৫১৭, ১৫২০; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ২/২২০, ২২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮১)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادٍ وَكَانَ مَرْضِيًّا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ إسناده ليس بذاك ولكن الحديث صحيح

৭৮১. আবু আইয়্যুব আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “পানি (তথা গোসল করা) পানির (বীর্যপাতের) ফলেই ফরয হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ওটি নয়। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা সংযোজন করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৭৩; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২২৮, ২২৯ এ; মাওয়ারিদে আমাদের সংযোজিত টীকা দেখুন। আর এ হাদীসটি মানসুখ (রহিত)। দেখুন পরবর্তী হাদীসগুলি এবং এরউপর আমাদের টীকাসমূহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتَوْنَ بِهَا فِي قَوْلِهِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَقَالَ غَيْرُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح

৭৮২. সাহল ইবনু সা’দ আস সাঈদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত (ইন্তেকাল) হয়, তখন তার বয়স ছিল পনের বছর। তিনি বলেন, আমার নিকট উবাই ইবনু কা’ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) এ বাণী: “পানি (তথা গোসল করা) পানির (বীর্যপাতের) ফলেই ফরয হয়।” এর দ্বারা তারা যে ফতোয়া দিতেন, তা ছিলো আসলে একটি বিশেষ ছাড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর তিনি পরবর্তীকালে (বীর্যপাত না হলেও) গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ বলেন: অপর একজন বলেন: যুহরী বলেছেন: সাহল ইবনু সা’দ এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট এটি বর্ণনা করেছেন যিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২২৮, ২২৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৭৯ এ আমরা দীর্ঘ টীকা সংযোজন করেছি। আরও দেখুন পরবর্তী টীকাটি এবং ইবনু শাহীন, নাসিখ ওয়াল মানসূখ নং ১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أُبَيٌّ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتَوْنَ بِهَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَوْ الزَّمَانِ ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدُ إسناده صحيح

৭৮৩. সাহল ইবনু সা'দ আস সাঈদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট উবাই ইবনু কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, "পানি (তথা গোসল করা) পানির (বীর্যপাতের) ফলেই ফরয হয়।" এ কথার দ্বারা তারা যে ফতোয়া দিতেন, তা ছিলো আসলে একটি বিশেষ ছাড় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রথম দিকে কিংবা প্রাথমিক যুগে এ অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর তিনি পরবর্তীকালে (বীর্যপাত না হলেও) গোসল করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন। (আরও দেখুন, সহীহ মুসলিম ৩৫০-অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ إسناده صحيح

৭৮৪. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন সে (কোনো পূরুষ) তার (স্ত্রীর) চার শাখার (দু'হাত ও দু'পায়ের) মাঝখানে বসবে এবং তার সাথে (সঙ্গমে) চেষ্টারত হবে, তখন গোসল ফরয হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২৯১; সহীহ মুসলিম ৩৪৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা সংযোজন করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৭৪, ১১৭৮, ১১৮২। এটি আরও বর্ণনা করেছেন, হাইছাম ইবনু কুলাইব, আল মুসনাদ নং ১৪২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَأَلَتْ خَالَتِي خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ إسناده صحيح

৭৮৫. আতা আল খুরাসানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহ. কে বলতে শুনেছি: আমার খালা খাওলাহ বিনতে হাকীম আল সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'ইহতিলাম' (স্বপ্নদোষ) হওয়া স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি তাকে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব 'জিজ্ঞাসা'র যুগ পাননি, তবে তিনি তার খালা হতে এটি বর্ণনা করেছেন, তার খালা খাওলাহ বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম.... মুসনাদে আহমাদ ৬/৪০৯; নাসাঈ ১৯৮; তাবারাণী, আল কাবীর ২৪/২৪০ নং ৬১০; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৫/২০৬। এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৪০৯; ইবনু মাজাহ ৬০২; তাবারাণী ২৪/২৪১ নং ৬১৩... (এ সনদের) আলী ইবনু যাইদ যঈফ। (এর শাহিদ বর্ণিত হয়েছে আনাস ইবনু মালিক, আয়িশা এবং উম্মু সালামাহ রা: হতে সহীহ মুসলিম ৩১০-৩১৪। -অনুবাদক। পরবর্তী হাদীস দু'টি দেখুন) দেখুন, উসদুল গাবাহ ৭/৯৩; আল ইসাবা ১২/২৩৪-২৩৫; আমার তাহক্বীক্বকৃত মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৪৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أُفٍّ لَكِ أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث ولكن الحديث صحيح

৭৮৬. উরওয়া ইবনু যুবাইর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আবী তালহার সন্তানের মাতা উম্মু সুলাইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ হক্ব (সত্য প্রকাশ)-এর ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না। পুরুষ ঘুমের মধ্যে যা দেখতে পায়, যদি কোনো স্ত্রীলোক তা দেখে তবে সে কি গোসল করবে বলে আপনি মনে করেন? তখন তিনি বললেন: "হাঁ।" আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন: তখন আমি বললাম, তোমার জন্য আফসোস! স্ত্রীলোকও কি সেটা দেখে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ফিরে বললেন: "তোমার ডান হাত ধুলি মলিণ হোক! তা না হলে (সন্তান তার) সদৃশ হয় কিভাবে?"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, লাইছের লেখক আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ যঈফ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৩১৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৯৫, ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৬৬ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحِكَتِ النِّسَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِرًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ إِنَّ خَيْرَكُنَّ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَعْنِيهَا إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَلِلنِّسَاءِ مَاءٌ قَالَ نَعَمْ فَأَنَّى يُشْبِهُهُنَّ الْوَلَدُ إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ إسناده ضعيف محمد بن كثير هو: الصنعاني وهو ضعيف. ولكن الحديث صحيح

৭৮৭. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উম্মু সালামাহ ছিলেন, এমতাবস্থায় উম্মু সুলাইম তাঁর নিকট প্রবেশ করে বললেন, পুরুষ ঘুমের মধ্যে যা দেখতে পায়, যদি কোনো স্ত্রীলোক তা দেখে (তবে সে কী করবে)? তখন উম্মু সালামাহ বললেন, তোমার হাত দু'টি ধুলি মলিণ হোক! হে উম্মু সুলাইম, তুমি নারী জাতিকে অপমানিত করেছো।' তখন উম্মু সুলাইমের সাহাযার্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "বরং তোমার দু'হাত ধুলি মলিন হোক! তোমাদের মধ্যে উত্তম তো সেই স্ত্রীলোক যে তার প্রয়োজনীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে (জেনে নেয়)। যদি সে পানি (বীর্য) দেখতে পায়, তবে সে যেন গোসল করে।" উম্মু সালামাহ বলেন, স্ত্রীলোকদেরও কি পানি (বীর্য নির্গত) হয়? তিনি বললেন: "হাঁ, তা না হলে সন্তান তাদের সৃদশ হয় কিভাবে? নিশ্চয়ই তারা (এক্ষেত্রে) পুরুষদের সমকক্ষ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুহাম্মাদ ইবনু কাছীর যঈফ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৩১০, ৩১৪; আহমাদ ৩/১৯৯, ২৮২; নাসাঈ ১৯৫; বাইহাকী ১/১৬৯; ইবনু আব্দুল বার, আত তামহীদ ৮/৩৩৮; ইবনু হিব্বান নং ১১৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮৮)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا قَالَ لِيَغْتَسِلْ فَإِنْ رَأَى احْتِلَامًا وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ إسناده حسن

৭৮৮. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে লোক জেগে উঠে কাপড়ে আদ্রতা (ভেজা) দেখে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারে না। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "সে যেন গোসল করে, কারণ যদি তার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু (বীর্যপাতের কারণে) কাপড়ে আদ্রতা দেখতে না পায়, তবে তার গোসলের প্রয়োজন নেই।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৬৯৪ তে এ সনদ কে যঈফ বলেছি। ((বাইহাকী ১/১৬৭; আহমাদ ৬/২৫৬; আবু দাউদ ২৩৬; তিরমিযী ১১৩; ইবনু মাজাহ ৬১২।- মুহাক্কিক্ব দারানীর তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল মাওসিলী নং ৪৬৯৪ এর টীকা হতে।- অনুবাদক)) এটি আরও বর্ণনা করেছেন: দারুকুতনী ১/১৩৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৮৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْوَضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا

৭৮৯. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন সে যেন তার হাত তিনবার ধোয়ার পূর্বে তা ওযুর পাত্রের পানিতে ডুবিয়ে না দেয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫৮০; সহীহ মুসলিম ৬০৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৬৩, ৫৯৬১, ৫৯৭৩; ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৬১, ১০৬২; এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৮১-৯৮২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯০)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْغَائِطَ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ أَلَا تَتَوَضَّأُ فَقَالَ أُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ إسناده صحيح

৭৯০. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি পায়খানায় প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি বের হলেন, ইতোমধ্যে খাবার নিয়ে আসা হলো। তাঁকে বলা হলো: আপনি ওযু করলেন না? তখন জবাবে তিনি বললেন: "আমি কি সালাত আদায় করবো যে, ওযু করতে হবে?"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৩৭৪ (১১৯); তিরমিযী, শামাইল নং ১৮৬, ১৮৭; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১/২৩৯; বাইহাকী ১/৪২; আহমদ ১/৩৫৯; আবু দাউদ ৩৭৬০; নাসাঈ ১৩২; তাবারানী, আল কাবীর ১১/১২২ নং ১১২৪১; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৮৩৫; সহীহ ইবনু খুযাইমা, অপর একটি সহীহ সনদে; আহমাদ ১/২৮২ অপর সনদে; অপর সনদে তাবারানী, আল কাবীর ১২/৮২ নং ১২৫৪৭; আরও দেখুন ফাতহুল বারী ১/২৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَإِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ إسناده صحيح

৭৯১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ বিনতে জাহশ, যিনি আব্দুর রহমান ইবনু আউফের স্ত্রী ছিলেন, তিনি সাত বছর যাবত ইসতিহাযার রোগী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "এটি হায়েয নয়,

বরং এটি শিরা থেকে প্রবাহিত রক্ত। ফলে যখন হায়েয আসবে, তখন তুমি সালাত পরিত্যাগ করবে। যখন তা চলে যাবে, তখন তুমি গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।” আয়িশা বলেন: এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতেন এবং সালাত আদায় করতেন। আর তিনি তার বোন যায়নাব বিনতে জাহশের একটি পাত্রে বসে গোসল করতেন। এমনকি পানি রক্তে লাল হয়ে যেতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ২২৮; সহীহ মুসলিম ৩৩৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও টীকা সংযোজন করেছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৪৪০৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৪৮, ১৩৫০, ১৩৫৪ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৯৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯২)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ إسناده صحيح

৭৯২. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়ামরত অবস্থায় তার সাথে মেলামেশা[1] (স্পর্শ) করতেন।[2]

[1] ‘باشر বাশিরু’ শব্দটি আসলে মেলামেশা বা স্পর্শ করা অর্থে এসেছে। এর মূল হলো সঙ্গম করা ব্যতীত পুরুষের (শরীরের) চামড়া নারীর চামড়া স্পর্শ করা। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ১৯২৭; সহীহ মুসলিম ১১০৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও টীকা সংযোজন করেছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৪৪২৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ إسناده صحيح

৭৯৩. (অপর সনদে) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়ামরত অবস্থায় তার সাথে মেলামেশা[1] (স্পর্শ) করতেন।[2]

[1] ‘باشر বাশিরু’ শব্দটি আসলে মেলামেশা বা স্পর্শ করা অর্থে এসেছে। এর মূল হলো সঙ্গম করা ব্যতীত পুরুষের (শরীরের) চামড়া নারীর চামড়া স্পর্শ করা। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসের পূনরুক্তি। আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ قَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

৭৯৪. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন: “আমাকে জায়নামায[1] এনে দাও।” তখন তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি তো হায়েযগ্রস্ত। তখন তিনি বলেন: “তা তো তোমার হাতে লেগে নেই।”[2]

[1] الخمرة ‘খুমরাহ’ অর্থ ‘سجادة ’ (জায়নামায)। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ২৯৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও টীকা সংযোজন করেছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৪৪৮৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৫৭, ১৩৫৮ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯৫)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً وَهِيَ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا قَالَ إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِ ثَوْبِكِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ إسناده صحيح

৭৯৫. ফাতিমা বিনতে আল মুনযির তার দাদি আসমা বিনতে আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এক মহিলা হতে শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, যখন সে হায়েয হতে পবিত্র হবে, তখন সে তার কাপড় কিভাবে (পবিত্র) করবে? তিনি বলেছিলেন: “যদি সে তার কাপড়ে রক্ত দেখতে পায় তবে সে তা ঘষে ও খুঁটিয়ে তুলে ফেলবে অতঃপর তোমার পুরো কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দেবে। এরপর তুমি সেই কাপড়ে সালাত আদায় করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু দাউদ ৩৫৬, ৩৬১; আহমাদ ৬/৩৪৫, ৩৪৬,৩৫৩; ইবনু আবী শাইবা ১/৯৫; বুখারী ২২৭; সহীহ মুসলিম ২৯১; তিরমিযী ১৩৮;

নাসাঈ ২৯৪; আমি এটি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৯৬-১৩৯৮ নং ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩২২ তে পূর্ণ তাখরীজ করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْضِ قَالَ خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَأَنْقِي ثُمَّ صُبِّي عَلَى رَأْسِكِ حَتَّى تَبْلُغِي شُؤُونَ الرَّأْسِ ثُمَّ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً قَالَتْ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ قَالَتْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهَا إسناده صحيح

৭৯৬. উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হায়িয (এর গোসল) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি জবাবে বললেন: "তোমরা কুলপাতা মিশ্রিত পানি নাও, এরপর (তা দিয়ে) সুন্দরভাবে ধৌত করো এবং মাথায় পানি ঢালবে যাতে তা তোমার চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। তারপর সুগন্ধিযুক্ত এক টুকরো কাপড় নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা দ্বারা সে কিভাবে (পবিত্রতা অর্জন) করবে? তখন তিনি চুপ থাকলেন। সে আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা দ্বারা সে কিভাবে (পবিত্রতা অর্জন) করবে? তখনও তিনি চুপ থাকলেন। তখন আয়িশা বললেন: সুগন্ধিযুক্ত এক টুকরো কাপড় নিয়ে তা রক্তের চিহ্নের উপর বুলিয়ে দিবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনলেন কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জানাননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৩১৪; সহীহ মুসলিম ৩৩২; আমি এটি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৭৩৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৯৯, ১২০০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৬৭ তে পূর্ণ তাখরীজ ও পার্শ্বটীকা দিয়েছি, কিন্তু সহীহ ইবনু হিব্বানে সূত্র উল্লেখে করতে ভুল করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯৭)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا

أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي إسناده صحيح

৭৯৭. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা। আমি পবিত্র হই না, ফলে সালাত পরিত্যাগ করি। তখন তিনি বললেন: না, বরং এটি শিরা থেকে প্রবাহিত রক্ত। ফলে যখন হায়েয আসবে, তখন তুমি সালাত পরিত্যাগ করবে। যখন তা চলে যাবে, তখন তোমার (দেহ) হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং সালাত আদায় করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু আউয়ানাহ, ১/৩১৯; সহীহ বুখারী ২২৮; সহীহ মুসলিম ৩৩৩। আমি এটি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৮৬, ৪৭৯৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৫০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৯৩ তে পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি। হাদীসটি সামনে ৮০৬ নং আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ كَانَتْ لَتَدْخُلُ الْمِرْكَنَ وَإِنَّهُ لَمَمْلُوءٌ مَاءً فَتَنْغَمِسُ فِيهِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنَّ الدَّمَ لَعَالِيهِ فَتُصَلِّي إسناده ضعيف فيه عنعنة محمد بن إسحاق

৭৯৮. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহাশের কন্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে সে পানি ভরা একটি পাত্রের মধ্যে বসতো এবং তাতে (শরীরের নিম্নাংশ) ডুবানোর পর পাত্র হতে উঠে আসতো। তখন পানির উপরিভাগ পর্যন্ত রক্তবর্ণ ধারণ করতো। অতঃপর সে সালাত আদায় করতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক এটি 'আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/২৩৭; তাবারানী, আস সগীর ১/৭৫; আবু দাউদ ২৯২; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/৯৮, ১০১; দেখুন সামনের ৮০৫ নং হাদীসটি। আমি এটি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪০৫, ৪৪১০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৫০. ১৩৫৩ তে পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৭৯৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا هِيَ فُلَانَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَتَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد النَّاسُ يَقُولُونَ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ سُهَيْلَةُ بِنْتُ سَهْلٍ إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق

৭৯৯. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক মহিলাকে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করতে নির্দেশ দেন। ফলে সেটি তার উপর কষ্টদায়ক হলে যোহর ও আসর সালাতকে একত্রে এক গোসলে, মাগরিব ও ঈশা' এক গোসলে এবং ফজর এক গোসলে আদায় করতে নির্দেশ দেন।[1] আবু মুহাম্মদ বলেন: লোকেরা বলতো, (মহিলাটির নাম ছিল) সাহলাহ বিনতু সুহাইল; ইয়াযীদ ইবনু হারুন বলেন, (তার নাম) সুহাইলাহ বিনতু সাহল।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক এটি 'আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার মুতাবি'আত হাদীস রয়েছে যা এর সনদকে সহীহ তে উন্নীত করে। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: আবু দাউদ ২৯৫ (একই অর্থে ভিন্ন সনদে); যা সামনে ৮১২ নং এ আসছে। এর জন্য পূর্বের আয়িশার হাদীসটি ও পরের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০০)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ الْمُسْتَحَاضَةِ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَتْ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا قَالَ لَا أُحَدِّثُكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ غُسْلًا إسناده صحيح

৮০০. শু’বাহ বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিমকে মুসতাহাযাহ’ (ইস্তিহাযাহগ্রস্ত) নারী’র ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি তার পিতার সূত্রে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করলেন, তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়েছিলেন। ফলে তাকে আদেশ দেয়া হয়েছিল.... তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: আমি আব্দুর রহমানকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ করেছিলেন? তিনি বললেন: আমি তোমাকে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোনোকিছু বর্ণনা করব না। তিনি বলেন: তাকে আদেশ করা হয়েছিল, সে (মহিলা) যেন আসরের সালাত তার প্রারম্ভিক সময়ে এবং যুহরের সালাত তার শেষ সময়ে একই গোসলে আদায় করে। একইভাবে সে যেন মাগরিবকে পিছিয়ে তার শেষ সময়ে এবং ঈশা’কে তার প্রথম সময়ে একই গোসলে আদায় করে এবং ফজরের সালাতের জন্য একবার গোসল করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তায়ালিসী ১/৬৩ নং ২৪১; আবু দাউদ ২৯৪; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ১/১০০; বাইহাকী ১/৩৫২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي قَالَتْ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ إسناده صحيح

৮০১. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ বিনতে জাহশ, যিনি আব্দুর রহমান ইবনু আউফের স্ত্রী ছিলেন, তিনি সাত বছর যাবত ইসতিহাযার রোগী ছিলেন। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “এটি হায়েয নয়, বরং এটি শিরা থেকে প্রবাহিত রক্ত। ফলে যখন হায়েয আসবে, তখন তুমি সালাত পরিত্যাগ করবে। যখন তা চলে যাবে, তখন তুমি গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।” আয়িশা বলেন: এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন এবং সালাত আদায় করতেন। তিনি আরও বলেন: আর তিনি তার বোন যায়নাব বিনতে জাহশের একটি পাত্রে বসে গোসল করতেন। এমনকি পানি রক্তে লাল হয়ে যেতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৮৩; আবু ইয়ালা মাউসিলী, আল মুসনাদ ৪৪০৫; মুসনাদুল মাউসিলীতে আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি, সেখানে দেখুন। আরও দেখুন পূর্বোক্ত ৮০২ (৭৯১ আমাদের ক্রমিকে-অনুবাদক) নং হাদীসের টীকাটি এবং পরবর্তী ৮০৮-৮১১ নং হাদীস দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০২)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ تَغْتَسِلُ غُسْلَ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَطَّهَّرُ وَتُصَلِّي

৮০২. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা। এর জন্য আমি কি সালাত পরিত্যাগ করব? তখন তিনি বললেন: না, বরং এটি শিরা থেকে প্রবাহিত রক্ত। এটি হায়েয নয়। ফলে যখন হায়েয আসবে, তখন তুমি সালাত পরিত্যাগ করবে। যখন তার (হায়েযের) নির্ধারিত দিনগুলি অতিবাহিত হবে, তখন তোমার (দেহ) হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং গোসল করে সালাত আদায় করবে। হিশাম বলেন: আমার পিতা বলতেন: তুমি প্রথমে একবার গোসল করবে, এরপর যা কিছু হবে, তা পবিত্র অবস্থা (ধরে নিতে) হবে এবং তুমি সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১০৩; পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন হাদীস নং ৮০১ (আমাদের ক্রমিকে দেখুন ৭৯৭ নং হাদীস এর টীকা-অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي إسناده فيه جهالة ولكن الحديث صحيح

৮০৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী উম্মু সালামাহ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে এক মহিলার রক্ত নির্গত হতেই থাকতো। ফলে উম্মু সালামাহ তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফতোয়া চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "সে এখন যে অবস্থায় (রক্ত ঝরা রোগাবস্থায়), এ অবস্থা শুরু হওয়ার পূর্বে যে কয়দিন হায়েয হতো, সে যেন সেই কয়দিন গণনা করে; কেননা, মাসের সেই কয়দিন তার (হায়েযের) নির্ধারিত সময়। ফলে সেই কয়দিন সে সালাত পরিত্যাগ করবে, আবার যখন এ কয়দিন অতিক্রান্ত হবে, তখন সালাতের সময় উপস্থিত হলে তুমি গোসল করে এবং কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে জাহালত (অজ্ঞাত রাবী) রয়েছে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০৪)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَبَنِي الدَّمُ قَالَ اغْتَسِلِي وَصَلِّي إسناده صحيح

৮০৪. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা উম্মু হাবীবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রচুর রক্ত নির্গত হয়। তখন তিনি বলেন: "গোসল করো এবং সালাত আদায় করো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/১৪১; পূর্ণাঙ্গ তাখরীজের জন্য আগের ৮০৫ (৮০১) নং হাদীসের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০৫)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَاسْتَفْتَتْهُ فِيهِ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِالْحِيضَةِ إِنَّمَا هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي وَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَتَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي إسناده صحيح

৮০৫. আম্মারাহ বিনতে আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ ইবনু যিরারাহ হতে বর্ণিত, তিনি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছেন, উম্মু হাবীবাহ বিনতে জাহশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলো। আর তিনি সাত বছর যাবত ইসতিহাযার রোগী ছিলেন। ফলে তিনি এ ব্যাপারে তাঁর নিকট অভিযোগ করলেন এবং তাঁর নিকট ফতোয়া চাইলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "এটি হায়েয নয়, বরং এটি শিরা থেকে প্রবাহিত রক্ত। তুমি গোসল করো এবং সালাত আদায় করো।" আয়িশা বলেন: এরপর উম্মু হাবীবাহ প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন এবং সালাত আদায় করতেন। আর তিনি একটি পাত্রে বসে গোসল করতেন। এমনকি পানি রক্তে লাল হয়ে যেতো। তারপর তিনি গোসল করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু আউয়ানাহ ১/৩২০; আবু ইয়ালা, আল মুসনাদ নং ৪৪১০; ইবনু হিব্বান, আস সহীহ নং ১৩৫১; আরও দেখুন পূর্বের ৮০৫ নং হাদীসটি। পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন আমার তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল মাউসিলী ও সহীহ ইবনু হিব্বান।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০৬)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ كَانَتْ لَتَنْغَمِسُ فِي الْمِرْكَنِ وَإِنَّهُ لَمَمْلُوءٌ مَاءً ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنَّ الدَّمَ لَعَالِيهِ فَتُصَلِّي فِي إسناده عنعنة ابن إسحاق

৮০৬. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ বিনতে জাহাশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে যখন সে পানি

ভরা একটি পাত্রের মধ্যে বসতো এবং তাতে (শরীরের নিম্নাংশ) ডুবানোর পর পাত্র হতে উঠে আসতো, তখন পানির উপরিভাগ পর্যন্ত রক্তবর্ণ ধারণ করতো। অতঃপর সে সালাত আদায় করতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদটি ইবনু ইসহাক হতে 'আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। ফলে এটি যঈফ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ যা পূর্বে ৮০৩ (৭৯৮) নং এ উল্লেখিত হয়েছে। তাখরীজ: আহমাদ ৬/২৩৭; এটি ৮০২, ৮০৫ (৭৯৮, ৮০১) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০৭)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ أَنَّهَا كَانَتْ بَادِيَةَ بِنْتَ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةَ إسناده ضعيف

৮০৭. কাসিম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (সেই মহিলা) ছিল বাদিয়্যাহ বিনতে গায়লান আস সাকাফিয়্যাহ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কারণ, এর সনদে মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রয়েছে। সে মুদাল্লিস। তিনি আন'আন পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন, উসদুল গাবাহ ৭/৩৪; আল ইসাবাহ ১২/১৫১-১৫২। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০৮)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا هِيَ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو اسْتُحِيضَتْ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ إسناده ضعيف غير أن الحديث صحيح

৮০৮. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি (ইসতিহাযাগ্রস্ত সেই মহিলা) ছিলো সাহলাহ বিনতে সুহাইল ইবনু আমর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করতে নির্দেশ দেন। ফলে সেটি তার উপর কষ্টদায়ক হলে তিনি তাকে যোহর

ও আসর সালাতকে একত্রে এক গোসলে, মাগরিব ও ঈশা' এক গোসলে এবং ফজর এক গোসলে আদায় করতে নির্দেশ দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** (মুহাক্কিক্ব এতে কোনো হুকুম লাগাননি। তবে তাখরীজের শেষে বলেছেন,) 'তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১০১; ইবনু মানদাহ- হাফিজ (ইবনু হাজার) তার আল ইসাবাহ ১২/১৫১-১৫২ অপর সনদে এটি উল্লেখ করেছেন। আর এর সনদটি যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ, যা ৮০৩ (অনুবাদের ক্রমিক নং ৭৯৯) তে গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮০৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنَّمَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ أَنَّهُنَّ ثَلَاثَتَهُنَّ كُنَّ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ أُمُّ حَبِيبَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ بَادِيَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إسناده صحيح

৮০৯. সা'দ ইবনু ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (সেই ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার নাম সম্পর্কে) লোকদের মধ্যকার মতভেদ যে, তারা ছিল তিন মহিলা- এ সংক্রান্ত বিষয়টি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট পৌঁছেছিলো। তাদের কেউ বললো: 'তিনি ছিলেন উম্মু হাবীবাহ।' আবার কেউ বললো: 'তিনি ছিলেন বাদিয়্যাহ।' আবার কেউ বললেন: 'তিনি ছিলেন সাহলাহ বিনতে সুহাইল।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, আগের টীকা দু'টি। এছাড়া উসদুল গাবাহ ৭/৩৪, ১৫৪-১৫৫, ২১৪; এবং হাদীস নং ৮০৩ (অনুবাদের ক্রমিক নং ৭৯৯) এর টীকাটি দেখুন। আরও দেখুন, আল ইসাবাহ ১১২, ১৫১-১৫২, ৩১৯-৩২০, ১৩/১৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدًا عَنْ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ إسناده صحيح إلى سعيد

৮১০. কা'কা' ইবনু হাকীম বর্ণনা করেছেন, তিনি সাঈদ রাহি. কে ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, হে ভাতিজা! এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অবগত কোনো ব্যক্তি আর অবশিষ্ট নেই। যখন তার (মহিলা) হায়েয হয়, তখন সে যেন সালাত পরিত্যাগ করে; আর যখন হায়েয অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন সে যেন গোসল করে এবং সালাত আদায় করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সাঈদ পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২৬-১২৭; বাইহাকী ১/৩৩০ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১১)

أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَحْتَشِي وَتَسْتَثْفِرُ ثُمَّ تُصَلِّي فَقَالَ الرَّجُلُ وَإِنْ كَانَ يَسِيلُ قَالَ وَإِنْ كَانَ يَسِيلُ مِثْلَ هَذَا الْمَثْعَبِ إسناده صحيح

৮১১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, (ইতিপূর্বে) যে কয়দিন তার হায়েয হতো, সেই কয়দিন সে সালাত পরিত্যাগ করবে, তারপর গোসল করবে, অতঃপর (গোপনাঙ্গে তুলা) ভরে পুটলি বানিয়ে পট্টি বাঁধবে এরপর সালাত আদায় করবে। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, যদি তার রক্ত ঝরতে থাকে, (তাহলেও কি সে সালাত আদায় করবে)? যদি তার এই নলের (ধারার) মতো রক্ত ঝরতে থাকে, (তবুও সে সালাত আদায় করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১/২৫২ এটি টীকায় উল্লেখ করেছেন; ইসতিহাযা গ্রস্ত নারীর গোসল করা সম্পর্কে ইবনু আব্বাসের বর্ণনা সমূহ দেখুন নং ৮১৬, ৮২৪, ৮২৭, ৮২৮, ৮৩১ ((৮১২, ৮২০, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৭ নং অনুবাদের ক্রম)) হাদীসগুলো দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلًا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَدْخُلُ الْكَعْبَةَ وَأَنَا حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتِ تَثْجِّينَهُ ثَجًّا اسْتَدْخِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي ثُمَّ ادْخُلِي إسناده صحيح

৮১২. আম্মার ইবনু আবী আম্মার হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীদের ব্যাপারে মতামতের ক্ষেত্রে লোকদের মাঝে সকলের চেয়ে অধিক কঠোর ছিলেন। যদিও তিনি পরে তার নিকট যখন এক মহিলা এসে জিজ্ঞাসা করলো: আমি কি হায়েয অবস্থায় কা'বায় প্রবেশ করতে পারি? এরপর তিনি এর অনুমতি দিয়ে বলেন: হাঁ, যদি তোমার হায়েযের রক্ত প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে থাকে, তবে (গোপনাঙ্গে) তুলা দিয়ে পট্টি বেধে নাও, এরপর কা'বায় প্রবেশ করো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আগের হাদীসের টীকাটি দেখুন। এটি আমি এ ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১৩)

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُهَا عَنْ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَتْ تَنْتَظِرُ أَقْرَاءَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد

৮১৩. (মাসরুকের স্ত্রী) ক্বমীর বিনতে 'ইমরান হতে বর্ণিত, তিনি আয়িশা রা: থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (কমীর) বলেন, আমি তাকে (আয়িশা রা: কে) ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি (আয়িশা রা:) বলেন: 'এর পূর্বে (হায়েযের সময়) যে কয়দিন সে সালাত পরিত্যাগ করতো, সেই কয়দিন সময় সে অপেক্ষা করবে। অতঃপর বিগত দিনে হায়েয অতিক্রান্ত হয়ে যখন পবিত্র হতো, সেই দিনে সে পবিত্র হবে, গোসল করবে তারপর প্রত্যেক সালাতের সময় ওযু করবে ও সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, মুজালিদ ইবনু সাঈদ যঈফ। কিন্তু তিনি এটি একা বর্ণনা করেননি। বরং তাকে অনুসরণ করে (মুতাবিয়াত) বর্ণনা করেছেন আব্দুল মালিক ইবনু মায়সারা এবং বায়ান। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১০৫ এটি আয়িশা রা: থেকে মাওকুফ হিসেবে সহীহ; ইবনু আবী শাইবা ১/১২৬; আব্দুর রাযযাক নং ১১৭০; বাইহাকী ১/৩৪৬; দেখুন সুনান আবু দাউদ ১/২১০-২১১ ৩০০ নং হাদীসের পববর্তী আলোচনা এবং সুনানে বাইহাকী ১/৩৪৬, ৩৪৭; এবং পরবর্তী হাদীসটি দুটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১৪)

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَيِّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ إسناده ضعيف فيه جهالة

৮১৪. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা যা বললেন, আবী জা'ফর থেকেও এর অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কারণ এতে জাহালত (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী) রয়েছে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২৬ অপর সনদে আবী জা'ফর হতে মাওকুফ হিসেবে সহীহ। যা সামনে ৮২৫ (৮২১ অনুবাদের নং) এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১৫)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ قَبِيرَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَنْتَظِرُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فِيهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ إسناده صحيح

৮১৫. আয়িশা রা: হতে বর্ণিত, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে (তিনি বলেন:) 'ইতিপূর্বে (হায়েযের সময়) যে কয়দিন সে সালাত পরিত্যাগ করতো, সেই কয়দিন সময় সে অপেক্ষা করবে। অতঃপর বিগত দিনে হায়েয অতিক্রান্ত হয়ে যখন পবিত্র হতো, সেই দিনে সে পবিত্র হবে, গোসল করবে তারপর প্রত্যেক সালাতের সময় ওযু করবে ও সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু দাউদের ৩০০ নং হাদীসের পরের টীকাটি দেখুন; এবং এর পূর্বর্তী হাদীসটি এবং পরবর্তী ৮২৬ (৮২২ অনুবাদের ক্রমিক) নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ

فَإِذَا كَانَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ وَتَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح بشواهده

৮১৬. আদী ইবনু ছাবিত তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ইসতিহাযাহগ্রস্ত মহিলা প্রত্যেক মাসে তার হায়িয এর দিনগুলিতে সালাত পরিত্যাগ করবে। এরপর যখন এটা সমাপ্ত হবে, তখন সে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সিয়াম পালন করবে। আর সে প্রত্যেক সালাতের সময় ওযু করবে।[1]

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদ যঈফ। কিন্তু হাদীসটির শাহিদ হাদীস থাকায় এটি সহীহ। আয়েশা রা: বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ দেখুন। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১০২; আবু দাউদ ২৯৭; তিরমিযী ১২৬, ১২৭; ইবনু মাজাহ ৬২৫; বাইহাকী ১/৩৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ وَحَفْصٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَيَطُولُ بِهَا الدَّمُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ قَدْرَ أَقْرَائِهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ وَفِي الصَّلَاةِ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَمْسَكَتْ عَنْ الصَّلَاةِ إسناده صحيح

৮১৭. হাসান রাহিমাহুল্লাহ হতে ইস্তিহাযাহগ্রস্ত মহিলাদের যারা তাদের হায়েযের দিনগুলি অবগত, তাদের সম্পর্কে (তিনি বলেন:) যদি তাকে তালাক প্রদান করা হয়, আর দীর্ঘদিন যাবত তার রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, তবে সে তিন হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলির সমপরিমাণ সময় (ইদ্দত) গণনা করবে; আর সালাতের ব্যাপারে কথা হলো, প্রত্যেক মাসে যখন হায়েযের নির্ধারিত সময় আসবে তখন সে সালাত আদায় হতে বিরত থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, আব্দুর রাযযাক, ৬/৩৪৫-৩৪৬; ইবনু আবী শাইবা, ৫/১৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ امْرَأَةٌ كَانَ حَيْضُهَا مَعْلُومًا فَزَادَتْ عَلَيْهِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ يَوْمَيْنِ قَالَ ذَاكَ مِنْ حَيْضِهَا وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ إسناده صحيح

৮১৮. মু’তামির তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তার পিতা বলেন, আমি কাতাদা রাহি. কে বললাম, যে মহিলা তার হায়েযের দিনগুলি নির্দিষ্ট ছিলে; কিন্তু তার (নির্ধারিত সময়ের) চেয়েও পাঁচ দিন কিংবা চারদিন কিংবা তিনদিন অতিরিক্ত (রক্ত) প্রবাহিত হলো। (তাহলে সে কি এ দিনগুলিতে সালাত আদায় করবে)? তিনি জবাবে বললেন: সে সালাত আদায় করবে। আমি বললাম, যদি দুই দিন অতিরিক্ত হয়? তিনি বললেন, তবে সে দু’দিন তার হায়েযের দিনগুলির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আমি এ বিষয়ে ইবনু সীরীন রাহি. কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: ‘এ ব্যাপারে মহিলারাই ভালো জানে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ২/৫৩৮; সুনানে আবু দাউদ ২৮৬ নং হাদীসের পরবর্তী ব্যাখ্যা; এবং আল মুহাল্লা ২/২০৩; ও আত তামহীদ ১৬/৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮১৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ أَيَّامَ طُهْرِهَا قَالَ أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ إسناده صحيح إلى الحسن

৮১৯. মু’তামির তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তার পিতা হাসান রাহি. হতে সেই মহিলা সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে তার পবিত্রতার দিনগুলিতেও রক্ত দেখতে পায়। তিনি (হাসান) বলেন, আমি মনে করি, সে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সামনে ৮৯৪ (অনুবাদের ক্রমিক ৮৯০) নং এ আসছে। আরও দেখুন, মুছান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ১/৯৪। **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান শাহর ইবনু হাওশাব এর কারণে। তাখরীজ: আগের ৮১৫ (৮১১ অনুবাদের ক্রমিক) নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ قَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتُحَرِّمْ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُهَا الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ فَلْتُحَرِّمْ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ فَإِنَّمَا ذَاكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يُرِيدُ أَنْ يُكْفِرَ إِحْدَاهُنَّ إسناده حسن من أجل شهر بن حوشب

৮২০. শাহর ইবনু হাওশাব বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে ইসতিহাযাহগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: যে কয়টা দিন ধরে তার হায়েয হতো, সে সেই কয়টা দিন পরিমাণ সময় অপেক্ষা করবে, এবং তার উপর সালাত আদায় করা হারাম। তারপর সে যেন গোসল করে এবং সালাত আদায় করে সেই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না তার (পূণরায়) হায়েয হয়। (হায়েয হলে) তখন তার উপর সালাত আদায় হারাম। এরপর সে যেন গোসল করে। আর ওটি শয়তানের পক্ষ হতে। সে তাদের দু'জনের একজনকে কাফির বানাতে চায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান শাহর ইবনু হাওশাব এর কারণে। তাখরীজ: আগের ৮১৫ (৮১১ অনুবাদের ক্রমিক) নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِي كُرْسُفًا وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إسناده صحيح

৮২১. মুহাম্মদ ইবনু আবী জা'ফর হতে বর্ণিত, তিনি ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন যে, সে তার হায়েযের দিনগুলির সমান সংখ্যক দিন সালাত পরিত্যাগ করবে। (তা অতিক্রান্ত হলে) তারপর সে গোসল করবে, (তার গোপনাঙ্গে) তুলা দিয়ে পট্টি বেধে প্রত্যেক (ওয়াক্ত) সালাতের সময় ওযু করে সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৮১৮ (৮১৪) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إسناده صحيح

৮২২. মাসরুকের স্ত্রী ক্বমীর আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ‘ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা তার হায়েযের নির্ধারিত সময়ের দিনগুলিতে (সালাত আদায় হতে) বিরত থাকবে। (তা অতিক্রান্ত হলে) তারপর সে একবার মাত্র গোসল করবে, কিন্তু প্রত্যেক সালাতের সময় ওযু করবে।[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৮১৭ (অনুবাদের ক্রম ৮১৩) নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ اسْتُحِيضَتْ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسٍ فَأَمَرُونِي فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَمَّا مَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ إسناده صحيح

৮২৩. আনাস ইবনু সীরীন বলেন, আনাসের পরিবারের এক মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত হলে তারা আমাকে নির্দেশ দিলেন, ফলে আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন: এ প্রসঙ্গে কথা হলো যখন সে প্রবলভাবে (গাঢ় লাল) রক্ত প্রবাহিত হতে দেখবে, তখন সে সালাত আদায় করবে না। তারপর যদি সে দিনের কোনো এক মুহূর্তের জন্যও পবিত্র অবস্থা লক্ষ্য করে, তবে সে যেন গোসল করে এবং সালাত আদায় করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ২/১৬৭; আবু দাউদ ২৮৬ নং হাদীসের পরে (সনদবিহীনভাবে); বাইহাকী সুনান ১/৩৪০, আল মা’রিফাহ ১/১৬৭ নং ২২৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرُونِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ إسناده صحيح

৮২৪. আনাস ইবনু সীরীন বলেন, আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র উম্মু ওয়ালাদ (দাসী) এক মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত হলে তারা আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা নিকট এ ব্যাপারে ফতোয়া চাই। ফলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন: যখন সে প্রবলভাবে (গাড় লাল) রক্ত প্রবাহিত হতে দেখবে, তখন সে সালাত আদায় করবে না। আর যখন সে পবিত্র অবস্থা লক্ষ্য করবে, তখন সে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ।। তাখরীজ: পূর্বের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২৫)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتِ دَمًا عَبِيطًا فَأَمْسِكِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ إسناده ضعيف لضعف حجاج بن نصير

৮২৫. দাহহাক রাহি. হতে বর্ণিত, এক মহিলা তাকে কোনো একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলো। সে বললো, আমি একজন ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা। তখন তিনি বললেন: তুমি যখন তাজা রক্ত দেখতে পাবে, তখন তোমার হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলিতে (সালাত আদায় হতে) বিরত থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, হাজ্জাজ ইবনু নুসাইর যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: (মুহাক্কিক এর কোনো তাখরীজ দেননি-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَذَلِكَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ وَلِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَلَا تَصُومُ وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ إسناده صحيح

৮২৬. ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসতিহাযার রোগিণী মহিলা হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলিতে (সালাত আদায় হতে) বিরত থাকবে। (যখন হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলির সমপরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে), তারপর সে যুহর ও আসর সালাতের জন্য একবার গোসল করবে। আর মাগরিবকে পিছিয়ে দিয়ে (তার শেষ সময়ে) এবং ঈশা' কে এগিয়ে (তার প্রথম সময়ে) ঈশা'র ওয়াক্তে (এক গোসলে) আদায় করবে। আর ফজরের জন্য একবার গোসল করবে। সে সিয়াম পালন করবে না, আর তার স্বামীও তার নিকট আসতে (তার সাথে সহবাস করতে) পারবে না এবং আর সে (কুরআনের) মুসহাফ স্পর্শ করতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১১৭২; ইবনু হাযম আল মুহাল্লা ২/২১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২৭)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَغُسْلًا لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَكَانَ يَقُولُ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ إسناده صحيح

৮২৭. আতা রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসতিহাযাহগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন: সে যুহর এবং আসর সালাতের জন্য একবার গোসল করবে; মাগরিব ও ঈশা'র সালাতের জন্যও একবার গোসল করবে। আর তিনি আরও বলতেন: সে যুহরকে বিলম্বিত করে (তার শেষে সময়ে) ও আসরকে এগিয়ে নিয়ে (তার প্রথম সময়ে) আদায় করবে। আর মাগরিবকে বিলম্বিত করে (তার শেষ সময়ে) এবং ঈশা'কে আগে আগে আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২৭; দেখুন সুনান আবু দাউদ ১/২০৮ এবং সামনের ৮৩৩, ৯২০, ৯৩৪ (অনুবাদের ক্রম ৮২৯, ৯১৬, ৯৩০) নং হাদীসগুলি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا خَلَفَتْ قُرُوءَهَا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءًا سَابِغًا ثُمَّ لِتَأْخُذْ ثَوْبًا فَلْتَسْتَثْفِرْ بِهِ ثُمَّ لِتُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ لِتَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ لِتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ثُمَّ لِتَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ تُصَلِّي الصُّبْحَ إسناده صحيح إلى مجاهد

৮২৮. মুজাহিদ রাহি. হতে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি তার (হায়েযের) নির্ধারিত দিনসমূহ (কুরু') পরিবর্তন হয়ে যায়, আর তা যদি আসর সালাতের কাছাকাছি সময়ে হয়, তবে সে পরিপূর্ণরূপে ওযু করবে, অতঃপর কাপড় নিয়ে তা দ্বারা (তার গোপনাঙ্গে) পট্টি বাধবে। তারপর সে যুহর ও আসর সালাত একত্রে আদায় করবে। এরপর সে অনুরূপ কাজগুলো করবে, তারপর মাগরিব ও ঈশা'র সালাত একত্রে আদায় করবে। এরপর সে পুনরায় অনুরূপ কাজগুলো করে ফজরের সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুজাহিদ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: এ স্থান ব্যতীত এটি আমি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮২৯)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ وَسَعِيدٍ وَعِكْرِمَةَ قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ لِصَلَاةِ الْأُولَى وَالْعَصْرِ فَتُصَلِّيهِمَا وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَتُصَلِّيهِمَا وَتَغْتَسِلُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ إسناده صحيح

৮২৯. আতা', সাঈদ ও ইকরিমাহ রাহিমাহুমুল্লাহ 'ইসিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন: সে প্রতিদিন প্রথম সালাত (তথা যুহর) ও আসরের সালাতের জন্য একবার গোসল করবে এবং এ দু'টি সালাত (একত্রে) আদায় করবে। আবার মাগরিব ও ঈশা'র সালাতের জন্য পুনরায় গোসল করবে এবং এ দু'টি সালাত আদায় করবে। অনুরূপভাবে সে ফজরের সালাতের জন্যও পুনরায় গোসল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আতা'র হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক নং ১১৭১; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ২/২১৪। সাঈদের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ২/২১৪; আর ইবনু হাযম সনদবিহীনভাবে ইকরিমার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন, হাদীস নং ৮৩১, ৯২০, ৯৩৪ (অনুবাদের ক্রম ৮২৭, ৯১৬, ৯৩০)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩০)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا اغْتَسَلَتْ وَجَمَعَتْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إسناده صحيح

৮৩০. আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ বলেন, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা গোসল করবে, তারপর যুহর এবং আসর সালাত একত্রে আদায় করবে। অতঃপর সে যদি কিছু (রক্ত) দেখতে পায়, তবে গোসল করবে এবং মাগরিব ও ঈশা'র সালাত একত্রে আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু দাউদ ২৯৬ নং হাদীসের পরে এটি সনদবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَتَغْتَسِلُ مِنْ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا فَأَخَذَ الْحَصَا إسناده صحيح

৮৩১. সুমাইয়্যি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহি.-কে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বললেন: তার হায়েযের নির্ধারিত (কুরু'র) দিনগুলি পরিমাণ সময় সে বসে (সালাত হতে বিরত) থাকবে। আর সে দৈনিক এক যুহর হতে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত (একবার) গোসল করবে। সে কাপড় দ্বারা মজবুতভাবে (স্ত্রীঅংগে) পট্টি বেঁধে নেবে। তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে এবং সে সিয়াম পালনও করতে পারবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার থেকে বর্ণনা করছেন? তখন তিনি (ছুঁড়ে মারার জন্য) নুড়িপাথর হাতে তুললেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২৭ সহীহ সনদে; আব্দুর রাযযাক নং ১১৬৯; আবু দাউদ ১/১৯৮; এটি সামনে ৮৩৭ (অনুবাদের ক্রমিক ৮৩৩) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩২)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ إسناده صحيح

৮৩২. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে (ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা) এক যুহর হতে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত (একবার) গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য (নুতনভাবে) ওযু করবে। ইসতিহাযার সময় অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হলে কাপড় দ্বারা (স্ত্রীঅংগে) মজবুতভাবে পট্টি বেঁধে নেবে।’[1] আর হাসানও একথা বলতেন।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২৭ যঈফ সনদে। [2] হাসানের হাদীসটিও ইবনু আবী শাইবা ১/১২৯ তে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ سُمَيًّا مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ سَعِيدٌ تَغْتَسِلُ مِنْ الظُّهْرِ إِلَى مِثْلِهَا مِنْ الْغَدِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ إسناده صحيح

৮৩৩. ইয়াহইয়া বর্ণনা করেন: আবু বকর ইবনু আব্দুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনু হিশাম এর দাস সুমাইয়্যি তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, কা’কা’আ ইবনু হাকীম ও যাইদ ইবনু আসলাম তাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহি.-এর নিকট ‘ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা কিভাবে গোসল করবে’- সেই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন। তখন সাঈদ বললেন: সে আজকের যুহর হতে আগামীকাল যুহর পর্যন্ত (একবার) গোসল করবে। ইসতিহাযার সময় অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হলে কাপড় দ্বারা (স্ত্রীঅংগে) মজবুতভাবে পট্টি বেঁধে নেবে। আর প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করবে এবং সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু দাউদ ৩০১ সহীহ

সনদে; মালিক ১০৯; ইবনু আবী শাইবা ১/১২৭; আব্দুর রাযযাক নং ১১৬৯; এটি ৮৩৫ (অনুবাদের ক্রমিক ৮৩১) নং এ গত হয়েছে। আবু দাউদ বলেন: এটি ইবনু উমার, আনাস ইবনু মালিক ... ও আয়িশা রা; হতে বর্ণিত হয়েছে।... আর এটি সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ, হাসান ও আতা'র মত।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩৪)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ الْغَدِ إسناده جيد إلى الحسن

৮৩৪. হাসান রাহি. হতে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যুহর সালাত হতে পরের দিন যুহর সালাত পর্যন্ত একবার গোসল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাসান পর্যন্ত এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক নং ১২১০; এবং আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩৫)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا مِنْ الشَّهْرِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إسناده صحيح

৮৩৫. (অপর সনদে) হাসান রাহি. হতে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মাসে তার হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলিতে সে সালাত পরিত্যাগ করবে। তারপর সে এক যুহর হতে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত (একবার) গোসল করবে। এরপর প্রত্যেক সালাতের সময় (নতুন) ওযু করবে। আর সে সিয়াম পালন করবে, সালাত আদায় করবে এবং তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পুর্বের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩৬)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ

إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور

৮৩৬. হাসান ও আতা’ রাহি. হতে এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, আব্বাস ইবনু মানসুর যঈফ। তাখরীজ: আবু দাউদ তার সুনানের ১/২১২ তে বলেন: এটি সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ, হাসান ও আতা’র বক্তব্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩৭)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَبِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً إسناده صحيح

৮৩৭. মাসরুকের স্ত্রী ক্বমীর আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে ‘ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, সে দৈনিক একবার মাত্র গোসল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর এটি আয়িশা রা: এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ২/২১৪ আয়িশা রা: হতে। দেখুন, পূর্বের ৮১৭ (অনুবাদের ক্রমিক ৮১৩) নং হাদীসটি এবং ৮৩৭ (অনুবাদের ক্রমিক ৮৩৩) নং হাদীসের টীকায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, আবু দাউদ ৩০০ তে মারফু’ হিসেবে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে) এটি বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদকে তিনি যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩৮)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ قَالَ مَرْوَانُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ إسناده حسن

৮৩৮. নাফি’ (আব্দুল্লাহ) ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন: ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা এক যুহর সালাত হতে অপর যুহর সালাত পর্যন্ত একবার গোসল করবে।[1] মারওয়ান বলেন: এটি আওযাঈ’রও মত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুকাইর ইবনু মা'রুফ এর কারণে হাসান। তাখরীজ: আবু দাউদ তার সুনান ১/২১১ তে বলেন: এটি ইবনু উমার, আনাস ইবনু মালিকের বক্তব্য যে, "সে এক যুহর হতে অপর যুহর পর্যন্ত একবার গোসল করবে।" আরও দেখুন, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক নং ১১৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৩৯)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْأُولَى إسناده صحيح

৮৩৯. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা প্রতিদিন প্রথম (যুহর) সালাতের সময় গোসল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২১০। উল্লেখ্য যে, মুদ্রিত সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে, 'এর উপর আমল নেই।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَتَّابٌ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا إسناده صحيح

৮৪০. ইকরিমা সূত্রে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার স্বামী তার সাথে সহবাস করবে- তিনি এতে কোনো অপরাধ আছে বলে মনে করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ قَالَ سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَتُجَامِعُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ الْجِمَاعِ إسناده صحيح

৮৪১. সালিম আল আফতাস বলেন: সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি.-কে প্রশ্ন করা হলো, 'ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা তার স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে কি?' জবাবে তিনি বললেন: 'সহবাস করা হতে সালাত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' (সুতরাং সালাত আদায় বৈধ হলে সহবাসও করতে পারবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১১৮৭ সহীহ সনদে; ইবনু আবী শাইবা ৪/২৭৯ অপর সহীহ সনদে। পরবর্তী সূত্রটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إسناده صحيح

৮৪২. সুমাইয়্যি বর্ণনা করেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহি. বলেন, (ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার সাথে) তার স্বামী সহবাস করতে পারবেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদ পূর্ববর্তী সনদটিই (সহীহ)। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১১৮৬ সহীহ সনদে। পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দেখুন, এর আগের হাদীসটিতে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إسناده صحيح

৮৪৩. ইউনুস হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন: 'তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১১৮৬

সহীহ সনদে; ইবনু আবী শাইবা ৪/২৭৯ অপর সহীহ সনদে। পরবর্তী ৮৫০ (অনুবাদের ক্রমিক ৮৪৬) নং হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم

৮৪৪. সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন: ‘তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে, যদিও মাদুর (বিছানায়) ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে থাকে তবুও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম যঈফ। তাখরীজ: দেখুন, পুর্ববর্তী ৮৪৫, ৮৪৬ (অনুবাদের ক্রম ৮৪১, ৮৪২) নং হাদীস দু’টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪৫)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قِيلَ لِبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إسناده منقطع

৮৪৫. হাম্মাদ হুমাইদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বাকর ইবনু আব্দুল্লাহকে বলা হলো যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বলেন: ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ আল মুযানী বলেন: সালাতের মর্যাদা (সহবাসের চেয়ে) অনেক বেশি। সুতরাং (যখন সালাত আদায় করতে পারবে, তখন) তার স্বামীও তার সাথে সহবাস করতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি’ (বিচ্ছিন্ন)। (তথা যঈফ) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৭৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪৬)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا

৮৪৬. হুমাইদ হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন: তার (‘ইসতিহাযা’গ্রস্ত মহিলার) স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বে ৮৪৭ (অনুবাদের ক্রম ৮৪৩) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪৭)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ فَلْيَطَأْهَا إسناده ضعيف خالد بن عبد الله متأخر السماع من عطاء

৮৪৭. আতা ইবনু সাইব আতা রাহি. হতে বর্ণনা করেন। তিনি ‘ইসতিহাযা’গ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন: তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে। আর সে তার হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলিতে সালাত পরিত্যাগ করবে। পরে যখন (হায়েযের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে) তার জন্য সালাত আদায় করা বৈধ হবে, তখন তার স্বামীও তার সাথে সহবাস করতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, খালিদ ইবনু আব্দুল্লাহ আতা’র নিকট কিছু শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৭৯; দেখুন পুর্ববর্তী ৮৪০ (অনুবাদের ক্রম ৮৩৬) নং ও পরবর্তী ৮৫৩ (অনুবাদের ক্রম ৮৪৯) নং হাদীস দু’টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ الْخَارِفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا إسناده ضعيف محمد بن سالم هو: الهمداني وهو ضعيف وعمر بن زرعة الخارفي قال البخاري في الكبير 157/ 6: فيه نظر

৮৪৮. শা’বী রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, এতে মুহাম্মাদ ইবনু সালিম হামদানী রয়েছে, যিনি যঈফ। আর উমার ইবনু যুর’আহ সম্পর্কেও বুখারী আল কাবীর ৬/১৫৭বলেন: ‘তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।’।... তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৭৯; কিন্তু এর শাহিদ হলো পূর্বের হাদীসগুলি। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৪৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا

৮৪৯. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হাসান ও আতা রাহি. হতে বর্ণিত, তারা ‘ইসতিহাযা’গ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন: সে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে ও রমাযানের সিয়াম পালন করবে। আর তার স্বামীও তার সাথে সহবাস করতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৭৯ যঈফ সনদে; আরও দেখুন ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪৩ (অনুবাদের ক্রম ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৯) নং হাদীসগুলি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫০)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ يَقُولُ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ هَذَا عَنْ الْحَسَنِ إسناده صحيح ولكنه شاذ

৮৫০. হাসান রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে না।[1] আবু নু’মান বলেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল কাত্তান বলেন, আমি এমন কাউকে চিনি না, যে হাসান থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। কিন্তু এটি শায’ (তথা সহীহ বর্ণনার

বিপরীত)। কেননা, হাসান থেকে এর বিপরীত কথা বর্ণিত হয়েছে। ফলে ইয়াহইয়া এর পরে যা বললেন, তারই অনুসরণ করা হবে। দেখুন ৮৪৭, ৮৫০, ৮৫৩ (অনুবাদের ক্রম ৮৪৩, ৮৪৬, ৮৪৯) নং হাদীসগুলি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫১)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده صحيح

৮৫১. খালিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ (ইবনু সীরীন) রাহি. ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার সাথে তার স্বামীর সহবাস করাকে অপছন্দ (মাকরূহ মনে) করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৭৮ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَلَا تَصُومُ وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ إسناده صحيح

৮৫২. ইবরাহীম রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। আর সে সিয়াম পালন করবে না এবং মুসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১১৯২, ১১৯৩ সহীহ সনদে; দেখুন আত তামহীদ ১৬/৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫৩)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إسناده صحيح

৮৫৩. কুমাইর হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৭৮ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يُقَالُ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ وَلَا تَصُومُ وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَزِيدُ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ إسناده حسن

৮৫৪. ইবরাহীম রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (লোকদের মাঝে) বলা হতো যে, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার (স্বামীর সাথে) সহবাস করতে পারবে না। আর সে সিয়াম পালন করবে না এবং মুসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করবে না। আর সালাতের ব্যাপারে তার সাথে নমনীয় (আচরণ) করা হয়েছে।[1] ইয়াযীদ বলেন, তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে। আর (অন্যান্য) পবিত্র মহিলার জন্য যা হালাল, তার জন্যও তা হালাল হবে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: দেখুন পূর্বের ৮৫৬ (অনুবাদের ক্রম ৮৫২) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي حَيْضِهَا سَبْعًا فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده صحيح

৮৫৫. হাসান রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলা হায়েযের নির্ধারিত সাতদিন সালাত হতে বিরত থাকবে। এ সময়ের মধ্যে সে পবিত্র হয়ে গেলে সেটিই (তার পবিত্রতার সময় বলে গণ্য হবে)। আর তা না হলে সে তখন থেকে (সর্বোচ্চ) দশদিন পর্যন্ত সালাত হতে বিরত থাকবে। এর মধ্যে সে পবিত্র

হয়ে গেলে সেটিই (তার পবিত্রতার সময় গণ্য হবে)। আর (এর মধ্যে সে পবিত্র) না হলে সে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। আর সে আসলে ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তবে এর রাবী হাশীম 'হাদীস বানোয়াটকারী' হিসেবে সমালোচিত। তাখরীজ: আমি এটি (এ সনদে) আর কোথাও পাইনি। আবু দাউদ ১/১৯৮ ২৮৬ নং হাদীসের পরে উল্লেখ করেছেন: ইউনুস হাসান হতে বর্ণনা করেন, যখন হায়েযগ্রস্ত মহিলার অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হবে, তার হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলির পরে সে একদিন কিংবা দু'দিন বিরত থাকবে; তখন সে আসলে ইসতিহাযাগ্রস্ত।' আর সম্মুখে ৯৮৯ (অনুবাদের ক্রমিক ৯৮৫) নং এ অনুরূপ সনদে আসছে। তাই পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন। আরেও দেখুন পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْحَيْضُ عَشْرٌ فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده حسن

৮৫৬. হাসান রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হায়েযের মেয়াদ দশদিন। এরচেয়ে বেশি দিন যাবত রক্তস্রাব হলে সে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১১৫১ হাসান সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫৭)

وَقَالَ عَطَاءٌ الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ إسناده حسن

৮৫৭. আতা বলেন: হায়েযের মেয়াদ পনেরো দিন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আগের হাদীসটির সনদ একই। তাখরীজ: বাইহাকী ১/৩২১ হাসান সনদে; ইবনু আবী শাইবা ৫/২; অপর সনদে বাইহাকী ৭/৪১৯; সামনের ৮৭০ (অনুবাদের ক্রম ৮৬৬) নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ الْحَيْضُ عَشْرَةٌ فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده ضعيف جدا قال سفيان بن عيينة: حديث الجلد بن أيوب في الحيض حديث محدث لا أصل له

৮৫৮. মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হায়েযের মেয়াদকাল দশ দিন। এর চেয়ে বেশি দিন (রক্তস্রাব) হলে সেই মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)। সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ বলেন: হায়েয সংক্রান্ত আলজাল্দ ইবনু আইয়ুবের হাদীসটি বানোয়াট, এর কোনো ভিত্তি নেই।’ তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৫/২৮৩; আব্দুর রাযযাক নং ১১৫০; ফাসাওয়ী, আল মা’রিফাতু ওয়াত তারীখ ৩/৪৭; তার সূত্রে বাইহাকী ১/৩২২; ইবনু আদী, আল কামিল ২/৫৯৮; উকাইলী, আদ দু’আফা’ ১/২০৫; আমরা এটি তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৪১৫০ এ। আরও দেখুন, পরবর্তী ৮৬৪, ৮৬৮ (অনুবাদের ক্রম ৮৬০, ৮৬৪) নং হাদীস।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৫৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْحَيْضُ إِلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده صحيح

৮৫৯. সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হায়েযের মেয়াদকাল তেরো দিন পর্যন্ত। এরপর আরো বেশিদিন (রক্তস্রাব হতে) থাকলে সেই মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৫/২৮৩; এটি পরবর্তীতে ৮৬৫ (অনুবাদে ৮৬১) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬০)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ الْحَيْضُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده ضعيف جدا

৮৬০. (অপর সনদে) মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: হায়েযের মেয়াদ দশদিন। এরপর (আরো বেশিদিন রক্তস্রাব হতে থাকলে) সেই মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)। যা ৮৬২ (অনুবাদে ৮৫৮) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬১)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْحَيْضُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده صحيح

৮৬১. সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হায়েযের মেয়াদকাল তেরো দিন পর্যন্ত। এর চেয়ে অধিক দিন (রক্তস্রাব হতে) থাকলে সেই মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৮৬৩ (অনুবাদে ৮৫৯) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬২)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده صحيح

৮৬২. হাসান রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন মহিলা রক্তস্রাব দেখে তবে সে সালাত আদায় হতে বিরত থাকবে। আর তার হায়েযের দিনগুলির সাথে (অতিরিক্ত) একদিন বা দু'দিনকে (হায়েযের দিনসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে) গণ্য করবে। এরপর থেকে (রক্তস্রাব থাকলে) সে মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :**এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দেখুন ৮৫৯ (অনুবাদে ৮৫৫) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا أَرْبَعًا خَمْسًا سِتًّا سَبْعًا ثَمَانِيًا تِسْعًا عَشْرًا إسناده ضعيف جدا

৮৬৩. মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ আনাস হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা (হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলির পরও রক্ত দেখলে) অপেক্ষা করবে তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ দিন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৫/২৮৩; এটি ৮৬২, ৮৬৪ (অনুবাদে ৮৫৮, ৮৬০) গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬৪)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَنْتَظِرُ أَعْلَى أَقْرَائِهَا بِيَوْمٍ إسناده ضعيف ابن جريج مدلس وقد عنعن

৮৬৪. ইবনু জুরাইজ আতা' রাহি. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা তার হায়েযের নির্ধারিত দিনসমূহের পরে একদিন অপেক্ষা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ মুদাল্লিস তিনি এটি 'আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: দেখুন, আব্দুর রাযযাক নং ১১৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬৫)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ مَنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا زَادَ عَلَى الْعَشْرِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده ضعيف لانقطاعه

৮৬৫. রবী ইবনু সাবীহ যিনি আনাস ইবনু মালিক থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন: দশদিনের পরে যদি অধিক সময় পর্যন্ত (রক্তস্রাব হতে) থাকে, তবে সে মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। তাখরীজ: এটি এ সনদে আমি আর কোথাও পাইনি। দেখুন, দারুকুতনী ১/২০৯; পুর্বের ৮৬২, ৮৬৪ (অনুবাদে ৮৫৮, ৮৬০) নং হাদীস দু'টিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬৬)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهَلٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَقْصَى الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج

৮৬৬. ইবনু জুরাইজ আতা' রাহি. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হায়েযের সর্ব্বোচ্চ মেয়াদ পনেরো দিন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ মুদাল্লিস, তিনি এটি 'আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। (তবে, হাদীসটি হাসান লিগয়রিহী। দেখুন ৮৫৭ নং হাদীসটি- অনুবাদক।)) তাখরীজ: দারুকুতনী ১/২০৮; বাইহাকী ১/৩২১; আল মা'রিফাহ ২/১৭১ নং ২২৭৪; আরও দেখুন বিগত ৮৬১ (অনুবাদে ৮৫৭) নং হাদীসটি। বুখারী হায়েয অধ্যায়ে এটি তা'লীক (সনদবিহীনভাবে) বর্ণনা করেছেন। আর হাফিজ (ইবনু হাজার) ফাতহুল বারী ১/৪২৫ এ বলেন: 'দারেমী এটি অবিচ্ছিন্নভাবে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ بَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ الدَّارِمِيُّ تَأْخُذُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ عَادَتَهَا وَسَأَلْتُهُ أَيْضًا عَنْ هَذَا قَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ إسناده ضعيف لانقطاعه

৮৬৭. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা তিনদিন।[1]আব্দুল্লাহ আদ-দারেমীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি এ মত গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন: হাঁ, যদি সেটি তার রীতি হয়ে থাকে। আমি তাকে এ ব্যাপারে আবারও জিজ্ঞেস করলাম। (এবারে) তিনি বললেন: হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা একদিন একরাত আর এর সর্বোচ্চ সীমা পনেরো দিন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও আছে বলে জানতে পারিনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬৮)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ أَبُو سَعْدٍ الصَّغَّانِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثٌ إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي زكريا

৮৬৮. হাসান রাহি. হলে বর্ণিত, তিনি বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা তিনদিন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুহাম্মদ ইবনু আবী যাকারিয়ার যঈফ হওয়ার কারণে এর সনদ যঈফ। কিন্তু এর পরবর্তী হাদীস একে শক্তিশালী করে। তাখরীজ: ((মুহাক্বিক্ব এর কোন তাখরীজ দেননি।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৬৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَدْنَى الْحَيْضِ يَوْمٌ إسناده صحيح

৮৬৯. আতা' রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা একদিন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দারুকুতনী ১/৮০২; বাইহাকী ১/৩২০, ৭/৪১৯; এবং বুখারী হায়েয অধ্যায়ে এটি তা'লীক (সনদবিহীনভাবে) বর্ণনা করেছেন। আর হাফিজ (ইবনু হাজার) ফাতহুল বারী ১/৪২৫ এ বলেন: 'দারেমী এটি অবিচ্ছিন্নভাবে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী, আল মা'রিফাহ ২/১৭১ এ ইমাম শাফিঈ'র কথা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন: 'আমাদের নিকট আতা' হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলতেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা একদিন।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ حَيْضِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ الْحَيْضِ إسناده صحيح

৮৭০. হাসান রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন মহিলা তার হায়েয শুরু হওয়ার একদিন বা দু'দিন পূর্বে রক্তস্রাব দেখে তবে তা তার হায়েয বলে গণ্য হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭১)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْبِكْرِ إِذَا نَفِسَتْ فَاسْتُحِيضَتْ قَالَا تُمْسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ مِثْلَ مَا تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهَا الأثران إسنادهما صحيح

৮৭১. কাতাদা ও কাইস ইবনু সা'দ উভয়ে আতা' রাহি. হতে কুমারী মেয়ের সম্পর্কে বর্ণনা করেন: যখন তার নিফাস[1] (সন্তান জন্মদানের পরের রক্তস্রাব) শুরু হবে, অতঃপর (নির্ধারিত সময় পরেও) রক্তস্রাব চলতে থাকবে', তারা বলেন, 'মেয়েটি সেই কয়দিন সালাত হতে বিরত থাকবে, যে কয়দিন তার পরিবারের অপর কোনো মেয়ে সালাত থেকে বিরত থাকে।[2]

[1] (ফাতহুল মান্নান, শরহে দারেমী-তে একে নারীর প্রথম হায়েয বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মুহাক্কিক্ব তাখরীজে আব্দুর রাযযাকের আল মুসান্নাফের যে হাদীস নিয়ে এসেছেন, সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি নিফাস, যখন সে সন্তান প্রসব করে।' যদিও দারেমীর বাবের শিরোনাম দেখে ফাতহুল মান্নানের বক্তব্যই সঠিক মনে হয়, তবু আমরা তাখরীজের সূত্র ধরে একে নিফাস' বলেই অনুবাদ করেছি-অনুবাদক।) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আছার (হাদীস) দু'টির সনদ সহীহ। তাখরীজ: আতার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাযযাক নং ১২০০ যঈফ সনদে। বাইহাকী ১/৩৪০ এ বলেন: ইমাম শাফিঈ রাহি. আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে 'কুমারী মেয়ে' সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যার রক্তস্রাব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে,': তার পরিবারের নারীরা যেভাবে (সালাত পরিত্যাগ করে) বসে থাকে, সেও সেভাবে বসে থাকবে।' আর কাতাদা'র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক নং ১২০০ এ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَجْلِسُ فِي الْحَيْضِ مِنْ نَحْوِ نِسَائِهَا سُئِلَ عَبْد اللَّهِ عَنْ هَذَا فَقَالَ هُوَ أَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ إسناده صحيح

৮৭২. সুফিয়ান বলেন, যখন নারীর প্রথম হায়েয হবে, তখন সে তার (পরিবারের) অপরাপর নারীদের হায়েযের (নির্ধারিত সময়ের) অনুরূপ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আব্দুল্লাহকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সেটিই সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২০৩ সহীহ সনদে। সেখানে অতিরিক্ত রয়েছে: 'হায়েযের দিনগুলিতে হলুদ রংয়ের স্রাব ও রক্তস্রাবের হুকুম একই।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ قَالَ لَا نَرَاهُ حَيْضًا إسناده ضعيف وليث هو: ابن أبي سليم وهو ضعيف

৮৭৩. আতা রাহি. হতে 'বৃদ্ধা মহিলার রক্তস্রাব দেখতে পাওয়া' সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা একে হায়েয গণ্য করি না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। লাইছ, ইবনু আবী সালীম যঈফ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَهَا الْحَيْضُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ فَأَمَرَ فِيهَا بِشَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج

৮৭৪. ইবনু জুরাইজ আতা' রাহি. হতে সেই মহিলা সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে মহিলার তিরিশ বছর যাবত হায়েয বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তারপর (আকস্মিকভাবে) রক্তস্রাব দেখতে পেলো। তিনি এমন

মহিলার ব্যাপারে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার অবস্থার হুকুম লাগান।[1] (সে মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার মতো সালাত, সিয়াম চালু রাখবে।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ থেকে 'আন'আন পদ্ধতে এটি বর্ণিত হয়েছে। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১১৮১। পরবর্তী আছারটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ إسناده ضعيف

৮৭৫. ইবনু জুরাইজ রাহি. হতে বর্ণিত, আতা' রাহি. সেই বৃদ্ধা মহিলা যে (অনেক দিন পূর্বে হায়েয বন্ধ হওয়ার পরে আবার) রক্তস্রাব দেখতে পেলো - তার সম্পর্কে বলেন, সেতো ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার স্থলাভিষিক্ত। একজন ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা যা যা করে, সেও তা-ই করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭৬)

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَغْتَسِلُ سُئِلَ عَبْد اللَّهِ عَنْ الْكَبِيرَةِ قَالَ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَإِذَا طُلِّقَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ إسناده ضعيف فيه حجاج بن أرطاة وما وقعت عليه بهذا اللفظ

৮৭৬. হাজ্জাজ হতে বর্ণিত। যে বৃদ্ধা মহিলা হায়েয থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, তার সম্পর্কে আতা' ও হাকাম ইবনু উতাইবাহ বলেন: যদি সে রক্ত দেখে, তবে সে ওযু করবে এবং সালাত আদায় করবে কিন্তু সে গোসল করবে না। আব্দুল্লাহকে বৃদ্ধা মহিলার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সে ওযু করবে এবং সালাত আদায় করবে আর যখন তাকে তালাক দেয়া হবে তখন সে নির্দিষ্ট মাসসমূহ ইদ্দাত পালন করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ রয়েছে (সে যঈফ)। তাখরীজ: আমি এটি এ শব্দে আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ الطُّهْرُ خَمْسُ عَشْرَةَ

৮৭৭. সুফিয়ান বলেন, পবিত্রাবস্থা (এর সর্বনিম্ন সীমা) পনেরো দিন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এ শব্দে আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭৮)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ إسناده صحيح

৮৭৮. ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোনো মহিলার মাসে কিংবা চল্লিশ দিনে তিনবার হায়েয হয়, আর তিনজন ন্যায়পরায়ণা মহিলা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার থেকে এমনকিছু দেখেছে যা তার উপর সালাতকে হারাম করে দেয়, অর্থাৎ, হায়েযের রক্ত যা হায়েয হিসেবে সমধিক পরিচিত, তবে তার হায়েযের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।[1] (সে পবিত্র হয়ে যাবে)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/২৭২; আল হাফিজ ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৪২৫ তে বলেন: দারেমীও এটি ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৭৯)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَقَالَتْ قَدْ حِضْتُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ اقْضِ بَيْنَهُمَا قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَا هُنَا قَالَ اقْضِ بَيْنَهُمَا قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَا هُنَا قَالَ اقْضِ بَيْنَهُمَا قَالَ إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّي جَازَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا فَقَالَ عَلِيٌّ قَالُونُ وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ أَحْسَنْتَ إسناده صحيح

৮৭৯. আমির রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা আলী রা: এর নিকট এলো সে তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করেছে আর তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। মহিলাটি বললো, আমার একমাসে তিনবার হায়েয হয়েছে। তখন আলী কাযী শুরাইহকে বললেন: এদের দু'জনের মাঝে ফায়সালা করে দাও। কাজী শুরাইহ বললেন: ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! আপনিই তো এখানে রয়েছেন।' তিনি আবারও বললেন: 'তুমি তাদের দু'জনের মধ্যে ফায়সালা করে দাও।' তখন তিনি (শুরাইহ) বললেন, যদি এ মহিলার পরিবারের ঘনিষ্ঠ কোনো মহিলা যার দীনদারী ও আমানতদারী গ্রহণযোগ্য, সে যদি দাবী করে যে এ মহিলার মাসে তিনবার হায়েয হয়েছে এবং প্রত্যেক হায়েযের নির্ধারিত মেয়াদ শেষে পবিত্র হয়েছে এবং সালাত আদায় করেছে, তবে তার জন্য এটা (তালাক) বৈধ হয়েছে। তা না হলে (তা বৈধ) নয়। তখন আলী রা: বললেন: 'ক্বালুন'। আর 'ক্বালুন' শব্দটি রোমান ভাষার। যার অর্থ: তুমি সুন্দর (ফায়সালা) করেছো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৩০৯, ১৩১০; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/৩৭২; বাইহাকী ৭/৪১৮-৪১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮০)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ الْحَيْضُ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ أَتَقُولُ بِهَذَا قَالَ لَا سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ شُرَيْحٍ تَقُولُ بِهِ قَالَ لَا وَقَالَ ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ

৮৮০. খালিদ আল হাযযা' থেকে বর্ণিত, ইকরিমাহ রাহি. (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) অর্থ: "তাদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা তা গোপন করবে, যা আল্লাহ তাদের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা বাকারাহ: ২২৮) (এ আয়াত সম্পর্কে) বলেন: (এর অর্থ) হায়েয।

আবু মুহাম্মদ (আব্দুল্লাহ আদ-দারিমী)কে বলা হলো, আপনিও কি তাই বলেন? তিনি বললেন, না। আর আব্দুল্লাহকে শুরাইহ'-এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনিও কি অনুরূপ বলেন? তিনি বললেন, না। তিনি বলেন, একমাসে তিন বার হায়েয হওয়া কিভাবে সম্ভব?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৫/২৩৪; সাঈদ ইবনু মানসূর ও বাইহাকী এটি বর্ণনা করেছেন বলে সুয়ূতী দূররে মানসূর ১/২৭৬ এ উল্লেখ করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ لَيْلًا فِي الْمَحِيضِ وَتَقُولُ إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ إسناده صحيح

৮৮১. আমরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হায়েযের সময় মহিলাদেরকে রাতের বেলায় (রক্তস্রাব) পর্যবেক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন: তা (স্রাব) হলুদ রংয়ের এবং ঘোলা (মেটে) রংয়ের হতে পারে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৩; বাইহাকী ১/৩৩৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَوْلَاةٍ عَمْرَةَ قَالَتْ كَانَتْ عَمْرَةُ تَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ لَا يَغْتَسِلْنَ حَتَّى تَخْرُجَ الْقُطْنَةُ بَيْضَاءَ إسناده ضعيف فيه جهالة

৮৮২. ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ দাসী আমরাহ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমরাহ মহিলাদেরকে গোসল করতে নিষেধ করতেন যতক্ষণ তুলা সাদা বর্ণ অবস্থায় না বের হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে অজ্ঞাতনামা রাবী রয়েছে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৪ এ সনদটি উল্লিখিত সনদের চেয়েও অধিক যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَكُلُّ شَيْءٍ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ دَمٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ سُئِلَ تَأْخُذُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ قَالَ نَعَمْ إسناده صحيح

৮৮৩. সুফিয়ান রাহি. বলেন, হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলিতে ঘোলা (মেটে) ও হলুদ বর্ণের যা-ই নির্গত হোক, তা হায়েয বলে গণ্য হবে। আর হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পরে রক্তবর্ণ, ঘোলা (মেটে) বর্ণ, কিংবা হলুদ বর্ণের কিছু দেখলে সে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা বলে গণ্য হবে।[1] আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি সুফিয়ানের এ মত গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন: হাঁ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮৪)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ صَاحِبَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَكَانَتْ فِي حِجْرِ عَمْرَةَ قَالَتْ أَرْسَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَمْرَةَ بِكُرْسُفَةِ قُطْنٍ فِيهَا كَالصُّفْرَةِ تَسْأَلُهَا هَلْ تَرَى إِذَا لَمْ تَرَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيضَةِ إِلَّا هَذَا أَنْ قَدْ طَهُرَتْ فَقَالَتْ لَا حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا إسناده ضعيف محمد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس

৮৮৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী বাকর থেকে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রী ফাতিমাহ বিনতে মুহাম্মাদ হতে বর্ণনা করেন। আর ফাতিমা আমরাহ'র কোলে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি কুরাইশদের এক মহিলাকে আমরাহ'র নিকট তুলার পুটলি পাঠিয়েছিলাম- যা হলুদ রং ধারণ করেছিল। সে তাকে জিজ্ঞেস করতো: যখন কোনো মহিলা হায়িযের রক্তস্রাব না দেখে কেবল এটা (হলুদ বর্ণ) দেখে, তাহলে কি সে পবিত্র হয়ে গেছে বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন: না, যতক্ষণ সে পুরোপুরি সাদা বর্ণ না দেখবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস, তিনি এটি 'আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। ফাতিমাহ বিনতে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকর স্ত্রী ছিলেন, যিনি আয়িশার

গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন- আমরা যতদূর জানতে পেরেছি। তাখরীজ: বাইহাকী ১/৩৩৬; পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَكُونُ فِي حِجْرِهَا فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَنْكُسُهَا الصُّفْرَةُ الْيَسِيرَةُ فَتَأْمُرُنَا أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ حَتَّى لَا نَرَى إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا

৮৮৫. ফাতিমা আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ফাতিমা) বলেন, আমরা আসমা রা: এর গৃহে প্রতিপালিত হয়েছি। যখন আমাদের কারো হায়েয হতো, এরপর সে পবিত্র হলে গোসল করতো এবং সালাত আদায় করতো। তারপর পুনরায় হালকা হলুদ বর্ণের স্রাব হতো। তখন তিনি (আসমা রা:) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, যতক্ষণ পুরোপুরি সাদা রং না দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত পরিত্যাগ করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক যদিও মুদাল্লিস কিন্তু তিনি এখানে ‘হাদ্দাসানা’ তথা সরাসরি ‘আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন’ বলে উল্লেখ করেছেন, যা তাদলীসের সন্দেহ দূরীভূত করে দেয়। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৪; বাইহাকী ১/৩৩৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ وَالدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ إسناده ضعيف ابن جريج قد عنعن

৮৮৬. ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, আতা রাহি. বলেন: হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলিতে ঘোলা (মেটে) ও হলুদ বর্ণের- যা-ই নির্গত হোক, তা সবই হায়েযের (রক্তস্রাবের) স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ (মুদাল্লিস) ‘আন’আন’ পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: দেখুন, আব্দুর রাযযাক নং ১১৫৮, ইবনু আবী শাইবা ১/৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮৭)

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى

৮৮৭. আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যদি কোন মহিলা রক্তস্রাব দেখে তবে সে সালাত আদায় হতে বিরত থাকবে, যতক্ষণ সে ধবধবে কাপড়ের মতো পুরোপুরি সাদা পবিত্রাবস্থা না দেখবে। অতঃপর সে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, সুলাইমান ইবনু মূসার কারণে। তাখরীজ: বাইহাকী ১/৩৩৬, ৩৩৭; মা'রিফাতুস সুনান ২/১৫৫ নং ২১৮৪ আয়িশার দাসী, আলকামাহ'র মাতা হতে সহীহ সনদে; মালিক ৯৯; আব্দুর রাযযাক নং ১১৫৫৯; দেখুন ফাতহুল বারী ১/৪২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ لَا يَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ وَلَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ شَيْئًا إسناده صحيح

৮৮৮. হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে বর্ণিত, আমির আল আহওয়াল বলেন, হাসান রাহি. হলুদ ও ঘোলা (মেটে) রং (এর স্রাব)কে কিছুই গণ্য করতেন না, আর গোশত ধোয়া পানির মতো (হালকা লালচে রংকেও) নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এ আছারটি (হাদীসটি) আমি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি। দেখুন, সামনের ৮৯৪ (অনুবাদে ৮৯০) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৮৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا إسناده صحيح

৮৮৯. মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, উম্মু আতিয়াহ বলতেন, আমরা হলুদ ও ঘোলা (মেটে) রং (এর স্রাব)কে কোনো কিছুই গণ্য করতাম না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩২৬; আবু দাউদ ৩০৭, ৩০৮; নাসাঈ ৩৬৮; ইবনু মাজাহ ৬৪৭; ইবনু আবী শাইবা ১/৯৩; হাকিম, আল মুসতাদরাক ১/১৭৪, ১৭৫; বাইহাকী ১/৩৩৭; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ২/১৬৭। দেখুন, মা'রিফাতুস সুনান ২/১৫৬; নাইলুল আওতার ১/৩৪৫-৩৪৬ এবং পরবর্তী ৯০০ (অনুবাদের ৮৯৬) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا قَالَ أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ إسناده صحيح

৮৯০. মু'তামির তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, যে মহিলা তার পবিত্রাবস্থার দিনগুলিতে রক্ত দেখতে পায়- তার সম্পর্কে হাসান রাহি. বলেন: আমার মত হলো, সে গোসল করবে ও সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এ শব্দে আর কোথাও পাইনি। তবে ইবনু আবী শাইবা ১/৯৪ এ হাসান হতে বর্ণনা করেন, যখন সে গোসলের পরে কিছু নির্গত হতে দেখবে, তখন সে ভালভাবে কাপড় বেঁধে নেবে, ওযু করবে এবং সালাত আদায় করবে। এর সনদ হাসান।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯১)

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا

৮৯১. ইবনু সীরীন বলেন, হলুদ ও ঘোলা (মেটে) রং (এর স্রাব)কে লোকেরা দোষণীয় কিছু মনে করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদও পূর্বের সনদ একই। (এটিও সহীহ)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৩-৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ تِلْكَ التَّرِيَّةُ تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي إسناده ضعيف

৮৯২. আব্দুল আ'লা হতে বর্ণিত, 'যে মহিলা পবিত্র হওয়ার পর হলুদ রং (এর স্রাব) দেখতে পেল, তার সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ বলেন: এটা যতসামান্য (হলুদ বা ঘোলা রং) মাত্র। ফলে সে তা ধুয়ে ফেলবে এবং ওযু করে সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৩; এর শব্দগুলো হলো: ''এটি কিছুই নয়।'' অর্থাৎ যতসামান্য হলুদ বা মেটে রং মাত্র।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ قَالَ عَبْد اللَّهِ التَّرِيَّةُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ إسناده صحيح

৮৯৩. ইউনুস ও হামীদ হতে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন: গোসলের পরে যতসামান্য স্রাব দেখলেও তা পবিত্রতাবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ; দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ১/৯৪; কিন্তু বাইহাকী যঈফ সনদে হাসান রাহি. হতে বর্ণনা করেছেন: কোনো মহিলা সামান্য স্রাব দেখলে সে সালাত থেকে বিরত থাকবে কেননা, তা হায়েয।' এর সনদ যঈফ। (সুতরাং এটি প্রমাণিত নয়।-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯৪)

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّي إسناده ضعيف حجاج هو: ابن أرطاة وهو ضعيف

৮৯৪. হারিছ হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: যদি কোনো মহিলা গোসলের পরে দু'-একদিন যতসামান্য স্রাব দেখে, তবুও তা পবিত্রতাবস্থা বলে গণ্য হবে। আর সে সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ আবী ইসহাক থেকে কোনো কিছু শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে রয়েছেন। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, নং ১১৬১ অতি লম্বা আকারে, হাসান সনদে; ইবনু আবী শাইবা ১/৯৩ যঈফ সনদে। কিন্তু পরবর্তী হাদীস দেখুন, যা এটাকে শক্তিশালী করে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯৫)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ إسناده صحيح

৮৯৫. কাইস হতে বর্ণিত, আতা রাহি. বলেন: গোসলের পরে যতসামান্য স্রাব দেখলেও তা পবিত্রতাবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৪ এর ভাষা: "সে ওযু করবে এবং সালাত আদায় করবে।" সনদ হাসান । আরও দেখুন, নিচের ৯০৫, ৯০৭ (অনুবাদে ৯০১, ৯০৩) নং হাদীস দু'টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯৬)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا إسناده صحيح

৮৯৬. উম্মু আতিয়্যাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমরা গোসলের পর ঘোলা (মেটে) ও হলুদ রং (এর স্রাব)কে কিছুই গণ্য করতাম না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: হাকিম ১/১৭৪; আবু দাউদ ৩০৭; আর সেটি বুখারীতেও রয়েছে, যা ৮৯৩ (৮৮৯) নং এ গত হয়েছে। সেখানে আমরা পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯৭)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ يَوْمًا ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده صحيح

৮৯৭. ইউনূস রাহি. হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন, যখন হায়িযগ্রস্ত মহিলা গোসলের পরে দু'-একদিন তাজা রক্ত দেখে, তবে সে অবশ্যই একদিন সালাত হতে বিরত থাকবে। আর এরপর (রক্তস্রাব চলতে থাকলে) সে তখন ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা বলে গণ্য হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحِيضِ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً فَرَأَتْ الطُّهْرَ بَيَاضًا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ فَإِنْ رَأَتْ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ فَلَا يَجُوزُ وَهُوَ حَيْضٌ وَسُئِلَ عَبْد اللَّهِ تَقُولُ بِهِ قَالَ نَعَمْ إسناده حسن من أجل الحارث الأعور

৮৯৮. হারিছ হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: যখন কোনো মহিলা হায়েয থেকে পবিত্র হয়, তারপর পবিত্রতার পরে (রক্তস্রাব) দেখে, যা তাকে সন্দেহে নিপতিত করে, এটা জরায়ুতে শয়তানের চলাচলের (বা পদাঘাতের) ফলে সৃষ্ট। ফলে যখন সে এরূপ প্রবাহমান রক্ত, রক্তের ফোঁটা

কিংবা গোশত ধোয়া পানির মতো রং দেখে, তখন সে সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করবে, এরপর সালাত আদায় করবে। আর তা যদি তাজা রক্ত হয় যা গোপন থাকে না, তবে সে যেন সালাত পরিত্যাগ করে।[1]

আবু মুহাম্মদ বলেন: আমি ইয়াযীদ ইবনু হারুন রাহি. কে বলতে শুনেছি, যদি কোনো মহিলার (হায়েযের) সাতদিন অতিক্রান্ত হয়, আর সে পবিত্র অবস্থার সাদা রং দেখে, ফলে সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, অতঃপর সে দশদিনের মধ্যেই আবার রক্ত দেখে, তবে তার বিবাহ বৈধ ও সঠিক হবে। আর যদি সে সাত দিনের কমে নিজেকে পবিত্র অবস্থায় দেখে, ফলে সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এরপর রক্তস্রাব দেখে, তবে তা (তার বিবাহ) বৈধ হবে না, কারণ এটা হায়েয। আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো: আপনিও কি একথা বলেন? তিনি বললেন: হাঁ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, হারিছ আল আউর এর কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৩ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৮৯৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَرَى كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً أَوْ تَرَى الْقَطْرَةَ أَوْ الْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَلَا يَضُرُّهَا شَيْءٌ إسناده ضعيف شريك متأخر السماع من أبي إسحاق

৮৯৯. হারিছ হতে বর্ণিত, যে মহিলার ছয় দিন কিংবা সাত দিন হায়েয হয়, অতঃপর সে ঘোলা বর্ণ কিংবা হলুদ বর্ণের স্রাব অথবা দু'-এক ফোঁটা রক্ত দেখতে পায়, আলী রা: এ ধরনের মহিলা সম্পর্কে বলেন: এমতাবস্থায় সেটি অকার্যকর; তা তার (পবিত্রাবস্থার) কোনো ক্ষতি করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। শারীক আবী ইসহাক থেকে কোনো কিছু শ্রবণ করা থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তাখরীজ: দেখুন, বিগত ৮৯৮ (অনুবাদে ৮৯৪) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنْ الْحَيْضِ فَتَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ تَوَضَّأُ وَتَنْضَحُ إسناده حسن من أجل شريك

৯০০. আব্দুল কারীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আতা'কে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার হায়েয হতে পবিত্রতার গোসল করে, অতঃপর হলুদ বর্ণের স্রাব দেখতে পায়, (সে কি করবে)? তিনি বললেন, সে ওযু করবে এবং পানি ছিটিয়ে দেবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, শারীক এর কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৪; আরও দেখুন, আব্দুর রাযযাক নং ১১৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০১)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قُرُوئِهَا ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْأُولَى نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَخَّرَتْ الظُّهْرَ وَعَجَّلَتْ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ فَإِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَخَّرَتْ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَتْ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِنْ كَانَ دَمًا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ الْغَدَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْأَقْرَاءُ عِنْدِي الْحَيْضُ إسناده صحيح

৯০১. আব্দুল মালিক হতে বর্ণিত, আতা রাহি. ইসতিহাযাহগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন: সে তার হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলিতে সালাত পরিত্যাগ করবে; তবে এতে দু'একদিন (কম-বেশি) হতে পারে। তারপর সে গোসল করবে। এটি যদি (হায়েযের) প্রথম দিকে হয়, তবে সে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। যদি সে সামান্য কোনো (হলুদ বা মেটে রং এর) স্রাব দেখতে পায়, তবে ওযু করবে এবং সালাত আদায় করবে। আর যদি সে রক্ত দেখতে পায়, তবে যোহরকে পিছিয়ে এবং আসর সালাতকে (এর প্রথম সময়ে) এগিয়ে নিবে। এরপর এ দু'টি সালাতকে এক গোসলে (একত্রিত করে) আদায় করবে। যদি এরপর রক্ত দেখে, মাগরিবকে পিছিয়ে দেবে এবং ঈশা'র সালাতকে এগিয়ে নিবে তারপর এ দু'টি সালাত এক গোসলে (একত্রিত করে) আদায় করবে। এরপর যদি ফজর উদিত হয়, সে পুনরায় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, যদি সামান্য স্রাব লক্ষ্য করে তবে ওযু করে সালাত আদায় করবে, আর যদি রক্ত দেখে, তবে গোসল করে ফজরের সালাত আদায় করবে। এভাবে প্রতি দিনে রাতে সে তিনবার (গোসল) করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, নং ১১৬১ হাসান সনদে; নং ১১৭১ এ অপর একটি যঈফ সনদে। আরও দেখুন, বিগত ৮৯৯ (অনুবাদে ৮৯৫) নং ও পরবর্তী ৯০৭ (অনুবাদে ৯০৩) নং হাদীস দু'টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০২)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ وَاعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا شَيْئًا كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ إسناده صحيح

৯০২. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রমযান মাসে) ই'তিকাফ করলেন, তার কোনো স্ত্রীও তাঁর সাথে ই'তিকাফ করেছিলেন। আর তিনি ছিলেন ইসতিহাযাগ্রস্ত। ফলে তিনি রক্ত দেখতে পেতেন। তিনি রক্তস্রাবের কারণে প্রায়ই তার নিচে একটি পাত্র বসিয়ে রাখতেন এবং তার (বর্ণনাকারী ইকরিমার) ধারণা, আয়িশা রা: হলুদ রংয়ের পানি দেখে বললেন: এ তো সেই বস্তু যা অমুক (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো স্ত্রী') দেখতে পেয়েছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী, ৩০৯, ৩১০; আহমাদ ৬/১৩১; আবু দাউদ ২৪৭৬; ইবনু মাজাহ ১৭৮০; বাইহাকী ১/৩২৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنْ الْمَحِيضِ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ تَوَضَّأُ

৯০৩. হাজ্জাজ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আতা' রাহি. কে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে হায়েয থেকে পবিত্র হয়, অতঃপর হলুদ রং (এর স্রাব) দেখতে পায়। তিনি বলেন, সে ওযু করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কারণ হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ যঈফ। তাখরীজ: দেখুন, বিগত ৮৯৯, ৯০৫ (অনুবাদে ৮৯৬, ৯০১) হাদীস দু'টি। আবু দাউদ বলেন: 'এটি বর্ণিত হয়েছে সাঈদ ইবনু জুবাইর, আলী, ইবনু আব্বাস... ও আয়িশা রা: থেকে যে, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা তার হায়েযের

নির্ধারিত দিনগুলিতে সালাত পরিত্যাগ করবে। এটি হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, আতা, মাকহুল, ইবরাহীম, সালিম ও কাসিম রাহি. এরও মত।’

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০৪)

قَالَ أَبُو مُحَمَّد قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَزَادَتْ حَيْضَتُهَا قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

৯০৪. আবু মুহাম্মদ (দারিমী) বলেন: আমি যাইদ ইবনু ইয়াহইয়ার নিকট মালিক ইবনু আনাস থেকে (এ হাদীসটি) পাঠ করলাম যে, তিনি বলেছেন: আমি এমন মহিলা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যার সাত দিন যাবত হায়েয হলো, এরপর তা আরো বৃদ্ধি পেলো। তিনি বলেন: সে তিনদিনেই পবিত্র হয়ে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি।-অনুবাদক) দেখুন, আত তামহীদ ১৬/৭৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ إسناده صحيح إلى الحسن

৯০৫. হিশাম হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন, কোনো মহিলা সালাতের ওয়াক্তে হায়েয হতে পবিত্র হলো, আর সে তখনও গোসল করেনি, যদিও সে গোসল করতে সক্ষম ছিল, সে এ সালাতের কাযা’ আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৩৭ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ إسناده صحيح

৯০৬. আমর হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন, যদি কোনো মহিলা দু'রাকাত সালাত আদায় করার পর তার হায়েয শুরু হয়ে যায়, তবে পবিত্র হয়ে সে সেই সালাতের কাযা আদায় করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আমর ইবনু উবাইদ মু'তাযিলীকে অনেকেই যঈফ বলেছেন। কেউ কেউ হাসান হতে তার বর্ণনাকে 'মিথ্যা হাদীস' আখ্যা দিয়েছেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৩৯ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ أَبُو سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ إسناده صحيح

৯০৭. মা'মার থেকে বর্ণিত। তিনি কাতাদা থেকে....[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** কাতাদার হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১২৮৮; এটি সুফিয়ান সাওরীরও মত। দেখুন, ৯১৭ (অনুবাদে ৯১৩) নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০৮)

قَالَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتُؤَخِّرُ غُسْلَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَا تَقْضِي الظُّهْرَ

৯০৮. (তার দারিমীর উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনু ঈসার সূত্রে) হাজ্জাজ থেকে বর্ণিত, যে মহিলা যুহর সালাতের সময় (হায়েয হতে) পবিত্র হয়, কিন্তু সে গোসলকে পিছিয়ে দেয়, এমনকি আসরের ওয়াক্ত চলে আসে- এমন মহিলা সম্পর্কে আতা (ও কাতাদা) উভয়ে বলেন: তাকে যুহর সালাতের কাযা আদায় করতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আতার হাদীসের এ সনদে হাজ্জাজ বিন আরতাহ রয়েছে, তিনি যঈফ। কিন্তু আছার (হাদীস)টি সহীহ, পূর্বের হাদীস দ্বারা। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯০৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ

৯০৯. ইউনুস বর্ণনা করেন, তিনি হাসান থেকে....[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৩৭; আব্দুর রাযযাক নং ১২৮৬ সহীহ সনদে। ৯১৬ (অনুবাদে ৯১২) নং হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১০)

وَمُغِيرَةُ عَنْ عَامِرٍ

৯১০. এবং মুগীরাহ বর্ণনা করেন, তিনি আমির হতে .....[1]

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১১)

وَعُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ قَالُوا تُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ إسناده صحيح

৯১১. উবাইদাহ ইবরাহীম হতে বর্ণিত, যে মহিলা সালাত আদায়ের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, এমনকি তার হায়েয শুরু হয়ে যায়, তার সম্পর্কে ইবরাহীম বলেন: (হায়েযমুক্ত হওয়ার পর) সে (কাযা হিসেবে) এ সালাত পুনরায় আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদটিও আগের সনদগুলোর সাথে ধারাবাহিক

সূত্রে বর্ণিত (অর্থ: উপরের তিনটি হাদীসেরই শেষের দিকের রাবী একই-অনুবাদক)। আর আগেরগুলির মতোই এটির সনদও সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৩৯ যঈফ সনদে; আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১২)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَيُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ قَالَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ

৯১২. হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান ও ইউনুস থেকে বর্ণিত, সালাতের সময় হওয়ার পর যে মহিলা তা আদায়ে শৈথিল্য করতে থাকে, এমনকি তার হায়েয এসে যায়-এমন মহিলা সম্পর্কে হাসান রাহি. হতে তারা উভয়ে বর্ণনা করেন: যখন সে পবিত্রতার গোসল করবে, তখন সে এ সালাতের কাযা আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৯১৩ (অনুবাদে ৯০৯) নং এ গত হয়েছে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১৩)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا إِذَا ضَيَّعَتْ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِذَا طَهُرَتْ

৯১৩. হিশাম থেকে বর্ণিত, হাসান ও কাতাদা উভয়ে বলেন: যখন কোনো মহিলা সালাতকে নষ্ট করে (অলসতা করে সালাতের ওয়াক্তে তা আদায় না করে), এমনকি তার হায়েয এসে যায়, তবে পবিত্র হওয়ার পর তার উপর এ সালাতের কাযা আদায় করা জরুরী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: হাসানের হাদীসটি গত হয়েছে ৯১৩, ৯১৬ (অনুবাদে ৯০৯, ৯১২) নং এ। আর কাতাদার হাদীসটিও গত হয়েছে ৯১১ (অনুবাদে ৯০৭) নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ إسناده صحيح

৯১৪. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, শা'বী বলেন: যখন কোনো মহিলা (সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার পর সালাত আদায়ে) শৈথিল্য প্রদর্শন করতে থাকে, এরপর তার হায়েয এসে যায়, তবে (পবিত্র হওয়ার পর) তাকে তা কাযা আদায় করতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৯১৪ (অনুবাদে ৯১০) নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১৫)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ قَاضِي مَرْوٍ وَأَبُو يُوسُفَ شَيْخٌ مَكِّيٌّ إسناده جيد

৯১৪. আবী ইউসুফ হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. বলেন, সালাতের ওয়াক্তের মধ্যে যদি কোনো মহিলার হায়েযে এসে যায়, তবে তার উপর সেই সালাতের কাযা আদায় করা ওয়াযিব নয়।[1] আবু মুহাম্মদ বলেন: ইয়া'কুব হলেন কা'কা'র ছেলে কাযী হাদীস বর্ণনাকারী। আর আবু ইউসুফ হচ্ছেন মক্কার শাইখ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: এটি আমি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১৬)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ وَقَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ إسناده صحيح

৯১৬. হাজ্জাজ ও কায়িস হতে বর্ণিত, আতা রাহি. বলেন, যদি কোন মহিলা মাগরিবের পূর্বে (হায়েয হতে) পবিত্রতা লাভ করে, তবে সে যুহর ও আসরের সালাত আদায় করবে। আর যদি ফজরের সালাতের পূর্বে পবিত্র হয়, তবে সে মাগরিব ও ঈশার সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। যদিও হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ যঈফ, কিন্তু তার অনুসরণে কায়িস বর্ণনা করেছেন, যিনি নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ২/৩৩৬, ৩৩৭; সামনের ৯২৪ (অনুবাদে ৯২০) নং হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১৭)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد

৯১৭. আলী ইবনু যাইদ হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব থেকেও অনুরূপ (বর্ণিত আছে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আলী ইবনু যাইদ যঈফ হওয়ার কারণে। তবে এর পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে, তা একে শক্তিশালী করে। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও এ সনদে পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إسناده ضعيف

৯১৮. মুক্বসিম হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতেও অনুরূপ (বর্ণিত আছে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ২/৩৩৭ যঈফ সনদে; তবে এটি সহীহ সনদে ৮৩১ (অনুবাদে ৮২৭) নং এ গত হয়েছে। দেখুন, সামনে ৯৪০ (অনুবাদে ৯৩৬) নং ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯১৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْحَائِضِ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا إسناده صحيح

৯১৯. ইউনুস থেকে বর্ণিত, হাসান রহি. বলেন, হায়েযগ্রস্ত মহিলা যে ওয়াক্তে (হায়েয হতে) পবিত্রতা লাভ করবে, সেই ওয়াক্তের সালাত সে আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২৮৬ সহীহ সনদে, যে, যদি আসরের ওয়াক্তে পবিত্র হয়, তবে সে আসরের সালাত আদায় করবে, যুহর আদায় করবে না।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا إِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ إسناده صحيح

৯২০. আবু নাজিহ হতে বর্ণিত, আতা', তাউস ও মুজাহিদ বলেন, যখন হায়েযগ্রস্ত মহিলা ফজরের পূর্বে পবিত্রতা লাভ করবে, সে মাগরিব ও ঈশা'র সালাত আদায় করবে। আর যদি সূর্য ডোবার পূর্বে পবিত্র হয়, তবে যুহর ও আসরের সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৩৭ সহীহ সনদে; আব্দুর রাযযাক নং ১২৮১, আতা ও মা'মার ইবনু তাউস হতে, তিনি তার পিতা তাউস হতে; আতার হাদীসটির সনদ যঈফ, কিন্তু তাউসের হাদীসটির সনদ সহীহ। ইবনু আবী শাইবাতে বিভিন্ন সনদে এটি বর্ণিত। আবার আতার হাদীসটি ৯২০ (অনুবাদে ৯১৬) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ آخِرَ النَّهَارِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَإِذَا طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ إسناده صحيح

৯২১. মানসূর হতে বর্ণিত, হাকাম রাহি. হায়েযগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন: দিনের শেষভাগে যদি সে পবিত্রাবস্থা লক্ষ্য করে, তবে সে যুহর ও আসর সালাত আদায় করবে। আর সে যদি রাতের শেষভাবে পবিত্রতা লাভ করে, তবে মাগরিব ও ঈশা' সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২৮২; ইবনু আবী শাইবা ২/৩৩৭ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ إسناده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن أبي سليم

৯২২. লাইছ হতে বর্ণিত, তাউস রাহি. হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, লাইছ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৩৭; দেখুন, আব্দুর রাযযাক নং ১২৮২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ إِذَا طَهُرَتْ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

৯২৩. শু'বাহ হতে বর্ণিত, মুগীরাহ বলেন, ইবরাহীম রাহি. বলতেন: যদি আসরের সময় সে (হায়েযগ্রস্ত মহিলা) পবিত্রতা লাভ করে, তবে সে যুহর এবং আসরের সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৩৬-৩৩৭ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ حَمَّادًا قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ إسناده صحيح

৯২৪. আবু যাইদ বর্ণনা করেন, শু'বাহ বলেন, আমি হাম্মাদকে প্রশ্ন করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন: যখন সে (হায়েযগ্রস্ত মহিলা) সালাতের ওয়াক্তের মধ্যে পবিত্রতা লাভ করবে, তখন সে (সেই সালাত) আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২৫)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا إسناده صحيح

৯২৫. ইউনুস ও হামীদ হাসান রাহি. হতে, তিনি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: 'যখন সে (হায়েযগ্রস্ত মহিলা) সালাতের ওয়াক্তের মধ্যে পবিত্রতা লাভ করবে, তখন সে সেই সালাত আদায় করবে। আর এ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত সে আদায় করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাসান আনাস রা: হতে শ্রবণ করেছেন, ফলে এ সনদে কোনো ইনকিতা' নেই। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২৬)

قَالَ أَبُو مُحَمَّد قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ قَالَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّي الظُّهْرَ وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ سُئِلَ عَبْد اللَّهِ تَأْخُذُ بِهِ قَالَ لَا إسناده صحيح

৯২৬. আবু মুহাম্মদ (দারিমী) বলেন: আমি যাইদ ইবনু ইয়াহইয়ার নিকট মালিক থেকে (এ হাদীসটি) পাঠ করলাম, তিনি বললেন: আমি এমন মহিলা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আসরের পরে

পবিত্র হলো। তিনি বললেন: সে যুহর ও আসরের সালাত আদায় করবে। আমি বললাম: যদি সূর্যাস্তের নিকটবর্তী সময়ে সে পবিত্রতা লাভ করে? তিনি বললেন, সে আসরের সালাত আদায় করবে, তবে তাকে যুহর সালাত আদায় করতে হবে না। আর যদি সে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র না হয়, তবে তাকে কিছুই করতে হবে না।[1] আব্দুল্লাহ (দারিমী)কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কি এমত গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন: না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ إِنِّي قَدْ اسْتُحِضْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَالَ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا نَجِدُ لَهَا غَيْرَ مَا قَالَ عَلِيٌّ إسناده صحيح

৯২৭. সাঈদ্ ইবনু জুবাইর হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: একদা তাঁর নিকট এক মহিলা লিখে পাঠাল: ‘এত এত সময় পর্যন্ত আমার ইসতিহাযা হয়েছে। তারপর আমার নিকট এ খবর পৌঁছল যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: সে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করবে।’ (একথা শুনে) ইবনু আব্বাস বললেন: আলী যা বলেছেন, তা ব্যতীত তার ব্যাপারে আমরা অন্য কিছু জানতে পারিনি।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১১৭৩, ১১৭৮; ইবনু আবী শাইবা ১/১২৭ সহীহ সনদে; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ১/৯৯-১০০, ১০১ সহীহ সনদে; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ২/২১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَوْ عِكْرِمَةُ قَالَ كَانَتْ زَيْنَبُ تَعْتَكِفُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تُرِيقُ الدَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إسناده منقطع

৯২৮. ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর থেকে বর্ণিত, আবু সালামাহ কিংবা ইকরিমাহ বলেন, যায়নাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ই'তিকাফ করছিলেন, এমতাবস্থায় তার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন তিনি তাকে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। তাখরীজ: বাইহাকী ১/৩৫১। এখানে আবু সালামাহ 'ও' ইকরিমাহ রয়েছে; আব্দুর রাযযাক নং ১১৭ (এ নম্বরটি ভুল, আসলে এটি ১১৭৫, যা প্রিন্টিংয়ে ১১৭ হয়ে গেছে হয়তো। আর এখানে যায়নাব' এর পরিবর্তে 'উম্মু সালামাহ'র কথা রয়েছে। আর মুহাক্কিক্বের টীকার বর্ণনানুযায়ী হাদীসটি ১১৭৭ নং যাতে আবী সালামাহ'র মতামত উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে যায়নাবের ই'তিকাফ বা ইসতিহাযাগ্রস্ত হওয়ার কোনো উল্লেখ নেই ।- অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯২৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إسناده منقطع

৯২৯. ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর থেকে বর্ণিত, আলি ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ে বলেন: 'ইসতিহাযাগ্রস্ত নারী প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করবে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২৭ আলী ও ইবনু আব্বাস রা: হতে... মুনকাতি' সনদে; অপর সনদে ১/১২৭ আলী ও ইবনু আব্বাস রা: থেকে... এটিও 'ইনকিতা'র কারণে যঈফ। আর আলী রা: এর হাদীসটি ৯০২ (অনুবাদে ৮৯৮) নং এ গত হয়েছে। আর ইবনু মাসউদ রা: এর হাদীসটি আমি কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ تَغْتَسِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَمَكْحُولٌ يَقُولَانِ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إسناده صحيح

৯৩০. আওযাঈ বলেন, আমি আতা' ইবনু আবী রাবাহ রাহি. কে বলতে শুনেছি, 'সে (ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা) প্রতি দু' সালাতের জন্য একবার করে গোসল করবে। আর ফজরের সালাতের জন্য একবার

গোসল করবে।[1] আওযাঈ আরও বলেন, যুহরী ও মাকহুল উভয়ে বলতেন: প্রত্যেক সালাতের সময় সে গোসল করবে।’

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৮৩১, ৮৩৩, ৯২০ (অনুবাদে ৮২৭, ৮২৯, ৯১৬) নং এ। আরও দেখুন, আব্দুর রাযযাক নং ১১৭১ দীর্ঘাকারে (যঈফ সনদে)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَ وَهْبٌ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ وَأَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَاكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ

৯৩১. আবু সালামাহ থেকে বর্ণিত, উম্মু হাবীবাহ বিনতে জাহশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা’র রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি তাকে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করতে এবং সালাত আদায় করতে আদেশ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। (তবে হাদীসটি সহীহ যা আবু দাউদ অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন; এছাড়া এর শাহিদ হাদীস সহীহ সনদে আয়েশা রা: হতে গত হয়েছে। দেখুন ৭৯৮-৮০৬ নং হাদীসগুলি।-অনুবাদক) তাখরীজ: বাইহাকী ১/৩৫১। আবু দাউদ ২৯৩, অপর সনদে মহিলার নামোল্লেখ ছাড়াই উম্মু সালামাহ হতে বর্ণনা করেছেন যার সনদ সহীহ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ كَتَبَتْ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ وَإِنِّي أُذَكِّرُكُمَا اللَّهَ إِلَّا أَفْتَيْتُمَانِي وَإِنِّي سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَرَأْتُ وَكَتَبْتُ الْجَوَابَ بِيَدِي مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ فَقِيلَ إِنَّ الْكُوفَةَ أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَقَالَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَابْتَلَاهَا بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ إسناده صحيح

৯৩২. আবু বাশার বলেন, আমি সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. কে বলতে শুনেছি, এক মহিলা ইবনু আব্বাস ও ইবনু যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র নিকট লিখে পাঠালেন: আমি ইসতিহাযায় আক্রান্ত হয়েছি, ফলে আমি কখনো পবিত্র হই না। আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি (আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি) যে, আপনারা উভয়ে আমাকে ফতোয়া দিবেন। আর আমি আপনাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছি।' তখন তারা (লোকেরা) বলল, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন: সে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করবে।' আমি (বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু জুবাইর) একথা (ইবনু আব্বাসের নিকট) উল্লেখ করলাম। আর আমি নিজের হাতে উত্তর লিখে দিলাম আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যা বলেছেন, তা ব্যতীত তার জন্য আর কিছুই আমি পেলাম না। তখন তাকে বলা হলো, কুফা' হলো শীতল ঠাণ্ডা এলাকা। তখন তিনি বললেন: আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তবে একে এর চেয়েও কঠিন পরীক্ষায় ফেলবেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১১৭৩,১১৭৯; অপর সনদে তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১০০ সনদ সহীহ। দ্রষ্টব্য: ইবনু জুবাইরের মুরসালটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক, আর তাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইরের মুরসালসমূহ বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩৩)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ أَرْضَهَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَقَالَ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ غُسْلًا وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ غُسْلًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا إسناده صحيح

৯৩৩. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলা হলো: সে মহিলার দেশ (কুফা) খুব ঠাণ্ডার দেশ। তখন তিনি বললেন: সে যুহর সালাতকে পিছিয়ে দেবে এবং আসর সালাতকে আগে আগে আদায় করবে, আর (এ দু'টি সালাতের জন্য) একবার গোসল করবে; অনুরূপভাবে মাগরিবকে পিছিয়ে দেবে এবং ঈশাকে আগে আগে আদায় করবে, আর (এ দু'টি সালাতের জন্য) আরেকবার গোসল করবে। আর ফজর সালাতের জন্য একবার গোসল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১০১-১০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩৪)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ مِرْكَنِهَا وَإِنَّهُ لَعَالِيهِ الدَّمُ فَتُصَلِّي إسناده صحيح

৯৩৪. যায়নাব বিনতে উম্ম সালামাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহশের কন্যা যিনি আব্দুর রহমান ইবনু আউফের স্ত্রী ছিলেন, তিনি ইসতিহাযাগ্রস্ত ছিলেন। ফলে তিনি (যে পানিভরা পাত্রে বসে থাকতেন, সেই) পাত্র হতে যখন উঠে আসতেন, তখন পাত্রের উপরিভাগ পর্যন্ত রক্তে লাল হয়ে যেতো। এমতাবস্থায়ই তিনি সালাত আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২৮ ...। আরও দেখুন, উসদুল গাবাহ ৭/৬৯-৭১, ৩১৪-৩১৫; আল ইসাবাহ ১২/১৯১-১৯২, ২৮২-২৮৩, ১৩/১৯২; ইসতিযকার ৩/২২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩৫)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَيَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولَانِ تُفْرِدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اغْتِسَالَةً قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَبَلَغَنِي عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلُ ذَلِكَ إسناده صحيح

৯৩৫. আওযাঈ বলেন, আমি যুহরী ও ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীরকে বলতে শুনেছি, তারা উভয়ে বলেন: "সে প্রত্যেক সালাতের জন্য এককভাবে গোসল করবে।" আওযাঈ বলেন: মাকহুল থেকে এটার অনুরূপ বক্তব্য আমার নিকট পৌছেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। মাকহুল হতে আওযাঈ'র বর্ণনাটি যঈফ। আর পূর্বে বর্ণিত, আয়িশা রা: এর হাদীস দেখুন নং ৭৯৫ (অনুবাদে ৭৯১)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩৬)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ اغْتِسَالَةٌ وَتُفْرِدُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ اغْتِسَالَةً

৯৩৬. আতা রাহি. হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন: প্রতি দু'সালাতের জন্য একবার গোসল করবে এবং ফজর সালাতের জন্য এককভাবে গোসল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৮৩১, ৯২২ (অনুবাদে ৮২৭, ৯১৮) নং এ গত হয়েছে। আরও দেখুন, সুনানে বাইহাকী ১/৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩৭)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ عَلَيْكِ بِالْمَاءِ فَانْضَحِيهِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الدَّمَ عَنْكِ إسناده صحيح

৯৩৭. হাম্মাদ আল কুফী থেকে বর্ণিত, এক মহিলা ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করল। সে বললো, আমি ইসতিহাযায় আক্রান্ত। তখন তিনি বললেন: তোমার উপর পানি ব্যবহার ওয়াজিব। তুমি পানি ছিটিয়ে দেবে। ফলে পানি তোমার (শরীর) থেকে রক্ত মুছে দেবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি। -অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩৮)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي ارْتِيبَ بِهَا تَرَبَّصُ سَنَةً فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إسناده حسن

৯৩৮. ইউনুস থেকে বর্ণিত, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, যে তার ব্যাপারে সন্দিহান, তার সম্পর্কে হাসান রাহি. বলেন, সে এক বছর সময় প্রতীক্ষা করবে। এরপর যদি তার হায়েয হয়, (তবে তার ইদ্দত শেষ

হবে), তা না হলে একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরও তিনমাস অপেক্ষা করবে। এরপর যদি তার হায়েয হয়, তবে তার ইদ্দত শেষ হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: দেখুন, আব্দুর রাযযাক ১১০৯৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৩৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ عِدَّتُهَا سَنَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ إسناده صحيح

৯৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ বলেন, মালিককে ‘ইসতিহাযাগ্রস্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলা’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইবনু শিহাব হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন: ‘সেই মহিলার ইদ্দতকাল একবছর।’[1] আবু মুহাম্মদ বলেন: এটি মালিকের মত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, তালাক অধ্যায় ৭১; ইবনু আবী শাইবা ৫/১৫৮; এটি সামনে ৯৪৮ (অনুবাদে ৯৪৪) নং এ আসছে। আব্দুর রাযযাক নং ১১১২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪০)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ شَابَّةٌ فَتَرْتَفِعُ حِيضَتُهَا مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ تَحَيَّضُ وَقَالَ طَاوُسٌ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إسناده صحيح

৯৪০. আমর ইবনু দীনার বলেন, জাবির ইবনু যাইদ রাহি. কে ‘তালাকপ্রাপ্তা যুবতী নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো বার্ধক্য ছাড়াই যার হায়েয বন্ধ হয়ে হয়ে আছে। তিনি বলেন: হায়িয বন্ধ থাকা অবস্থা থেকে তার হায়েয হওয়া (-ই তার ইদ্দতকাল)। আর তাউস বলেন: (তার ইদ্দতকাল) তিনমাস।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি জাবিরের হাদীসটি আর কোথাও পাইনি। আর তাওসের বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাযযাক নং ১১১২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪১)

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَارْتَابَتْ اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ الرِّيبَةِ إسناده صحيح

৯৪১. মা'মার হতে বর্ণিত, যুহরী রাহি. বলেন: যদি কোনো লোক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তারপর তার একবার বা দু'বার হায়েয অতিক্রান্ত হয়, এরপর তার হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, আর যদি তা বার্ধক্যজনিত কারণে হয়, তবে সে তিনমাস ইদ্দত গণনা করবে। আর যদি সে যুবতী হয় এবং হায়েযশুন্য অবস্থা হয়ে থাকে (তার ধারণা হয় যে তার হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে), সে হায়েয শুন্য হওয়ার পর থেকে একবছর ইদ্দত গণনা করবে।[1]

[1] তাহক্বীক্ব এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১১০৯৭; তাবারী ২৮/১৪০-১৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪২)

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ فَتَحِيضُ فِي شَهْرٍ مَرَّةً وَفِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إسناده صحيح

৯৪২. কাতাদা থেকে বর্ণিত, ইকরিমাহ বলেন: যে মহিলার হায়েয সুনির্ধারিত (নিয়মিত) নয়, কোনো মাসে একবার হয়, আবার কোনো মাসে দু'বারও হয়, তার ইদ্দতকাল তিনমাস।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আব্দুর রাযযাক নং ১১১২৩ সহীহ সনদে; তাবারী ২৮/১৪১; ইবনু আবী শাইবা ৫/১৫৮-১৫৯ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪৩)

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ إسناده صحيح

৯৪৩. হিশাম থেকে বর্ণিত, হাম্মাদ রাহি. বলেন, ‘কুরূ’সমূহের (হায়েয) দ্বারা সে ইদ্দত গণনা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ৫/১৫৮, এখানে এর শাহিদ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪৪)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ أثر صحيح

৯৪৪. ইবনু শিহাব (যুহুরী) হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহি. বলেন: ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর ইদ্দতকাল এক বছর।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৯৪৩ (অনুবাদে ৯৩৯) নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪৫)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ إسناده ضعيف فيه هشيم وقد عنعن

৯৪৫. (ইসহাক ইবনু ঈসার সূত্রে) ইউনুস হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন: ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা ‘কুরূ’সমূহের (হায়েযের) দ্বারা তার ইদ্দত গণনা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এ সনদে হুশাইম রয়েছে, যে এটি

‘আন‘আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন (আর তিনি মুদাল্লিস)। তাখরীজ: একাধিক সনদে ইবনু আবী শাইবা ৫/১৫৮ সহীহ এবং অপর একটি হাসান সনদে। এটি সম্মুখে আসছে ৯৫১ (৯৪৭) নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪৬)

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ بِالْأَقْرَاءِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ هُوَ الْحَيْضُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَأَنَا أَقُولُ هُوَ الْحَيْضُ إسناده صحيح

৯৪৬. মা’মার হতে বর্ণিত, যুহরী রাহি. বলেন: ‘কুরূ’সমূহের (হায়েয) দ্বারা (সে ইদ্দত গণনা করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৫/১২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ إسناده صحيح

৯৪৭. (মুসা ইবনু খালিদ সূত্রে) ইউনুস থেকে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন: ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা ‘কুরূ’সমূহের (হায়েযের) দ্বারা তার ইদ্দত গণনা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪৮)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ شَابَّةٌ تَحِيضُ فَانْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيضُ حِينَ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَرَ دَمًا كَمْ تَعْتَدُّ قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

৯৪৮. আওযাঈ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো লোক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর তার স্ত্রী হায়েযসম্পন্না যুবতী নারী। কিন্তু তালাক দেওয়ার পর থেকে তার হায়েয বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সে আর রক্ত দেখতে পায়নি। -এ ধরণের নারী সম্পর্কে আমি যুহরী রাহি. কে জিজ্ঞেস করলাম, সে কতদিন ইদ্দত গণনা করবে? জবাবে তিনি বললেন: তিন মাস।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যিদ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৪৯)

قَالَ وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا كَمْ تَرَبَّصُ قَالَ عِدَّتُهَا سَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ ثُمَّ تَمْكُثُ السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى تَسْتَعْجِلُ إِلَيْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ أُخْرَى كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَتْ حِيضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ

৯৪৯. তিনি (আওযাঈ) বলেন, আমি যুহরী রাহি. কে আরও জিজ্ঞেস করলাম, কোনো লোক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, এরপর তার দু'বার হায়েয হয়। তারপর তার হায়েয বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে কতদিন অপেক্ষা করবে? তিনি বলেন: 'তার ইদ্দত এক বছর।'[1]
তিনি (আওযাঈ) বলেন, কোনো লোক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, যার হায়েয হয়। সে মহিলা তিনমাস অপেক্ষা করা (তার হায়েয বন্ধ থাকা)-এর পর তার আরেকবার হায়েয হয়। তারপর তার হায়েয আসতে দেরি হয়। তারপর সে সাত-আট মাস অপেক্ষা করে। তারপর (এভাবে) তার একবার তাড়াতাড়ি হায়েয হয়, আরেকবার দেরিতে হায়েয হতে থাকে। এমন স্ত্রীলোক সম্পর্কে আমি যুহরী রাহি. কে জিজ্ঞেস করলাম: এমতাবস্থায়, সে কতদিন হায়েয গণনা করবে? তিনি বলেন: যদি তার হায়েয তার নির্ধারিত সময় হতে বিভিন্ন রকম হয়, তবে তার ইদ্দত এক বছর।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আগের হাদীসের সনদ একই তথা জাইয়্যিদ। তাখরীজ: দেখুন, বিগত ৯৪১ (অনুবাদে ৯৩৭) নং হাদীসটি। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটিও আগের হাদীসের সনদই। আর সেটি জাইয়্যিদ (উত্তম)। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫০)

قُلْتُ وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَمْ تَعْتَدُّ قَالَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةٌ هِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِنَّا نُرَى أَنْ تَعْتَدَّ أَقْرَاءَهَا

৯৫০. (আওযাঈ বলেন) আমি বললাম: যদি এমন মহিলাকে তালাক দেয়া হয়, যার প্রতি বছরে মাত্র একবার করে হায়েয হয়, তবে সে কিভাবে ইদ্দত গণনা করবে? তিনি বললেন: যদি তার হায়েয হয়, আর তার হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলি (কুরূ'সমূহ) জানা থাকে, তবে সেটাই তার হায়েযের নির্ধারিত দিন (কুরূ') হিসেবে ধরতে হবে। আর আমার মতে, সে তার কুরূ'সমূহ (হায়েয) অনুযায়ী ইদ্দত গণনা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদও আগের সনদটিই। ফলে এটিও জাইয়্যেদ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোন তাখরীজ করেননি।-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ لَمْ تَبْلُغْ الْمَحِيضَ وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا بِكَمْ يَسْتَبْرِئُهَا قَالَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

৯৫১. আওযাঈ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী রাহি. কে একটি লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে একটি দাসী ক্রয় করলো যে এখনো হায়েযে উপনীত হয়নি আর গর্ভধারণের মতো (বয়সও তার) হয়নি। এমতাবস্থায় সেই লোকটি কতদিন তার থেকে সম্পর্কহীন থাকবে? তিনি বললেন: তিন মাস।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি সামনে ১২১৭ নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫২)

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا

৯৫২. এবং ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর বলেন, পঁয়তাল্লিশ দিন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আগের হাদীসটির সনদই এ সনদ। (তথা সহীহ।) তাখরীজ: এটি সামনে ১২১৮ নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي

৯৫৩. সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. থেকে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন, সে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২৭ আলী ও ইবনু আব্বাস হতে... মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫৪)

وَقَالَ حَمَّادٌ لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتْ الصَّلَاةَ أَشْهُرًا فَإِنَّهَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَوَاتِ قِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَقْضِيهَا قَالَ تَقْضِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِنْ اسْتَطَاعَتْ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ بِهِ قَالَ إِي وَاللَّهِ

৯৫৪.[1] এবং হাম্মাদ রাহি. বলেন, যদি ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা (ইসতিহাযার হুকুম) না জানার কারণে কয়েক মাস যাবত সালাত পরিত্যাগ করে, তবে সে এ সালাতসমূহের কাযা আদায় করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সে কিভাবে এগুলোর কাযা আদায় করবে? তিনি জবাবে বললেন, যদি সম্ভব হয় তবে, সে এগুলো একদিনের মধ্যেই আদায় করে নেবে।[2] আব্দুল্লাহকে বলা হলো: আপনিও কি তাই বলেন? তিনি বললেন, অবশ্যই, আল্লাহর কসম।

[1] (এখানেও ৯৫৮ নং এর পরে ৯৬০ নং প্রদান করা হয়েছে, মাঝের ৯৫৯ নং বাদ পড়েছে। আমরা আগের মতোই সেটি বাদ না দিয়ে সঠিকভাবেই নম্বর প্রদান করলাম। ফলে মুহাক্কিক্বের প্রদত্ত হাদীস নং এর সাথে আমাদের প্রদত্ত নং এর পার্থক্য এখন গিয়ে দাঁড়ালো ৬ এ। এ হাদীসটির আমাদের নং ৯৫৪ কিন্তু মুহাক্কিক্বের নং ৯৬০।- অনুবাদক) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ হাদীসের সনদ সহীহ। আর পূর্বের হাদীসের সনদই এর সনদ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫৫)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ إسناده صحيح

৯৫৫. মালিক ইবনু আনাস রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহুরী রাহি. কে এমন গর্ভবতী মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে রক্ত (আসতে) দেখে। জবাবে তিনি বলেন, সে সালাত পরিত্যাগ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, মু'আত্তা, ১০৩; আব্দুর রাযযাক ১২০৯; আমাদের পরিপূর্ণ বক্তব্য হলো, এর সনদ সহীহ। দেখুন আল ইসতিযকার, ৩/১৯৮, ১৯৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ امْرَأَتِي رَأَتْ دَمًا وَأَنَا أُرَاهَا حَامِلًا قَالَ ذَلِكَ غَيْضُ الْأَرْحَامِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ فَمَا غَاضَتْ مِنْ شَيْءٍ رَأَتْ مِثْلَهُ فِي الْحَمْلِ

৯৫৬. উসমান ইবনুল আসওয়াদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্ত্রী, যে রক্ত দেখতে পায়, তার সম্পর্কে আমি মুজাহিদ রাহি.কে প্রশ্ন করলাম। আর আমার ধারণা, সে গর্ভবতী। তিনি বললেন, এটি হলো গর্ভেরই সামান্য পরিমাণ (রক্ত)। (আল্লাহ তা'আলা বলেন:)((اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ) অর্থ: "প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা রা'দ: ৮)
তিনি বললেন: ফলে (রক্ত বের হওয়ার মাধ্যমে গর্ভের মধ্যে) যে পরিমাণই কমে যায়, তার গর্ভের মধ্যে ঠিক সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ১৩/১১০ অধিক শব্দে সহীহ সনদে। তাবারী অপর সনদে মুজাহিদ হতে এটি বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫৭)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ قَالَ ذَلِكَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ لَا تَحِيضُ يَوْمًا فِي الْحَبَلِ إِلَّا زَادَتْهُ طَاهِرًا فِي حَبَلِهَا إسناده صحيح

৯৫৭. আসিম আল আহওয়াল থেকে বর্ণিত, (اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ) অর্থ: “প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।” (সূরা রা’দ: ৮)- এ আয়াত সম্পর্কে ইকরিমাহ রাহি. বলেন, এ হায়েয হলো গর্ভের জন্য। গর্ভাবস্থায় একদিনের হায়েযও গর্ভাবস্থায় তার পবিত্রতা বাড়িয়ে দেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ১৩/১১১, ইকরিমাহ হতে সহীহ সনদে। তিনি অপর সনদেও ইকরিমাহ হতে এটি বর্ণনা করেছেন।... দেখুন, সামনের ৯৬৫ নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَمْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتْ الدَّمَ أَنَّهَا لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ إسناده ضعيف لانقطاعه وربما كان معضلا

৯৫৮. হাম্মাদ ইবনু যাইদ থেকে বর্ণিত, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ রাহি. বলেন, আমাদের মাঝে একটি বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। (সেটি হলো), আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, গর্ভবতী মহিলা যখন রক্ত দেখতে পায়, সে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ‘ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। সম্ভবত এটি মু’দালও বটে। তাখরীজ: এটি সামনে ৯৬৮ নং এও আসছে। আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি। কিন্তু পরবর্তী ৯৭৩ ও৯৭৪ নং হাদীস দু’টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৫৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ قَالَ هُوَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ وَمَا تَزْدَادُ قَالَ فَلَهَا بِكُلِّ يَوْمٍ حَاضَتْ فِي حَمْلِهَا يَوْمًا تَزْدَادُ فِي طُهْرِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ طَاهِرًا إسناده صحيح

৯৫৯. আসিম আল আহওয়াল থেকে বর্ণিত, (وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ) (অর্থ: "জরায়ুতে যা কিছু কমে"..। সূরা রা'দ: ৮) এ সম্পর্কে ইকরিমাহ বলেন: সেটি হলো গর্ভাকালীন হায়েয।
(وَمَا تَزْدَادُ) (অর্থ: "আর যা কিছু বাড়ে...."। সূরা রা'দ: ৮) এ সম্পর্কে তিনি বলেন: তার গর্ভকালীন প্রতি একদিনের হায়েয তার পবিত্রাবস্থাকে এক এক দিন করে বাড়িয়ে দেয়। এমনকি পবিত্রাবস্থায়ই সে নয় মাস পূর্ণ করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ১৩/১১১; এটি গত হয়েছে ৯৬৩ (অনুবাদে ৯৫৭) নং এ, পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬০)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ قَالَ إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَانًا مِنْ الْوَلَدِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَامًا لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا إسناده صحيح

৯৬০. আবু বাশার থেকে বর্ণিত, (وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ) (অর্থ: "জরায়ুতে যা কিছু কমে"..। সূরা রা'দ: ৮) এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ রাহি. বলেন, যখন গর্ভবতী নারীর হায়েয হয়, তখন তা হয় গর্ভের সন্তানের ক্ষতি/ঘাটতি থেকে। আর (গর্ভ) যদি নয় মাসের অধিককাল হয়, তবে তা সন্তানের ক্ষতি বা ঘাটতির পূর্ণতা দানকারী হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ১৩/১০৯-১১০; পূর্ণ তাখরীজের জন্য ৯৬৩ ও ৯৬৫ (অনুবাদে ৯৫৭, ৯৫৯) নং হাদীস দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬১)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى إسناده صحيح

৯৬১. হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে বর্ণিত, বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ আল মুযানী বলেন, আমার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় হায়েয হয়েছিলো।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আমি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬২)

قَالَ أَبُو مُحَمَّد سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِذَا رَأَتْ الْحُبْلَى الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ حَيْضٌ

৯৬২. আবু মুহাম্মদ (দারিমী) বলেন, আমি সুলাইমান ইবনু হারবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় হায়েয হলো।[1]

---

৯৬২. সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যখন গর্ভবতী নারী রক্ত দেখবে, তখন সে যেন সালাত পরিত্যাগ করে, কেননা, তা হায়েয।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আগের হাদীসের সনদই এর সনদ। তাখরীজ: এটিও আমি আর কোথাও পাইনি। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আর এটি গত হয়েছে ৯৬৪ (অনুবাদ ৯৫৮) নং এ। ইবনু আব্দুল বার, আল ইসতিযকার নং ৩৩৮৭; দেখুন নং ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৮৫ (অনুবাদে ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৭৯) নং হাদীসগুলি যা সামনে আসছে। এবং সুনানে বাইহাকী ৭/৪২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ ذَلِكَ إسناده معضل

৯৬৩. মালিক বর্ণনা করেছেন, যে তার নিকট আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে অনুরূপ বক্তব্য পৌঁছেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু'দ্বাল। আগের হাদীসটি দেখুন। তার থেকে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, ৯৭৩ (অনুবাদে ৯৬৭) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬৪)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ إسناده ضعيف لضعف الليث وهو: ابن أبي سليم

৯৬৪. লাইছ থেকে বর্ণিত, গর্ভবতী মহিলা যে রক্ত দেখে, তার সম্পর্কে শা'বী রাহি. বলেন, রক্ত যদি তাজা রক্ত হয়, তবে সে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। আর তা যদি সামান্য কোনো (হলুদ বা মেটে রং এর) স্রাব হয়, তবে সে ওযু করবে এবং সালাত আদায় করবে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, লাইছ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/২১২;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلَهُ رجاله ثقات

৯৬৫. আবুল মুগীরাহ, আওযাঈ রাহি. হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: এটি আর এখানে ছাড়া আর কোথাও পাইনি। দেখুন, আল ইসতিযকার ৩/১৯৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا تَرَكَتْ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْيَوْمِ أَوْ الْيَوْمَيْنِ لَمْ تَدَعْ الصَّلَاةَ إسناده صحيح

৯৬৬. হিশাম থেকে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন, সে যদি তেমনি স্রাব দেখে, যেমন সে দেখেছিল এর পূর্বে হায়েযের দিনগুলিতে, তবে সে সালাত পরিত্যাগ করবে। আর যদি তা দু'-একদিন ধরে হয়, তবে সে সালাত পরিত্যাগ করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ২/২১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَتْ لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنْ صَلَاةٍ لم يحكم عليه المحقق

৯৬৭. আতা রাহি. হতে বর্ণিত, যে গর্ভবতী মহিলা রক্ত (নির্গত হতে) দেখে, তার সম্পর্কে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন: এটি তাকে কোনো সালাত থেকে বিরত রাখতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মাতর ইবনু তাহমান আমাদের নিকট 'হাসানুল হাদীস' (তার বর্ণিত হাদীস হাসান পর্যায়ের) বলে আমি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩১১১ তে বলেছি। তবে আতা' হতে তার বর্ণিত হাদীস যঈফ। ((আর এটি আতা হতে মাতর বর্ণনা করেছেন, সুতরাং এটিও যঈফ-অনুবাদক।)) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ২/২১২; বাইহাকী ৭/৪২৩; আরও দেখুন পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي قَالَ يَزِيدُ لَا تَغْتَسِلُ قَالَ عَبْد اللَّهِ أَقُولُ بِقَوْلِ يَزِيدَ إسناده ضعيف

৯৬৮. (অপর সনদে) আতা রাহি. হতে বর্ণিত, যে গর্ভবতী মহিলা রক্ত (নির্গত হতে) দেখে, তার সম্পর্কে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন: সে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।’[1] ইয়াযীদ বলেন, সে গোসল করবে না। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার মত ইয়াযীদের মতই।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। দেখুন, আগের টীকাটি। তাখরীজ: দারুকুতনী ১/২১৯ নং ৬৩; বাইহাকী ৭/২৩; সামনে ৯৮৫ (অনুবাদে ৯৭৯) হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৬৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إسناده صحيح

৯৬৯. ইউনুস থেকে বর্ণিত, যে গর্ভবতী মহিলা রক্ত (নির্গত হতে) দেখে, তার সম্পর্কে হাসান রাহি. বলেন: সে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার স্থলাভিষিক্ত। সে সালাত পরিত্যাগ করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২১০; সামনে ৯৭৯ (অনুবাদে ৯৭৩) এ আসছে। আরও দেখুন, বিগত ৮৩৮, ৮৩৯ (অনুবাদে ৮৩৪, ৮৩৫) নং হাদীস দুটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَغْسِلُ عَنْهَا الدَّمَ وَتَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي إسناده صحيح

৯৭০. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, যে গর্ভবতী মহিলা রক্ত (নির্গত হতে) দেখে, তার সম্পর্কে ইবরাহীম রাহি. বলেন: তার দেহ হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং ওযু করে সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/২১২; দেখুন, পরবর্তী ৯৮২ (অনুবাদে ৯৭৬) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ قَالَا إِذَا رَأَتْ الْحَامِلُ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ إسناده ضعيف لضعف حجاج وهو: ابن أرطاة

৯৭১. হাজ্জাজ থেকে বর্ণিত, আতা ও হাকাম উভয়ে বলেন: গর্ভবতী নারী যদি রক্ত দেখে, তবে সে ওযু করবে এবং সালাত আদায় করবে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ রয়েছে। আমি বলছি, আতার হাদীসটি পরবর্তী আসছে যা সহীহ হাদীস। তাখরীজ: এটি সামনে ৯৮৩ (অনুবাদের ক্রম ৯৭৭) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعٍ هُوَ ابْنُ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي إسناده صحيح

৯৭২. জামি’ ইবনু আবু রাশিদ হতে বর্ণিত, যে গর্ভবতী নারী রক্ত দেখে, তার সম্পর্কে আতা রাহি. বলেন, সে ওযু করবে এবং সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ২/১২ ((সম্ভবত এটি ভুল, কারণ, মুহাক্বিক্ব ২/১২ এর অধীনে যে বাবের নাম উল্লেখ করেছেন, ২/১২ তে এ নামে কোনো বাব নেই, বরং সেটি রয়েছে ২/২১২ তে। সুতরাং সঠিক হওয়া উচিত ২/২১২ - অনুবাদক)); পূর্বের টীকাটি এবং পরবর্তী ৯৮৩, ৯৮৪ নং হাদীস দু’টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أثر صحيح

৯৭৩. ইউনুস থেকে বর্ণিত, (যে গর্ভবতী মহিলা রক্ত নির্গত হতে দেখে, তার সম্পর্কে) হাসান রাহি. বলেন: সে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার স্থলাভিষিক্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৯৭৫ (অনুবাদে ৯৬৯) নং এ; এবং সামনের ৯৮১ (অনুবাদে ৯৭৫) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭৪)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يَكُونُ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ إسناده صحيح

৯৭৪. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, গর্ভকালীন (স্রাব) হায়েয বলে গণ্য হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আগের ৯৭৬ (অনুবাদে ৯৭০) নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إسناده صحيح

৯৭৫. হিশাম হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. যে গর্ভবতী মহিলা রক্ত (নির্গত হতে) দেখে, তার সম্পর্কে হাসান রাহি. বলেন: সে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার স্থলাভিষিক্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৯৭৫, ৯৭৯ (অনুবাদে ৯৬৯, ৯৭৩) নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذَا رَأَتْ الْحَامِلُ الدَّمَ لَمْ تَدَعْ الصَّلَاةَ إسناده صحيح

৯৭৬. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন: যে গর্ভবতী মহিলা রক্ত (নির্গত হতে) দেখে, সে সালাত পরিত্যাগ করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৯৮০ (অনুবাদে ৯৭৪) নং এ। আরও দেখুন, ৯৭৬ (অনুবাদে ৯৭০) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭৭)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحُبْلَى وَالَّتِي قَعَدَتْ عَنْ الْمَحِيضِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ تَوَضَّأَتَا وَصَلَّتَا وَلَا تَغْتَسِلَانِ إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة

৯৭৭. হাজ্জাজ হতে বর্ণিত, আতা ও হাকাম ইবনু উতাইবাহ রাহি. উভয়ে বলেন: গর্ভবতী মহিলা ও যার হায়েয বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এমন মহিলারা যদি রক্ত (নির্গত হতে) দেখে, তবে তারা দু'জন ওযু করবে, সালাত আদায় করবে এবং তারা গোসল করবে না।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে হাজ্জাজ বিন আরতাহ রয়েছে। আর সে যযীফ। তাখরীজ: আর এটি ৯৭৭ (অনুবাদে ৯৭১) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭৮)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَغْتَسِلَانِ وَتُصَلِّيَانِ إسناده ضعيف رواية مطر عن عطاء ضعيفة

৯৭৮. মাতর হতে বর্ণিত, আতা রাহি. বলেন, তারা (গর্ভবতী ও হায়েযবন্ধ মহিলারা) উভয়ে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আতা হতে মাতর এর বর্ণনা যঈফ। আগের (৯৬৭ নং হাদীসের) টীকাটি দেখুন। তাখরীজ: ((মুহাক্বিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।–।অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৭৯)

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى

৯৭৯. আতা ইবনু আবু রাবাহ থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, গর্ভবতী নারীর কখনো হায়েয হয় না। ফলে সে রক্ত দেখলে সে যেন গোসল করে এবং সালাত আদায় করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, সুলাইমান ইবনু মূসার জন্য। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২১৪; দেখুন পুর্বের ৯৬৮, ৯৭৩, ৯৭৪ (অনুবাদে ৯৬২, ৯৭৭, ৯৭৮) নং হাদীসগুলি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ وَهِيَ تَمَخَّضُ قَالَ هُوَ حَيْضٌ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إسناده قوي

৯৮০. হাকাম থেকে বর্ণিত, আসন্ন প্রসবা নারী যদি রক্ত দেখতে পায়, তার সম্পর্কে ইবরাহীম রাহি. বলেন, তা হচ্ছে হায়েয, ফলে সে সালাত পরিত্যাগ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/২১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮১)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَرَأَتْ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ فَلْتُمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ وَقَالَ عَبْد اللَّهِ تُصَلِّي مَا لَمْ تَضَعْ إسناده صحيح

৯৮১. ইউনুস হতে বর্ণিত, গর্ভবতী নারীর সম্পর্কে হাসান রাহি. বলেন, যদি তার প্রসব বেদনা উঠে, আর সে প্রসবকালীন রক্ত দেখে, তবে সে যেন সালাত থেকে বিরত থাকে।[1]
আব্দুল্লাহ বলেন: বাচ্চা প্রসব না করা পর্যন্ত সে সালাত আদায় করবে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/২১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي النُّفَسَاءِ كَطُهْرِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا إسناده صحيح

৯৮২. মা'মার হতে বর্ণিত, কাতাদা রাহি. (মহিলাদের) নিফাসের (প্রসূতি অবস্থার) সময়সীমা সম্পর্কে বলেন, তা তাদের পরিবারের অন্যান্য নারীদের সময়সীমা অনুসারে হবে, যেমন পবিত্রতার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ فِي النُّفَسَاءِ تُمْسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ رَأَتْ الطُّهْرَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ تَرَ الطُّهْرَ أَمْسَكَتْ عَنْ الصَّلَاةِ أَيَّامًا خَمْسًا سِتًّا فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَمْسَكَتْ عَنْ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسِينَ فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

৯৮৩. ইউনুস থেকে বর্ণিত, হাসান রাহি. প্রসূতি (নিফাসগ্রস্ত) মহিলা সম্পর্কে বলেন, সে সালাত আদায় করা হতে চল্লিশ দিন বিরত থাকবে। তারপর যদি সে পবিত্রাবস্থা লক্ষ্য করে তো তা (ভালোই)। আর যদি সে পবিত্রাবস্থা দেখতে না পায়, তবে এরপর সে পাঁচ-ছয়দিন যাবত সালাত হতে বিরত থাকবে। যদি সে পবিত্রতা লক্ষ্য করে তো ভালোই। তা না হলে সে এরপর থেকে পঞ্চাশ দিন হওয়া পর্যন্ত যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকবে, সে কয়দিনও সে সালাত আদায় হতে বিরত থাকবে। এরপর যদি সে পবিত্র হয়ে যায় তো ভালো, তা না হলে সে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা বলে গণ্য হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এটি ৮৫৯ (অনুবাদে ৮৫৫) নং এ গত হয়েছে। আরও দেখুন পরবর্তী টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَبُ النُّفَسَاءَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَقَالَ الْحَسَنُ النُّفَسَاءُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ إِلَى خَمْسِينَ فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ إسناده منقطع الحسن لم يسمع من عثمان شيئا

৯৮৪. হাসান রাহি. হতে বর্ণিত, উছমান ইবনু আবিল আ'স চল্লিশ দিন তার (নিফাসগ্রস্ত) প্রসূতি স্ত্রীলোকদের নিকটবর্তী হতেন না। এবং হাসান বলেন, নিফাস (প্রসূতি)-এর মেয়াদকাল পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত। এরচেয়ে বেশিদিন ধরে (নিফাসকালীন স্রাব) হলে সে মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। হাসান উছমান হতে কিছুই শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২০১; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ১১৮; পরবর্তী টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮৫)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَلَا تُجَاوِزْهُ حَتَّى تُصَلِّيَ إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم والحسن لم يسمع من عثمان شيئا

৯৮৫. (অপর সূত্রে) হাসান রাহি. হতে বর্ণিত, উছমান ইবনু আবিল আ'স বলেন: নিফাসগ্রস্ত (প্রসূতি) অবস্থার সময়সীমা চল্লিশ দিন। যদি এ সময়ের মধ্যে পবিত্র হয়ে যায়, তো ভালো; আর (পবিত্র) না হলে সে এ সীমা (চল্লিশ দিন) অতিক্রম করবে না। এমনকি সে সালাত আদায় করতে থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, ইসমাঈল ইবনু মুসলিম যঈফ। এবং হাসান উছমান হতে কিছুই শোনেননি। আগের টীকাটি দেখুন। তাখরীজ: বাইহাকী, ১/৩৪১ আগের

সনদটির চেয়েও অধিক যঈফ।...; আব্দুর রাযযাক নং ১২০২ এ সনদে অজ্ঞাত রাবী রয়েছে; হাফিজ তালখীসুল হাবীর ১/১৭১ এ বলেন, এটি মুনকাতি' এবং মাশহুর হলো এটি উছমান এর কথা হিসেবে মাওকুফ। আরও দেখুন, দারুকুতনী ১/২২০ নং ৬৭, ৬৮, ৬৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ كَانَ لِلنُّفَسَاءِ عَادَةٌ وَإِلَّا جَلَسَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً إسناده صحيح

৯৮৬. আশ'আস হতে বর্ণিত, আতা বলেন, নিফাসগ্রস্ত (প্রসূতি) মহিলার (পূর্ব) অভ্যাস থাকে, (তবে সেটি হবে তার সময়সীমা;) তা নাহলে সে চল্লিশ দিন অপেক্ষা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/৩৬৮, সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ النِّفَاسُ حَيْضٌ إسناده ضعيف وابن جريج قد عنعن وهو مدلس

৯৮৭. ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, আতা রাহি. বলেন, নিফাস হচ্ছে হায়েয।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ মুদাল্লিস, তিনি এটি 'আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهَا إسناده صحيح

৯৮৮. ইউসুফ ইবনু মাহাক থেকে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: নিফাসগ্রস্ত (প্রসূতি) মহিলা চল্লিশ দিন অথবা, অনুরূপ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/৩৬৮; বাইহাকী ১/৩৪১; সামনে ৯৯৭ (অনুবাদে ৯৯১) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৮৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُسَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْلِي الْوَرْسَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ الْكَلَفِ إسناده جيد

৯৮৯. উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় নিফাসগ্রস্ত (প্রসূতি) নারীরা চল্লিশদিন কিংবা চল্লিশ রাত্রি বিরত থাকতো। আমাদের কেউ কেউ মুখের তামাটে রংয়ের দাগ (দূর করার) জন্য মুখমণ্ডলে ‘ওয়ার্’সা’[1] নামক গাছের (নির্যাসের) প্রলেপ ব্যবহার করতেন।[2]

[1] ওয়ারসা’: এক প্রকার হলুদ উদ্ভিদ যা ইয়েমেনে জন্মায়। এথেকে মুখমণ্ডলে ব্যবহারের জন্য প্রলেপ তৈরী করা হয়। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। ... হাফিজ তাকরীব’ এ বলেন: একে সহীহ বলেছেন, বুখারী, তিরমিযী, হাকিম, যাহাবী এবং হাসান ও জাইয়্যেদ বলেছেন নববী তার ‘আল মাজমু’ ২/৫২৫ তে...। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/৬৮; আহমাদ ৬/৩০০, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৯-৩১০; আবু দাউদ ৩১১; হাকিম ১/১৭৫; দারুকুতনী ১/২২২; বাইহাকী ১/৩৪১; আল মা’রিফাহ নং ২২৮১; ইবনু হিব্বান, আল মাজরুহীন ২/২২৪-২২৫; তিরমিযী ১৩৯; ইবনু মাজাহ ৬৪৮। মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭০২৩ এ আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি। এ অনুচ্ছেদে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রা: থেকে, যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৭৯১। আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ১/১৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ جَلْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّ امْرَأَةً لِعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو نُفِسَتْ فَجَاءَتْ بَعْدَمَا مَضَتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً فَدَخَلَتْ فِي لِحَافِهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ أَنَا فُلَانَةُ إِنِّي قَدْ تَطَهَّرْتُ فَرَكَضَهَا بِرِجْلِهِ فَقَالَ لَا تُغَرِّرِي عَنْ دِينِي حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إسناده ضعيف جدا

৯৯০. মুয়াবিয়াহ ইবনু কুররাহ হতে বর্ণিত, আয়িয ইবনু আমরের এক স্ত্রী নিফাসগ্রস্ত (প্রসূতি) হলেন, তারপর বিশ রাত অতিক্রান্ত হলে সেই স্ত্রী তার (আয়িযের) লেপের নিচে প্রবেশ করতে গেলে তিনি বলেন: তুমি কে? সেই স্ত্রী বললো: আমি অমুক (স্ত্রী)। আমি পবিত্রতা লাভ করেছি'। একথা শুনে তিনি তাকে পা দিয়ে লাথি মেরে বললেন: আমার দীন নিয়ে আমার সাথে প্রতারণা করো না। (তুমি আমার নিকটবর্তী হয়ো না) যতক্ষণ না চল্লিশ রাত অতিক্রান্ত হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল বা জাল পর্যায়ের)। হাদীস নং ৮৬২ (অনুবাদে ৮৫৮) এর টীকাটি দেখুন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/৩৬৭; দারুকুতনী ১/২২২, দারুকুতনী জালদ-কে যঈফ বলেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

৯৯১. ইউসুফ ইবনু মাহাক হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নিফাসগ্রস্ত (প্রসূতি) মহিলা চল্লিশ দিন মতো অপেক্ষা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৯৯৪ (অনুবাদে ৯৮৮) এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯২)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النُّفَسَاءُ تَنْتَظِرُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

৯৯২. (অপর সূত্রে) ইউসুফ ইবনু মাহাক হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নিফাসগ্রস্ত (প্রসূতি) মহিলা চল্লিশ দিন মতো অপেক্ষা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। তাখরীজ: পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯৩)

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِي النُّفَسَاءِ الَّتِي تَرَى الدَّمَ تَرَبَّصُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تُصَلِّي وَقَالَ الشَّعْبِيُّ شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أثران بإسناد واحد وهو أسناد جيد

৯৯৩. মু’তামির তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, হাসান রাহি. বলেন, নিফাসগ্রস্ত (প্রসূতি) মহিলা যে রক্ত দেখতে পায়, সে চল্লিশ রাত অপেক্ষা করবে। তারপর সে সালাত আদায় করবে। তিনি বলেন: এবং শা’বী (এ সম্পর্কে) বলেন: (সেই মহিলা) দু’মাস (অপেক্ষা করবে), তারপর (ও স্রাব চলতে থাকলে) সে ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার স্থলাভিষিক্ত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ আছার (হাদীস) দু’টির সনদ একই। আর এ সনদটি জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/৩৬৭-৩৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯৪)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَفْطَسُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ الْمَرْأَةُ تَنْتَظِرُ مِنَ الْغُلَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَمِنَ الْجَارِيَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَعْنِي النُّفَسَاءَ قَالَ مَرْوَانُ هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ هُمَا سَوَاءٌ إسناده صحيح

৯৯৪. আলা’ ইবনুল হারিছ হতে বর্ণিত, মাকহুল বলেন, ছেলে সন্তান হলে মহিলা তিরিশ দিন অপেক্ষা করবে; আর মেয়ে সন্তান হলে চল্লিশ দিন অপেক্ষা করবে। এর অর্থ: নিফাসগ্রস্ত (প্রসূতি) মহিলা। মারওয়ান বলেন: এটি সাঈদ ইবনু আব্দুল আযীযেরও মত। আর আওযাঈ বলেন: তারা (ছেলে-মেয়ে) উভয়ে সমান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আমি আর অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ النِّفَاسِ إسناده صحيح

৯৯৫. ইউনুস থেকে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন, যদি সে (গর্ভবতী) নারী প্রসবের নিকটবর্তী সময়ে দু'-একদনি রক্ত দেখে, তবে তা নিফাসগ্রস্ত মহিলা বলে গণ্য হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ قَالَ تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج

৯৯৬. ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, এমন গর্ভবতী মহিলা, যার প্রসব আসন্ন, সে যদি রক্ত দেখতে পায়, তার সম্পর্কে আতা' রাহি. বলেন, একজন ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা যা করে, সেও তাই করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ আন'আন পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মুদাল্লিস। কিন্তু এটি 'হাদ্দাছানা' পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাযযাক নং ১২১২ তে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/২১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ تَغْتَسِلُ إسناده صحيح

৯৯৭. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, এমন মহিলা যে, 'জুনুবী' হয়, আর এর পরপরই তার হায়েয আসে- এমন মহিলা সম্পর্কে ইবরাহীম রাহি. বলেন, তাকে (জানাবাতের ফরয) গোসল করতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৭৭;

আব্দুর রাযযাক নং ১০৫৯, ১০৬০ সহীহ সনদে। এটি ১০০৬ (অনুবাদে ১০০০) নং এ আসছে। সেখানে পূর্ণ তারখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إسناده صحيح

৯৯৮. হিশাম রাহি. হাসান রাহি. হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদটি আগের হাদীসটির সনদের অনুরূপ (তথা সহীহ)। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১০৫৯, ১৩০০ সহীহ সনদে; এটি সামনে ১০০৮ (অনুবাদে ১০০২) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৯৯৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْحَيْضُ أَكْبَرُ إسناده صحيح

৯৯৯. আলা ইবনুল মুসাইয়্যিব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আতা রাহি. বলেছেন, হায়েয (জানাবাত হতে) অনেক বেশি গুরত্বপূর্ণ বিষয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১০৫৯, ১০৬০, ১২৯৯ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ فَقَالَ تَغْتَسِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ أثر صحيح

১০০০. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, এমন মহিলা যার স্বামী তার সাথে মিলিত হলো, এরপর তার হায়েয হলো- এমন মহিলা সম্পর্কে ইবরাহীম রাহি. বলেন, ‘সে গোসল করবে’- এটাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১০০৩ (অনুবাদে ৯৯৭)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০১)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا لِتَغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ إسناده ضعيف حجاج هو: ابن المنهال وحماد هو: ابن سلمة وحجاج هو: ابن أرطاة وهو سبب ضعف هذا الإسناد

১০০১. হাজ্জাজ হতে বর্ণিত, আতা ও (ইবরাহীম) আন নাখঈ’ উভয়ে বলেন, সে যেন জানাবাতের গোসল করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এ সনদের (প্রথম) হাজ্জাজ হলেন, ইবনু মিনহাল। আর (দ্বিতীয়) হাজ্জাজ ইবন আরতাহ, যিনি যঈফ। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি-অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০২)

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ إسناده صحيح

১০০২. আমির আল আহওয়াল হতে, তিনি হাসান রাহি. হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১০০৪ (অনুবাদে ৯৯৮) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০৩)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ سُئِلَ عَنْهَا حَمَّادٌ فَقَالَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ تَغْتَسِلُ إسناده صحيح

১০০৩. আলা’ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেন, আমি এমন মহিলা সম্পর্কে হাম্মাদ রাহি.কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন, ইবরাহীম রাহি. বলেন, সে গোসল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১০০৩ (আমাদের অনুবাদে ৯৯৭) নং এ গত হয়েছে। আরও বর্ণিত হয়েছে, ইবনু আবী শাইবা ১/৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০৪)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ تَغْتَسِلُ إسناده ضعيف حديث محمد بن سالم لا يسوى شيئا

১০০৪. মুহাম্মদ ইবনু সালিম হতে বর্ণিত, শা’বী রাহি. বলেন, সে মহিলা গোসল করবে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুহাম্মদ ইবনু সালিমের হাদীসে কোনো কিছুই ঠিক নেই। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি। দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ১/৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُسَبِّحَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ إسناده صحيح

১০০৫. ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব বলেন, আমি হাকাম ইবনু উতাইবাহ রাহি.কে বলতে শুনেছি, মহিলাদের এ বিষয়টি লোকদেরকে পছন্দনীয় ছিলো যে, হায়িযগ্রস্ত মহিলা সালাতের ওয়াক্ত হলে সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করবে, আল্লাহর তাসবীহ (‘সুবহানাল্লাহ’) পাঠ করবে এবং তাকবীর (আল্লাহর বড়ত্ব - আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এ সনদে এটি আর কোথাও পাইনি। তবে ইবনু আবী শাইবা ২/২৪৩ এ শু'বাহ হতে বর্ণনা করেন, আমি হাকাম ও হাম্মাদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তারা দু'জন এটি অপছন্দ করলেন'।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ لِهَذَا أَصْلًا إسناده صحيح

১০০৬. সুলাইমান আত তাইমী বলেন, আমি আবু কিলাবাহ রাহি.কে বললাম, হায়িযগ্রস্ত মহিলা কি প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তে ওযু করবে এবং আল্লাহর যিকির করবে? তিনি বললেন, আমি এর কোনো ভিত্তি পাইনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৪২... সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا فَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُسَبِّحَ

১০০৭. উক্ববাহ ইবনু আমির আল জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি হায়িযগ্রস্ত মহিলাকে প্রত্যেক সালাতের সময় ওযু করে তার সালাতের স্থানে বসে আল্লাহর যিকির ও তাসবীহ পড়ার নির্দেশ দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** খালিদ ইবনু ইয়াযীদ আল সিদ্দিকী ও তার পিতা ইয়াযীদ এর কোনো জীবনী আমি পাইনি। তাখরীজ: তবে আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল মুকরী' সূত্রে এটি ইবনু আবী শাইবা ২/৩৪৩ এ বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০৮)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَتَقْرَأُ قَالَ لَا إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللَّهَ إسناده صحيح

১০০৮. আব্দুল মালিক বর্ণনা করেন, ‘হায়িযগ্রস্ত মহিলা কুরআন পাঠ করবে কি-না’ এ সম্পর্কে আতা রাহি. বলেন, না, তবে আয়াতের অংশবিশেষ পড়তে পারে। তবে, সে প্রত্যেক সালাতের সময় ওযু করবে, কিবলাহ মুখী হবে এবং তাসবীহ-তাকবীর পাঠ করবে এবং আল্লাহর নিকট দু’আ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৪২; এটি ১০৩৯ (অনুবাদে ১০৩৩) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০০৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ حَدَّثَنَا السَّيْبَانِيُّ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ اللَّهَ إسناده صحيح

১০০৯. ইয়াহইয়া ইবনু আবী আমর আশ শাইবানী, যিনি রামলাহ’র অধিবাসী তিনি বর্ণনা করেন, মাকহুল বলেছেন, হায়িযগ্রস্ত মহিলাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে যে, সালাতের ওয়াক্তে তারা গোসল করবে, কিবলামুখী হবে এবং আল্লাহ তা’আলার যিকির করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এখানে ব্যতীত এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ وَلَا تَقْضِي الْحَائِضُ لِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي إسناده صحيح

১০১০. হাম্মাদ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, হায়িযগ্রস্ত মহিলা ও ‘জুনুবী’ মহিলা যদি সিজদা শুনতে পায় (সাজদাতুত তিলাওয়াত), তবে জুনুবী মহিলা গোসল করবে এবং সাজদা আদায় করবে, কিন্তু হায়িযগ্রস্ত মহিলা এ সাজদার কাযা আদায় করবে না। কেননা, (এ অবস্থায়) সে সালাতই আদায় করে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৪০; আব্দুর রাযযাক ১২৩২ সহীহ সনদে। দেখুন, পরবর্তী সনদটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ لَا تَقْضِي إسناده صحيح

১০১১. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, হায়িযগ্রস্ত মহিলা সিজদা (আত-তিলাওয়াত) শুনতে পেলে, তার সম্পর্কে ইবরাহীম রাহি. বলেন: সে এ সাজদার কাযা আদায় করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। তাখরীজ: (মুহাক্কিক এখানে তাখরীজের প্রয়োজন মনে করেননি-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১২)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ رجاله ثقات غير أن سماع جعفر وسعيد من ابن أبي عروبة متأخر

১০১২. আবু মা’শার হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, তার উপর কোনো কিছুই (ওয়াজিব) নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে জা’ফর ও সাঈদ আবী উরওয়াহ থেকে কোনকিছু শোনা হতে পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: দেখুন পূর্বের হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১৩)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ إسناده ضعيف لضعف عبيدة بن معتب

১০১৩. আল আসওয়াদ হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থাকা অবস্থায় আমরা হায়েযগ্রস্ত হতাম, কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যকার কোনো নারীকে সালাত পুনরায় (কাযা) আদায়ের নির্দেশ দেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** উবাইদাহ ইবনু মা'তাব-এর কারণে এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ ১৬৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ حديث صحيح

১০১৪. মা'য়াযাহ রাহি. হতে বর্ণিত, এক মহিলা আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কেউ কি তার হায়েযের দিনগুলির সালাতের কাযা আদায় করবে? তিনি বললেন: 'তুমি কি হারুরী (খারিজী)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে আমাদের কারো হায়েয হতো, কিন্তু তাকে কাযা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হতো না।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩২১; সহীহ মুসলিম ৩৩৫। আমরা এর সকল সনদ ও তাখরীজ একত্র করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৪৯ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ كَأَنَّ حَمَّادًا فَرِقَ حَدِيثَ أَيُّوبَ فَجَاءَ بِهَذَا لم يحكم عليه المحقق

১০১৫. ইয়াযীদ আর রাশক, মা'য়াযাহ রাহি. হতে বর্ণনা করেন...। আবুন নু'মান বলেন, হাম্মাদ রাহি. যেন আউয়্যুবের হাদীসটিকে আলাদা করে রাখতেন। তারপর তিনি এটি নিয়ে আসলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ((মুহাক্কিক্ব এতে কোনো হুকুম লাগাননি। তবে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটি সহীহ হওয়াই যুক্তিযুক্ত- অনুবাদক)) তাখরীজ: রাশকির হাদীসটি সহীহ মুসলিমে এসেছে ৩৩৫ নং এ। আরও দেখুন আগের টীকা দু'টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১৬)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَامِرٍ قَالَ إِذَا سَمِعَتْ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدْ إسناده ضعيف خالد بن عبد الله متأخر السماع من عطاء

১০১৬. আতা ইবনু সায়িব হতে বর্ণিত, আমির রাহি. বলেন, যদি হায়িযগ্রস্ত মহিলা সিজদা শুনতে পায়, তবুও সে সিজদা (আত-তিলাওয়াত আদায়) করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। খালিদ ইবনু আব্দুল্লাহ আতা হতে কিছু শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী আছারটি একে শক্তিশালী করে। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১৭)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ لَا تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتْ السَّجْدَةَ سناده صحيح

১০১৭. খালিদ আল-হিযাই হতে বর্ণিত, আবু কিলাবাহ রাহি. বলেন, যদি হায়িযগ্রস্ত মহিলা সিজদা শুনতে পায়, তবু সে সিজদা করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আমি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১৮)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتْ السَّجْدَةَ إسناده صحيح

১০১৮. হাসান ইবনু উবাইদুল্লাহ হতে বর্ণিত যে, সিজদা শুনে হায়িযগ্রস্ত মহিলার সিজদা করাকে ইবরাহীম রাহি. এটি অপছন্দ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০১৯)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَجْلَانَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ هَلْ تَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ قَالَ هُوَ ذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ إسناده جيد

১০১৯. আবু গালিব ’ইজলান বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হায়িয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলারা কি পবিত্রতা লাভ করার পর (হায়েযকালীন পরিত্যক্ত) সালাতের কাযা করবে? তিনি বললেন: ‘এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণেরও হতো; যদি তারা একাজ (সালাতের কাযা) করতেন, তবে আমরাও আমাদের স্ত্রীদেরকে এর নির্দেশ দিতাম।[1] (যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে হায়েযকালীন সালাতের কাযা আদায় করতে আদেশ করেননি, তাই আমরাও আমাদের স্ত্রীদেরকে এর কাযা আদায় করতে বলিনা।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২০)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَقْضِي مَا تَرَكْتُ مِنْ صَلَوَاتِي فِي الْحَيْضِ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ إسناده ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم ولكن الحديث متفق عليه

১০২০. আব্দুর রহমান ইবনু কাসিম তার পিতা কাসিম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার নিকট এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি হায়েয হতে পবিত্রতা লাভ করার পর হায়েযকালীন দিনগুলিতে পরিত্যক্ত সালাতসমূহের কাযা আদায় করবো? তখন আয়িশা বলেন, ‘তুমি কি হারুরী (খারিজী)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে আমাদের কারো হায়েয হতো এবং সে পবিত্রতা লাভ করতো, কিন্তু তিনি আমাদেরকে কাযা আদায়ের নির্দেশ দিতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছ ইবনু আবী সালীম যঈফ। কিন্তু হাদীসটি (মুত্তাফাকুন আলাইহি) বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: এটি ১০১৯, ১০২০, ১০২১ (অনুবাদে ১০১৩, ১০১৪, ২০১৫) নং এ গত হয়েছে। আর আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬৩৭ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২১)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ كَثِيرٍ أَبِي إِسْمَعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ يَعْنِي بِنْتَ عَلِيٍّ أَتَقْضِينَ صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِكِ قَالَتْ لَا إسناده ضعيف لضعف كثير

১০২১. শারীক রাহি. হতে বর্ণিত, কাছীর ইবনু ইসমাঈল রাহি. বলেন, আমি ফাতিমা বিনতে আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার হায়েযের দিনগুলির সালাতসমূহের কাযা আদায় করেন? তিনি বললেন, না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কাছীর যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২২)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ قَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ حِضْنَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُنَّ يَجْزِينَ قَالَ عَبْد اللَّهِ مَعْنَاهُ أَنَّهُنَّ لَا يَقْضِينَ إسناده صحيح

১০২২. শারীক বলেন, আমি মা'য়াযাহ রাহি. কে বলতে শুনেছি, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করলো, হায়েযগ্রস্ত মহিলা (পবিত্রতা লাভ করার পর হায়েযকালীন দিনগুলিতে পরিত্যক্ত সালাতসমূহের) কাযা আদায় করবে? তখন আয়িশা বলেন, 'তুমি কি হারুরী (খারিজী)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের কারো হায়েয হতো, তখন তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিতেন, যা (কাযা আদায় করা হতে) তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।[1]
আব্দুল্লাহ বলেন: এর অর্থ: তারা কাযা আদায় করতেন না।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৩৩৫ (৬৮); নববী, শরহে মুসলিম ১/৬৩৯ বলেন: এটি সহীহ ব্যাখ্যা।' পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন বিগত ১০১৯, ১০২০, ১০২১, ১০২৬ (অনুবাদে ১০১৩, ১০১৪, ১০১৫, ১০২০) নং হাদীসগুলি। [2] আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ إسناده صحيح

১০২৩. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন: হায়িযগ্রস্ত মহিলা ও 'জুনুবী (সহবাসের কারণে অপবিত্র) ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করতে পারবে এবং 'বিসমিল্লাহ'ও বলতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৩০৫ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً يَقْرَآنِ الْحَرْفَ إسناده ضعيف

১০২৪. সুফিয়ান বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইবরাহীম ও সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. উভয়ে বলেন: 'জুনুবী' ব্যক্তি ও হায়িযগ্রস্ত মহিলা পূর্ণ আয়াত পাঠ করবে না, তবে হরফ পড়তে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১০২ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ إسناده حسن من أجل شريك

১০২৫. ফিরাস হতে বর্ণিত, আমির রাহি. বলেন, 'জুনুবী' ও হায়িযগ্রস্ত মহিলা কুরআন পাঠ করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান শারীক এর কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১০২, ১০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ قَالَ شُعْبَةُ وَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ وَالْحَائِضُ إسناده صحيح

১০২৬. হাকাম হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'জুনুবী' ব্যক্তি ও হায়িযগ্রস্ত মহিলার কুরআন পাঠ অপছন্দ করতেন কিংবা নিষেধ করতেন।[1]
শু'বাহ বলেন, আমি কিতাবে (অতিরিক্ত) পেয়েছি: 'এবং হায়িযগ্রস্ত মহিলা।'

[1] তাহক্বীক্ব এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৩০৭; ইবনু আবী শাইবা ১/১০২ সহীহ সনদে, ১/১০৩ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ عِنْدَ الْخَلَاءِ وَفِي الْحَمَّامِ وَالْجُنُبُ وَالْحَائِضُ إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ إسناده صحيح

১০২৭. হাম্মাদ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, চারটি অবস্থায় কুরআন পাঠ করবে না। ১. পায়খানায় ২. গোসলখানায় অবস্থানকালে ৩. 'জুনুবী' অবস্থায় এবং ৪. হায়িযগ্রস্ত অবস্থায়। তবে জুনুবী ব্যক্তি ও হায়িযগ্রস্ত মহিলা এক আয়াত ও এর অনুরূপ পরিমাণ পাঠ করতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১১৪ তবে সেখানে 'গোসলখানায়' এর পরিবর্তে 'স্ত্রী সহবাসরত অবস্থায়' আছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَسْتَفْتِحُونَ الْآيَةَ وَلَا يُتِمُّونَ آخِرَهَا إسناده ضعيف لضعف حجاج وهو: ابن أرطاة

১০২৮. আতা ও হাম্মাদ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম ও সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. বলেন, হায়িযগ্রস্ত মহিলা ও জুনুবী ব্যক্তি কোনো আয়াত পড়া শুরু করলেও তা সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কারণ, হাজ্জাজ: ইবনু আরতাহ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০২৯)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي الْحَائِضِ قَالَ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ إسناده صحيح

১০২৯. আসিম আল আহওয়াল হতে বর্ণিত, আবুল আলীয়া রাহি. হায়িযগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন, সে কুরআন পাঠ করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَرْقِي أَسْمَاءَ وَهِيَ عَارِكٌ إسناده صحيح

১০৩০. ইবনু আবী মুলাইকা হতে বর্ণিত, আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে ঝাড়ফুঁক করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: (মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি-অনুবাদক।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩১)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ الْجُنُبُ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ إسناده صحيح

১০৩১. হিশাম রাহি হতে বর্ণিত, কাতাদা রাহি. বলেন, জুনুবী ব্যক্তি আল্লাহর নামের যিকির করতে পারবে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৩০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩২)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ وَلَا يُقْرَأُ فِي الْحَمَّامِ وَحَالَانِ لَا يَذْكُرُ الْعَبْدُ فِيهِمَا اللَّهَ عِنْدَ الْخَلَاءِ وَعِنْدَ الْجِمَاعِ إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ بَدَأَ فَسَمَّى اللَّهَ

১০৩২. ইয়াসার রাহি. হতে বর্ণিত, আবু ওয়াইল রাহি. বলেন, তার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, জুনুবী ব্যক্তি (কুরআন থেকে কিছু) পাঠ করবে না; আর হায়িযগ্রস্ত মহিলাও পাঠ করবে না এবং গোসলখানার মধ্যেও কিছু পাঠ করবে না। দু'টি অবস্থায় বান্দা আল্লাহর যিকির করবে না: পায়খানায় অবস্থানকালে এবং স্ত্রী সহবাসকালীন অবস্থায়। তবে কোনো লোক যখন স্ত্রী সহবাস করতে চাইবে, তখন 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১০২ সংক্ষেপে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩৩)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَقْرَأُ قَالَ لَا إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ إسناده صحيح

১০৩৩. আব্দুল মালিক রাহি. থেকে বর্ণিত, 'হায়িযগ্রস্ত মহিলার কুরআন পাঠ করা' সম্পর্কে আতা রাহি. বলেন: না, (সে কুরআন পাঠ করবে না)। তবে সে আয়াতাংশ পাঠ করতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১০১৪ (অনুবাদে ১০০৮) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَطَّافٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرْبَعٌ لَا يَحْرُمْنَ عَلَى جُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ إسناده جيد

১০৩৪. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ‘চারটি জিনিস জুনুবী ব্যক্তি ও হায়িযগ্রস্ত মহিলার উপর হারাম নয়: ১. ‘সুবহানাল্লাহ’, ২. ‘হামদুলিল্লাহ’ ৩. ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, ৪. ‘আল্লাহু আকবার’।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমি এ হাদীসটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩৫)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ لَا تَسْجُدُ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ إسناده صحيح

১০৩৫. মুসলিম ইবনু সাবীহ হতে বর্ণিত, যে হায়িযগ্রস্ত মহিলা (তিলাওয়াতের) সাজদা শুনতে পায়- তার সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সে সিজদা করবে না। কারণ সিজদাই সালাত।[1] (আর সালাত আদায় তার জন্য নিষিদ্ধ)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩৬)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الضُّحَى قَالَا لَا تَسْجُدُ إسناده صحيح

১০৩৬. হাসান ইবনু উবাইদুল্লাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম এবং আবু দুহা (রাহি.) উভয়ে বলেন: সে (হায়েযগ্রস্ত মহিলা) সিজদা করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩৭)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا لَيْسَ عَلَيْهَا ذَاكَ الصَّلَاةُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ إسناده ضعيف فيه حجاج وهو: ابن أرطاة وهو ضعيف

১০৩৭. হাম্মাদ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম ও সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. উভয়ে বলেন, তার (হায়িযগ্রস্ত মহিলার) ও উপর এটি (সাজদা) ওয়াজিব নয়। অথচ সালাত তো এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।[1] (সেই সালাতই জন্য জায়েয নয়।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এত হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ রয়েছে, সে যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ إسناده ضعيف ابن جريج قد عنعن وهو مدلس

১০৩৮. ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, আতা রাহি. বলেন, তাকে তো এর চেয়েও অধিক উত্তম বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর তা হলো: ফরয সালাত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ মুদাল্লিস, তিনি এটি ‘আন‘আন পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে তিনি এটি ‘আমি বলতে শুনেছি’ বলে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/১৪; আব্দুর রাযযাক নং ১২৩০; আগের টীকাটি দেখুন দেখুন, কেননা, আগের এবং পরের হাদীসগুলি একে শক্তিশালী করে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৩৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا تَسْجُدُ إسناده صحيح

১০৩৯. আশ’আছ হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন, সে (হায়েযগ্রস্ত মহিলা) সাজদা করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোনখানে পাইনি। তবে আব্দুর রাযযাক নং ১২৩১ টি দেখতে পারেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪০)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ فَتَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ لَا تَسْجُدُ حَتَّى تَغْتَسِلَ إسناده صحيح

১০৪০. ইউনুস হতে বর্ণিত, ‘যে মহিলা (হায়িযের মধ্যে) পবিত্রাবস্থা লক্ষ্য করলো, তারপর সে (তিলাওয়াতের) সিজদা শুনতে পেলো, এমন মহিলা সম্পর্কে যুহুরী রাহি. বলেন, ‘সে গোসল না করা পর্যন্ত সিজদা করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইন। তবে আব্দুর রাযযাক নং ১২৩১ হাদীসটি দেখতে পারেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪১)

أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ لِمَ أَوْ بِمَ أَوْ فِيمَ قَالَ إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا مِنْ نَاقِصِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنْ النِّسَاءِ قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ مَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا قَالَ جُعِلَتْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ قَالَ سُئِلَ مَا نُقْصَانُ دِينِهَا قَالَ تَمْكُثُ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تُصَلِّي لِلَّهِ صَلَاةً إسناده حسن من أجل وائل بن مهانة

১০৪১. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সম্পর্কে বলেন: “তোমরা সাদাকা করো, কেননা, তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। সম্ভ্রান্ত শ্রেণির নয়, এমন এক মহিলা বলে উঠলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি কারণে? অথবা, কিসের জন্য? কিংবা কোন্ বিষয়ে? তিনি বললেন: “তোমরা অধিক পরিমাণে লা’নত (অভিশাপ) দাও এবং

স্বামীর নাফরমানী কর।” তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: আর আব্দুল্লাহ বললেন: নারীদের চেয়ে দীন ও বুদ্ধির ঘাটতি সম্পন্ন আর এমন কেউ নেই, যে পুরুষদের উপরে তাদের কাজকর্মে প্রাধান্য বিস্তার করে। তখন একজন লোক জিজ্ঞেস করলো: তাদের বুদ্ধির ঘাটতির বিষয়টা কী? তিনি বললেন: দু’জন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান করা হয়েছে। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো: আর তাদের দীনের ঘাটতির বিষয়টা কী রকম? তিনি বললেন: সে এত দিন এত রাত বিরত থাকে, আল্লাহর জন্য কোনো সালাতই সে আদায় করতে পারে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১১২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩২৩ এবং মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৮১৮; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯২ এবং এতে টীকাও সংযোজন করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا طَهُرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْحَيْضِ فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا فَلْتَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ إسناده صحيح

১০৪২. আব্দুর রহমান ইবনু কাসিম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন: যখন কোনো মহিলা হায়িয হতে পবিত্রতা লাভ করে, তখন সে তার (হায়েয অবস্থায়) পরিহিত কাপড় ভালভাবে লক্ষ্য করবে; ফলে কাপড়ে কোনো অপবিত্রতা লেগে থাকলে তা ধুয়ে ফেলবে। এরপর সেই কাপড়েই সে সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩০৮; বাইহাকী ২/৪০৬-৪০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَرَى فِيهِ الْقَطْرَةَ مِنْ دَمِ حَيْضَتِهَا فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا إسناده صحيح

১০৪৩. আতা রাহি. থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন: এমন হতো, যে আমাদের মাত্র একটি করে জামা ছিলো, যা পরিহিত অবস্থায় সে হায়েযগ্রস্ত হতো এবং সেই কাপড় পরিহিত অবস্থাই সে জুনুবী (অপবিত্র) হতো। তারপর সে কাপড়ে তার হায়েযের রক্তের ফোঁটা লেগে থাকতে দেখতো। তখন সে তাতে থুথু লাগিয়ে নখ দিয়ে ঘষে তুলে ফেলতো।[1]

[1] তহক্বীক্ব: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু দাউদ ৩৫৮, ৩৬৪; আব্দুর রাযযাক নং ১২২৯ সহীহ সনদে; বুখারী ৩১২; বাইহাকী ২/৪০৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪৪)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَسْبِقُهَا الْقَطْرَةُ مِنْ الدَّمِ فَإِذَا أَصَابَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَلِكَ فَلْتَقْصَعْهُ بِرِيقِهَا لم يحكم عليه المحقق

১০৪৪. হাসান রাহি. তার মাতা হতে বর্ণনা করেন, উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তোমাদের কারো কারো (কাপড়ের) উপরে রক্তের ফোঁটা উঠে আসে। যদি তোমাদের কারো এমন অবস্থা হয়, তাহলে সে যেনো তাতে থুথু লাগিয়ে নখ দিয়ে ঘষে তুলে ফেলে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আবু বাকর আল হাযালী পরিত্যক্ত (মাতরুক) খবরদাতা। (হাসানের মাতা মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়)) তাখরীজ: আমি এ হাদীসটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি। তবে, উম্মু সালামার হাদীসটি ইবনু আবী শাইবা ১/৯৫ তে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا غَسَلَتْ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ إسناده صحيح

১০৪৫. মায়া'যাহ আল আদাওয়িয়্যাহ হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন: কোনো মহিলা (কাপড়ের) রক্ত ধোয়ার পরও যদি তা না যায়, তবে সে যেনো হলুদ রংয়ের কুসুম কিংবা জাফরাণ রং দ্বারা তাকে (কাপড়ের রক্তবর্ণকে) পরিবর্তন করে দেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু দাউদ ৩৫৭; তার সূত্রে বাইহাকী ২/৪০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪৬)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَأَغْسِلُهُ فَلَا يَذْهَبُ فَأُقَطِّعُهُ قَالَتْ الْمَاءُ طَهُورٌ

إسناده صحيح

১০৪৬. মা'য়াযাহ আল আদাওয়িয়্যাহ রাহি. হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলো, কাপড়ে রক্ত লেগেছিল, তারপর আমি কাপড় ধোয়ার পরও তা যায়নি। এমতাবস্থায় আমি কি কাপড় কেটে ফেলবো? তিনি বলেন: (না, বরং) পানিই তা পবিত্রকারী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী ২/৪০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ يَكُونُ مَعِي فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ إِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ وَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ

১০৪৭. খিলাসা ইবনু আমর রাহি. বলেন, আমি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছি, আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সাথে আমার শরীরে লাগানো একই কাপড়ের নীচে শয়ন করতেন, আর তখন আমি হায়েযগ্রস্ত থাকতাম। আমার (শরীর) থেকে কোনো কিছু (হায়েযর রক্ত) তার শরীরে লেগে গেলে তিনি শুধু ঐ স্থানটুকু ধুয়ে ফেলতেন, তা বাদে বাকী অংশ ধুতেন না; এবং এ কাপড়েই সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি (আমার নিকট) ফিরে আসতেন। পুনরায় আমার (শরীর) থেকে কোনো কিছু (হায়েযের রক্ত) তার শরীরে লেগে গেলে তিনি

অনুরূপ করতেন: তিনি শুধু ঐ স্থানটুকু ধুয়ে ফেলতেন, তা বাদে বাকী অংশ ধুতেন না; এবং এ কাপড়েই সালাত আদায় করতেন।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, মুসা ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হিব্বান এর জন্য। তবে অনেক নির্ভরযোগ্য রাবী তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি ও এর শাহিদ হাদীস উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৮০২ এ। (আহমাদ ৬/৪৪; আবু দাউদ ২৬৯, ২১৬৬; বাইহাকী ১/৩১৩; নাসাঈ ২৮৫, ৩৮২, ৭৭৪; বুখারী (শব্দের পরিবর্তনসহ) ৩০৮; ইবনু মাজাহ ৬৩০।) এর শাহিদ রয়েছে আসমা বিনতে আবু বাকর হতে হুমাইদী নং ৩২০; শাফিঈ, আল উম্মু ১/৬৭; আব্দুর রাযযাক নং ১২২৩; আহমাদ ৬/৩৪৫, ৩৪৬; বুখারী ৩০৭; মুসলিম ২৯১; মালিক ১০৫। অপর একটি শাহিদ হাদীস উম্মু কাইস হতে ইবনু হিব্বান নং ১৩৮২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَتْهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَسْلُهُ وَإِنْ عَرِقَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ إسناده صحيح

১০৪৮. হাম্মাদ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, কোনো মহিলা হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় যে কাপড় পরিধান করে, যদি তাতে রক্ত লাগে, তবে সে তা ধুয়ে নেবে। আর তা না হলে তার জন্য তা ধোয়া বাধ্যতামূলক নয়। আর যদি সেই কাপড়ে সে ঘামে ভিজে যায়, তবে তাতে পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৪৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُصِيبَ شَيْئًا مِنْهَا دَمٌ فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ إسناده صحيح

১০৪৯. উছমান হতে বর্ণিত, মুজাহিদ রাহি. বলেন, হায়িযগ্রস্ত মহিলা (পবিত্রতা লাভের পর) হায়েয অবস্থায় পরিহিত কাপড়ে সালাত আদায় করতে পারবে। কিন্তু, যদি তার শরীর থেকে কাপড়ের কোথাও রক্ত লেগে যায়, তবে সে শুধু রক্তের স্থানটুকু ধুয়ে নেবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫০)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ حُتِّيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بِالْمَاءِ إسناده صحيح

১০৫০. ফাতিমাহ বিনতে মুনযির হতে বর্ণিত, আসমা বিনতে আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হায়েযগ্রস্ত মহিলার কাপড়ে লাগা রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: "তুমি সেটি ঘষে তুলে দাও, অতঃপর তাতে পানি ছিটিয়ে দাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২২৭, ৩০৭; সহীহ মুসলিম ২৯১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৯৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩২২ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫১)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ

১০৫১. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, 'হায়েযগ্রস্ত মহিলার কাপড়ে রক্ত না লাগলে সে তার কাপড় ধৌত করবে না।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি। আরও দেখুন, বিগত ১০৫৪ (অনুবাদে ১০৪৮) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ

১০৫২. ফাতিমাহ বিনতে মুনযির থেকে বর্ণিত, আসমা বিনতে আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, হায়েযগ্রস্ত মহিলা হায়েয হতে পবিত্র হলে তার কাপড় কিভাবে (পরিষ্কার) করবে? তিনি বলেন: “যদি তুমি তাতে রক্ত দেখতে পাও, তবে তা (রক্ত) ঘষে তুলে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে তারপর পূরো কাপড় ভালভাবে ধুয়ে নেবে তারপর সেই কাপড়ে সালাত আদায় করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৭৯৯, ১০৫৪ (অনুবাদ ৭৯৩, ১০৫০) নং এ গত হয়েছে। পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحِيضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ

১০৫৩. উম্মু কায়িস বিনতে মিহসানের দাস আদী ইবনু দীনার হতে বর্ণিত, উম্মু কায়িস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাপড়ে হায়িযের রক্ত লেগে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: “পানি এবং বরই পাতা দ্বারা ধুয়ে নাও এবং (এর আগে) এক টুকরা কাঠ বা হাড় দিয়ে তা ঘষে নাও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৩৫৫, ৩৫৬; আবু দাউদ ৩৬৩; বাইহাকী ২/৪০৭; নাসাঈ ২৯৩; ইবনু মাজাহ ৬২৮; আব্দুর রাযযাক ১২২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫৪)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ سَمِعْتُ كَرِيمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ حِيضَتِهَا فَقَالَتْ لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ قَالَتْ فَإِنَّا نَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ قَالَتْ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

১০৫৪. কারীমাহ বলেন, আমি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছি... এবং আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: এক মহিলার কাপড়ে তার হায়েযের রক্ত লেগে গেলে (সে কী করবে)? তিনি বললেন: সে যেন তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে। সে মহিলা বলল, আমরা তো তা ধুয়ে ফেলি, কিন্তু তার দাগ যে থেকে যায়? তিনি বলেন: নিশ্চয়ই পানি পবিত্রকারী।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১৯৮; আরও দেখুন, সুনান বাইহাকী ২/৪০৮। আর এটি সহীহ সনদে ১০৫২ (অনুবাদে ১০৪৬) এ গত হয়েছে, সেখানে পূর্ণ তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫৫)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى الشَّيْءَ مِنْ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعُودِ أَوْ بِالْقَرْنِ ثُمَّ تَرُشُّهُ

১০৫৫. আতা রাহি. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা তার কাপড়ে হায়েযের সামান্য রক্ত দেখতে পেতেন। ফলে তিনি পাথর বা কাঠি কিংবা শিং দ্বারা তা ঘষে তুলে ফেলতেন, তারপর পানি ছিটিয়ে দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আব্দুর রাযযাকে ইবনু জুরাইজ কর্তৃক ‘হাদ্দাসানা’ বলে বর্ণিত হয়েছে, ফলে ইবনু জুরাইজের তাদলীসের সন্দেহ দূর হয়ে যায়। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, (আল মুসান্নাফ) নং ১২২৮ (সেখানে ‘শিং’ এর বদলে ‘হাড়’ এবং ‘পানি ছিটিয়ে দিতেন’ এরপরে অতিরিক্তি ‘তারপর তাতে সালাত আদায় করতেন’ রয়েছে)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ ثُمَّ يَمْسَحُهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

১০৫৬. আব্দুল্লাহ ইবনু উছমান ইবনু খুছাইম বলেন, ‘জুনুবী’ (অপবিত্র) ব্যক্তি যে তার কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘেমে যায়, তারপর সে তা দ্বারা ঘাম মুছে ফেলে- এমন লোক সম্পর্কে আমি সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: এতে কোনো দোষ নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১৯১; পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫৭)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ بَأْسًا

১০৫৭. আব্দুল্লাহ ইবনু উছমান ইবনু খুছাইম হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি.বলেন, ‘জুনুবী’ (অপবিত্র) ব্যক্তি তার কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘেমে যাওয়া’ -কে আপত্তিকর মনে করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫৮)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

১০৫৮. আতা ইবনু সায়িব হতে বর্ণিত, শা’বী রাহি.ও একে আপত্তিকর মনে করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৫৯)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ مَا كُلُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ فَقَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ أَلَسْتَ تَلْبَسُهُ فَذَاكَ بِذَاكَ

১০৫৯. হামীদ হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক সাহাবীর দু'টি করে কাপড় থাকতো না।এবং তিনি বলেন, যখন তুমি যখন গোসল কর, তখন কি (একটিও) কাপড় পরিধান কর না? বরং ঐ ঐ (কাপড় তুমি পরিধান কর)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি। তবে ইবনু আবী শাইবা ১/১৯১ এ রয়েছে: হাসান রাহি. 'জুনুবী' (অপবিত্র) ব্যক্তি এবং হায়িযগ্রস্ত মহিলার তার কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘেমে যাওয়া' -কে আপত্তিকর মনে করতেন না।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬০)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَلَمْ تَرَ بِهِ بَأْسًا

১০৬০. কাসিম ইবনু মুহাম্মদ রাহি. থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর পোশাক পরিধান করলো, তারপর এ কাপড়ে সে ঘেমে উঠলো। কিন্তু তিনি (আয়িশা রা:) একে আপত্তিকর মনে করেন নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৪৩১; ইবনু আবী শাইবা ১/১৯১; বাইহাকী ২/৪০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬১)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَعْرَقَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فِي الثَّوْبِ يُصَلَّى فِيهِ

১০৬১. ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, আতা রাহি. বলেন, ‘জুনুবী’ (অপবিত্র) ব্যক্তি ও হায়িযগ্রস্ত মহিলা যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘেমে ভিজে যায়, তাদের সেই কাপড়ে সালাত আদায় করাতে কোনো আপত্তি নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে আব্দুর রাযযাকে ইবনু জুরাইজ ‘হাদ্দাসানা’ বলে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১৯১; আব্দুর রাযযাক নং ১৪৩৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬২)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ

১০৬২. আবী হামযাহ হতে বর্ণিত, ‘জুনুবী’ ব্যক্তির কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘেমে গেলে’ সেই সম্পর্কে ইবরাহীম রাহি. বলেন: এতে কোনো ক্ষতি নেই এবং তা পানি ঢালার (বা ছিটানোর) কোনো প্রয়োজন নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, আবী হামযাহ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَائِضِ إِذَا عَرِقَتْ فِي ثِيَابِهَا فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ

১০৬৩. হাম্মাদ হতে বর্ণিত, হায়িযগ্রস্ত মহিলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘামলে’ সেই সম্পর্কে ইবরাহীম রাহি. বলেন, তাতে পানি ছিটিয়ে (বা ঢেলে) দেয়াই তার জন্য যথেষ্ট।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ

১০৬৪. নাফি’ রাহি. হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ‘জুনুবী’ (অপবিত্র) অবস্থায় কোনো কাপড় পরে ঘামতেন, আবার সেই কাপড় পরেই সালাত আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক ৮৯; ইবনু আবী শাইবা ১/১৯১; আব্দুর রাযযাক নং ১৪২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬৫)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ

১০৬৫. ইকরিমাহ হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা ‘জুনুবী’ (অপবিত্র) ব্যক্তি ও হায়িযগ্রস্ত মহিলার ঘামকে আপত্তিকর বলে মনে করতেন না।[1]

[1] হুশাইম এটি ‘আন আন’ পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস। তবে এর মুতাবিয়াত রয়েছে, যা হিশাম ইবনুল হিসান সূত্রে। তাখরীজ: এটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক নং ১৪৩০; ইবনু আবী শাইবা ১/১৯১ ; বাইহাকী ২/৪০৯; হিশাম ইবনুল হিসান সূত্রে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬৬)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا

১০৬৬. মালিক ইবনু আনাস সূত্রে যাইদ ইবনু আসলাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় আমার স্ত্রীর (সাথে কোন কোন আচরণ) আমার জন্য হালাল? তিনি বললেন: “স্ত্রীলোক তার পাজামা শক্তভাবে বেঁধে নেবে, তারপর তার উর্ধ্বাংশে তোমার কাজ (তথা তার উর্ধ্বাংশ দ্বারা তুমি উপকৃত হতে পারো)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু'দ্বাল (একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়েছে)। তাখরীজ: মালিক, তাহারাত ৯৫; বাইহাকী ৭/১৯১; তাবারাণী, আল কাবীর ১০/৩৮২ নং ১০৭৬৫; ইবনু আব্বাস হতে... যঈফ সনদে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৫৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬৭)

أَخْبَرَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ لِيَسْأَلَهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَتْ لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

১০৬৭. মালিক রাহি. থেকে বর্ণিত, নাফি' রাহি. বলেন, (আব্দুল্লাহ ইবনু) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার এক ব্যক্তিকে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার নিকট এ কথা জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন যে, হায়িয অবস্থায় কোনো লোক তার স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে পারবে কি? তখন তিনি বললেন: তার নিচের অংশে ইযার (নিম্নাংশের পরিধেয় কাপড়) শক্ত করে বেঁধে নেবে, অতঃপর স্বামী তার সাথে মেলামেশা করিবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তাখরীজ: মালিক তাহারাত ৯৭; বাইহাকী ৭/১৯০-১৯১; আব্দুর রাযযাক নং ১২৪১। আয়িশা ও মায়মুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে কোনো ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাবে, যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে কেমন আচরণ করতেন তাদের হায়িয অবস্থায়। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন। আরও দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫৪, ২৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْحَائِضُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَافِقِهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا فَإِذَا دَفَقَ غَسَلَتْ مَا أَصَابَهَا وَاغْتَسَلَ هُوَ

১০৬৮. হাম্মাদ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, হায়িযগ্রস্ত মহিলার স্বামী তার পেট ও গুপ্তাংগের মধ্যবর্তী (প্রবেশ করানোর মত কোমল[1]) স্থানে এবং তার উভয় উরুর মাঝে সংগম করতে পারে। যদি স্বামীর (বীর্য) নির্গত হয়ে স্ত্রীর শরীরে লাগে, তবে সে তা ধুয়ে ফেলবে আর স্বামী গোসল করবে।[2]

[1] ((দেখুন দারিমীর শরহ ‘ফাতহুল মান্নান’ অত্র হাদীসের (নং ১১২৭) টীকা ও ব্যাখ্যা-অনুবাদক)) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি। এ অর্থে ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক নং ৯৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৬৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ الْكَرِيمِ عَنْ الْحَائِضِ فَقَالَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَقَدْ عَلِمَتْ أُمُّ عِمْرَانَ أَنِّي أَطْعُنُ فِي أَلْيَتِهَا يَعْنِي وَهِيَ حَائِضٌ

১০৬৯. উবাইদুল্লাহ ইবনু আদী বলেন, আমি আব্দুল কারীম কে হায়িযগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ইবরাহীম বলেছেন, (আমার স্ত্রী) উম্মু ইমরাণ জানে যে, তার হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় আমি তার নিতম্বে খোঁচা দিতাম (বিদ্ধ করতাম)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি আর অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنْ الْحَائِضِ فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ الدَّمِ بَأْسًا

১০৭০. মালিক ইবনু মাগুল বলেন, এক ব্যক্তি আতা রাহি. কে হায়িযগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি রক্ত (নির্গত হওয়ার স্থান) ব্যতীত অন্যত্র বা এর আশপাশে (সংগম করায়) কোনো দোষ আছে বলে মনে করেন নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি’ বা বিচ্ছিন্ন। মালিক ইবনু মাগুল আতা হতে কিছু শ্রবন করেননি। তাখরীজ: আমি এখানে ব্যতীত এটি আর কোথাও পাইনি। তবে আব্দুর রাযযাক নং ১২৪২ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّزِرُ وَكَانَ يُبَاشِرُنِي

১০৭১. আসওয়াদ রাহি. হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার হায়িয হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিতেন ফলে আমি ইযার পরিধান করতাম এবং (এরপর) তিনি আমার সাথে মেলামেশা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩০০; সহীহ মুসলিম ২৯৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও এর শাহিদ হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৪৮১০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَتْ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

১০৭২. মায়মুন ইবনু মিহরাণ রাহি. বলেন, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো পুরুষের স্ত্রী হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তার স্ত্রী ব্যবহার কতটুকু তার জন্য হালাল? তিনি বলেন, ইযার (পাজামা)-এর উপর দিয়ে যা কিছু করা সম্ভব।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫৫। আরও দেখুন ১০৭২, ১০৭৩, ১০৭৭ (অনুবাদে ১০৬৬, ১০৬৭, ১০৭১) নং গুলো।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ كَلَامِهَا

১০৭৩. মাসুরুক বলেন, আমি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা কে বললাম, কোনো পুরুষের স্ত্রী হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তার স্ত্রী ব্যবহার কতটুকু তার জন্য হালাল? তিনি বলেন, সহবাস ব্যতীত সবকিছুই হালাল।

তিনি (মাসরুক) বলেন, আমি বললাম, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুহরিম (হজ্জের ইহরাম বাঁধা) অবস্থায় স্বামীর উপর কোন কোন কাজ হারাম? তিনি বললেন, স্ত্রীর সাথে কথা-বার্তা বলা ব্যতীত আর সবই হারাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, আগের আয়িশার হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِإِنْسَانٍ اجْتَنِبْ شِعَارَ الدَّمِ

১০৭৪. কোনো এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, রক্তের চিহ্ন (স্থান) হতে দূরে থাকো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ য়য়ীফ। কেননা, জিলদ ইবনু আইয়্যুব যঈফ এবং আয়িশা রা: হতে বর্ণনাকারী মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়)। তাখরীজ: দেখুন, আব্দুর রাযযাক নং ১২৪০, ১২৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِذَا كَفَّ الْأَذَى يَعْنِي الدَّمَ

১০৭৫. ইসমাঈল হতে বর্ণিত, শা'বী রাহি. বলেন, (হায়িযগ্রস্ত মহিলার স্বামী তার সাথে মেলামেশা করতে পারবে,) যদি তার অপবিত্রতা তথা রক্তের স্থানে কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করা হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ২/৩৮৪ সহীহ সনদে। আর এর শাহিদ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫৫ শাইবানী হতে সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭৬)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْتَى الْحَائِضُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَفِي سُرَّتِهَا

১০৭৬. লাইছ হতে বর্ণিত, মুজাহিদ রাহি. বলেন, হায়িযগ্রস্ত মহিলার দুই উরুতে অথবা তার নাভীতে (তার স্বামীর) সহবাস করাতে কোনো দোষ নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, লাইছ যঈফ। তাখরীজ: তবে হাসান সনদে এর শাহিদ বর্ণিত হয়েছে ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫৬ হাসান রাহি. হতে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ يُقْبِلُ بِهِ وَيُدْبِرُ إِلَّا الدُّبُرَ وَالْمَحِيضَ

১০৭৭. লাইছ হতে বর্ণিত, মুজাহিদ রাহি. বলেন, সামনে অথবা পিছন থেকে (সহবাস করায়) কোনো দোষ নেই, তবে পায়ুপথে অথবা হায়িযের সময় ব্যতীত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছ যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ; আমি এ শব্দে এটি আর কোথাও পাইনি। তবে আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭৮)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافٍ فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ أَنَفِسْتِ قُلْتُ وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ قَالَ ذَاكِ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ قَالَتْ فَقُمْتُ فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي ثُمَّ رَجَعْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْخُلِي فِي اللِّحَافِ فَدَخَلْتُ

১০৭৮. আবী সালামাহ হতে বর্ণিত, উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক লেপের নিচে ছিলাম। এমতাবস্থায় মেয়েদের যেরূপ হয়ে থাকে (তথা হায়িয), আমিও সেটা অনুভব করলাম। ফলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তোমার কি হলো? তোমার কি নিফাস (তথা হায়িয) হয়েছে?" আমি বললাম, মেয়েদের যেরূপ হয়, আমিও সেরূপ অনুভব করছি (তথা আমার হায়িয হয়েছে)। তিনি বললেন: ওটি এমন জিনিস যা আল্লাহ আদম (আ:) এর কন্যা সন্তানের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, আমি উঠে গেলাম এবং নিজের অবস্থা ঠিকঠাক করে নিয়ে তারপর ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "লেপের ভেতরে প্রবেশ করো।" তারপর আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৬/২৯৪; ইবনু মাজাহ ৬৩৭; আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী ১২/৪২৬ এ; আরও দেখুন, পরবর্তী টীকাটি, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫৪ ও মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক নং ১২৩৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৭৯)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ أَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ دَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ قَالَتْ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

১০৭৯. যাইনাব বিনতে উম্মু সালামাহ হতে বর্ণিত, উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি মখমলের কম্বলের নিচে শায়িত ছিলাম। আকস্মিকভাবে আমার হায়িয শুরু হলে আমি চুপে চুপে বেরিয়ে গিয়ে আমার হায়িযের কাপড় পরিধান করে নিলাম। তখন তিনি বললেন: "তোমার কি নিফাস (হায়িয) হয়েছে?" আমি বললাম: জ্বি। তিনি বলেন: তখন তিনি আমাকে ডাকলেন ফলে আমি তার সাথে কম্বলের ভেতর শুয়ে পড়লাম।তিনি বলেন: তিনি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ে এক পাত্র হতে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন। আর তিনি সিয়ামরত অবস্থায় তাকে চুম্বন করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিমের হাদীস।

তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২৯৮; সহীহ মুসলিম ২৯৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯৯১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮০)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِيَ حَائِضٌ

১০৮০. আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ রাহি. হতে বর্ণিত, মাইমুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের কারো কারো সাথে ইযার (পায়জামা)-এর উপর দিয়ে মেলামেশা করতেন, অথচ তখন সেই স্ত্রী হায়িয অবস্থায় থাকতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭০৮২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৬৮; আরও দেখুন, সুনানে বাইহাকী ৭/১৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮১)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

১০৮১. আবী মায়সারাহ আমর ইবনু শুরাহবীল হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমাদের কারো হায়িয হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিতেন যে, সে যেনো তার ইযার শক্তভাবে বেঁধে নেয়। এরপর তিনি তার সাথে মেলামেশা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ১০৭৭ (অনুবাদে ১০৭১) নং এর তাখরীজ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَدْخُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ

১০৮২. আবী মাইসারাহ হতে বর্ণিত, উম্মুল মু'মিনীনদের কোনো একজন বলেন, আমি হায়িযগ্রস্ত হলে ইযার পরিধান করতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর লেপের ভেতরে প্রবেশ করতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী ১/৩১৪; আগের টীকাটি দেখুন। এছাড়া আয়িশা রা: এর হাদীস পরবর্তী ১০৯২ (অণুবাদে ১০৮৬) নং এও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮৩)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ جُبَيْرٍ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا قَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

১০৮৩. ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ বলেন, ইবনু জুবাইর কে জিজ্ঞেস করা হলো, স্ত্রী যখন হায়িযগ্রস্ত হয়, তখন একজন পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর কতটুকু হালাল?তিনি বললেন: ইযার (পাজামা)-এর উপর দিয়ে যা কিছু করা সম্ভব।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কারণ, ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ فِي الْحَائِضِ قَالَ الْفِرَاشُ وَاحِدٌ وَاللُّحُفُ شَتَّى فَإِنْ كَانُوا لَا يَجِدُونَ رَدَّ عَلَيْهَا مِنْ لِحَافِهِ

১০৮৪. মুহাম্মদ ইবনু সীরীন থেকে বর্ণিত, হায়িযগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে আবীদাহ রাহি. বলেন, বিছানা একটিই হবে, তবে লেপ হতে হবে আলাদা। কিন্তু যদি আলাদা লেপ না থাকে, তবে স্বামী নিজের লেপ দিয়েই তাকে জড়িয়ে নেবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ২/৩৮২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮৫)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ لَهُ مَا فَوْقَ السَّرَرِ أَوْ السُّرَّةِ

১০৮৫. মুহাম্মদ ইবনু সীরীন হতে বর্ণিত, শুরাইহ রাহি. বলেন: (হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর) নাভীর উপরের অংশে যা কিছু করা সম্ভব, (স্বামী করতে পারে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২৩৯; তাবারী, তাফসীর ২/৩৮৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَشَّحُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيُصِيبُ مِنْ رَأْسِي وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ

১০৮৬. ইয়াযীদ ইবনু বাবানূস থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমি হায়িযগ্রস্ত থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জড়িয়ে ধরতেন এবং আমার মাথায় আদর করতেন। তখন আমার ও তাঁর মাঝে কেবল একটি কাপড় থাকতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ((মুসনাদে আহমাদ ৬/১৮৭ নং ২৫৫৮৩)); আবু দাউদ তায়ালিসী ১/৬২ নং ২৩৮; বাইহাকী ১/৩১২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৮৭; পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন ১০৭৭, ১০৭৮, ১০৮৭, ১০৮৮ (অনুবাদে ১০৭১, ১০৭২, ১০৮১, ১০৮২) নং হাদীসগুলি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮৭)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَأَخْرَجُوهَا مِنْ الْبَيْتِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ فِي الْبُيُوتِ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَأَنْ يُشَارِبُوهُنَّ وَأَنْ يَكُنَّ مَعَهُمْ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّكَاحَ فَقَالَتْ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ وَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَعُّرًا شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَقَامَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ لَبَنٍ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا

১০৮৭. ছাবিত হতে বর্ণিত, তিনি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, যখন ইয়াহুদীদের কোনো নারীর হায়েয হতো, তখন তারা তার সাথে একত্রে বসে খানাপিনা করতো এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দিতো আর সেও তাদের সাথে একইঘরে থাকতো না।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন: ("এবং তারা তোমাকে (স্ত্রীলোকদের) ঋতুকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে; তুমি বলো: ওটা হচ্ছে কষ্টদায়ক অবস্থা...।" (সুরা বাকার: ২২২)) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের (হায়িযগ্রস্ত মহিলাদের) সাথে একত্রে বসে খানাপিনা করতে এবং তাকে তাদের সাথে একইঘরে থাকতে নির্দেশ দিলেন। আর সহবাস ব্যতীত আর সকল কিছু করতে তাদেরকে আদেশ করলেন। তখন এক ইয়াহুদী বললো, এ লোকটি তো উদ্দেশ্যই হলো প্রতিটি কাজেই আমাদের বিরোধিতা করা।

তারপর আব্বাদ ইবনু বিশর ও উসাইদ ইবনু হুযাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ খবর দিয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের হায়িযকালীন সময়ে আমরা কি তাদের সাথে মিলিত হবো না? (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা ভীষণ বিবর্ণ হয়ে গেলো। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি তাদের দু'জনের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। তারা উঠে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর তখনই দুধ হাদিয়া এসে গেলো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দু'জনের অনসন্ধানে লোক

পাঠালেন এবং সে তাদেরকে ফিরিয়ে আনল এবং তিনি তাদেরকে (দুধ) পান করালেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, তিনি তাদের দু'জনের উপর রাগান্বিত হননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৩০২; আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৫৩৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৬২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنِي شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حُيَّضًا

১০৮৮. শাইবা ইবনু হিশাম আর রাসিবী বলেন, আমি সালিম ইবনু আব্দুল্লাহকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে একই লেপের মধ্যে শয়ন করে। কথা হলো, আমরা উমারের (রা:) পরিবারের লোক। অতএব, আমাদের স্ত্রীগণ হায়িযগ্রস্ত হলে আমরা তাদের থেকে দূরে থাকি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, আবী হিলাল আর রাসিবীর কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৮৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا

১০৮৯. নাফি' রাহি. হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোনো নারীর ওযুর অবশিষ্ট পানি ব্যাবহারে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ সে 'জুনুবী' (অপবিত্র) অথবা হায়েযগ্রস্ত না হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস আর তিনি এটি 'আন আন' পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। ফলে এ সনদ যঈফ। ((তবে হাদীসটি সহীহ লিগয়রিহী- যা

তাখরীজে উল্লেখিত হয়েছে- অনুবাদক))। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৩৩; আব্দুর রাযযাক নং ৩৯৪ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ يَضَعُهُ وَضْعًا يَعْنِي عَلَى الْفَرْجِ

১০৯০. গায়লান হতে বর্ণিত, হাকাম বলেন, সেই মহিলা তার স্বামীর সাথে যথাস্থানে তথা গোপনাঙ্গের উপর জড়াজড়ি করতে পারবে (এতে কোনো দোষ নেই। তবে, স্বামী তাতে প্রবিষ্ট করাবে না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫৫; সেখানকার শব্দাবলি: "তার গোপনাঙ্গে তা স্থাপন করাতে কোনো দোষ নেই, তবে সে তা প্রবিষ্ট করাতে পারবে না।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ

১০৯১. মায়মুনাহ'র মুক্তদাসী নুদবাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী মায়মুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের কারো সাথে মেলামেশা (জড়াজড়ি) করতেন, অথচ সে তখন হায়িযগ্রস্ত থাকতো। তখন তার পরিধেয় ইযার (নিম্নাংশের পোশাক) তার উরুদ্বয় কিংবা হাঁটুদ্বয়ের অর্ধাংশ পর্যন্ত আবৃত রাখতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী (৭০৮২, ৭০৮৯, ৭০৯২, ৭১০৪ ; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৬৫। আরও দেখুন, বিগত ১০৮৬ (অনুবাদে ১০৮০) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯২)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

১০৯২. উরওয়াহ রাহি. থেকে বর্ণিত, আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা আঁচড়ে দিতাম, অথচ তখন আমি হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় ছিলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মালিক ১০৪; সহীহ বুখারী ২৯৫; সহীহ মুসলিম ২৯৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী ৪৬৩২ নং ; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৫৯ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৮৪ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯৩)

أَخْبَرَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

১০৯৩. হিশাম ইবনু উরওয়াহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা আঁচড়ে দিতাম, অথচ তখন আমি হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় ছিলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, আগের টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯৪)

أَخْبَرَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنَّ جَوَارِي ابْنِ عُمَرَ يَغْسِلْنَ رِجْلَيْهِ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ

১০৯৪. মালিক রাহি. হতে বর্ণিত, নাফিঈ’ রাহি. বলেন, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দাসীগণ তার পা দু’টি ধুয়ে দিত এবং তাকে ‘খুমরাহ’ বা জায়নামায এনে দিত; অথচ তখন তারা হায়িযগ্রস্ত থাকত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মালিক ৯০; আব্দুর রাযযাক নং ১২৫৫; ইবনু আবী শাইবা ১/২০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُوتَى بِالْإِنَاءِ فَأَضَعُ فَمِي فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَضَعْتُ فَيَشْرَبُ وَأُوتَى بِالْعَرْقِ فَأَنْتَهِسُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَضَعْتُ فَيَنْتَهِسُ ثُمَّ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُبَاشِرُنِي

১০৯৫. মিক্বদাম ইবনু শুরাইহ ইবনু হানী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় আমার নিকট পাত্র আনা হলে আমি তা থেকে পান করতাম। এরপর আমি পাত্রের যে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক সেইস্থানেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমাকে গোশতের হাড্ডি দেয়া হলে আমি গোশতের হাড়ের যেস্থানে কামড় দিতাম, তিনিও ঠিক সেইস্থানেই মুখ লাগিয়ে কামড় দিতেন। তারপর আমার হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় তিনি আমাকে ইযার পরার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি আমার সাথে মেলামেশা (জড়াজড়ি) করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৩০০; আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৭৭১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৯৩, ১৩৬০, ১৩৬১ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يُقَالُ الْحَائِضُ لَيْسَتْ الْحِيضَةُ فِي يَدِهَا تَغْسِلُ يَدَهَا وَتَعْجِنُ وَتَنْبِذُ

১০৯৬. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, তার নিকট বলা হয়েছে: হায়িযগ্রস্ত মহিলার হায়িয তার হাতে লেগে নেই। সে তার হাত ধুয়ে নেবে এবং আটার খামীর বানাবে এবং নবীয তৈরি করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। তবে এটি মারফু' হিসেবে সহীহ। দেখুন ৭৯৮ ও ১১০৫ (অনুবাদে ৭৯২, ১০৯৯) নং ও পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْحَائِضَ حِيضَتُهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا وَكَانَ يَقُولُ الْحَائِضُ حُبُّ الْحَيِّ

১০৯৭. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলতেন, হায়িযগ্রস্ত মহিলার হায়িয তার হাতে লেগে নেই। তিনি আরও বলতেন: হায়িযগ্রস্ত মহিলা তো জীবিত (অনেক নারী-পূরুষে)-দের প্রিয়ভাজন ব্যক্তি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯৮)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْحَائِضِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا

১০৯৮. হাম্মাদ রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম রাহি. কে ইযাহুদী, নাসারা এবং অগ্নিপুজকদের সাথে মুসাফাহ' করা ও হায়িযগ্রস্ত মহিলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এ জন্য ওযু করা প্রয়োজন বলে মনে করেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৪৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১০৯৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ السُّدِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ قَالَتْ أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا وَيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّهَا حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حِيضَتَهَا لَيْسَ فِي يَدِهَا

১০৯৯. আব্দুল্লাহ আল বাহী বলেন, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তার দাসীকে ডেকে বললেন: “আমাকে ‘খুমরাহ’ বা জায়নামায এনে দাও।” তিনি (আয়িশা রা:) বলেন, তিনি তা বিছিয়ে সালাত আদায় করতে চেয়েছিলেন। তখন সেই দাসী বলল যে, তার তো হায়িয হয়েছে। তখন তিনি বললেন: “তোমার হাতে তো আর হায়িয লেগে নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান জাফর ইবনু হারিস আল ওয়ারিসীর কারণে। তবে হাদীসটি বুখারী মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: বুখারী ৩০১; মুসলিম ২৯৭; আবু আউয়ানা ১/৩১৩ সহীহ সনদে। আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৬৮, ৩৬৬৯। আরও দেখুন, পরবর্তী হাদীসটি এবং বিগত ১০৯৮, ১০৯৯ ও ১১০৬ (অনুবাদে ১০৯২, ১০৯৩ ও ১১০০) নং হাদীসসমূহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُ يَعْنِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ

১১০০. উরওয়াহ হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে অবস্থানকালে তাঁর মাথা বের করে দিতেন এবং আমি তা ধুয়ে দিতাম। তারমানে তখন তিনি ই’তিকাফকারী ছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ২৯৮ (৮)। সামনে ১১০৯ (অনুবাদে ১১০৩) নং এ আসছে। পূর্ণাঙ্গ তাখরীজের জন্য দেখুন বিগত ১০৯৮, ১০৯৯ (অনুবাদে ১০৯২, ১০৯৩) নং হাদীসগুলি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০১)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُوَضِّئَ الْحَائِضُ الْمَرِيضَ

১১০১. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, হায়িযগ্রস্ত মহিলা কর্তৃক অসুস্থ ব্যক্তিকে ওযু করানোকে ইবরাহীম রাহি. দোষণীয় মনে করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সামনে ১১১০ (অণুবাদে ১১০৪) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

১১০২. আল-আসওয়াদ হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা ধুয়ে দিতাম, অথচ তখন আমি ছিলাম হায়িযগ্রস্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান জা'ফর ইবনুল হারিস এর কারণে। কিন্তু হাদীসটি সহীহ বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: বুখারী নং ৩০১; মুসলিম ২৯৭; সহীহ আবী আউয়ানাহ ১/৩১৩ সহীহ সনদে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৭৮, ৩৬৭৯। এবং পরবর্তী হাদীসটি এবং বিগত ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০৬ (অনুবাদে ১০৯২, ১০৯৩, ১১০০) নং হাদীসগুলি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০৩)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ عَاكِفٌ

১১০৩. উরওয়াহ হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা ধুয়ে দিয়েছি, অথচ তখন আমি ছিলাম হায়িযগ্রস্ত, আর তিনি ছিলেন ই'তিকাফরত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ১১০৬ (অনুবাদে ১১০০) নং এ। আগের হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُغِيرَةَ قَالَ أَرْسَلَ أَبُو ظَبْيَانَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْحَائِضِ تُوَضِّئُ الْمَرِيضَ قَالَ نَعَمْ وَتُسْنِدُهُ قَالَ لَا فَقُلْتُ لِلْمُغِيرَةِ سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا قَالَ عَبْد اللَّهِ وَتُسْنِدُهُ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ

১১০৪. শু'বাহ বলেন, আমি মুগীরাহকে বলতে শুনেছি, আবী যুবইয়ান এক ব্যক্তিকে ইবরাহীম রাহি. এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালেন যে, হায়িযগ্রস্ত মহিলা অসুস্থ ব্যক্তিকে ওযু করাতে পারবে কি-না?

তিনি বললেন: হাঁ।' (তাকে আরও জিজ্ঞেস করা হলো,) 'সে তার উপর ঠেস দিতে পারবে কি? তিনি বলেন: না।

তখন আমি (শু'বাহ) মুগীরাহকে বললাম, আপনি কি একথা ইবরাহীমের নিকট থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, না।[1]আব্দুল্লাহ বলেন: 'সে তার উপর ঠেস দিতে পারবে কি?'-একথার অর্থ সালাতের মধ্যে (ঠেস দেওয়া সম্পর্কে)।

[1] তাহক্বীক; ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার কারণে এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২৫৯; ইবনু আবী শাইবা ১/২০২। এটি ১১০৭ (অনুবাদে ১১০২) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ قَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

১১০৫. কাসিম আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, "আমাকে 'খুমরাহ' বা জায়নামাযটি এনে দাও।" তখন তিনি বললেন যে, আমার তো হায়িয হয়েছে। তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তা (তোমার হায়িয) তো আর তোমার হাতে হয়নি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু আওয়ানাহ ১/৩১৩; সহীহ মুসলিম ২৯৮; আবু দাউদ ২৬১; নাসাঈ ২৭২, ২৭৩; তিরমিযী ১৩৪; এটি ৭৯৭ ((এটি ভূল, আসলে মুহাক্কিক্বের নুসখায় এটি ৭৯৮ নং এ রয়েছে-অনুবাদক)) ও ১১০৫ (অনুবাদে ৭৯১ ও ১০৯৯) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ حَائِضٍ شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ أَيُتَوَضَّأُ بِهِ فَضَحِكَ وَقَالَ نَعَمْ

১১০৬. কাছীর ইবনু শিনযীর হাসান রাহি. হতে বর্ণনা করেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হায়িযগ্রস্ত মহিলা যে পানি থেকে পান করেছে, সেই পানি দ্বারা কি ওযু করা যাবে? তিনি হেঁসে বললেন, হাঁ।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৩৯১ সহীহ সনদে, অপর সনদে ৩৯৩; ইবনু আবী শাইবা ৩৪/১ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০৭)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ قَالَ وَاكِلْهَا

১১০৭. হারাম ইবনু হাকীম তাঁর চাচা আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হায়িযগ্রস্ত মহিলার সাথে আহার করা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: "আর তুমি তার সাথে আহার করো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৩৪২ ও ৫/২৯৩; তিরমিযী ১৩৩; ইবনু মাজাহ ৬৫১; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৯/৫১; আরও দেখুন, আবু দাউদ ২১২; বাইহাকী ১/৩১২। তিরমিযী বলেন: 'এ অনুচ্ছেদে আয়িশা, আনাস রা: .... থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। এটি সকল আহলে ইলমগণের মত। তারা হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীলোকের সাথে খাওয়াকে দোষণীয় মনে করতেন না....।' আর এ সম্পর্কে দ্বিতীয় হাদীসটি সামনে ১১১৫ (অনুবাদে ১১০৯) এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ أَنْ تُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَقُولُ إِنِّي حَائِضٌ فَيَقُولُ إِنَّ حِيضَتَكِ لَيْسَتْ فِي كَفِّكِ فَتُنَاوِلُهُ

১১০৮. নাফিঈ' ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার কোনো এক দাসীকে মসজিদ হতে জায়নামায নিয়ে আসার নির্দেশ দিতেন, আর সে দাসী বলতো, আমি তো হায়িযগ্রস্ত। তখন তিনি বলতেন, তোমার হায়িয তো আর তোমার হাতে লেগে নেই। তখন সে ওটা নিয়ে আসতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৬০ সহীহ সনদে। আরও দেখুন, আয়িশার হাদীস যা ১১১১ (১১০৫) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১০৯)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ وَإِنَّا لَنُتَعَشَّوْنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعًا

১১০৯. হারাম ইবনু হাকীম তাঁর চাচা (আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হায়িযগ্রস্ত মহিলার সাথে আহার করা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: "আমার পরিবারের মহিলাদের মধ্যেও কারো হায়িয হয়েছে এবং ইনশা আল্লাহ আমরা রাতে একসাথে আহার করবো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১১১৪ (এটিও ভুল, আসলে মুহাক্কিক্বের নুসখায় এটির ক্রম ১১১৩ অনুবাদে ১১০৭) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১০)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ الْخُمْرَةَ

১১১০. আব্দুর রহমান ইবনু কাসিম তার পিতা কাসিম রাহি. হতে, তিনি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি হায়িযগ্রস্ত মহিলা কর্তৃক জায়নামায স্পর্শ করাকে দোষণীয় মনে করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আয়িশা রা: পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তবে এটি মাওকুফ। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

১১১১. উছমান ইবনুল আসওয়াদ মুজাহিদ রাহি. হতে বর্ণনা করেন ....[1]
(একই সনদে) ইউনূস হাসান রাহি. হতে ....[2]
(একই সনদে) আব্দুল মালিক, আতা রাহি. হতে .....[3]
মুহাম্মদ বলেন: এবং ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল কাত্তান, উছমান ইবনুল আসওয়াদ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, (তিনি বলেন,) হায়িযগ্রস্ত মহিলা যখন রক্তস্রাব হতে পবিত্র হবে, এরপর সে গোসল না করা পর্যন্ত তার স্বামী তার নিকটবর্তী হবে না।[4]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী ১/৩১০; ইবনু আবী শাইবা ১৯৬; তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৮৬। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :**

এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৬ হাসান সনদে। [3] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৬; আরও দেখুন, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক নং ১২৪৫, ১২৭৩। [4] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৬ সহীহ সনদে; আগের টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১২)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ سَوَاءً

১১১২. উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা, উছমান ইবনুল আসওয়াদ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, এর অনুরূপ অভিন্ন (মত বর্ণনা করেছেন।)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন। পরবর্তী ১১২২ (অনুবাদে ১১১৬) নং হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ لَا فَقِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتْ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّامًا قَالَ تُسْتَتَابُ

১১১৩. মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ বলেন, সুফিয়ান রাহি. কে জিজ্ঞেস করা হলো, যখন কোনো স্ত্রীলোকের (হায়িযের) রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তখন সে গোসল করার পূর্বেই তার স্বামী তার সাথে মিলিত হতে পারবে কি? তিনি বললেন: না। এরপর তাকে বলা হলো, সেই মহিলা যদি দু'দিন বা তারও অধিক দিন গোসল করা পরিত্যাগ করে, তাহলে এ ব্যাপারে আপনার মত কি? তিনি বললেন: তবে তাকে তাওবা করতে বলতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قَالَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْنَ

১১১৪. মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ এক ব্যক্তি হতে, যিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর বাণী: "অতঃপর যতক্ষণ তারা পবিত্রতা লাভ না করবে, ততক্ষণ তাদের নিকটবর্তী হয়োনা।" (সূরা বাকারাহ: ২২২) (এ আয়াত সম্পর্কে) তিনি (মুজাহিদ) বলেন, যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। (আল্লাহর বাণী:) "অতঃপর যখন তারা পবিত্রতা লাভ করে" (সুরা বাকারা: ২২২) (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) তিনি বলেন: যখন তারা গোসল করবে।[1]

[1] বিচ্ছিন্নতার কারণে এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: পরের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১৫)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ حَتَّى يَطْهُرْنَ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ قَالَ اغْتَسَلْنَ

১১১৫. ইবনু নাজীহ হতে বর্ণিত, তিনি মুজাহিদ হতে, ("যতক্ষণ তারা পবিত্রতা লাভ না করবে") (সূরা বাকারাহ: ২২২) তিনি বলেন: (এর অর্থ) যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। ("অতঃপর যখন তারা পবিত্রতা লাভ করে...।") (সুরা বাকারা: ২২২) তিনি বলেন: (এর অর্থ) যখন তারা গোসল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৮৫, ৩৮৬; আব্দুর রাযযাক (বিস্তারিতভাবে) নং ১২৭২; সহীহ সনদে। দেখুন, দুররে মানছুর ২/২৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتْ الطُّهْرَ أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

১১১৬. উছমান ইবনুল আসওয়াদ বলেন, আমি ইবরাহীম রাহি. কে এমন এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, পবিত্রাবস্থা দেখতে পেলো। এমতাবস্থায় সে গোসল করার পূর্বে তার স্বামীর

জন্য তার সাথে সহবাস করা হালাল কি? তিনি বললেন: না। যতক্ষণ না তার জন্য সালাত আদায় করা জায়িয হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৬ সহীহ সনদে। দেখুন এরপূর্বের ১১১৭ (অনুবাদে ১১১১) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১৭)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

১১১৭. হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ বলেন, আমি আতা ও মায়মুন ইবনু মিহরাণ কে প্রশ্ন করে জেনেছিলাম এবং হাম্মাদ ইবরাহীম রাহি. হতে আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,[1] সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) গোসল না করা পর্যন্ত তার সাথে মিলিত হবে না।[2]

[1] ((এটি মুহাক্কিক্বের পরিবর্তন। মুল নুসখা এবং ফাতহুল মান্নানের বর্ণনামতে এখানে, 'তিনি বললেন' এর স্থানে 'তারা বললেন' রয়েছে। ফলে ফাতহুল মান্নানে, এটিকে আতা, মাইমুন ইবনু মিহরাণ ও ইবরাহীম- এ তিনজেনের মত আলাদাভাবে তিনটি হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা মুহাক্কিক্বের বর্ণনা অনুযায়ী, একটি হাদীস হিসেবে এবং আতা, মাইমুন ইবনু মিহরাণ ও হাম্মাদ হতে ইবরাহীম রাহি. এর মত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, আমরা সেভাবেই অনুবাদ করলাম।- অনুবাদক)) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি ১১১৭ (অনুবাদে ১১১১) নং এ গত হয়েছে। পরবর্তী ১১২৭ (১১২১) নং হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ

১১১৮. হিশাম হতে বর্ণিত, এক মহিলা পবিত্রাবস্থা দেখতে পেয়েছে, এমতাবস্থায় সে গোসল করার পূর্বে তার স্বামী তার সাথে সহবাস করলো। এ সম্পর্কে হাসান রাহি. বলেন, সে তো গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত হায়িযগ্রস্ত বলে গণ্য। আর সে লোকটির উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর তার স্ত্রীর গোসল না করা পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর নিকট প্রত্যাগমন করতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১১১৭ (অনুবাদে ১১১১) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১১৯)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

১১১৯. ইউনুস থেকে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন, তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে না (স্ত্রীর গোসল করার পূর্বে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৮৬ এবং এতে অতিরিক্ত রয়েছে যে, 'যতক্ষণ সে গোসল না করে এবং তার জন্য সালাত আদায় করা হালাল না হয়।' এর সনদও সহীহ। আরও দেখুন, ১১১৭ (অনুবাদে ১১১১) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْخَيْرِ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ حَتَّى يَمُرَّ يَوْمٌ

১১২০. আবুল খায়ের মারছাদ ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উক্ববাহ ইবনু আমির আল জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! যেই দিনে আমার স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করে, সেই দিনেই আমি আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হই না, যতক্ষণ একদিন গত না হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২১)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

১১২১. আব্দুল মালিক বর্ণনা করেন, কোনো এক মহিলা পবিত্রাবস্থা দেখতে পেলো। এমতাবস্থায় সে গোসল করার পূর্বে তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে কি? আতা রাহি. বললেন: না। যতক্ষণ না সে (স্ত্রী) গোসল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি ১১১৭, ১১২৩ (অনুবাদে ১১১১, ১১১৭) নং এ গত হয়েছে। এছাড়া মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ১২৪৫ নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২২)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَتَاهَا

১১২২. লাইছ ইবনু আবী সুলায়ম হতে, তিনি আতা হতে, কোনো মহিলার (হায়িযের) রক্তস্রাব বন্ধ হলো-এ সম্পর্কে তিনি (আতা) বলেন: যদি কামাসক্তি স্বামীকে পেয়ে বসে, তবে সে (স্ত্রী) তার গোপনাঙ্গ ধৌত করবে, তারপর তার স্বামী তার সাথে মিলিত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছ ইবনু আবী সুলায়ম যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৯৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২৩)

أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ شَرِيكًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَا خَطَأً أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الشَّبِقُ الَّذِي يَشْتَهِي

১১২৩. ফুরওয়াহ ইবনু আবীল মাগরা'আ বলেন, আমি শারীক হতে শুনেছি, এক ব্যক্তি তাকে একথা জিজ্ঞেস করলো যে, এক স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সে গোসল করার পূর্বে তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে কি? তিনি বললেন, আব্দুল মালিক আতা রাহি. হতে বর্ণনা করেছেন যে, কামাসক্তি (এর আধিক্য)-এর কারণে তিনি (আতা) এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।[1]

আবু মুহাম্মদ বলেন, আমার আশংকা হয় যে, তিনি ভূল করেছেন। আমার আরও আশংকা হলো, এটি লাইছের হাদীস (যেটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে), আব্দুল মালিকের এ হাদীস আমি জানি না। আবু মুহাম্মদ (দারিমী) বলেন, الشبق : যে ব্যক্তি (নারীসঙ্গ) কামনা করে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ((মুহাক্বিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ زَعَمَ لَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حُرَّةَ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ يُصَلِّينَ فِي الْخِضَابِ

১১২৪. আবী হুররাহ ওয়াসিল ইবনু আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন, আমি মদীনার নারীদেরকে দেখেছি, তারা খিযাব লাগানো অবস্থায় সালাত আদায় করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। হুশাইম মুদাল্লিস, আর এটি সে 'আন'আন' পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবু হুররাহ সম্পর্কে বুখারী রা. বলেছেন: 'হাসান হতে তার বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।' আহমদ রাহি. বলেছেন:.... সে হাসান হতে শোনেননি। তাখরীজ: ((মুহাক্বিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى الْخِضَابِ فَقَالَتْ لَأَنْ تُقْطَعَ يَدِي بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ

১১২৫. আবী নাজিহ কর্তৃক এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'কে এমন এক মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে খিযাব লাগায়। তখন তিনি বললেন: বরং ছুরি দিয়ে হাত কেটে ফেলাও আমার নিকট এর চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।[1]

[1] এর সনদে জাহালত (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী) রয়েছে। ((আবী নাজীহ ও আয়িশা রা: এর মাঝে একজন রাবী রয়েছে যার নাম উল্লেখ করা হয়নি।-অনুবাদক)) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২০; বাইহাকী ১/৭৭;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২৬)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الْخِضَابِ قَالَتْ اسْلُتِيهِ وَرَغْمًا قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَبُو سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ وَاسْمُ أَبِي الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ

১১২৬. আবী সাঈদ হতে বর্ণিত, এক মহিলা আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোনো এক মহিলা খিযাব লাগিয়ে সালাত আদায় করে। (এর হুকুম কি?) তিনি বললেন: জোর করে হলেও তা ধুয়ে তুলে ফেলো।[1]আবু মুহাম্মদ বলেন: আবু সাঈদ হলেন ইবনু আবীল আম্বাস। আর আবীল আম্বাসের নাম সাঈদ ইবনু কাছীর ইবনু উবাইদ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১১৯; বাইহাকী ১/৭৭; দেখুন, আবী উবাইদ, গারীবুল হাদীস ৪/৩২৬ ...।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২৭)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّ نِسَاؤُنَا يَخْتَضِبْنَ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحْنَ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ ثُمَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ فَأَحْسَنَّ خِضَابَهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ

১১২৭. আবী মিজলায হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমাদের স্ত্রীগণ রাত্রি বেলায় খিযাব লাগাত, এরপর যখন সকাল হতো, তখন তারা তা তুলে ফেলতো, অতঃপর ওযু করে সালাত আদায় করতো। তারপর সালাতের পরে তারা পূণরায় খিযাব লাগাতো, তারপর যখন যুহরের

সময় নিকটবর্তী হতো, তখন তারা তা তুলে ফেলতো, অতঃপর ওযু করে সালাত আদায় করতো। খিযাব (রং) ও হতো সুন্দরতর, আর তা সালাত হতেও বিরত রাখতো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১২০; বাইহাকী ১/৭৭; আব্দুর রাযযাক নং ৭৯৩০; এটি সামনে ১১৩৫ (অনুবাদে ১১২৯) নং এও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২৮)

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ حُيَّضٌ

১১২৮. নাফিঈ’ রাহি. হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার স্ত্রীগণ খিযাব লাগাতেন, অথচ তখন তারা হায়িযগ্রস্ত থাকতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১২৯)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّ نِسَاؤُنَا إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ اخْتَضَبْنَ فَإِذَا أَصْبَحْنَ أَطْلَقْنَهُ وَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ وَإِذَا صَلَّيْنَ الظُّهْرَ اخْتَضَبْنَ فَإِذَا أَرَدْنَ أَنْ يُصَلِّينَ الْعَصْرَ أَطْلَقْنَهُ فَأَحْسَنَّ خِضَابَهُ وَلَا يَحْبِسُ عَنْ الصَّلَاةِ

১১২৯. (অপর সনদে) আবী মিজলায হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমাদের স্ত্রীগণ যখন সর্বশেষ সালাত ঈশা’ আদায় করতো, তখন তারা খিযাব লাগাত। এরপর যখন সকাল হতো, তখন তারা তা তুলে ফেলতো, অতঃপর ওযু করে সালাত আদায় করতো। তারপর যখন যুহরের সালাত আদায় করতো, তখন তারা পূণরায় খিযাব লাগাতো, তারপর যখন আসরের সালাত আদায়ের ইচ্ছা করতো, তখন তারা তা তুলে ফেলতো। ফলে খিযাব (রং) ও হতো সুন্দরতর, আর তা সালাত হতেও তাদেরকে বিরত রাখতো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১১৩৩(অনুবাদে ১১২৭) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ح وَأَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ فِيمَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَا ذَنْبٌ أَتَاهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَا يَعُودُ

১১৩০. মুগীরাহ ইবরাহীম রাহি. হতে বর্ণনা করেন, ...[1]
এবং ইসমাঈল ইবনু আবী খালিদ, আমীর রাহি. হতে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ে বলেন, তা (তার সাথে মিলিত হওয়া) গুনাহের কাজ হয়েছে। সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তাঁর নিকট তাওবা করবে। আর সে এ কাজের পুনরাবৃত্তি করবে না।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩২; আব্দুর রাযযাক নং ১২৬৮ ইবরাহীম বলেন, তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব নয়। সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করবে।' এর সনদ সহীহ। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

১১৩১. মুছান্না হতে বর্ণিত, আতা রাহি. হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কিন্তু হাদীসটি শাহিদ থাকার কারণে সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩২। এর শাহিদ বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাযযাক নং ১২৬৯ ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি মুদাল্লিস এবং এটি আনআন পদ্ধতিতে বর্ণনা করায় এটি যঈফ। এটি সামনে ১১৪০ (অনুবাদে ১১৩৬) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ذَنْبٌ أَتَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

১১৩২. মুহাম্মদ ইবনু যাইদ হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনু জুবাইর বলেন, তা (তার সাথে মিলিত হওয়া) গুনাহের কাজ হয়েছে। কিন্তু তার উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ্। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ

১১৩৩. আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা কাসিম রাহি. হতে বর্ণনা করেন, তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তার স্ত্রীর হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় তার সাথে মিলিত হয়। তিনি বলেন: সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহর নিকট তাওবা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

১১৩৪. ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, আতা রাহি. বলেন, ‘তুমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তোমার উপর আর কোনো কিছু (কাফফারা) ওয়াজিব নয়।’ (রাবী বলেন) এর অর্থ: যখন সে (কোনো ব্যক্তি) তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এটি ১১৩৭ (অনুবাদে ১১৩১) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩৫)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَنْبِرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

১১৩৫. মালিক ইবনু খাত্তাব আল আম্বারী হতে বর্ণিত, ইবনু আবী মুলাইকা রাহি. বলেন, আমি শুনলাম, তাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তার স্ত্রীর হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় তার সাথে মিলিত হয়। তিনি বললেন: সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মালিক ইবনু খাত্তাব সম্পর্কে বুখারী, আল কাবীর ৭/৩০৯ এ উল্লেখ করেছেন এবং তার প্রশংসা বা সমালোচনা কোনোটাই উল্লেখ করেননি। আর আমি তার জীবনী অন্য কোথাও পাইনি। অন্যান্য রাবী গণ নির্ভরযোগ্য। তবে হাদীসটি শাহিদ থাকার কারণে সহীহ। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَبُولُ دَمًا قَالَ تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَعُدْ

১১৩৬. আবী কিলাবাহ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বললো: আমি স্বপ্নে দেখছি, আমি যেন রক্ত পেশাব করছি। তুমি কি তোমার স্ত্রীর হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় তার সাথে মিলিত হও? তখন সে বললো, হাঁ। তখন তিনি বললেন: আল্লাহকে ভয় কর। পূণরায় একাজ আর করো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। আবু কিলাবাহ উমার

ইবনুল খাত্তাবের সাক্ষাত লাভ করেননি। ((ফলে আবু বকর রা: এর সাক্ষাতের প্রশ্নই উঠে না-অনুবাদক))।
তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২৭০; ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

১১৩৭. হিশাম হতে বর্ণিত, যে লোক তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, তার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রাহি. বলেন, সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১২৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩৮)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا وَفِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ مِثْلُ ذَلِكَ

১১৩৮. ইয়াযীদ ইবনু ইবরাহীম বলেন, আমি হাসান রাহি. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমযান মাসে একদিন সিয়াম ভঙ্গ করবে, তার ব্যাপারে তিনি বলেন, (কাফফারা হিসেবে) একটি দাস মুক্ত করা কিংবা একটি হৃষ্টপুষ্ট পশু কুরবাণী করা কিংবা চল্লিশজন মিসকীনকে বিশ সা’আ খাদ্য দান করা তার উপর ওয়াজিব। আবার যে ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে, তার জন্যও এর অনুরূপ (কাফফারা ওয়াজিব হবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩২, দু’টি সনদে হাসান হতে বর্ণনা করেছেন, যার শব্দাবলী হলো: যিহারকারী পুরুষের উপর যা ওয়াজিব তারমতে এ ব্যক্তির উপরও তা ওয়াজিব।’

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৩৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

১১৩৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে, যে ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: "সে অর্ধ দীনার সাদাকা করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ১/২৭২, ৩২৫; আবু দাউদ ২৬৬; তার সূত্রে বাইহাকী ১/৩১৬; তিরমিযী ১৩৬; ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩১; আব্দুর রাযযাক নং ১২৬১, ১২৬৩। পরবর্তী টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪০)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ شَكَّ الْحَكَمُ

১১৪০. মিকসাম হতে, 'যে ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে এক দীনার সাদাকা করবে'- কিংবা (বর্ণনাকারী) হাকামের সন্দেহ- 'অর্ধ দীনার' সাদাকা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/২৩০, ২৮৬; আবু দাউদ ২৬৪, ২১৬৮; নাসাঈ ১/১৫৩; ইবনু মাজাহ ৬৪০; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা নং ১০৮; ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩১; বাইহাকী ১/৩১৪। হাকিম, আল মুসতাদরাক ১/১৭১-১৭২ এ একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। আগের ও পরের হাদীস দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا حِفْظِي فَهُوَ مَرْفُوعٌ وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَا غَيْرُ مَرْفُوعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ وَدَعْ مَا قَالَ

فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمُرَ نُوحٍ وَأَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ زَيدِ بْنِ الخَطَّابِ وَكَانَ وَالِيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْكُوفَةِ

১১৪১. (অপর সনদে) মিকসাম হতে, ‘যে ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে এক দীনার কিংবা ‘অর্ধ দীনার’ সাদাকা করবে।’[1]

শু’বাহ বলেন, আমার যতটা স্মরণ আছে, এটি মারফু’ হিসেবেই বর্ণিত। কিন্তু, অমুক ও অমুক ব্যক্তিদ্বয় একে ‘গয়রে মারফু’ বলেছেন।

লোকদের কেউ বললো, অমুক অমুকের কথা বাদ দিন, আপনি আপনার স্মৃতি (বা মুখস্ত) থেকেই আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন।

তখন তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমার নিকট এটি পছন্দনীয় নয় যে, আমি নূহ আলাইহিস সালামের মত দীর্ঘজীবন লাভ করি এবং (আজীবন) এ হাদীস আমি বর্ণনা করে যাই। নতুবা (আমার নিকট পছন্দনীয় হলো) এ ব্যাপারে আমি চুপ করে থাকি।আবু মুহাম্মদ বলেন: আব্দুল হামীদ ইবনু যাইদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু খাত্তাব, তিনি উমার ইবনু আব্দুল আযীয কর্তৃক নিযুক্ত কুফার গভর্ণর ছিলেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা নং ১০৯; পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের হাদীসটি দেখুন। এছাড়া দেখুন মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ

১১৪২. এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘সে ব্যক্তি যদি তার (হায়িযগ্রস্ত) স্ত্রীর সাথে রক্ত নির্গত হওয়া অবস্থায় মিলিত হয়, তবে সে এক দীনার সাদাকা করবে। আর যদি তার স্ত্রীর রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, এমতাবস্থায় (পবিত্রতা অর্জনের পূর্বে) সে তার সাথে মিলিত হলে ‘অর্ধ দীনার’ সাদাকা করবে।[1]

[1] তাহক্বীক্ব : এর সনদে জাহালত (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী) রয়েছে। (ফলে এর সনদ যঈফ)। এছাড়া এটি ইবনু আব্বাস পর্যন্ত মাওকুফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

১১৪৩. ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সে অর্ধ দীনার সাদাকা করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১১৪৫ (অনুবাদে ১১৩৯) নং এ। আগের টীকাগুলিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ

১১৪৪. আব্দুল হামীদ ইবনু যাইদ ইবনু খাত্তাব বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাবের একজন স্ত্রী ছিলো যে সহবাস করতে অপছন্দ করতো। ফলে তিনি যেদিনই তার সাথে মিলিত হতে চাইতেন, সেদিনই সে তার নিকট হায়িযগ্রস্ত হওয়ার অজুহাত দিতেন। তারপর তিনি একদিন তার সাথে মিলিত হলেন, যেদিন সে সত্যই (হায়িযগ্রস্ত) ছিলো। তারপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন (এবং বিষয়টি তাঁকে জানালেন।) তখন তিনি তাকে এক দীনারের দুই-পঞ্চমাংশ দান করতে আদেশ দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু'দ্বাল (মাঝে একাধিক রাবী বাদ পড়েছে)। তাখরীজ: আবু দাউদ ২৬৬। এ হাদীস বর্ণনার পর আবু দাউদ বলেছেন: 'এটি মু'দ্বাল'। সুনানে বাইহাকী ১/৩১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪৫)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

১১৪৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যদি কোনো ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় আর তার রক্তস্রাব যদি তাজা (টকটকে লাল) হয়ে থাকে, তবে সে যেনো এক দীনার সাদাকা করে। আর যদি হলুদ বর্ণের স্রাব হতে থাকে, এমতাবস্থায় (মিলিত হলে) সে যেনো ‘অর্ধ দীনার’ সাদাকা করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আব্দুল কারীমের বংশ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বক্তব্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন: তিনি আব্দুল কারীম আবী উমাইয়া, আর তিনি যঈফ। আর কেউ বলেন: তিনি আব্দুল কারীম ইবনু মালিক আল জাজারী, আর তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। আমরা মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৩২ নং হাদীসের তাখরীজে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি আলোচনা করেছি। তাখরীজ: দেখুন, তাবারাণী, মু’জামুল কাবীর নং ১২১৩৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

১১৪৬. (অপর সনদে) মিকসাম হতে বর্ণিত, ‘যে ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সে এক দীনার কিংবা ‘অর্ধ দীনার’ সাদাকা করবে।’[1]এবং ইবরাহীম রাহি. বলেন, সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।’[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি ইবনু আব্বাসের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি। তবে এর তাখরীজের জন্য ১১৩৯-১১৪৩ ও ১১৪৫ নং হাদীসের তাখরীজ দেখা যেতে পারে। -অনুবাদক)) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ হাদীসটির সনদ আগের হাদীসের সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট । আব্দুর রাযযাক নং ১২৬৮ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪৭)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ

১১৪৭. আতা রাহি. হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘যখন কোনো ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, তখন তার উপর এক দীনার সাদাকা করা ওয়াজিব।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, মুহাম্মদ ইবনু আবী লাইলা যঈফ। তাখরীজ: পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন বিগত ১১৫১ (অণুবাদে ১১৪৫) বরং ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত সকল হাদীসমূহ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪৮)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ

১১৪৮. আব্দুল মালিক হতে বর্ণিত, ‘যে ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আতা রাহি. বলেন, সে এক দীনার সাদাকা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৪৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

১১৪৯. (অপর সনদে) মিকসাম হতে, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, সে এক দীনার কিংবা ‘অর্ধ দীনার’ সাদাকা করবে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এটি ইবনু আব্বাস হতে মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি ১১৫৩ (অনুবাদে ১১৪৬-৪৭) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫০)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فِي رَجُلٍ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتَصَدَّقُ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ

১১৫০. শুয়াইব ইবনু ইসহাক হতে বর্ণিত, ‘কোনো লোক তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় অথচ তার স্ত্রী তখন হায়িযগ্রস্ত, কিংবা সে (হায়িয হতে) পবিত্রতাবস্থা দেখতে পেয়েছে, কিন্তু তখনও সে গোসল করেনি, -এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আওযাঈ রাহি. বলেন, সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং পাঁচ দীনার সাদাকা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ((মুহাক্বিক্ব এটার কোনো তাখরীজ দেননি।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَإِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقَالَ مَا أَنْهَاكُمْ أَنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

১১৫১. আব্দুল মালিক হতে বর্ণিত, আতা রাহি. বলেন, ‘যখন কোনো ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, তখন সে এক দীনার সাদাকা করবে।
তখন লোকদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, হাসান বলে থাকেন, সে একটি দাস মুক্ত করবে। তিনি বললেন, তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে আমি তোমাদেরকে বাধা দিবো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: ((এর কোনো তাখরীজ দেননি; সম্ভবত: বিগত ১১৪৮ নং এ এর তাখরীজ গত হয়েছে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫২)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ

১১৫২. আতা রাহি. হতে বর্ণিত, ‘যে ব্যক্তি তার হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, সে এক দীনার সাদাকা করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এটি মাওকুফ। এবং এটি ১১৫৫ (অনূবাদে ১১৪৯) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫৩)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ سَأَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ قُلْتُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْهُ قَالَتْ سَلْ يَا ابْنَ أَخِي عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ أَسْأَلُكِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَتْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا تُجَبِّي وَكَانَتْ الْمُهَاجِرُونَ تُجَبِّي فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَجَبَّاهَا فَأَبَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ وَخَرَجَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُوهَا لِي فَدُعِيَتْ لَهُ فَقَالَ لَهَا نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ سِمَامًا وَاحِدًا وَالسِّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِدُ

১১৫৩. ইবনু সাবিত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাফসাহ বিনতে আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাকরকে প্রশ্ন করলাম। তাকে বললাম, আমি আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা পাচ্ছি।

তিনি বললেন: হে ভাতিজা! তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস করতে পারো।

তিনি (ইবনু সাবিত) বলেন, আমি আপনাকে পশ্চাদ্দার দিয়ে মহিলাদের নিকট গমণ করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি?
তখন তিনি বলেন, উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আনসারগণ (তাদের স্ত্রীদের নিকট গমণ করার সময় তাদেরকে) উপুড় করতেন না। কিন্তু মুহাজিরগণ উপুড় (করে গমণ) করতেন। একজন মুহাজির এক আনসার মহিলাকে বিবাহ করলেন। তখন তিনি (তার স্ত্রীকে) উপুড় করতে চাইলেন, কিন্তু তার স্ত্রী তা অস্বীকার করলো এবং সে বের হয়ে গেলো। তখন উম্মু সালামাহ এঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন: "মহিলাকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এসো।" তাকে ডেকে আনা হলে তিনি তাকে বললেন: "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা গমণ কর।" (সুরা বাকারা: ২২৩) (তবে গমণের জন্য) পথ একটিই।" আর 'الصمام' হলো একটিই পথ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৩০৫, ৩১০, ৩১৮-৩১৯; তাবারী, আত তাফসীর ২/৯২, ৩৯৬; তিরমিযী ২৯৮৩, তিনি বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ; ইবনু আবী শাইবা ৪/২৩০-২৩১; বাইহাকী ৭/১৯৫; আব্দুর রাযযাক নং ২০৯৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَقَدْ عَرَضْتُ الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ أَقِفُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ أَسْأَلُهُ فِيمَ أُنْزِلَتْ وَفِيمَ كَانَتْ فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قَالَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ

১১৫৪. মুজাহিদ রাহি. বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র নিকট তিনবার কুরআন শুনিয়েছি, প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি, তা কোন্ বিষয়ে এবং কোথায় নাযিল হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম, হে ইবনু আব্বাস! আপনি কি আল্লাহর তাআলার এ বাণী লক্ষ্য করেছেন? ["যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট গমণ করো, যেখান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।" সুরা বাকারা: ২২২] তিনি বললেন, (এ আয়াতাংশে সেখান দিয়ে গমণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন) যেখান থেকে আল্লাহ তোমাদেরকে বিরত থাকার আদেশ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। মুসতাদরাক হাকিমে ইবনু ইসহাক 'হাদ্দাসানা' বলে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: আবু দাউদ ২১৬৪; তাবারাণী, আল কাবীর নং ১১০৯৭; হাকিম

২/১৫৯, ১৭৯; তাবারী, আত তাফসীর ৩৯৫-৩৯৬; ওয়াহিদী, আসবাবুন নুযুল পৃ: ৫২; হাকিম ও যাহাবী একে মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। ...ইবনু কাছীর তার তাফসীর ১/৩৮২ এ বলেছেন: 'আবু দাউদ এক্ষেত্রে একাকী হয়ে গেছেন। তবে এর সহীহ হওয়ার সাক্ষ্য দেয় পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহ...'।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قَالَ أُمِرُوا أَنْ يَأْتُوا مِنْ حَيْثُ نُهُوا

১১৫৫. উছমান ইবনুল আসওয়াদ হতে বর্ণিত, ["তখন তাদের নিকট গমণ করো, যেখান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।" সুরা বাকারা: ২২২] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) মুজাহিদ রাহি. বলেন, তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা সেই স্থান দিয়ে গমণ করবে, (হায়িযের সময়) যে স্থান থেকে তাদেরকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৩২-২৩৩ সহীহ সনদে; তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৮৮, ১৯/১০৫; আরও দেখুন সামনে ১১৬৩ (অনূবাদে ১১৫৭) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قَالَ مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ

১১৫৬. আ'মাশ হতে বর্ণিত, ["তখন তাদের নিকট গমণ করো, যেখান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।" সুরা বাকারা: ২২২] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) আবী রযীন বলেন, যখন তারা পবিত্রতার সময় (তাদের নিকট গমণ করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আবী রযীন হলেন: মাসউদ ইবনু মালিক। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৮৮-৩৮৯ সহীহ সনদে; ইবনু আবী শাইবা ৪/২৩৩ সহীহ সনদে; এবং ৪/২৩০;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ الْقُبُلُ

১১৫৭. ইবরাহীম ইবনু মুহাজির থেকে বর্ণিত, (আল্লাহর বাণী:) ["তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে তোমরা বর্জন করছো?" সুরা শু'আরা: ১৬৬] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) মুজাহিদ রাহি. বলেন: আল্লাহর কসম, সেটি (স্ত্রীলোকের) সম্মুখ রাস্তা (তথা যৌনাঙ্গ)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৩২; এটি ১১৬১ (অনূবাদে ১১৫৫) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫৮)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ إِنَّمَا هُوَ الْفَرْجُ

১১৫৮. খালিদ ইবনু রাবাহ থেকে বর্ণিত, (আল্লাহর বাণী:) ["তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা গমণ কর।" (সুরা বাকারা: ২২৩)] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) ইকরিমাহ রাহি. বলেন, নিশ্চয়ই সে স্থানটি হলো যৌনাঙ্গ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২২৯, ২৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৫৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ كَانَتْ الْيَهُودُ لَا تَأْتُو مَا شَدَّدَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا

نِسَاءَكُمْ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فَخَلَّى اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ حَاجَتِهِمْ

১১৫৯. আলী ইবনু আলী আর রিফাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হাসান রাহি. কে বলতে শুনেছি, ইয়াহুদীরা (মুসলিমদের বিভিন্নভাবে স্ত্রী-গমণের বিষয়টিকে বিদ্রূপ করতে) কোনো রকম কসূর করতো না, যা মুসলিমদের উপর খুব কঠিন মনে হলো। তারা (ইয়াহুদীরা) বলতো, হে মুহাম্মদের সাথীগণ! আল্লাহর কসম! একটি মাত্র দিক (সামনের থেকে) ব্যতীত আর কোনো দিক থেকেই তোমাদের স্ত্রীগণের নিকট গমণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়।তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন: [“তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা গমণ কর।” (সুরা বাকারা: ২২৩)] ফলে আল্লাহ (এভাবে) মু'মিনদের প্রয়োজনকে অবমুক্ত করে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬০)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ ائْتِهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَأْتَى

১১৬০. সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে বর্ণিত, [“অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা গমণ কর।” (সুরা বাকারা: ২২৩)] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তোমরা স্ত্রীদের নিকট সামনের থেকে ও পেছনের দিক থেকে গমণ কর, তবে তা যেন গমণস্থলে (যৌনাঙ্গে) হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। খালিদ ইবনু আব্দুল্লাহ আতা হতে শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৯২ যঈফ সনদে; দেখুন বাইহাকী, সুনান ৭/১৯৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬১)

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَ فِي الْحَائِضِ نَحْوًا مِنْ صَنِيعِ الْمَجُوسِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَلَمْ يَزْدَدْ الْأَمْرُ فِيهِنَّ إِلَّا شِدَّةً

১১৬১. ইকরিমাহ রাহি. বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা স্ত্রীলোকের হায়িয অবস্থায় মাজুসী (অগ্নিপুজারী) সম্প্রদায়ের লোকদের মতো (তাদের সাথে সহবাস) করতো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিষয়টি উত্থাপিত হলো, তখন এ আয়াত নাযিল হলো: [“তারা তোমাকে (স্ত্রী লোকদের) হায়িয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বলো, ওটা হচ্ছে কষ্টদায়ক অবস্থা। অতএব, হায়িয অবস্থায় স্ত্রীলোকদের থেকে (সঙ্গম না করে) বিরত থাক এবং উত্তমরূপে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকট যেওনা।” (সুরা বাকারা: ২২২)] ফলে এ আদেশটি (হায়িয অবস্থায় উভয় রাস্তায় সংগম হারাম করার মাধ্যমে[1]) স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে কঠোরতাই বৃদ্ধি করেছে।[2]

[1] ((ফাতহুল মান্নান অত্র (১২৩০ নং) হাদীসের ব্যাখ্যা দ্র:-অনুবাদক)) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও সনদ সহ পাইনি। ইবনু আবী শাইবা ৪/২২৯ সাকাফীর সুত্রে সংক্ষেপে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬২)

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْ هُوَ أَذًى قَالَ هُوَ الدَّمُ

১১৬২. আবী নাজীহ হতে বর্ণিত, [“তুমি বলো, ওটা হচ্ছে কষ্টদায়ক অবস্থা।” (সুরা বাকারা : ২২২)] এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ রাহি. বলেন, ওটা (কষ্টদায়ক অবস্থা অর্থ) হচ্ছে রক্ত।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুয়াম্মিল হচ্ছে ইবনু ইসমাঈল। তিনি যঈফ। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ২/৩৮১ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قُلْ هُوَ أَذًى قَالَ قَذَرٌ

১১৬৩. মু'তামির হতে বর্ণিত, ["তুমি বলো, ওটা হচ্ছে কষ্টদায়ক অবস্থা।" (সুরা বাকারা : ২২২)] এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদা রাহি. বলেন, ওটা ('কষ্টদায়ক অবস্থা' অর্থ) হচ্ছে অপরিচ্ছন্নতা বা পঙ্কিলতা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ২/৩৮১ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬৪)

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا حَدَّثَ عَنْ عِيسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ

১১৬৪. ঈসা ইবনু কায়িস হতে বর্ণিত, (আল্লাহর বাণী:) ["তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমণ কর।" (সুরা বাকারা: ২২৩)] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহি. বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে 'আযল' করো, আবার ইচ্ছা করলে 'আযল' নাও করতে পারো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। লাইছ হচ্ছে আবী সালিম, তিনি যঈফ। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ২/৩৯৫ যঈফ সনদে। নতুবা, এমন বর্ণনাকারীর সূত্রে যাকে আমি চিনি না। ওয়াহিদী, আসবাবুন নুযূল পৃ: ৫৪ যঈফ সনদে: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬৫)

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ كَيْفَ شِئْتَ يَعْنِي إِتْيَانَهَا فِي الْفَرْجِ

১১৬৫. আউফ হতে বর্ণিত, হাসান রাহি. বলেন, তুমি যে অবস্থায় ইচ্ছা কর, (স্ত্রী-সহবাস করতে পারো)? অর্থা সহবাস করবে স্ত্রীলোকদের যৌনাঙ্গে।' [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, সয়ূতী, দুররে মানছুর ১/২৬২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬৬)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

১১৬৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির রাহি. হতে বর্ণিত, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়াহুদীগণ মুসলিমদেরকে বলতো, যে লোক পিছনের দিক থেকে স্ত্রী সহবাস করবে, তার সন্তান টেরা চোখবিশিষ্ট হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন: ["তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমণ কর।"[1] (সুরা বাকারা: ২২৩)]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ২০২৪ এ (("বুখারী, আস সহীহ ৪৫২৮; মুসলিম, আস সহীহ ১৪৩৫; আবু দাউদ ২১৬৩; তিরমিযী ২৯৮২; ইবনু মাজাহ ১৯২৫; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৩/৪০; তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৯৬; বাইহাকী, আস সুনান ৭/১৯৪-১৯৫; ইবনু হিব্বান ৪১৭৪, ৪২০৫"- মুসনাদুল মাওসিলী নং ২০২৪ এর মুহাক্কিক্বের টীকা হতে-অনুবাদক।)) ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৭৪, ৪২০৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৩০০ এ। এছাড়াও : ইবনু আবী শাইবা ৪/২৩০; বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনান ১০/১৬০ নং ১৪৫২; আরও দেখুন, দুররে মানছুর ১/২৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬৭)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ يَأْتِي أَهْلَهُ كَيْفَ شَاءَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا

১১৬৭. খালিদ আল হাজ্জা হতে বর্ণিত, ["অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমণ কর।" (সুরা বাকারা: ২২৩)] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) 'ইকরিমাহ রাহি. বলেন, 'স্ত্রীলোকের দাঁড়ানো

কিংবা বসা অবস্থায়, সামনে থেকে কিংবা পিছন থেকে, যে অবস্থায়ই চায়, সেভাবেই সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২২৯ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قَالَ فِي الْفَرْجِ

১১৬৮. ইয়াযীদ ইবনুল ওয়ালীদ থেকে বর্ণিত, [“তখন তাদের নিকট গমণ করো, যেখান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।” সুরা বাকারা: ২২২] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) ইবরাহীম রাহি. বলেন, (সহবাস হতে হবে) যৌনাঙ্গে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৩২; তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৬৯)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ مِنْ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مِنْ الرَّجُلِ ثُمَّ تَلَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ الْفَرْجَ ثُمَّ تَلَا نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْجِ

১১৬৯. উছমান ইবনুল আসওয়াদ হতে বর্ণিত, মুজাহিদ রাহি. বলেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্দারে সঙ্গম করবে, তবে এ স্ত্রীলোক পুরুষের স্থলাভিষিক্ত হবে (কেননা, সেটা পুরুষের সাথে ‘লিওয়াতাত’ এর মতো)। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: [“তারা তোমাকে (স্ত্রী লোকদের) হায়িয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বলো, ওটা হচ্ছে কষ্টদায়ক অবস্থা। অতএব, হায়িয অবস্থায় স্ত্রীলোকদের থেকে

(সঙ্গম না করে) বিরত থাক এবং উত্তমরূপে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকট যেওনা। অতঃপর যখন তারা উত্তমরূপে পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট গমণ করো, যেখান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।" (সুরা বাকারা: ২২২)] (এ আয়াতের) 'তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে' অর্থ: হায়িয অবস্থায় যৌনাঙ্গ (দিয়ে সহবাস পরিত্যাগ করবে)। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: ["তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমণ কর।" (সুরা বাকারা: ২২৩)] (এর অর্থ:) দাড়ানো ও বসা অবস্থায়, সামনের দিক থেকে এবং পিছনের দিক থেকে (সঙ্গম করতে পারো, তবে তা হতে হবে) যৌনাঙ্গে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দুররে মানছুর ১/২৬৫ এ সুয়ূতী একে আব্দ ইবনু হুমাইদ এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। এছাড়া বর্ণনা করেছেন তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৮৭-৩৮৮; ইবনু আবী শাইবা ৪/২৩২, ২৩৩ সহীহ সনদে; পূর্বের ১১৬০, ১১৬১, ১১৬৩ (অনূবাদে ১১৫৪, ১১৫৫, ১১৫৭) নং হাদীসগুলি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭০)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

১১৭০. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, "যে ব্যক্তি হায়িযগ্রস্ত স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম করে কিংবা স্ত্রীর পশ্চাদ্দারে সঙ্গম করে, অথবা গণকের কাছে যায় এবং সে যা বলে তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, তবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে ব্যক্তি তাতে কুফরী করলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫২-২৫৩; আহমাদ ২/৪০৮, ৪৭৬; বুখারী, আল কাবীর ৩/১৬, ১৭; আবু দাউদ ৩৯০৪; তিরমিযী ১৩৫; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৯০১৬; ইবনু মাজাহ ৬৩৯; ইবনুল জারুদ নং ১০৭; উকাইলী, আদ দুয়া'ফা ১/৩১৮; ইবনু আদী, আল কামিল ২/৬৩৭; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৩/৪৫; বাইহাকী ৭/১৯৮। তিরমিযী বলেন: আহলুল ইলম গণের নিকট এর অর্থ 'কঠোরতা' করা.... । কেননা, যদি হায়িয অবস্থায় স্ত্রী-গমণ (প্রকৃত) কুফর হতো, তবে এর জন্য কাফফারা দেওয়ার আদেশ করা হতো না।' দেখুন, ইবনু আব্বাসের হাদীস গত ১১৪৬ (অনূবাদে ১১৪০) নং এবং পরবর্তী ১১৮০ (অনূবাদে ১১৭৪) নং হাদীসটি। আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ৩/১৮০-১৮৮; তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত নং ৯১৭৫; মাজমাউল বাহরাইন ৪/১৯০ নং ২৩১১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آتِي امْرَأَتِي حَيْثُ شِئْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمِنْ أَيْنَ شِئْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَكَيْفَ شِئْتُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ السُّوءَ قَالَ لَا مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ سُئِلَ عَبْد اللَّهِ تَقُولُ بِهِ قَالَ نَعَمْ

১১৭১. আবী কা’কা’ আজ জারমী রাহি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি কি আমার স্ত্রীর সাথে যেখান দিয়ে ইচ্ছা মিলিত হতে পারবো? তিনি বললেন: হাঁ। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি যে দিক দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করি, (সেদিক দিয়েই)? তিনি বললেন, হাঁ।
লোকটি আবার বললো, আমি যেভাবে ইচ্ছা করি, (সেভাবেই)? তিনি বললেন: হাঁ। তখন তাকে এক লোক বললো, হে আবূ আব্দুর রহমান, এ লোক মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করছে। তিনি বললেন, না, বরং মহিলাদের পশ্চাদ্দার তোমাদের জন্য হারাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, যদি আবী কা’কা’ ইবনু মাসউদ হতে শ্রবণ করে থাকেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫২; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ৩/৪৬ অতি সংক্ষেপে যঈফ সনদে, উভয়েই মাওকুফ হিসেবে। কিন্তু দাওলাবী, আল কুন্নী ২/৮৫ ইবনু মাসউদ হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে....। এর রাবী বিসর মাজহুল। বুখারী তার সম্পর্কে বলেন: মুনকার (হাদীস বর্ণনায় অস্বীকৃত) এবং এ সনদ মাজহুল (অজ্ঞাত)।....

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭২)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِتْيَانَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَيَعِيبُهُ عَيْبًا شَدِيدًا

১১৭২. ইকরিমাহ রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে, কোনো লোকের জন্য তার স্ত্রীর পশ্চাদ্দারে তার সাথে মিলিত হওয়াকে তিনি অপছন্দ (‘মাকরূহ’ মনে) করতেন। এবং (কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করলে) তিনি তাকে কঠিনভাবে তিরস্কার করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী ৭/১৯৯; তাবারী, আত তাফসীর ২০/১৪৪ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭৩)

حَدَّثَنَا الْعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ مَا نَرَى ذَكَرٌ عَلَى ذَكَرٍ حَتَّى كَانَ قَوْمُ لُوطٍ

১১৭৩. আবী নাজীহ হতে বর্ণিত, [“তোমরা তো এমন এক অশ্লীল কর্ম করছো, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।” (সুরা ’আনকাবুত ২৯: ২৮)] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) আমর ইবনু দীনার রাহি. বলেন: ‘লূত সম্প্রদায়ের পূর্ব পর্যন্ত পূরুষ কর্তৃক পুরুষে উপগত হওয়ার কুকর্ম কখনো সংঘটিত হয়নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৯৩; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৫৪০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭৪)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১১৭৪. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্দারে সঙ্গম করে, আল্লাহ তা’আলা কিয়ামত দিবসে তার দিকে তাকাবেন না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। বূসীরী ‘মিসবাহুয যুজাজাহ’ ২/৯৭ এ বলেন: ‘এ সনদ সহীহ’, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: আহমাদ ২/৪৪৪; আবু দাউদ ২১৬২; বাইহাকী, মা’রিফাতুস সুনান নং ১৪০৬৯; নাসাঈ, আল কুবরা ৯০১৫। এর শব্দাবলী হলো: “যে লোক

তার স্ত্রীর পশ্চাদ্দারে সঙ্গম করলো, সে অভিশপ্ত।” এর তাখরীজ আমরা মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৪৬২ এ দিয়েছি। এছাড়াও, আব্দুর রাযযাক- মা’মারের জামি’ তে ২০৯৫২ নং এ; এর সূত্রে নাসাঈ, আল কুবরা ৯১৪ নং এ; বাইহাকী ৭/১৯৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২২৯৭। এর শাহিদ রয়েছে ইবনু আব্বাস হতে যা আমরা মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৭৮ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৩০২, ১৩০৩ এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২০৩, ৪২০৪, ৪৪১৮ তে আমরা তাখরীজ করেছি। আরও দেখুন, তারীখ জুরজান পৃ: ৩২৭ এবং ইবনু আদী, আল কামিল ৩/১১৩০। আবার (অপর সনদে) ইবনু মাজাহ ১৯২৩; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ১/৪৪; ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫৩; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৯০১১, ৯০১২, ৯০১৮, ৯০১৯.....।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُصَلِّي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ سُئِلَ عَبْد اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ نَعَمْ

১১৭৫. আলী ইবনু তালক হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যদি তোমাদের কারো সালাতের মধ্যে ‘হাদাস’ (ওযু ভঙ্গ) হয়, তবে সে যেন ফিরে যায় এবং ওযু করে, তারপর (পূণরায়) সালাত আদায় করে।”
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন: “তোমরা স্ত্রীলোকদের পশ্চাদ্দারে সঙ্গম করো না। আর আল্লাহ তা’আলা সত্য কথার (প্রকাশে) ব্যাপারে লজ্জা করেন না।”[1]আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, আলী ইবনু তালক কি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) ‘সুহবত’ (সঙ্গ) লাভ করেছিলেন? তিনি বললেন: হাঁ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। [তবে এ সনদকে শাইখ আলবানী ও আরনাউত্ব যঈফ বলেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ লিগয়রিহী। দেখুন, সুনানুত তিরমিযী, নং ১১৬৪ (আলবানীর তাহক্বীক্বে), আর ১১৯৮ (আরনাউত্বের তাহক্বীক্বে)। তবে হাদীসটির দু’টি অংশই পৃথক পৃথকভাবে সহীহ শাহিদ রয়েছে বিভিন্ন সাহাবী হতে যেমন তিরমিযী ও আরনাউত্ব তাখরীজে বলেছেন।-অনুবাদক] তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২০৩, ২০৪ ((আবু দাউদ ২০৫, ১০০৫; দারুকুতনী ১/১৫৩; বাইহাকী ২/২৫৫; বাগাবী শারহুস সুন্নাহ ৩/২৭৭ নং ৭৫২; আব্দুর রাযযাক ১/১৩৯ নং ৫২৯; তাহাবী ৩/৪৫; আহমাদ ১/৮৬; তিরমিযী নং ১১৬৪, ১১৬৬। - মাওয়ারিদে মুহাক্কিক্কের টীকা হতে- অনুবাদক)) ; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৩৭, ৪১৯৯, ৪২০১ এ। এছাড়া দেখুন, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ৪/২৫১; সুনানে বাইহাকী ৭/১৯৮; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৯০২৩-৯০২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي حِينَ أُحَيِّضُ بِهِنَّ قَالَ وَمَا التَّحْيِيضُ فَذَكَرْتُ الدُّبُرَ فَقَالَ هَلْ يَفْعَلُ ذَاكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

১১৭৬. সাঈদ্ ইবনু ইয়াসার আবী হুব্বাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কে বললাম, দাসীদের সাথে যদি আমি ‘তাহমীদ’ করি, সে ব্যাপারে আপনার মত কি? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: ‘তাহমীদ’ করা কি? তখন আমি পশ্চাদ্দারে (সঙ্গম করা)-এর কথা উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন: মুসলিমদের মাঝেও একাজ কেউ করে না-কি?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আব্দুল্লাহ ইবুন সালিহ লাইছের লিখক, তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দূর্বল। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ১/৪১ সহীহ সনদে; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৮৯৭৯; ইবনু কাছীর তার তাফসীর ১/৩৮৯ এ এ হাদীস সম্পর্কে বলেন: ‘এটি তার তথা ইবনু উমার হতে সাব্যস্ত রয়েছে। আর এটি আবী হানীফা, শাফিঈ, আহমাদ ইবনু হাম্বল ও তার সাথীদেরও মত। আবার এটি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, আবী সালামাহ, ইকরিমাহ, তাউস, আতা, সাঈদ ইবনু জুবাইর, উরওয়া ইবনু জুবাইর, মুজাহিদ ইবনু জাবির, হাসান ও অন্যান্য সালাফদের মত যে: তারা এটিকে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন; আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কর্মকারীর উপর ‘কুফর’ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আর এটি জমহুর (অধিকাংশ) উলামার মত।’

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ الْأَنْصَارِيّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِي حَدَّثَنِي هَرَمِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَذَاكَرْنَا شَأْنَ النِّسَاءِ فِي مَجْلِسِ بَنِي وَاقِفٍ وَمَا يُؤْتَى مِنْهُنَّ فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ

১১৭৭. হারাম ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন: আমরা বনী ওয়াকিফ গোত্রের এক মজলিসে নারীদের অবস্থা এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। তখন খুযাইমাহ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা (প্রকাশের) ব্যাপারে লজ্জা করেন না। তোমরা স্ত্রীলোকদের পশ্চাদ্দারে সঙ্গম করো না।"[1]

[1] তাহক্বীক্ব এর সনদ জাইয়্যেদ। আমরা মাওয়ারিদুয যামআন নং ১২৯৯, ১৩০০, ১৩০১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৯৮, ৪১৯৯, ৪২০০ তে এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি। দেখুন, নাসাঈ, সুনানুল কুবরা নং ৮৯৮২, ৮৯৮৩-৮৯৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭৮)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانُوا يَجْتَنِبُونَ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَيَأْتُونَهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ فِي الْفَرْجِ وَلَا تَعْدُوهُ

১১৭৮. মুজাহিদ রাহি. বলেন, তারা (লোকেরা) হায়িযের সময় নারীদের (যৌনাঙ্গে সঙ্গম করা)-কে পরিত্যাগ করতো, কিন্তু তখন তাদের পশ্চাদ্দার দিয়ে সঙ্গম করতো। তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো, ফলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন: ["তারা তোমাকে (স্ত্রী লোকদের) হায়িয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বলো, ওটা হচ্ছে কষ্টদায়ক অবস্থা। অতএব, হায়িয অবস্থায় স্ত্রীলোকদের থেকে (সঙ্গম না করে) বিরত থাক এবং উত্তমরূপে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকট যেওনা। অতঃপর যখন তারা উত্তমরূপে পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট গমণ করো, যেখান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।" (সুরা বাকারা: ২২২)] (তা হলো) যৌনাঙ্গ, আর একে অতিক্রম করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, খুযাইফের কারণে। তিনি ইবনু আব্দুর রহমান। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ২/৩৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৭৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ طَاوُسٍ وَسَعِيدٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْكِرُونَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَيَقُولُونَ هُوَ الْكُفْرُ

১১৭৯. আবাদ ইবনু সালিহ তাউস, সাঈদ, মুজাহিদ ও আতা রাহিমাহুমুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তারা এটিকে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন; আর তারা বলতেন, এমন কর্ম 'কুফর'।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৭৪ সহীহ সনদে; দেখুন দুররে মানছুর ১/২৬২-২৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ

১১৮০. আওযাঈ হতে বর্ণিত, আতা ও যুহরী রাহি. উভয়ে বলতেন: 'জানাবাতের গোসল' ও হায়িযের গোসল হবে একটিই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৭৪ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ خَلِّلِي شَعْرَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَخَلَّلَهُ نَارٌ قَلِيلَةُ الْبُقْيَا عَلَيْهِ

১১৮১. ইবরাহীম রাহি. হতে বর্ণিত, হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীকে বলেন: "জাহান্নামের আগুন তোমার চুলে ছড়িয়ে পড়ার আগেই তোমার চুলে (এর গোড়ায়) পানি ছড়িয়ে দাও, (ফলে) তাতে (আগুনে) এর (তোমার মাথার চুলের) অবস্থান হবে সামান্য সময়ই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তবে এটি মুনকাতি' বা

বিচ্ছিন্ন। ইবরাহীম হুযাইফার সাক্ষাত লাভ করেননি। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৭৪; সামনে সংযুক্ত সনদে আসছে ১১৯৭, ১১৯৮ (অনূবাদে ১১৯১, ১১৯২) নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮২)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَنَفِيِّ حَدَّثَنِي جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا كَيْفَ تَصْنَعِينَ عِنْدَ الْغُسْلِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ طُهُورَهُ لِلصَّلَاةِ وَيُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ

১১৮২. বানী তাইমিল্লাহ ইবনু ছা'লাবাহ গোত্রের এক ব্যক্তি জুমাই ইবনু উমাইর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মা ও খালার সাথে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার নিকট প্রবেশ করলাম। তাদের মধ্যে কোন একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা কিভাবে গোসল করবো?তখন তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের পবিত্রতা অর্জনের মতো করে পবিত্রতা অর্জন করতেন (ওযু করতেন)। তিনি তাঁর মাথায় তিনবার পানি প্রবাহিত করতেন। আর আমরা আমাদের মাথায় পাঁচবার পানি প্রবাহিত করতাম আমাদের চুলে খোঁপা বাঁধা থাকার কারণে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। জুমাই ইবনু উমাইর আমাদের নিকট যঈফ, যা মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৮৫৭ এ রয়েছে। অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: আবু দাউদ ২৪১; বাইহাকী ১/১৮০; ইবনু মাজাহ ৫৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮৩)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَاذِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ تَنْقُضُ شَعْرَهَا فَقَالَتْ بَخٍ وَإِنْ أَنْفَقَتْ فِيهِ أُوقِيَّةً إِنَّمَا يَكْفِيهَا أَنْ تُفْرِغَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا

১১৮৩. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে গোসল করবে। (গোসলের সময়) সে কি তার চুল খুলবে? তখন

তিনি বললেন: বাহ! তবে তো সে এক আউন্স (উকিয়া) পানি (অতিরিক্ত) খরচ করে ফেলবে! নিশ্চয়ই তার মাথায় তিনবার পানি ঢালা-ই তার জন্য যথেষ্ট হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১০৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮৪)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا

১১৮৪. আলকামাহ রাহি. হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (মহিলা গোসল করার সময়) তার আঙ্গুলসমূহ দিয়ে তা (তার চুল) খিলাল করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ রয়েছে, (তিনি যঈফ)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يَصُبَّانِ الْمَاءَ صَبًّا وَلَا يَنْقُضَانِ شُعُورَهُمَا

১১৮৫. আবী যুবাইর হতে বর্ণিত, জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হায়িযগ্রস্ত এবং ‘জুনুবী’ মহিলা (এর গোসল) সম্পর্কে বলেন, তারা উভয়ে প্রচুর পরিমাণে পানি ঢালবে । কিন্তু তাদের চুল (খোঁপা বাঁধা থাকলে) খুলবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আগের হাদীসটির মতই যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮৬)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

১১৮৬. হাজ্জাজ হতে বর্ণিত, আতা হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদও আগেরটির মতোই যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮৭)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ تَنْقُضْهُ

১১৮৭. মানছুর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম রাহি. বলেছেন, (মহিলাদের গোসলের সময়) যখন তার চুলের গোড়া ও এর আশপাশ ভিজে যায়, তখন আর তার চুল (এর খোঁপা) খোলার প্রয়োজন নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি। তবে এর শাহিদ হলো পরবর্তী উম্মু সালামার হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮৮)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ مِنْ حَيْضٍ وَلَا جَنَابَةٍ

১১৮৮. নাফি’ রাহি. হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রীগণ ও তাঁর উম্মু ওয়ালাদ (সন্তানদানকারী দাসী)-গণ যখন গোসল করতেন, তখন তারা তাদের চুলের খোঁপা খুলতেন না; না হায়িযের গোসলে, আর না জানাবাতের গোসলে।[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৭৪; আব্দুর রাযযাক নং ১০৪৭; সামনে ১২০৩ (অনূবাদে ১১৯৭) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৮৯)

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا تَنْقُضْنَ عِقَصَكُنَّ مِنْ حَيْضٍ وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ

১১৮৯. উম্মু মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত, উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তারা তাদের চুলের খোঁপা খুলবে না; না হায়িযের গোসলে, আর না জানাবাতের গোসলে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। উম্মু মুহাম্মদ আমিনাহ অথবা আমিইয়া বিনতে আব্দুল্লাহ। আমরা তার সম্পর্কে কোনো সমালোচনা পাইনি। ফলে এটি ইবনু হিব্বানের শর্তানুযায়ী। দেখুন, পরবর্তী টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯০)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَوْ عُقَدَهُ قَالَ احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اغْمِزِي عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً

১১৯০. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি তো আমার মাথায় শক্ত করে বেণী করি অথবা খোঁপা বাঁধি। (এমতাবস্থায় গোসলের সময় আমি কি তা খুলে ফেলবো?) তিনি বললেন: "(দুই হাতের কোষ ভরে পানি নিয়ে) মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢালো, অতঃপর প্রতি আঁজলা পানির স্থান ভালভাবে চাপ দিয়ে নেড়ে দাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৩৩০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯৫৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৯৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৯৬।... এছাড়া ইবনু আবী শাইবা ১/৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اسْتَأْصِلِي الشَّعْرَ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ قَالَ مَنْصُورٌ يَعْنِي الْجَنَابَةَ

১১৯১. হাম্মাম ইবনুল হারিছ হতে বর্ণিত, হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীকে বলেন, তুমি তোমার চুল উপড়ে ফেলো, (তাহলে) জাহান্নামের আগুন তোমার চুলে ছড়িয়ে পড়তে পারবে না; (ফলে) তাতে এর (তোমার মাথার চুলের) অবস্থান হবে সামান্য সময়ই।[1]
মানসূর বলেন: অর্থা জানাবাতের অবস্থায়।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী ১/১৮০; ইবনু আবী শাইবা ১/৭৪ সহীহ সনদে; আব্দুর রাযযাক নং ১০৫৩ মুনকাতি' ও মাজহুল সনদে। দেখুন, তাহযীবুর আছার, মুসনাদে আলী নং ৪৩৪, ৪৩৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اسْتَأْصِلِي الشَّعْرَ بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ

১১৯২. (অপর সনদে) হাম্মাম ইবনুল হারিছ হতে বর্ণিত, হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীকে বলেন, তুমি তোমার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাও, (তাহলে) জাহান্নামের আগুন তোমার চুলে ছড়িয়ে পড়তে পারবে না; (ফলে) একে (তোমার মাথাকে) তাতে (আগুনে) সামান্যই অবস্থান করতে হবে (তথা অবস্থান করতে হবে না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, জা'ফর ইবনুল হারিছ এর জন্য। তাখরীজ: আগের টীকাটি এবং তাহযীবুল আছার মুসনাদে আলী নং ৪৩৬ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯৩)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَا تَنْقُضْ شَعْرَهَا وَلَكِنْ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى أُصُولِهِ وَتَبُلُّهُ

১১৯৩. আবীয যুবাইর রাহি. হতে বর্ণিত, জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: যখন কোনো মহিলা জানাবাতের গোসল করবে, সে যেন তার চুল (এর খোঁপা) না খোলে। তবে সে তার চুলের গোড়ায় পানি ঢালবে এবং তা ভালভাবে ভিজিয়ে দেবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ'র জন্য। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৭৪। আরও দেখুন, গত ১১৯১ (অনূবাদে ১১৮৫) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯৪)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ صَبًّا حَتَّى تُرَوِّيَ أُصُولَ الشَّعْرِ

১১৯৪. আব্দুল মালিক হতে বর্ণিত, আতা রাহি. হতে এমন মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে 'জুনুবী' হয়েছে, আর তার মাথার চুল বেণী করা রয়েছে, (গোসলের সময়) সে কি বেণী খুলে ফেলবে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, না। তবে তার মাথায় অধিক পরিমাণে পানি ঢালতে হবে যতক্ষণ না তার চুলের গোড়া ভিজে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১০৫৫, ১০৫৬ (ভিন্ন ও অতিরিক্ত শব্দসহ) যঈফ সনদে। আরও দেখুন, গত ১১৯২ (অনূবাদে ১১৮৬) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَتْنِي حَبِيبَةُ بِنْتُ حَمَّادٍ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ حَيَّانَ السَّهْمِيَّةُ قَالَتْ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تُدَخِّنَ شَيْئًا مِنْ قُسْطٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئًا مِنْ آسٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئًا مِنْ نَوًى فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئًا مِنْ مِلْحٍ

১১৯৫. আমরাহ বিনতে হায়্যান আস সাহমিয়্যাহ বলেন, আমাকে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন হায়িয হতে পবিত্রতা অর্জন করে, তখন সে কি 'কুশতু' জাতীয় কোনো সুগন্ধি ধোঁয়া ব্যবহার করতে পারে না? তা না পেলে, মেহিদীর সুগন্ধি, তাও না পেলে কোনো (গাছের শক্ত) আঁটি, তাও না পেলে অন্তত: লবন দিয়ে হলেও?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমি এ শব্দে আমি কোথাও পাইনি। দেখুন, সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস নং ৩৩২ ও সুনানে বাইহাকী ১/১৮৩ এবং পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا اغْتَسَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْحَيْضِ فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّمِ بِطِيبٍ

১১৯৬. মু’আযা আল আদাবিয়্যাহ থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যখন কোনো মহিলা হায়িয হতে পবিত্রতা অর্জন করবে, তখন সে যেন রক্তের চিহ্নের স্থানে কোনো সুগন্ধি দ্বারা পরশ বুলিয়ে নেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি, তবে এর অনুরূপ হাদীস সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, যা আগের হাদীসের তাখরীজে উল্লেখিত হয়েছে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نِسَاءَهُ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنْ الْحِيضَةِ وَالْجَنَابَةِ وَلَا يَنْقُضْنَ شُعُورَهُنَّ وَلَكِنْ يُبَالِغْنَ فِي بَلِّهَا

১১৯৭. নাফি’ রাহি. হতে বর্ণিত, ইবুন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার স্ত্রীগণ ও উম্মু ওয়ালাদ (দাসী) গন হায়িযের এবং জানাবাতের গোসল করতেন, তবে তারা চূল খুলতেন না। কিন্তু তা (পুরোপুরি) ভিজে যাওয়া পর্যন্ত (পানি) পৌঁছাতে থাকতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/৭৪ সহীহ সনদে। এটি ১১৯৪ (অনূবাদে ১১৮৮) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯৮)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ

১১৯৮. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, মসজিদ হতে হায়িযগ্রস্ত নারীর কোনো কিছু এনে দেওয়ায় কোনো দোষ নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৬০;পূর্ণাঙ্গ তাখরীজের জন্য পরবর্তী টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১১৯৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تَتَنَاوَلُ الْحَائِضُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا تَدْخُلُهُ

১১৯৯. মানছুর হতে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহি. বলেন, হায়িযগ্রস্ত মহিলা মসজিদ হতে কোনো কিছু এনে দিতে পারবে, তবে সে তাতে প্রবেশ করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান জা'ফর ইবনুল হারিসের কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৬০ সহীহ সনদে; আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০০)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الْجُنُبُ يَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا يَضَعُ فِيهِ

১২০০. হিশাম হতে বর্ণিত, কাতাদা রাহি. বলেন, 'জুনুবী' (অপবিত্র) ব্যক্তি মসজিদ হতে কোনো কিছু নিতে পারবে, কিন্তু তাতে অবস্থান করতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৬০ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০১)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الْمُصْحَفَ

১২০১. আব্দুল মালিক বর্ণনা করেন, হায়িযগ্রস্ত মহিলা মসজিদ হতে কিছু আনতে পারবে কি-না, এ প্রশ্নের জবাবে আতা রাহি. বলেন, হাঁ, তবে কুরআন ব্যতীত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩৬০। আমি বলছি: এর শাহিদ হাদীস হলো আয়িশা রা: কর্তৃক বর্ণিত যা পূর্বে ৭৯৮ (অনূবাদে ৭৯৪) নং এ গত হয়েছে। 'জুনুবী' লোকের মসজিদে প্রবেশের ব্যাপারে উলামাগণ মতভেদ করেছেন: ১. এদের মধ্যে রয়েছেন যারা সাধারণভাবে এথেকে নিষেধ করেছেন। এটি মালিক ও তার সাথীদের মত। ২. এবং এদের মধ্যে রয়েছেন, যারা মসজিদ অতিক্রমকারী ব্যতীতে সেখানে অবস্থানকারীদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছে ইমাম শাফিঈ। ৩. সেই সকল উলামা যারা সকলের জন্য একে অনুমতি দিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন দাউদ তার সাথীরা, এবং কতক শাফিঈ ফকীহ। আর ইবনু আব্বাস, আলী, সাঈদ ইবনু যুবাইর, মুজাহিদ, হাসান, হাকাম, এবং ইবনু যাইদ থেকে বর্ণিত, আছে পথচারী তথা মুসাফির জুনুবী হয়ে পানি না পেলে তাকে তায়াম্মুম করতে হবে। ইবনু মাসউদ হতে মুনকাতি' সনদে, ইবনু আব্বাস 'শক্তিশালী নয়' এমন সনদে পুর্বে উল্লেখিত হয়েছে, এবং সাঈদ , আবী যুবাইর, ইকরিমাহ ও ইবরাহীম রাহি. হতে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ সালাতের স্থানের তথা মসজিদের নিকটবর্তী না হওয়া, তবে তোমাদের জন্য কেবল সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য (মসজিদ অতিক্রম করার) অনুমতি আছে।... এ অনুচ্ছেদে হায়িযগ্রস্ত মহিলার সম্পর্কে যে মতভেদ তা হচ্ছে মুলত: জুনুবীর সম্পর্কে মতভেদ।.....।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০২)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ قَالَ هُوَ الْمُسَافِرُ

১২০২. মিজলায হতে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী ["আর পথচারী অবস্থায় থাকা ব্যতীত না জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় (সালাতের নিকটবর্তী হয়োনা)।' (সুরা নিসা ৪: ৪৩)] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: তারা হলেন মুসাফির।[1]

[1] তাহক্বীক; এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ৫/৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০৩)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ قَالَ الْجُنُبُ يَجْتَازُ بِالْمَسْجِدِ وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ

১২০৩. সাল্‌ম আল আলাবী হতে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী [“আর পথচারী অবস্থায় থাকা ব্যতীত না জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় (সালাতের নিকটবর্তী হয়োনা)।’ (সুরা নিসা ৪: ৪৩)] (এ আয়াতের ব্যাখ্যায়) আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: ‘জুনুবী’ (অপবিত্র) ব্যক্তি মসজিদ অতিক্রম করতে পারবে, কিন্তু মসজিদে বসতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, হাসান ইবনু আবী জা’ফর যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: বাইহাকী, ২/৪৪৩; দেখুন, বাইহাকী, মা’রিফাতুস সুনান নং ৫০৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

১২০৪. আব্দুল কারীম আল জাযারী থেকে বর্ণিত, আবী উবাইদাহ বলেন, ‘জুনুবী’ (অপবিত্র) ব্যক্তি মসজিদ অতিক্রম করতে পারবে, কিন্তু মসজিদে বসতে পারবে না। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: [“আর পথচারী অবস্থায় থাকা ব্যতীত না জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় (সালাতের নিকটবর্তী হয়োনা)।’[1] (সুরা নিসা ৪: ৪৩)]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১৪৬; তাবারী, আত তাফসীর ৫/৯৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০৫)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَا يَمُرُّ وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ

১২০৫. সাঈদ হতে ইকরিমাহ ও সালিম উভয়ে বলেছেন, সে (মসজিদ) অতিক্রম করতে পারবে, কিন্তু এর মধ্যে বসতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: তাবারী, আত তাফসীর ৫/৯৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَمْشِي فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ جُنُبٌ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

১২০৬. আবী যুবাইর রাহি. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা জুনুবী অবস্থায় মসজিদ অতিক্রম করতাম। আর আমরা একে দোষণীয় মনে করতাম না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু আবী লাইলা যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১/১৪৬; বাইহাকী ২/৪৪৩ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। দেখুন, দুররে মানছুর ২/১৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০৭)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي عُنُقِهَا التَّعْوِيذُ أَوْ الْكِتَابُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ فَلْتَنْزِعْهُ وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ مُصَاغَةٍ مِنْ فِضَّةٍ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ

১২০৭. আব্দুল মালিক হতে বর্ণিত, আতা রাহি. বলেছেন, হায়িযগ্রস্ত মহিলার গলায় তা'বীয কিংবা লিখিত কিছু থাকে, আর তা যদি চামড়ায় মোড়া থাকে, তবে তা খুলে ফেলতে হবে। আর তা যদি রূপার তৈরী কোনো গহনা জাতীয় কোনো তা'বীযের মধ্যে থাকে, তবে কোনোই অসুবিধা নেই: ইচ্ছে করলে তা খুলে রাখবে, আবার ইচ্ছে করলে তা নাও খুলতে পারে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আতা পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৭/৩৮ নং ৩৫৯৫; আব্দুর রাযযাক নং ১৩৪৭ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ حَدَّثَنَا عَنْ مَطَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَطَاءً عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ قَالَا تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي قَالَ قُلْتُ لَهُمَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا قَالَا نَعَمْ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ

১২০৮. মাতার বলেন, আমি হাসান এবং আতা রাহি. কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সফর অবস্থায় এক লোকের সাথে তার স্ত্রী রয়েছে। আর তখন সে মহিলার হায়িয হয়। তারপর সে পবিত্র হয় (স্রাব বন্ধ হয়ে যায়), কিন্তু সে পানি পায় না। (এমতাবস্থায় সে কী করবে?)
তারা উভয়ে বলেছেন: সে তায়াম্মুম করবে এবং সালাত আদায় করবে। তিনি (মাতার) বলেন: আমি তাদের উভয়কে বললাম, তার স্বামী কি তার সাথে সহবাস করবে? তারা উভয়ে বললেন: হাঁ। এর চেয়ে সালাত অনেক বড় মহত কাজ।[1] (তাই সালাত আদায় বৈধ হলে সহবাস তো আরও অধিক বৈধ)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাসানের হাদীসটির সনদ হাসান।... আতার হাদীসটি যঈফ। আতা হতে মাতার এর বর্ণনা যঈফ। তাখরীজ: হাসান হতে... ইবনু আবী শাইবা ১/৯৭ মুনকাতি' সনদে...; বাইহাকী ১/৩১০। আতার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনু আবী শাইবা ১/৯৭ যঈফ সনদে; দেখুন বিগত ১১২৭ (অনূবাদ ১১২১) নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২০৯)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا تَيَمَّمَتْ سُئِلَ عَبْد اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ إِي وَاللَّهِ

১২০৯. ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, তিনি আতা হতে, যে মহিলা (হায়িয হতে) পবিত্র (স্রাব বন্ধ) হয়, কিন্তু (গোসলের জন্য) পানি না পায়, এমন মহিলা সম্পর্কে তিনি (আতা) বলেন, যদি সেই মহিলা তায়াম্মুম করে নেয়, তবে তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ মুদাল্লিস তিনি এটি আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৯২৫; আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২১০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ قَالَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ

১২১০. লাইছ হতে বর্ণিত, 'হায়িয হয়নি-এমন দাসীর ইসতিবরাআ' সম্পর্কে তাউস রাহি. বলেন, (তা) পঁয়তাল্লিশ দিন।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এ সনদে লাইছ রয়েছে, (সে যঈফ)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/২২৬ জাইয়্যেদ সনদে। আর এর শাহিদ হাদীস আলী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আবী মা'শার, উবাদাহ, ইবনু উমার, হাসান এর হাদীসমূহ। দেখুন, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ৫/১৬৬-১৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২১১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

১২১১. খালিদ আল হাজ্জা থেকে বর্ণিত, আবী কিলাবাহ রাহি. বলেন, (তা) তিন মাস।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: বাইহাকী, ৭/৪৫০ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২১২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ لَمْ تَبْلُغْ الْمَحِيضَ وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا كَمْ يَسْتَبْرِئُهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

১২১২. আওযাঈ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী রাহি. কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, একটি লোক একটি দাসী ক্রয় করলো যে এখনো হায়েযে উপনীত হয়নি আর গর্ভধারণের মতো (বয়সও তার) হয়নি। এমতাবস্থায় সেই লোকটি কতদিন তার থেকে সম্পর্কহীন থাকবে? তিনি বললেন: তিন মাস।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৯৫৬ (অনূবাদে ৯৫১) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২১৩)

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا

১২১৩. এবং ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর বলেন, পঁয়তাল্লিশ দিন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৯৫৭ (অনূবাদে ৯৫২) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২১৪)

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ بِشَهْرٍ سُئِلَ عَبْد اللَّهِ بِأَيِّهِمَا تَقُولُ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْثَقُ وَشَهْرٌ يَكْفِي

১২১৪. ইয়াহইয়া ইবনু বাশার হতে বর্ণিত, ইকরিমাহ বলেন, এক মাস।[1]আব্দুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করা হলো: এতদুভয়ের মধ্যে আপনার মত কোনটি? তিনি বললেন: তিনমাসই অধিকতর শক্তিশালী মত। আর একমাস যথেষ্ট।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২১৫)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ عَذْبٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ

১২১৫. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের উপমা হলো তোমাদের কারোর (বাড়ির) দরজার সামনে দিয়ে প্রবাহিত সুমিষ্ট (পানির) নদীর মতো যাতে সেই ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ আওয়ানাহ ২/২১; ইবনু হিব্বান নং ১৭২৫; সহীহ মুসলিম ৬৬৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ১৯৪১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭২৫ এ। এছাড়াও, বাইহাকী ৩/৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২১৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَاذَا تَقُولُونَ ذَلِكَ مُبْقِيًا مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالَ كَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

১২১৬. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন: "আচ্ছা, বলো তো দেখি, তোমাদের মধ্যকার কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে আর সে ব্যক্তি পাঁচবার তাতে গোসল করে, তবে তোমরা কী বলো, তার (শরীরে) কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে কি? তারা বললো, কোনো ময়লাই থাকতে পারে না। তিনি বললেন: "এমনটি-ই হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপমা, এগুলোর দ্বারা আল্লাহ পাপসমূহ মোচন করে দেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা এতে আব্দুল্লাহ ইবনু সলিহ রয়েছে। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫২৮; সহীহ মুসলিম ৬৬৭; বাইহাকী ৩/৬২-৬৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২১৭)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَهِيَ حَيَّةٌ أَوْ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ رُبَّمَا عَجَّلَ وَرُبَّمَا أَخَّرَ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا تَأَخَّرُوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ رُبَّمَا كَانُوا أَوْ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ

১২১৭. মুহাম্মদ ইবনু আমর ইবনুল হাসান ইবনু আলী রদ্বিওয়ানুল্লাহি আলাইহিমা বলেন: হাজ্জাজের শাসনামলে আমরা জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ, সে (হাজ্জাজ) বিলম্বে সালাত আদায় করতো। তখন জাবির রা: বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহর সালাত আদায় করতেন, যখন সূর্য হেলে পড়তো; আর আসর সালাত আদায় করতেন আর তখনও সূর্য সজীব থাকতো কিংবা স্বচ্ছ-পরিষ্কার থাকতো; আর মাগরিবের সালাত সূর্য অস্ত যেতেই আদায় করতেন এবং 'ইশার সালাত কখনো সকাল সকাল আদায় করতেন, আবার কখনো দেরীতে আদায় করতেন। যখন লোকেরা সমবেত হতো, তখন তিনি সকাল সকাল আদায় করতেন, আবার যখন লোকেরা দেরীতে আসতো, তখন তিনিও বিলম্বে আদায় করতেন। আর সকালের (ফজরের) সালাত কখনো তারা অথবা তিনি 'গালাসে' (রাতের শেষভাগের অন্ধকার অবস্থায়) আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫৬০; সহীহ মুসলিম ৬৪৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭২৮ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০২৯, ২০৪৮, ২১০৩ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২১৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتَ قَالَ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوَ أَنَّ جِبْرِيلَ أَقَامَ وَقْتَ الصَّلَاةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

১২১৮. ইবনু শিহাব (যুহুরী) রাহি. হতে বর্ণিত, একদিন উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহি. বিলম্বে সালাত আদায় করলেন। তখন উরওয়া ইবনুয যুবাইর রাহি. তাঁর নিকট প্রবেশ করে তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন, মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদিন বিলম্বে সালাত আদায় করলে আবু মাসউদ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট প্রবেশ করে তাকে বললেন: হে মুগীরাহ, এটা কি হলো? তুমি কি অবগত নও যে, (একদিন) জীবরীল আলাইহি সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হয়ে সালাত আদায় করলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সালাত আদায় করলেন। অতঃপর জীবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, আমি এজন্য আদিষ্ট হয়েছি।

তখন উমার ইবনু আব্দুল আযীয উরওয়াহকে বললেন: হে উরওয়াহ, তুমি কী বর্ণনা করছো, তা ভালভাবে ভেবে দেখো। জীবরীল আলাইহিস সালাম কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন? উরওয়াহ বললেন, বাশীর ইবনু আবী মাসউদ তাঁর পিতা হতে এরূপই বর্ণনা করে থাকেন।উরওয়াহ বলেন: আয়িশা রা: আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, সূর্য (রশ্মি) তখনও তার হুজরার মধ্যে থাকতো। তবে তা উপরে দিকে উঠে যাওয়ার পূর্বেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, ওয়াকুতুস সালাত নং ১১; তার সূত্রে আহমাদ ৫/২৭৪; বুখারী ৫২১; মুসলিম ৬১০ (১৬৭); আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৪৯, ১৪৫০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৫৬।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي الْمَدِينَةَ إِنَّمَا يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ بِالصَّلَاةِ لِحِينِ مَوَاقِيتِهَا بِغَيْرِ دَعْوَةٍ فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ بُوقًا كَبُوقِ الْيَهُودِ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِ لِصَلَاتِهِمْ ثُمَّ كَرِهَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى الصَّلَاةِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ أَخُو بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ طَافَ بِيَ اللَّيْلَةَ طَائِفٌ مَرَّ بِي رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ هَذَا النَّاقُوسَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ كَثِيرٍ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ وَجَعَلَهَا وِتْرًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا خُبِّرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ فَلَمَّا أَذَّنَ بِلَالٌ سَمِعَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُولُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَذَاكَ أَثْبَتُ

১২১৯. মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে (আবু মুহাম্মদ দারেমী বলেন: তখা মদীনায়) আগমণ করলেন, তখন সালাতের ওয়াক্ত হলে লোকেরা তাঁর নিকট কোনো আহ্বান ছাড়াই তার নিকট সালাতের জন্য একত্রিত হতো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনস্থ করলেন যে, ইয়াহুদীরা যেমন শিঙ্গা বাজিয়ে তাদের সালাতের জন্য আহবান করে থাকে, তেমনি একটি শিঙ্গা নির্ধারণ করে দিবেন। তারপর তিনি তা অপছন্দ করলেন। তারপর তিনি একটি ঘন্টা বানানোর নির্দেশ দিলেন, ফলে তা বানানো হলো যাতে তা বাজানোর মাধ্যমে মুসলিমদেরকে সালাতের দিকে আহবান করা যায়। তারা যখন এমন অবস্থায় রয়েছে, তখন আল হারিস ইবনুল খাযরাজ -এর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু আব্দি রব্বিহ (স্বপ্নে) দেখলেন। এরপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমণ করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাতে আমি বারবার স্বপ্নে দেখলাম যে, দু'টি সবুজ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি হাতে 'নাকুস' (শিঙ্গা) নিয়ে আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তখন আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কি 'নাকুস'টি বিক্রি করবেন? সে বললো, আপনি এটি দিয়ে কী করবেন?

আমি বললাম, আমি এটি দিয়ে সালাতের জন্য (লোকদেরকে) আহ্বান করবো। তখন সে বললো, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম (বস্তু) বলে দেবো না? আমি বললাম: সেটা কি? তিনি বললেন, আপনি বলুন: 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

তারপর সামান্য সময় বিরতি দিয়ে সে তার (আযানের বাক্যগুলোর) অনুরূপ পূণরায় বললো, তবে সেগুলি বিজোড় বানিয়ে (একবার করে) বললো। তবে সে (শেষের দিকে এ বাক্যগুলিও) বললো: 'ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ' 'ক্বাদ ক্বমাতিস সালাহ', আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

যখন সে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো, তখন তিনি বললেন: "ইনশা আল্লাহ এটি সত্য স্বপ্ন। তাই তুমি উঠে বিলালের সাথে যাও, এবং একথাগুলি তাকে বলে দাও। কেননা, সে তোমার চেয়ে উচ্চ কন্ঠেস্বরের অধিকারী।" তখন বিলাল আযান দিতে আরম্ভ করলো। আর উমার ইবনু খাত্তাব আযান শুনতে পেলো। তখন সে তখন বাড়িতে ছিলো। ফলে তিনি (বাড়ি থেকে) বেরিয়ে তার 'ইযার' (লুঙ্গি) ধরে টানতে টানতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে উপস্থিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ, যে মহান সত্ত্বা আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ! আমিও তার অনুরূপ (স্বপ্ন) দেখেছি, যা সে দেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, ফলে এ বিষয়টি অধিকতর শক্তিশালী হলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এটি তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৭৯ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৮৭ ((আহমদ ৪/৪৩; দারুকুতনী ১/৪১ নং ২৯; বাইহাকী ১/৩৯০-৩৯১, ৪১৫; আবু দাউদ ৪৯৯; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/১৯৩ নং ৩৭১; তিরমিযী ১৮৯; ইবনু মাজাহ ৭০৬; আব্দুর রাযযাক ১/৪৬০ নং ১৭৮৭; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১৩১-১৩২; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২/২৫৭; তিরমিযী, আল ইলাল গ্রন্থে বলেন, এ হাদীস সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল তথা বুখারীকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন, আমার নিকট এ হাদীস সহীহ।- মুহহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বকৃত মাওয়ারিদুয যাম'আন ২৮৭ নং হাদীসের টীকা হতে।- অনুবাদক)) এছাড়া বাইহাকী দালাইলুল নবুওয়াত ৭/১৭-১৮।

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِيهِ سَلَمَةُ قَالَ حَدَّثَنِيهِ ابْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ

১২২০. মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু আব্দি রব্বিহ তার পিতা হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আগের এবং পরের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২২১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

১২২১. মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু আব্দি রব্বিহ বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘নাকুস’ (ঘন্টা) বানানোর নির্দেশ দিলেন.... ।’ অতঃপর তিনি এর অনুরূপ উল্লেখ করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, আগের টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২২২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

১২২২. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু’ হিসেবে (তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে) বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “বিলাল রাত থাকতেই আযান দেয়, কাজেই ইবনু উম্মু মাকতুম আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পারো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬১৭; সহীহ মুসলিম ১০৯২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৫৪৩২, ৫৪৯২, ৫৫৪১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৬৯, ৩৪৭০, ৩৪৭১ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬২৩ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২২৩)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ الْقَاسِمُ وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا

১২২৩. নাফিঈ’ হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে,[1]
এবং কাসিম রাহি. হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু’জন মুয়াযযিন ছিল: বিলাল ও ইবনু উম্মু মাকতুম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “বিলাল রাত থাকতেই আযান দেয়, কাজেই ইবনু উম্মু মাকতুম আযান না শোনা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পারো।”[2]তারপর কাসিম বলেন, আর উভয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র এতটুকু যে একজন নামতেন এবং আরেকজন (আযান দিতে) উঠতেন।
[1] ইবনু উমারের হাদীসটি সহীহ বুখারী-সহীহ মুসলিমে রয়েছে, যা মুলত আগের হাদীসটি। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬২২, ৬২৩; মুসলিম ১০৯২ (৩৮)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৭৩ ও মুসনাদুল মাওসিলী নং ৪৩৮৫ সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৬৯, ৩৪৭০, ৩৪৭১ টীকাসহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২২৪)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُؤَذِّنُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفْصٌ حَدَّثَنِي

أَهْلِي أَنَّ بِلَالًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالُوا إِنَّهُ نَائِمٌ فَنَادَى بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأُقِرَّتْ فِي أَذَانِ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يُقَالُ سَعْدٌ الْقَرَظُ

১২২৪. মুয়াযযিন হাফস ইবনু উমার ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত, আর সা'দ ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদের মুয়াযযিন। হাফস বলেন, আমার পরিবার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, (একদা) বিলাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফজরের সালাতের জন্য ডাকতে আসলেন। তখন সে বললো, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন। তারপর বিলাল অতি উচ্চ স্বরে এ বলে ডেকে উঠলেন: 'সালাতু খইরুম মিনান্নাওম' (ঘুম হতে সালাত উত্তম)। তখন ফজরের আযানে এটি বজায় রাখা (অনুমোদিত) হলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী (জাহালাত) রয়েছে। তাখরীজ: তাবারাণী, আল কাবীর ৬/৪০ নং ৫৪৪৯; ইবনু আবী আছিম, আল আহাদুল মাছানী নং ২২৫৫। 'আস সালাতু খইরুম মিনান্নাওম' বাক্যটি সহীহ, দেখুন, আবী মাহযুরা'র হাদীস সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৮২; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৮৯ ও মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ১/৪৭২-৪৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২২৫)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأَ أَحَدُنَا وَخَرَجَ

১২২৫. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে আযানের বাক্যগুলি দু'বার করে এবং ইকামতের বাক্যগুলি একবার করে বলা হতো। কিন্তু ইকামতের মধ্যে 'ক্বদ ক্বমাতিস সালাহ' বলার সময় এ বাক্যটি দু'বার বলা হতো। আমরা যখন (মুয়াযযিনের) ইকামত শুনতাম, তখন আমাদের কেউ উযু করতে যেত, এরপর (সালাতের আদায় করতে) বের হতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়েদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৭৪, ১৬৭৭; মাওয়ারিদুয যাম'আন ২৯০, ২৯১। ((আবু দাউদ ৫১০; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৪০৬; সহীহ ইবনু খুযাইমা ৩৭৪; আহমাদ ২/৮৫, ৮৭; দাওলাবী, আল কুন্নী ২/১০৬;

হাকিম ১/১৯৭, ১৯৮, তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; নাসাঈ ২/৩২/২০, ২১; বাইহাকী ১/৪১৩।- শাইখ আরনাউত্বের তাহক্বীক্বকৃত সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৭৪ এর টীকা হতে।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২২৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

১২২৬. আবী কিলাবা হতে বর্ণিত, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে আযান বাক্যসমূহ জোড়া জোড়া এবং ইকামাতের বাক্যসমূহ বিজোড়ভাবে বলার নির্দেশ প্রদান করা হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬০৩; সহীহ মুসলিম ৩৭৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭৯২, ২৮৯৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৭৫, ১৬৭৬, ১৬৭৭ এ। আরও দেখুন, পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২২৭)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

১২২৭. (অপর সূত্রে) আবী কিলাবা হতে বর্ণিত, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে আযান বাক্যসমূহ জোড়া জোড়া এবং ইকামাতের বাক্যসমূহ বিজোড়ভাবে বলার নির্দেশ প্রদান করা হয়, তবে ‘ইকামত (এর অতিরিক্ত বাক্যগুলি)[1] ব্যতীত।[2]

[1] ‘ইকামত ব্যতীত’ অর্থ ইকামতের শব্দগুলি তথা ‘ক্বদ ক্বমাতিস সালাহ’। এটি বিজোড় নয়, এ বাক্যটি দু’বার বলতে হবে। দেখুন, সহীহ মুসলিম এ বাবের ৩৭৮ নং হাদীসটি। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২২৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَأَذَّنُوا فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى

১২২৮. আবী মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশজন লোককে এভাবে আযান দিতে নির্দেশ দেন, ফলে তারা আযান দিতে থাকে। তখন আবী মাহযুরার কণ্ঠস্বর তাঁকে মুগ্ধ করে; ফলে তিনি তাকে (এ বাক্যসমূহ দ্বারা) আযান শিক্ষা দেন: ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।’আর ইকামত (শিক্ষা দেন) জোড়া জোড়া বাক্যে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী ১/৪১৬-৪১৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৮০,. ১৬৮১, ১৬৮২; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২৮৮, ২৮৯ ও আবী ইয়ালা, মু’জামুশ শুয়ুখ নং ১৩৬ এ। আরও দেখুন, আগের টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২২৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً

১২২৯. আবী মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঊনিশটি বাক্যে আযান এবং সতেরোটি বাক্যে ইকামাত শিক্ষা দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী ১/৪১৬; পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا أَذَّنَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِالْأَذَانِ

১২৩০. আবী জুহাইফা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বিলাল কে আযান দিতে দেখেছেন। তিনি বলেন, তারপর থেকে (তার অনুসরণ করে) আযানে আমি মুখ এদিক সেদিক (ডানে-বামে) ফিরাই।[1]

[1] তাহক্বীক; এর সনদ সহীহ। বরং হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের। তাখরীজ: সহীহ বুখারী নং ৬৩৪; সহীহ মুসলিম ৫০৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮৮৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৬৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯১৬ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ بِلَالًا رَكَزَ الْعَنَزَةَ ثُمَّ أَذَّنَ وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ

১২৩১. আবী জুহাইফার পিতা হতে বর্ণিত, বিলাল বর্শা পুঁতে দিলেন, তারপর আযান দিলেন, আর তার দু’টি আঙ্গুল তার দু’কানে স্থাপন করলেন। অতঃপর আমি তাকে আযানের মধ্যে (ডানে-বামে) ঘুরতে দেখলাম।’[1] আব্দুল্লাহ বলেন: ছাওরী’র হাদীস অধিক সহীহ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ’র কারণে। তবে হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُوسَى هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّ مَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا

১২৩২. সাহল ইবনু সা’দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “দু’টি বিষয় ফেরত দেওয়া হয়না” অথবা, তিনি বলেন, “দু’টি সময়ের (দু’আ) কদাচিতই ফেরত দেওয়া হয়: আযানের সময়ের দু’আ এবং যুদ্ধকালীন সময়ের দু’আ, যখন তারা একে অপরকে হত্যা করতে থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। আল হাফিয (ইবনু হাজার) তাখরীজুল আযকার’ পৃ: ৩৭৮-৩৮২ তে বলেছেন: এ হাদীসটি হাসান সহীহ...। এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত কেবল মুসা বাদে। তার ব্যাপারে মতভেদ আছে। আর মূসার ব্যাপারে আমি হাদীস ৫০১১ তে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাখরীজ: ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা নং ১০৬৫; আবু দাউদ ২৫৪০; তাবারাণী, আল কাবীর ৬/১৩৫ নং ৫৭৫৬; সহীহ ইবনু খুযাইমা ৪১৯; হাকিম ১/১৯৮; বাইহাকী ১/৪১০, ৩/৩৬০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭২০. ১৭৬৪ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২৯৭,২৯৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩৩)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

১২৩৩. আবী সাঈদ রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমরা মুয়াযযিনকে (আযান দিতে) শুনবে, তখন সে যা বলে, (তার জবাবে) তোমরাও সেরূপই বলবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ ইবনু খুযাইমা ৪১১; বুখারী ৬১১; সহীহ মুসলিম ৩৮৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৮৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৮৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ فَنَادَى الْمُنَادِي فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ هَذَا

১২৩৪. ঈসা ইবনু তালহা বলেন, আমরা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট প্রবেশ করলে মুয়াযযিন আযান দিতে আরম্ভ করল: ‘আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার’। তখন মুয়াবিয়া রা:ও বলতে লাগলেন: ‘আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার’। যখন সে (মুয়াযযিন) বললো, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন মুয়াবিয়া রা:ও বলতে লাগলেন: আমিও বলছি, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যখন সে (মুয়াযযিন) বললো, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ, তখন মুয়াবিয়া রা:ও বলতে লাগলেন: আমিও (অনুরূপ) সাক্ষ্য দিচ্ছি।’[1](রাবী) ইয়াহইয়া বলেন: আমাদের কোনো কোনো সাথী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, সে যখন ‘হাইয়্যা আলাস সালাহ’ বললো, তখন তিনি ‘লা হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বললেন। তারপর মুয়াবিয়া রা: বললেন, আমি তোমাদের নবীকে এরূপই বলতে শুনেছি।’[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আবু উমার (সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ উল্লেখ করে মুহাক্কিক্ব বলেন) বাকী রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে এ সনদের মধ্যে (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী বা) জাহালত রয়েছে।
[2] তাহক্বীক্ব: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬১২, ৬১৩, ৯১৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৬৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৮৪, ১৬৮৭ তে। আরও দেখুন, হাফিজ ইবনু হাজার তাখরীজুল আযকার পৃ: ৩৪১ এবং পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ

الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১২৩৫. মুহাম্মদ ইবনু আমর তার পিতা (আমর) হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনতে পেলেন। যখন সে (মুয়াযযিন) বললো: 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার'। তখন মুয়াবিয়া রা:ও বলতে লাগলেন: 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার'। যখন মুয়াযযিন বললো, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 'আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তখন মুয়াবিয়া রা:ও বলতে লাগলেন: আমিও বলছি, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তারপর 'আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যখন মুয়াযযিন বললো, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ, তখন মুয়াবিয়া রা:ও বললেন: আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ। মুয়াযযিন যখন 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বললো, তখন তিনি 'লা হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বললেন। মুয়াযযিন যখন বললেন: 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ,' তখন তিনি বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' । তারপর মুয়াযযিন বললেন: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' তারপর তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১৪৫; আরও দেখুন, হাফিজ ইবনু হাজার তাখরীজুল আযকার পৃ: ৩৬১-৩৬২ এবং পূর্ববর্তী টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩৬)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ وَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد ثُوِّبَ يَعْنِي أُقِيمَ

১২৩৬. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিছন ফিরে পলায়ন করতে থাকে, যাতে সে আযান শুনতে না পায়। এরপর যখন আযান শেষ হয়, তখন সে ফিরে আসে। আবার যখন পূণরায় ডাকা (সালাতের জন্য 'ইকামাত' দেয়া) হয়, তখন আবার সে পলায়ন করে। অতঃপর ডাকা (ইকামত) শেষ হলে সে পূনরায় ফিরে এসে লোকদের মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর। (এভাবে সে এমনসব বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়) যা ইতিপূর্বে তার স্মরণে আসেনি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬০৮; সহীহ মুসলিম ৩৮৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৫৮, ৫৯৬৪, ৫৯৯৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬, ১৬৮৪, ১৬৮৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩৭)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَأَى رَجُلًا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

১২৩৭. আবী শা'ছা'ই আল মুহারিবী হতে বর্ণিত, আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুয়াযযিন আযান দেওযার পর এক ব্যক্তিকে মসজিদ হতে বের হয়ে যেতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন: একি! এ ব্যক্তিতো আবীল কাসিম (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধিতা করলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৬৫৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৬২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০২৮ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩৮)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ

১২৩৮. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, (একদা) সূর্য ঢলে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এলেন এবং লোকদেরকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫৪০; সহীহ মুসলিম ২৩৫৯ (১৩৬); আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩১০৫, ৩১৩৪, ৩১৩৫, ৩৬০১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৬, ১৫০২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৩৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا عِنْدِي عَلَى التَّأْخِيرِ إِذَا تَأَذَّوْا بِالْحَرِّ

১২৩৯. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, তখন সালাত ঠাণ্ডা করে (কিছুটা বিলম্বে) আদায় করবে। কেননা, উত্তাপের তীব্রতা জাহান্নামের নি:শ্বাস (উত্তাপ বিচ্ছুরণ ও বিস্তার) থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে।”[1]
আবু মুহাম্মদ বলেন: আমার মতে, এর অর্থ হলো যখন গরমের কারণে কষ্ট হয়, তখন (সালাতকে) পিছিয়ে দেয়া।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ বুখারী-মুসলিমের। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫৩৩, ৫৩৪; সহীহ মুসলিম ৬১৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৭১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫০৪,১৫০৬, ১৫০৭ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

১২৪০. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত আদায় করতেন, এরপর কোনো গমনকারী আওয়ালী (মদীনা হতে চার মাইল দূরের একটি স্থান)-এর দিকে রওয়ানা হয়ে যেতো এবং সেখানে পৌঁছেও যেতো, আর তখনও সূর্য বেশ উপরে থাকতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী নং ৫৫০, ৫৫১; সহীহ মুসলিম ৬২১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৫৯৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫১৮ ,১৫১৯, ১৫২০ ((মুহাক্কিক্ব ভূলবশত: ১৬১৮, ১৬১৯, ৬১২০ নং বলে উল্লেখ করেছেন-অনুবাদক)) এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪১)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا

১২৪১. সালামাহ ইবনুল আকওয়াহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের সালাত আদায় করতেন সুর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে, যখন এর (উপরের) কিনারাও অদৃশ্য হয়ে যেতো।[1]

[1] তাহক্বীক্ব; এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫৬১; সহীহ মুসলিম ৬৩৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৫৯৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫২৩। ((তিরমিযী ১৬৪; আবু দাউদ ৪১৭; ইবনু মাজাহ ৬৮৮; বাইহাকী ১/৪৪৬; আহমাদ ৪/৫৪; তাবারাণী ৬২৮৯; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩৭২।- সহীহ ইবনু হিব্বান ১৫২৩ নং এর মুহাক্কিক্ব আরনাউত্বের টীকা হতে-অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪২)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْعَبَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَنْتَظِرُوا بِالْمَغْرِبِ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ

১২৪২. আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, তিনি বলেন: “আমার উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তারা তারকারাজি চমকানো পর্যন্ত মাগরিবের বিলম্বিত করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আমর ইবনু ইবরাহীম আল আবদী সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেছেন: সে কাতাদা হতে অনেকগুলি মুনকার হাদীস বর্ণনা করে।... আর ইবাদ ইবনু আওয়াম তার সূত্রে মুনকার হাদীস তথা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।.... তাখরীজ: ইবনু মাজাহ ৬৮৯; বাযযার নং ১৩০৫; ইবনু আদী, আল কামিল ৫/১৭০১; উকাইলী, আয যু'আফা' ৩/১৪৭; হাকিম সহীহ শাহিদ হিসেবে ১/১৯১; বাইহাকী ১/৪৪৮; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১/৪০৫;তাবারাণী, আস সগীর ১/২৮; আওসাত ১৭৯১। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবু আইয়্যুব আনসারী রা: হতে আহমদ ৪/১৪৭, ৫/৪১৭,৪২২; আবু দাউদ ৪১৮ সহীহ সনদে। হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন, দেখুন,ইলালুল হাদীস ১/১৭৭ নং ৫০৬। এর অপর শাহিদ সাইব ইবনু ইয়াযীদ হতে বাইহাকী ১/৪৪৮; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১৪/১৪ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪৩)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ قَالَ يَحْيَى أَمْلَاهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ

১২৪৩. নু'মান ইবনু বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এ সালাত তথা এশার সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সালাত তৃতীয়ার চাঁদ অস্তমিত হওয়া পরিমাণ সময়ের পর আদায় করতেন।[1] ইয়াহইয়া বলেন, তিনি তার পাণ্ডুলিপি হতে আমাদের নিকট বাশীর ইবনু ছাবিত হতে বর্ণনা করেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/২৭২, ২৭৪; আবু দাউদ ৪১৯; তিরমিযী ১৬৫; নাসাঈ ৫২৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪৪)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قَرِيبُهُ فَجَاءَ وَالنَّاسُ رُقَّدٌ وَهُمْ عِزُونَ وَهِيَ حِلَقٌ فَغَضِبَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَدَى النَّاسَ وَقَالَ عَمْرٌو نَدَبَ النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَأَجَابُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ لَهَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَتَخَلَّفَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الدُّورِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأُضْرِمَهَا عَلَيْهِمْ بِالنِّيرَانِ

১২৪৪. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈশার সালাত কে পিছিয়ে দিলেন, এমনকি রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তার কাছাকাছি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হলো। তারপর তিনি এলেন, লোকেরা তখন ছোট ছোট দলে (বিভক্ত হয়ে) বৃত্তাকারে ঘুমাচ্ছিলো, ফলে তিনি রাগান্বিত হলেন অত:পর বললেন:“যদি কোনো ব্যক্তি লোকদেরকে একটি গোশত ছাড়ানো হাড় কিংবা বর্শা (তথা খেলা-ধুলা)-এর দিকে আহবান করে- রাবী আমর বলেন, ডাকে, তবে অবশ্যই তারা সে আহবানে সাড়া দিতো। কিন্তু তারা এ সালাত (ঈশার সালাত) হতে পিছিয়ে থাকে। আর আমার ইচ্ছা হয়, আমি কোনো একজনকে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেই, অত:পর এ সকল বাড়ীঘরের অধিবাসী যারা সালাত হতে পিছিয়ে রয়েছে (হাজির হয়নি), তাদের নিকট যাই এবং সেগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান; তবে হাদীসটি বুখারী মুসলিমের। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬৪৪; সহীহ মুসলিম ৬৫১; এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩৩৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৯৬-২০৯৮; হুমাইদী নং ৯৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪৫)

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

১২৪৫. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈশার সালাত কে রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে দিলেন। তখন উমার রা: তাঁকে

এই বলে ডাকলেন যে, নারী ও শিশুরা তো ঘুমিয়ে পড়েছে। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এসে বললেন: তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে আর কেউ নেই যে এ সালাত আদায় করছে।" আর তখন মদীনাবাসী ব্যতীত কেউ সালাত আদায় করতো না।[1]

[1] তাহক্বীক্ব; এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫৬৬; সহীহ মুসলিম ৬৩৮; এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৩৫ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪৬)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَرَقَدَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ فَصَلَّاهَا فَقَالَ إِنَّهَا لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

১২৪৬. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈশার সালাত কে পিছিয়ে দিলেন। এমনকি রাত্রির প্রথম (এক-তৃতীয়) অংশ অতিবাহিত হয়ে গেলো। মসজিদে অবস্থানকারী লোকেরা ঘুমিয়ে পড়লো। অত:পর তিনি বের হলেন এবং ঈশার সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন: "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে আশংকা না করতাম, তবে এটিই এর (ঈশার সালাতের মুস্তাহাব) ওয়াক্ত ছিলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ২১১৪; আহমাদ ৬/১৫০; সহীহ মুসলিম ৬৩৮ (২১৯); নাসাঈ ৫৩৭; আবু আউয়ানাহ ১/৩৬২; বাইহাকী ১/৪৫০; আরও দেখুন, আগের টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ وَهُوَ يَقُولُ هُوَ الْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

১২৪৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈশার সালাত কে পিছিয়ে দিলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নারী ও শিশুরা তো ঘুমিয়ে পড়েছে। অত:পর তিনি (মাথার) একপাশ হতে পানি মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বললেন: "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে আশংকা না করতাম, তবে এটিই এর (ঈশার সালাতের মুস্তাহাব) ওয়াক্ত ছিলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু ইয়ালা ২৩৯৮; হুমাইদী নং ৪৯৯; বুখারী ৫৭১; মুসলিম ৬৪২; এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৯৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৯৮, ১৫৩২, ১৫৩৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ قَبْلَ أَنْ يُعْرَفْنَ

১২৪৮. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফজর সালাত আদায় করতাম। অত:পর চিনে ফেলার পূর্বেই আমরা আমাদের চাদরে আবৃত হয়ে প্রত্যবর্তন করতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহবুখারী ৩৭২; সহীহ মুসলিম ৬৪৫; এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪১৫, ৪৪১৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৯৮-১৫০১; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৪৯)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

১২৪৯. রাফিঈ’ ইবনু খাদিজ হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা ফজরের সালাতকে ফর্সা (আলোকিত) করে আদায় করো। কেননা, সাওয়াবের দিক থেকে সেটিই উত্তম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে ইবনু ইসহাক ‘আনআন’ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তবে এর মুতাবিয়া’ত রয়েছে যেমন পরের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তাখরীজ: এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৮৯, ১৪৯০, ১৪৯১; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫ টীকাসহ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوِّرُوا بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

১২৫০. রাফিঈ’ ইবনু খাদিজ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা ফজরের সালাতকে আলোকিত (উজ্জ্বল) করে আদায় করো। কেননা, সাওয়াবের দিক থেকে সেটিই সর্ব্বোত্তম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান মুহাম্মদ ইবনুল ‘ইজলান এর কারণে। তাখরীজ: পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন। এছাড়া, আব্দুর রাযযাক নং ২১৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ نَحْوَهُ أَوْ أَسْفِرُوا

১২৫১. ইবনু ’ইজলান হতে অনুরূপ কিংবা “(তোমরা ফজরের সালাতকে) ফর্সা (আলোকিত) করে আদায় করো”- (কথাগুলিসহ) বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا

১২৫২. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো সালাতের এক রাকা'আত পেলো, সে (পূরো) সালাত পেলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কিন্তু হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫৮০; সহীহ মুসলিম ৬০৭, ৬০৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৬২, ৫৯৬৬, ৫৯৬৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৮৩, ১৪৮৫, ১৪৮৭; ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৭৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১২৫৩. (অপর সনদে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটিও বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫৪)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

১২৫৪. (অপর সূত্রে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সুর্য উদয়ের পূর্বে ফজর সালাতের এক রাকা'আত পায়, সে ফজরের সালাত পেয়েছে। যে ব্যক্তি সুর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসর সালাতের এক রাকা'আত পায়, সে আসরের সালাত পেয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটিও বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

১২৫৫. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা যদি কোনো লোককে মসজিদে (যাতায়াতে) অভ্যস্ত দেখো, তবে তোমরা তার ঈমানের ব্যাপারে (মু'মিন বলে) সাক্ষ্য দিতে পারো। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ["নিশ্চয় আল্লাহর মসজিদ সমূহকে একমাত্র সেই ব্যক্তি আবাদ রাখে যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে।"(সুরা তাওবা: ১৮)][1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইমাম আহমাদ বলেন: "আবী সাঈদ হতে আবী হাইছাম সূত্রে দাররাজ এর হাদীসসমূহে দুর্বলতা রয়েছে।" ((যদিও ইবনু খুযাইমা ও এর মুহাক্কিক্ব (ড. মুস্তফা আ'যমী) সহীহ এবং তিরমিযী হাসান বলেছেন, তবে এর যঈফের কথা বলেছেন, আলবানী (তিরমিযী ২৬১৭, ইবনু মাজাহ ৮০২; আরনাউত্ব (আল ইহসান ফী তাক্বরীব সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭২১) এবং মুগলাতী, (শরহে ইবনু মাজাহ'তে) একে যঈফ বলেছেন। হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন বলে আরনাউত্ব উল্লেখ করলেও একই সাথে তিনি শারহে জামিউস সগীর ১/৩৫৮ হতে মুনাবী'র এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, যাহাবী 'হাকিমের সহীহ' বলাকে এ বলে খণ্ডণ করেছেন যে, 'এতে দাররাজ রয়েছে। আর সে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।' বিস্তারিত দেখুন, আল ইহসান ফী তাক্বরীব সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭২১ আরনাউত্বের টীকাসহ-অনুবাদক)) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭২১ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৩১০। ((আহমাদ ৩/৬৮, ৭৬; তিরমিযী ২৬১৭, ৩০৯৩; ইবনু মাজাহ ৮০২; বাইহাকী ৩/৬৬; হাকিম ২/৩৩২। - আল ইহসান ফী তাক্বরীব সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭২১ আরনাউত্বের টীকাসহ-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سَهْلٍ قَالَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

১২৫৬. উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি 'ঈশার সালাত জামা'আতে আদায় করলো, সে যেন অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত (নফল) সালাত আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করলো, সে যেন পূরো রাত্রি নফল সালাত আদায় করলো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৬৫৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৫৮,২০৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ أَوْ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا

১২৫৭. আবী আমর আশ শাইবানী বলেন, আমার নিকট এ বাড়ির মালিক বর্ণনা করেছেন- একথা বলে তিনি তার হাত দ্বারা আব্দুল্লাহ'র বাড়ির দিকে ইশারা করলেন- তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ কাজটি সর্বোত্তম, কিংবা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন: "ওয়াক্ত মতো সালাত আদায় করা।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫২৭; সহীহ মুসলিম ৮৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫২৮৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৭৪-১৪৭৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ سَبْعَةٌ مِنَّا ثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا وَأَرْبَعَةٌ مِنْ مَوَالِينَا أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ عَرَبِنَا وَثَلَاثَةٌ مِنْ مَوَالِينَا قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا قُلْنَا انْتِظَارُ الصَّلَاةِ قَالَ فَنَكَتَ بِإِصْبَعِهِ فِي الْأَرْضِ وَنَكَّسَ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ إِلَيْنَا رَأْسَهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَأَقَامَ حَدَّهَا كَانَ لَهُ بِهِ عَلَيَّ عَهْدٌ أُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُقِمْ حَدَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ إِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

১২৫৮. কা’ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সংখ্যায় সাতজন লোক মসজিদে বসে ছিলাম, তার মধ্যে তিনজন ছিলাম আরব ও চারজন অনারব মাওয়ালী, অথবা চারজন ছিলাম আরব এবং তিনজন ছিল অনারব মাওয়ালী; এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোনো একটি হুজরা হতে আমাদের নিকট বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে বসে গেলেন। এরপর তিনি বললেন: কোন্ জিনিসটি তোমাদেরকে এখানে বসিয়ে রেখেছে?” আমরা বললাম, সালাতের জন্য প্রতীক্ষা। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তারপর তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ঠিক করে দিলেন। এরপর তিনি আমাদের দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন: “তোমাদের রব কী বলেছেন, তা তোমরা জানো কি?”

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত।তিনি বললেন: “তিনি (আল্লাহ তা’আলা) বলেন: ‘যে ব্যক্তি ওয়াক্তমতো সালাত আদায় করলো, আর সে সালাতের সীমা (উযু, রুকু’, সাজদা) সঠিকভাবে আদায় করলো, এর মাধ্যমে তার প্রতি আমার ওয়াদা হলো, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি ওয়াক্তমতো সালাত আদায় করলো না এবং সে সালাতের সীমা (উযু, রুকু’, সাজদা)ও সঠিকভাবে আদায় করলো না, তার প্রতি আমার কোনো ওয়াদা নেই; ইচ্ছা হলে আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো, অথবা, ইচ্ছা হলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উত্তম। ((শাইখ আরনাউত্ব (মুসনাদে আহমাদ, তাহ: আরনাউত্ব ৪/২৪৪ নং ১৮১৩২) একে সহীহ লিগয়রিহী ও আহমদ শাকির (মুসনাদে আহমাদ, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** শাকির নং ১৮০৫০) হাসান এবং মুনযিরী (ফাতহুর রব্বানী,

কিতাবুস সালাত নং ১০৮২ এর তাখরীজে উল্লিখিত) একে হাসান ও হাইছামী (মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩০২) একে যঈফ বলেছেন।- আরনাউতের তাহক্বীক্ব, মুসনাদে আহমাদ ৪/২৪৪ নং ১৮১৩২) এর টীকা হতে..... অনুবাদক।)) তাখরীজ: এর উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৭০১ এ।((মুসনাদে আহমাদ (তাহ: আরনাউত্ব) ৪/২৪৪ নং ১৮১৩২, বুখারী, আত তারীখ ১/৩৮৭; আব্দ ইবনু হুমাইদ, আল মুনতাখাব ৩৭১; তাবারাণী, আল কাবীর ১৯/৩১১, ৩১২; আউসাত ৪৭৬১; সাহমী, তারীখ জুরজান ২৯৬-২৯৭; তাহাবী, শারহু মুশকিলিল আছার ৩১৭৩, ৩১৭৪; হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩০২। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে উবাদাহ ইবনু ছামিত রা: হতে আহমদ ৫/৩১৭ সহীহ সনদে; এবং আবী কাতাদা রা: হতে আবু দাউদ ৪৩০; ইবনু মাজাহ ১৪০৩ যঈফ সনদে।- আরনাউতের তাহক্বীক্ব, মুসনাদে আহমাদ ৪/২৪৪ নং ১৮১৩২) এর টীকা হতে..... অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৫৯)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاخْرُجْ فَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ مَعَهُمْ

১২৫৯. আবী যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন: “যখন তুমি এমন লোকদের মাঝে অবশিষ্ট থাকবে যারা সালাতকে তার ওয়াক্ত হতে পিছিয়ে দেয়, তুমি তখন কী করবে?”
তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত।তিনি বললেন: “তুমি ওয়াক্তমতোই সালাত আদায় করবে এবং বের হবে। এরপর যদি (জামা’আতে) সালাতের ইকামত দেয়া হয়, আর তুমি (সেই সময়) মসজিদে থাকো, তবে তুমিও তাদের সাথে সালাত আদায় করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৬৪৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৮২, ১৭১৮, ১৭১৯। আরও দেখুন, পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أَدْرَكَتْ أُمَرَاءَ

يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ أَبُو مُحَمَّد ابْنُ الصَّامِتِ هُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ

১২৬০. আবী যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "হে আবী যারর! যখন তুমি এমন শাসকদেরকে পাবে, যারা সালাতকে তার ওয়াক্ত হতে পিছিয়ে দিবে (সালাতের সময় শেষ করে সালাত আদায় করবে), তুমি তখন কী করবে?"
তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে কী করতে আদেশ দেন?
তিনি বললেন: "তুমি ওয়াক্তমতোই সালাত আদায় করবে এবং (এরপর যদি তাদের সাথে জামা'আত পাও তবে,) তাদের সাথে তোমার আদায়কৃত সালাতকে নফল বানিয়ে নাও।"[1]আবু মুহাম্মদ বলেন, ইবনু ছামিত হলেন আবী যারের ভাতিজা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৬৪৮; এটি আগের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

১২৬১. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা, সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তবে সে যেনো স্মরণ হওয়ামাত্রই তা আদায় করে নেয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ["আমার স্মরণে সালাত আদায় করো।"][1] সুরা ত্বহা: ১৪

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ তবে হাদীসটি সহীহ বুখারী-মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫৯৭; সহীহ মুসলিম ৬৮৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ২৮৫৪, ২৮৫৫, ২৮৫৬; এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৫৫, ১৫৫৬। ((আবু দাউদ ৪৪৩; তিরমিযী ১৭৮, নাসাঈ অনুচ্ছেদ: ৫২: যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভূলে যায়; ইবনু মাজাহ ৬৯৬; আহমাদ ৩/১০০, ২৪৩, ২৬৭, ২৬৯, ২৮২, ৫/২২; মালিক (ইবনু উমারের বক্তব্য হিসেবে) ৭৭।- দারেমী, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ফাওয়ায আহমদ রমিযলী ও খালিদ সাবিঈ নং ১২২৯ এর টীকা হতে- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

১২৬২. ইবনু উমার হতে মারফু' হিসেবে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে) বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তির সালাত তথা আসরের সালাত ছুটে গেলো, তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেলো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫৫২; সহীহ মুসলিম ৬২৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৫৪৪৭; এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৬৯। (('ইবনু মাজাহ ৬৮৫; আবু দাউদ ৪১৪; তিরমিযী ১৭৫।'- দারেমী, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ফাওয়ায আহমদ রমিযলী ও খালিদ সাবিঈ নং ১২৩০ এর টীকা হতে- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَوْ مَالَهُ

১২৬৩. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তির সালাত তথা আসরের সালাত ছুটে গেলো, তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেলো।"[1] আবু মুহাম্মদ বলেন, 'অথবা, তার ধন-সম্পদ'।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটিরই পুনরাবৃত্তি। পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ

১২৬৪. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন: "আল্লাহ তাদের কবরসমূহ ও তাদের ঘর-বাড়িগুলিকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন, যেভাবে তারা আমাদের মধ্যবর্তী সালাত আদায় হতে বিরত রেখেছে, এমনকি সুর্য অস্ত গেলো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ২৯৩১; সহীহ মুসলিম ৬২৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৩৮৫ হতে ৩৯৩ এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ أَوْ قَالَ جَابِرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ قَالَ لِي أَبُو مُحَمَّد الْعَبْدُ إِذَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَعِلَّةٍ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ بِهِ كُفْرٌ وَلَمْ يَصِفْ بِالْكُفْرِ

১২৬৫. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বান্দা ও শিরক-কুফরের মাঝে সালাত পরিত্যাগ করা ব্যতীত আর কিছুই (প্রতিবন্ধকতা) নেই।"[1] আবু মুহাম্মদ বলেন, বান্দা যখন ওযর ও কারণ ছাড়া তখন একে একথা বলা ব্যতীত গত্যন্তর নেই যে, তা কুফর, কিন্তু তাকে কাফির নামে আখ্যায়িত করা যাবে না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাকরীজ: সহীহ মুসলিম ৮২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ১৭৮৩ এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৫৩। ((তিরমিযী ২৬১৮, ২৬১৯; বাইহাকী ৩/৩৬৬; আহমাদ ৩/৩৭০; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪; তাবারাণী, আস সগীর ২/১৪; ইবনু মানদাহ, আল ঈমান ২১৮, ২১৯। - আল ইহসান, (**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আরনাউত্বে) নং ১৪৫৩ হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬৬)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي قُبَاءٍ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا فَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

১২৬৬. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা লোকেরা ‘কু’বা’ নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাদের নিকট এসে বললো, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে; এবং তাঁকে নির্দেশ দান করা হয়েছে যেন তিনি (সালাতের সময়) কা’বা অভিমুখী হন। সুতরাং তোমরাও সেদিকে মুখ ফিরাও। তখন তাদের চেহারা ছিল শামের (বায়তুল মাকদিস) দিকে, ফলে তারা ঘুরে গিয়ে কাবা’র অভিমুখী হলো।[1]

[1] তহাক্বীক্ব: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৪০৩, ৪৪৯২; সহীহ মুসলিম ৫২৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭১৫, ১৭১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬৭)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

১২৬৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা ইতোমধ্যে মৃত্যু বরণ করেছে আর তারা ‘বাইতুল মাকদিস’ এর অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করতো। এদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তখন আল্লাহ তা’আলা নাযিল করলেন: [“নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন নন, যে তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করেন।”[1] (সুরা বাকারা: ১৪৩)]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে এর শাহিদ হাদীস বারা’আ (রা:) হতে সহীহ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। ((ফলে এ হাদীসটি সহীহ লিগয়রিহী-অনুবাদক)) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭১৭ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৭১৮ এ। আর বারা’আ রা: হতে এর শাহিদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সহীহ বুখারী ৪০; সহীহ মুসলিম ৫২৫; আর এটির তাখরীজ করেছি ইবনু হিব্বান নং ১৭১৬ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬৮)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَيَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَخْتِمُهَا بِالتَّسْلِيمِ

১২৬৮. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করতেন ‘তাকবীর’ (আল্লাহু আকবার) দ্বারা এবং তিনি ক্বিরা’আত শুরু করতেন “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন” (ফাতিহা: ১) পাঠের দ্বারা এবং তা (সালাত) সমাপ্ত করতেন সালাম দ্বারা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কারণ জা’ফর ইবনু আউন ইবনু আবু আরুবাহ হতে শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে। তবে হাদীসটি সহীহ- বুখারী ও মুসলিমের। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৪৩; সহীহ মুসলিম ৩৯৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ২৮৮১, ২৯৮০ হতে ২৯৮৫ এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৯৮, ১৭৯৯, ১৮০০, ১৮০২, ১৮০৩, এবং আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৩৩ এর টীকা দু’টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৬৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

১২৬৯. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই সালাতে দাঁড়াতেন, তখনই তাঁর উভয় হাত প্রসারিত করে উত্তোলণ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৬৯, ১৭৭৭; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৪৪৬; আমরা সেখানে টীকা দিয়েছি প্রয়োজনে দেখে নিন। আরও দেখুন, দারুকুতনী ১/২৯৭-২৯৮। ((আহমাদ ২/৩৭৫ নং ৮৮৬৩, ২/৪৩৪ নং ৯৬০৬, ২/৫০০ নং ১০৪৯৬; নাসাঈ ৮৮৩; ইবনু খুযাইমা নং ৪৫৯, ৪৬০, ৪৭৩; তিরমিযী ২৪০; তায়ালিসী

২৩৭৪; বাইহাকী ২/২৭; হাকিম ১/২৩৪; ইবনু হিব্বান (আল ইহসান অনুযায়ী) নং ১৭৭৭।- ফাতহুল মান্নান নং ১৩৪৯ এর টীকা হতে- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

১২৭০. আলী ইবনু আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন তাকবীর দিতেন, এরপর বলতেন: ‘আমি আমার মুখমণ্ডলকে যিনি আসমানসমূ ও ভূ-মণ্ডল সৃষিট করেছেন, তাঁর দিকে ঐকান্তিকভাবে আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্যে ফিরিয়েছি, আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নিই। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সকল কিছুই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য । যাঁর কোনো শরীক নাই- আমি এজন্যই আদিষ্ট হয়েছি আর আমিই সর্বপ্রথম মুসলিম। হে আল্লাহ! আপনিই প্রভু, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আপনি আমার প্রভু। আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের উপর জুলুম করেছি, আমি আমার অপরাধের ব্যাপারে অনুতপ্ত। আপনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি ব্যতীত কেউ অপরাধ কেউ ক্ষমা করতে পারে না। আপনি আমাকে উত্তম আখলাকের দিকে পরিচালিত করুন। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ সুন্দর চরিত্রের পথ দেখাতে পারে না। আপনি আমার চরিত্র থেকে অসত স্বভাবগুলি দূর করুন। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ চরিত্রের অসদগণাবলী দূর করতে পারে না। আমি আপনার সমীপে হাযির আছি। সকল কল্যাণ আপনারই হাতের মুঠোয়, কোনো অকল্যাণ আপনার নিকট পৌঁছতে পারে না। আমি আপনার কাছে এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী, আপনি কতই না বরকতময়। আপনি মহান। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৫, ৫৭৪, ৫৭৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৭১, ১৭৭২, ১৭৭৩; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৪৫; ((সহীহ মুসলিম ৭৭১; আহমাদ ১/১০২ নং ৮০৩; ইবনু হিব্বান ১৭৭৩; তায়ালিসী ১৫২; তিরমিযী ২৬৬, ৩৪২২; বাইহাকী, আল কুবার ২/৩২; তাহাবী শারহু মুশকিলিল আছার ১/৪৮৮; আবী আওয়ানাহ, মুসতাখরীজ ২/১০০; নাসাঈ ৮৯৭; আবু দাউদ ৭৬০; ইবনু আবী শাইবা ১/২৩১; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা ১৭৯; দারুকুতনী ১/২৯৬; তাবারাণী, ২/১০২৬... - ফাতহুল মান্নান ১৩৫০ এর টীকা হতে- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭১)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَكَبَّرَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ قَالَ جَعْفَرٌ وَفَسَّرَهُ مَطَرٌ هَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ

১২৭১. আবী সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাতে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতেন, তখন তিনি তাকবীর দিয়ে বলতেন: "হে আল্লাহ! মহা পবিত্র আপনি, প্রশংসা আপনারই। আপনার নাম কতই না বরকতময়, আর আপনার মর্যাদা অতি উচ্চ আর আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

বিতাড়িত শয়তান, তার কু-মন্ত্রণা, কুপ্রভাব ও কুপ্ররোচনা থেকে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" জা'ফর বলেন: মাতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'হামযুহু' (কুমন্ত্রণা) অর্থ: শয়তানী; 'নাফছুহু' (কুপ্রভাব) অর্থ: (অশ্লীল) কবিতা; 'নাফখুহ' (কুপ্ররোচনা) অর্থ: তার অহমিকা (উন্মত্ততা)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১০৮; এছাড়া, দারুকুতনী ১/২৯৮ নং ৪; বাইহাকী ২/৩৫; ইবনু আবী শাইবা ১/২৩২; সহীহ ইবনু খুযাইমা নং ৪৬৭। ((আহমাদ ৩/৫০; আবু দাউদ , ৭৬৪, ৭৭৫; তিরমিযী ২৪২; নাসাঈ ৪/১৩২; ইবনু মাজাহ ৮০৪, ৪১৭৬; ইবনু হিব্বান ৩২৪৫ - মুহাক্কিক্বের মুসনাদুল মাওসিলীর ১১০৮ এর টীকা হতে। - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭২)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد بِهَذَا نَقُولُ وَلَا أَرَى الْجَهْرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১২৭২. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বাকর, উমার ও উছমান কিরা'আত শুরু করতেন ''আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন।'' (ফাতিহা: ১) এর দ্বারা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৪৩; সহীহ মুসলিম ৩৯৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৮১; ইবনু হিব্বান নং ১৭৯৮-১৮০০; মুসনাদুল হুমাইদী ১২৩৩ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَرِيبًا مِنْ الرُّسْغِ

১২৭৩. আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল এর পিতা (ওয়াইল ইবনু হুজর রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ডান বাম হাতের কবজির কাছাকাছি স্থানে রাখতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪০১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ইবনু হিব্বান নং ১৮০৫; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭৪)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

১২৭৪. উবাদাহ ইবনু ছামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি (সালাতে) উম্মুল কিতাব (সুরা ফাতিহা) পাঠ করল না, তার সালাত হলো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৭৫৬; সহীহ মুসলিম ৩৯৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ইবনু হিব্বান নং ১৭৮২, ১৭৮৫, ১৭৯২, ১৮৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭৫)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ قَدْ صَدَقَ سَمُرَةُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ ثَلَاثُ سَكَتَاتٍ وَفِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ سَكْتَتَانِ

১২৭৫. সামুরাহ বিন জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সালাতে) দু' দু'বার চুপ থাকতেন: যখন সালাতে প্রবেশ (শুরু) করতেন এবং যখন কিরা'আত পাঠ শেষ করতেন। 'ইমরাণ ইবনু হুসাইন একথা অস্বীকার করলে তারা উবাই ইবনু কা'ব রা: এর নিকট (ব্যাপারটি) লিখে পাঠালো। জবাবে তিনি তাদেরকে লিখে পাঠালেন যে, সামুরাহ সত্যই বলেছেন।[1] আবু মুহাম্মদ বলেন: কাতাদা তিনবার চুপ থাকার কথা বলতেন এবং মারফু' হাদীসে রয়েছে দু'বার চুপ থাকার কথা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে সামুরাহ হতে হাসানের শ্রবণ করার বিষয়ে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে কি-না তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে আমার নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হলো, তিনি তাঁর নিকট কিছু শোনেননি। দেখুন, মু'জামুশ শুয়ূখুল মাউসিলী হাদীস নং ২০২, মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২৬৪১ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন এর এ সনদের উপর আমার টীকাগুলি দেখুন। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ইবনু হিব্বান নং ১৮০৭; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭৬)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً حَسِبْتُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ لَهُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِسْكَاتَتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ

১২৭৬. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সালাতে) তাকবীর ও কিরা'আতের মাঝে একবার চুপ থাকতেন- বলে আমার ধারণা। তিনি বলেন, (সেটি ছিল) ক্ষণিকের জন্য।
তখন আমি তাঁকে বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকবীর ও কিরা'আতের মাঝে আপনার চুপ থাকার ব্যাপারটি কী? আপনি তখন কী পাঠ করে থাকেন?তিনি বললেন: "আমি এ সময় পাঠ করি: 'হে আল্লাহ! আমার এবং আমার গুনাহসমূহের মাঝে এমন ব্যবধান করে দিন যেমন ব্যবধান করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহ হতে পবিত্র করুন যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ সমূহকে বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দিন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৪৪; সহীহ মুসলিম ৫৯৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৮১, ৬০৯৭, ৬১০৯; ইবনু হিব্বান নং ১৭৭৬, ১৭৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوَافَقَ ذَلِكَ أَهْلَ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১২৭৭. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন কিরা'আতকারী (ইমাম) পাঠ করেন, ["গয়রিল মাগদ্বূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দ-ল্লীন।"

(ফাতিহা: ৭)] আর তার পেছনের কোনো ব্যক্তি ‘আমীন’ বলেন এবং এটি আসমানবাসীদের সাথে মিলে যায়, তবে তার পিছনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, মুহাম্মদ ইবনু আমরের কারণে। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৮২; সহীহ মুসলিম ৪১০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৭৪; ইবনু হিব্বান নং ১৮০৪। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭৮)

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১২৭৮. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ইমাম যখন পাঠ করেন, [“গয়রিল মাগদ্বূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দ-ল্লীন।” (ফাতিহা: ৭)] তখন তোমরা বলো, ‘আমীন’ । কেননা, ফিরিশতাগণও বলেন, ‘আমীন’ এবং ইমামও বলেন, ‘আমীন’। আর যার ‘আমীন’ বলা ফিরিশতাগণের ‘আমীন’ বলার সাথে মিলে যায়, তার পিছনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৭৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ الْعَنْبَسِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

১২৭৯. ওয়ায়িল ইবনু হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন, [“ওয়ালাদ্দ্ব-ল্লীন।” (ফাতিহা: ৭)] তখন বললেন, “আমীন”। আর এতে তিনি তাঁর কন্ঠস্বর উচ্চ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্ণ তাখরীজ দেখুন, মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৪৪৭। ((আহমাদ ৪/৩১৬, ৩১৭; আবু দাউদ ৯৩২; তিরমিযী ৩৪৮; বাইহাকী ২/৫৭, ৫৮; তাবারাণী, আল কাবীর ২২/৪৪ নং ১১১; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৩/২৬৩; দারুকুতনী ১/৩৩৩-৩৩৪ নং ১, ২, ৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩/৫৮ নং ৫৮৬ সহীহ সনদে। একে সহীহ বলেছেন দারুকুতনী, হাসান বলেছেন তিরমিযী ও বাগাবী। অপর সনদে আবু দাউদ ৯৩৩, তিরমিযী ২৪৮, ২৪৯। তিরমিযী (২৪৮ নং এর পরে) বলেন: আমি মুহাম্মদ তথা ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি: এ ব্যাপারে সুফিয়ানের হাদীস শু’বার হাদীস হতে অধিক সহীহ। শু’বাহ এ হাদীসের কয়েকটি স্থানে ভূল করেছেন।....” তিরমিযীও (২৪৯ নং এ) একই কথা বলেছেন।- মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম’আনের ৪৪৭ নং এর টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮০)

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

১২৮০. আবী বাকর ইবনু আব্দুর রহমান ও আবী সালামাহ রাহি. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তারা দু’জন আবী হুরাইরা রা: এর পিছনে সালাত আদায় করলেন। তিনি রুকু’ করার সময় তাকবীর বললেন, আবার যখন (রুকু’ হতে) মাথা উঠালেন তখন ‘সামি’আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বললেন, অতঃপর ‘রব্বানা লাকাল হামদ’ বললেন। তারপর তিনি সাজদা করার সময় তাকবীর বললেন, এরপর (সিজদাহ হতে) মাথা উঠানোর সময়ও তাকবীর বললেন। আবার যখন দ্বিতীয় রাকা’আত (শেষে) উঠে দাঁড়ালেন, তখনও তাকবীর বললেন। (এভাবে সালাত শেষ করে) তারপর তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের চেয়ে আমার (সালাত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (সালাতের) সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের আগ পর্যন্ত তাঁর সালাত এরূপই ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি সহীহ বুখারী মুসলিমের।

তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৮৫; সহীহ মুসলিম ৩৯২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৪৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৬৬, ১৭৬৭, ১৭৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ

১২৮১. আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (সালাতে) দেখেছি, তিনি প্রতিবার উঠা ও ঝুঁকে যাওয়ার সময় এবং দাঁড়ানো ও বসার সময় তাকবীর দিচ্ছেন।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১০১, ৫১২৮, ৫৩৩৪। ((তিরমিযী ২৫৩; তিনি বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ’ তায়ালিসী ১/৯৫ নং ৪১৭; নাসাঈ ২/২০৫, ৩/৬২; বাইহাকী ২/১৭৭; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ১/২২০।- মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১০১ এর মুহাক্কিক্বের টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮২)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ فِي السُّجُودِ

১২৮২. সালিম তার পিতা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতে প্রবেশ (আরম্ভ) করতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং তাঁর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। এবং যখন রুকূ’ করতেন, তখনও তাকবীর দিতেন এবং উভয় হাত উত্তোলন করতেন আবার যখন রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করতেন, তখনও এরূপ করতেন। তবে দু’ সিজদার মাঝে কিংবা সিজদাসমুহের মাঝে তা উত্তোলন করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৩৫; সহীহ

মুসলিম ৩৯০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪২০, ৫৪৮১, ৫৫৩৪, ৫৫৬৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৬১, ১৮৬৪, ১৮৬৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ

১২৮৩. মালিক ইবনুল হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকবীর দিতেন তখন তাঁর উভয় হাত কান বরাবর উত্তোলন করতেন, আবার তিনি যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন, (তখনও তাঁর উভয় হাত কান বরাবর উত্তোলন করতেন) এবং যখন রুকূ' হতে মাথা উত্তোলন করতেন, (তখনও তাঁর উভয় হাত কান বরাবর উত্তোলন করতেন)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৩৭; সহীহ মুসলিম ৩৯১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৬৩, ১৮৭৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮৪)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ قَالَ قُلْتُ حَتَّى يَبْدُوَ وَضَحُ وَجْهِهِ قَالَ نَعَمْ

১২৮৪. ওয়ায়িল আল হাযরামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করেছেন। তিনি ঝুঁকে যাওয়ার সময় ও উঠার সময় তাকবীর দিতেন এবং তাকবীর দেওয়ার সময় উভয় হাত উত্তোলন করতেন। আর তিনি সালাম ফেরাতেন (প্রথমে) ডান দিক থেকে এবং (তারপর) বাম দিক থেকে।
তিনি বলেন, আমি বললাম, তখন কি তার চেহারার শুভ্রতা দেখা যেতো? তিনি বললেন, হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: বাইহাকী ২/২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮৫)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلِينَا قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَكُونُوا فِيهِمْ فَمُرُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

১২৮৫. মালিক ইবনু হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার কওমের একটি (প্রতিনিধি) দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করলাম। আর আমরা ছিলাম যুবক। এরপর আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং বন্ধু বৎসল। এরপর যখন তিনি আমাদের মধ্যে আপন পরিজনের (কাছে প্রত্যাবর্তনের) প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন: "তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করো এবং তাদের মাঝে অবস্থান করো। আর তাদেরকে (কল্যাণকর কাজের) আদেশ দাও এবং (দ্বীন) শেখাও। আর তোমরা সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখলে। আর যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আযান দেয় অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সে যেন ইমামিত করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ্। এটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬২৮; সহীহ মুসলিম ৬৭৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৫৮, ১৮৭২, ২১২৮, ২১২৯, ২১৩০। এছাড়া বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনান নং ৫৮৯৫; ইবনু কানি'ঈ, মু'জামুস সাহাবাহ ৩/৪৫ জীবনী নং ৯৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮৬)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

১২৮৬. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন তিন ব্যক্তি একত্রিত হবে, তখন তাদের একজন যেন তাদের ইমামতি করে, আর তাদের মধ্যে ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য হলো সেই ব্যক্তি, যে অধিকতর বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৬৭২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী ১২৯১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ أَنَامَ الْغُلَيِّمُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَقَامَ فَصَلَّى فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

১২৮৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, আমি (একরাতে) আমার খালা মায়মুনাহ'র নিকট ছিলাম। এরপর ঈশা'র সালাতের পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ঘরে) এসে চার রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে বললেন: "বালকটি কি ঘুমিয়ে পড়লো?" অথবা, অনুরূপ কথা বললেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে আবার সালাত আদায় করতে লাগলেন। আর আমি এসে তাঁর বাম পাশে (সালাতে) দাঁড়ালাম, তখন তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে আসলেন।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ১৮৩; সহীহ মুসলিম ৭৬৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী ২৪৬৫; আবী ইয়ালা, মু'জামুশ শুয়ূখ নং ৩২৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৭৯, ২৫৯২, ২৬২৬; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৭৭ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ جُلُوسًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ

১২৮৮. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ঘোড়ায় আরোহন করলেন এবং তা হতে পড়ে ডান পাশে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। ফলে তিনি বসে সালাত আদায় করলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে বসে সালাত আদায় করলাম। তারপর যখন তিনি সালাত থেকে বিরত হলেন, তিনি বললেন: “ইমাম এজন্যই বানানো হয়, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং তার বিপরীত করো না। বরং সে যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তোমরাও তখন দাঁড়িয়ে আদায় করবে। আর সে যখন রুকূ’ করে, তোমরাও তখন রুকূ’ করবে, আবার সে যখন (মাথা) উত্তোলন করে, তোমরাও মাথা উত্তোলন করবে। আর সে যখন ‘সামি’আল্লাহু লিমান হামিদাহ্’ বলেন তোমরা তখন বলো ‘রব্বানা লাকাল হামদ’। আর সে বসে সালাত আদায় করলে তোমরা সকলেই বসে সালাত আদায় করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩৭৮; সহীহ মুসলিম ৪১১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী ৩৫৩৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১০২, ২১০৩; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২২৩ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৮৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ بَلَى ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ بِأَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَتْ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ قَالَتْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا فَقَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

১২৮৯. উবাউদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আয়িশার নিকট প্রবেশ করে তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা সম্পর্কে হাদীস শোনাবেন না? তখন তিনি বললেন, হাঁ, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভারী (রোগে কাতর) হয়ে গেলেন, তখন তিনি বললেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে নিয়েছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার প্রতিক্ষায় রয়েছে। তিনি বললেন: "আমার জন্য গামলায় পানি নিয়ে এসো।"

আয়িশা বলেন, আমরা পানি দিলাম। ফলে তিনি গোসল করলেন। তারপর তিনি যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু মুর্ছা গেলেন। এরপর জ্ঞান ফিরে এলে বললেন: লোকেরা কি সালাত আদায় করে নিয়েছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার প্রতিক্ষায় রয়েছে। তিনি বললেন: "আমার জন্য গামলায় পানি নিয়ে এসো।"

আয়িশা বলেন, আমরা পানি দিলাম। ফলে তিনি গোসল করলেন। তারপর তিনি যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু মুর্ছা গেলেন। এরপর জ্ঞান ফিরে এলে বললেন: লোকেরা কি সালাত আদায় করে নিয়েছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

আয়িশা বলেন, লোকেরা সর্বশেষ ঈশার সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে অবস্থান করছিল।

তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বাকর কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বলার জন্য লোক পাঠালেন।

তিনি বলেন, লোকটি আবু বাকরের নিকট এসে তাঁকে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে আদেশ দিয়েছেন।

তখন আবু বাকর - যিনি অত্যন্ত দয়ালূ ব্যক্তি ছিলেন- তিনি বললেন, হে উমার, আপনি লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করুন।

উমার তাঁকে বললেন, আপনিই এর অধিক উপযুক্ত।

আয়িশা বলেন, তারপর এ দিনগুলিতে আবু বাকরই লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন একটু হালকা বোধ করলেন, তখন তিনি দু' ব্যক্তির মাঝে (তাদের উপর ভর করে) যুহরের সালাতের জন্য বের হলেন, আর তাদের দু'জনের একজন ছিলেন আব্বাস, আর আবু বাকর তখন লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। যখন আবু বাকর তাঁকে দেখলেন, তিনি পিছিয়ে যেতে চাইলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইশারায় পিছিয়ে না যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি (পার্শ্ববর্তী) দু'জনকে বললেন: "আমাকে তার পাশে বসিয়ে দাও।" ফলে তারা দু'জন তাঁকে আবু বাকরের পাশে বসিয়ে দিলো।

আয়িশা বলেন, এরপর আবু বাকর দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের অনুসরণে সালাত আদায় করছিলেন এবং লোকেরা আবু বাকরের অনুসরণে সালাত আদায় করছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা অবস্থায় ছিলেন।

উবাইদুল্লাহ বলেন, এরপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের নিকট গিয়ে তাকে বললাম, আমি কি আপনার নিকট সেই হাদীস উপস্থাপন করব না, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা সম্পর্কে আয়িশা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন?তখন তিনি বললেন, নিয়ে আসো। ফলে আমি আয়িশার হাদীসটি তার নিকট উপস্থাপণ করলাম। তখন তিনি এর কোনো কিছুই অস্বীকার করেন নি। তবে তিনি বললেন, আব্বাসের সাথে অপর যে ব্যক্তি ছিল, তিনি কি তার নাম তোমাকে বলেছেন? আমি বললাম, না তো। তখন তিনি বললেন, তিনি ছিলেন আলী ইবনু আবী তালিব।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ১৯৮ (অন্য বিভিন্ন স্থানসমূহেও); মুসলিম ৪১৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী ৪৪৭৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১১৬, ২১১৮, ২১১৯, ২১২৪; মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৩৫ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯০)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى

فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ أَرْفَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدْرُ هَذَا الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا

১২৯০. সাহল ইবনু সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, তিনি মিম্বারের উপর বসা অাছেন। এরপর তিনি (দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে সালাতের জন্য) তাকবীর দিলেন এবং তাঁর পিছনে লোকেরাও তাকবীর দিলো। অতঃপর তিনি (ক্বিরা'আত শেষে) মিম্বারের উপরেই রুকূ'তে গেলেন ও এরপর মাথা উত্তোলন করলেন। তারপর পিছিয়ে গিয়ে (মিম্বার হতে) অবতরণ করে মিম্বারের গোড়াতে সাজদা করলেন। এরপর তিনি পূণরায় (মিম্বারে ফিরে গেলেন এবং) এরূপ করতে থাকলেন তাঁর সালাত শেষ করা পর্যন্ত।
আবু মুহাম্মাদ বলেন, এ ব্যাপারে অনুমতি রয়েছে যে, ইমাম তার সঙ্গীদের থেকে উঁচু স্থানে দাঁড়াতে পারবেন এবং এ পরিমাণ কাজ সালাতের মধ্যেও প্রযোজ্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯১)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا فُلَانٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

১২৯১. আবু মাসউদ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি ভোরের (ফজরের) সালাতে হাজির হই না। (কেননা,) অমুক ব্যক্তি আমাদের নিয়ে খুব দীর্ঘ করে সালাত আদায় করে। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নসীহত করার ক্ষেত্রে সেইদিনের চেয়ে অধিক রাগান্বিত হতে আর কখনো দেখিনি। তিনি তখন বললেন: "হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমাদের মাঝে বিরক্তি উতপাদনকারী লোকজন রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করবে, সে যেনো সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও প্রয়োজনগ্রস্ত (লোকজন) থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি সহীহ বুখারী-মুসলিমের হাদীস।

তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৯০; সহীহ মুসলিম ৪৬৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৩৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৫৮।....

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯২)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ

১২৯২. কাতাদা বলেন, আমি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সালাত আদায়কারী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭০৬-৭০৮; সহীহ মুসলিম ৪৬৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসানাদুল মাউসিলী নং ২৭৮৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৫৯, ১৮৫৬, ১৮৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯৩)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

১২৯৩. আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬৩৭; সহীহ মুসলিম ৬০৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৫৫, ২২২২, ২২২৩ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

১২৯৪. (অপর সূত্রে) আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯৫)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

১২৯৫. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করো, কেননা, কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অংশ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭২৩; সহীহ মুসলিম ৪৩৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসানাদুল মাউসিলী নং ২৯৯৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৭১, ২১৭৪ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ لَا تَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ

১২৯৬. বারা'আ ইবনু আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করো, তাহলে তোমাদের অন্তরসমূহ বিক্ষিপ্ত হবে না।"তিনি বলেন, তিনি আরও বলতেন: "আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ প্রথম কাতার অথবা, প্রথম কাতারসমূহের উপর রহমত বর্ষণ করেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৫৭, ২১৬১; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৩৮৬ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯৭)

خُبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَلِلصَّفِّ الثَّانِي مَرَّةً

১২৯৭. ইরবায ইবনু সারিয়্যাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম কাতারের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আর দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা)-এর দরূণ। খালিদ ইরবায ইবনু সারিয়্যাহ'র সাক্ষাত পাননি। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৫৮; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৩৯৫ এ। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯৮)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

১২৯৮. ইরবায ইবনু সারিয়্যাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, তার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহিহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১২৯৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا

১২৯৯. আবু মাসউদ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের সময় আমাদের কাঁধ ধরে আমাদেরকে বলতেন, তোমরা বিচ্ছিন্ন (এলোমেলো) হয়ে (দাঁড়িও) না, তাহলে তোমাদের অন্তরসমূহও মতভেদপূর্ণ হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তারা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা তাদের পর, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা তাদের পর দাঁড়াবে।” আবু মাসউদ বলেন: অথচ আজকে তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ বিরাজ করছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখলীজ: সহীহ মুসলিম ৪৩২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৭২, ২১৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০০)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَوْشَاتِ الْأَسْوَاقِ

১৩০০. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে যারা সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তারা আমার কাছাকাছি

দাঁড়াবে, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা তাদের পর, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা তাদের পর দাঁড়াবে। আর তোমরা বিচ্ছিন্ন (এলোমেলো) হয়ে (দাঁড়িও) না, তাহলে তোমাদের অন্তরসমূহও মতভেদপূর্ণ হয়ে যাবে। এছাড়া তোমরা (মসজিদসমূহে) বাজারের মতো শোরগোল-চিতকার করা হতে বেঁচে থাকবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪৩২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসানদুল মাওসিলী নং ৫১১১, ৫৩২৪, ৫৩২৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৮০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০১)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

১৩০১. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “পুরুষদের জন্য উত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হলো শেষ কাতার; আর নারীদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো সর্বশেষ কাতার এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হলো প্রথম কাতার।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪৪১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৭৯; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৩০, ১০৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০২)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَشَاهِدٌ فُلَانٌ قَالُوا لَا فَقَالَ أَشَاهِدٌ فُلَانٌ فَقَالُوا لَا لِنَفَرٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

১৩০২. উবাই ইবনু কা’ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদা) ফজরের সালাত আদায় করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: “অমুক কি উপস্থিত আছে?” তারা বললেন, না। তিনি আবার বললেন, “অমুক কি উপস্থিত

আছে?” তারা বললেন, ‘না।’ কেননা, (সেই সময়) একদল মুনাফিক সালাতে উপস্থিত হতো না। অতঃপর তিনি বললেন: “নিশ্চয় এ সালাত দু’টি মুনাফিকদের নিকট অত্যন্ত কষ্টকর সালাত। আর এ দু’টি সালাতে কী (সাওয়াব) রয়েছে, তারা যদি তা জানতো তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু’সালাতের জামা’আতে উপস্থিত হতো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৫৬ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৪২৯ এ। ((দ্বিতীয় অংশ: ‘‘আর এ দু’টি সালাতে কী রয়েছে তারা যদি তা জানতো, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু’টি সালাতে উপস্থিত হতো”- বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ৬৫৪।-অনুবাদক)) ((তায়ালিসী ৫৫৪; বাইহাকী ৩/৬৭-৬৮; আহমাদ ৫/১৪০; আবু দাউদ ৫৫৪; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ ১৪৭৭; হাকিম ১/২৪৭-২৪৮; আব্দুর রাযযাক, আল মুছান্নাফ ২০০৪।- আল ইহসান, নং ২০৫৬ আরনাউত্বের টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০৩)

قَالَ أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أُبَيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أُبَيٍّ

১৩০৩. আবু মুহাম্মদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী বাছীর বলেন, আমার পিতা আমার নিকট উবাই থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন এবং (বলেন) আমি উবাই হতে এটি শুনেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

১৩০৪. (অপর সূত্রে) উবাই ইবনু কা’ব হতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৫৭ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ৪৩০। আগের টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১৩০৫. (অপর সূত্রে) উবাই ইবনু কা'ব হতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীস সহীহ। তাখরীজ: আগের হাদীস দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০৬)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

১৩০৬. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় সর্বশেষ সালাত 'ঈশা'র সালাত ও ফজরের সালাতের চেয়ে মুনাফিকদের নিকট অধিক কষ্টকর সালাত আর নেই। আর এ দু'টি সালাতে কী (সাওয়াব) রয়েছে, তারা যদি তা জানতো তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু'সালাতের জামা'আতে উপস্থিত হতো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৬৫৭, সহীহ মুসলিম ৬৫১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৯৮ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا حَطَبًا فَآمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى أَقْوَامٍ

يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ لَوْ كَانَ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مُعَرَّقَتَيْنِ لَشَهِدُوهَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

১৩০৭. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমার ইচ্ছা হয়, আমি যুবকদেরকে কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই, অতঃপর এক ব্যক্তিকে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেই, তারপর যারা এ সালাত হতে পিছিয়ে রয়েছে (জামা’আতে হাজির হয়নি), সেই সকল লোকদের পিছনে যাই এবং তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেই। যদি গোশত ছাড়ানো মোটা হাড় কিংবা ছাগলের ভালো দু’টি পা[1] ও তারা (এখানে আসলে) পেতো, তবে অবশ্যই তারা এ দু’টি সালাতে উপস্থিত হতো। আর এ দু’টি সালাতে কী (সাওয়াব) রয়েছে, তারা যদি তা জানতো তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু’সালাতের জামা’আতে উপস্থিত হতো।[2]

[1] ((মুহাক্কিক্বের নুসখায় রয়েছে معرقتان যার অর্থ সামান্য গোশতওয়ালা দু’টি বাঁকা হাড়। আর আহমদ যামাররালী ও খালিদ সাবিঈ’ এর তাহক্বীক্বকৃত (করাচী পাকিস্তান, কাদিমী কুতুবখানা’ কর্তক প্রকাশিত) নুসখায় রয়েছে مرماتين حسنتي আর এটি তা রয়েছে সহীহ বুখারীর বর্ণনায়ও। তাই আমরা সেটিরই অনূবাদ করেছি। - অনুবাদক)) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। (তবে হাদীসটি সহীহ)। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬৪৪; সহীহ মুসলিম ৬৫১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৬৩৩৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৯৬ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০৮)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ أَوْ الْمَطَرِ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

১৩০৮. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি এক রাতে ‘যাজনান’ নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানে মুয়াযযিনকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ফলে মুয়াযযিন ঘোষণা করলেন: ‘বাড়িতেই সালাত (আদায় করো)।’ তারপর তিনি বর্ণনা করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে থাকা অবস্থায় এক তীব্র ঠান্ডার রাতে কিংবা বৃষ্টির রাতে মুয়াযযিনকে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফলে সে একথা ঘোষণা দিয়েছিল যে, ‘‘তোমরা বাড়ীঘরেই সালাত আদায় করো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীখ: সহীহ বুখারী ৬৩২; সহীহ

মুসলিম ৬৯৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০৭৬, ২০৭৭, ২০৭৮, ২০৮০; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩০৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ صَلَّى فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ يُصَلِّي أَيُصَلِّي مَعَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِأَيَّتِهِمَا يَحْتَسِبُ قَالَ بِالَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا

১৩০৯. দাউদ ইবনু আবী হিন্দ বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহি. কে বললাম, কোনো লোক তার বাড়ীতে সালাত আদায় করলো, এরপর (মসজিদে এসে) ইমামকে সালাতরত অবস্থায় পেলো। এমতাবস্থায় সে ইমামে সাথে (পুনরায়) সালাত আদায় করবে কি? তিনি বললেন: হাঁ। আমি বললাম, সে এ দু'টি সালাতের কোনটিকে (ফরয) সালাত হিসেবে গণ্য করবে? তিনি বললেন, যেটি সে ইমামের সাথে আদায় করেছে। কেননা, আবী হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোনো লোকের একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা (এর সাওয়াব) বিশ থেকেও কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬৪৮; সহীহ মুসলিম ৬৪৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান ২০৫১, ২০৫৩; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭১৭ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১০)

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

১৩১০. আব্দুল্লাহ (ইবনু উমার) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোনো লোকের জামা'আতে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ অধিক সাওয়াব হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬৪৫; সহীহ মুসলিম ৬৫০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৫২; সহীহ ইবনু হিব্বান ২০৫২, ২০৫৪ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

১৩১১. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদের যাওয়ার জন্য অনুমতি চায়, তবে সে যেনো তাকে নিষেধ না করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিমের হাদীস। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৮৬৫ ও সহীহ মুসলিম ৪৪৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪২৬; সহীহ ইবনু হিব্বান ২২০৮, ২২০৯, ২২১০ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ

১৩১২. আবী হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না; আর যখন তারা (মসজিদের দিকে) বের হয়, তখন তারা যেন সুগন্ধিবিহীন অবস্থায় বের হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯১৫; সহীহ ইবনু হিব্বান ২২১৪; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৩২৭; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০০৮ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১৩)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ التَّفِلَةُ الَّتِي لَا طِيبَ لَهَا

১৩১৩. এ হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবনু আমর বলেন, সাঈদ ইবনু আমির বলেছেন, ‘التفلة’ (আত-তাফিলাহ’) অর্থ: যাতে কোনো সুগন্ধ নেই।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

১৩১৪. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন রাতের খাবার সামনে রাখা হয় এবং সালাতেরও সময় হয়, তখন তোমরা প্রথমেই রাতের খাবার খেয়ে নেবে।”[1] (এরপর সালাত আদায় করবে।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমর। তাখরীজ: বুখারী ৬৭১; মুসলিম ৫৫৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৩১; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৮২ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১৫)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

১৩১৫. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেব বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন রাতের খাবার উপস্থিত হয়ে যায় এবং সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা প্রথমেই রাতের খাবার খেয়ে নেবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৬৭২; মুসলিম ৫৫৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭৯৬, ২৭৯৭, ৩৫৪৬, ৩৬০২; ইবুন হিব্বান নং ২০৬৬ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

১৩১৬. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা যখন সালাতে আসবে, তখন তোমরা দৌড়ে আসবে না, বরং (ধীরে সুস্থে) হেঁটে আসবে। আর তোমাদের উপর ধীর-স্থিরতা অবলম্বন অপরিহার্য। অতঃপর তোমরা (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে এবং যেটুকু 'ফাওত' হবে, (একাকী) তা পূর্ণ করে নেবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬৩৬; সহীহ মুসলিম ৬০২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৪৯৭; ইবুন হিব্বান নং ২১৪৫, ২১৪৬ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৬৪ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُّوا

১৩১৭. ইবনু আবী কাতাদা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা যখন সালাতে আসবে, তখন ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করা তোমাদের

উপর অপরিহার্য। অতঃপর তোমরা (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে এবং যেটুকু ছুটে যাবে, (একাকী) তা পূর্ণ করে নেবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৬৩৫, ৬৩৭; সহীহ মুসলিম ৬০৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ইবুন হিব্বান নং ১৭৫৫, ২২২২, ২২২৩; এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৩১ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ لَا أَعْلَمُ بِالْمَدِينَةِ مَنْ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ لَوْ ابْتَعْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظَّلْمَاءِ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي بِلِزْقِ الْمَسْجِدِ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْمَا يُكْتَبَ أَثَرِي وَخُطَايَ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي وَإِقْبَالِي وَإِدْبَارِي أَوْ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ أَوْ كَمَا قَالَ

১৩১৮. উবাই ইবনু কা’ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনায় এক লোক ছিল, মদীনায় কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায়কারী কোনো লোকের বাড়ী ঐ লোকটির বাড়ী অপেক্ষা মসজিদ হতে অধিক দূরবর্তী ছিল আমার জানা নেই। কিন্তু লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সকল সালাতে (জামা’আতেই) উপস্থিত থাকতো। ফলে তাকে বলা হলো, তুমি যদি একটি গাধা ক্রয় করতে, তবে অত্যন্ত গরমের সময় এবং অন্ধকারেও তাতে আরোহন করে (মসজিদে আসতে) পারতে। তখন সে লোকটি বলল, আল্লাহর কসম! আমার অবস্থান স্থলটি মসজিদ সংলগ্ন হোক- এ বিষয়টি আমাকে মোটেও আনন্দিত করে না। ফলে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জানানো হলে তিনি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যেন আমার পদচিহ্ন, আমার পদক্ষেপ, আমার পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন এবং (মসজিদে) আমার গমনাগমন (আমার আমল নামায়) লিখা হয়।’ অথবা, সে যেরূপ বলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, “এর প্রত্যেকটি আল্লাহই তোমাকে দিয়েছেন এবং তুমি যেসব বিষয় একত্রিত করে কামনা করেছো, তার সবই তোমার জন্য দেয়া হয়েছে।” অথবা, তিনি যেরূপ বলেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৬৬৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ইবুন হিব্বান নং ২০৪০, ২০৪১; এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৮০ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩১৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ هُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي هَذَا وَالرَّجُلُ يَسْمَعُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى خَلْفَهُ رَجُلٌ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِالصُّفُوفِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُثْبِتُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

১৩১৯. হিলাল ইবনু ইসাফ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিয়াদ ইবনু আবীল জা'দ আমার হাত ধরলেন এবং তারপর বণী আসাদ গোত্রের এক শাইখের (বৃদ্ধ) সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, যাকে ওয়াবিসাহ ইবনু মা'বাদ বলে ডাকা হতো। এরপর তিনি বলেন, আমার নিকট এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন - আর লোকে শুনেছে- যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন এবং (তিনি বর্ণনা করেন) এক লোক তাঁর পিছে সালাত আদায় করেছে, যে কাতারের সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়ায়নি। তখন সেই ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[1] আবু মুহাম্মদ বলেন, আহমাদ ইবনু হাম্বল আমর ইবনু মুররাহ'র হাদীসকে[2] সাব্যস্ত করেছেন। আর আমি ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ ইবনু আবীল জা'দ এর হাদীসের দিকে গিয়েছি (অবলম্বন করেছি)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। আর হাদীসটি সহীহ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪০৩-৪০৫ এ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫৮৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৯৮-২২০১ এ। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন। [2] আমর ইবনু মুররাহ'র হাদীসটি আমরা তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৯৮, ২১৯৯ এ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪০৩, ৪০৪ এ। এর আগের ও পরের হাদীস দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২০)

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَقُولُ بِهَذَا

১৩২০. ওয়াবিসা ইবনু মা'বাদ হতে বর্ণিত, একটি লোক কাতারসমূহের পিছনে একাকী সালাত আদায় করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় সালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।[1]আবু মুহাম্মদ বলেন, এটিই আমার মত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ র সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২০১; দেখুন, আগের টীকা দু'টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২১)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ وَرَاءَنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

১৩২১. আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত। তাঁর দাদী মুলাইকাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে খাবার খাওয়ানোর জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। এরপর তিনি এসে খাওয়া-দাওয়া করলেন এবং বললেন: "তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, যাতে আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারি।" আনাস বলেন, এরপরে আমি উঠে গিয়ে আমাদের একটি মাদুর নিয়ে এলাম, যেটি দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে গিয়েছিলো। ফলে আমি তাতে পানি ছিটিয়ে দিলাম, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর দাঁড়ালেন আর আমি ও এক ইয়াতিম বালক তার পিছনে কাতারবদ্ধ হলাম, আর বৃদ্ধা (আমার দাদী) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, এরপর তিনি ফিরে গেলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩৮০; সহীহ মুসলিম ৬৫৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী' নং ৪২০৬, ৪২২৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২০৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২২)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ

১৩২২. আবী সাঈদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সালাতের প্রথম দু'রাকা'আতে তিরিশ আয়াত পাঠের সময় পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং শেষ দু'রাকা'আতে তার অর্ধেক পরিমাণ দাঁড়াতেন; আর আসরের সালাতে যুহরের শেষ দু' রাকা'আতের সম পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন এবং শেষ দু'রাকা'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪৫২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮২৫, ১৮২৮ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২৩)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِنَحْوِهِ وَزَادَ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ

১৩২৩. আবী সাঈদ হতে (অপর সনদে), অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে, "(তাঁর) কিরা'আতের পরিমাণ ছিল ["আলিফ লাম মিম, তানযীল।" সুরা: সিজদা] পাঠের সমান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪৫২; পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন, আগের টীকাগুলি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

১৩২৪. জাবির ইবনু সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের সালাতে ওয়াস্ সামাই ওয়াত্ ত্বরিক্ব' (সুরা আত ত্বরিক্ব: ১) ও "ওয়াস্ সামাই যাতিল বুরুজ" (সুরা: আল বুরুজ: ১) পাঠ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮২৭ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ৪৬৫ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

১৩২৫. ইবনু আবী কাতাদার পিতা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের সালাতের প্রথম দু'রাকা'আতে উম্মুল কুরআন (সুরা ফাতিহা) এবং এর সাথে আরও দু'টি পাঠ করতেন। কখনো কখনো তিনি কোনো কোনো আয়াত আমাদেরকে শুনাতেন, আর তিনি প্রথম রাকা'আতে দীর্ঘ (কিরা'আত) করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৭৮; সহীহ মুসলিম ৪৫১; আবু আউয়ানাহ ২/১৫২; নাসাঈ ২/১৬৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৩১; পূর্ণাঙ্গ তাখরীজের জন্য আরও দেখুন পরবর্তী টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

১৩২৬. ইয়াহইয়া হতে তার সনদেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, আগের ও পরের টীকাগুলি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَبِسُورَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ

১৩২৭. ইবনু আবী কাতাদার পিতা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সালাতের প্রথম দু'রাকা'আতে উম্মুল কুরআন (সুরা ফাতিহা) এবং এর সাথে আরও দু'টি পাঠ করতেন এবং পরবর্তী দু'রাকা'আত কেবল উম্মুল কিতাব (সুরা ফাতিহা) পাঠ করতেন। কখনো কখনো তিনি কোনো কোনো আয়াত আমাদেরকে শুনাতেন। আর তিনি প্রথম রাকা'আতে দীর্ঘ (কিরা'আত) করতেন, কিন্তু দ্বিতীয় রাকা'আতে তত দীর্ঘ করতেন না। আর আসরের সালাতেও তিনি এরূপ করতেন এবং ফজরের সালাতেও তিনি এরূপ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসিলম ৪৫১ (১৫৫); বুখারী ৭৭৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮২৯; পূর্ণ তাখরীজ দেখুন, আগের টীকাগুলিতে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২৮)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ

১৩২৮. উম্মুল ফাদল হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরিব সালাতে 'সুরা মুরসালাত' পড়তে শুনেছেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৬৩; সহীহ

মুসলিম ৪৬২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭০৭১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৩২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩২৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

১৩২৯. জুবাইর ইবনু মুতয়িম এর পিতা হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরিব সালাতে ‘সুরা তূর’ পড়তে শুনেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৬৫; মুসলিম ৪৬৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৯৩, ৭৪০৭, ৭৪১৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৩৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ فَجَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَصَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ فَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا يَنَالُ مِنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا أَوْ فَتَّانًا فَتَّانًا فَتَّانًا ثُمَّ أَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد نَأْخُذُ بِهَذَا

১৩৩০. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, মু’য়ায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করতেন, এরপর সে তার কওমের লোকদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতনে। একরাতে ‘আতামাহ’ (‘ঈশা) -এর সালাতে তিনি সুরা বাকারা পড়তে লাগলেন। তখন এক আনসারী ব্যক্তি এসে (একাকী) সালাত আদায় করে চলে গেলো। এরপর তার নিকট খবর পৌঁছল যে, মু’য়ায তাকে তিরস্কার করেছেন। তাই সে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াযকে বললেন:
“ফাতিনান, ফাতিনান, ফাতিনান, (ফিতনা সৃষ্টিকারী) অথবা ফাত্তানান, ফাত্তানান, ফাত্তানান” (ফিতনা সৃষ্টিকারী)। এরপর তাকে ‘ওয়াসাতুল মুফাসসাল’ সুরা সমূহ থেকে দু’টি সূরা পাঠ করতে নির্দেশ দিলেন।[1]আবু মুহাম্মদ বলেন, আমরা এ মত গ্রহণ করেছি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৭০০, ৭০১; মুসলিম ৪৬৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮২৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৪০, ২৪০০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৮৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ إِنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الصُّبْحِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ قَالَ شُعْبَةُ وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِ ق

১৩৩১. যিয়াদ ইবনু ’ইলাকা বলেন, আমি আমার চাচাকে বলতে শুনেছি, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করেছেন। তখন তিনি তাঁকে ফজর সালাতের দু’রাকা’আতের এক রাকাআতে [والنخل باسقات, সুরা ক্বফ: ১০] পড়তে শুনেছেন।শু’বা বলেন, আমি তাকে আরেকবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন: আমি তাঁকে [“ক্বফ।”] (সুরা ক্বফ: ১) পড়তে শুনেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪৫৭; এছাড়া পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩২)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ

১৩৩২. কুতবাহ ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফজর সালাতের প্রথম রাকা'আতে [والنخل باسقات لها طلع نضيد] ('সুরা ক্বফ: ১০) পড়তে শুনেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আর এটি আগের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। ফলে সেটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ جَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي مَا اللَّيْلُ إِذَا عَسْعَسَ

১৩৩৩. আমর ইবনু হুরাইছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফজর সালাতে [إذا الشمس كورت]('সুরা তাকভীর: ১) পড়তে শুনেছেন। অতঃপর যখন তিনি (والليل إذا عسعس)(সুরা তাকভীর: ১৭) এ আয়াতে পৌঁছেন, তখন আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, 'আল লাইলি ইযা আসআস' (অর্থ: রাতের কসম, যখন তা বিদায় নিয়েছে) আবার কী?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ আল মাসউদী'র কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪৫৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৪৫৭, ১৪৬৩, ১৪৬৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮১৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ الْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ بِنَحْوِهِ

১৩৩৪. (অপর সূত্রে) আমর ইবনু হুরাইছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَهُوَ عَلَى عِلْوٍ مِنْ قَصَبٍ فَسَأَلَهُ أَبِي عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَنَسِيتُ مَا ذَكَرَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَ الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنْ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

১৩৩৫. সাইয়ার ইবনু সালামাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আবী বরযাহ আল আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তখন বাঁশ বা বেতের তৈরী একটি উঁচু আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। আমার পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, 'হাজির' যাকে তোমরা 'যাহিরাহ' (যুহর) বলে ডাকো, এ সালাত তিনি সুর্য মধ্য আকাশ হতে ঢলে পড়লে আদায় করতেন। আর তিনি আসর সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, এরপর (সালাত শেষে) আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে অবস্থিত তার পরিবারের নিকট চলে যেতো এবং তখনও সূর্য উজ্জ্বল থাকতো।তিনি (রাবী) বলেন, তিনি মাগরিব সম্পর্কে কী বলেছিলেন, আমি তা ভুলে গেছি। আর যাকে তোমরা 'আতামাহ' বলে ডাকো, সেই 'ইশার সালাতকে তিনি বিলম্বে আদায় করতে পছন্দ করতেন। আর তিনি যখন ফজরের সালাত (শেষ করে) ফিরতেন তখন কোনো লোক তার পাশের সঙ্গীকে চিনতে পারতো। আর তিনি এতে ষাট থেকে একশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৫৪১, মুসলিম ৬৪৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৪২২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫০৩, ১৮২২ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩৬)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَتَنْتَهُنَّ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْكُمْ أَبْصَارُكُمْ

১৩৩৬. জাবির ইবনু সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন, আর তারা সালাতরত অবস্থায় আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল। তখন তিনি বললেন, "তোমরা অবশ্যই (এ থেকে) বিরত হবে, নচেত তোমাদের দৃষ্টিশক্তি আর তোমাদের নিকট ফিরে আসবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪২৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৪৭৩ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩৭)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَتَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَيَخْطَفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَكُمْ

১৩৩৭. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "লোকদের কী হলো যে, তারা সালাতরত অবস্থায় তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠিয়ে রাখে?" এ সম্পর্কে তাঁর কথা কঠিন হতে লাগল। এমনকি তিনি বললেন: "তোমরা অবশ্যই এ থেকে বিরত হবে, নচেত আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নেবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৭৫০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯১৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৮৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا رَكَعُوا جَعَلُوا أَيْدِيَهُمْ بَيْنَ أَفْخَاذِهِمْ فَصَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ سَعْدٍ فَصَنَعْتُهُ فَضَرَبَ يَدِي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بُنَيَّ اضْرِبْ بِيَدَيْكَ رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَعَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ فَصَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَضَرَبَ يَدِي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ

১৩৩৮. মুস’আব ইবনু সা’দ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ যখন রুকূ করতেন, তখন তারা হাত দু’টিকে তাদের উভয় উরুর মাঝে রাখতেন। এরপর আমি একবার সা’দ রা: এর পাশে সালাত আদায় করলাম এবং আমিও একাজ (হাত উরুর মাঝে রাখা) করলাম। তখন তিনি আমার হাতে আঘাত করলেন। এরপর তিনি সালাত শেষে বললেন, হে বালক, তুমি তোমার দু’হাত তোমার দু’হাঁটুতে স্থাপন করবে। এরপর আরেকদিন আমি তার পাশে সালাত আদায় করার সময় আবার এ কাজ করলাম। তখন তিনি আমার হাতে আঘাত করলেন। এরপর সালাত শেষে তিনি বললেন, আমরা ঐরকম করতাম (হাঁটুর মাঝে হাত রাখতাম), এরপর আমাদেরকে আদেশ দেয়া হলো যে, আমরা যেন আমাদের হাতের তালু আমাদের হাঁটুর উপর স্থাপন করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৭৯০; মুসলিম ৫৩৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৯, ৮১২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৮২, ১৮৮৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৩৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُصْعَبٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

১৩৩৯. আবী ইসহাক হতে, তিনি মুস’আব হতে, তার সনদেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৪০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ قَالَ وَكَانَ أَوْثَقَ عِنْدِي مِنْ نَفْسِي قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ

১৩৪০. আতা ইবনু সায়িব বলেন, যিনি আমার নিকট আমার আপন সত্তার চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য সেই সালিম আল বাররাদ বলেন, আবী মাসউদ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে

বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করবো না? তিনি (রাবী) বলেন, এরপর তিনি তাকবীর দিলেন ও (কিরা'আত শেষে) রুকূতে গেলেন এবং তিনি তার উভয় হাত দু'হাটুর উপর স্থাপন করলেন, আর তার আঙ্গুল সমূহের মাঝে ফাঁক করে রাখলেন, এমনকি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে গেলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। হাম্মাম আতা থেকে শ্রবন করা হতে পিছিয়ে রয়েছে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/১১৯, ১২০; আবু দাউদ ৮৬৩; তার সূত্রে বাইহাকী ২/১২৭; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ নং ৫৯৮; হাকিম ১/২২৪; নাসাঈ ২/১৮৬ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৪১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ

১৩৪১. ইয়াস ইবনু আমির বলেন, আমি উকবাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, যখন [(فسبح باسم ربك العظيم) (অর্থ: "ফলে তুমি তোমার মহান প্রভুর নামে তাসবীহ পাঠ করো।" সুরা: ওয়াকিয়াহ: ৭৪)] আয়াতটি নাযিল হলো, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন: "তোমাদের রুকূ'তে (পাঠ করার জন্য) একে নিধারণ করো। আবার যখন [(سبح اسم ربك الأعلى) অর্থ: "তোমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামে তাসবীহ পাঠ করো।" (সুরা আ'লা: ১) এ সুরা নাযিল হলে তিনি আমাদেরকে বললেন: "তোমরা তোমাদের সিজদা'র মধ্যে (পাঠ করার জন্য) একে নির্ধারণ করো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৩৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৯৮ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৫০৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৪২)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ

১৩৪২. হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক রাতে তিনি সালাত আদায় করলেন। তিনি রুকু'তে গিয়ে 'সুবহানা রব্বী আল'আ'যীম' এবং সিজদায় গিয়ে 'সুবহানা রব্বী আল 'আ'লা' পাঠ করছিলেন। এছাড়াও (কিরা'আত পাঠের সময়) যখনই কোনো রহমতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত আসছিল তখনই তিনি সেখানে থেমে তিনি (রহমত) প্রার্থনা করছিলেন। আবার যখনই কোনো আযাবের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত আসছিল, তখনই সেখানে থেমে তিনি (আযাব হতে) আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৭৭২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৯৭, ২৬০৪ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৪৩)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ رَكَعَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ

১৩৪৩. আব্বাস ইবনু সাহল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ, আবু উসাইদ, আবু হুমাইদ ও সাহল ইবনু সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এক মজলিসে একত্রিত হন এবং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। তখন আবু হুমাইদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়অ সাল্লামের সালাত সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে সমধিক অবগত আছি। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়অ সাল্লাম (সালাতে) দাঁড়াতেন তখন তাকবীর দিতেন এবং তাঁর দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন রুকূ'র জন্য তাকবীর দিতেন তখনও তাঁর দু'হাত উঠাতেন, এরপর রুকূ'তে যেতেন এবং তাঁর দু' হাত দু' হাঁটুর উপর স্থাপন করতেন যেন তিনি সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরেছেন। আর তিনি তাঁর হাতদু'টিকে বিচ্ছিন্ন করে পার্শ্বদেশ হতে দূরে সরিয়ে

রাখতেন এবং মাথাকে (পিঠের চেয়ে) নিচু করতেন না, আবার উঁচুও করতেন না (সমান করে রাখতেন)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৪৪)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

১৩৪৪. সালিমের পিতা (আব্দুল্লাহ ইবনু উমার) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন, তখন কাঁধ বরাবর তাঁর উভয় হাত উঠাতেন, এরপর যখন রুকূ' করতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন, এবং বলতেন, 'সামি'য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ', আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্। কিন্তু তিন সাজদায় এরূপ করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৩৫; মুসলিম ৩৯০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪২০, ৫৪৮০, ৫৫৩৪, ৫৫৬৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৬১, ১৮৬৪, ১৮৬৮, ১৮৭৭ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৪৫)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

১৩৪৫. (অপর সূত্রে) ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি (সেখানে) বলেছেন: "রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। ফলে সেটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৪৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

১৩৪৬. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ইমাম যখন 'সামি'য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ', তখন তোমরা বলো, 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ'।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১২৯১ (অনূবাদে ১২৮৮) নং এ দীর্ঘ বর্ণনাসহ গত হয়েছে। আরও দেখুন সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৪৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

১৩৪৭. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ইমাম এজন্যই বানানো হয়, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। ফলে সে যখন তাকবীর দিবে, তখন তোমরাও তাকবীর দিবে। আর সে যখন রুকূ' করে, তোমরাও তখন রুকূ' করবে, আবার সে যখন সাজদা করে, তোমরাও সাজদা করবে। আর সে যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে, তোমরা তখন বলবে, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ'। আর সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর সে বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও সকলেই বসে সালাত আদায় করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৭২২; ৪১৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯০৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১০৭, ২১১৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৪৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا وَسَنَّ لَنَا سُنَّتَنَا قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَوْ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

১৩৪৮. আবী মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিয়েছেন এরপর আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য পন্থা-পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। তিনি বলেন, আমার ধারণা, তিনি বলেছেন: "সালাতের ইকামাত দেয়া হলে তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো একজন যেন তোমাদের ইমামতি করে। ফলে সে যখন তাকবীর দেবে, তখন তোমরাও তাকবীর দেবে। আর যখন সে পাঠ করবে ["গয়রিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লীন।" (সুরা ফাতিহা: ৭)] তখন তোমরা বলবে, 'আমীন'। তাহলে আল্লাহ তোমাদের (দু'আ) কে কবুল করবেন।
আর যখন সে তাকবীর দিয়ে রুকূ' করবে তখন তোমরাও তাকবীর দিয়ে রুকূ' করবে। তবে ইমাম অবশ্যই তোমাদের পূর্বে রুকু' করবেন এবং তোমাদের পূর্বেই রুকূ' হতে উঠবেন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "ফলে ঐটার সঙ্গেই ঐটা। আর যখন সে বলবে, 'সামি'য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন তোমরা বলবে, আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' অথবা, তিনি বলেন: 'রব্বানা লাকাল হামদ'। কেননা, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁর নবীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'সামি'য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' (অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ'র প্রশংসা করে, মহান আল্লাহ তা শোনেন।')"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সাঈদ ইবনু আমির সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ হতে কিছু শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৪০৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২২৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৬৭ তে।

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

১৩৪৯. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকূ' থেকে মাথা উত্তোলনের সময় বলতেন, "রব্বানা লাকাল হামদু মিল'আস সামাওয়াতি ওয়া মিল'আল আরদ্বু, ওয়া মিল'আ মা শি'তা মিন শাইয়্যিম বা'দু আহলুস ছানাই ওয়াল মাজদি, আহাক্কু মা ক্বলাল আব্দু, ওয়া কুল্লুনা লাকা আব্দুন; আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'তইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা; ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৪০৪; আমরা এর তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৭২২৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَأْخُذُ بِهِ قَالَ لَا وَقِيلَ لَهُ تَقُولُ هَذَا فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ عَسَى وَقَالَ كُلُّهُ طَيِّبٌ

১৩৫০. আলী ইবনু আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকূ' থেকে মাথা উত্তোলনের সময় বলতেন, "সামি'য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা লাকাল হামদু, মিল'আস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বু, ওয়া মিল'আ মা বাইনাহুমা ওয়া মিল'আ মা শি'তা মিন শাইয়্যিম বা'দু।"[1] আব্দুল্লাহ কে বলা হলো, আপনি কি এটি অবলম্বন করছেন? তিনি বললেন: না। তাকে আরও বলা হলো, আপনি কি একে ফরয বলে মনে করেন। তিনি বললেন: সম্ভবত। তিনি আরও বললেন: এসবগুলোই উত্তম।"

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৭৭১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৫, ৫৭৪, ৫৭৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯০৪, ১৭৭১, ১৭৭২, ১৭৭৩, ১৭৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ حِينَ أَسْجُدُ تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ

১৩৫১. মু’য়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমি এখন আমি কিছুটা মোটা হয়ে গেছি। ফলে আমার পূর্বে তোমরা রুকূ’-সিজদা করবে না। (কখনো কখনো এরূপ হয় যে,) আমি তোমাদের যত আগেই রুকূ’তে যায় না কেন, তোমরা আমার মাথা উঠানোর পূর্বেই আমাকে পেয়ে যাও (ধরে ফেলো)। আবার আমি তোমাদের যত আগেই সিজদা করি না কেন, তোমরা আমাকে সিজদা হতে মাথা উঠানোর আগেই পেয়ে যাও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২২৯, ২২৩০; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৩৮২, ৩৮৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬১৩ তে। (আহমাদ ৪/৯২; বাইহাকী ২/৯২; সহীহ ইবনু খুযাইমা ১৫৯৪; আবু দাউদ ৬১৯; ইবনু মাজাহ ৯৬৩; তাবারাণী, আল কাবীর ১৯/২৭৩-২৭৪ নং ৮৬২।- মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৩৮৩ এর টীকা হতে। -অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫২)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

১৩৫২. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় তখন সে কি ভয় করে না যে, তার মাথাকে আল্লাহ গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দেবেন কিংবা তার চেহারাকে গাধার চেহারায় রূপান্তরিত করে দেবেন?"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৬৯১; মুসলিম ৪২৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৮২, ২২৮৩। এছাড়া, বাইহাকী মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ৩৪৫৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩/৪১৭ নং ৮৪৯; আবু নুয়াইম, যিকরু আখবারু আসবাহান ১/২৬৯, ২/৫৫, ২১৮, ২৯৯; উকাইলী, আদ দুয়া'ফা ২/৭৩; ইবনু আদী, আল কামিল ৩/১০৬১, ৪/১৫৬৬, ৬/২২৩৭; ইবনু হিব্বান, আল মাজরুহীন ২/৩৫-৩৬; তাবারাণী, আল আওসাত ৩৩৩০, ৩৬০৯, ৩৯৩০, ৫৯৫৯, ৭১৯৩; ও সগীর ১/১১০; আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ২/২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا كَانَ يَؤُمُّهُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي وَأَمَامِي

১৩৫৩. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সালাতের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করতেন এবং তিনি যখন তাদের ইমামতি করতেন তখন তাঁর পূর্বে রুকূ' সিজদায় গমণ করতে তাদেরকে নিষেধ করতেন। এছাড়া তাঁর সালাত শেষ করার পূর্বেই তাদেরকে সালাত শেষ করতে যেতে নিষেধ করতেন। এবং তিনি বলেন: "আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকেও দেখতে পাই, আর সামনের দিক থেকে তো দেখিই।"[1]

[1] তাহক্বীক; এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৩২৮; মুসলিম ৪২৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৯৫২, ৩৯৫৭, ৩৯৬০, ৩৯৬৩; এছাড়া, আবু আওয়ানাহ ২/১৩৬; বাইহাকী ২/৯১-৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَأُمِرَ أَنْ

لَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِيهِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا

১৩৫৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমারদের নবীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন সাতটি অঙ্গের উপর সাজদা করেন এবং চুল ও পোশাক গুটিয়ে না রাখেন। শু'বা বলেন, অন্য আরেকবার তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে সাজদা করতে এবং চুল ও পোশাক না গুটাতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৮০৯; মুসলিম ৪৯০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৮৯, ২৪৩১, ২৪৬৪, ২৬৬৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯২১, ১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৫ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫০০, ৫০১, ৫০২। দেখুন পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫৫)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَا حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ قَالَ وُهَيْبٌ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعَرَ

১৩৫৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে সাতটি অঙ্গ যথা: কপাল, - (বর্ণনাকারী উহাইব বলেন, একথা বলে তিনি (ইবনু আব্বাস) তার নাকের দিকে ইশারা করলেন;) - দু'হাত, দু'হাঁটু দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহ- এর উপর সাজদা করতে এবং পোশাক ও চুল না গুটাতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।[1]

[1] তাহক্বীক; এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৮১২; মুসলিম ৪৯০; এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। ফলে পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

১৩৫৬. ওয়ায়িল ইবনু হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন সাজদায় যেতেন তখন মাটিতে হাত রাখার পূর্বেই হাঁটু রাখতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। এবং এর পূর্বে আমরা যতস্থানে একে (বর্ণনাকারী শারীককে) যঈফ বলেছি, তা এ তাহক্বীক্ব দ্বারা মানসূখ (রহিত) বলে গণ্য হবে। ((এ হাদীসটি নিয়ে ব্যাপক ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়। এর সনদকে তিরমিযী হাসান গরীব বলেছেন; ইবনু খুযাইমা, হাকিম সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা বজায় রেখেছেন। তবে বুখারী, তিরমিযী, দারুকুতনী, ইবনু আবী দাউদ, বাইহাকী এ বর্ণনায় শারীকের একাকী হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর ১/২৫৪ নং হা/৩৮০ /১৫) এবং দারুকুতনী শারীকের ব্যাপারে মূলনীতি উল্লেখ করে বলেছেন: শারীক কোনো বর্ণনায় একাকী হলে তা যঈফ। আর এর যঈফ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন বাইহাকী (আফফান হতে), আলবানী, আরনাউত্ব, মুস্তফা আ'যমী, মাহির ইয়াসীন আল ফাহল (**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইবনু খুযাইমা, তা'লীকাতুল হিসান, আল ইহসান)। এছাড়াও, এটি দু'টি সহীহ হাদীসের বিপরীত বর্ণনা যা ১. ইবনু উমার হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে: "তিনি সিজদা করার সময় হাঁটুর পূর্বে দু'হাত মাটিতে রাখতেন" (বুখারী, আযান বাব ১২, তা'লিক হিসেবে; দারুকুতনী ১/৩৪৪ নং ২ (নং ১৩০৩ আরনাউত্বের টীকাসহ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ হতে),; তাহাবী ১/২৫৪; সহীহ বলেছেন ইবনু খুযাইমা ৬২৭; হাকিম ১/২২৬ ও যাহাবী তা বজায় রেখেছেন) ও ২. পরের হাদীসটি যা আবী হুরাইরা হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে যে, "... তোমাদের যখন কেউ সাজদায় গমণ করে, তখন সে যেন উটের মতো হাঁটু গেড়ে না বসে, বরং সে যেন হাঁটু মাটিতে রাখার পূর্বে দু'হাত রাখে।" (আবু দাউদ ৮৪০, আহমাদ ২/৩৮১; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩/১৩৪; বাইহাকী ২/৯৯; তাহাবী ১/২৫৪ ও অন্যান্য) যাহোক, এজন্য সালাফগণ এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক মতভেদ করেছেন। মালিক ও আউযাঈ, আহমদেরও একটি মত (আল মুগনী ১/৫১৪ তে বর্ণিত) এবং আহলে হাদীসের অধিকাংশের মতে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখা মুস্তাহাব। বিপরীতে 'হাতের পূর্বে হাঁটু রাখা' সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও খাত্তাবী উল্লেখ করেছেন যে, এটি অনেক উলামার মত। ইবনুল মুনযির এটি উমার, নাখঈ, মুসলিম ইবনু ইয়াসার, সুফিযান সাওরী, আহমদ, ইসহাক ও 'আসহাবুর রাই' (হানাফী)-দের থেকে উল্লেখ করেছেন।- আল ইহসান, তাহ: আরনাউত্ব হা/১৯১২ এর টীকা দ্র:) - অনুবাদক)) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯১২; মাওয়ারিদুয যাম'আন ৪৮৭। আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৫৪০ তে আমাদের টীকাটি। ((আবু দাউদ ৮৩৮; তিরমিযী ২৬৮; ইবনু মাজাহ ৮৮২; নাসাঈ ১/২০৬; দারুকুতনী ১/৩৪৫; তাবারাণী ২২/৯৭; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/২৫৫; বাইহাকী ২/৯৮; হাযিমী, আল ই'তিবার পৃ: ১৬১; ইবনু খুযাইমা নং ৬২৬, ৬২৯; হাকিম ১/২২৬।- আল ইহসান, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আরনাউত্ব, ১৯১২ এর টীকা দ্র:- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫৭)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ كُلُّهُ طَيِّبٌ وَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَخْتَارُونَ الْأَوَّلَ

১৩৫৭. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের যখন কেউ সালাত আদায় করে করে, তখন সে যেন উটের মতো হাঁটু গেড়ে না বসে, বরং সে যেন দু’হাঁটু মাটিতে রাখার পূর্বে দু’হাত রাখে।”[1]
আব্দুল্লাহ কে বলা হলো, আপনি কী বলেন?
তিনি বলেন, প্রত্যেকটিই উত্তম। তিনি আরও বলেন, আহলে কুফা’ (কুফাবাসীগণ তথা হানাফীগণ) প্রথমটি (হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখা) কে পছন্দ করেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি এবং হাদীস বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৬৫৪০। এছাড়া আগের টীকাটিও দেখুন। (((আবু দাউদ ৮৪০, আহমাদ ২/৩৮১; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩/১৩৪; বাইহাকী ২/৯৯; তাহাবী ১/২৫৪; হাযিমী, আল ই’তিবার পৃ: ১৫৮-১৫৯। - মুসনাদুল মাউসিলী ৬৫৪০ নং মুহাক্কিক্বের টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫৮)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ وَسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ بِسَاطَ الْكَلْبِ

১৩৫৮. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা ধীর-স্থিরতার সাথে রুকূ’ করো এবং তোমাদের কেউ যেন (সিজদা সময়) তার (কনুই পর্যন্ত) দু’হাত কুকুরের মতো বিছিয়ে না দেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৮২২; সহীহ

মুসলিম ৪৯৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৫৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯২৬ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৫৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَنَقْرَةِ الْغُرَابِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ

১৩৫৯. আব্দুর রহমান ইবনু শিবলি আল আনসারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিংস্র জন্তুর মতো (কনুই পর্যন্ত দু'হাত) বিছিয়ে দিতে, কাকের মতো ঠোকর মারতে এবং উটের জায়গা নির্দিষ্ট করার ন্যায় (মসজিদে মধ্যে) কোনো লোকের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, তামীম ইবনু মাহমূদের কারণে। তাখরীজ: আমরা তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৭৭ এ। ((আবু দাউদ ৮৬২, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬০)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ هَذَا قَالَ رُبَّمَا قُلْتُ وَرُبَّمَا سَكَتُّ

১৩৬০. হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু' সিজদার মাঝে বলতেন: "রব্বিগফির লী।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে নাসাঈ বলেছেন: তালহাহ ইবনু ইয়াযীদ হুযাইফাহ হতে শ্রবণ করেছেন বলে আমি জানি না। তবে হাকিম একে বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৩৯৭, ৪০০; ইবনু মাজাহ ৮৯৭ সহীহ সনদে; নাসাঈ, আল কুবরা ৬৫৬, ৭৩১, ১৩৭৮, ১৩৭৯; নাসাঈ বলেন, "এ হাদীসটি আমার নিকট

মুরসাল।” আবু দাউদ ৮৭৪; তিরমিযী, শামাইল ২৭০; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৯১০; বাইহাকী ২/১২১-১২২; আবু দাউদ তায়ালিসী ৪১৬।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا رَبَّكُمْ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

১৩৬১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সর্বশেষ অসুস্থতার সময়ে ঘরের) পর্দা তুলে ধরলেন- তখন লোকেরা আবু বাকরের পিছনে কাতারবদ্ধ ছিলেন। তখন তিনি বললেন: “হে মানবমণ্ডলী! নবুওয়াতের সুসংবাদের আর কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, তবে কোনো মুসলিম যে সুস্বপ্ন দেখবে বা তার পক্ষে দেখানো হবে, তা ব্যতীত। আর জেনে রাখো, আমাকে রুকূ কিংবা সিজদারত অবস্থায় কিরা’আত (কুরআন) পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকূতে তোমাদের রবের ‘তা’যীম’ (মহত্ত্ব) বর্ণনা করবে এবং সিজদায় (বেশি বেশি) দু’আ করার চেষ্টা করবে। কেননা, সেটি তোমাদের দু’আ কবুলের উপযুক্ত সময়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪৭৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪১৭, ২৩৮৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৯৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৯৫ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬২)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

১৩৬২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার রুকূ' অথবা সাজদারত অবস্থায় আমাকে কিরা'আত (কুরআন) পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকূতে তোমাদের রবের 'তা'যীম' (মহত্ত্ব) বর্ণনা করবে এবং সিজদায় (বেশি বেশি) দু'আ করার চেষ্টা করবে। কেননা, সেটি হলো তোমাদের দু'আ কবুলের উপযুক্ত সময়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি। পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬৩)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

১৩৬৩. আবী মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি রুকূ' ও সিজদায় (তথা রুকূ' ও সিজদা হতে উঠে) তার পিঠ সোজা করবে না, তার সালাত যথেষ্ট হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৯২, ১৮৯৩; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৫০১, ৫০২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৫৯। ((আবু দাউদ ৮৫৫; আহমাদ ৪/১১৯, ১২২; তায়ালিসী ১/৯৭ নং ৪২৭; ইবুন হাযম, আল মুহাল্লা ৩/২৫৭; তাবারাণী, আল কাবীর ১৭/২১৩; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/৩০০ নং ৫৯১, ৫৯২, ৬৬৬; ইবনু হিব্বান নং ১৮৯০; দারুকুতনী ১/৩৪৮; ইবনু মাজাহ ৮৭০; তিরমিযী ২৬৫; আব্দুর রাযযাক ২/১৫০ নং ২৮৫৬, ৩৭৩৬; হুমাইদী ১/২১৬ নং ৪৫৪; বাইহাকী ২/৮৮; নাসাঈ ২/১৮৩, ২১৪; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৬১৭।- মাওয়ারিদুয যাম'আন ৫০১, ৫০২ মুহাক্কিক্বের টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا

১৩৬৪. আবী কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো সেই লোক যে তার সালাত চুরি করে।" তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত আবার সে কিভাবে চুরি করে? তিনি বললেন: "সে সালাতের রুকূ' ও সিজদা কোনোটিই পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম 'আন'আন পদ্ধতে এটি বর্ণনা করেছেন। (তবে আবী হুরাইরা থেকে সহীহ সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে ইবনু হিব্বান ১৮৮৮, হাকিম ১/২২৯; আহমাদ ৫/৩১০ ও অন্যান্যরা। দেখুন মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৫০৩ এ মুহাক্কিক্বের টীকাটি ও আল ইহসান, নং ১৮৮৮ আরনাউত্বের টীকাটিও।-অনুবাদক)) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি আবী ইয়া'লা'র মু'জামুস শুয়ূখ' নং ১৫০ এবং সেখানে এর সনদকে সহীহ বলা ভূল হয়েছে; এবং মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২৭৪৪ এ। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী সাঈদ খুদরী, আবী হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল হতে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭৪৫, ২৭৪৬, ২৭৪৭ এ। আবী হুরাইরা'র সহীহ হাদীসটি আমরা সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৮৮; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৫০৩ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ رِفَاعَةُ وَمَالِكُ ابْنَيْ رَافِعٍ أَخَوَيْنِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ شَكَّ هَمَّامٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى وَجَعَلْنَا نَرْمُقُ صَلَاتَهُ لَا نَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ هَمَّامٌ فَلَا أَدْرِي أَمَرَهُ بِذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ الرَّجُلُ مَا أَلُومُ فَلَا أَدْرِي مَا عِبْتَ عَلَيَّ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ فَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ

১৩৬৫. রাফি'র দুই পূত্র রিফা'আ ও মালিক দু'ভাই যারা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন, তাদের উভয় থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে বসে ছিলাম- রাবী হাম্মামের সন্দেহ- অথবা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে বসে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে আরম্ভ করে দিলো। এরপর যখন সে সালাত শেষ করলো, তখন সে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও লোকদেরকে সালাম দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তোমার উপরও (সালাম)। তুমি ফিরে গিয়ে (পুনরায়) সালাত আদায় করো। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি।" তখন লোকটি ফিরে গেলো এবং পুনরায় সালাত আদায় করতে লাগলো। আর আমরা তার সালাত পর্যবেক্ষণ করছিলাম, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম না সে সালাতে কী ত্রুটি করেছিলো। এরপর যখন সে সালাত শেষ করলো, তখন সে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও লোকদেরকে সালাম দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তোমার উপরও (সালাম)। তুমি ফিরে গিয়ে (পুনরায়) সালাত আদায় করো। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি।"

হাম্মাম (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি জানিনা, তিনি তাকে দু'বার নাকি তিনবার এর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

লোকটি বললো, আমি তো কম করিনি; ফলে আমি আমার সালাতে কী ত্রুটি করেছি তা নিজে থেকে বুঝতে পারছি না।তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তোমাদের কারো সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরিপূর্ণরূপে ওযু করবে, যেভাবে আল্লাহ তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন- তথা সে তার মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে আর তার মাথা মাসেহ করবে এবং গিঁঠ পর্যন্ত দু'পা ধৌত করবে; এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাঁর 'হামদ'- প্রশংসা বর্ণনা করবে, অতঃপর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা যেটুকু অনুমতি দিয়েছেন সে পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করবে। অতঃপর তাকবীর দিয়ে রুকূ' করবে আর সে এতে তার উভয় হাতের তালু উভয় হাঁটুতে স্থাপন করবে যতক্ষণ না তার শরীরের জোড়াসমূহ শিথিল হয়ে স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি স্থির হয়ে যাবে। এরপর সে বলবে: 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'। এরপর সে সটান

দাঁড়িয়ে যাবে যতক্ষণ না তার পিঠ সোজা হয়ে যায় ফলে তার হাড়সমূহ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করে। এরপর সে তাকবীর বলে সিজদায় গমণ করবে এবং তার চেহারাকে -" (রাবী) হাম্মাম বলেন, সম্ভবত তিনি বলেছেন, "- তার কপালকে মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, যতক্ষণ না তার শরীরের জোড়াসমূহ শিথিল হয়ে স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি স্থির হয়ে যাবে। সে তাকবীর দিয়ে তার অবস্থানস্থলে সোজা হয়ে বসে যাবে যতক্ষণ না তার পিঠ সোজা হয়ে যাবে।" এভাবে তিনি এ চার রাকা'আত সালাত আদায় পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। (শেষে বললেন:) "তোমাদের কারো সালাত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে এরূপ করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৬২৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৮৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৮৪ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبِطَيْهِ

১৩৬৬. মাইমুনাহ বিনতুল হারিস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাজদা করতেন, তখন তিনি তার দু'হাতকে (পার্শ্বদেশ হতে) আলাদা করে রাখতেন এমনকি তাঁর পেছনে যারা থাকতেন, তারা তাঁর উভয় বাহুমুলের ঔজ্জ্বল্য স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৪৯৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭০৯৬, ৭০৯৭, ৭১০২ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬৭)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ تَحْتَهُ لَمَرَّتْ

১৩৬৭. মাইমুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাজদা করতেন, তখন তিনি (তার দু'হাতকে) পার্শ্বদেশ হতে এমনভাবে আলাদা করে রাখতেন যে, একটি ছাগলের বাচ্চা ইচ্ছে করলে তাঁর নিচ দিয়ে চলে যেতে পারতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্ণ তাখরীজের জন্য পূর্বের ও পরের হাদীস দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬৮)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ يَعْنِي جَنَّحَ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى

১৩৬৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনী মাইমূনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাজদা করতেন, তখন তিনি তার দু'বাহুকে পার্শ্বদেশ হতে এমনভাবে আলাদা করে রাখতেন যে, তাঁর পেছন থেকে তাঁর উভয় বাহুমুলের শুভ্রতা স্পষ্টভাবে দেখা যেতো। আর যখন বসতেন তখন তাঁর বাম উরুর উপর শান্ত হয়ে বসতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪৯৭; দেখুন, আগের হাদীসটি এবং আমার তাহক্বীকৃকত মাজমাউয যাওয়াইদে ২২৮৬ নং টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৬৯)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُكُوعُهُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ

১৩৬৯. বারা'আ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুকু', রুকূ' হতে মাথা উঠানোর পরবর্তী সময়, সাজদা ও উভয় সাজদার মধ্যবর্তী সময় প্রায় সম পরিমাণ হতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৭৯২; মুসলিম ৪৭১ (১৯৪)। আমরা পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬৮০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৮৪ তে। পরবর্তী হাদীসটি ও তার টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭০)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ الْوَزَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ وَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هِلَالُ بْنُ حُمَيْدٍ أُرَى أَبُو حُمَيْدٍ الْوَزَّانُ

১৩৭০. বারা'আ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত পর্যবেক্ষণ করেছি। অতএব, তাঁর কিয়াম (সালাতে দাঁড়ানো), রুকূ', রুকূ' হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর অবস্থা, এরপর তাঁর সাজদা ও উভয় সিজদার মধ্যবর্তী বসা, অতঃপর তাঁর (দ্বিতীয়) সাজদা এবং সালাম ও (মুসল্লীদের দিকে) ফিরে বসার মধ্যবর্তী সময় - এ সবগুলোকেই প্রায় সমান পেয়েছি।[1] আবু মুহাম্মদ বলেন, হিলাল ইবনু হুমাইদ হলেন আবু হুমাইদ আল ওয়াযযান।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৪৭১; এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। তাই পূর্ণ তাখরীজ সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَحَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ وَأَقْبَلَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَتَّى وَجَدُوا النَّاسَ قَدْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ لِلنَّاسِ قَدْ أَصَبْتُمْ أَوْ قَدْ أَحْسَنْتُمْ

১৩৭১. মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে চললেন এবং মুগীরা ইবনু শু'বাও তাঁর সাথে এগিয়ে চললেন। তখন তাঁরা লোকদেরকে ফজর সালাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় পেলেন। আর লোকেরা আব্দুর রহমান ইবনু আউফ কে তাদের নিয়ে সালাত আদায়ের জন্য আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসার পূর্বে আব্দুর রহমান তাদের নিয়ে ফজর সালাতের এক রাকা'আত আদায় করলেন; অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসলেন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে আব্দুর রহমানের পিছনে লোকদের সাথে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর যখন আব্দুর রহমান সালাম ফিরালেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে (ছুটে যাওয়া এক রাকা'আত) সালাত আদায় করলেন। এজন্য লোকেরা ভীত হয়ে পড়লো এবং অধিক পরিমানে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়তে লাগলো। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সালাত শেষ করলেন, তখন লোকদেরকে বললেন: "তোমরা ঠিকই করেছো" অথবা "তোমরা ভালই করেছো"।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২২৪; মাওয়ারিদ নং ৩৭১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৭৫; পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন। ((সহীহ মুসলিম ২৭৪ (১০৫); আহমাদ ৪/২৪৯, ২৫১; আবু দাউদ ১৪৯; নাসাঈ ৭৯; বাগাবী শারহুস সুন্নাহ ১/৪৫৫-৪৫৬ নং ২৩৬; বাইহাকী ১/২৭৪; তাবারাণী, আল কাবীর ২০/৩৭৬ নং ৮৮০, ৮৮১; ইবনু খুযাইমা ৩/৮ নং ১৫১৪।- মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম'আন নং৩৭১ এর টীকা হতে- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭২)

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ

الَّتِي سُبِقْنَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَقُولُ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنْ يَجْعَلَ مَا فَاتَهُ مِنْ الصَّلَاةِ قَضَاءً

১৩৭২. মুগীরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন আমরা লোকদের নিকট এসে পৌঁছলাম, তখন তারা সালাতে ছিলো, আর আব্দুর রহমান ইবনু আউফ তাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর তখন তিনি তাদের সাথে রুকূ' করছিলেন। ফলে তিনি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতি টের পেলেন, তিনি পিছিয়ে আসতে চাইলেন। তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করার জন্য তাকে হাত দ্বারা ইশারা করলেন। এরপর যখন তিনি সালাম ফেরালেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন, আমিও উঠে দাঁড়ালাম এবং আমরা ছুটে যাওয়া এক রাকা'আত সালাত আদায় করলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ২৭৪ (৮১)। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩২৬, ১৩৪৬, ১৩৪৭, ২২২৪, ২২২৫ তে। ((আগের টীকাটি দেখুন- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭৩)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

১৩৭৩. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বলেন, আমরা ভীষণ গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করেছি। এমতাবস্থায় যখন আমাদের কেউ জমিনে কপাল স্থির রাখতে সক্ষম হতো না, তখন সে তার কাপড় বিছিয়ে তার উপর সালাত আদায় (সাজদা) করতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৩৮৫; মুসলিম ৬২০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪১৫২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৫৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هَكَذَا فِي الصَّلَاةِ وَأَشَارَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِأُصْبُعِهِ وَأَشَارَ أَبُو الْوَلِيدِ بِالسَّبَّاحَةِ

১৩৭৪. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর এর পিতা (যুবাইর) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি সালাতে এভাবে দু'আ করতেন।' (এটি বর্ণনার সময় বর্ণনাকারী) ইবনু উয়াইনাহ তার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন। আর (অপর বর্ণনাকারী) আবীল ওয়লীদ তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, ইবনু ইজলানের কারণে। ((তবে হাদীসটি সহীহ যা মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে- অনুবাদক)) তাখরীজ: মুসলিম ৫৭৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮০৬, ৬৮০৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৪৩, ১৯৪৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯০৩ তে। আঙ্গুল নাড়ানো জন্য দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৬৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৬২, ৬৬৩। সেটিই পরের হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭৫)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ إِصْبَعَهُ

১৩৭৫. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতের শেষে (বৈঠকে) বসতেন, তখন তাঁর বাম হাত তাঁর বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত তাঁর ডান হাঁটুর উপর রাখতেন এবং তাঁর (তর্জনী) আঙ্গুল উঠিয়ে রাখতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৫৮০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৬৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৪২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৬২। হুমাইদীতে অতিরিক্ত আছে: 'সুফিয়ান বলেন: ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আমাদের নিকট মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আমি মুসলিমের সাথে সাক্ষাত করলাম, তিনি আমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন এবং এতে অতিরিক্ত বললেন: 'এটি শয়তান তাড়ানোর যন্ত্র, ফলে কেউ যেন তা ভূলে না যায়।' আর আরও বলতেন: আর তা 'এভাবে' (নাড়াতে হবে বলে) হুমাইদী তার আঙ্গুল উঠিয়ে রাখলেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭৬)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى إِسْرَافِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مَا شَاءَ

১৩৭৬. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করার সময় আমরা বলতাম: ‘আস সালামু আলাল্লাহ ক্বলা ইবাদিহী; আস সালামু আলা জিবরীল, আস সালামু আলা মীকাঈল, আস সালামু আলা ইসরাফীল, আস সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান’। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন: “আল্লাহ তা’আলা তো নিজেই ‘আস সালাম’। ফলে যখন তোমরা সালাতে বসবে, তখন বলবে: ‘আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি, ওয়াস সলাওয়াতু ওয়াত তয়্যিবাতু, আস সালামু আলাইকা আইয়্যূহান নাবিয়্যূ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু; আস সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস স্বলিহীন।’ তোমরা যখন একথা বলবে, তখন আসমান-যমীনের সকল সালেহীন বান্দাগণ তা প্রাপ্ত হবে।- (এরপর বলবে) ‘আশহাদু আন্ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসূলুহু।’ এরপর সে ইচ্ছামতো (দু’আ) বেছে নেবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৮৩১ সহ অন্যান্য স্থানে; মুসলিম ৪০২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫০৮২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ حُرٍّ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ

عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ زُهَيْرٌ أُرَاهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَيْضًا شَكَّ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ إِذَا فَعَلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

১৩৭৭. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ধরে সালাতে তাশাহহুদ পাঠ তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন: “আত তাহিয়্যাতু লিল্লাহি, ওয়াস সলাওয়াতু ওয়াত তয়্যিবাতু, আস সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু; আস সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস স্বলিহীন।’ যুহাইর (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার ধারণা, তিনি আরও বলেছেন: ‘আশহাদু আন্ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসূলুহু।’ তিনি (বর্ণনাকারী) এ বাক্য দু’টির ব্যাপারেও (তিনি বলেছিলেন কি-না তা নিয়ে) সন্দেহে নিপতিত হয়েছেন - ‘‘যখন তুমি এটি করলে অথবা সম্পন্ন করলে, তখন তুমি তোমার সালাত সম্পন্ন করলে। (এরপর) তুমি উঠে যেতে চাইলে উঠে যেতে পারো, আবার বসে থাকতে চাইলে বসেও থাকতে পারো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। এছাড়া ইবনু হিব্বান নং ১৯৬১; আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

১৩৭৮. হাকাম বলেন, আমি ইবনু আবী লাইলা রাহি. কে বলতে শুনেছি, আমার নিকট কা’ব ইবনু উজরাহ এসে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি উপহার দেবো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বেরিয়ে এলে আমরা তাঁকে বললাম, আপনাকে কিভাবে সালাম দিতে হবে, তা তো আমরা শিখেছি, কিন্তু আমরা আপনার উপর সালাত (দরূদ) পাঠাবো কিভাবে?তিনি

বললেন: “তোমরা বলো: ‘আল্লাহুম্মা সল্লি ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীম, ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ; ‘আল্লাহুম্মা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা ‘আলা ইবরাহীম, ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৩৩৭০ ও অন্যত্র; মুসলিম ৪০৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯১২, ১৯৫৭, ১৯৬৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭২৮, ৭২৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৭৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ مَعَنَا فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ بْنُ بَشِيرٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

১৩৭৯. উমার ইবনুল খাত্তাব এর মুক্ত দাস নুয়াইম আল মুজমিরি হতে বর্ণিত, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ আল আনসারী যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে স্বপ্নে আযান (এর বাক্যাবলী ও পদ্ধতি) দেখেছিলেন, তিনি তার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবী মাসউদ আল আনসারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এসে আমাদের সাথে সা’দ ইবনু উবাদাহ’র মাজলিসে বসে গেলেন। তখন বুশাইর ইবনু সা’দ তথা আবু নু’মান ইবনু বাশীর তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে আপনার উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত পাঠ করবো? তিনি (রাবী) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন, এমনকি আমরা কামনা করতে লাগলাম যে, সে যদি এ প্রশ্নটি তাঁকে জিজ্ঞেসই না করতো! এরপর তিনি বললেন: “তোমরা বলো: ‘আল্লাহুম্মা সল্লি ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীম;

‘ওয়া বারিক ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা ‘আলা ইবরাহীম ফীল ‘আলামীন, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।’ আর সালাম (কিভাবে দিবে তা) তো তোমরা জেনেছেই।”[1]

[1] তাহক্বীক্ব; এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক ৭০; তার সূত্রে মুসলিম ৪০৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৫৮, ১৯৫৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

১৩৮০. মুহাম্মদ ইবনু আয়িশা বলেন, আমি আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যখন তাশাহহুদ পাঠ শেষ করে, তখন সে যেন চারটি বিষয়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে: ‘জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা ও মাসীহিদ দাজ্জাল এর অনিষ্ট হতে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৫৮৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১৩৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০০২, ১০১৮, ১০১৯, ১৯৬৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوَهُ

১৩৮১. আওযাঈ হতে ও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮২)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ

১৩৮২. আমর ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত, তার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডানদিকে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, (পাশ থেকে) তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। এরপর বাম দিকে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মুসলিম ৫৮২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮০১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৯২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮৩)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ بِمَكَّةَ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَّى عَلِقَهَا وَقَالَ الْحَكَمُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

১৩৮৩. আবী মা'মার বলেন, আমি মক্কায় এক ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি দুই সালাম (-এর মাধ্যমে সালাত শেষ) করলেন। এ বিষয়টি যখন আমি আব্দুল্লাহ' (ইবনু মাসউদ)-এর নিকট উল্লেখ করলাম, তখন তিনি বললেন, সে এ (সুন্নাত) টি কোথা থেকে পেয়েছে? আর হাকাম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতেন (তথা দু'দিকে সালাম ফিরাতেন)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৫৮১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫২৪৪। 'أنى علقها' অর্থ: সে এ সুন্নাতটি কোথা থেকে হাসিল ও সংরক্ষণ করেছে?! দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী হাদীস নং ৫০৫১, ৫১০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

১৩৮৪. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।” এ (দু’আ) টি পড়তে যতটুকু সময় লাগে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের পরে এর অধিক পরিমাণ সময় বসতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৫৯২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৭২১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০০০, ২০০১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

১৩৮৫. ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত সমাপ্ত করতেন, তখন তিনি তিনবার ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বলতেন এরপর পড়তেন, “আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ৫৯১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

১৩৮৬. মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কাতিব (লিপিকার) ওয়াররাদ বলেন, মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর (নিকট পাঠানোর) জন্য একটি খাতায় লিখে দিতে বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে পাঠ করতেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'তইতা, ওয়া লা মু'তিআ লিমা মানা'তা, ওয়া লা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।"[1] (অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোনোই শারীক নেই। সকল রাজত্ব তারই, সকল প্রশংসাও তাঁরই জন্য। আর তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দেন, তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা আটকে দেন, তা দানকারী কেউ নেই। কোনো সম্পদশালীর সম্পদ আপনার মোকাবেলায় কোনো উপকারে আসে না।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৮৪৪; মুসলিম ৫৯৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৮০তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ

১৩৮৭. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্য তার সালাতের কোনো অংশ নির্দিষ্ট না করে। তা হলো, কারো এ ধারণা করা যে, কেবল ডান পাশ দিয়ে ঘুরে বসাই তার জন্য জরুরী। বরং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকাংশ সময় বামপাশ দিয়ে ঘুরে (বসতে) দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৮৫২; মুসলিম ৭০৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৭৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৯৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ السُّدِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ

১৩৮৮. সুদ্দী বলেন, আমি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডানপাশ দিয়ে ঘুরে (বসতে) দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ, মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তাখরীজ: মুসলিম ৭০৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪০৪২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৯৬; আগের টীকাটি ও পরের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৮৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السُّدِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ

১৩৮৯. (অপর সনদে) সুদ্দী বলেন, আমি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাতে (এর শেষে) ডানপাশ দিয়ে ঘুরে (বসতে) দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯০)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِقْلٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَا

نَتَصَدَّقُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُنَّ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ وَلَمْ يَلْحَقْكَ مَنْ خَلَفَكَ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُسَبِّحُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১৩৯০. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ যাররর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সম্পদশালী লোকেরাই তো সব সাওয়াব নিয়ে গেলো। তারা আমাদের মতোই সালাত আদায় করে, আমাদের মতো সিয়াম পালন করে। অধিকন্তু তাদের তো অর্থ-বিত্ত রয়েছে অনেক যা তারা সাদাকা করে, কিন্তু আমাদের তো কিছুই নেই (যা আমরা সাদাকা করবো)। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তোমাকে কি আমি এমন কিছু কালিমা শিক্ষা দেবো না, যা বললে তুমি তোমার অগ্রবর্তীদের নাগাল পেয়ে যাবে, কিন্তু তোমার পশ্চাদবর্তীগণ তোমার নাগাল পাবে না, যদি না তারাও তোমার মতো আমল করে (তথা সেগুলো বলে)?"
তিনি বললেন, হাঁ, অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ।তিনি বললেন: "তুমি প্রত্যেক সালাত শেষে তেঁত্রিশ বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তেঁত্রিশ বার তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) ও তেঁত্রিশ বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। আর, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর"- পাঠের মাধ্যমে তা শেষ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এর সনদ সহীহ। সহীহ মুসলিম ৮৪৩; মুসলিম ৫৯৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৫৮৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০১৫, ২০১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯১)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأُتِيَ رَجُلٌ أَوْ أُرِيَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوا اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا مَعَهَا التَّهْلِيلَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعَلُوهَا

১৩৯১. যাইদ ইবনু ছাবিত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেক সালাত শেষে তেঁত্রিশ বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তেঁত্রিশ বার তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) ও চৌঁত্রিশ বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করতাম। তখন আনসারগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট কেউ এলো কিংবা স্বপ্নে দেখানো হলো যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদেরকে প্রত্যেক সালাত শেষে তেঁত্রিশ বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তেঁত্রিশ বার তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) ও চৌঁত্রিশ বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন: হাঁ। তখন সে বললো, এর প্রতিটিকে (বাড়িয়ে) পঁচিশ-পঁচিশ করে নির্ধারণ করো। আর, এর সাথে তাহলীল (“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) কে যোগ করে নাও।’নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দেওয়া হলে তিনি বললেন: “তোমরা তা-ই করো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: নাসাঈ ৩/৭৬; কুবরা ১/৪০১-৪০২ নং ১২৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯২)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ وَجَدَ صَلَاتَهُ كَامِلَةً كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ الزَّكَاةُ ثُمَّ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ حَمَّادٍ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ صَحَّ هَذَا قَالَ إِي

১৩৯২. তামীম দারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “বান্দার সর্ব প্রথম যে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো সালাত। আর তা যদি পরিপূর্ণ হিসেবে পায়, তবে তা পরিপূর্ণ হিসেবে লিখা হবে। আর তাতে কোনো ঘাটতি থাকলে আল্লাহ তা’আলা মালাইকা (ফিরিশতা) দেরকে বলবেন, “তোমরা (খুঁজে) দেখো, আমার বান্দার নফল (সালাত) আছে কি-না। (থাকলে) তার ফরয সালাতের যে ঘাটতি রয়েছে, তার এ (নফল) দ্বারা তোমরা তা পূর্ণ করে দাও। তারপর যাকাত, তারপর অন্যান্য আমলসমূহের হিসাবও (এভাবে) নেওয়া হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ ১৪২৬; আহমাদ ৪/১০৩; আবু দাউদ ৮৬৬; বাইহাকী ২/৩৮৭; হাকিম ১/২৬২-২৬৩; তাবারাণী, আল আওয়াইল নং ৩০। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রা: হতে যা আমরা মুসনাদুল মাউসিলী ৬২২৬ নং এ ((ইবনু

মাজাহ, ১৪২৫- অনুবাদক)); এবং আনাস রা: হতে যা আমরা মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৯৭৬ নং ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৬৩১ এ তাখরীজ করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِمَ فَمَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ وَلَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ يَظُنُّ أَبُو عَاصِمٍ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا مُعْتَدِلًا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا فَعَلَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ أَوْ الْقَعْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قَالَ قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৩৯৩. আতা রাহি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দশ জন সাহাবী-যাদের মাঝে আবী কাতাদাও ছিলেন, তাঁদের উপস্থিতিতে আবী হুমাইদ আস সাঈদীকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমি অধিক অবগত আছি। তখন তাঁরা বললেন, কি কারণে? আপনি তো আমাদের চেয়ে তাঁকে অধিক অনুসরণ করেননি, আর তাঁর সান্নিধ্য লাভের ব্যাপারেও আপনি আমাদের থেকে অগ্রগামী নন, (তাহলে)? তিনি বললেন, হাঁ। তাঁরা বললেন, এখন আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তিনি

বললেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, এরপর তাকবীর দিতেন। এমনকি তাঁর প্রত্যেকটি অস্থি স্ব-স্ব স্থানে স্থির হয়ে যেতো। এরপর তিনি কিরা'আত করতেন, এরপর রুকূ'র জন্য তাকবীর দিতেন ও তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, এরপর রুকূ'তে যেতেন এবং তাঁর দু' হাতের তালু দু' হাঁটুর উপর স্থাপন করতেন এমনকি তাঁর প্রত্যেকটি অস্থি স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসতো। আর তাঁর মাথাকে (পিঠের চেয়ে) নিচু করতেন না, আবার উঁচুও করতেন না (সমান করে রাখতেন)।

এরপর তিনি তাঁর মাথা উঠাতেন এবং বলতেন: 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন।- (রাবী) আবু আসিমের ধারণা, তিনি আরও বলেছেন, এমনকি তাঁর প্রত্যেকটি অস্থি স্ব-স্ব স্থানে যথাযথভাবে ফিরে আসতো। এরপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে মাটির দিকে ঝুঁকে যেতেন এবং (সিজদায় গিয়ে) তাঁর দু'হাত দু'পাঁজর হতে পৃথক করে রাখতেন। এরপর (এভাবে) সিজদা করতেন। তারপর মাথা উঠাতেন এবং বাম পা ভাঁজ করে তার উপর বসতেন। আর সিজদার সময় তাঁর পায়ের আঙ্গুল সমূহ খুলে দিতেন। এরপর তিনি পূনরায় সাজদা করতেন। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে মাথা উঠাতেন ও বাম পা ভাঁজ করে তার উপর স্থিরভাবে বসতেন, এমনকি তাঁর প্রত্যেকটি অস্থি স্ব-স্ব স্থানে যথাযথভাবে ফিরে আসতো। এরপর দাঁড়িয়ে যেতেন এবং অপর রাকা'আতেও এরূপ করতেন। আর যখন (বৈঠক শেষে) দ্বিতীয় রাকা'আত হতে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলতেন ও তাঁর উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, যেমন করতেন তিনি সালাত শুরু করার সময়। তারপর তাঁর অবশিষ্ট সালাত এরূপভাবে আদায় করতেন। যখন শেষ শেষ রাকা'আত বা সালামের (শেষ) বৈঠক আসতো, তখন বাম পা পিছিয়ে দিয়ে বাম পাশের নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসতেন।রাবী বলেন, তাঁরা বললেন: আপনি সত্যই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত এরূপই ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৬৫-১৮৬৭; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৪২ ও ৪৯১-৪৯৫ এ। ((বাইহাকী ২/১১৬; আহমাদ ৫/৪২৪; আবু দাউদ ৭৩০, ৭৬৩; তিরমিযী ৩০৪; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩/১ নং ৫৫৫-; নাসাঈ ৩/৩৪-৩৫; ইবনু খুযাইমা ১/২৯৭ নং ৫৮৭; ইবনু মাজাহ ১০৬১.... মাওয়ারিদ নং ৪৪২ এ মুহাক্কিক্বের টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯৪)

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ

الْيُسْرَى قَالَ ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ عَلَى النَّاسِ جُلَّ الثِّيَابِ يُحَرِّكُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ

১৩৯৪. ওয়ায়িল ইবনু হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত দেখেছি, তিনি কিভাবে সালাত আদায় করতেন। তখন আমি তার দিকে দেখতে লাগলাম, তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর দিয়ে তাঁর উভয় হাত তাঁর কান বরাবর উঠালেন, এরপর ডান হাত বাম হাতে তালুর পিঠের উপর স্থাপন করলেন।
তিনি বলেন, এরপর যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করলেন, তখন আগের মতো দু'হাত উঠালেন ও তাঁর দু'হাত দু'হাঁটুর উপর স্থাপন করলেন। এরপর (রুকূ' হতে) মাথা উঠানোর সময়ও অনুরূপভাবে দু'হাত উঠালেন। এরপর সাজদা করলেন এবং তাঁর হাত দু'টিকে কান বরাবর রাখলেন। এরপর (রুকূ' হতে) উঠে বাম পা বিছিয়ে বসলেন ও বামহাতের তালু তার বাম উরু ও হাঁটুর উপর রাখলেন এবং তার ডান কনুই ডান উরুর উপর স্থাপন করলেন। এরপর তিনি কনিষ্ঠ ও অনামিক আঙ্গুল দু'টিকে আবদ্ধ করে রাখেন। এরপর একটি (বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমা অাঙ্গুল দ্বারা) একটি বৃত্তাকার বানান। এরপর (তর্জনী) আঙ্গুল উঠিয়ে রাখেন। আর আমি তাকে সেটা নাড়াতে দেখলাম, যা দিয়ে তিনি দু'আ করছিলেন।এর কিছুদিন পর আমি সেখানে অত্যন্ত ঠাণ্ডার সময় গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা তাদের শরীরে কাপড় জড়িয়ে রয়েছেন এবং স্ব-স্ব কাপড়ের নিচ দিয়েই তাদের হাত গুলি নড়াচড়া করছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৬০; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৮৫; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯০৯ এ। ((আবু দাউদ ৭২৭; আহমদ ৪/৩১৮; নাসাঈ ২/১২৬;, ৩/৩৭; বাইহাকী ২/১৩২; ইবনু খুযাইমা ১/২৪৩ নং ৪৮০; দারুকুতনী ১/৯২; তাবারাণী ২২/৩৫... মাওয়ারিদ নং ৪৮৫ এ মুহাক্কিক্বের টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتْ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ قَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ

الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَا أَنَا قُلْتُهَا وَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَوَ مَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَوْ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

১৩৯৫. হিত্তান ইবনু আব্দুল্লাহ আর রুকাশী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমি আবূ মুসা রা: এর সাথে 'ইশা'র সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন তাশাহহুদের বৈঠকে ছিলেন তখন মুসল্লীদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, 'সালাত নেকী ও যাকাতের সাথে ফরয করা হয়েছে'। হিত্তান বলেন, আবূ মুসা রা: যখন সালাত শেষ করে সালাম ফিরালেন তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে এই ধরণের কথা কে বলেছো? সবাই চুপ করে রইলো। তিনি আবার বললেন, এরকম কথা তোমাদের মধ্য থেকে কে বলেছো? সবাই চুপ করে রইলো। তিনি বললেন, হিত্তান! তুমিই হয়তো এরকম বলেছো।' হিত্তান বললেন, আমি এটা বলিনি। আমি ভয় করছিলাম যে, আপনি এ কারণে আমাকে তিরস্কার করবেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বললো, আমি এটি বলেছি। আর আমি এর কেবলমাত্র সাওয়াবের উদ্দেশ্যেই বলেছি।'

আবূ মূসা রা: বললেন, তোমরা তোমাদের সালাতে কী বলবে, তা জান না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিয়েছেন এরপর আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য পন্থা-পদ্ধতি (সুন্নাত) প্রবর্তন করেছেন। তিনি বলেন, আমার ধারণা, তিনি বলেছেন: ''সালাতের ইকামাত দেয়া হলে তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো একজন যেন তোমাদের ইমামতি করে। ফলে সে যখন তাকবীর দেবে, তখন তোমরাও তাকবীর দেবে। আর যখন সে পাঠ করবে [''গয়রিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লীন।'' (সুরা ফাতিহা: ৭)] তখন তোমরা বলবে, 'আমীন'। তাহলে আল্লাহ তোমাদের (দু'আ) কে কবুল করবেন। আর যখন সে তাকবীর দিয়ে রুকূ' করবে তখন তোমরাও তাকবীর দিয়ে রুকূ' করবে।

তবে ইমাম অবশ্যই তোমাদের পূর্বে রুকু’ করবেন এবং তোমাদের পূর্বেই রুকূ’ হতে উঠবেন।” নবীউল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “ফলে ঐটার সঙ্গেই ঐটা। আর যখন সে বলবে, ‘সামি’য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ তখন তোমরা বলবে, আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ’ অথবা, তিনি বলেন: ‘রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’। কেননা, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁর নবীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, ‘সামি’য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ (অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ’র প্রশংসা করে, মহান আল্লাহ তা শোনেন)।’

এরপর তিনি যখন তাকবীর দিয়ে সাজদা করবে, তখন তোমরাও তাকবীর দিয়ে সাজদা করবে। আর ইমাম অবশ্যই তোমাদের পূর্বে সাজদা করবেন এবং তোমাদের পূর্বেই (সিজদা হতে মাথা) উঠাবেন।”নবীউল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “ফলে ঐটার সঙ্গেই ঐটা। আর যখন সে বসবে, তোমাদের কারো প্রথম কথা যেন হয়: ‘আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি, ওয়াস সলাওয়াতু ওয়াত তয়্যিবাতু, আস সালামু- অথবা সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু; আস সালামু- অথবা সালামু- আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস স্বলিহীন।’ তোমরা যখন একথা বলবে, তখন আসমান-যমীনের সকল সালেহীন বান্দাগণ তা প্রাপ্ত হবে।- (এরপর বলবে) ‘আশহাদু আন্ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসূলুহু।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। সাঈদ ইবনু আমির সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ হতে কিছু শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৪০৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২২৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৬৭ তে। দেখুন, বিগত ১৩৫১ (অনূবাদে ১৩৪৮) নং টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ هُوَ النَّبِيلُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُصَلِّي وَقَدْ حَمَلَ عَلَى عُنُقِهِ أَوْ عَاتِقِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

১৩৯৬. আবী কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে সালাত আদায় করলেন, অথচ তাঁর ঘাড়ে অথবা, কাঁধে উমামাহ বিনতে যায়নাব (যায়নাবের শিশু সন্তান) কে বহন করছিলেন। আর যখন তিনি রুকূ’ করলেন, তাকে নামিয়ে রাখলেন। আবার যখন তিনি দাঁড়ালেন, তখন তাকে (কাঁধে বা ঘাড়ে) উঠিয়ে নিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি বুখারী-মুসলিমে

বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী ৫১৬; মুসলিম ৫৪৩। আমরা এর পূর্ণ তাখলীজ ও টীকা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান ১১০৯, ১১১০, ২৩৩৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪২৬ এ। পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯৭)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

১৩৯৭. আবী কাতাদাহ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমামাহ বিনতে যায়নাব বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে যায়নাবের শিশু সন্তান) কে (কাঁধে বা ঘাড়ে) বহন করছিলেন, অথচ, তিনি তখন সালাতে ছিলেন। করলেন, আর যখন তিনি রুকূ' করলেন, তাকে নামিয়ে রাখলেন। আবার যখন তিনি দাঁড়ালেন, তখন তাকে উঠিয়ে নিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي بُكَيْرٌ هُوَ ابْنُ الْأَشَجِّ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً قَالَ لَيْثٌ أَحْسَبُهُ قَالَ بِأُصْبُعِهِ

১৩৯৮. সুহাইব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম দিলাম, আর তখন তিনি সালাতরত ছিলেন। আর তিনি ইশারায় আমার সালামের জবাব দিলেন। লাইছ বলেন, আমার ধারণা, তিনি এও বলেছেন: 'তাঁর আঙ্গুল দ্বারা'।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখলীজ ও টীকা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান ২২৫৯; দেখুন পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৩৯৯)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَدَخَلَ النَّاسُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ

১৩৯৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী আমর ইবনু আওফের মসজিদে প্রবেশ করলেন। আর লোকেরাও সেখানে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দিলো, অথচ তিনি তখন সালাতরত ছিলেন।তিনি বলেন, আমি সুহাইবকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কিভাবে তাদের সালামের জবাব দিলেন? তিনি বললেন, “এভাবে”, (একথা বলে) তিনি তার হাত দিয়ে ইশারা করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৬৩৮, ৫৬৪৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান ২২৫৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৫৩২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৪৮ এ। ((আহমাদ ২/১০; আব্দুর রাযযাক ২/৩৩৬ নং ৩৫৯৭; নাসাঈ ৩/৫; ইবনু মাজাহ ১০১৭; বাইহাকী ২/২৫৯; ইবনু খুযাইমা ২/৪৯ নং ৮৮৮- মুসনাদে আবী ইয়ালা মাউসিলী নং ৫৬৩৮ এর মুহাক্কিক্বের টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

১৪০০. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “পুরুষদের জন্য তাসবীহ ও নারীদের জন্য হাত তালি দেওয়া (অনুমোদিত)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ১২০৩; মুসলিম ৪২২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৫৫, ৬০৪২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান ২২৬২, ২২৬৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৭৮ এ। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০১)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّحْ النِّسَاءُ

১৪০১. সাহল ইবনু সা’দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যখন তোমাদের সালাতে মধ্যে হঠাৎ কোনো কিছু ঘটে, তখন পুরুষরা যেন ‘তাসবীহ’ (সুবহানাল্লাহ) বলে এবং নারীরা হাত তালি দেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৬৮৪; মুসলিম ৪২১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৫১৩, ৭৫১৭, ৭৫২৪, ৭৫৪৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৬০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৫৬ এ। মুসনাদুল মাউসিলী এ হাদীসটির উপর আমাদের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০২)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১৪০২. (অপর সনদে) সাহল ইবনু সা’দ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে, অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০৩)

أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْجَمَاعَةَ

১৪০৩. যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কর্তব্য হলো তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করা। কেননা, কোনো লোকের সর্বোত্তম সালাত হলো তাই যা সে তার ঘরে আদায় করে, তবে জামা'আত (তথা ফরয সালাত[1]) ব্যতীত।"[2]

[1]((সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এটি রয়েছে।- অনুবাদক)) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী** : এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৭৩১; মুসলিম ৭৮১। আমরা সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৯১ এ এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০৪)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السُّوَائِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ قَالَ فَإِذَا رَجُلَانِ حِينَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدَانِ فِي نَاحِيَةٍ لَمْ يُصَلِّيَا قَالَ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا قَالَا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الْإِمَامَ فَصَلِّيَا فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ قَالَ فَقَامَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ

১৪০৪. ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আস সাওয়াঈ হতে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত আদায়ের সময় দু' ব্যক্তি সালাত আদায় না করে (মসজিদের) এক প্রান্তে বসে রইলো। তিনি বলেন, ফলে তাদের দু'জনকে ডেকে আনা হলো। তখন তারা দু'জন ভীষণ ভয়ে কঁম্পমান অবস্থায় হাযির হলো। অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে তোমাদেরকে বাধা দিয়েছে?" তারা বললো, আমরা আমাদের ঘরে সালাত আদায় করে এসেছি। তিনি বললেন: "তোমরা এইরূপ করো না। বরং যখন তোমরা তোমাদের বাড়ীতে সালাত আদায় করবে তারপর ইমামের সাথে (জামা'আত) পাবে, তখন তোমরা (তার সাথে) পূনরায় সালাত আদায় করবে, তাহলে তা তোমাদের জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে।"

তিনি বলেন, তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে গেলো এবং তাঁর হাত ধরে তা তাদের মুখমণ্ডলে মাসেহ করতে লাগলো।তিনি বলেন, তখন আমিও তাঁর হাত ধরে তা দিয়ে আমার মুখমণ্ডল মাসেহ করলাম। (তখন দেখলাম) তা ছিল বরফের চেয়েও শীতল, আর মিসকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধযুক্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৬৪, ২৩৯৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৩৪, ৪৩৫ তে। ((আহমাদ ৪/১৬০; তিরমিযী ২১৯; নাসাঈ ৮৫৯; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ ১২৭৯; দারুকুতনী ১/৪১৩; বাইহাকী ২/৩০১; তায়ালিসী ১/১৩৭ নং ৬৫৬; আবু দাউদ ৫৭৫, ৫৭৬; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আসার ১/৩৬৩; আব্দুর রাযযাক ২/৪২১ নং ৩৯৩৪; তাবারাণী ২২/২৩২-২৩৫; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৯/৯৮; হাকিম একে সহীহ বলেছেন ও যাহাবী তা সমর্থন করেছেন... ।- মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৩৪ এর টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০৫)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَسْوَدُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

১৪০৫. আবী সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে একজন একাকী সালাত আদায় করছে। তখন তিনি বললেন: "এমন কেউ কি নেই, যে এ লোকটিকে সাদাকা করবে, তথা এর সাথে সালাত আদায় করবে?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৫৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৩৬ তে। ((আহমাদ ৩/৬৪; বাইহাকী ৩/৬৯; আবু দাউদ ৫৭৪; হাকিম ১/২০৯; হাকিম একে সহীহ বলেছেন আর যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।; তিরমিযী ২২০ ... ।- মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৩৬ এর টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০৬)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَسْوَدُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَلَكِنْ يَشْفَعُ

১৪০৬. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে এমন সময় প্রবেশ করলো, ততক্ষণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করে নিয়েছেন। তখন তিনি বললেন: "এমন কেউ কি নাই, যে এ লোকটিকে সাদাকা করবে, তথা এর সাথে সালাত আদায় করবে?"[1] আব্দুল্লাহ বলেন, তিনি আসর সালাত আদায় করতেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করতেন, তবে (সে দু'টিকে) একত্রে আদায় করতেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৯৮, ২৩৯৯ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৩৭, ৪৩৮ তে। আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০৭)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ أَوْ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ

১৪০৭. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোনো লোক একটি মাত্র কাপড় পরে সালাত আদায় করতে পারবে কি? তিনি বললেন: "তোমাদের প্রত্যেকেরই দু'টি করে কাপড়ের সংস্থান আছে কি? অথবা, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই দু'টি করে কাপড় আছে কি?"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৩৫৮; মুসলিম ৫১৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৮৩ ; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৯৫, ২২৯৬, ২২৯৮; ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

১৪০৮. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন এক কাপড় পরা অবস্থায় সালাত আদায় না করে, যখন তার (কাপড়ের) কিছু অংশ তার দু'কাঁধে না থাকে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৩৫৯; মুসলিম ৫১৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬৬২, ৬৩৫৩ ; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩০৩, ২৩০৪; ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪০৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَعَنْ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ

১৪০৯. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'ভাবে কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন: ১. তোমাদেরকে এক কাপড়ে 'ইহতিবা' করা (এমনভাবে পেঁচিয়ে বসতে) যাতে তার লজ্জাস্থানের ও আসমানের মাঝে (কাপড়ের) কোনো অংশ না থাকে এবং ইয়াহুদীদের কাপড় জড়ানোর ন্যায় 'সাম্মা' করা হতে।[1]

'সাম্মা' : হাফিজ ফাতহুল বারীতে বলেছেন: 'ব্যাকরণ বিদগণ বলেছেন, তা হলো এমনভাবে কাপড় দিয়ে শরীরকে আবৃত করা, যাতে তা থেকে পার্শ্বদেশকে উঠানো যায় না এবং হাত উত্তোলন করার অবকাশ থাকে না।... ইমাম নববী বলেন, অভিধানবিদদের ব্যাখ্যা অনুসারে এটি মাকরূহ হবে। কেননা, কোনো কারণে হাত বের করা প্রয়োজন হলে হাত বের করা খুব কষ্টকর হবে, ফলে তার ক্ষতি হতে পারে।' ----- [1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৩৬৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১২৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৯০, ৫৪২৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

১৪১০. মাইমূনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কাপড় কিংবা খেজুর পাতা দ্বারা বুনানো) মাদুরের উপর সালাত আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী ৩৩৩; মুসলিম ৫১৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭০৯০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩১৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১১)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ

১৪১১. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদুর (বা চাটাইয়ের) উপর সালাত আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১৩২৪ (অনূবাদে ১৩২১) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১২)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُضَاجِعُكِ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى

১৪১২. মুয়া'বিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মু হাবীবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এমন কাপড়ে সালাত আদায় করতেন যে কাপড়ে তিনি আপনার সাথে শয়ন করতেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তাতে কোনো নাপাকী না দেখতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে এটি মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন। তাখরীজ: পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى

১৪১৩. মুয়া’বিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি তার বোন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এমন কাপড়ে সালাত আদায় করতেন যে কাপড় পরে তিনি আপনার সাথে মিলিত হতেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তাতে কোনো নাপাকী না দেখতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭১২৬, ৭১৪০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৩১; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২৩৭ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২২৩৯ (আমার তাহক্বীক্বকৃত) তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১৪)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ

১৪১৪. আবী মাসলামাহ সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ আল আযদী হতে বর্ণিত, আমি আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি জুতা পরে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৩৮৬; মুসলিম ৫৫৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯১২, ৩৬৬৭, ৪৩৪২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১৫)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعُوا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي أَوْ آتٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

১৪১৫. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাঁর জুতা জোড়া খুলে বাম পাষে রাখলেন। ফলে তাঁরাও তাদের জুতা খুলে বাম পাশে রাখলো। এরপর তিনি সালাত শেষ করে বললেন: "কোন্ জিনিস তোমাদের জুতা খুলতে উদ্বুদ্ধ করলো?" তারা বললো, আমরা আপনাকে জুতা খুলতে দেখলাম, তাই আমরাও জুতা খুলেছি। তিনি বললেন: "জীবরীল আমার নিকট এসে- কিংবা এসে আমাকে খবর দিলেন যে, ও দু'টিতে অপবিত্র বস্তু কিংবা ময়লা রয়েছে। তাই যখন তোমাদের কেউ মসজিতে আসে, তখন সে যেন তার জুতা উল্টিয়ে (দেখে) নেয়, আর যদি তাতে কোন ময়লা লক্ষ্য করে, তবে সে যেন জুতা জোড়া (মাটির উপর লম্বা করে) ঘষে নেয়, অতঃপর (পরিষ্কার হয়ে গেলে) তা পরে সালাত আদায় করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৯৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৮৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৩৬০ তে। ((ইবনু খুযাইমাহ ২/১০৭ নং ১০১৭; তায়ালিসী ১/৮৪ নং ৩৬০; ইবনু আবী শাইবা ২/৪১৭; আহমাদ ৩/২০, ৯২; আবু দাউদ ৬৫০; বাইহাকী ২/৪৩১; আব্দুর রাযযাক ১/৩৮৮ নং ১৫১৬; হাকিম ১/২৬০ তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থনে করেছেন। ... মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম'আন ৩৬০ নং এর টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১৬)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৪১৬. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি ‘সাদল’ করা অপছন্দ করতেন।’ আর একে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন (মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন)।[1]

সাদল: বলা হয়ে থাকে, তা হলো, ইযার বা লুঙ্গির মধ্যস্থানটি মাথায় স্থাপন করা এবং ডান ও বাম হতে এর কোন অংশ উভয় পাশ কাঁধে না রাখা। খাত্তাবী ‘মা’আলিমুস সুনান’ ১/১৭৯ এ বলেন: কোনো লোকের মাটি পর্যন্ত প্রলম্বিত করে কাপড় পরিধান করা। - [1] তাহক্বীক্ব; এর সনদে দু’টি ত্রুটি বিদ্যমান। সাঈদ ইবনু আমির সাঈদ ইবনু আবী আরীবাহ থেকে হাদীস শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে রয়েছে এবং আসাল ইবনু সুফিয়ান যঈফ। তবে হাদীসটি হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৮৯, ২৩৫৩ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৪৭৮, ৪৭৯ টীকাতে। ((আবু দাউদ ৬৪৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২/৪২৬ নং ৫১৯; ইবনু খুযাইমাহ ১/৩৭৯ নং ৭৭২; বাইহাকী ২/২৪২; হাকিম ১/২৫৩ তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।... মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম’আন ৪৭৮ নং এর টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১৭)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مِخْوَلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا سَاجِدٌ وَقَدْ عَقَصْتُ شَعْرِي أَوْ قَالَ عَقَدْتُ فَأَطْلَقَهُ

১৪১৭. আবী রাফি’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাজদারত অবস্থায় দেখতে পেলেন, আর তখন আমি চুলে বেণী বা খোঁপা বেঁধে রেখেছিলাম- অথবা, তিনি বলেন, আমি চুল বেঁধে রেখেছিলাম। অতঃপর তিনি তা খুলে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৭৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৪৭৪। ((আবু দাউদ ৬৪৬; তিরমিযী ৩৮২; ইবনু মাজাহ ১০৪২; সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/৫৮ নং ৯১১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৭৬ (আল ইহসান); বাইহাকী ২/১০৯; আব্দুর রাযযাক ২/১৮৩ নং ২৯৯০; হাকিম ১/২৬১-২৬২; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৬৪৬; তাবারাণী, আল কাবীর ৯৯০-৯৯৩; আহমাদ ৬/৮, ১০, ৩৯১।... মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম’আন ৪৭৪ নং এর টীকা ও ড. মাহির ইয়াসীন ফাহল এর তাহক্বীক্বকৃত সহীহ ইবনু খুযাইমা ৯১১ নং এর টীকা হতে। এসব কিতাবে এটি এভাবে এসেছে: “ একদা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্ত দাস) আবু রাফি’ হাসান ইবনু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র পাশ দিয়ে গমন করেন। এ সময় হাসান রা: সালাতরত ছিলেন এবং তার মাথার চুল উপরে (খোঁপা) বাঁধা ছিল। আবূ রাফি’ তখন তাঁর পিছনে গিয়ে তার খোঁপা খুলে দিলেন। ফলে হাসান রা: তাঁর প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাকালে আবু রাফি’ রা: বলেন, আপনি আগে সালাত সমাপ্ত করুন, রাগান্বিত হবেন না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: ‘এটা শয়তানের আসন। অর্থাত শয়তানের আড্ডস্থল- অর্থাত পুরুষের খোঁপা বা বেণী।” (আবু দাউদ ৬৪৬ সহ অন্যরা)- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي بَكْرٌ هُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ

১৪১৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মুক্ত দাস কুরাইবা দেখেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ সালাত আদায় করছেন এবং তার মাথার পিছন দিকে খোঁপা বা বেণী বাঁধা রয়েছে। তখন তিনি দাঁড়িয়ে তা খুলে দিতে থাকলেন এবং অপরজন তা (নিশ্চুপভাবে) মেনে নিলেন। এরপর তিনি সালাত শেষে ইবনু আব্বাস রা: এর নিকট এসে বললেন, আমার মাথা সাথে আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "এর দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মত যে পেছনে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় সালাত আদায় করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ লাইছের কাতিব (হাদীস লেখক) আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এর জন্য। তবে হাদীসটি সহীহ, যা মুসলিমে বর্ণিত। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম নং ৪৯২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৮০ তে। ((আবু দাউদ ৬৪৭; নাসাঈ ২/২১৫-২১৬; কুবরা ৭০১; আহমাদ ১/২০৪, ৩১৬; আবু আউয়ানাহ ২/৮১; ইবনু হিব্বান ২২৮০; সহীহ ইবনু খুযাইমা নং ৯১০।- মাহির ফাহলের তাহক্বীক্বকৃত সহীহ ইবনু খুযাইমা ৯১০ নং এর টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪১৯)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَشُدَّ يَدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي عَلَى فِيهِ

১৪১৯. আবী সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমাদের কারো হাই আসে সে যেন তা হাত দ্বারা বাধা দেয়। কেননা, (মুখ দিয়ে) শয়তান প্রবেশ করে...।"[1] আবু মুহাম্মদ বলেন: অর্থাত মুখের উপর (হাত দ্বারা বাধা দেবে)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। নুয়াইম বিন হাম্মাদের কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ- তা মুসলিমে বর্ণিত। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম ২৯৯৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৬২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৬০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২০)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ النَّوْمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنَمْ حَتَّى يَذْهَبَ نَوْمُهُ فَإِنَّهُ عَسَى يُرِيدُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ

১৪২০. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যদি সালাতরত অবস্থায় তোমাদের কারো (প্রবল) ঘুম পায়, তবে সে যেনো ঘুমিয়ে নেয়, যতক্ষণ তার ঘুম দূরীভূত না হয়। কেননা, সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে হয়তোবা (ঘুমের ঘোরে) নিজেকে গালি দিয়ে বসবে।"[1]

[1] তাহক্বিক্বি: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ২১২; মুসলিম ৭৮৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৮৩, ২৫৮৪; মুসনাদুল মাউসিলী ৫/১৮৬ নং ২৮০০ তে আনাস রা: হতে এর শাহিদ হাদীস বর্ণিত হয়েছে; এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَالِسًا نِصْفُ الصَّلَاةِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَالِسًا نِصْفُ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي جَالِسًا قَالَ أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

১৪২১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির বসা অবস্থায় আদায়কৃত সালাত (এর ফযীলত) হলো (দাঁড়িয়ে আদায়কৃত) সালাতের অর্ধেক।" তিনি বলেন, এরপর (একদা) নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বসে সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, আপনি বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির বসা অবস্থায় আদায়কৃত সালাত (এর ফযীলত) হলো (দাঁড়িয়ে আদায়কৃত) সালাতের অর্ধেক।" অথচ আপনিই বসা অবস্থায় সালাত আদায় করছেন। জবাবে তিনি বললেন: "হাঁ, নিশ্চয়ই। তবে আমি তোমাদের কারো মতো নই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, জা'ফর ইবনুল হারিছের কারণে। তবে এর মুতাবিয়াত জারির হতে সহীহ মুসলিম ও অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ফলে এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ৪১২৩; আহমাদ ২/২০৩; মুসলিম ৭৩৫; আবু দাউদ ৯৫০; বাইহাকী ৭/৬২; নাসাঈ ৩/২২৩; সহীহ ইবনু খুযাইমা ১২৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوْ عَامَيْنِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

১৪২২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বসে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি। অবশেষে তাঁর ইন্তিকালের এক বছর বা দু' বছর আগে থেকে নফল সালাত বসে আদায় করতেন এবং যে সূরা পাঠ করতেন তা এতই তারতীলের সাথে (স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে) পাঠ করতেন যে, তা এর চেয়ে দীর্ঘ সূরার চাইতেও অধিক দীর্ঘ হয়ে যেতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছের কাতিব আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহের কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মালিক, জামা'আত ২২; মুসলিম ৭৩৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭০৫৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৩০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২৩)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

১৪২৩. (অপর সনদে) হাফসা সূত্রে এ হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, জামা'আত ২২; পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২৪)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي الْمَسْحِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً قَالَ هِشَامٌ أُرَاهُ قَالَ مَسْحِ الْحَصَا

১৪২৪. মুয়াইক্বীব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মসজিদে কংকর (নুড়ি পাথর) সরানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি বললেন: "যদি তা করা তোমার জন্য অতি জরুরী হয়, তবে একবার (করতে পারো)।" হিশাম (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার ধারণা, তিনি (যা) বললেন, এ দ্বারা তিনি কংকর বা নুড়ি পাথর সরানোকে বুঝিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৪১১; আহমাদ ৫/৪২৫; মুসলিম ৫৪৬; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ২১৮; বুখারী ১২০৭; বাইহাকী ২/২৮৪, ২৮৫; আবু আউয়ানাহ ২/১৯০-১৯১; ইবনু খুযাইমাহ ৮৯৫; আবু দাউদ ৯৪৬; তিরমিযী ৩৮০; নাসাঈ ৩/৭; ইবনু মাজাহ ১০২৬।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحْ الْحَصَا

১৪২৫. আবী যারর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন তার সামনের দিক হতে রহমত নাযিল হয়। সে যেন (তার সামনের থেকে) কংকর না সরায়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৭৩; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪৮১ ও মুসনাদুল হুমাইদী ১২৮ তে। এছাড়া: তায়ালিসী ১/১০০ নং ৪৪৫; ইবনুল জারুদ ২১৯; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ৩/২০৪ নং ৪২৭৪ ও। ((আবু দাউদ ৯৪৫; তিরমিযী ৩৭৯; নাসাঈ ৩/৬; মালিক, কসর সালাত নং ৪৩ ... ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত সুনানে দারেমী নং ১৩৮৮ হতে। - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২৬)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ الْفَقِيرَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَحُرِّمَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَيَرْعَبُ مِنَّا عَدُوُّنَا مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

১৪২৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোনো নবীকেই প্রদান করা হয়নি। ১. প্রত্যেক নবী নির্দিষ্ট কওম (গোত্র)-এর জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের জন্য। ২. আমার জন্য গণিমাত (যুদ্ধেলব্ধ মাল-সম্পদ) হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তীদের জন্য হারাম ছিল। ৩. আমার জন্য সমগ্র ভূমিকে পবিত্র মসজিদ (সালাতের স্থান) ও পবিত্রকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ৪. আমাদের শত্রুদের (অন্তরে) আমাদের থেকে এক মাসের দূরত্ব সত্বেও ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ৫. আমাকে শাফা'আত (এর অনুমতি) প্রদান করা হয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৩৩৫; মুসলিম ৫২১; এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি আমি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৩৯৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২৭)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تُجْزِئُ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْقَبْرِ فَنَعَمْ وَقَالَ الْحَدِيثُ أَكْثَرُهُمْ أَرْسَلُوهُ

১৪২৭. আবী সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "জমিনের সকল স্থানই মাসজিদ (সালাতের স্থান), কেবল কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত।"[1] আবী মুহাম্মদ কে বলা হলো, কবরস্থানে আদায়কৃত সালাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে কি? তিনি বললেন: যখন তা সরাসরি কবরের উপরে না হবে, তখন হ্যাঁ, পাবে। তিনি আরও বলেন, এ হাদীসটি অধিকাংশ বর্ণনাকারীই 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি আমি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৩৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৯৯ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৩৩৮ তে। এছাড়া: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৪৭৯, ১৪৮০; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৫/২২১-২২২; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৮/৩১৬। ((আবু দাউদ ৪৯২; তিরমিযী ৩১৭; ইবনু মাজাহ ৭৪৫- ... ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত সুনানে দারেমী নং ১৩৯০ হতে। - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

১৪২৮. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যদি সালাতের সময় উপস্থিত হয়, আর তোমরা ছাগলের খোঁয়াড় এবং উটের

আস্তাবল ব্যতীত আর কোনো স্থান না পাও, তবে তোমরা ছাগলের খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করে নেবে কিন্তু উটের আস্তাবলে সালাত আদায় করবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি আমি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৮৪, ১৭০০, ১৭০১ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৩৩৬, ৩৩৭ তে। ((তিরমিযী ৩৪৮, ৩৪৯; ইবনু মাজাহ ৭৬৮ ... ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত সুনানে দারেমী নং ১৩৯১ হতে। - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪২৯)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

১৪২৯. মাহমূদ ইবনু লাবীদ হতে বর্ণিত, যখন উছমান মসজিদ নির্মানের ইচ্ছা করলেন, তখন লোকেরা এটি অপছন্দ করলো। তখন উছমান রা: বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মান করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ (ঘর) নির্মান করেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৪৫০; মুসলিম ৫৩৩। এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি আমি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬০৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

১৪৩০. আবী কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আগমন করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু’ রাকা’আত সালাত আদায় করে নেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৪৪৪; মুসলিম ৭১৪; এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি আমি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৯৫, ২৪৯৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৩২৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪২৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩১)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

১৪৩১. আবী হুমাইদ ও আবী উসাইদ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন নবী'র উপর সালাম প্রেরণ করে এরপর বলে, 'আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়াবা রহমতিকা'। আর যখন বের হবে, তখন সে যেন বলে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকা'।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৭১৩; এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি আমি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৪৮, ২০৪৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩২)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ أَسَمِعْتَ أَنَسًا يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ قَالَ نَعَمْ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

১৪৩২. শু'বাহ বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ কথা বর্ণনা করতে শুনেছেন: "মসজিদে থুথু ফেলা একটি পাপের কাজ"? তিনি বললেন, হাঁ। আর এর কাফফারা (প্রতিবিধান) হলো একে (মাটিতে) পুঁতে ফেলা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৪১৫; মুসলিম ৫৫২; আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭৫০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَقُولُ هَكَذَا وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ

১৪৩৩. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “বান্দা যখন সালাত আদায় করে, তখন কেবল তার রবের সাথে গোপনে আলাপ করে- অথবা, তার রব তার ও তার কিবলার মাঝে থাকেন। তাই যখন তোমাদের কেউ থুথু ফেলবে, সে যেন তার বামপাশে অথবা, তার পায়ের নিচে থুথু ফেলে, অথবা তিনি এরূপ বলেছেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ২৪১; মুসলিম ৫৫১; আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৮৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৬৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৫৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩৪)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَخَّعَنَّ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُكَّ مَكَانُهَا وَأَمَرَ بِهَا فَلُطِخَتْ قَالَ حَمَّادٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ بِزَعْفَرَانٍ

১৪৩৪. ইবনু উমার বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে কিবলার দিকে তিনি কফ দেখতে পেলেন। ফলে তিনি মসজিদের লোকদের উপর ভীষণ রাগ করলেন এবং বললেন: “যখন তোমাদের কেউ সালাতে রত থাকে, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন। ফলে সে অবশ্যই (সেদিকে) থুথু ফেলবে না। অথবা- তিনি বলেছেন: নাক ঝাড়বে না।

এরপর তিনি এর স্থানটি ঘষে তুলে ফেলার আদেশ দিলেন, অথবা, তিনি আদেশ দিলে তা (মলে) বিবর্ণ করে দেয়া হলো।”হাম্মাদ বলেন, আমি কেবল এটা শুনেছি যে, ‘তিনি বললেন, ওখানে ‘জা’ফরান দ্বারা (মলে দাও)’।[1]

[1] তাহক্বীক্ব; এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৭৫৩, ১২১৩; বাইহাকী ২/২৯৩; আহমাদ ২/৬, ১৪১; মুসলিম ৫৪৭ (৫১); আবু দাউদ ৪৭৯; মালিক, কিবলা ৪।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩৫)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً وَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

১৪৩৫. আবী সাঈদ ও আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ে বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের দেয়ালে কফ দেখতে পেলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লাঠি এনে তা ঘষে তুলে ফেললেন, এরপর বললেন: “যদি তোমাদের কেউ নাক ঝাড়ে (বা কফ ফেলে), তবে সে যেনো তার সম্মুখের দিকে ও ডান দিকে তা না ফেলে। বরং সে যেন তা তার বাম পাশে কিংবা পায়ের নিচে ফেলে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৪০৮, ৪০৯; মুসলিম ৫৪৮; আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৭৫, ৯৯৩, ১০৮১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৬৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৪৫, ৭৪৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩৬)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ قَالَ أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غَلَبَتْنِي عَيْنِي

১৪৩৬. আবী যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি মসজিদে ঘুমাচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আসলেন এবং তাঁর পা দিয়ে আমাকে নাড়া দিলেন এবং বললেন: "তুমি তো দেখি (মসজিদ)-এর মধ্যে ঘুমাচ্ছো, তাই নয়কি?" আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার খুব ঘুম পেলো।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৬৬৮ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৫৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩৭)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُنْ لِي أَهْلٌ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا انْطُلِقَ بِي إِلَى بِئْرٍ فِيهَا رِجَالٌ مُعَلَّقُونَ فَقِيلَ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى ذَاتِ الْيَمِينِ فَذَكَرْتُ الرُّؤْيَا لِحَفْصَةَ فَقُلْتُ قُصِّيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّتْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى هَذِهِ قَالَتْ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْفَتَى أَوْ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ قَالَ وَكُنْتُ إِذَا نِمْتُ لَمْ أَقُمْ حَتَّى أُصْبِحَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي اللَّيْلَ

১৪৩৭. ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে রাত্রি যাপন করতাম, তখন আমার কোনো পরিবার-পরিজন ছিল না। সেসময় আমি (একদা) স্বপ্নে দেখলাম যে, আমাকে যেন একটি কুপের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যেখানে কিছু লোককে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এরপর বলা হলো, 'তাকে ডান দিকে নিয়ে চলো।' এরপর এ স্বপ্নের কথা আমি হাফসার নিকট বর্ণনা করে বললাম: তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটি (স্বপ্নটি) বর্ণনা করবে। ফলে সে তাঁর নিকট এটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন: "এ (স্বপ্ন)টি কে দেখেছে?" সে (হাফসা) বললো, 'ইবনু উমার (দেখেছে)।'
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "(আব্দুল্লাহ) কতই না ভাল যুবক!"- অথবা তিনি বলেছেন: "(আব্দুল্লাহ) কতই না ভাল লোক! যদি সে রাতে সালাত (তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল্লাইল) আদায় করতো!"তিনি বলেন, আর আমি যখন ঘুমাতাম তখন ভোর (ফজরের) হওয়ার আগে উঠতাম না।' এরপর তিনি (রাবী) বলেন, এরপর থেকে ইবনু উমার রাতে সালাত (কিয়ামুল্লাইল) আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: বুখারী ১১২১, ১১২২;

মুসলিম ২৪৭৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭০৭০, ৭০৭১, ৭০৭২ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৫৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩৮)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ الضَّالَّةَ فَقُولُوا لَا أَدَّى اللَّهُ عَلَيْكَ

১৪৩৮. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যদি তোমরা মসজিদের মধ্যে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখো, তবে তোমরা বলবে: 'আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসা লাভজনক না করেন।' আর তোমরা যদি মসজিদে কাউকে হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে দেখো, তবে বলবে: 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফেরত না দেন।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখলীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৫০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৩১৩ তে। ((সহীহ ইবনু খুযাইমা২/২৭৪ নং ১৩০৫; তিরমিযী ১৩২১; নাসাঈ, আমলুল ইয়াম ওয়াল লাইল নং ১৭৬; বাইহাকী ২/৪৪৭; হাকিম ২/৫৬ তিনি একে সহীহ বলেছেন ও যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; দেখুন, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ১/৪৪১ নং ১৭২৫।- মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৩১৩ এর টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৩৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ يَحْمِلُ نَبْلًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ نُصُولَهَا قَالَ نَعَمْ

১৪৩৯. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, আমি আমর ইবনু দীনার কে জিজ্ঞেস করলাম, যে, 'এক ব্যক্তি তীর সাথে নিয়ে (মসজিদ) অতিক্রম করছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "তুমি এর ফলাগুলো (ধারালো অংশ) (হাত দিয়ে) ধরে রাখো।" -আপনি কি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে এ হাদীস বলতে শুনেছেন? তিনি (আমর) বললেন, হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৪৫১; মুসলিম ২৬১৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৩৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৪৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৮৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪০)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ قَالَا لَمَّا نُزِلَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا

১৪৪০. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু পীড়া শুরু হলে তিনি তাঁর একটি চাদর (কালো কাপড়) দিয়ে মুখমণ্ডল আবৃত করছিলেন। যখন এতে কষ্ট হতে লাগলো তখন তিনি তাঁর মুখের উপর থেকে সেটাকে সরিয়ে দিলেন। তখন তিনি যা বললেন, তা ছিল এরূপ: "ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ)! তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।" (এভাবে) তারা যে (শিরকী) কার্যকলাপ করেছিলো, তেমন (কার্যকলাপ) থেকে তিনি সতর্ক করছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৪৩৫, ৪৩৬; মুসলিম ৫৩১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৬১৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪১)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ الْحَنَّاطِ قَالَ أَدْرَكَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ بِالْبَلَاطِ وَأَنَا مُشَبِّكٌ بَيْنَ أَصَابِعِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

১৪৪১. আবী ছুমামাহ আল হান্নাত্ব বলেন, কা'ব ইবনু 'উজরাহ আমাকে (মসজিদের) আঙিনায় এমতাবস্থায় পেলেন, যখন আমি আমার (হাতের) আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মাঝে প্রবিষ্ট করা অবস্থায়

ছিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ ওযু করে সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে যেন তার (উভয় হাতের) আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ না করায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, আবী ছুমামাহ আল হান্নাত্ব এর কারণে। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৩৬, ২১৪৯, ২১৫০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৩১৫, ৩১৬ তে। পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَعَمَدْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ

১৪৪২. কা’ব ইবনু ‘উজরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তুমি ওযু করে মসজিদে (যাওয়ার) ইচ্ছা করবে, তখন তুমি (উভয় হাতের) আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ না করাবে না। কেননা, তুমি তো সালাতরত (বলেই গণ্য)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, ইবনু ইজলান এর কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং- ২১৪৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৩১৬ তে। পরবর্তী ও পূর্ববর্তী টীকা দু’টিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪৩)

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلَا تَقُولُوا هَكَذَا

১৪৪৩. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ওযু করে সালাতের উদ্দেশ্যে (মসজিদের দিকে) বের হয়, সে তো

সালাতেই রত থাকে, যতক্ষণ না সে তার বাড়িতে ফিরে আসে। ফলে তোমরা এইভাবে ধরো না।”- অর্থাৎ: তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু খুযাইমা নং ৪৪৬; হাকিম ১/২০৬ হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ‘বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ’ বলেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ يَقُمْ أَوْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

১৪৪৪. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “বান্দা যতক্ষণ তার ‘মুসাল্লা’য় তথা তার সালাত আদায়ের স্থানে বসে থাকে, তার (সেখান থেকে) উঠে না দাঁড়ানো অথবা তার ‘হাদাছ’ (ওযু নষ্ট) না হওয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার জন্য এ বলে দু’আ করতে থাকে: ‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে রহম করুন’।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি বুখারী মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী ৪৪৫; মুসলিম ৬৪৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৫৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪৫)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

১৪৪৫. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “কিয়ামত সঙ্ঘটিত হবে না, যতক্ষণ মসজিদসমূহের ব্যাপারে লোকেরা পরস্পর গর্ব-অহংকারের প্রতিযোগীতায় লিপ্ত না হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬১৩, ১৬১৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৩০৭, ৩০৮ তে। ((মুসনাদে আবী ইয়ালা আল মাউসিলী ৫/১৮৪ নং ২৭৯৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২/৩৫০ নং ৪৬৪))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَإِنَّ الظُّعُنَ لَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

১৪৪৬. হাকাম ইবনু উতাইবাহ বলেন, আমি আবী জুহাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন দুপুর বেলায় 'বাতহা' (মক্কার একটি উপত্যকা)-এর দিকে বের হয়ে গেলেন। এরপর (সেখানে) তিনি যুহরের দু' রাকা'আত ও আসরের দু' রাকা'আত (কসর) সালাত আদায় করলেন, তখন তাঁর সামনে একটি বর্শা (প্রোথিত) ছিল। আর তাঁর সামনে দিয়ে (উটের হাওদার মধ্যে আরোহনকারীনী) মহিলারা যাতায়াত করছিলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখলীজ: বুখারী ১৮৭; মুসলিম ৫০৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮৮৭, ৮৯১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৬৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯১৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪৭)

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُرْكَزُ لَهُ الْعَنَزَةُ يُصَلِّي إِلَيْهَا

১৪৪৭. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি বর্শা স্থাপন করা হতো, সেটির দিকে (মুখ করে) তিনি সালাত আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৪৯৪; মুসলিম ৫০১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

১৪৪৮. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে গমণ করতে না দেয়। আর যদি সে (গমণকারী) তা না মানে, তবে সে (মুসল্লী) যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা, নিশ্চয়ই সে একটি শয়তান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৫০৯; মুসলিম ৫০৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২৪০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৬৭, ২৩৬৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৪৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ

১৪৪৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাহনের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৪৩০, ৫০৭; মুসলিম ৫০২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬৩৬, ৫৪৫৯, ৫৫৮৮, ৫৬৪৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৭৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ

১৪৫০. উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর হতে বর্ণিত, তার নিকট আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রাতে) সালাত আদায় করতেন, আর তিনি তখন তাঁর ও তাঁর কিবলার মাঝে জানাযার মতো আড়াআড়িভাবে বিছানায় শুয়ে থাকতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে একই সূত্রে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী ৩৮২, ৩৮৩; মুসলিম ৫১২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৯০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৪১, ২৩৪২, ২৩৪৩, ২৩৪৪, ২৩৯০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ مِنْ الْأَصْفَرِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

১৪৫১. আবী যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, গাধা, কালো কুকুর ও নারী কোনো লোকের সালাত নষ্ট করে দেয়, যখন তার সামনে হাওদার পিছনের কাঠের মতো (উঁচু) কোনো বস্তু তার সামনে না থাকে।তিনি বলেন, আমি বললাম, হলুদ- লাল (কুকুর) হতে কালো রং এর (কুকুরের পার্থক্য) কী? তখন তিনি বললেন, তুমি যেভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করছো, আমিও সেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন: “কালো (কুকুর)টি একটি শয়তান।”[1]

[1] তাহক্বিক: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৫১০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৮৩, ২৩৮৪, ২৩৮৫, ২৩৮৮, ২৩৮৯, ২৩৯১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ يَعْنِي عَلَى أَتَانٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَةَ فَمَرَرْتُ عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ عَنْهَا وَتَرَكْتُهَا تَرْعَى وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ

১৪৫২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি এবং ফাযল এলাম-তথা একটি গাধীর পিঠে আরোহন করে এলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনা কিংবা আরাফাতে সালাত আদায় করছিলেন। তখন আমি কোনো একটি কাতার অতিক্রম করে গাধীর পিঠ থেকে অবতরণ করলাম এবং চরবার উদ্দেশ্যে একে ছেড়ে দিয়ে আমি কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৭৬; মুসলিম ৫০৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৮২ তে।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫৩)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي قَالَ فَلَا أَدْرِي سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا

১৪৫৩. বুসর ইবনু সাঈদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু জুহাইম আল আনসারী আমাকে যাইদ ইবনু খালিদ আল জুহানীর নিকট জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি মুসল্লীর (সালাতরত ব্যক্তির) সম্মুখ দিয়ে গমণ করে, তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে তিনি কী শুনেছেন। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মুসল্লীর (সালাতরত ব্যক্তির) সম্মুখ দিয়ে গমণ করার চেয়ে তোমাদের কারো চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাও তার জন্য উত্তম।”তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি জানি না, তা (চল্লিশ) বছর, মাস, নাকি দিন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৫০৭; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫৪)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

১৪৫৪. বুসর ইবনু সাঈদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাইদ ইবনু খালিদ আল জুহানী তাকে আবু জুহাইমের নিকট একথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন যে, মুসল্লীর (সালাতরত ব্যক্তির) সম্মুখ দিয়ে গমণকারী ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তিনি কী বলতে শুনেছেন। তখন আবু জুহাইম বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মুসল্লীর (সালাতরত ব্যক্তির) সম্মুখ দিয়ে গমণকারী ব্যক্তি যদি জানতো যে, এর জন্য তার উপর কী (পাপের বোঝা) চেপেছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাও তার জন্য উত্তম হতো।"[1] আবু নাযর (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি জানি না, চল্লিশ দিন, মাস নাকি বছর।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৫১০; মুসলিম ৫০৭; আমরা এর তাখরীজ পূর্ণ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান ২৩৬৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৩৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫৫)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ هُوَ ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْأَغَرُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

১৪৫৫. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার এ মসজিদে একটি সালাত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাতের সমান, কেবল মসজিদুল হারাম ছাড়া।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহিহ। তাখরীজ: বুখারী ১১৯০; সহীহ মুসলিম ১৩৯৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৫৭, ৫৮৭৫, ৬১৬৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬২১, ১৬২৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৬৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫৬)

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

১৪৫৬. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমার এ মসজিদে (আদায়কৃত) একটি সালাত অন্যান্য মসজিদে (আদায়কৃত) এক হাজার সালাত অপেক্ষা উত্তম, কেবল মসজিদুল হারাম ছাড়া।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ২/১৬, ২৯, ৫৩, ৫৪, ৬৮, ১০২; মুসলিম ১৩৯৫; ইবনু মাজাহ ১৪০৫; ইবনু আবী শাইবা ২/৩৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫৭)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

১৫৫৭. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমার এ মসজিদে (আদায়কৃত) একটি সালাত অন্যান্য মসজিদে (আদায়কৃত) এক হাজার সালাত অপেক্ষা উত্তম, কেবল মসজিদুল হারাম ছাড়া।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ১১৯০; সহীহ মুসলিম ১৩৯৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৫৭, ৫৮৭৫, ৬১৬৫; সহীহ ইবনু

হিব্বান নং ১৬২১, ১৬২৫ ও মসনাদুল হুমাইদী নং ৯৬৯ তে। আরও দেখুন, পূর্বের ১৪৫৮ (অনূবাদে ১৪৫৪) নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

১৫৫৮. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা (সফর করা) যাবে না: কা’বার মসজিদ (মসজিদুল হারাম), আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদুল আকসা’ (বায়তুল মাকদিস)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ১১৮৯; মুসলিম ১৩৯৭; ((আবু দাউদ ২০৩৩; তিরমিযী (আবু সাঈদ খুদরী হতে) ৩২৬; নাসাঈ ; ইবনু মাজাহ ১৪০৯; আহমাদ ২/২৩৪, ২৭৮, ৫০১)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৫৮৮০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬১৯, ১৬৩১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৭৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৫৯)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جُنَادَةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ لَيْلٍ إِلَى صَلَاةٍ آتَاهُ اللَّهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৫৫৯. আবী দারদা’আ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে কোনো সালাতের দিকে হেঁটে যায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে নূর প্রদান করবেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। আর হাদীসটির কয়েকটি শাহিদ

থাকার কারণে সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৪৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৪২২; মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২১০৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ

১৪৬০. আবী যারর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "বান্দা সালাতের মধ্যে যতক্ষণ (অন্যদিকে) দৃষ্টিপাত না করে (বা অন্যমনস্ক না হয়), ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার দিকে লক্ষ্য রাখেন। অপরদিকে যখন সে (অন্যদিকে) দৃষ্টিপাত করে (বা অন্যমনস্ক হয়), তখন আল্লাহও তার দিক থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ'র যঈফ হওয়ার কারণে। ((তবে এর অনেকগুলো শাহিদ হাদীস থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ। একে সহীহ বলেছেন হাকিম ও যাহাবী তা সমর্থন করেছেন-সুনানে দারেমী, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ফাওয়ায আহমদ নং ১৪২৩ এর টীকা দ্র: -অনুবাদক)) তাখরীজ: আহমাদ ৫/১৭৫; আবু দাউদ ৯১০; নাসাঈ, কুবরা ১১১৮। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে জাবির, আবী হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম, আবী দারদা'আ ও ইবনু মাসউদ রা: হতে যা আমরা মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২৪৫২, ২৪৫৩, ২৪৫৪, ২৪৫৫, ২৪৫৭, ২৪৫৯ তে, যা একে শক্তিশালী করে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬১)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ قِيلَ فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقِيَامِ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ مُقِلٍّ قِيلَ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ

১৪৬১. আব্দুল্লাহ ইবনু হুবশী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন: "সংশয়মুক্ত ঈমান ও খিয়ানতমুক্ত জিহাদ এবং 'মাবরুর' (পূণ্যময়) হাজ্জ্ব।"
তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ সালাত সর্বোত্তম? তিনি বললেন: দীর্ঘ কিয়াম (তথা ক্বিরা'আত বিশিষ্ট সালাত)।"জিজ্ঞাস করা হলো: সর্বোত্তম সাদাক্বাহ কোনটি? তিনি বললেন: অনটনগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্টসাধ্যের দান। জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ হিজরাত সর্বোত্তম? তিনি বললেন: আল্লাহ তোমার উপর যা হারাম করেছেন, তা থেকে হিজরাত (পরিত্যাগ) করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি তার জান ও মাল নিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।" জিজ্ঞাসা করা হলো, সম্মানজনক নিহত হওয়া কোনটি? তিনি বললেন: যার ঘোড়াকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৪১১-৪১২; আবু দাউদ ১৪৪৯; নাসাঈ (কিতাবুয যাকাত বাব: ৪৯ ও কিতাবুল ঈমান বাব: ১); আল কুবরা ২৩০৫, ১১৭০৭; বুখারী, আল কাবীর ৫/২৫। আরও দেখুন, তারগীব ওয়াত তারহীব ২/২৯৩ নং ৩০; দুররে মানছুর ১/২৪৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬২)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ مَا الْبَرْدَيْنِ قَالَ الْغَدَاةُ وَالْعَصْرُ

১৪৬২. আবী মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি দু'ঠাণ্ডার (সময়ের) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[1] আবু মুহাম্মদ কে জিজ্ঞেস করা হলো: 'দু'ঠাণ্ডা'র সালাত' কী? তিনি বললেন: ফজর ও আসর।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ বুখারী ৫৭৪; মুসলিম ৬৩৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৬৫, সহীহ ইবনু হিব্বান নং১৭৩৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬৩)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي جِوَارِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي جَارِهِ وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فَهُوَ فِي جِوَارِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي جَارِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد إِذَا أُمِّنَ وَلَمْ يَفِ فَقَدْ غَدَرَ وَأَخْفَرَ

১৪৬৩. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মায় (নিরাপত্তার ভেতরে) চলে এলো। ফলে তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীতে খিয়ানত (নষ্ট) করো না। আর যে ব্যক্তি আসরের সালাত আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মায় (নিরাপত্তার ভেতরে) চলে এলো। ফলে তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীতে খিয়ানত (নষ্ট) করো না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ, যদি সালিম আল বাররাদ ইবরাহীমের দাদা হয়। আর তা না হলে আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৪৫২। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে, ইবনু উমার, আনাস, আবী বাকর, আবী মালিক আল আশযাঈ, তাঁর পিতা হতে। আমি এর তাখরীজ করেছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৬৬৩, ১৬৬৪, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৬৯,১৬৭০, ১৬৭১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَأَرَادَ الرَّجُلُ الْخَلَاءَ فَابْدَأْ بِالْخَلَاءِ

১৪৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু-আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন: “সালাত শুরুর প্রাক্কালে তোমাদের কারো যদি পায়খানার বেগ হয়, তবে সে যেন প্রথমে পায়খানার প্রয়োজন সম্পন্ন করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর পূর্ণ তাখরীজ আমরা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং২০৭১; মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৯৪ ও মুসনাদুল হুমাউদী নং ৮৯৬ তে। ((আবু দাউদ ৮৮; তিরমিযী ১৪২; নাসাঈ ৮৫৩; ইবনু মাজাহ ৬১৬;বাইহাকী ৩/৭২; ইবনু খুযাইমা ৯৩২; আহমাদ ৪/৩৫; হাকিম ১/১৬৮, তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।– মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৯৪ এর টীকা হতে। - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

১৪৬৫. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো লোককে কোমরে হাত রাখা অবস্থায় সালাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ১২২০; মুসলিম ৫৪৫; এর পূর্ণ তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৪৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৮৫ তে। ইবনু আবী শাইবা ২/৪৭-৪৮ এ এ হাদীসের তাখরীজের (বর্ণনার) পরে ইবনু সীরীন ‘ইখতিস্বর’ এর পরিচিতিতে বলেছেন: “তা হলো কারো উভয় কোমরে তার উভয় হাত রাখা, অথচ সে সালাতে রয়েছে।”

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬৬)

أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

১৪৬৬. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈশার সালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং এর পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৫৪১; এটি বিস্তারিত আকারে গত হয়েছে ১৩৩৮ নং এ; পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬৭)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى بِأَرْبَعٍ حَتَّى صَهَلَ صَوْتُهُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ

وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

১৪৬৭. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু –কে প্রেরণ করেন তখন আমি ‘আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গে ছিলাম। আর (কুরবানীর দিন মিনায়) তিনি চারটি বিষয়ের ঘোষণা দিতে থাকেন, এমনকি তাঁর কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যায়- যে, তোমরা জেনে রাখো, মু’মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর এ বছরের পর থেকে আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তিও (আল্লাহর) ঘরের তাওয়াফ করতে পারবে না। আর যার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি (বা অঙ্গীকার) রয়েছে, তার জন্য নির্ধারিত অবকাশ রয়েছে চার মাস পর্যন্ত। আর যখন চার মাস অতীত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবেন এবং তাঁর রাসূলও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উত্তম। তাখরীজ: বুখারী ৩৬৯; মুসলিম ১৩৪৭। এর পূর্ণ তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৬, ১০৪, ৪৫২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮২০; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৮ তে। এটি সামনে ২৫৪৮ নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ

১৪৬৮. সাবরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সাত বৎসর বয়স হলে শিশুদের সালাত শিক্ষা দিবে আর দশ বৎসর হলে এর জন্য (প্রয়োজনবোধে) প্রহার করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: তিরমিযী ৪০৭; তাবারাণী, আল কাবীর ৭/১১৫ নং ৬৫৪৬, ৬৫৪৭,৬৫৪৮, ৬৫৪৯; তাহাবী , শারহু মুশকিলিল আছার ৩/২৩১; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ১০০২; হাকিম ১/২৫৮; বাইহাকী ৩/৮৩-৮৪; মা’রিফাতুস ুসুনান ওয়াল আছার নং ৫৭২২; ইবনু আবী শাইবা ১/৩৪৭; আহমাদ ৩/৪০৪; আবু দাউদ ৪৯৪; দারুকুতনী ১/২৩০। তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাকিম বলেন: এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ যদিও তারা এটি বর্ণনা করেননি।’ যাহাবী তার এ মত সমর্থন করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৬৯)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

১৪৬৯. উকবা ইবনু আমির আল- জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং মৃতদের কবরস্থ করতে নিষেধ করতেন: সূর্য যখন উদিত হয়, তা পূর্ণভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত; ও যখন ঠিক দ্বিপ্রহর হয়, এরপর সূর্য পশ্চিম দিকে না হেলে পড়া পর্যন্ত এবং যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার দিকে ঝুঁকে যায়, তখন (থেকে পূর্ণভাবে) অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ৮৩১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ১৭৫৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৪৬, ১৫৫১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৭০)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

১৪৭০. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন সন্তোষভাজন ব্যক্তি - ‘উমারও যাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ‘উমার-ই আমার নিকট অধিক সন্তোষভাজন ব্যক্তি- তারা আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ফজরের সালাতের পর (থেকে) সূর্য (পূর্ণরূপে) উদিত হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নাই এবং আসরের সালাতের পর (থেকে) সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নাই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ ১২৫০; বুখারী ৫৮১; মুসলিম ৮২৬ (২৮৭); তিরমিযী ১৮৩; নাসাঈ ৫৬৩; আহমাদ ১/১৮; আবু দাউদ ১২৭৬। ইমাম তিরমিযী সাহাবীগণ হতে এরূপ আরও হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন: উমার রা: হতে ইবনু আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ। আর এটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু সাহাবী ও তাবেঈদের মধ্যকার অধিকাংশ ফকীহ গণ ও তাদের পরবর্তী অনেকের মত।”

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৭১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَمَسْرُوقًا يَشْهَدَانِ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا شَهِدَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا يَوْمًا إِلَّا صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد تَعْنِي بَعْدَ الْعَصْرِ

১৪৭১. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, একদিনের জন্যও এমন হয়নি যে, তিনি তার নিকট অবস্থান করা কালীন এ দু’রাকা’আত সালাত আদায় করেননি।[1] আবু মুহাম্মদ বলেন, অর্থা? আসরের পরবর্তী দু’রাকাত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৫৯০; মুসলিম ৮৩৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৮৯ আমাদের হাদীসের এ অংশের জন্য, এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৭০, ১৫৭১, ১৫৭২, ১৫৭৩ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৯৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৭২)

أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ

১৪৭২. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পরবর্তী দু’রাকাআত কখনও ছাড়েননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৭৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৭৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهِمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ قَالَتْ فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ أَنَا أَقُولُ بِحَدِيثِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

১৪৭৩. ইবন আব্বাসের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (রহঃ) হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, আব্দুর রহমান ইবন আযহার এবং মিসওয়ার ইবন মাখরামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সকলে মিলে তাকে রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর নিকট প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং তাঁকে আসরের পরের দু- রাকআত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। এবং এ কথাও বলবে যে, আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনিও সেই দু রাকআত সালাত আদায় করে থাকেন, অথচ আমাদের নিকট (হাদীস) পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'রাকাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন ।

ইবন আব্বাসরাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমিও উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গে এ দুই রাকা'আত (সালাত আদায় করা)-এর কারণে লোকদেরকে প্রহার করতাম।

কুরাইব বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁরা যে সকল বক্তব্যসহ আমাকে প্রেরণ করেছিলেন তা সব পৌঁছে দিলাম । তিনি (আয়িশা রাঃ) বললেন, উম্মু সালামাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা কর।' ফলে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যারা আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে এলাম এবং তাঁদেরকে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা যা বলেছিলেন তা অবহিত করলাম। তারা আমাকে পূনরায় উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর নিকট প্রেরণ করলেন, যা দিয়ে আমাকে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। তখন (আমার বক্তব্য শুনে) উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ দু'রাকাত আদায় করা হতে নিষেধ করতে শুনেছিলাম, পরে তাঁকেই এ দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতে দেখলাম । আর তাঁর এ দু-রাকআত সালাত আদায়ের ব্যাপারটি হলো, তিনি একদা আসরের সালাত আদায় করলেন অতঃপর (আমার নিকট) প্রবেশ করলেন। তখন আনসারগনের বনী হারাম গোত্রের কতিপয় মহিলা আমার নিকট বসেছিলেন। এরপর তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। আমি একটি দাসীকে তাঁর নিকট পাঠালাম এবং বলে দিলাম, তুমি তাঁর পাশে দাঁড়াবে এবং তাঁকে বলবে, উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন,' ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি কি আপনাকে এ দু'রাকা'আত হতে নিষেধ করতে শুনিনি? অথচ এখন আপনাকেই সে দু-রাকআত আদায় করতে দেখছি!' তখন তিনি যদি হাত দ্বারা ইশারা করেন তাহলে পিছনে সরে দাঁড়াবে।

তিনি (উম্মে সালামা) বলেন, দাসীটি তাই করল। ফলে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আর সে (দাসীটি) পিছনে সরে দাঁড়াল । সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা! তুমি কি আমাকে আসরের পরের দু- রাকআত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ? (এর ব্যাপারটি হলো) আমার নিকট আবদুল কায়স গোত্রের কতিপয় লোক তাদের গোত্রের পক্ষ হতে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। ফলে তারা আমাকে যুহরের পরের দু'রাকা'আতসালাত হতে ব্যস্ত (বিরত) রেখেছিল। আর এ হলো সেই দু-রাকআত।"[1] আবু মুহাম্মদকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন, আমি মত পোষণ করি সেই হাদীস অনুযায়ী, যা উমার কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত যে,"ফজরের সালাতের পর (থেকে) সূর্য (পূর্ণরূপে) উদিত হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নাই এবং আসরের সালাতের পর (থেকে) সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নাই।"

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ১২৩৩; মুসলিম ৮৩৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯৪৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৭৬, ১৫৭৪ তে।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

১৪৭৪. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের আগে দু'রাকা'আত ও যুহরের পরে দু'রাকা'আত, মাগরিবের পরে তাঁর ঘরে (গিয়ে) দু'রাকাআত, ঈশার পরে দু'রাকা'আত এবং জুমু'আর সালাতের পরে ঘরে গিয়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৯৩৭; মুসলিম ৮৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৩৫, ৫৭৭৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৫৪, ২৪৬২, ২৪৭৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৯০

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৭৫)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ الثَّقَفِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ وَقَالَ عَمْرٌو مِثْلَهُ وَقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَهُ

১৪৭৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনী উম্মু হাবীবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "প্রত্যেক মুসলিম বান্দা যে প্রতিদিন ফরয ছাড়াও ঐচ্ছিকভাবে (আরও) বারো রাকা'আত সালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি থাকবে- অথবা জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি বানানো হবে।"[1] উম্মু হাবীবাহ বলেন, এরপর আর কখনো (এ বারো রাকা'আত) সালাত আদায় করা আমি ছাড়িনি। আর আমরও অনুরূপ কথা বলেছেন। আবার নু'মানও অনুরূপ কথা বলেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৭২৮। আমরা এর

পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭১২৪, ৭১৩৫, ৭১৩৮, ৭১৩৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৫১, ২৪৫২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৭৬)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

১৪৭৬. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের আগের চার রাকা'আত ও ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আত সালাত কখনো ছাড়তেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ্ তাখরীজ; আহমাদ ৬/৬৩, ১৪৮; তায়ালিসী ১/১১৩ নং ৫২২; তার সূত্রে বাইহাকী ৩/৪৭২; বুখারী ১১৮২; বুখারী সূত্রে বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৮৭১; আবু দাউদ ১২৫৩; আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১০/২৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৭৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

১৪৭৭. আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক দু' আযানের (আযান ও ইকামাতের) মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে, প্রত্যেক দু' আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে, প্রত্যেক দু' আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য যে ইচ্ছা করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী ৬২৪; মুসলিম ৮৩৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৫৯, ১৫৬০, ১৫৬১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৭৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُومُ لُبَابُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ قَالَ وَقَلَّ مَا كَانَ يَلْبَثُ

১৪৭৮. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে মুয়াযিযন যখন মাগরিবের আযান দিতো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠ সাহাবীগনের একটি দল দ্রুত স্তম্ভের নিকট যেতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা এরূপ (করতেন)। তিনি বলেন: আর তিনি (আসতে) খুব সামান্য সময়ই দেরি করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৫০৩, ৬২৫; মুসলিম ৮২৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৮৯, ২৪৮৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৭৯)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْفِي مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا وَذَكَرَتْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ سَعِيدٌ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

১৪৭৯. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু’ রাতা’আতে চুপে চুপে ক্বিরাআত পড়তেন। আর তিনি (দু’টি সূরা) উল্লেখ করলেন, “কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন।” (সূরা আল কাফিরূন: ১) এবং [“কূল হুওয়াল্লাহু আহাদ।”[1] সূরা আল ইখলাস:১)(বর্ণনাকারী) সাঈদ বলেন, অর্থা? ফজরের দু’রাকা’আত (সুন্নাত) সালাতে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মাআনিল আছার ১/২৯৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৬১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮০)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৪৮০. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হাফসাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর উদিত (সময়) হওয়ার পরে শুধু সংক্ষেপে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। সেই সময়টিতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করতাম না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৬১৮; মুসলিম ৭২৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭০৩২, ৭০৩৬, ৭০৫৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৫৪, ২৪৬২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৯০ তে। এছাড়া পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮১)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ

১৪৮১. হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআয্যিন যখন ভোরের আযান (শেষে) থেমে যেতো এবং সুবহে সাদিক (ভোর) শুরু হতো, তখন সালাত (-এর জামা'আত) দাঁড়ানোর আগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষেপে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে নিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, মু'আত্তা, কিতাবুস সালাতুল লাইল ২৯; বুখারী ৬১৮; মুসলিম ৭২৩। পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৩৫ তে। আমি বলি জামা'আতের পূর্বে সুন্নাতের ব্যাপারে অনেকগুলি হাদীস বর্ণিত হয়েছে: এর মধ্যে রয়েছে, আবী হুরাইরা, আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসউদ, সাফিয়্যাহ- এঁদের থেকে বর্ণিত সকল হাদীস যঈফ যা শারঈ হুকুমের দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَأَخْبَرَتْهُ حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِذَا أَضَاءَ الصُّبْحُ رَكْعَتَيْنِ

১৪৮২. সালিমের পিতা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর পরে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।[1] হাফসা তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, সুবহে সাদিক (ভোর) স্পষ্ট (আলোকিত) হয়ে উঠলে তিনি (ফজরের জামা'আতের আগে) দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৯৩৭; মুসলিম ৮৮২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৩৫ তে। আমি বলি জামা'আতের পূর্বে সুন্নাতের ব্যাপারে অনেকগুলি হাদীস বর্ণিত হয়েছে: এর মধ্যে রয়েছে, আবী হুরাইরা, আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসউদ, সাফিয়্যাহ- এঁদের থেকে বর্ণিত সকল হাদীস যঈফ যা শারঈ হুকুমের দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। তবে ইবনু উমার হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জুমু'আর আগে দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করতেন এবং জুমু'আর পরেও....। ফলে এটি সাধারণ নফল সালাত, রাতেবাহ (সুন্নাত) নয়। আর এতে 'ক্বলাল জুমু'আহ' (জুমু'আ'র পূর্বের) সালাতের জন্য কোনো দলীল নেই, কেননা, এটি সাধারণ (উন্মুক্ত) বর্ণনা। আল্লাহই ভাল জানেন। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: হাফসার হাদীস গত হয়েছে। পূর্ণ তাখরীজের জন্য পূর্বের হাদীসগুলি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮৩)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي بِهَا وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

১৪৮৩. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাতের পূর্বে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করতেন। এরপর কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমার সাথে কথা বলতেন, আর তা না হলে সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আদী, আল কামিল ৩/৯৩৪; ইবনু আবী শাইবা ২/২৪৯; তার সূত্রে মুসলিম ৭৪৩ তবে তাঁর শব্দাবলি: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করতেন, এরপর আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন, আর তা না হলে তিনি শুয়ে থাকতেন।" আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৭৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَخْرُجُ مَعَهُ

১৪৮৪. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈশার সালাত ও ফজরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর তিনি এর প্রত্যেক দু' রাকা'আতে সালাম ফেরাতেন। এক রাকা'আত বিতর পড়তেন। আর যখন মুয়াযযিন প্রথম আযান (শেষ করে) থেমে যেতেন, তখন তিনি সংক্ষেপে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর তাঁর নিকট মুয়াযযিন না আসা পর্যন্ত তিনি শুয়ে থাকতেন। এরপর (মুয়াযযিন এলে) তিনি তার সাথে বের হয়ে যেতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ৬২৬; মুসলিম ৭৩৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৬৫০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৩১, ২৪৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮৫)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

১৪৮৫. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তখন ফরয সালাত ব্যতীত আর কোনো সালাত নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/৩৭১। পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

১৪৮৬. (অপর সনদে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৭১০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩৭৯, ৬৩৮০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১৯০, ২১৯৩, ২৪৭০। এটি সামনে ১৪৯১ নং এও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮৭)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ لَاثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا

১৪৮৭. ইবনু বুহাইনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হয়ে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতে দেখলেন। এরপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (ফরয) সালাত শেষ করলেন, তখন লোকেরা তার (ঐ ব্যক্তির) নিকট একত্রিত হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "তুমি কি ফজর (এর সালাত) চার রাকা'আত আদায় করো?"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৩৪৫, ৩৪৬;

ইবনু আবী শাইবা ২/২৫৩; বুখারী ৬৬৩; মুসলিম ৭১১; নাসাঈ ২/১১৭; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/৩৭২; বাইহাকী ২/৪৮২

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮৮)

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ فَالْبَيْتُ أَهْوَنُ

১৪৮৮. (অপর সনদে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তখন ফরয সালাত ব্যতীত আর কোনো সালাত নেই।"আবু মুহাম্মদ বলেন, যদি সে তার বাড়িতে থাকে, তবে বাড়িতে (এমন করা) লঘুতর অপরাধ।[1]

[1] তাহক্বীক: এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর তাখরীজ ১৪৮৯ (ও ১৪৯০) নং এ গত হয়েছে। আরো দেখুন, আল ইলালুল ওয়ারিদাতু ফীল আহাদীস' ১১/৮৩-৯৩ নং ২১৩৯ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৮৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ بُرْدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

১৪৮৯. নুয়াইম ইবনু হাম্মারী আল গাত্বফানী থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রথমভাগে আমার জন্য চার রাকা'আত সালাত আদায় করো, তাহলে আমি তোমার দিনের শেষভাগের জন্যও একে যথেষ্ট করে দেবো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৩৩, ২৫৩৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬৩৪ তে। আবু দাউদ ১২৮৯; আহমাদ ৫/২৮৭; বাইহাকী ৩/৪৭-৪৮; এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে উক্ববাহ ইবনু আমির হতে মুসনাদুল

মাউসিলী ৪/২৯৪ নং ১৭৫৭; আবী যাররর ও আবী দারদা'আ হতে তিরমিযী ৪৭৫ তে। আরো দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২৩৫-২৩৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ قَالَتْ وَلَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

১৪৯০. আবদুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা (রহঃ) বলেন, আর কেউই আমাদের নিকট বর্ণনা করেননি যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দুহা'র সালাত আদায় করতে দেখেছেন; কেবল উম্মু হানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন পূর্বাহ্নে তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেলেন। এরপর তিনি আট রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তিনি বলেন, আমি আর কখনো তাঁকে এরচেয়ে অধিক সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করতে দেখি নি। তবে তিনি রুকু' ও সিজ্‌দা পুর্নাঙ্গরুপে আদায় করছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ১১৬৭; মুসলিম ৩৩৬ (৮০); পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯১)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تُحَدِّثُ أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ بِنْتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ ضُحًى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي

أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ

১৪৯১. উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে একটি কাপড় দ্বারা পর্দা করে রেখেছেন। তিনি বলেনঃ আমি তাঁকে সালাম করলাম, আর তখন ছিল চাশতের সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কে এটা?" আমি উত্তর দিলামঃ আমি উম্মু হানী। তিনি বলেনঃ তিনি যখন গোসল শেষ করলেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং একটি কাপড়ে আবৃত হয়ে আট রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি সালাত শেষ করলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সহোদর ভাই ['আলী ইবন আবূ তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু] একটি লোককে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি সে লোকটিকে আশ্রয় দিলাম। (সে লোকটি হলো) হুবায়রার ছেলে অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "হে উম্মু হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাঁকে আশ্রয় দিলাম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, মুয়াত্ত্বা ৩১; বুখারী ৩৫৭; মুসলিম ৩৩৬ (৮২)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৮৭, ১১৮৮, ১১৮৯, ১১৯০ ২৫৩৭, ২৫৩৮; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯২)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَمِنْ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ

১৪৯২. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ে ওয়াসীয়াত (নির্দেশ প্রদান) করেছেন, যেগুলি আমি আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পরিত্যাগ করবো না: আমি যেন ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায় করি, প্রত্যেক মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করি এবং দু'হার (পূর্বাহ্নের) সময় দু' রাকা'আত সালাত (আদায় করি)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ১১৭৮; মুসলিম ৭২১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী রনং ৬২২৬, ৬৩৬৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৩৬

যা সামনে ১৭৮৬ নং এ আসছে। এছাড়া, খতীব, আল মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক্ব নং ৯৪৬; আহমাদ ২/২২৯, ২৩৩, ২৬০, ৩২৯, ৩৩১, ৭২-৪৭৩; তায়ালিসী ২/৫২ নং ২১৪০; নাসাঈ ৪/২১৮; তাবারাণী, আস সগীর ১/১৭৯; আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া: (সেখানে) 'সালাতুত দুহা'-র পরিবর্তে 'জুম'আর দিনে গোসল করা' র কথা রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ

১৪৯৩. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো দুহা'র (নফল) সালাত আদায় করেননি- না সফরে, আর না বাড়িতে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ১১২৮; মুসলিম ৭১৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩১২, ৩১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯৪)

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَيُصَلُّونَ صَلَاةً مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ

১৪৯৪. আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তাঁর পিতা (আবী বাকর) লোকদেরকে দু'হার সালাত আদায় করতে দেখেন। তখন তিনি বলেন, জেনে রাখো! তারা এমন এক সালাত আদায় করছে, যে সালাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আদায় করেননি, আর তাঁর বড় বড় সাহাবীগণও আদায় করেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৪৫; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৪৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯৫)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتْ الْفِصَالُ

১৪৯৫. যাইদ ইবনু আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট বেরিয়ে এলেন, তখন সূর্য উদিত হওয়ার পরে তারা সালাত আদায় করছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "'আওয়াবীন'দের সালাত (বেশি বেশি তাওবাকারীগণের সালাত)-এর সময় হয় যখন উষ্ট্রীর বাচ্চার (পায়ের নীচের বালু সূর্যতাপে) উত্তপ্ত হয়ে উঠে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম ৭৪৮; ইবনু আবী শাইবা ২/৪০৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৩৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى وَقَالَ أَحَدُهُمَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

১৪৯৬. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "দিন-রাতের সালাত দু'-দু' রাকা'আত করে।"আর তাদের কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, 'দু' রাকা'আত দু' রাকা'আত করে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহহি ইবনু হিব্বান নং ২৪৮২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬৩৬ তে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯৭)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ مَا قَدْ صَلَّى

১৪৯৭. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তখন তিনি বললেন: "দু'- দু' রাকা'আত করে। আর যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন সে যেন এক রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়, যা তার (পূর্বে) আদায়কৃত সালাতকে বিতির (বিজোড়) করে দেবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী ৪৭২; মুসলিম ৭৪৯। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬২৩, ৫৪৩১, ৫৪৯৪, ৫৬১৮, ৫৬২০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪২৬, ২৬১৯, ২৬২০, ২৬২৩, ২৬২৪ তে। সামনে ১৬২৫ নং এ এটি আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ اسْتَشْرَفَهُ النَّاسُ فَقَالُوا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

১৪৯৮. আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন লোকেরা তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাল। তখন তারা বলাবলি করতে লাগল যে, '(আমাদের মাঝে) আল্লাহর রাসূল এসেছেন! আল্লাহর রাসূল এসেছেন!' দেখতে আসা লোকদের সাথে আমিও তাঁকে দেখতে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা যখন আমার সামনে প্রতিভাত হল, তখন আমি চিনে ফেললাম যে, এ মুখচ্ছবি কোন মিথ্যাবাদীর মুখচ্ছবি নয়। সর্বপ্রথম আমি তাঁকে যা বলতে শুনলাম, তা হলো, তিনি বলছিলেন: "হে লোক সকল, তোমরা সালামের প্রসার ঘটাবে, লোকদেরকে খাদ্য খাওয়াবে, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন তোমরা

(রাতের) সালাত আদায় করবে। তাহলে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/৬২৪ নং ৫৭৯১; আহমাদ ৫/৪৫১; তিরমিযী ২৪৮৭; ইবনু মাজাহ ১৩৩৪; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৯২৬;হাকিম ৩/১৩ ও ৪/১৬০। হাকিম ১ম বর্ণনাটির পর বলেন: হাদীসটি শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যদিও তারা এটি বর্ণনা করেননি। যাহাবী তার এমত সমর্থন করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৪৯৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا رَجُلٌ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قُلْتُ لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَنْظُرَ أَعَلَى شَفْعٍ يَدْرِي هَذَا يَنْصَرِفُ أَمْ عَلَى وِتْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعَلَى شَفْعٍ تَدْرِي انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ فَقَالَ إِنْ لَا أَدْرِي فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً قُلْتُ مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ أَنَا أَبُو ذَرٍّ قَالَ فَتَقَاصَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي

১৪৯৯. আহনাফ ইবনু কায়িস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দামিশকের মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, সেখানে এক ব্যক্তি বেশি বেশি রুকূ’-সাজদা করছে (নফল সালাত আদায় করছে)। আমি (মনে মনে) বললাম, আমি এখান থেকে বের হচ্ছি না, যতক্ষণ না জানতে পারছি যে, সে (এ লোকটি) জানতে পারছেন কি যে, তিনি জোড় রাক‘আত না বেজোড় রাক‘আত পড়ে সালাত শেষ করছেন। যখন লোকটি নামায শেষ করলেন তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি জানেন কি, আপনি জোড় রাকা‘আত না বেজোড় রাকা‘আত পড়ে সালাত শেষ করছেন? তিনি উত্তরে বললেন, যদি আমি নাও জানি, তবে আল্লাহ্ তো তা নিশ্চয়ই জানেন। তারপর বললেন, আমি আমার প্রিয়তম আবুল কাসিম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: “যে বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে সাজদাই করবে, আল্লাহ এর জন্য তার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, আর এর জন্য তার একটা পাপ মাফ করে দিবেন।” আমি (রাবী) বললাম, আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন, (আমাকে বলুন,) আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি আবূ যারর।’ একথা শুনে আমি (লজ্জায়) মনে মনে খুব ছোট হয়ে গেলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু কাছীরের কারণে। ((তবে হাদীসটি সহীহ- যা তাখরীজে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া, মুনযিরী এর সকল সনদকে একত্র করে একে

হাসান পর্যায়ের বলে উল্লেখ করেছেন (ফাতহুর রব্বানী, অত্র হাদীস দ্র:-অনুবাদক)) তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৩৫৬১; তার সূত্রে আহমাদ ৫/১৬২; বাইহাকী ২/৪৮৯ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَتْنَا شَعْثَاءُ قَالَتْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالْفَتْحِ أَوْ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ

১৫০০. শা'ছাআ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আবূ আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতে দেখলাম। এরপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন (মক্কা) বিজয়ের কিংবা আবূ জাহলের শিরশ্ছেদের সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি দিবসের প্রথমভাগে (শোকরানা স্বরূপ) দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সালামাহ ইবনু রিজাআ, তার বর্ণনাকে আমরা মাজমাউয যাওয়াইদ ৩৪৬৩ এ হাসান হিসেবে উল্লেক করেছি। আর শা'ছাআ হলেন আব্দুল্লাহ আল আসদিয়া'র কন্যা। আমি তার ব্যাপারে কাউকে 'জারাহ বা তা'দীল' করতে দেখিনি। তাহলে ইবনু হিব্বানের শর্তানযায়ী (সহীহ)। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ ১৩৯১; তাহযীবুল কামাল, মিযযী ৩৫/২০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০১)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْجُدُ لَكَ فَقَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقِّهِمْ

১৫০১. কাইস ইবনু সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন (পারস্যের) হীরা নামক শহরে গমণ করলাম, সেখানে দেখলাম, তারা তাদের নেতা/ রাজাকে সিজদা করছে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনাকে সাজদা করবো না?তিনি বললেন: "আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে (অন্য কারো উদ্দেশ্যে) সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে অবশ্যই আমি

নারীদেরকে তাদের স্বামীদের উদ্দেশ্যে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম। কারণ, আল্লাহ তাদের (স্ত্রীলোকদের) উপর তাদের (স্বামীদের) (অনেক বেশি) হাক্ব (অধিকার) নির্ধারণ করেছেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবু দাউদ (নিকাহ) ২১৪০; হাকিম ১/১৮৭, হাকিম একে সহীহ বলেছেন ও যাহাবী তা সমর্থন করেছেন;বাইহাকী কসম ও নুশুয ৭/২৯১। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী আওফা রা: হতে, যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৭১, মাওয়ারিদুয যামআন নং ১২৯০ তে, যার সনদ হাসান। অপর শাহিদ হাদীস বর্ণিত হয়েছে আবী হুরাইরা রা: হতে, যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৬২, মাওয়ারিদুয যামআন নং ১২৯১ তে, যার সনদও হাসান। আমি বলি: এসকল সনদগুলির দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, হাদীসটি সহীহ। আল্লাহই ভাল জানেন। আরও দেখুন, কাশফুল আসতার নং ২১১৪ ও পরের হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فَلِأَسْجُدَ لَكَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا

১৫০২. ইবনু বুরাইদার পিতা (বুরাইদাহ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আপনার উদ্দেশ্যে সাজদা করার অনুমতি দিন। তিনি বললেন: “আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে (আল্লাহ ব্যতীত) অন্য কারো উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দিতামই হতো, তবে অবশ্যই আমি স্ত্রীলোককে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজদা করতে নির্দেশ দিতাম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কিন্তু অনেকগুলি শাহিদ হাদীস থাকার কারণে তা সহীহ। তাখরীজ: হাকিম ৪/১৭২; (শাহিদ হাদীসগুলি জন্য) আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا شَيْخٌ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا

১৫০৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সুরা) [‘আন নাজম’] পাঠ করলেন এবং এর মধ্যে সাজদা করলেন, তখন কেউই সাজদা না করে রইলো না; কেবল এক বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্টি মাটি নিয়ে তার কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বললো, ‘আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী (সুজুদুল কুরআন) ১০৬৭; মুসলিম (মাসাজিদ) ৫৭৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫২১৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৬৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০৪)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَرَأَ ص فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ وَقَرَأَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَيَسَّرْنَا لِلسُّجُودِ فَلَمَّا رَآنَا قَالَ إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدْ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا

১৫০৪. আবী সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন, তখন তিনি (সুরা) [‘ছোয়াদ’ (ص)] পাঠ করলেন, অতঃপর যখন তিনি সিজদা (এর আয়াত) অতিক্রম করলেন, তখন তিনি (মিম্বার থেকে) অবতরণ করে সাজদায় পতিত হলেন, আমরাও তাঁর সাথে সাজদা করলাম। আবার আরেকবার তিনি এ সূরা পাঠ করার সময় যখন সাজদা (এর আয়াতে) পৌঁছলেন, তখন আমরা সাজদা করার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। এরপর তিনি যখন আমাদেরকে (প্রস্তুতি নিতে) দেখলেন, তখন তিনি বললেন: “নিশ্চয় এটি নবীর জন্য তওবা স্বরূপ, কিন্তু, তোমারাও দেখছি সিজদার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছো।” (এ বলে) তিনি (মিম্বার হতে) অবতরণ করলেন এবং সিজদা করলেন, আর আমরাও সাজদা করলাম।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ-এর জন্য। তবে এর ‘মুতাবিয়াত’ (অনসরণকারী) বর্ণনা রয়েছে যা একে সহীহ পর্যায়ে উন্নীত করে। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৬৫, ২৭৯৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৬৮৯, ৬৯০ তে। (আবু দাউদ ১৪১০; সহীহ ইবনু খুযাইমা২/৩৫৪ নং ১৪৫৫; দারুকুতনী ১/৪০৮ নং ৭; হাকিম ১/২৮৪-২৮৫, হাকিম

একে সহীহ বলেছেন ও যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।; বাইহাকী (সালাত) ২/৩১৮; ইমাম নববী তার আল মাজমু' ৪/৬১ তে একে 'বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ' বলেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০৫)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي السُّجُودِ فِي ص لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا

১৫০৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি (সুরা) ['ছোয়াদ' (ص)] এর সাজদা' সম্পর্কে বলেন যে, এটি অপরিহার্য সাজদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাতে সাজদা করতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/৩৬০; বুখারী (আহাদীসুল আম্বিয়া) ৩৪২২; আবু দাউদ (সালাত) ১৪০৯; তিরমিযী (সালাত) ৫৭৭; এর তাখরীজের জন্য দেখুন সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقِيلَ لَهُ تَسْجُدُ فِي سُورَةٍ مَا يُسْجَدُ فِيهَا فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا

১৫০৬. আবী সালামাহ বলেন, আমি আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে সুরা ['ইযাস সামাউন শাক্কাত'-(ইনশিক্বাক্ব :১)]-এ সাজদা করতে দেখলাম। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি এমন একটি সুরায় সাজদা করলেন, যাতে কখনো সাজদা করা হয় না! তখন তিনি বললেন: নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাতে সাজদা করতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবু ইয়ালা আল মাউসিলী, আল মুসনাদ ৫৯৫০। এছাড়া এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। বুখারী, (আযান) ৭৬৬; মুসলিম,

(মাসাজিদ) ৫৭৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলীতে যা গত হয়েছে ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৬১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرَاكَ تَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقَالَ لَوْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَسْجُدْ

১৫০৭. আবী সালামাহ বলেন, আমি আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে সুরা [‘ইযাস সামাউন শাক্কাত’-(ইনশিক্বাক্ব :১)]-এ সাজদা করতে দেখলাম। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবী হুরাইরা! আমি কি আপনাকে সুরা [‘ইযাস সামাউন শাক্কাত’-(ইনশিক্বক্ব :১)]-এ সাজদা করতে দেখলাম না? তখন উত্তরে তিনি বললেন: ‘যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ (সূরা)-তে সাজদা করতে না দেখতাম, তবে আমিও তাতে সাজদা করতাম না।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু ইয়ালা আল মাউসিলী, আল মুসনাদ ৫৯৯৬, সহীহ সনদে। তবে এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। পূর্বের ও পরের হাদীস দু’টিতে আমাদের টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

১৫০৮. (অপর সনদে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা [‘ইযাস সামাউন শাক্কাত’-(ইনশিক্বক্ব :১)]-এ সাজদা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৬; তবে এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৫০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০২২ তে। আরও দেখুন, আগের ও পরের হাদীস দু’টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫০৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

১৫০৯. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সুরা [‘ইযাস সামাউন শাক্কাত’-(ইনশিক্বাক্ব :১)] ও সূরা [“ইকরা বিসমি রব্বিকা”- সূরা আলাক্ব:১]-এ সাজদা করেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৬ সহীহ সনদে; তবে এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৯০ সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৬১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০২১ তে। আরও দেখুন, আগের ও পরের হাদীস দু’টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

১৫১০. যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সূরা ‘আন নাজম’ পাঠ করলাম, কিন্তু তিনি তাতে সাজদা করেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, (সুজুদুল কুরআন) ১০৭২, ১০৭৩; মুসলিম, (আল মাসাজিদ) ৫৭৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৬২, ২৭৬৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِي سُبْحَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَخْرُجَ مَعَهُ

১৫১১. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাম ঈশার সালাত ও ফজরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর তিনি এর প্রত্যেক দু' রাকা'আতে সালাম ফেরাতেন। আর এক রাকা'আত বিতর পড়তেন। এছাড়াও, তিনি তাঁর নফল সালাতে এতো (দীর্ঘ) সময় সিজদায় থাকতেন যে, (সিজদা হতে) তাঁর মাথা উঠানোর পূর্বে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমান পাঠ করতে পারতো। আর যখন মুয়াযযিন প্রথম আযান (শেষ করে) থেমে যেতেন, তখন তিনি সংক্ষেপে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর তাঁর নিকট মুয়াযযিন না আসা পর্যন্ত তিনি শুয়ে থাকতেন। এরপর (মুয়াযযিন এলে) তিনি তার সাথে বের হয়ে যেতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ১৪৮৭ (অনূবাদে ১৪৮৪) নং এ। আবার সামনে ১৬২৬ নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১২)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

১৫১২. আবী সালামাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লামের রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মোট) তেরো রাকা'আত সালাত আদায় করতেন:

(প্রথমে) আট রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, এরপর (তিন রাকা'আত) বিতর সালাত আদায় করতেন, এরপর দু' রাকা'আত সালাত বসে আদায় করতে থাকতেন। এরপর যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং রুকূ' করতেন। আর সকালের (ফজর) সালাতের আযান ও ইকামতের মাঝে দু' রাকা'আত (ফজরের সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: নাসাঈ, (ক্বিয়ামুল লাইল ওয়া তাত্বওয়াউন নাহার) ৩/২৫৬; বুখারী, (আযান) ৬১৯; মুসলিম, (সালাতুল মুসাফিরীন) ৭৩৭। আগের ও পরের হাদীস দু'টিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১৩)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَتَى الْمَدِينَةَ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ فَلَقِيَ رَهْطًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا أَرَادَ ذَلِكَ سِتَّةٌ مِنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُمْ وَقَالَ أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ الْبَصْرَةَ فَحَدَّثَنَا أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ بِأَعْلَمِ النَّاسِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَحَدِّثْنِي بِمَا تُحَدِّثُكَ فَأَتَيْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَقُلْتُ لَهُ انْطَلِقْ مَعِي إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ إِنِّي لَا آتِيهَا إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ هَذِهِ الشِّيعَتَيْنِ فَأَبَتْ إِلَّا مُضِيًّا قُلْتُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا انْطَلَقْتَ فَانْطَلَقْنَا فَسَلَّمْنَا فَعَرَفَتْ صَوْتَ حَكِيمٍ فَقَالَتْ مَنْ هَذَا قُلْتُ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ قُلْتُ أَخْبِرِينَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّهُ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ فَعَرَضَ لِي الْقِيَامُ فَقُلْتُ أَخْبِرِينَا عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّهَا كَانَتْ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ أُنْزِلَ أَوَّلُ السُّورَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَحُبِسَ آخِرُهَا فِي السَّمَاءِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ أُنْزِلَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ فَعَرَضَ لِي الْوِتْرُ فَقُلْتُ أَخْبِرِينَا عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا نَامَ وَضَعَ سِوَاكَهُ عِنْدِي فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ فَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي التَّاسِعَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي السَّابِعَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ خُلُقًا أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ وَمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَتَّى يُصْبِحَ وَلَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ صَدَقَتْكَ أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَشَافَهْتُهَا مُشَافَهَةً قَالَ فَقُلْتُ أَمَا إِنِّي لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ

১৫১৩. যুরারা (রাহি.) সুত্রে বর্ণনা করেন যে, সাদ ইবন হিশাম ইবন আমির (রাহি.) (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ইচ্ছা করে) তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন এবং মদীনায় এসে তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে তা যুদ্ধাস্ত্র ও ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করতে মনস্থ করলেন। তারপর আনসারদের একটি দলের সাথে তার সাক্ষাত হলে তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘আমাদের মধ্যকার ছয় জন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এরুপ করার ইচ্ছা করেছিলো । তখন তিনি তাদের নিষেধ করেন এবং বলেন, “আমার মধ্যে কি তোমাদের জন্য কোন আদর্শ নেই?” এরপর তিনি বছরায় চলে গেলেন এবং তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সেখানে) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বিতর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি (ইবন আব্বাস) বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিতর সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ব্যক্তি সম্পর্কে কি তোমাকে বলে দিব না?

আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি (ইবন আব্বাস) বললেন, তিনি হলেন উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রাঃ)। তাঁর কাছে গিয়ে তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, এরপর তোমাকে তিনি যা বলেন, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে। আমি তখন হাকীম ইবনু আফলাহ (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাকে বললাম: তুমি আমার সঙ্গে উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে চলো। তিনি বললেন, আমি তো তাঁর নিকট যাই না। কেননা (বিবাদমান) এ দু’টি দল থেকে আমি তাকে বারণ করেছিলাম, কিন্তু তিনি তা হতে নিবৃত্ত থাকতে অস্বীকার করেন। আমি বললাম, আমি তোমাকে (সেখানে) যাওয়ার জন্য কসম দিলাম। তখন (তিনি যেতে রাজী হলেন এবং) আমরা (আয়েশা রাঃ-এর উদ্দেশ্যে) চললাম এবং (তাঁর কাছে

গিয়ে) তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি হাকিম এর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন এবং বললেন, এটি কে? উত্তরে আমি বললাম, সা'দ ইবনু হিশাম।

তিনি (আয়িশা রা:) বললেন, কোন হিশাম ? আমি বললাম, হিশাম ইবনু আমির।

তিনি (আয়িশা রাঃ) বললেন, (হিশাম ইবনু আমির) অতি উত্তম লোক। তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

আমি (সা'দ) বললাম, আপনি আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক (স্বভাব-চরিত্র) সম্পর্কে অবহিত করুন!

তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ কর না ? আমি বললাম, হাঁ, অবশ্যই।

তিনি বললেন, সেটা (কুর'আন)-ই তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক। (সা'দ বলেন,) তখন আমার ইচ্ছে হলো যে, আমি উঠে যাই এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত না করা (মৃত্যু) পর্যন্ত কাউকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করি। তখনই আমার (মনের) কাছে 'ক্বিয়াম'-এর কথা আবির্ভূত হলো (মনে পড়লো), তাই আমি বললাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'ক্বিয়াম' (রাতের সালাত) সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন!

তিনি বললেন, তুমি কি সূরা "ইয়া আয়্যুহাল মুয্যামিল" পড়ো না? আমি বললাম, হাঁ।

তিনি বললেন, সেটাই ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'ক্বিয়াম'। এ সূরার প্রথমাংশ নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রি জাগরণ করলেন, এমনকি তাঁদের পদ্বসমূহ ফুলে যেতে লাগলো। আর এ সূরার শেষ অংশ ষোল মাস পর্যন্ত আসমানে আটকে রাখা হলো। অতঃপর তা (এ সূরার শেষ অংশ) নাযিল হলো। ফলে রাত্রি জাগরণ ফরয হওয়ার পরে আবার নফলে পরিণত হলো । (সা'দ বলেন,) তখন আমার ইচ্ছে হলো যে, আমি উঠে যাই এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা (মৃত্যু) পর্যন্ত কাউকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করি। তখনই আমার (মনের) ভেতরে 'বিতর'-এর কথা আবির্ভাব হলো, তাই আমি বললাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'বিতর' সালাত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন! তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘুমাতেন, তখন তাঁর মিসওয়াক আমার নিকট রেখে দিতেন। এরপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করতেন, তখন তাঁকে জাগিয়ে দিতেন । এরপর তিনি নয় রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। তিনি অষ্টম রাকা'আতে ব্যতীত এর মাঝে আর বসতেন না। তখন তিনি আল্লাহর 'হামদ' (প্রশংসা) করতেন, এবং তাঁর রবের কাছে দু'আ করতেন। তারপর সালাম না করেই উঠে পড়তেন এবং নবম রাকা'আত আদায় করে বসতেন এবং আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) করতেন এবং তাঁর রবের কাছে দুআ করতেন। আর একবার সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। এরপর বসে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। ফলে, হে বৎস, এ হলো মোট এগার রাকা'আত।

পরে যখন তিনি বয়ো:বৃদ্ধ হলেন এবং স্থুলদেহী হয়ে গেলেন, তখন সাত রাকাআত সালাত আদায় করতেন, যার ষষ্ঠ রাকা'আতে ব্যতীত তিনি (আর কোনও রাকা'আতে) বসতেন না। তখন তিনি

আল্লাহর ‘হামদ’ (প্রশংসা) করতেন, এবং তাঁর রবের কাছে দু’আ করতেন। তারপর সালাম না করেই উঠে পড়তেন এবং সপ্তম রাকা’আত আদায় করে বসতেন এবং আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) করতেন এবং তাঁর রবের কাছে দুআ করতেন। আর একবার মাত্র সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। এরপর বসে দু’ রাকা’আত সালাত আদায় করতেন। ফলে, হে বৎস, এ হলো মোট নয় রাকা’আত।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদ্রা প্রবল হতো, অথবা, তাঁর অসুস্থতা প্রবল হতো, তিনি দিনের বেলা বার রাক’আতসালাত আদায় করে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নীতি বা আচরণ অবলম্বন করতেন তখন তাতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা পসন্দ করতেন। আর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোর পর্যন্ত সারা রাত সালাতে দাঁড়ান নি (আদায় করেননি) এবং এক রাতে পূর্ণ কুরআন পাঠ করেননি এবং এবং রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে পুরো মাস সাওম পালন করেননি।

(সাদ র) বলেন,) এরপর আমি ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং (আয়িশা রাঃ বর্ণিত হাদীস) তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তিনি তোমাকে যথার্থই বলেছেন। জেনে রাখো, আমি যদি তাঁর নিকট যেতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই আমি (তাঁর কাছে গিয়ে) সরাসরি তাঁর মুখে এ হাদীস শুনে আসতাম। তিনি (সা’দ রাহি.) বলেন, আমি বললাম, জেনে রাখুন, আমি যদি বুঝতে পারতাম যে, আপনি তাঁর কাছে যান না, তবে তাঁর হাদীস আমি আপনার নিকট বর্ণনা করতাম না।[1]

[1] তাহক্বীক; এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৪৭১৪; তার সুত্রে মুসলিম, (সালাতুল মুসাফিরীন) ৭৪৬; নাসাঈ, (কিয়ামুল লাইল ৩/২৪১-২৪২; আবু আওয়ানাহ ২/৩২১-৩২২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৬৫০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং২৪২০, ২৪২৩, ২৪৩১, ২৪৬৭, ২৫৫১ তে। এ বাবের অন্যান্য টীকাসমূহও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১৪)

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ

১৫১৪. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ফরয সালাতের পরে সর্বোত্তম সালাত হলো মধ্যরাতের সালাত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** যিয়াদ ইবনু আওফ মাতরূক (পরিত্যক্ত রাবী)। তবে হাদীসটি মুসলিমে বর্ণিত সহীহ্ হাদীস। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম, (সিয়াম) ১১৬৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ

দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩৯২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৬৩, ৩৬৩৬ তে। এছাড়া এটি হাকিমও ১/৩০৭ এ বর্ণনা বর্ণনা করেছেন, তবে সেটি (বুখারী ও মুসলিমের) বাদ পড়া হাদীস নয় বরং মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন, যা পূর্বে দেখলাম।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

১৫১৫. উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি (রাতে) তার নিয়মিত ওয়াযীফা বা তার অংশ বিশেষ আদায় করতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়ল এবং পরে ফজর সালাত ও যুহর সালাতের মধ্যবর্তী সময় তা পড়ে নিল, তবে তার জন্য তেমনই লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে তা রাতেই পড়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, (সালাতুল মুসাফিরীন) ৭৪৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৬৪৩ তে। এছাড়াও, আহমাদ ১/৩২; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/১৮৫; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ১১৭১; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৮/৩২৬ সকলেই সহীহ সনদে; দাওলাবী, আল কুন্নী ২/১২; তাবারাণী, আস সগীর ২/৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ لِنِصْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ أَوْ يَنْصَرِفَ الْقَارِئُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ

১৫১৬. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক রাতেই শেষ অর্ধেকের সময় কিংবা শেষ এক-তৃতীয়াংশের সময় আল্লাহ তা’আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন : “কে আছে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে আমার কাছে যাঞ্চা করবে, আমি তাকে তা দেব। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।” ফজর (সুবহে সাদিক) উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা ইমাম ফজরের সালাতের কিরা’আত সমাপ্ত না করা পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে “[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, (তাহাজ্জুদ)১১৪৫; মুসলিম (সালাতুল মুসাফিরীন) ৭৫৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৮০, ৫৯৩৬, ৫৯৩৭, ৬১৫৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯১৯, ৯২০ তে।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১৭)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ صَاحِبَا أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ حَتَّى الْفَجْرِ

১৫১৭. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালীন প্রত্যেক রাতেই বরকতময় নামের অধিকারী আমাদের রব দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন : “কে আছে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কে আছে আমার কাছে যাঞ্চা করবে? আমি তাকে তা দেব।” ফজর (সুবহে সাদিক) পর্যন্ত (এভাবেই চলতে থাকে)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি। ইবনু খুযাইমা, আত তাওহীদ ১/৩০১ নং ১৯২ (১৫) তে বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১৮)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ

১৫১৮. নাফি’ ইবনু জুবাইর ইবনু মুত’ঈমের পিতা (জুবাইর ইবনু মুত’ঈম) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তা’আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন : “কোন যাঞ্চাকারী আছে কি, আমি তাকে তা দেব? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৪০৮, ৭৪০৯ তে, চাইলে সেখানে দেখুন। এছাড়াও, আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ: ২৭৭; ইবনু খুযাইমা, আত তাওহীদ ১/ ৩১৫ নং ১৯৭ (৩৯); ইবনু আবী আসিম, আস সুন্নাহ নং ৫০৭; বাইহাক্বী, আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ৪৫১। ... এ ধরণের হাদীস সম্পর্কে আওযাঈ, মালিক, সুফিয়ান সাওরী, লাইছ ইবনু সা’দ রাহি. বলতেন: “যেভাবে বর্ণিত আছে সেভাবেই তারা তা বর্ণনা করতেন, কোনো ধরণ বা প্রকৃতি বর্ণনা ব্যতীতই।”

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫১৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى مِنْ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثَاهُ هَبَطَ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَقُولُ لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

১৫১৯. রিফা’আহ ইবনু ’উরাবাহ আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন রাতের অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ তা’আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, এরপর বলতে থাকেন : “আমার বান্দা আমি ব্যতীত আর কারো কাছে চাইবে না। কে আছে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কে আছে

আমার কাছে যাঞ্চা করবে? আমি তাকে তা দান করব।” ফজর (সুবহে সাদিক) উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত (এভাবেই চলতে থাকে)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/১৬; ইবনু মাজাহ(ইক্বামাতুস সালাত) ১৩৬৭; আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ: ২৭৫, ২৭৬; ইবনু খুযাইমা, আত তাওহীদ ১/৩১২; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২০)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رِفَاعَةَ أَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

১৫২০. আতা ইবনু ইয়াসার হতে রিফা’আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/১৬; আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ: ২৭৫, ২৭৬; ইবনু খুযাইমা, আত তাওহীদ ১/৩১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ فَذَكَرَ النُّزُولَ

১৫২১. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধাংশ (অতিক্রান্ত) হয়, ... ।” এরপর তিনি ‘নুযূল’ (মহান আল্লাহর অবতরণের হাদীস) বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে দু’টি ত্রুটি রয়েছে: মুহাম্মদ ইবনু হুমাইদ যঈফ এবং ইবনু ইসহাক এটি ‘আন আন’ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমি বলছি: এটি সহীহ সনদে পরবর্তী হাদীসের পরেই সামনে বর্ণনা আসছে ১৫২৬ (অনূবাদে ১৫২৩) নং এ। তাখরীজ: ((মুহাক্বিক্ব এর

কোনো তাখরীজ দেননি। তবে এটি যেহেতু সামনে ১৫২৩ আসছে, তাই তাখরীজের জন্য সেখানে দেখা যেতে পারে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أُمِّ صُبَيَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ هَبَطَ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ يَقُولُ قَائِلٌ أَلَا سَائِلٌ يُعْطَى أَلَا دَاعٍ يُجَابُ أَلَا سَقِيمٌ يَسْتَشْفِي فَيُشْفَى أَلَا مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ

১৫২২. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হতো, তবে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রতি সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম এবং সর্বশেষ ঈশার সালাতকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে দিতাম। কেননা, যখন রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ তা’আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। আর ফজর (সুবহে সাদিক) উদিত হওয়া পর্যন্ত সেথায় অবস্থান করতে থাকেন।(এ সময়) একজন আহবানকারী বলতে থাকেন : “ কোনো যাচ্ঞাকারী কি নাই, (যে যাচ্ঞা করবে), ফলে তাকে (তার প্রার্থিত জিনিস) প্রদান করা হবে? কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কি নাই, যে তার রোগমুক্তি কামনা করবে, আর তাকে রোগমুক্তি দান করা হবে? কোনো ক্ষমাপ্রার্থী কি নাই, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, ফলে তাকে ক্ষমা করা হবে?”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৫৭৬ ও পরবর্তী হাদীসটির সনদও একই। পূর্বের ১৫১৯, ১৫১৬ নং হাদীসও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

১৫২৩. উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী রাফি’র পিতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্তদাস আবী রাফি’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, তিনি আলী ইবনু আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৫৭৬ তে, এর পূর্বর্তী হাদীসটি সহ, যার সনদ একই।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২৪)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالْبَعْثُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

১৫২৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে যখন দাঁড়াতেন, তখন দু’আয় বলতেন- “ইয়া আল্লাহ! আপনারই জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং এ দু’য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর নূর। আর আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনিই আসমানসমূহ, যমীন এবং এসবের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর (‘ক্বইয়্যুম’) তত্ত্বাবধায়ক। আর আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান যমীন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর মালিক। আপনিই চির সত্য। আপনার বাণী সত্য; আপনার ওয়াদা চির সত্য; আপনার সাক্ষাত সত্য; জান্নাত সত্য; জাহান্নাম সত্য; পুনুরুত্থান সত্য;

নবীগণ সত্য; মুহাম্মাদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছেই আমি আত্মসমর্পণ করলাম; আপনার প্রতি ঈমান আনলাম; আপনার উপরেই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করালাম, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম; আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিপ্ত হলাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য-গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আর আপনার শক্তি ও ক্ষমতা ব্যতীত আর কারো কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী (তাহাজ্জুদ) ১১২০; মুসলিম (সালাতুল মুসাফিরীন) ৭৬৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪০৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৯৭, ২৫৯৮, ২৫৯৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫০৩ তে। সেখানে আমাদের টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২৫)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

১৫২৫. আবী মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি রাতে সূরাতুল বাক্বারার শেষ দু’টি আয়াত পাঠ করবে, সেই দু’টি-ই তার জন্য যথেষ্ট হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, (ফাযাইলূল কুরআন) ৫০০৮, ৫০০৯; মুসলিম, (আস সালাতুল মুসাফিরীন) ৮০৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৮১, ২৫৭৫, ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৫৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ

১৫২৬. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোনো নবীর উচ্চস্বরে সূর দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ যেভাবে কান পেতে শ্রবণ করেন, আর কোন কিছুই তিনি এমনভাবে কান পেতে শ্রবন করেন না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সমন্বিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী (ফাযাইলূল কুরআন) ৫০২৪; মুসলিম (সালাতুল মুসাফিরীন) ৭৯২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৫৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৫১, ৭৫২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৭৯ তে। এটি সামনে ১৫৩২ নং এও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أُرَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَهُوَ يَقْرَأُ فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

১৫২৭. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু মুসা কে কুরআন পাঠ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন: তাকে দাউদ (আঃ) পরিবারের বাশরী সমুহের মধ্য থেকে এটি (অর্থাৎ সুমধুর সূর) দান করা হয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ((নাসাঈ ২/১৮০; আর আবূ মূসা হতে বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন ৫০৪৮; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৯৩; তিরমিযী ৩৮৫৫; আহমাদ ৫/৩৪৯ ও ২/৩৬৯-৪৫০। -সুনানে দারেমী'র ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত, নং ১৪৮৯। -অনুবাদক।)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭১৯৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২২৬৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৮৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

১৫২৮. সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সুন্দর সূরে কুরআন পাঠ করে না, সে আমাদের দলভূক্ত নয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ((আবু দাউদ, সালাত ১৪৭০; আহমাদ ১/১৭২-১৭৫-১৭৯; বাযযার ও তাবারাণী, যেমন মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/১৭০ এ বলা হয়েছে। আর এটি আবূ হুরাইরা হতে বুখারী বর্ণনা করেছেন।- -সুনানে দারেমী'র ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত, নং ১৪৯০। -অনুবাদক।)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২০ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮৯, ৭৪৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫২৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يُرِيدُ بِهِ الِاسْتِغْنَاءَ

১৫২৯. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "একজন নবীর সূর দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ যেভাবে কান পেতে শ্রবণ করেন, আর কোন কিছুই তিনি এমনভাবে কান পেতে শ্রবন করেন না।"আবূ মুহাম্মদ বলেন, ('কান পেতে শোনা')এর দ্বারা তিনি 'সন্তুষ্ট হওয়া' বুঝিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ১৫২৯ (অনূবাদে ১৫২৬) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩০)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَةً أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُمُ

১৫৩০. আবী সাঈদ ইবনুল মু'আল্লী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পাশ দিয়ে গেলেন (ও আমাকে ডাকলেন, তখন আমি সালাতরত ছিলাম)। ফলে তিনি বললেন: "আল্লাহ কি বলেন নি যে, "ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে, যখন তোমাদেরকে ডাক দেন।" (সূরাতুন নামল: ২৪)?" এরপর তিনি বললেন: "তুমি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই আমি কি তোমাকে কুরআনের সূরাসমূহ থেকে একটি অতি মহান সূরাহ আমি তোমাকে শিক্ষা দিব না?" এরপর তিনি যখন মসজিদ হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন বললেন: ["আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন।"] আর এটিই হলো বার বার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা কেবল আমাকেই দেয়া হয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর ৪৪৭৪; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৬৮৩৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৭৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

১৫৩১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তিনদিনের চেয়েও কম সময়ে যে ব্যক্তি কুরআন খতম করে, সে (কুরআনের) কিছুই বুঝতে পারে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ২/১৯৫; তিরমিযী, (ক্বিরা'আত) ২৯৫০; ইবনু মাজাহ (ইকামাতিস সালাত) ১৩৪৭; আবু দাউদ, (আস সালাত) ১৩৯৪; এর শাহিদ হাদীস বর্ণিত হয়েছে সাঈদ ইবনু মানছুরে সহীহ সনদে ইবনু মাসউদ রা: হতে: তোমরা সাতদিনে কুরআন খতম করো, তবে তিনদিনের কম সময়ে কুরআন পড়ো (খতম করো) না।" আয়িশা রা: হতে আবী উবাইদ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতম করতেন না।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَعْنِي يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

১৫৩২. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন (সালাতের জন্য) আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিছন ফিরে পলায়ন করতে থাকে, যাতে সে আযান শুনতে না পায়। এরপর যখন আযান শেষ হয়, তখন সে ফিরে আসে। আবার যখন সালাতের ‘ইকামাত’ হয়, তখন আবার সে পলায়ন করে। অতঃপর ‘ইকামত’ শেষ হলে সে পূনরায় ফিরে এসে লোকদের মনে কুমন্ত্রণা দিতে (স্মরণ করাতে) থাকে এবং বলে, ‘এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর।’ (এভাবে সে এমনসব বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়) যা ইতিপূর্বে তার স্মরণে আসেনি। তখন এমন হয় যে, সেই লোকটি আর মনে করতে পারে না, সে কত রাকা’আত আদায় করেছে। ফলে যখন তোমাদের কেউ এরূপ মনে করতে না পারবে যে, সে কত রাকা’আত সালাত আদায় করেছে, চার- নাকি তিন রাকা’আত, তখন সে যেন বসা অবস্থায় দু’টি (সাহু) সিজদা করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ১২৪০ (অনূবাদে ১২৩৬) নং এ গত হয়েছে। ((সহীহ বুখারী ৬০৮; সহীহ মুসলিম ৩৮৯))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد آخُذُ بِهِ

১৫৩৩. আবী সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ এরূপ মনে করতে না পারবে যে, সে কত রাকা’আত সালাত

আদায় করেছে, চার রাকা'আত- নাকি তিন রাকা'আত, তখন সে যেন দাঁড়িয়ে আরো এক রাকা'আত সালাত আদায় করে অতঃপর এরজন্য বসা অবস্থায় দু'টি (সাহু) সিজদা করে। ফলে যদি (মোট) সে পাঁচ রাকা'আত সালাত আদায় করে থাকে, তবে এ দু'টি (সাজদা) তার সালাতকে জোড় বানিয়ে দিবে। আর যদি সে চার রাকা'আত আদায় করে থাকে, তবে এ দু'টি (সাজদা) হবে শয়তানের জন্য লাঞ্ছনা (বা মাটি নিক্ষেপ) স্বরূপ।"[1]
আবু মুহাম্মদ বলেন: আমি এ মত গ্রহণ করেছি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম (মাসাজিদ) ৫৭১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৪১, ১২৪১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৬৬৩, ২৬৬৪, ২৬৬৭, ২৬৬৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مُعْتَرِضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَزِيدُ وَأَرَانَا ابْنُ عَوْنٍ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ الْعُلْيَا فِي السُّفْلَى وَاضِعًا وَقَامَ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ قَالَ فَخَرَجَ السَّرَعَانُ مِنْ النَّاسِ وَجَعَلُوا يَقُولُونَ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ يُسَمَّى ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ الصَّلَاةَ أَمْ قُصِرَتْ فَقَالَ مَا نَسِيتُ وَلَا قُصِرَتْ الصَّلَاةُ فَقَالَ أَوَ كَذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ ثُمَّ سَلَّمَ وَكَبَّرَ فَسَجَدَ طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ مَا سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْصَرَفَ

১৫৩৪. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিবাভাগের দুই ওয়াক্ত সালাতের কোন এক সালাত (অর্থাৎ যোহর কিংবা আসরের সালাত) আদায় করলেন। কিন্তু দুই রাকা'আত আদায় করার পরই সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি রাগান্বিত মনে মসজিদের মধ্যস্থানে স্থাপিত একটি (খেজুর) কাষ্ঠখণ্ডের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন।
ইয়াযীদ (বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা ইবনু আউনকে তার দু' হাতের তালুর একটিকে অপরটির পিঠের উপর স্থাপন করতে দেখলাম। এরপর তিনি সবচেয়ে লম্বা আঙ্গুলটিকে সবচেয়ে নিচু আঙ্গুলটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে রেখে দিলেন।তিনি বলেন, তাড়াহুড়াকারী লোকেরা তো এ কথা

বলতে বলতে দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো যে, সালাতকে কমিয়ে দেয়া হয়েছে, সালাতকে কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এই সময় সবার মাঝে আবু বকর ও উমারও ছিলেন। কিন্তু (এই পরিস্থিতিতে) তারা কেউই কোনো কথা বলছিলেন না। অতঃপর যুলইয়াদাইন নামে পরিচিত লম্বা হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি সালাত ভুলে গিয়েছেন- নাকি সালাতকেই কম করে দেয়া হয়েছে?

একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "আমি ভূলেও যাইনি, আবার সালাতকেও সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়নি।" তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কি সেরকমই?" (সে যা বলছে, তা কি ঠিক?) সবাই জবাব দিলো, হাঁ। (সে যা বলেছে সত্য বলেছে।) তখন তিনি সালাতের বাকী অংশ আদায় করে সালাম ফিরালেন। এর পর তাকবীর বলে লম্বা সিজদা করলেন এবং তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। তারপর আবার তাকবীর বলে অনুরূপ সিজদা করলেন এবং তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। এরপর তিনি (সালাত) সমাপ্ত করলেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, (সালাত) ৪৮২; মুসলিম (মাসাজিদ) ৫৭৩; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৫৮৬০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৪৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী ১০১৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيُّ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ أَقُصِرَتْ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُحَدِّثْنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّاسَ يَقَّنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَيْقَنَ

১৫৩৫. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর কিংবা আসরের সালাত আদায় করলেন। কিন্তু সেই সালাতের দুই রাকা'আত আদায় করার পরই তিনি সালাম ফিরালেন। অতঃপর 'যুশিমালাইন' নামে পরিচিত ইবনু আব্দু আমর ইবনু নাদ্বলাহ আল খুযাঈ, যে বনী যুহরাহ গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল, সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, সালাতকেই কম করে দেয়া হয়েছে - নাকি আপনিই ভুলে গিয়েছেন? (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "আমি ভূলেও যাইনি, আবার (সালাতকে) সংক্ষিপ্তও করে দেয়া হয়নি।"
তখন 'যুশিমালাইন' বললো, হে আল্লাহর রাসূল, এতদুভয়ের কোনো একটি তো হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের দিকে ফিরে বললেন: "যুলইয়াদাইন' কি ঠিক বলেছে?"সবাই জবাব দিলো, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে সালাত পূর্ণ করলেন। আর তাদের মধ্যে আর কেউই বর্ণনা করেননি যে, 'ঐ সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা অবস্থায় দু'টি সাজদা করলেন।' এর কারণ হিসেবে যা ধারণা করা হয় - আসলে আল্লাহই ভাল জানেন-, তাহলো এই যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিতরূপে সেটি জানতে না পারেন, তখন লোকেরা তাঁকে (বিষয়টি) নিশ্চিত করে দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ লাইছের কাতিব আব্দুল্লাহ ইবনু লাইছের কারণে। ((তবে হাদীসটি সহীহ। আগের হাদীসটি দেখুন)) তাখরীজ: আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩৬)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

১৫৩৬. আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলেন। যখন তাকে (বিষয়টি) বলা হলো, তখন তিনি দু'টি সাজদা করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, (সালাত) ৪০১; মুসলিম (মাসাজিদ) ৫৭২; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৫০০২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৬৫৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী ৯৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩৭)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ وَقَامَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ نَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ

১৫৩৭. আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করার সময় দুই রাকাতের পর না বসে (ভুলবশত: তৃতীয় রাকাতের) জন্য দন্ডায়মান হন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। সালাত শেষে আমরা যখন তাঁর সালামের অপেক্ষায় ছিলাম, তখন তিনি তাকবীর দিয়ে বসা অবস্থায় সালামের পূর্বে দুইটি সিজদা করেন অত:পর তিনি সালাম ফিরান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, (আযান) ৮২৯; মুসলিম (মাসাজিদ) ৫৭০; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ২৬৩৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ الْوَهْمِ ثُمَّ سَلَّمَ

১৫৩৮. ইবন বুহায়না হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহর কিংবা আসরের সালাত আদায় করার সময় দুই রাকাতের পর না বসে (ভুলবশত: তৃতীয় রাকাতের) জন্য দন্ডায়মান হন এবং তিনি (বসার জন্য) প্রত্যাবর্তন করেননি, এমনকি তিনি (এভাবেই) তাঁর সালাত শেষ করেন। এরপর তিনি ভুলের জন্য দুইটি সিজদা করেন অত:পর তিনি সালাম ফিরান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, (সাহু) ১২২৫; মুসলিম (মাসাজিদ) ৫৭০; এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৩৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزِيدُ يُصَحِّحُونَهُ

১৫৩৯. যিয়াদ ইবনু ‘ইলাকাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগীরাহ ইবনু শু’বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করার সময় দুই রাকাতের পর না বসে (ভুলবশত: তৃতীয় রাকাতের জন্য) দন্ডায়মান হন। ফলে এজন্য তাঁর পিছনের মুসল্লীগণ তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি তাদেরকে ইশারায় দাঁড়িয়ে যেতে বলেন। এরপর তিনি তাঁর সালাত শেষ করে সালাম ফিরান এবং তিনি ভুলের জন্য দুইটি সাহু (ভূলের) সিজদা করেন অত:পর সালাম ফিরান এবং বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সঙ্গে (সালাত আদায়ের সময়) এরূপ করেছেন।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উতবাহ আল মাসউদী হতে শ্রবন করা হতে ইয়াযীদ ইবনু হারুণ পিছিয়ে রয়েছে। তাখরীজ: আহমাদ ৪/২৪৭, ২৫৩, ২৫৪; আবু দাউদ (সালাত) ১০৩৬, ১০৩৭; তিরমিযী, আস সালাত ৩৬৫; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৪/১৭২; আব্দুর রাযযাক নং ৩৪৮৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪০)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَا ثُكْلَاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسْكِتُونَنِي قُلْتُ مَا

لَكُمْ تُسْكِتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ قَالَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَكِنْ قَالَ إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ

১৫৪০. মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে কোনো একটি সালাত আদায় করেছিলাম। ইত্যবসরে লোকদের মধ্য থেকে একজন হাঁচি দিল। ফলে আমি বললাম, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। তিনি বলেন, তখন লোকেরা আড়চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি বললাম "আমার মায়ের পুত্র বিয়োগ হোক! তোমরা আমার প্রতি (এভাবে) তাকাচ্ছো কেন? তখন তারা তাদের উরুর উপর হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি বললাম, তোমরা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছো কেন? যাহোক, আমি চুপ হয়ে গেলাম। তিনি বলেন, অতঃপর যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করলেন, আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি কোনো শিক্ষাদাতাকে তার মতো এত সুন্দর করে শিক্ষা দান করতে পূর্বেও কখনো দেখিনি, তাঁর পরেও কখনো দেখিনি। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে মারলেন না, ধমক দিলেন না, গালিও দিলেন না। বরং তিনি বললেন: "আমাদের এ সালাতে কোনো লোকের কোনো কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে- তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, মাসাজিদ ৫৩৭; নাসাঈ, সাহু ৩/১৪-১৮; আবু আউয়ানাহ ২/১৪১; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/৪৪৬; তাবারাণী, আল কাবীর ১৯/৪০১ নং ৯৪৫, ৯৪৭; বাইহাকী, আস সালাত ২/২৪৯; খতীব, ফাকিহ ওয়াল মুতাফাকিহ নং ৯৮২; আহমাদ ৫/৪৪৭, ৪৪৮; ইবনু আবী শাইবা ২/৪৩২; আবু দাউদ, আস সালাত ৯৩০; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৭২৬; ইবনুল জারুদ নং ২১২; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৩/১৪৯ ও ৪/৪; তায়ালিসী ১/১০৭ নং ৪৮৬; আমরা এটি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৫,২২৪৭, ২২৪৮ তে। আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ১/২৮০, ২৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪১)

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنَحْوِهِ

১৫৪১. (অপর সূত্রে) মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অনূরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৪৪৭, ৪৪৮। এটি আগের হাদীসের পূনরাবৃত্তি। সেখানে পূর্ণ তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَحْيَى وَالْأَسْوَدَيْنِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ

১৫৪২. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সালাতরত অবস্থায় দু'টি কালো প্রাণিকে মেরে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন। ইয়াহইয়া বলেন: কালো রং এর প্রাণী দু'টি হলো: সাপ ও বিচ্ছু।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৫১, ২৩৫২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৫২৬, ৫২৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ قَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوهَا

১৫৪৩. ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন: ["যদি তোমরা আশংকা করো, তবে তোমরা তোমাদের সালাত সমূহ 'কসর' করলে এতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।" (সূরা: নিসা: ১০১)] আর এখনতো লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছে! (ফলে, এখনতো আর সালাত কসর করার প্রয়োজন নেই!)তখন তিনি বললেন: যে ব্যাপারটিতে তুমি বিস্মিত হচ্ছো, আমিও তাতে বিস্মিত হয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে (এটি) তোমাদের জন্য একটি সাদাকা (বিশেষ দান)। তাই তোমরা সেটি কবুল করো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৬৮৬; পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৩৯, ২৭৪০, ২৭৪১। এছাড়াও, ফাসওয়ী, আল মা'রেফাতুত তারীখ ২/২০৫; খতীব, আল মাওদিহ ১/৩০৪; ইবনু আবী শাইবা ২/৪৪৭; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা নং ১৪৬; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৪/২৬৬-২৬৭; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১০২৪; ইবনুল আ'রাবী, মু'জাম নং ৯৩২; আব্দুর রাযযাক নং ৪২৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَعُمَرُ رَكْعَتَيْنِ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ

১৫৪৪. সালিমের পিতা (ইবনু উমার) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। (অর্থাৎ কসর করেছেন) আবূ বাকর দু' রাকা'আত, উমার দু' রাকা'আত এবং উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম তাঁর শাসনামলের প্রথমভাগে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। এর পরবর্তীতে তিনি (উছমান) সালাত সম্পূর্ণ (তথা চার রাকা'আত) আদায় করেছেন।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তাক্বসীরুস সালাত ১০৮২; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৬৯৪; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ২৭৯৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৪৩, ২৭৪৪, ২৭৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْنَا مَعَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

১৫৪৫. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চার রাকা'আত সালাত আদায় করলাম। এরপর তাঁর সাথে 'যুল হুলাইফা'-তে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, (তাক্বসীরুস সালাত) ১০৮৯; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৬৯০; পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪৬)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

১৫৪৬. ইবরাহীম ইবনু মায়সারাহ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় চার রাকা'আত এবং 'যুল হুলাইফা'-তে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, (তাক্বসীরুস সালাত) (১০৮৯) ১৫৪৬, ১৫৪৭, ১৫৪৮; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৬৯০; পূর্ববর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ فَقُلْتُ مَا لَهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ

১৫৪৭. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় সালাতকে দু' রাকা'আত করে ফরয করা হয়। অতঃপর সফরে সালাতকে সেভাবেই (দু' রাকা'আত) বজায় রাখা হয়েছে এবং নিজ আবাসে সালাতকে পূর্ণ (চার রাকা'আত) করা হয়েছে।
(বর্ণনাকারী যুহুরী বলেন) আমি (উরওয়া কে) বললাম, তিনি নিজে সফরে পূর্ণ সালাত (চার রাকা'আত) আদায় করেন কেন?তিনি (উরওয়া) বললেন: উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তিনিও (আয়িশা রা:) সেভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, (তাক্বসীরুস সালাত) ৩৫০, ১০৯০; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৬৮৫; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ২৬৩৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৩৬, ২৭৩৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقْصُرُ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ وَذَلِكَ فِي حَجِّهِ

১৫৪৮. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (হাজ্জের সফরে) বের হলাম। তখন আমরা মক্কায় না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি সালাত কসর করে যাচ্ছিলেন। আর তিনি সেখানে দশদিন অবস্থান করলেন এবং আর ফিরে না আসা পর্যন্ত কসর করতে থাকলেন। আর সেটি ছিল তাঁর হাজ্জে (এর সফর)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, (তাক্বসীরুস সালাত) ১০৮১; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৬৯৩; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৫১, ২৭৫৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৪৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ

১৫৪৯. ’আলা ইবনুল হাযরামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “হাজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করার পরে মুহাজিরগণের জন্য মক্কায় অবস্থান হবে তিনদিন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত

বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, (মানাক্বিবুল আনসার) ৩৯৩৩; মুসলিম, আল হাজ্জ ১৩৫২; এছাড়াও, ইবনু ক্বনি', মু'জামুস সাহাবাহ নং ৮৩৭; আব্দুর রাযযাক নং ৮৮৪২; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯০৬, ৩৯০৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৬৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُهَاجِرِينَ أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَقُولُ بِهِ

১৫৫০. 'আলা ইবনুল হাযরামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'তাওয়াফুস সদর' সম্পন্ন করার পরে মুহাজিরগণের জন্য মক্কায় তিনদিন অবস্থানের অনুমতি দিয়েছেন।"[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন: এটি আমারও মত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। 'সদর সম্পন্ন করার পরে' অর্থ: হাজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করার পরে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

১৫৫১. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনের উপর থাকা অবস্থায় পূর্ব দিকে ফিরেও সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু যখন তিনি ফরয সালাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি বাহন থেকে নেমে যেতেন এবং কিব্‌লামুখী হতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী , তাক্বসীরুস সালাত ১০৯৯; মুসলিম, মাসাজিদ ৫৪০; ((আবু দাউদ, সালাতুস সফর

১২২৭; তিরমিযী, সালাত ৩৫১; নাসাঈ, সাহু ৩/২৬- ফাওয়ায আহমাদ এর দারেমী, ১৫১৪ নং এর টীকা দ্র:- অনুবাদক))। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২১২০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২১২০ ((এটি মুদ্রণজনিত ভূল হতে পারে, এটি মুলত: রয়েছে ২৫০৮, ২৫১০, ২৫১১, ২৫১২ নং এ- অনুবাদক)) তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَيُومِي بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

১৫৫২. আমির ইবনু রাবী'আ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি, বাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বাহনের মুখ যেদিকেই ফিরানো থাকতো, তিনি সেদিকে ফিরেই মাথা দিয়ে ইশারা করে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয সালাতে এরূপ করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহের মুখস্তশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। তবে (হাদীসটি সহীহ) এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী , তাক্বসীরুস সালাত ১০৯৩; মুসলিম, মাসাজিদ ৭০১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২০২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

১৫৫৩. মু'আয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের বছরে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বের হয়েছিলাম। সে সময়ে তিনি সালাত জমা' (একত্রিত) করতেন: (অর্থাৎ) যুহর ও আসর সালাত একত্রে আদায় করতেন এবং (তাঁবুতে)

প্রবেশ করতেন; অতঃপর (সময় হলে) আবার তিনি (তাঁবু হতে) বের হয়ে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭০৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৪৫৮, ১৫৯১, ১৫৯৫ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ৫৪৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫৪)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

১৫৫৪. আবী আইয়্যুব আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বিদায় হাজ্জে মুযদালিফা'র) 'জাম'আ' নামক স্থানে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী , হাজ্জ ১৬৭৪; মুসলিম, হাজ্জ, ১২৮৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৫৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৮৭ তে। এছাড়া এটি সামনে ১৯২৫ নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

১৫৫৫. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন (সফরে) দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলতেন, তখন মাগরিব ও ঈশার সালাত একত্রে আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত

বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী , তাক্বসীরুস সালাত ১০৯১; মুসলিম, সালাতুল মুসাফির, ৭০৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৫৪২২, ৫৪৩০, ৫৪৮৫। এটি সামনে ১৯২৬ নং এও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَا صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةِ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْعِشَاءَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ

১৫৫৬. হাকাম ও সালামা ইবনু কুহাইল উভয়ে বর্ণনা করেন, সাঈদ ইবনু জুবাইর ‘জাম’আ’ নামক স্থানে আমাদেরকে নিয়ে এক ইকামতে মাগরিবের তিন রাকা’আত সালাত আদায় করলেন। এরপর সালাম ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ঈশার দুই রাকা’আত (কসর) সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তিনি (ইবনু উমার) এ স্থানে তাদেরকে সাথে নিয়ে এরূপ করেছেন। আর ইবনু উমার রা: বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্থানে এরূপ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, তাক্বসীরুস সালাত ১০৯২; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, ১২৮৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৮৫৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫৭)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

১৫৫৭. শু’বাহ রাহি. তাঁর সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنَيْ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا بِالنَّهَارِ ضُحًى ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ لِلنَّاسِ

১৫৫৮. কা’ব ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সকাল বেলায় (দু’হা’র সময়) সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন। এরপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দু’ রাকা’আত সালাত আদায় করতেন, অতঃপর লোকদের জন্য বসতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী , জিহাদ ৩০৮৮; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, ৭১৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৭০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৫৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَ طَائِفَةٌ مِنَّا مَعَهُ وَأَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَرَكَعَ بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ

১৫৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নাজদের দিকে একটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখী সমান্তরালভাবে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। একদল তাঁর সঙ্গে সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্য একটি দল শত্রুর মুখোমুখী অবস্থান নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যারা ছিলেন তিনি তাঁদের নিয়ে একটি রুকু ও দু’টি সিজদা করলেন। এরপর এ দলটি

যারা সালাত আদায় করেনি, তাঁদের স্থানে চলে গেলেন এবং যারা সালাত আদায় করেনি, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে এগিয়ে এলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সঙ্গে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা করলেন এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরালেন। এরপর মুসলিমগণের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে নিজে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা (সহ সালাত শেষ) করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী , সালাতুল খওফ ৯৪২; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, ৮৩৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৭৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً وَيَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَيَقْضُونَ رَكْعَةً لِأَنْفُسِهِمْ

১৫৬০. সাহল ইবনু আবী হাছমাহ থেকে বর্ণিত, তিনি সালাতুল খাওফ (ভীতিকালীন সালাত) সম্পর্কে বলেন, ইমাম একদলকে নিয়ে সালাত আদায় করবেন এবং অপর দল শত্রুর মুখোমুখি অবস্থানে থাকবেন। ফলে তিনি (ইমাম) তাঁর সঙ্গের লোকদের নিয়ে এক রাকা'আত সালাত আদায় করবেন এবং এরা (সালাত আদায়কারী দলটি) তাদের সাথী (যে দলটি এখনও সালাত আদায় করেননি)-দের কাতারের স্থানে চলে যাবে এবং তারা (যে দলটি এখনও সালাত আদায় করেননি) চলে আসবেন এবং (তিনি) ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকা'আত সালাত আদায় করবেন। আর তারা (বাঁকী) এক রাকা'আত নিজে নিজে আদায় করে নিবেন।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, মাগাযী ৪১৩১; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, ৮৪১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৮৫, ২৮৮৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১৫৬১. (অপর সূত্রে) সাহল ইবনু আবী হাছমাহ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনূরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, ৮৪১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২৯৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৯০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَأَحْسَنَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

১৫৬২. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: খন্দকের যুদ্ধের দিন আমাদেরকে (সালাত হতে) বিরত রাখা হয়েছিল এমনকি রাত নেমে এলো, কিন্তু সেটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর তা-ই হলো আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতের বক্তব্য: ["যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহই হলেন সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (আহযাব ৩৩:২৫)] তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল -কে ইকামত দেওয়ার আদেশ করেন। তখন তিনি যুহরের সালাতের ইকামত দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াক্তের মধ্যে সে সালাত যেভাবে উত্তমরূপে আদায় করেন, তেমনিভাবে তিনি যোহরের (কাযা) সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি তাকে আদেশ দিলে সে (বিলাল) আসরের সালাতের জন্য ইকামত দেয় এবং তিনি আসরের (কাযা) সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি তাকে আদেশ দিলে সে (বিলাল) মাগরিবের সালাতের জন্য ইকামত দেয় এবং তিনি মাগরিবের (কাযা) সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি তাকে আদেশ দিলে সে (বিলাল) ঈশার সালাতের জন্য ইকামত দেয় এবং তিনি ঈশার সালাত আদায় করেন। আর এটি ছিল (যুদ্ধের) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা: ["অতঃপর যদি

তোমরা (শত্রুর ভয়ের) আশংকা করো, সে অবস্থায় পদব্রজে বা যানবাহনাদির উপর (সালাত আদায় করে নেবে)...।” সূরা: বাক্বারা ২: ২৩৯][1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ((নাসাঈ, মাওয়াক্বিত (বাব:৫৫) ও আযান (বাব:২৩); আহমাদ ৩/২৫- দারেমী, ফাওয়ায আহমাদের তাহক্বীক্বকৃত, নং ১৫২৪ এর টীকা হতে- অনুবাদক।)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২৯৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৯০; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬৩)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا

১৫৬৩. আবী মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ কোনো লোকের মৃত্যুর কারণে সংঘটিত হয় না। বরং এ দু'টি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তাই যখনই তোমরা এ দু'টিতে (চন্দ্র-সূর্যে) গ্রহণ সংঘটিত হতে দেখবে, তখনই তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হয়ে যাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, কুসূফ ১০৪১; মুসলিম, কুসূফ ৯১১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৬০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬৪)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

১৫৬৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় আট রুকূ' ও চার সিজদাসহ (দু' রাকা'আত) সালাত আদায় করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** বিচ্ছিন্নতার কারণে এর সনদ যঈফ। ... তাখরীজ: আহমাদ ১/২২৫; ইবনু আবী শাইবা ২/৪৬৭; মুসলিম, কুসূফ ৯০৮; বাইহাকী ৩/৩২৭; নাসাঈ, কুসূফ ৩/১২৮-১২৯; আরও দেখুন ১৫৬৯ নং ও পরবর্তী হাদীসের টীকা দুটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬৫)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْهُ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ قَالَ عَائِذٌ بِاللَّهِ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ يَوْمًا مَرْكَبًا فَخَسَفَتْ الشَّمْسُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَقَامِهِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَدَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ إِنِّي أُرَاكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

১৫৬৫. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট এলো। এরপর সে (মহিলাটি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে) বলল, ‘আল্লাহ তা’আলা আপনাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন।’ এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলে তাঁকে তিনি (আয়িশা) জিজ্ঞেস করলেন, লোকদেরকে কি তাদের কবরে আযাব দেওয়া হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ “(তা থেকে) আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।” (এরপর) কোন এক দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি ফিরে আসেন এবং (সাওয়ারী হতে) অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই স্থানে গেলেন যেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। তারপর (তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং) লোকেরাও তাঁর পেছনে দাঁড়ালো। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ’তে থাকলেন। তারপর (মাথা) উঠালেন, আবার দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে এ কিয়াম প্রথম কিয়ামের চাইতে স্বল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি আবার দীর্ঘ রুকূ’ করেন। তবে এ রুকূ’ প্রথম রুকূ’র চাইতে স্বল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি দু’টি সিজদা করলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে পুনরায় (প্রথম রাকা’আতের) অনুরূপ করেন। এরপর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেলো, তখন তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন। এরপর বললেন: “আমি তোমাদেরকে দেখলাম, তোমাদের কবরে

তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় ফিতনায় ফেলা হচ্ছে।”আমি তাঁকে (এও) বলতে শুনেছি: “আল্লাহুম্মা ইন্নী ’আ’উযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরী, ওয়া ’আ’উযুবিকা মিন আযাবিন নার।”[1] (অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমি জাহান্নামের আযাব হতেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, কুসূফ ১০৪৯, ১০৫০; মুসলিম, কুসূফ ৯০৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৮৪১ (বিস্তারিত টীকাসহ); সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৪০, ২৮৪১, ২৮৪২, ২৮৪৫, ২৮৪৬ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৭৯, ১৮০ তে।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬৬)

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ الْبُوَيْطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ هُوَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ صَلَاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

১৫৬৬. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় সালাত আদায় করেছেন। এরপর ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সালাত ছিল দু’ রাকা’আত। আর এ দু’ রাকা’আতের প্রত্যেক রাকা’আতে দু’টি করে রুকূ’ করেন। এরপর তিনি তাদেরকে খুতবা দেন। তিনি (খুতবায়) বলেন: “নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু’টি নিদর্শন। আর কারো মৃত্যু বা জন্মগ্রহণের কারণে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ সংঘটিত হয় না। তাই যখনই তোমরা তা (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হতে) দেখবে, তখনই ভীতিসহ আল্লাহর যিকিরের (সালাতের) প্রতি ধাবিত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের ঐকমত্য বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, কুসূফ (২); বুখারী, কুসূফ ১০৫২; মুসলিম, কুসূফ ৯০৭; বাইহাকী, মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ৭০৩৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৩২, ২৮৫৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬৭)

قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

১৫৬৭. (অপর সূত্রে) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে (অনুরূপ) বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, কুসূফ (১); বুখারী, কুসূফ ১০৪৪; মুসলিম, কুসূফ ৯০৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৮৪০, ৪৮৪১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৪০ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৭৯, ১৮০ তে। দেখুন, আগের ১৫৬৮ নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬৮)

قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَكَتْ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ

১৫৬৮. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করেছেন। এরপর তিনি (আয়িশা) বর্ণনা করেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন, যার প্রত্যেক রাকা'আতে দু'টি করে রুকূ' করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের ঐকমত্য বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, কুসূফ (৩); দেখুন, আগের হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৬৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ حِينَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ بِعَتَاقَةٍ

১৫৬৯. আসমা বিনতে আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, সূর্যগ্রহণের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের ঐকমত্য বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, কুসূফ (৪); বুখারী, আল ইলম (৮৬); মুসলিম, কুসূফ ৯০৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৫৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭০)

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

১৫৭০. (অপর সনদে) আসমা বিনতে আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের ঐকমত্য বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, আল ইতক্ব ২৫১৯; পূর্বের হাদীস ওটীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ

১৫৭১. আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, লোকদের সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে মুসাল্লা'র (সালাত আদায়ের মাঠের) উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তাঁর চাদর উল্টে নিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ইসতিসক্বা ১০০৫; মুসলিম, ইসতিসক্বা ৮৯৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৬৪, ২৮৬৫, ২৮৬৬, ২৮৬৭ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪১৯, ৪২০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭২)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا

১৫৭২. আব্বাদ ইবনু তামীমের চাচা (আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ) বর্ণনা করেন যে, লোকদের সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে মুসাল্লা'র (সালাত আদায়ের মাঠের) উদ্দেশ্যে বের হলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন, এরপর তিনি ক্বিবলা (কিবলা/কেবলা)মুখী হলেন এবং তাঁর চাদরটি উল্টে নিলেন, তখন তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসের পূনরাবৃত্তি। বুখারী, ইসতিসকা, ১০২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭৩)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ

১৫৭৩. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইসতিসক্বা'র (বৃষ্টি জন্য) দু'আয় ব্যতীত আর কোথাও (কোনো দু'আয়) দু'হাত তুলতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ইসতিসকা, ১০৩১; মুসলিম, ইসতিসকা ৮৯৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯৩৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৬৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭৪)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

১৫৭৪. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ জুমু’আ’র (সালাতে) আসে, সে যেনো গোসল করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। আর এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, জুমু’আ ৮৭৭; মুসলিম, জুমু’আ ৮৯৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৮০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২২৩, ১২২৪, ১২২৫, ১২২৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬২০, ৬২১, ৬২২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭৫)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

১৫৭৫. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর জুমু’আ’র দিন গোসল করা ওয়াজিব।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। আর এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, আযান ৮৫৮; মুসলিম, জুমু’আ ৮৪৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৭৮, ১১০০, ১১২৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২২৮, ১২২৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৫৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১৫৭৬. (অপর সনদে) আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনূরুপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ أَنْ تَوَضَّأْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَقَالَ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

১৫৭৭. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি (মসজিদে) প্রবেশ করলো। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে ইঙ্গিতে কিছু বললেন। অতঃপর জবাবে লোকটি বললো: হে আমীরুল মু'মিনীন! আযান শুনার পর আমি উযূ ব্যতীত আর বেশি কিছু করতে পারিনি। তখন তিনি (উমার) বললেন: আর কেবলমাত্র উযুই? তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শোনোনি: "যখন তোমাদের কেউ জুমু'আ'র (সালাতে) আসে, সে যেনো গোসল করে"?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জুমু'আ, ৮৭৮; মুসলিম, জুমু'আ ৮৪৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৩০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭৮)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ

১৫৭৮. সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন উযূ করে, সে কতই না উত্তম কাজ করে। আর যে ব্যক্তি গোসল করে- তবে (প্রকৃতপক্ষে) সেটিই তো সর্বোত্তম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে সামুরাহ হতে হাসানের কিছু শ্রবণ করা সাব্যস্ত নয়। (ফলে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৯৭; আহমাদ ৫/২২; খতীব, তারীখ বাগদাদ ২/৩৫২; বাইহাকী, তাহারাত ১/২৯৫; আবু দাউদ, তাহারাত ৩৫৪; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/১১৯; তাবারাণী, আল কাবীর ৭/১৯৯ নং ৬৮১৭; বাইহাকী, মা'রেফাতুস সুনান নং ২১০৪, ৬৩৭৪; ইবনু আব্দুল বারর, তামহীদ ১০/৭৯; নাসাঈ, জুমু'আ ৩/৯৪; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ১৭৫৭; তিরমিযী, সালাত ৪৯৭; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৩৩৫; আব্দুর রাযযাক নং ৫৩১১ মুরসাল হিসেবে বিশ্বস্ত রাবীগণের সূত্রে; তিরমিযী বলেন: সামুরা'র হাদীসটি হাসান।'... আমি বলছি: এ বাবে আনাস, জাবির, আবী সাঈদ, ইবনু আব্বাস, আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা একত্রিত করেছি ও তাখরীজ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩০৯২, ৩০৯৩, ৩০৯৪, ৩০৯৫, ৩০৯৬ তে। আরও দেখুন, আনাস রা: এর হাদীসটি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৩৩১ তে। মুলত: এ সকল হাদীসের কোনেটির সনদই দূর্বলতা হতে মুক্ত নয়। তবে সবগুলি সনদ সামগ্রিকভাবে হাদীসটিকে শক্তিশালী করে এবং একে হাসান পর্যায়ে উন্নীত করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৭৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

১৫৭৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী সালমান ফারিসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, এরপর (মসজিদে) চলে যায় এবং দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, তারপর তার ভাগ্যে নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং যখন ইমাম (খুতবা দেওয়ার জন্য) বের হন, তখন চুপ থাকে, তা হলে এ জুমু'আ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী তার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জুমু'আ, ৮৮৩, ৯১০; বাইহাকী, জুমু'আ ৩/২৩২; ইবনু আবী শাইবা ২/১৫২; তায়ালিসী ১/২৪২ নং ৬৭৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৭৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

১৫৮০. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন ফজর সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ["তানযীল..." আস সিজদা] এবং ["হাল আতা আলাল ইনসান"]।[1] (আল ইনসান: ১)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জুমু'আ, ৮৯১; মুসলিম, জুমুআ ৮৮০; নাসাঈ, ইফতিতাহ ২/১৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي جَزُورًا ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي شَاةً فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طُوِيَتْ الصُّحُفُ وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

১৫৮১. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "জুমু'আর দিন আগে আগে মসজিদে আগমণকারী ব্যক্তি একটি মোটাতাজা উট কুরবানীকারীর ব্যক্তির ন্যায়। এরপর যে আসে সে একটি গাভী কুরবানীকারীর ব্যক্তির ন্যায়। তারপর আগমণকারী ব্যক্তি একটি মেষ কোরবানিকারীর ন্যায়। এরপর ইমাম যখন মিম্বারে বসে যান তখন ফিরিশতাগণ তাঁদের খাতা গুটিয়ে নেন এবং মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনতে থাকেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জুমু'আ, ৮৮১; মুসলিম, জুমুআ ৮৫০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসানাদুল মাউসিলী নং ২৭৭৪, ২৭৭৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৬৩, ৯৬৪ তে। আরও দেখুন পরবর্তী হাদীসটি এবং মুসনাদ আহমাদ ২/২৩৯, ২৫৯, ২৮০, ৪৯৯, ৫১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮২)

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْأَغَرِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَإِذَا رَاحَ الْإِمَامُ طَوَتْ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتْ تَسْتَمِعُ الذِّكْرَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي شَاةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً

১৫৮২. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “জুমু’আর দিন এলে মসজিদের দরজাসমূহে ফিরিশতাগণ বসে যান এবং তারা আগমনকারীদের নাম ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। ইমাম যখন বের হন তখন তারা নথিপত্র গুটিয়ে নিয়ে আলোচনা শোনার জন্য চলে আসেন।” তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন: “মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারী ব্যক্তি উট কোরবানিকারীর সমতুল্য, তারপরে আগমনকারী গরু কোরবানিকারীর সমতুল্য, তারপরে মেষ কোরবানিকারীর সমতুল্য, তারপরে আগমনকারী হাঁস কোরবানিকারীর সমতুল্য, তারপরে আগমনকারী মুরগী কোরবানিকারীর সমতুল্য, তারপরে আগমনকারী ডিম সাদাকাকারীর সমতুল্য।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: পুর্ণ তাখরীজের জন্য পূর্বের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮৩)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَبَادَرُ الظِّلَّ فِي أُطُمِ بَنِي غَنْمٍ فَمَا هُوَ إِلَّا مَوَاضِعُ أَقْدَامِنَا

১৫৮৩. যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জুমু’আর সালাত্ আদায় করতাম, তারপর ফিরে আসতাম। এরপর

আমরা বনী গনম গোত্রের দূর্গের ছায়া দিয়ে দ্রুত যেতাম। আর তখন (দেখতাম) সে ছায়াগুলি কেবলমাত্র আমাদের কদম পরিমাণে (হেলানো) থাকতো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাত্বি’ বা বিচ্ছিন্ন। তাখরীজ: তায়ালিসী ১/১৪১ নং ৬৭২; বাইহাকী, জুমু’আ ৩/১৯১; আহমাদ ১/১৬৪, ১৬৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮০ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩১৩৭। তবে এর পরবর্তী হাদীসটি এর শাহিদ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮৪)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ

১৫৮৪. আইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে তার পিতা (সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জুমু‘আর সালাত আদায় করার পর যখন ফিরে আসতাম তখন প্রাচীরের এমন কোন ছায়াই পড়তো না, যে ছায়ার নিচে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি (অর্থাৎ সূর্য ঢলে যাওয়ার পরপরই নামায পড়া হতো)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, মাগাযী, ৪১৬৮; মুসলিম, জুমুআ ৮৬০; এছাড়াও দারুকুতনী ২/১৮ নং ২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫১১, ১৫১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ يَرُدُّهُ إِلَى أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ يَرُدُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ غَدَا وَابْتَكَرَ ثُمَّ جَلَسَ قَرِيبًا مِنَ الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا كَعَمَلِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

১৫৮৫. আওস (রাঃ)হতে বর্ণিত, তিনি এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উত্তমরূপে (মাথা) ধৌত করবে এবং আগে আগে গোসল করবে, অতঃপর সকাল-সকাল মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসবে এবং (খুতবার সময়) চুপ থাকবে এবং ইমামের (খুতবা) শেষ করা পর্যন্ত যাবতীয় অনর্থক কথা (ও কাজ) হতে বিরত থাকবে, তার জন্য প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের সিয়াম পালন ও রাত জেগে সালাত আদায়ের সমান সওয়াব রয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ((আহমাদ ৪/১০৪; আবু দাউদ, তাহারাত ৩৪৫; ইবনু মাজাহ, ইকামাতিস সালাত ১০৮৭; বাগাবী শারহুস সুন্নাহ ১০৬৪, ১০৬৫; হাকিম ১/২৮২; তিরমিযী, সালাত ৪৯৬; নাসাঈ ৩/৯৫-৯৬; ইবনু খুযাইমা ১৭৬৭- আরনাউত্বের তাহক্বীক্বকৃত "আল ইহসান" এর ২৭৮১ নং হাদীসের টীকা হতে- অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৮১ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৫৫৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮৬)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

১৫৮৬. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় যদি তুমি তোমার সাথীকে বল, 'চুপ থাকো', তবে তুমিও অনর্থক কাজ করলে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। হাদীসটি বুখারী মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, জুমু'আ, ৯৩৪; মুসলিম, জুমুআ ৮৫১; মালিক, জুমু'আ (৬)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৪৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৯৩, ২৭৯৫ ও মসনাদুল হুমাইদী নং ৯৯৬। এছাড়া পরবর্তী হাদীস দু'টিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮৭)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

১৫৮৭. (অপর সনদে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় যদি তুমি তোমার সাথীকে বল, 'চুপ থাকো', তবে তুমিও অনর্থক কাজ করলে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। হাদীসটি বুখারী মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: পূর্বের ও পরের হাদীস দুটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮৮)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১৫৮৮. (অপর সনদে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। হাদীসটি বুখারী মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: পূর্বের হাদীস দুটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৮৯)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

১৫৮৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় অথবা, ইমামের বের হওয়ার পর (মসজিদে) আসে, তবে সে যেনো দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জুমু'আ, ৯৩০; মুসলিম, জুমুআ ৮৭৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৯৪৬, ২২৭৬, ২২৮৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫০০, ২৫০১, ২৫০২ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৫৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯০)

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ أَبُو سَعِيدٍ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَأَتَاهُ الْحَرَسُ يَمْنَعُونَهُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَتْرُكُهُمَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِهِمَا

১৫৯০. ইয়ায ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) জুমু'আর দিন (মসজিদে) ঢুকলেন, আর মারওয়ান তখন খুতবা দিচ্ছিল। তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। মারওয়ানের দেহরক্ষীরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে বাধা দিলো। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দু' রাকা'আত আদায়ের জন্য আদেশ করতে দেখেছি। ফলে আমি এ দুই রাক'আত কখনও ছাড়তে পারি না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুহাম্মদ ইবনু 'ইজলান এর কারণে এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৯৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫০৩, ২৫০৫ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৫৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّبِيعِ هُوَ ابْنُ صَبِيحٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَقَالَ الْحَسَنُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فِيهِمَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَقُولُ بِهِ

১৫৯১. রবী'- যিনি হলেন ইবনু সাবীহ আল বাসরী- থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় হাসানকে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর হাসান বলেন, "যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় (মসজিদে) আসে, তবে সে যেনো সংক্ষেপে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।"[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমি এ মত পোষণ করি।
[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ((ইবনু মাজাহ, ইক্বামাহ ১১১৪; আবু দাউদ ১১১৭; মুসলিম, জুমু'আ ৮৭৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৯২; বাইহাকী, জুমু'আ ৩/১৯৪। এছাড়া এর শাহিদ আবী হুরাইরা রা: এর হাদীসটিও সহীহ।- মুসনাদুল মাউসিলী ১৯৪৬ নং এ মুহাক্কিক্বের টীকা

হতে- অনুবাদক।)) মুসনাদুল মাউসিলী ২২৭৬; আর এর তাখরীজের জন্য দেখুন, সেখান থেকে ১৯৪৬, ২১৮৬ নং দুটির টীকা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ أَخْبَرَنِي خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَرَأَ ص فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ

১৫৯২. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তখন তিনি “সূরা সোয়াদ” তিলাওয়াত করলেন। এরপর যখন সিজদা (-এর আয়াত) অতিক্রম করলেন, তখন তিনি (মিম্বার) হতে অবতরণ করলেন এবং সিজদা করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি ১৫০৭ (অনূবাদে ১৫০৪) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَقُولُ بِهِ

১৫৯৩. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জুমু’আর দিন এক লোক মুসজিদে প্রবেশ করলো, আর সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি (লোকটিকে) জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কি সালাত আদায় করেছো?” লোকটি বললো, না। তিনি বললেন: “তাহলে তুমি দু’ রাকা’আত সালাত আদায় করে নাও।”[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমিও এ মত পোষণ করি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম

সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, জুমু'আ, ৯৩০; মুসলিম, জুমুআ ৮৭৫। এটি ১৫৯২ (অনূবাদে ১৫৮৯) নং এ গত হয়েছে। পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯৪)

أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَبْلَغَ وَأَوْجَزَ فَقُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَوْ كُنْتَ نَفَّسْتَ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا هَذِهِ الْخُطَبَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

১৫৯৪. আবু ওয়াইল (রহঃ) বলেছেন, আম্মার ইবনু ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদের উদ্দেশ্যে একটি সারগর্ভ অথচ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তখন আমরা তাঁকে বললাম, হে আবুল ইয়াকযান! আপনি যদি তা কিছুটা দীর্ঘ করতেন! তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "কোন ব্যক্তির দীর্ঘ সালাত ও সংক্ষিপ্ত খুতবা (ভাষণ) তার প্রজ্ঞার পরিচায়ক। অতএব, তোমরা এ সালাতকে দীর্ঘ করো এবং খুতবা (ভাষণ)-কে সংক্ষিপ্ত করো। কেননা, অবশ্যই কোন কোন ভাষণে যাদুকরি প্রভাব থাকে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, জুমু'আ ৮৬৯; মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬৪২; তার সূত্রে ইবনু হিব্বান, আস সহীহ নং ২৭৯১। আমরা এর তাখরীজ পূর্ণভাবে দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬১৮. ১৬২১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৯১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

১৯৯৫. জাবির ইবনু সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করেছি। তাঁর সালাত মধ্যম প্রকৃতির এবং তাঁর খুতবাও ছিল মধ্যম প্রকৃতির।[1] (অর্থাৎ অতি দীর্ঘও নয়, আবার অতি সংক্ষিপ্তও নয়)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: মুসলিম, আল জুমু'আ ৮৬৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮০২ তে। আরও দেখুন, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ৬৫০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯৬)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ

১৫৯৬. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দণ্ডায়মান অবস্থায় দু'টি খুতবা দিতেন। আর তিনি এ দু'য়ের (দু' খুতবার) মাঝখানে বসার মাধ্যমে একটিকে অপরটি হতে আলাদা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী. জুমু'আ ৯২০, ৯২৮; নাসাঈ, জুমু'আ ৩/১০৯; মুসলিম, জুমু'আ ৮৬১; তিরমিযী, সালাত ৫০৬; আবু দাউদ, সালাত ১০৯২; আহমাদ ২/৯৮। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮০২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

১৫৯৭. জাবির ইবনু সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবা ছিলো দু'টি। আর তিনি উভয় খুতবার মাঝখানে বসতেন, (খুতবায়) কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদেরকে উপদেশ দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/১১২; মুসলিম, জুমু'আ ৮৬২; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬২১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮০৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ قَالَ رَأَى عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَذِهِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَا يُشِيرُ إِلَّا بِأُصْبُعِهِ

১৫৯৮. হুসাইন হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমারাহ ইবনু রুওয়াইবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিশর ইবনু মারওয়ানকে মিম্বারের উপর (দু'আর জন্য) দু'হাত উঠানো অবস্থায় দেখে বলেন, আল্লাহ এই হাত দু'টিকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মিম্বারের উপর (খুতবা দিতে) দেখেছি। কিন্তু তিনি (দু'আর সময়) কেবলমাত্র তাঁর (শাহাদত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, জুমু'আ ৮৭৪; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮৮২ তে। এছাড়া পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৫৯৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَسَبَّهُ وَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَا يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ عِنْدَ الْخَاصِرَةِ

১৫৯৯. হুসাইন ইবনু আব্দুর রহমান উমারাহ ইবনু রুওয়াইবাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি (উমারাহ ইবনু রুওয়াইবাহ) বিশর ইবনু মারওয়ানকে জুমু'আর দিন মিম্বারের উপর দু'আর জন্য দু'হাত উঠানো অবস্থায় দেখলেন। তখন তিনি তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মিম্বারের উপর (খুতবা দিতে) দেখেছি। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা এরূপ করা ব্যতীত (দু'আতে) আর কিছুই করতেন না।" আর (এ বলে) তিনি তার শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কটিদেশের নিকটে ইশারা করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ الْمِنْبَرُ فَلَمَّا جُعِلَ الْمِنْبَرُ حَنَّ ذَلِكَ الْجِذْعُ حَتَّى سَمِعْنَا حَنِينَهُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ

১৬০০. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিম্বার তৈরীর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাষ্ঠ খণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। তারপর যখন মিম্বর তৈরী করা হল, তখন এই কাষ্ঠখণ্ডটি এমনভাবে কাঁদতে লাগল যে, আমরা এর কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটির উপর তাঁর হাত রাখলেন, ফলে এটি শান্ত হল।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাফিজ ইবনু কাছীর বিদায়া ৬/১২৮ এ বাযযারের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। ((এর সনদকে তিনি জাইয়্যেদ (উত্তম) বলেছেন। -ফাতহুল মান্নান)) তবে এটি অপর সনদে ইমাম আহমদ জাবির (রা:) সূত্রে বর্ণনা করেছেন সহীহ সনদে। তাখরীজ: বুখারী, মানাকিব, নং ৩৫৮৫। এর মূল রয়েছে বুখারী, নং ৪৪৯, ৯১৪, ২০৯৫, ৩৫৮৪, ৩৫৮৫ তে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫০৮ তে। ((আহমাদ, আল মুসনাদ ৩/২৯৩; বুখারী ৪৪৯; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫০৮- - ফাতহুল মান্নান, নং ৩৪ এর টীকা- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০১)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ حَنَّ الْجِذْعُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ وَقَالَ لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৬০১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিম্বার বানানোর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট (দাঁড়িয়ে) খুতবা দিতেন। তারপর যখন মিম্বার বানানো হলো এবং তিনি এর দিকে স্থানান্তরিত হলেন, তখন কাষ্ঠ খণ্ডটি কান্নাজুড়ে দিল। তিনি

যখন এটিকে আলিঙ্গন করলেন, অতঃপর এটি শান্ত হল। তখন তিনি বললেন: ‘আমি যদি একে আলিঙ্গন না করতাম, তবে তা অবশ্যই কিয়ামত পর্য়ন্ত (এভাবে) কাঁদতে থাকত।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৩৯ নং এ গত হয়েছে। ((আহমাদ, আল মুসনাদ ১/২৪৯, ২৬৩, ২৬৭; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪৮৪ নং ১১৭৯৫; আবদ্ ইবনু হুমাইদ ১৩৩৬; বুখারী, আল কাবীর ৭/২৬; তাবারাণী, মু’জামুল কাবীর ১২/১৮৭ নং ১২৮৪১।- ৩৯ নং হাদীসের টীকা অনুযায়ী- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০২)

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১৬০২. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৪০ নং এ গত হয়েছে। আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০৩)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ جَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ وَالْقَوْمُ يَجِيئُونَ فَلَا يَكَادُونَ أَنْ يَسْمَعُوا كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَرْجِعُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَإِنَّ الْجَائِيَ يَجِيءُ فَلَا يَكَادُ يَسْمَعُ كَلَامَكَ قَالَ فَمَا شِئْتُمْ فَأَرْسِلْ إِلَى غُلَامٍ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ نَجَّارٍ وَإِلَى طَرْفَاءِ الْغَابَةِ فَجَعَلُوا لَهُ مِرْقَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَيَخْطُبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ حَنَّتْ الْخَشَبَةُ الَّتِي كَانَ يَقُومُ عِنْدَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ

১৬০৩. সাহল ইবনু সা’দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন মদীনার লোকসংখ্যা বেড়ে গেলো। এক একজন করে লোক আসতে শুরু করলো, অতঃপর লোকেরা দলে দলে আগমন

করতে লাগলো। ফলে তারা (দূরবর্তীতার কারণে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী শুনতে সক্ষম হচ্ছিল না। ফলে তারা তাঁর নিকট হতে ফিরে চলে যেতে লাগলো। তখন লোকজন তাঁকে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (মদীনায়) অধিবাসী সংখ্যা তো বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনো আগত ব্যক্তি এসে আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে না। তখন তিনি বললেন: "তাহলে তোমাদের কী ইচ্ছা?" এরপর তিনি আনসারদের নাজ্জার গোত্রের এক মহিলার গোলামের নিকট লোক পাঠালেন আর (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরবর্তী) গাবা নামক স্থানের পাশ্ববর্তী অঞ্চলের দিকেও (পাঠালেন)। ফলে তারা তাঁর জন্য দু'টি কিংবা তিনটি সিঁড়ি (বিশিষ্ট একটি মিম্বার) বানালো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর বসতেন এবং এর উপর (দাঁড়িয়ে) খুতবা দিতেন। যখন তারা সেটি (মিম্বার তৈরী) করলো, তখন যে কাষ্ঠ খণ্ডটির নিকট দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দিতেন, সেই কাষ্ঠ খণ্ডটি কাঁন্না জুড়ে দিলো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে তার নিকট গেলেন এবং তার উপর তাঁর হাত রাখলেন, অতঃপর সেটি শান্ত হল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি যঈফ, মাসউদীর দুর্বলতার কারণে। তবে এ হাদীসটি (অন্য সনদে) বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: এটি ৪১ নং এ গত হয়েছে। ((বুখারী ৯১৭; মুসলিম ৫৪৪; ইবনু মাজাহ ১৪১৬; ইবনু আবী শাইবাহ ১১/৪৮৫ নং ১১৭৯৬- ৪১ নং এর টীকা হতে- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০৪)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

১৬০৪. উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবা থেকে বর্ণিত, দাহহাক ইবনু কায়িস নু'মান ইবনু বাশীর আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন সূরা জুমু'আর পরে (দ্বিতীয় রাকা'আতে) আর কোন্ সূরা পাঠ করতেন?তিনি বললেন: ["হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ।"][1] (সূরা গশিয়াহ:১)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, জুমু'আহ ২১; মুসলিম, জুমু'আ ৮৭৮; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীস দুটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০৫)

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْنَاهُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ السُّورَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِيهَا الْجُمُعَةُ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ مَعَهَا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

১৬০৫. (অপর সূত্রে) উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবা থেকে বর্ণিত, দাহহাক ইবনু কায়িস আল ফিহরী বলেন, আমরা নু'মান ইবনু বাশীর আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে জুমু'আর দিন বর্ণিত সূরা- তথা সূরা জুম'আহ'র সাথে (দ্বিতীয় রাকা'আতে) আর কোন্ সূরা পাঠ করতেন?তিনি বললেন: তিনি এর (সূরা জুমু'আর) সাথে পাঠ করতেন, ["হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ।"][1] (সূরা গশিয়াহ: ১)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। এছাড়া, সহীহ ইবনু খুযাইমা নং ১৮৪৬; পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের ও পরের হাদীস দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فَقَرَأَ بِهِمَا

১৬০৬. নূমান ইবন বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু' ঈদে এবং জুমু'আর সালাতে ["সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা"-(সূরা আ'লা:১)] এবং ["হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ।"] (সূরা গশিয়াহ: ১)পাঠ করতেন । রাবী বলেন, ঈদ ও জুমু-আ একই দিনে একত্রিত হয়ে পড়লে উক্ত সূরা দু-টি উভয় সালাতে পাঠ করতেন ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম, জুমু'আহ ৮৭৮ (৬৩); সহীহ ইবনু খুযাইমা নং ১৮৪৫; পূর্ণ তাখরীজের জন্য সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮০৭, ২৮২০, ২৮২১ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْتَقَيْتُ أَنَا وَكَعْبٌ فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي عَنْ التَّوْرَاةِ حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

১৬০৭. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা’ব এর সাথে আমার সাক্ষাত হলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতে আরম্ভ করলাম, আর সে তাওরাত থেকে বর্ণনা করতে লাগলো। এভাবে চলতে চলতে আমরা যখন জুমু’আর প্রসঙ্গে পৌঁছলাম, তখন আমি তাকে বললাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই এতে (জুমু’আর দিবসে) এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোনো মুসলিম বান্দা সেই সময়ে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কল্যাণকর কোনো কিছু চায়, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস। (হাদীসটি সহীহ) তাখরীজ: বুখারী, জুমু’আ নং ৯৩৫; মুসলিম, জুমু’আ ৮৫২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৫৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৭২, ২৭৭৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০১৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০৮)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ

১৬০৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মিম্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন:

“লোকদেরকে নিশ্চয়ই জুমু’আর সালাত পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুবা আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন, অতঃপর তারা বিস্মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১০৫৪; মুসলিম, জুমু’আ ৮৬৫; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৪/২৩১, ২৩২; বাইহাকী, জুমু’আ ৩/১৭১।... এ বাবে ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার হতে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আর আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৪২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৮৫; মাওয়ারিদুয যামআন নং ৫৫৫ তে। আরও দেখুন, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ২/১৫৪ ও মুশকিলিল আছার ৪/২৩১ ও সহীহ ইবনু খুযাইমা নং ১৮৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬০৯)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

১৬০৯. আবুল জা’দ্ আদ-যামরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি একটি জুমুআ (-এর সালাত) এর প্রতি অবহেলাবশত: বা অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ((আবু দাউদ ১০৫২; তিরমিযী ৫০০; নাসাঈ, জুমু’আ বাব (২); ইবনু মাজাহ, ১১২৫; আহমাদ ৩/৪২৪; এছাড়া আবী কাতাদা রা: হতে আহমাদ ও হাকিম এবং জাবির রা: হতে আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন।- ফাওয়ায আহমাদের তাহক্বীক্বকৃত সুনানে দারেমী, হা/১৫৭১ এর টীকা দেখুন।- অনুবাদক)) আমরা এটি পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬০০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৮; মাওয়ারিদুয যামআন নং ৫৫, ৬২ ৫৫৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১০)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ

فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ يَعْنِي بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

১৬১০. আওস ইবন আওস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে জুমুআর দিন। এই দিনেই হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয় এবং ঐ দিনেই শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। আর ঐ দিনেই (সমস্ত সৃষ্টিকুল) বেহুঁশ্ হবে। অতএব, তোমরা ঐ দিনে আমার উপর অধিক পরিমাণে সালাত (দরূদ) পাঠ করবে, কেননা তোমাদের সালাতসমূহ (দরূদ) আমার সম্মুখে পেশ করা হয়ে থাকে।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দেহ তো পচে-গলে যাবে, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। এমতাবস্থায় আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার সম্মুখে পেশ করা হবে? তিনি বললেনঃ "আল্লাহ নবীগণের দেহসমূহ মাটির জন্য (বিনষ্ট করা) হারাম করে দিয়েছেন।"[1]

[1] তাহক্বীক্ব; এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯১০ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ৫৫০, আবার এর কতকগুলি শাহিদও উল্লেখ করেছি। ((আবু দাউদ ১০৪৭; নাসাঈ৩/৯১-৯২; ইবনু মাজাহ নং ১০৮৫; ইবনু খুযাইমা নং ১৭৩৩; ইবনু হিব্বান নং ৫৫০০; হাকিম ১/২৭৮। হাকিম একে সহীহ বলেছেন, এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। মুনযিরী, ইবু হাজার একে হাসান বলেছেন। আর নববী, আল আযকার' এ একে সহীহ বলেছেন।-- ফাওয়ায আহমাদের তাহক্বীক্বকৃত সুনানে দারেমী, হা/১৫৭২ এর টীকা থেকে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১১)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

১৬১১. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর সালাতের পরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।"[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি বুখারী মুসলিম সম্মিলিত বর্ণনা। এটি ১৪৭৭ (অনূবাদে ১৪৭৩) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

১৬১২. সালিমের পিতা (ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর সালাতের পরে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিম সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: ((বুখারী জুমু'আ ৯৩৭; মুসলিম জুমু'আ ৮৮২)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৩৫ তে। আর এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا قَالَ أَبُو مُحَمَّد أُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا

১৬১৩. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের পরে সালাত আদায় করবে, সে যেন এরপর চার রাকা'আত সালাত আদায় করে।"[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমি জুমু'আর পরে দু' রাকা'আত অথবা চার রাকা'আত সালাত আদায় করি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, জুমু'আ ৮৮১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৭৭, ২৪৭৮, ২৪৭৯, ২৪৮০, ২৪৮১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০০৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১৪)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ جَعَلَهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

১৬১৪. খারিজা ইবনু হুযাফাহ আল আদাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে বললেন: "আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি সালাত বৃদ্ধি করেছেন, যা লাল রংয়ের চতুস্পদ জন্তু হতেও উত্তম। আর তিনি তোমাদের জন্য একে নির্ধারণ করেছেন ঈশার সালাত হতে শুরু করে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মাঝে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবু দাউদ, সালাত ১৪১৮; তাবারাণী, কাবীর ৪/২১১ নং ৪১৩৬; হাকিম ১/৩০৬; তিরমিযী, সালাত ৪৫২; ইবনু মাজাহ, ইকামাতিস সালাত ১১৬৮; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/৪৩০; ইবনু আদী, আল কামিল ৩/৯২০; দারুকুতনী, সুনান ২/৩০; তার সূত্রে ইবনুল জাউযী, আল ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ নং ৭৬৯; বাইহাকী, সালাত ২/৪৬৯, ৪৭৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৯৭৫; ইবনু আবী শাইবা ২/২৯৬-২৯৭; তিরমিযী বলেন: খারিজা ইবনু হুযাফাহ এর হাদীস গারীব। আমরা ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব ব্যতীত আর কারো সূত্রে এটি জানতে পারিনি।' আমি বলি: কিন্তু ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব ছিকাহ' (নির্ভরযোগ্য), ফকীহ। আর তার একাকী বর্ণনা করাটা এ হাদীসের কোনো ঘাটতি (ক্ষতি) করে না। আল্লাহই ভাল জানেন। হাকিম বলেন: এ হাদীসটির সনদ সহীহ যদিও তারা এটি বর্ণনা করেননি.....। যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। ..... আর এ হাদীসের শাহিদ হাদীস দেখুন, নাসবুর রায়াহ ২/১০৮-১১২; তালখীসুল হাবীর ২/১৬; দিরায়াহ ১/১৮৮-১৮৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১৫)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ الْقُرَشِيَّ ثُمَّ الْجُمَحِيَّ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَسْكُنُ بِالشَّامِ وَكَانَ أَدْرَكَ مُعَاوِيَةَ أَنَّ الْمُخْدَجِيَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ فَرَاحَ الْمُخْدَجِيُّ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

১৬১৫. জুমাহী - যিনি শামে বসবাস করতেন এবং মুওয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাক্ষাত লাভ করেছিলেন- তিনি বর্ণনা করেন যে, বনী কিনানা'র অপরিণত অবস্থায় জন্ম গ্রহণকারী এক ব্যক্তি তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, শামে আবূ মুহাম্মদ নামে এক লোক ছিল। তিনি তার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। (একদা) সেই লোকটি তাকে জানাল যে, বিতর (সালাত) ওয়াজিব। অপরিণত অবস্থায় জন্ম গ্রহণকারী লোকটি 'উবাদাহ ইবনুস সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট চলে গেলেন এবং তাঁর নিকট এ বিষয়টি উত্থাপন করলেন। তখন উবাদা রা: বলেন, আবূ মুহাম্মদ মিথ্যা (ভূল) বলেছে। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি সালাতের কোন হককে গুরুত্বহীন বিবেচনা করে নষ্ট না করে তা যথাযথভাবে আদায় করবে, নিশ্চয় তার জন্য আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার হলো, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা (সালাতের হক নষ্ট করবে কিংবা যথাযথভাবে সালাত) আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন, আর ইচ্ছা করলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও টীকা সংযোজন করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৩১, ১৭৩২, ২৭১৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৫২, ২৫৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৯১ তে। এছাড়াও: তায়ালিসী ১/৬৬-৬৭ নং ২৫৪; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩/১৪৩-১৪৪ নং ৩১৪০। ((আবু দাউদ, বিতর ১৪২০; নাসাঈ, সালাত বাব:৬; ইবনু মাজাহ, ইকামাতিস সালাত ১৪০১; আহমাদ ৪/২৪২ ও ৫/৩১৫, ৩১৯, ৩২২; হাকিম ও ইবনু হিব্বান- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত সুনানে দারেমী হা/১৫৭৭ এর টীকা হতে-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১৬)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالصِّيَامَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ

১৬১৬. তালহা ইবন 'উবাদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, একজন গ্রাম্য আরব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন, যার মাথা (-এর চুল) ছিল বিক্ষিপ্ত (এলোমেলো)।

তারপর তিনি বললেন, ইয়ারাসুলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কী কী সালাত ফরজ করেছেন? তিনি বললেনঃ পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাত এবং সিয়াম।" রাবী বলেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইসলামের (ফরয) বিধানসমূহ জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহ আমার উপর যা ফরয করেছেন, আমি এর অতিরিক্ত আর কিছুই করব না এবং এর থেকে কিছু কমাবোও না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বললেনঃ "তার পিতার শপথ, সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল" কিংবা বলেছেন: "তার পিতার শপথ, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ৪৬; মুসলিম, ঈমান ১১; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, আস সহীহ নং ৩০৬; ইবনু মানদাহ, আত তাওহীদ ১/২৭৯ নং ১৩৪; ইবনু বিশকাল, গাওয়ায়ুল আসমা নং ১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭২৪, ৩২৬২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১৭)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ فَلَا تَدَعُوهُ

১৬১৭. আসিম ইবনু জামরাহ বলেন, আমি আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় বিতির (ফরয) সালাতের ন্যায় বাধ্যতামূলক নয়, তবে এটি একটি সুন্নাত। তাই তোমরা এটি পরিত্যাগ করো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩১৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১৮)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

১৬১৮. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন ‘বিতর’ বা বেজোড় (অর্থাৎ এক); আর তাই তিনি বিতর (বেজোড়) কে পছন্দ করেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, শুরুত্ব ২৭৩৬; মুসলিম, যিকির ওয়াদ দু’আ ২৬৭৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৭৭ ; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮০৭, ৮০৮ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২৩৮৪ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৬৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬১৯)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ صَلَاتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الْآخِرَةِ فَيُسَلِّمَ

১৬১৯. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের সালাত ছিল তেরো রাকা’আত, এবং এর মধ্যে তিনি পাঁচ রাকা’আত বিতর আদায় করতেন। এছাড়া, তিনি এ পাঁচ রাকা’আতের মধ্যে আর কোথাও বসতেন না, এমনকি তিনি (কেবলমাত্র) শেষ (রাকা’আতে/ বৈঠকে) বসতেন, এরপর সালাম ফিরাতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তাহাজ্জুদ ১১৪০; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৩৬; আমরা এর সকল সনদ একত্রিত করেছি এবং এর উপর টীকা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৬৫০ তে। আরও দেখুন, ৪৫২৬, ৪৬৫৭, ৪৭৩৭, ৪৭৮৭ নং গুলো। এছাড়াও তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৩০, ২৪৩৭, ২৪৩৯, ২৪৪০, ২৬১২, ২৬১৩, ২৬১৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِ إِيمَاءً

১৬২০. আবী আইয়্যুব আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেনঃ "তুমি বিতির আদায় করো পাঁচ রাকা'আত; যদি তুমি তা করতে সক্ষম না হও, তবে তিন রাকা'আত। যদি তুমি তাও করতে সক্ষম না হও, তবে এক রাকা'আত। যদি তুমি তাও করতে সক্ষম না হও, তবে (মাথা কিংবা চোখ দ্বারা) একবার ইশারা করো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সুফিয়ান ইবনু হুসাইন যুহরীর নিকট ব্যতীত ছিকাহ। যুহুরীর থেকে তার বর্ণনাসমূহ দুর্বল। তবে তিনি এ বর্ণনার ক্ষেত্রে একাকী নন; এর 'মুতাবি'আত বর্ণনা রয়েছে যেমন পরের হাদীসটি। তাই এ হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: ((নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, বাব: ৪০; ইবনু মাজাহ, ইকামাতিস সালাত ১১৯০; আহমাদ ৫/৩৫৬- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত সুনানে দারেমী হা/১৫৭৭ এর টীকা হতে-অনুবাদক)) তায়ালিসী ১/১১৯-১২০ ৫৫৮ -৫৫৯ নং এর মাঝে নম্বরবিহীনভাবে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৭৭ ; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮০৭, ৮০৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৩৮৪ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৬৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

১৬২১. আবী আইয়্যুব আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে তিনি অনূরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২২)

خْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ

১৬২৩. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈশার সালাত ও ফজরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর তিনি এর প্রত্যেক দু' রাকা'আতে সালাম ফেরাতেন। এক রাকা'আত বিতর পড়তেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ১৪৮৭ (অনূবাদে ১৪৮৪) নং এ। ((বুখারী, তাহাজ্জুদ, ১১৩৭; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, ৭৪৯; তিরমিযী ৪৩৭; মালিক, সালাতুল লাইল হা/১৩- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৫৮৫ এর টীকা হতে।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২৩)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

১৬২৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকা'আত বিতর পড়তেন ["সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" সূরা আ'লা: ১], ["ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূণ।" সূরা কাফিরূণ: ১] এবং ["ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ।" সূরা ইখলাছ: ১] দ্বারা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৫৫ তে। ((তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত ৪৬২; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল ৩/১৩৬; ইবনু মাজাহ, আহমাদ- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৫৮৬ এর টীকা হতে।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২৪)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي كُلِّ الْوَقْتِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

১৬২৫. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সকল অংশেই (প্রথম রাতে, মধ্য রাতে এবং শেষ রাতে) বিতর আদায় করেছেন। এবং (জীবনের) শেষের দিকে এসে তিনি সেহেরীর সময় বিতর আদায় করতেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা । তাখরীজ: বুখারী, বিতর ৯৯৬; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৪২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৭০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪৪৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৮৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২৫)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ

১৬২৬. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন: “তোমরা ফজরের (সুবহে সাদিকের) পূর্বে বিতর আদায় করো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৭১; তায়ালিসী ১/১১৯ নং ৫৫৪; আবূ আউয়ানাহ ২/৩০৯; ইবনু আবী শাইবা ২/২৮৮; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৫৪; বাইহাকী, সালাত ২/৪৭৮; ইবনু খুযাইমা নং ১০৮৯; হাকিম ১/৩০১; আব্দুর রাযযাক নং ৪৫৮৯;তিরমিযী, সালাত ৪৬৮; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল ৩/২৩১; আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৯/৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২৬)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

১৬২৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকা’আত বিতর পড়তেন। এর প্রথম রাকা’আতে তিনি [“সাব্বিহিসমা রব্বিকাল

আ’লা” সূরা আ’লা: ১], দ্বিতীয় রাকা’আতে [“ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূণ।” সূরা কাফিরূণ: ১] এবং তৃতীয় রাকা’আতে [“ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ।” সূরা ইখলাছ: ১] পাঠ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১৬২৭ (অনূবাদে ১৬২৩) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২৭)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَقُولُ بِهِ قَالَ نَعَمْ

১৬২৮. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের পিঠে (আরোহী অবস্থায়) বিতরের সালাত আদায় করতেন।[1]
আবূ মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি এমত গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, বিতর ৯৯৯; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭০০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৫৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪১৩, ২৫১৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২৮)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمَلَنِي عَلَى عَاتِقِهِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَدْخَلْتُهَا فِي فَمِي فَقَالَ أَلْقِهَا أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ قَالَ وَكَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ

১৬২৯. আবীল হাওরা' আস সা'দী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসান ইবনু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন্ বিষয়টি স্মরণে রেখেছেন?

তিনি বললেন: তিনি আমাকে তাঁর কাঁধে বহন করছিলেন, তখন আমি সাদাকা'র খেজুর থেকে একটি খেজুর তুলে নিয়েছিলাম। অতঃপর তা আমার মুখে পুরে দিয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন: "সেটি ছুঁড়ে ফেলে দাও। তুমি কি জানো না যে, আমাদের জন্য সাদাকাহ হালাল নয়?"

তিনি বলেন, আর তিনি এ দু'আটি দিয়ে দু'আ করতেন: "আল্লাহুম্মা ইহদিনী ফী মান হাদাইতা, ওয়া 'আফিনী ফী মান 'আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইতা। ওয়া বারিক লী ফী মা আ'ত্বইতা, ওয়া ক্বিনী শারর মা ক্বযাইতা। ইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা ইয়্যুক্বযা আলাইকা। ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা, তাবারকতা ওয়া তা'আলাইতা।"[1]

(অর্থ: হে আল্লাহ আপনি যাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, আমাকে তাদের সাথে হেদায়েত করুন। আপনি যাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন, আমাকেও তাদের সাথে নিরাপত্তা দান করুন। আপনি যাদেরকে আপনার নৈকট্য দান করেছেন, আমাকেও তাদের সাথে আপনার নৈকট্য দান করুন। আর আপনি আমাকে যা দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন। আর আপনি যে (তাক্বদীর) নির্ধারণ করেছেন, তার অকল্যাণ থেকে আমাকে বাঁচান। আপনিই নির্ধারণ করেন, আপনার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করা যায় না। আর নিশ্চয়ই আপনি যাকে নৈকট্য দান করেছেন, তাকে কেউ অপমানিত করতে পারে না। আর আপনি মহা বরকতময় এবং সর্বোচ্চ মহান।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭৫৯, ৬৭৬২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯৪৫ ও মাওয়ারিদুয যাম্'আন নং ৫১২,৫১৩; পরবর্তী হাদীস দু'টিও দেখুন। ((আবু দাউদ, সালাত ১৪২৫-১৪২৬; তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত ৪৬৪; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল ৩/২৪৯; ইবনু মাজাহ, ইকামাতিস সালাত ১১৭৮; আহমাদ ১/১৯৯-২০০; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা পৃ: ১৪২; মারওয়াযী, বিতর পৃ: ১৩৪; হাকিম, ৩/১৭২ ও ৪/৯৯; বাইহাকী, সুনান ২/২০৯; হাকিম একে সহীহ বলেছেন। শাইখ আহমেদ শাকিরও (**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** তিরমিযী ২/৩২৯ তে) একে সহীহ বলেছেন।- ফাওয়ায আহমেদের টীকা, দারেমী হা/১৫৯৩।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬২৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

১৬৩০. হাসান ইবনু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিছু (দু'আর) বাক্যাবলী শিখিয়েছিলেন, যেগুলো আমি কুনুতে পড়ি।' এরপর তিনি (পূর্বের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَبُو الْحَوْرَاءِ اسْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ

১৬৩১. (অপর সনদে) হাসান ইবনু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিছু (দু'আর) বাক্যাবলী শিখিয়েছিলেন, যেগুলো আমি বিতরের কুনুতে পড়ি। (তা হলো:) "আল্লাহুম্মা ইহদিনী ফী মান হাদাইতা, ওয়া 'আফিনী ফী মান 'আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইতা। ওয়া বারিক লী ফী মা আ'ত্বইতা, ওয়া ক্বিনী শারর মা ক্বযাইতা। ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা ইয়্যুক্বযা আলাইকা। ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা, তাবারকতা ওয়া তা'আলাইতা।"[1]
((অর্থ: হে আল্লাহ আপনি যাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, আমাকে তাদের সাথে হেদায়েত করুন। আপনি যাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন, আমাকেও তাদের সাথে নিরাপত্তা দান করুন। আপনি যাদেরকে আপনার নৈকট্য দান করেছেন, আমাকেও তাদের সাথে আপনার নৈকট্য দান করুন। আর আপনি আমাকে যা দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন। আর আপনি যে (তাক্বদীর) নির্ধারণ করেছেন, তার অকল্যাণ থেকে আমাকে বাঁচান। আপনিই নির্ধারণ করেন, আপনার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করা যায় না। আর নিশ্চয়ই আপনি যাকে নৈকট্য দান করেছেন, তাকে কেউ অপমানিত করতে পারে না। আর আপনি মহা বরকতময় এবং সর্বোচ্চ মহান।))
আবূ মুহাম্মদ বলেন, আবুল হাওরা'র নাম রবী'আ ইবনু শাইবান।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩১)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّهَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ

১৬৩২. ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "(রাত্রি) জাগরণ অতি কষ্টকর এবং অত্যন্ত ভারী। ফলে যখন তোমাদের কেউ বিতর আদায় করে, এরপর সে যেন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়। এরপর যদি সে রাতে (সালাতে) দণ্ডায়মান হতে পারে, (তবে তো ভালো); নতুবা এ দু' রাকা'আতই তার জন্য (যথেষ্ট) হবে।"[1]
আর বর্ণিত হয়েছে: هَذَا السَّفَرَ (এই সফর)। তবে আমি বলি: السَّهَرَ (রাত্রি জাগরণ)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৭৭; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬৮৩; মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩০২১, ৩৫২৪ তে। ((ইহসান, ৪/১২২ নং ২৫৬৮; ইবনু খুযাইমা ২/১৫৯ নং ১১০৬; বাযযার ১/৩৩৩ নং ৬৯২; তাবারাণী, কাবীর ২/৯২ নং ১৪১০; বাইহাকী, সালাত ৩/৩৩; হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৬৩ তিনি বলেন: এটি বাযযার বর্ণনা করেছেন, এতে লাইছের কাতিব আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ রয়েছে; তার দলীলযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।... মুহাক্কিক্বের মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬৮৩ নং এ টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩২)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَيَجْهَرُ بِذَلِكَ يَقُولُ

فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِحَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

১৬৩৩. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো বিপক্ষে বদদু’আ করার ইচ্ছা করতেন কিংবা কারো জন্য দু’আ করতে চাইতেন, তখন তিনি রুকূ’র পরে ‘কুনুত’ পড়তেন। কখনো “সামি’আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু’” বলার পরেই তিনি (দু’আয়) বলতেন: “হে আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, সালামাহ ইবনু হিশাম, আইয়াশ ইবনু আবূ রবীআ ও (মক্কা’র) অসহায় মু’মিনদের নাজাত (মুক্তি) দিন। হে আল্লাহ্! মুযার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াও জোরদার করুন এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ:) এর সময়কার দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দিন।” তিনি উচ্চ স্বরে এ দু’আ করতেন। আর তিনি আরবের গোত্রসমূহের মধ্য থেকে কোনো কোনো গোত্রের বিরুদ্ধে ফজরের সালাতে (দু’আ কুনুতে) বলতেন: “হে আল্লাহ! অমুক অমুকের উপর লা’নত বর্ষণ করুন।” ফলে আল্লাহ তা’আলা (এ আয়াত) নাযিল করলেন: [“এ কার্যে তোমার কোনোই কর্তৃত্ব নেই যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; কেননা, নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী।”][1] (সূরা: আলে ইমরান: ১২৮)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, আযান ৭৯৭, দাওয়াত ৬৩৯৩; মুসলিম, মাসাজিদ ৬৭৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৭৩, ৫৯৯৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৭২, ১৯৮৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৬৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ

১৬৩৪. আসিম রাহি. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ‘কুনুত’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন: “(তা) রুকূ’র পূর্বে।” তিনি (আসিম) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, অমুকের ধারণা, আপনি নাকি বলেছেন, (তা হচ্ছে) রুকূ’র পরে। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। এরপর তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের

সালাতে) এক মাস ধরে রুকূ'র পরে কুনূত (-এ নাযেলা) পড়েছেন। আর এতে তিনি বনী সুলাইম গোত্রের বিরূদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, বিতর ১০০১, ১০০২, ১০০৩; মুসলিম, মাসাজিদ ৬৭৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯২১, ৩০২৮, ৩০৫৭, ৩০৬৯, ৩০৮২, ৩০৯৬, ৩১১৫, ৩২৩১, ৩৯১৬, ৩৯৯৪, ৪০০০, ৪০২৬, ৪০৩১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৭৩, ১৯৮২, ১৯৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩৪)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ

১৬৩৫. বারা'আ ইবনু আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালের (ফজরের) সালাতে কুনূত (-এ নাযেলা) পড়তেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, মাসাজিদ ৬৭৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬৭৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৮০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

১৬৩৬. শু'বাহ হতে, তার সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। পরের হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩৬)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَ قُلْتَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَقُولُ بِهِ وَآخُذُ بِهِ وَلَا أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ

১৬৩৭. মুহাম্মদ রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সকালের (ফজরের) সালাতে কুনূত (-এ নাযেলা) পড়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন: হাঁ। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, রুকূ’র পূর্বে না-কি রুকূ’র পরে? তিনি বললেন, রুকূ’র পরে সংক্ষিপ্তভাবে।
আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমিও এ মত পোষণ করি। আর একমাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রেই এটি অবলম্বন করা যায় (কুনূতে নাযেলা পড়া যায়) বলে আমি মনে করি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩৭)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يَطْعَمْ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ

১৬৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদার পিতা (বুরাইদা আল আসলামী) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঈদুল) ফিতরের দিন (সালাতের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার পূর্বে কিছু খেয়ে যেতেন আর কুরবানীর (ঈদের) দিন (ঈদের সালাত শেষ করে) ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি কিছু খেতেন না। এরপর ফিরে এসে তিনি তাঁর কুরবানীর গোশত থেকে খেতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ উক্ববাহ’র যঈফ হওয়ার কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ঈদাইন ৯৫৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮১২, ২৮১৩, ২৮১৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩৮)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

১৬৩৯. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত; তবে ইবনু ইসহাক এটি ‘আন‘আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হলেন মুদাল্লিস। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৩৯)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

১৬৪০. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক ঈদের দিনের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি আযান ও ইকামাত ছাড়াই খুতবার পূর্বে সর্বপ্রথম সালাত আদায় করা আরম্ভ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ঈদাইন ৯৫৩; মুসলিম, সালাতুল ঈদাইন ৮৮৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮১৯ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০৩৩ তে। সেখানকার টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ وَبِلَالٌ قَابِضٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تَجِيءُ بِالْخُرْصِ وَالشَّيْءِ ثُمَّ تُلْقِيهِ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ

১৬৪১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ঈদের দিন খুতবার পূর্বে সর্বপ্রথম দু রাকা’আত সালাত দিয়ে শুরু করেন। এরপর তিনি খুতবা দেন। তারপর যখন তাঁর মনে হলো যে, মহিলারা তাঁর কথা শুনতে পাননি, তখন তিনি তাদের নিকট এলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন, নসীহত করলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেনো সাদাকা করে। সেই সময় বিলাল তার কাপড়ে তা সংগ্রহ করছিলেন। তখন এক এক করে মহিলাগণ তাদের আংটি ও যা ছিল তা-ই নিয়ে আসতে লাগলেন এবং সেগুলি বিলালের কাপড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ঈলম ৯৮; মুসলিম, সালাতুল ঈদাইন ৮৮৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮২৩, ২৮২৪ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৭২ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৮২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪১)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدِ

১৬৪২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং (তারপরে) আবূ বাকর, উমার ও উছমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সাথে (ঈদের সালাতে) উপস্থিত থেকেছি। তারা সকলেই খুতবার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ঈদাইন ৯৬২; মুসলিম, সালাতুল ঈদাইন ৮৮৪; আব্দুর রাযযাক নং ৬৫৩২; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৫/৫৮৮; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পূর্বের ও পরের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪২)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ لِي وَأَوْمَأَ إِي نَعَمْ

১৬৪৩. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদের সালাতের জন্য) বের হলেন, অতঃপর দু’ রাকা’আত সালাত আদায় করলেন। আর এর পূর্বেও তিনি কোনো সালাত আদায় করেননি এবং এর পরেও নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ঈদাইন ৯৬৪; মুসলিম, সালাতুল ঈদাইন ৮৮৪ (১৩); পূর্বের হাদীসটি দেখুন। পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮১৮ টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الْأُخْرَى خَمْسًا وَكَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

১৬৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আম্মারের দাদা (আম্মার বিন সা’দ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু’ ঈদের সালাতের প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন। আর তিনি খুতবার পূর্বেই সালাত আদায় করা শুরু করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুর রহমান ইবনু সা’দ যঈফ হওয়ার কারণে। আমি বলি: তবে এর শাহিদ হাদীস বর্ণিত আছে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, আয়িশা ও আমর ইবনু আওফ হতে, যা এর সনদকে শক্তিশালী করে। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ, ইকামাতিস সালাত ১২৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فَقَرَأَ بِهِمَا

১৬৪৫. নূমান ইবন বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু' ঈদের সালাতে এবং জুমু'আর সালাতে ["সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা"-(সূরা আ'লা:১)] এবং ["হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ।"] (সূরা গশিয়াহ:১)পাঠ করতেন । রাবী বলেন, কখনো এ দু'টি (ঈদ ও জুমু-আ) একই দিনে একত্রিত হয়ে পড়লে উক্ত সূরা দু-টি উভয় সালাতে পাঠ করতেন ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ মুসলিম, জুমু'আহ ৮৭৮ (৬৩); এটি গত হয়েছে ১৬০৯ (অনূবাদে ১৬০৬) নং এ, সেখানে দেখুন।এছাড়াও পূর্ণ তাখরীজের জন্য সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮২১ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ نُبَيْطٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمِّي فَقَالَ لِي أَبِي تَرَى ذَلِكَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ الَّذِي يَخْطُبُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৬৪৬. ইবনু নুবাইত ইবনু আবী হিনদ থেকে তার পিতার সূত্রে অথবা, নুয়াইম ইবনু আবী হিন্দ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা ও চাচার সাথে হাজ্জ করলাম। তখন আমার পিতা আমাকে বলেন, লাল উটের পিঠে আরোহনকারী এই ব্যক্তিকে দেখো! যিনি উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় খুতবাহ দিচ্ছেন, ইনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদের কতক অংশ সহীহ। সালামাহ ইবনু নুবাইত্ব সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি তার পিতা হতে কিছু শ্রবণ করেননি। তবে তিনি 'ছিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য। এবং তিনি 'এটি হাদ্দাছানা' বলে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মুদাল্লিস হিসেবে অভিযুক্ত রাবী নন। সুতরাং "সালামাহ ইবনু নুবাইত্ব, তিনি আবী হিন্দ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নুবাইত্ব থেকে" এ দ্বিতীয় সনদটি মুত্তাসিলের মধ্যে অতিরিক্ত। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৩০৫; ইবনু মাজাহ, ইকামাতিস সালাত ১২৮৬; নাসাঈ, মানাসিক ৫/২৫৩; বুখারী, তারীখুল কাবীর ৪/২/১৩৭; ইবনু কানি', মু'জামুল সাহাবাহ ১১৪৪; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯১৬ জাহালতপূর্ণ সনদে; আবূ দাউদের সনদে ইবনু কাছীর, আল বিদা'আ ৫/১৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪৬)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا بِأَبِي هُوَ أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ قَالَ تُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

১৬৪৭. উম্মে আতিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, তিনি (নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোন- আমাদেরকে ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর ঈদের সালাতের জন্য বের করতে আদেশ করেছেন। বয়স্কা ও পর্দানশীল নির্বিশেষে সবার জন্য এ আদেশ। তবে ঋতুমতী মহিলারা কাতার (ঈদের সালাত) হতে দূরে থাকবে কিন্তু ‘কল্যাণ ও মুসলিমদের দু’আতে অংশগ্রহণ করবে।” আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি আমাদের কারো ওড়না থাকে না (সে কি করবে?) তিনি বললেন, “নিজের ওড়নার ভেতরে তার বোনকে নিয়ে (ওড়না পরিধানে) শরীক করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, হায়েয ৩২৪; মুসলিম, সালাতুল ঈদাইন ৮৯০; ইবনু খুযাইমা নং ১৪৬৬; ইবনু আবী শাইবা ২/১৮২; বাইহাকী, ঈদাইন ৩/৩০৫, ৩০৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮১৬, ২৮১৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪৭)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ قَالَ تَصَدَّقْنَ فَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ جَهَنَّمَ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُفْشِينَ الشَّكَاءَ وَاللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ فَجَعَلْنَ يَأْخُذْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ وَأَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ يَطْرَحْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ

১৬৪৮. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদের দিন সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে প্রথমে সালাত আরম্ভ করলেন। তারপর তিনি বিলালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর মহিলাদের নিকট গেলেন এরপর তাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করলেন এবং তাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বললেন, "তোমরা সাদাকা কর।" এরপর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের কোনো একটি বিষয় বর্ণনা করলেন। তখন মহিলাদের মধ্যে থেকে একজন মহিলা উঠে দাঁড়াল যার উভয় গালে কিছু কালো দাগ ছিল। সে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! তা কেন? তিনি বললেন, "তোমরা অধিক হারে অভিযোগ করে থাকো এবং লা'নত (অভিশাপ) দিয়ে থাকো এবং স্বামীদের উপকার অস্বীকার কর।" (রাবী বলেন), তখন মহিলাগণ সাদাকা স্বরূপ তাদের অলংকারাদি- তাদের কানের দুল, তাদের আংটি ইত্যাদি খুলে বিলাল (রাঃ) এর কাপড়ে ছুঁড়ে ফেলতে আরম্ভ করল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি সংক্ষিপ্ত আকারে ১৬৪৩ (অনূবাদে ১৬৩৯) নং এ গত হয়েছে। পূর্ণ তাখরীজ দেখুন সেখানে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا

১৬৪৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ১৬৪৬ (অনূবাদে ১৬৪২) নং এ গত হয়েছে। দেখুন, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮১৮; মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ২/১৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৪৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَشَهِدْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا

فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

১৬৫০. ইয়াস ইবনু আবী রামলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি যাইদ ইবনু আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এমন দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলেন যেদিন একই দিনে দু'ঈদ (অর্থাৎ ঈদ ও জুম'আ) একত্রিত হয়েছিল? তিনি বললেন, হাঁ। তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, সেদিন তিনি কী করেছিলেন? তিনি বলেন, তিনি ঈদের সালাত আদায় করেছিলেন এবং জুম'আর ব্যাপারে ছাড় দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন: "যে (জুমু'আর) সালাত আদায় করতে চায়, সে আদায় করুক, (যে না চায়, সে না করুক)।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আল ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ১/৩০৩; তার সূত্রে বাইহাকী, সালাতুল ঈদাইন ৩/৩১৭; তায়ালিসী, মানিহাতুল মা'বূদ ১/১৪৫-১৪৬ নং ৭০৪; তার সূত্রে তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/৫৩; আহমাদ ৪/৩৭২; ইবনু আবী শাইবা ২/১৮৮; আবূ দাউদ, সালাত ১০৭০; নাসাঈ, সালাতুল ঈদাইন ৩/১৯৪; ইবনু মাজাহ, ইকামাতিস সালাত ১৩১০; হাকিম, আল মুসতাদরাক ১/২৮৮; হাকিম বলেন: এ হাদীসের সনদ সহীহ যদিও তা তারা উভয়ে বর্ণনা করেননি।' যাহাবী তার মত সমর্থন করেছেন। আমরা বলছি: এর অনেকগুলি শাহিদ হাদীস রয়েছে, যা এক শক্তিশালী ও সহীহ পর্যায়ে উন্নীত করবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ

১৬৫১. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের (মাঠের) উদ্দেশ্যে (এক রাস্তা দিয়ে) গমণ করেছিলেন আর অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে এসেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮১৫; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৫৯২ তে। আর এর শাহিদ হাদীস জাবির রা: হতে বুখারী, ঈদাইন ৯৮৬ তে বর্ণিত হয়েছে। ((তিরমিযী, সালাত ৫৪১; হাকিম, আল মুসতাদরাক ১/২৯৬ হাকিম একে সহীহ বলেছেন, এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; আবূ দাউদ, সালাত ১১৫৬।- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৬১৩।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫১)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ حِجَابٌ

১৬৫২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে (শাসকরূপে) ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণকালে বলেন, "তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো। ফলে তুমি তাদেরকে 'আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল'- এ কথার সাক্ষ্যদানের জন্য আহবান করবে। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদে সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তা (যাকাত) তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তুমি তাদের ভাল ভাল মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। আর তুমি আত্মরক্ষা করবে মাযলুমের দু'আ থেকে। কেননা, তা এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ননা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৩৯৫; মুসলিম, ঈমান ১৯; এটি সামনে ১৬৭১ নং এও আসছে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৬, ২৪১৯ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫২)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالْكِسْرَةُ وَالْكِسْرَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا

১৬৫৩. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “এক দু’ লোকমা খাদ্য, দু’-এক টুকরো রুটি ও দু’ একটা খেজুরের জন্য যাকে (দ্বারে দ্বারে) ঘুরতে হয়, সে মিসকীন নয় বরং (প্রকৃত) মিসকীন হল সেই ব্যক্তি যার (মৌলিক) প্রয়োজন পূরণের মতো স্বচ্ছলতা/সম্পদ নেই। আবার মানুষের কাছে অনুনয় বিনয় করে চাইতেও সে লজ্জা বোধ করে, অথবা, মানুষের কাছে অনুনয় বিনয় করে কিছু চায় না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪৭৬; মুসলিম , যাকাত, ১০৩৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৬, ২৪১৯ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫৩)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمِنْحَتُهَا وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৬৫৪. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে উট, গরু ও ছাগলের মালিক তার হক্ব আদায় করে না, কিয়ামতের দিন সে তাকে এক প্রশস্ত সমতল ভূমিতে বসান হবে । এরপর খুর বিশিষ্ট পশুগুলি তাকে স্বীয় খুর দ্বারা দলিত করতে থাকবে এবং শিংবিশিষ্ট পশুগুলি তাকে স্বীয় শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে । সেদিন এদের মধ্যে শিংবিহীন এবং শিং ভাঙ্গা কোন পশু থাকবে না।” তাঁরা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এগুলির হক্ব কি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “এদের মধ্যকার পুরুষগুলিকে (মাদীগুলির) পাল নেওয়ার জন্য দেয়া, এদের পাত্রগুলি (পানি উঠাবার জন্য অন্যকে) ধার দেওয়া,

দুগ্ধবতী উটনী অন্যকে দুধপানের জন্য দেয়া, পানি পান করানোর শর্তে এর দুধ দোহন করতে দেওয়া এবং আল্লাহর পথে এদের উপর (লোকদেরকে) পরিবহণ করা।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৩/২১৩; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৪/২১৪; মুসলিম, যাকাত ৯৮৮ (২৮); পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫৪)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةٌ قَرْنُهَا وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ قَالَ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنْحُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৬৫৫. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, “যে উটের মালিক তারহক্ক আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সে উট পুর্বের চেয়ে অধিক মোটাতাজা হয়ে মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। এরপর তাকে একটি প্রশস্ত সমতল মাঠে বসানো হবে এবং ঐ উট তার পা ও খুরের দ্বারা তাকে পদদলিত করবে। আর কোন গরুর মালিক তার হক্ক আদায় না করলে কিয়ামতের দিন সে গরু পূর্বের চেয়ে ও অধিক মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। এরপর তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে বসানো হবে এবং সে গরু তাকে শিং দ্বারা গুতাবে ও খুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। আর

কোন ছাগলের মালিক তার হক্ক আদায় না করলে কিয়ামতের দিন সে ছাগল পূর্বের চেয়ে ও অধিক মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে।

এরপর তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে বসানো হবে এবং সে ছাগল তাকে শিং দ্বারা গুতাবে ও খুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। সেদিন এ ছাগল সমুহে কোনটি শিংবিহীন এবং শিংভাঙ্গা হবে না।

আর যদি সোনা-রুপা সঞ্চয়কারী কোন ব্যক্তি এর হক আদায় না করে, তবে তার এ সঞ্চিত ধনরাশি কিয়ামতের দিন টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপরুপে মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং মুখ হা করে তার পিছু ধাওয়া করবে। যখন সে সাপ তার নিকট আসবে তখন সে এর থেকে পালাবে। তখন সে তাকে ডেকে বলবে, তুমি তোমার সঞ্চয় গ্রহণ কর, যা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে।

তখন সে বলবে: আমার তার কোন প্রয়োজন নেই। আর মালিক যখন দেখবে যে, এর থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই তখন সে সাপটির মুখে হাত ঢুঁকিয়ে দিবে। এর পর সাপটি তার হাতকে ষাঁড়ের মত কামড় দিয়ে ধরবে।”

আবু যুবাইর রাহি. বলেন, আমি উবাইদ ইবন উমাইর (রাহি)-কে এ কথা বলতে শুনেছি । এর পর আমি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনিও উবাইদ ইবন উমাইর (রা-)-এর অনুরূপ বললেন। তিনি বলেন, আবু যুবাইর (র) বলেন, আমি উবাইদ ইবন উমাইরকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! উটের হক্ক কি? তিনি বললেন, এর হক্ক হল, “পানি পান করানোর শর্তে এর দুধ দোহন করতে দেওয়া, এদের পাত্রগুলি (পানি উঠাবার জন্য অন্যকে) ধার দেওয়া, এদের মধ্যকার পুরুষগুলিকে (মাদীগুলির) পাল নেওয়ার জন্য দেয়া, দুগ্ধবতী উটনী (অন্যকে দুধপানের জন্য) দেয়া এবং আল্লাহর পথে এদের উপর (লোকদেরকে) পরিবহণ করা।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৬৮৫৯, ৬৮৬৬; তার সূত্রে মুসলিম, যাকাত ৯৮৮; ইবনুল জারূদ, আল মুনতাক্বা নং ৩৩৫; আরো দেখুন, আগের টীকাটি দেখুন। আরও দেখুন, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৬/৮০; নিসবুর রায়াহ ৪/৪০৯; আমার তাহক্বীক্বকৃত মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৪৪০১ ও এর পরবর্তী হাদীসটি যা অত্র হাদীসের দু’টি শাহিদ হাদীস। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৫৫। এবং পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫৫)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ

১৬৫৬. আবী যারর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ হাদীসের কোনো কোনো অংশ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪৬০; মুসলিম , যাকাত, ৯৯০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৫৬ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫৬)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ فَكَانَ فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ

১৬৫৭. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, সাদকা (যাকাত) প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ফরমান (অধ্যাদেশ) লিখালেন। (তাতে লেখা ছিল:) ছাগলের যাকাত হলঃ মুক্তভাবে বিচরণশীল প্রতি চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত ছাগলের জন্য একটি ছাগল; এর বেশি হলে দু’শত পর্যন্ত দু’টি ছাগল; এর বেশি হলে তিনশত পর্যন্ত ছাগলের জন্য তিনটি ছাগল; তারপর ছাগলের সংখ্যা বেশি হলেও আবার চারশত পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত এতে (বাড়তি ছাগলগুলির জন্য) তিনটি ছাগলের অধিক কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। এরপর ছাগলের সংখ্যা চারশতে পৌঁছালে প্রতি একশত ছাগলের জন্য একটি করে ছাগল (যাকাত দিতে হবে)। যাকাতে বৃদ্ধ এবং খুঁত ও ত্রুটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে সুফিয়ান ইবনু হুসাইন রয়েছে যে যুহুরী হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন: যুহুরী হতে তার বর্ণনাসমূহে সংমিশ্রণ রয়েছে। …. যুহুরী ব্যতীত অন্যান্যদের থেকে তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য। তবে কতকগুলি শাহিদ হাদীস থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৬৬ (মুহাক্কিক্কের টীকাগুলি-অনুবাদক)। আমার এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৭০ তে। সামনে ১৬৬৬, ১৬৬৭ তেও এর কিছু অংশ আসছে। ((আবু দাউদ, যাকাত ১৫৬৮-১৫৬৯; তিরমিযী, যাকাত ৬২১; ইবনু মাজাহ , যাকাত ১৮০৫;

দারুকুতনী, যাকাত ৪ ১১৬/২- ফাওয়ায আহমাদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৬২০ এর টীকা হতে। - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫৭)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ

১৬৫৮. আমর ইবনু হাযম তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনু হাযমের মারফত ইয়ামানবাসীর নিকট একটি ফরমান (অধ্যাদেশ) লিখে পাঠালেন। (যাতে ছিল:) “পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে’। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ হতে শুরাহবীল ইবনু আব্দি কালাল, হারিছ ইবনু আব্দি কালাল এবং নু’আইম ইবনু আব্দি কালালের প্রতি। প্রতি চল্লিশটি ছাগল হতে একশত বিশটি পর্যন্ত ছাগলের জন্য একটি ছাগল; একশ’ বিশটি হতে একটি ছাগলও বেশি হলে দু’শত পর্যন্ত তা হতে দু’টি ছাগল; এর থেকে একটি মাত্র ছাগল বেশি হলেও তা হতে তিনশত পর্যন্ত ছাগলের জন্য তিনটি ছাগল; এরপর ছাগলের সংখ্যা বেশি হলে এতে প্রতি একশত ছাগলের জন্য একটি করে ছাগল (যাকাত দিতে হবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আমরা এর যঈফ হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং৬৫৫৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৭৯৩ তে। তাখরীজ: এটি সামনে ১৬৬২, ১৬৬৮, ১৬৭১, ১৬৭৫ (অনূবাদে ১৬৫৮, ১৬৬৪, ১৬৬৭, ১৬৭১) নং এ আসছে। ((তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫৮)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ

১৬৫৯. (অপর সনদে) আমর ইবনু হাযম তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট একটি ফরমান (অধ্যাদেশ) লিখে পাঠালেন। এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি আগের হাদীসের পূণরাবৃত্তি। (তথা যঈফ) তাখরীজ: ((নাসাঈ, কাসামাহ নং ৪৮৫৩, ৪৮৫৭; দারুকুতনী ১/১২২, ২/২৮৫; বাইহাকী, আল কুবরা ১/৮৭-৮৮, ৪/৮৯, ৮/২৫, ২৮, ৭৩, ৭৯, ৮১, ৮৮, ৯৫, ৯৭; খিলাফিয়াত নং ২৯৭; খতীব, তারীখ ৮/২২৮; ইবনু আদী, আল কামিল ৩/১১২৩-১১২৪; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৫৩৮; ও মাসাইলু ইমাম আহমদ নং ৭৩, ৯৯; তাবারাণী, (সম্ভবত)কাবীর; তার সূত্রে মিযযী, তাহযীব ১১/৪১৯; লালিকাঈ, শারহু উসূলুল ই’তিক্বাদ নং ৫৭১; ইবনু হিব্বান যেমন আল ইহসানে রয়েছে ৬৫৫৯ নং এ; মালিক, মুয়াত্তা; শাফিঈ, আল মুসনাদ নং ৩৬৩; আবী দাউদ, আল মারাসীল নং ২২৬; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৭৮৪, ৭৮৬; ইবনু খুযাইমা নং ২২৬৯; হাকিম, আল মুসতাদরাক ১/৩৯৫…। -ফাতহুল মান্নান, হা/১৭৪৪, ১৭৪৫ এর টীকা হতে। (অনুবাদক)))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৫৯)

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا قَالَ مُعَاذٌ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً

১৬৬০. মু’আয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামান অভিমূখে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন প্রত্যেক চল্লিশটি গরু থেকে একটি (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারিণী[1]) বাছুর এবং প্রত্যেক ত্রিশটি গরু থেকে একটি (পূর্ণ এক বছর বয়সী) এঁড়ে বা বকনা বাছুর (যাকাত) আদায় করি।[2]

[1] ((মুহাক্কিকের টীকা হতে- অনুবাদক।)) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মাসরূক এর সনদে এটি সহীহ, তবে ইবরাহীম এর সনদে এটি মাকতু’ (ছিন্নসূত্র)। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৮৬ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৭৯৪ তে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে, যার পূর্ণ তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫০১৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৬০)

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا حَوْلِيًّا وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً

১৬৬১. মাসরূক্ব রাহি. হতে (অপর সনদে), তিনি মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেন, আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামান অভিমূখে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন প্রত্যেক চল্লিশটি গরু থেকে একটি (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারিণী) বাছুর এবং প্রত্যেক ত্রিশটি গরু থেকে একটি পূর্ণ এক বছর বয়সী এঁড়ে বাছুর (যাকাত) আদায় করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৬১)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ بِنَحْوِهِ

১৬৬২. আবী বাকর ইবনু আইয়্যাশ রাহি. হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৬২)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ فَلَمْ تُخْرَجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ

بِهَا مِنْ بَعْدِهِ فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَلَقَدْ قُتِلَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَمَقْرُونَةٌ بِسَيْفِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ وَكَانَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

১৬৬৩. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদাকা (যাকাত) প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একটি ফরমান বা অধ্যাদেশ) লিখালেন। তাঁর কর্মচারিদের নিকটে পাঠানোর আগেই তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর আবূ বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরে তিনি তা কার্যকর করেন। এরপর যখন আবূ বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও মারা যান, তখন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা গ্রহণ করেন ও তাঁদের উভয়ের পরে তিনি সে অনুযায়ী কাজ করেন। তারপর তিনি নিহত হন। আর তিনি এটা নিজের তরবারি কিংবা ওয়াসীয়াতের সাথে রেখেছিলেন। তাতে উটের সাদাকা (যাকাত)-এর ব্যাপারে(লেখা) ছিল উটের সংখ্যা পঁচিশ হওয়া পর্যন্ত প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী। উটের সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছলে তা হতে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উটের জন্য একটি ‘বিনতু মাখায’ (পূর্ণ এক বছর বয়স্ক মাদী উট); ‘বিনতু মাখায’ না পাওয়া গেলে একটি নর ‘ইবনু লাবুন’ (একটি পূর্ণ দুই বছরের নর উট); এর বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত (ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত) উটের জন্য একটি ‘বিনতু লাবূন’ (একটি পূর্ণ দুই বছরের মাদী উট); এর বেশি হলে ষাট পর্যন্ত (ছেচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত) উটের জন্য একটি হিক্কাহ (একটি পূর্ণ তিন বছরের মাদী উট); আবার এর বেশি হলে পঁচাত্তর পর্যন্ত (একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত) উটের জন্য একটি ‘জাযাআহ’ (একটি চার বছরের মাদী উট); আরো বেশি হলে নব্বই পর্যন্ত (ছিয়াত্তর হতে নব্বই পর্যন্ত) উটের জন্য দু’টি ‘বিনতু লাবূন’ আরো বেশি হলে একশত বিশ পর্যন্ত (একানব্বই হতে একশত বিশ) উটের জন্য দু’টি ‘হিক্কাহ’ এবং যখন একশত বিশের বেশি হবে তখন প্রতি পঞ্চাশ উটের জন্য একটি ‘হিক্কাহ’ এবং প্রতি চল্লিশ উটের জন্য একটি ‘বিনতু’ লাবূন যাকাত আদায় করতে হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে শাহিদ হাদীসসমূহ থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি ১৬৬০ (অনূবাদে ১৬৫৬) নং এ গত হয়েছে। দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৭০।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

১৬৬৪. (অপর সূত্রে) ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৬৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ

১৬৬৫. আমর ইবনু হাযম তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনু হাযমের মারফত শুরাহবীল ইবনু আব্দি কালাল, হারিছ ইবনু আব্দি কালাল এবং নু’আইম ইবনু আব্দি কালালের প্রতি একটি ফরমান (অধ্যাদেশ) লিখে পাঠালেন। (যাতে ছিল:) “প্রতি পাঁচ উকিয়া রৌপ্য মুদ্রায় পাঁচ দিরহাম; এর অধিক হলে প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম; আর পাঁচ উকিয়ার কমে কোনো (যাকাত) নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এটি ১৬৬১ (অনূবাদে ১৬৫৭) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৬৫)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ

১৬৬৬. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি বলেছেন: “ঘোড়া ও গোলামের সাদাকা (যাকাত) আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। আর প্রতি চল্লিশ দিরহাম রূপার ক্ষেত্রে এক দিরহাম সাদাকা (যাকাত) আদায় কর। কিন্তু একশত নব্বই দিরহামে কোন সাদাকা নেই। যখন তা দু’ই শত দিরহামে পৌঁছবে তখন তাতে পাঁচ দিরহাম সাদাকা দিতে হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। আবূ আওয়ানাহ এটি একাকী বর্ণনা করেননি। বরং অনেকেই তার সমর্থক বর্ণনা করেছেন, যেমন: আ’মাশ। তিনি প্রথম জীবনে আবূ ইসহাকের নিকট শ্রবণ করেছেন। তাখরীজ: আমি এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও এর শাহিদ হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯৯ তে। সেখানকার সাথে সংযোজন করছি: এটি বর্ণনা করেছেন, বাইহাকী, যাকাত ৪/১১৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১৫৮২; দারুকুতনী ২/১২৬; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ২/২৮; আবু নুয়াইম, আখবারুল আসবাহান ২/২৬৩; তাবারাণী, সগীর ১/২৩২; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ২২৮৪; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৭/১৪১, ৩০২ হাসান সনদে। ((আবূ দাউদ, যাকাত ১৫৭৪; তিরমিযী, যাকাত ৬২০; তিরমিযী বলেন: আমি এ হাদীস সম্পর্কে মুহাম্মদ (তথা বুখারী) কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, আমার নিকট এ উভয়েই সহীহ।” নাসাঈ, যাকাত ৫/৩৭; ইবনু মাজাহ, যাকাত ১৭৯০; আহমাদ ১/৯২, ১১৩, ১৩২, ১৪৫, ১৪৬।– ফাওয়ায আহমেদে তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৬২৯ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৬৬)

أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي لَيْلَى هُوَ الْكِنْدِيُّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

১৬৬৭. সুয়াইদ ইবনু গাফালা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যাকাত আদায়কারী কর্মচারি আমাদের নিকট আসলে আমি তার হাত ধরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই শপথ পাঠ করে শুনালাম : ‘‘যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন মালকে একত্র করা এবং একত্রিত মালকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।’’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবু দাউদ, যাকাত ১৫৭৯, ১৫৮০; ইবনু মাজাহ, যাকাত ১৮০১; নাসাঈ, যাকাত ৫/৩৯-৪০ উত্তম (জাইয়্যেদ) সনদে। আর এর শাহিদ হাদীস বর্ণিত রয়েছে আবূ বাকরা রা: হতে, যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৬৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

১৬৬৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে ইয়ামান অভিমুখে পাঠালেন, তখন তিনি বললেন: “তুমি তাদের ভাল ভাল সম্পদ (গ্রহণ করা) হতে বিরত থাকবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ১৬৫৫ (অনূবাদে ১৬৫১) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৬৮)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى غُلَامِهِ صَدَقَةٌ

১৬৬৯. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মুসলিম ব্যক্তির ঘোড়া ও দাসের উপর কোনো সাদাকা (যাকাত) নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪৬৩; মুসলিম, যাকাত ৯৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১৩৮, ৬১৩৯, ৬৫৬৩, ৬৫৬৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৭১, ৩২৭২; মুসনাদুল হুমাইদী নং

১১০৪, ১১০৫, ১১০৬ তে। সেখানকার সাথে সংযোজন করছি: এটি আরও বর্ণনা করেছেন, ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা নং ৩৫৫; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৩/৮০, ৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৬৯)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاعُ مَنَوَانِ وَنِصْفٌ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَرْبَعَةُ أَمْنَاءٍ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ

১৬৭০. আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “পাঁচ ‘ওয়াসাক’-এর কম পরিমাণ উ?পাদিত শস্যে, পাঁচ ‘উকিয়া’-এর কম পরিমাণ মুদ্রায় এবং পাঁচের কম সংখ্যক উটে যাকাত নেই।”[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন: ‘ওয়াসাক’ হয় ছয় সা’ এ; হিজাজবাসীদের মতে আর এক সা’ হলো আড়াই ‘মানা’-তে (এক ‘মানা’ দুই রতলের সমান[2])। আর ইরাকবাসীদের মতে, এক সা চার ‘মানা’র সমান।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ১৪০৫; মুসলিম, যাকাত ৯৭৯। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৭৯, ১০৩৪, ১০৭১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৬৮, ৩২৭৫, ৩২৭৬, ৩২৭৭; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৫২ তে। [2] ((মুহাক্কিক্বের টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ مِنْ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

১৬৭১. আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “পাঁচ ‘ওয়াসাক’-এর কম পরিমাণ উৎপাদিত শস্যে এবং খেজুরে যাকাত নেই, পাঁচ ‘উকিয়া’-এর কম পরিমাণ মুদ্রায়ও যাকাত নেই এবং পাঁচের কম সংখ্যক উটেও যাকাত নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭১)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ

১৬৭২. আমর ইবনু হাযম তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনু হাযমের মারফত শুরাহবীল ইবনু আব্দি কালাল, হারিছ ইবনু আব্দি কালাল এবং নু’আইম ইবনু আব্দি কালালের প্রতি একটি ফরমান (অধ্যাদেশ) লিখে পাঠালেন। (যাতে ছিল:) “প্রতি পাঁচ উকিয়া রৌপ্য মুদ্রায় পাঁচ দিরহাম; এর অধিক হলে প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম; আর পাঁচ উকিয়ার কমে কোনো (যাকাত) নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এটি ১৬৬৮ (অনূবাদে ১৬৬৪) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭২)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد آخُذُ بِهِ وَلَا أَرَى فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بَأْسًا

১৬৭৩. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই অগ্রিম যাকাত আদায় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিলেন।[1]আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমি এ মত গ্রহণ করেছি এবং বছর পূর্তির পূর্বে যাকাত প্রদানে আমি কোনো দোষ দেখি না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আহমাদ ১/১০৪; আবূ দাউদ, যাকাত ১৬২৪; তিরমিযী, যাকাত ৬৭৮; ইবনু মাজাহ, যাকাত ১৭৯৫; ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৪/১/১৭; বাইহাকী, যাকাত ৪/১১১; হাকিম ৩/৩৩২ একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। .. এর হাদীসের কয়েকটি শাহিদ হাদীস রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে। দেখুন, তাবাকাত ৪/১/১৭; মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ৩/১৪৮; বাইহাকী ৪/১১১। তিরমিযী বলেন, আলিমদের মাঝে অগ্রিম যাকাত আদায় করার ব্যাপারে দ্বিমত আছে। একদল মনীষী অগ্রিম যাকাত আদায় করা উচিৎ নয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন। সুফিয়ান সাওরি এই মতের সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা না করাই আমার মতে উত্তম। বেশিরভাগ মনীষী অগ্রিম যাকাত আদায় করলে তা জায়িয হওয়ার কথা বলেছেন। এ মতের প্রবক্তা হচ্ছেন শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক।’ দেখুন, নাইলূল আওতার ৪/২১২-২১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

১৬৭৪. ফাতিমাহ বিনতে কাইস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, “তোমাদের মাল-সম্পদে যাকাত ছাড়া আরো হক্ব রয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আবী হামযাহ মায়মূন আল আউর এর যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: তিরমিযী, যাকাত ৬৫৯,৬৬০; ইবনু আদী, আল কামিল৪/১৩২৮; দারুকুতনী ২/১২৫; বাইহাকী, যাকাত ৪/৮৪; ইবনু আবী হাতিম, ইবনু মারদুবিয়াহ-যা ইবনু কাছীর তার তাফসীর ১/২৯৮ এ উল্লেখ করেছেন; তাবারী ২/৯৬; ইবনু মাজাহ, যাকাত ১৭৮৯; ইমাম বাইহাকী (মা’রেফাতুস সুনান ৬/১২ তে) এর দূর্বলতার কথা ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন ও অন্যান্যদের থেকে উল্লেখ করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيُّ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ

১৬৭৫. মা’না ইবনু ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, আমার পিতা ও আমার দাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। আর তিনি আমার বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং আমার বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। আমি তাঁর নিকট (এক বিষয়ে) বিচার প্রার্থী হই, একদা আমার পিতা ইয়াযীদ কিছু স্বর্ণ মুদ্রা সাদাকাহ করার নিয়্যাতে মসজিদে এক ব্যক্তি নিকট রেখে আসেন। আমি সে ব্যক্তি নিকট হতে তা গ্রহণ করে পিতার নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিচার প্রার্থী হলাম। তিনি বললেন: “হে ইয়াযীদ, তুমি যার নিয়্যাত করেছো, তা তুমি পাবে। আর হে মা’ন! তুমি যা গ্রহণ করেছো, তা তোমারই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪২২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫৫১ তে। সেখানে আমার সংযোজন: ইবনু কানি’, মু’জামুল সাহাবাহ নং ১০৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭৫)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ مَا قَدْ صَلَّى قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَأْخُذُ بِهِ قَالَ نَعَمْ

১৬২২. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তখন তিনি বললেন:

“দু’- দু’ রাকা’আত করে। আর যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন সে যেন এক রাকা’আত সালাত আদায় করে নেয়, যা তার (পূর্বে) আদায়কৃত সালাতকে বিতর (বিজোড়) করে দেবে।”[1]
আবূ মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি এমত গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন: হাঁ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তবে এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ১৫০০ (অনূবাদে ১৪৯৭) নং এ গত হয়েছে। ((বুখারী ৪৭২; মুসলিম ৭৪৯। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬২৩, ৫৪৩১, ৫৪৯৪, ৫৬১৮, ৫৬২০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪২৬, ২৬১৯, ২৬২০, ২৬২৩, ২৬২৪ তে।- ১৪৯৭ নং এর টীকা হতে- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي قَوِيٍّ

১৬৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “অবস্থা সম্পন্ন সচ্ছল ও সুস্থ–সবল লোকের জন্য যাকাত নেয়া বৈধ নয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আল কাবীর ৩/৩২৯; বাইহাকী, সাদাকাত ৭/১৩; তায়ালিসী ১/১৭৭ নং ৮৪২; তিরমিযী, যাকাত ৬৫২; আব্দুর রাযযাক নং ৭১৫৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১৫৯৯; ইবনু আবী শাইবা ৩/২০৭; আহমাদ ২/১৬৪, ১৯২; আবী উবাইদ, আল আমওয়াল নং ১৭২৭; আবূ দাউদ, যাকাত ১৬৩৪; হাকিম ১/৪০৭; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ২/১৪। তিরমিযী বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের হাদীসটি হাসান।... এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা কর্তৃক যার পূর্ণ তাখরীজ আমরা দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৮০৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৯০ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩২৯০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ أَوْ خُدُوشٌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ

১৬৭৭. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি সচ্ছলতা সত্ত্বেও (মানুষের নিকট) হাত পাতে (সাহায্য প্রার্থনা করে),সে কিয়ামত দিবসে (এই সাহায্য চাওয়ার জন্য) তার মুখমণ্ডলে অসংখ্য জখম, নখের আঁচড় ও ক্ষত চিহ্ন নিয়ে উপস্থিত হবে।” প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! সচ্ছলতা (-এর সীমা) কি? তিনি বললেনঃ “পঞ্চাশ দিরহাম বা সমমূল্যের স্বর্ণ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও এর শাহিদ হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫২১৭ তে। এখানে তার সাথে সংযোজন করছি: ইবনু আবী শাইবা ৩/১৮০; ফাসাওয়ী, মা’রিফাতুত তারীখ ৩/৯৮-৯৯; ইবনু আদী, আল কামিল ২/৬৩৫, ৬৩৭; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৩/২০৫; পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

১৬৭৮. (অপর সনদে) আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। এছাড়া ইবনু আদী, আল কামিল ২/৬৩৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৭৯)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ أَلْقِهَا أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

১৬৭৯. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাদাকার খেজুর হতে একটি খেজুর তুলে নিয়েই তার মুখে পুরে দিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “ওয়াক্ ওয়াক্ (বমির পূর্বের আওয়াজের মত) করে ওটি ফেলে দাও। তুমি কি জান না যে, আমরা সাদাকা ভক্ষণ করি না?”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ্ তাখরীজ: বুখারী ১৪৯১; মুসলিম, যাকাত ১০৬৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৯৪, ৩২৯৫ তে। এছাড়া সেখানকার সাথে আমার সংযোজনী: তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ২/৯; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৩/৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮০)

أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

১৬৮০. আবী লাইলা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম এবং তাঁর সাথে হাসান ইবনু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাও ছিলেন। হঠাৎ তিনি (হাসান রা:) সাদাকার খেজুর হতে একটি খেজুর তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট হতে সেটি কেড়ে নিলেন, তারপর বললেন: “তুমি কি জান না যে, আমাদের জন্য সাদাকাহ বৈধ নয়?”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৩৪৮; ইবনু আবী শাইবা ৩/২১৫, ১৪/২৭৯ নং ১৮৩৭৫; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ২/১০; আগের হাদীসটি এর শাহিদ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُلْحِفُوا بِي فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ شَيْئًا فَأُعْطِيَهُ وَأَنَا كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ

১৬৮১. মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা আমার নিকট কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করবে না। কেননা, আল্লাহর কসম, তোমাদের কেউ আমার কাছে এমন জিনিস চাইবে, যা আমি অপছন্দনীয় করি, আর আমি তাকে তা দেব, তাহলে আল্লাহ্ তা’আলা তাতে বরকত দেবেন না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মসলিম , যাকাত ১০৩৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৮৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬১৫ তে। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে যা সামনে ১৬৯০ ও ২৭৯৩ (অনূবাদে ১৬৮৬) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ كَانَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ

১৬৮২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্তদাস ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি লোকদের নিকট চেয়ে চেয়ে বেড়াবে, (কিয়ামত দিবসে) তার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৪৫৮৯ তে। ((আহমাদ ও বাযযার ও তাবারাণী তার কাবীরে, আর এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।– ফাওয়ায আহমেদের দারেমী ১৬৪৫ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮৩)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنْ الصَّبْرِ

১৬৮৩. আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আনসারের কিছু লোক একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের কিছু সাহায্য দিলেন। এরপর তারা আবার সাহায্য চাইলে তিনি তাদের তা দিলেন। অত:পর যখন তা শেষ হয়ে গেলো তখন তিনি বললেনঃ আমার কাছে যে অর্থ-সম্পদ আছে তোমাদের না দিয়ে আমি তা কখনো পুঞ্জিভূত করে রাখি না। যে মুখাপেক্ষীহীন হতে চায় আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেন। যে ব্যক্তি (যাঞ্চা থেকে) পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের তওফীক চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের তওফীক দিয়ে দেন। ধৈর্য ধারণের চেয়ে উত্তম এবং ব্যাপক সম্পদ কাউকে প্রদান করা হয়নি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ১৪৬৯; মুসলিম, যাকাত ১০৫৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১২৯, ১২৬৭, ১৩৫২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪০০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

১৬৮৪. আব্দুল্লাহ (ইবনু উমার) রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কোনো একটি জিনিস দান করলেন। তখন আমি বললাম, এটি এমন কাউকে দিন, আমার চেয়েও এটি যার অধিক প্রয়োজন। তিনি বললেন, তুমি এটা নাও, আর তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীতে আল্লাহ যে

সম্পদই তোমাকে দান করেন, তুমি তা নেবে। অন্যথায় তুমি তোমার মনকে তার পেছনে ধাবিত করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি (সহীহ এবং) বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪৭৩, আহকাম ৭১৬৪; মুসলিম, যাকাত ১০৪৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩০৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২১ তে। এবং পরবর্তী টীকা দু'টিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮৫)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ

১৬৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ; এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। আবীল ইয়ামান হাকাম ইবনু নাফি' হতে এটি বুখারী, আহকাম ৭১৬৩ তে বর্ণনা করেছেন। আগের এবং পরের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْهُ

১৬৮৬. (অপর সনদে) আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে (সাদাকা আদায়কারী রূপে) নিযুক্ত করেন..." অত:পর তিনি তাঁর (উমার রা:) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ; এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। কুতাইবা ইবনু সাঈদ হতে মুসলিম, যাকাত ১০৪৫ (১১২)। পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকা দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ

১৬৮৭. হাকীম ইবনু হিযাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর কাছে কিছু (সাহায্য) চাইলে তিনি আমাকে দান করলেন। এরপর আমি তাঁর কাছে পুনরায় চাইলে তিনি আমাকে কিছু দান (সাহায্য) করলেন। এরপর আমি তাঁর কাছে পুনরায় চাইলে তিনি এবারও আমাকে কিছু দান (সাহায্য) করলেন। এরপর পুনরায় চাইলাম, তখন তিনি বললেন, হে হাকীম! এ সমস্ত ধন- সম্পদ সবুজ-শ্যামল ও সুমিষ্ট। ফলে যে ব্যক্তি সেগুলো লোভ-লালসামুক্ত মন নিয়ে গ্রহণ করে, তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তা লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে, তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত, ১৪৭২; মুসলিম, যাকাত ১০৫৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২২০, ২৪০২, ২৪০৬ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৬৩ তে। সামনে ২৭৯৩ এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ

১৬৮৮. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “সচ্ছল অবস্থায় যে দান করা হয়, সেটিই

সর্বোত্তম দান। আর তোমরা যাদের ভরণ-পোষণ করো, প্রথমে তাদেরকে দান করার মাধ্যমেই (দান) শুরু করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪২৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৬৩, ৪২৪৩ তে। সেখানে আরো সংযোজন করছি: এটি আরো বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক নং ১৬৪০৪; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ২৪৩৯; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১৬৭৪, ১৬৭৫; দাওলাবী, আল কুন্নী ১/১০৮; ইবনু আদী, আল কামিল ৪/১৫৮৬; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৩৪১৯, ৮৫৭৫; আল মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ৮৫০১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৮৯)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ وَالْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِي وَالْيَدُ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ

১৬৮৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম।”তিনি বলেন, “উপরের হাত হলো দাতার হাত এবং নিচের হাত হলো দান প্রার্থীর (যাঞ্চাকারীর) হাত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪২৯; মুসলিম, যাকাত ১০৩৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৩০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৬১, ৩৩৬৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

১৬৯০. হাকিম ইবনু হিযাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সচ্ছল অবস্থায় যে দান করা হয়, সেটিই সর্বোত্তম দান। আর উপরের হাত (দাতা) নিচের হাত (গ্রহীতা) হতে উত্তম। আর তোমরা যাদের ভরণ-পোষণ করো, প্রথমে তাদেরকে দান করার মাধ্যমেই (দান) শুরু করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বাইহাকী, যাকাত ৪/১৮০। ((বুখারী, যাকাত ১৪২৭; মুসলিম, যাকাত ১০৩৪; নাসাঈ, যাকাত ৫/৬৯; আহমাদ ৩/৪০২-৪০৩- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৬৫৩ নং হাদীসের টীকা হতে। - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فَوَافَقَتْ زَيْنَبَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي أَضَعُ صَدَقَتِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فِي قَرَابَتِي فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

১৬৯১. আব্দুল্লাহ’র স্ত্রী যাইনাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “হে নারী সমাজ! তোমরা সাদাকা কর যদিও তা তোমাদের অলংকারই হোক না কেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ দরিদ্র ছিলেন। ফলে আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর নিকট এসে (দেখলাম তাঁর দরজার সামনে দণ্ডায়মান) যয়নাব নাম্নী অপর একজন আনসারী মহিলার সাথে (আমার বিষয়টি) মিলে গেলো এবং আমি যে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে এসেছি তিনিও সে ব্যাপারেই প্রশ্ন করছেন। তখন আমি বিলালকে বললাম যে, আপনি আমার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসাকরুন যে, আমি আমার সাদাকা কোথায় দান করবো- আব্দুল্লাহ’কে নাকি আমার আত্মীয়-স্বজনকে? তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, “কোন্ যাইনাব?” তিনি (বিলাল) বললেন, আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর

স্ত্রী যয়নাব। তিনি বললেন, হ্যাঁ; তার জন্য দু'টি (দুই গুণ) সাওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার (সম্পর্ক বজায় রাখার) সাওয়াব এবং দান করার সাওয়াব।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৪০২, ৪৩৪; মুসলিম, যাকাত ১০৩৪; তিরমিযী, যাকাত ৬৩৫; বাইহাকী, যাকাত ৪/১৮০; শুয়াবুল ঈমান নং ৩৪১৮; নাসাঈ, আল কুবরা নং ২৩২৩; বুখারী, যাকাত ১৪২৭। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা হতে বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিতভাবে বর্ণিত, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মা'ওসিলী নং ৬৫৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯২)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا نَخْلًا وَكَانَتْ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا طَيِّبٌ فَقَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَالَ إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَائِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَّمَهُ أَبُو طَلْحَةَ فِي قَرَابَةِ بَنِي عَمِّهِ

১৬৯২. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবূ তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সবচাইতে বেশি খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নাববীর সম্মুখে অবস্থিত বায়রূহা নামক বাগানটি তাঁর নিকট অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস রা: বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো: "তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পূণ্য লাভ করতে পারবে না"- (সূরা আলে ইমরাণ: ৯২)। তখন তিনি বললেন, আমার সকল মাল-সম্পদের মধ্যে বায়রূহা বাগানটিকে আমি অধিক ভালবাসি। ফলে এটিকে আল্লাহর নামে সাদাকাহ করা হলো। আমি এর সাওয়াব ও সঞ্চিত সম্পদ (বিনিময়) আল্লাহর নিকটই আশা করি। তাই আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে এটি দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "বেশ তো! এটি হচ্ছে লাভজনক কিংবা অগ্রাধিকারযোগ্য সম্পদ। তুমি যা বলেছো, তা আমি শুনেছি। আর আমি মনে করি, তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে এটি বন্টন করে দাও।" তখন আবূ তালহা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাই করব। এরপর আবূ তালহা সেটি তাঁর চাচার বংশধর আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে এটি বন্টন করে দিলেন।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, সাদাকা (২); বুখারী, যাকাত ১৪৬১; মুসলিম, যাকাত ৯৯৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৭৩২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৪০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَمَرَنَا فِيهَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ

১৬৯৩. ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আমাদের সামনে প্রদত্ত প্রতিটি খুতবাতেই তিনি আমাদেরকে দান করার নির্দেশ দিতেন এবং অঙ্গছেদন (হাত, পা ইত্যাদি কর্তন) করতে নিষেধ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: বুখারী, গোসল ২৯১; মুসলিম, হায়িয ৩৪৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মু’জামুস শুয়ূখ আবী ইয়ালা নং ১৬৪ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭০৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

১৬৯৪. আদী ইবনু হাতিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা আগুন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো, যদিও তা এক টুকরা খেজুর (সাদাকা করার) দ্বারাও হয়। আর যদি তাও না পাও, তবে উত্তম কথার দ্বারা।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪১৩; মুসলিম, যাকাত ১০১৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭৩, ৬৬৬, ২৮০৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ وَأَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ

১৬৯৫. আব্দুর রহমান ইবনু আবী লুবাবাহ হতে বর্ণিত, আবী লুবাবাহ তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার তওবা (সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে) আমি আমার সম্প্রদায়ের বাসস্থান হতে হিজরাত করে আপনার নিকট বসবাস করতে চাই এবং আমার সমস্ত মাল আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা হিসেবে দান করে দিতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “তোমার (মালের) এক তৃতীয়াংশ (সাদাকা করা)-ই যথেষ্ট।”[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’টি ত্রুটি বিদ্যমান। এক. সাঈদ ইবনুল মাসলামাহ যঈফ; দুই. আব্দুর রহমান ইবনু আবী লুবাবাহ পরিচয়হীনতা। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৭১ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ৮৪১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯৬)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي قَالَ أَحْمَدُ فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَهُوَ الصَّوَابُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرُهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا مُغْضَبًا فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ ثُمَّ قَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى خُذْ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ

১৬৯৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি ডিমের পরিমাণ এক টুকরা স্বর্ণ-যা সে কোনো যুদ্ধে (গণিমাত হিসেবে) –(বর্ণনাকারী আহমাদ বলেন, ‘কোনো খনিতে’- আর সেটিই সঠিক)- পেয়েছিল- তা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। অত:পর সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট থেকে এটি সাদাকা হিসেবে গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম! এ ব্যতীত আমার আর কোনোই সম্পদ নেই। তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সে বাম পাশ থেকে এসে পুণরায় একই কথা বললো। এরপর সে সামনে দিয়ে এসে পুণরায় একই কথা বললো। তখন তিনি রেগে গিয়ে বললেন: “যাও, নিয়ে এসো!” এরপর তিনি সেটি (নিয়ে) এত জোরে তার দিকে নিক্ষেপ করলেন যে, যদি সেটি তার গায়ে লাগত তবে নিশ্চয়ই সে আঘাত পেতো, কিংবা আহত হতো। অত:পর তিনি বললেন: “তোমাদের কেউ তার মালিকানার সমস্ত মাল-সম্পদ নিয়ে এসে বলে, ‘এটা সাদাকা স্বরূপ (দান করলাম)।’ অত:পর সে লোকদের নিকট সাহায্যের জন্য স্বীয় হাত প্রসারিত করে। (জেনে রাখো!) উত্তম সাদাকা তো তাই- যা সচ্ছল অবস্থায় দেওয়া হয়। (এরপর লোকটিকে উদ্দেশ্যে করে বললেন:) তোমার মাল তুমি নিয়ে যাও, এতে আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই।”

এরপর লোকটি তার মাল নিয়ে চলে গেলো।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, মালিক বলতেন, যখন কোনো লোক তার মাল মিসকীনদেরকে দান করতে চাই, তখন সে যেন তার মালের এক তৃতীয়াংশ দান করে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত তবে ইবনু ইসহাক এটি আন’আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস রাবী। ((আলবানী একে হাসান বলেছেন, আবু দাউদ ১৬৫৭-অনুবাদক))। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০৮৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৭২ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ৮৩৯ তে। ((আবূ দাউদ, যাকাত ১৬৭৩-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قُلْتُ مِثْلَهُ قَالَ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقُلْتُ لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا

১৬৯৭. উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দান করার নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার নিকট মাল ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম: আজকে আমি আবূ বাকর রা: এর চাইতে (দানের ব্যাপারে) অগ্রগামী হবই, যদিও কোনোদিনই আমি তার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারিনি। তাই আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো?” আমি বললাম, এর সমপরিমাণ সম্পদ। উমার রা: বলেন, আর আবূ বাকর রা: আনলেন তাঁর সমস্ত মাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো?” তিনি বললেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই রেখে এসেছি। উমার রা: বলেন, তখন আমি বললাম, আমি (ভবিষ্যতে) আর কোনোদিন কোনো ব্যাপারে (অধিক ফযীলতের অধিকারী হওয়ার জন্য) আপনার সাথে প্রতিযোগীতা করব না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, হিশাম ইবনু সা’দের কারণে। তাখরীজ: আবূ দাউদ, যাকাত ১৬৭৮; তিরমিযী, মানাকিব ৩৬৭৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯৮)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَقُولُ بِهِ قَالَ مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ

১৬৯৮. আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, স্বাধীন লোক অথবা গোলাম, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিমের উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সা’আ পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা’আ পরিমাণ যব রামাযান মাসের ফিতরা হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[1]
আবূ মুহাম্মদ কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি এমত গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, মালিক এ মতামত দিতেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। আর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৫০৪; মুসলিম, যাকাত ৯৮৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ

দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৩৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩০১, ৩৩০২, ৩৩০৩, ৩৩০৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭১৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৬৯৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ

১৬৯৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট-বড়, স্বাধীন- দাস – নির্বিশেষে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা’আ পরিমাণ যব অথবা এক সা’আ পরিমাণ খেজুর যাকাতুল ফিতর হিসাবে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কিন্তু পরবর্তিতে লোকেরা দুই ‘মুদ্দ’ পরিমাণ গমকে এর সমপরিমাণ ধরে নিয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটিও বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০০)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَقَالَ إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَرَى صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

১৭০০. আবূ সাঈদ আল–খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আমরা ছোট-বড়, স্বাধীন- দাস – নির্বিশেষে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা’আ খাবার অথবা এক সা’আ খেজুর অথবা এক সা’আ যব

অথবা এক সা’ পনির অথবা এক সা’ কিশমিশ যাকাতুল ফিতর হিসেবে দান করতাম। এটি এভাবেই চলে আসছিল। কিন্তু মুআবিয়া (রা) হজ্জ কিংবা উমরার সফরে মাদিনায় এসে বললেন, আমি দেখছি, শামের (সিরিয়ার) দুই মুদ্দ গম এক সা’আ খেজুরের সমান। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর লোকেরা এটাই (এ মতটিই) অবলম্বন করলো। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, কিন্তু আমি পূর্বে যেভাবে আদায় করতাম, সেভাবেই আদায় করতে থাকব।[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমার মতে, প্রত্যেক জিনিসের (খাদ্যের) এক সা’আ পরিমাণ (দিয়েই আদায় করা যাবে)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৫০৬; মুসলিম, যাকাত ৯৮৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২২৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩০৫, ৩৩০৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭১৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০১)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

১৭০১. আবূ সাঈদ আল–খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সা’আ খাবার অথবা এক সা’আ খেজুর অথবা এক সা’আ যব অথবা এক সা’ কিশমিশ অথবা এক সা’ পনির যাকাতুল ফিতর হিসেবে দান করতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী; আর হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, যাকাত ৫৪; এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০২)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

১৭০২. আবূ সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় (যাকাতুল ফিতর হিসেবে) দান করতাম ...” -অত:পর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৫০৮। আর হাদীসটি আগের হাদীস দু’টির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي عَشَّارًا

১৭০৩. উকবা ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, “(নিদিষ্ট পরিমাণের চাইতে অধিক হারে) যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, এর (‘যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি’র) অর্থ: ওশর (এক দশমাংশ) আদায়কারী কর্মচারী।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এতে ইবনু ইসহাক রয়েছে, তিনি এটি ‘আন‘আন’ পদ্ধতে বর্ণনা করেছেন (আর তিনি মুদাল্লিস)। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৫৬ তে। (আবূ দাউদ, যাকাত ২৯৩৭-অনুবাদক) আমাদের সংযোজন: তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ২/৩১; তাবারাণী, কাবীর ১৭/৩১৭, ৩১৮ নং ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা, নং ৩৩৯; বাইহাকী, সাদাকাত ৭/১৬; ....।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০৪)

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الثِّمَارِ مَا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ وَمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ فَنِصْفَ الْعُشْرِ

১৭০৪. মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামান অভিমুখে পাঠান, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন বৃষ্টি দ্বারা সিঞ্চিত জমি হতে এক দশমাংশ এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিঞ্চিত জমি হতে ফসলের অর্ধ-উশর (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: নাসাঈ, যাকাত ৫/৪২; ইবনু মাজাহ যাকাত ১৮১৮; আর এর শাহিদ বর্ণিত হয়েছে জাবির রা: হতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনায়- বুখারী, যাকাত ১৪৮৩ ও মুসলিম, যাকাত ৯৮১ তে। আর মুয়ায রা: এর হাদীস দেখুন, বিগত ১৬৬৩, ১৬৬৪ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০৫)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

১৭০৫. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “পশুর আঘাতে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই (বৃথা); আবার কূপে (পড়ে আহত/নিহত অবস্থার)ও কোনো ক্ষতিপূরণ নেই এবং খনিতে (প্রাপ্ত) সম্পদে যাকাত হলো এক পঞ্চমাংশ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, যাকাত (৯); বুখারী, যাকাত ১৪৯৯; মুসলিম, হুদুদ ১৭১০; ((আবূ দাউদ, ইমারাহ ৩০৮৫; তিরমিযী, যাকাত ৬৪২; নাসাঈ, যাকাত ৫/৪৫; ইবনু মাজাহ, দিয়াত ২৬৭৩; আহমাদ ২/২২৮-২৩৯…. ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৬৬৮ এর টীকা হতে।–অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৫০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০০৫-৬০০৭; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১১০; আর এটি সামনে ২৪২২, ২৪২৩, ২৪২৫ নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا

عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَهَلَّا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَلُوهُ

১৭০৬. হুমায়দ সা'ইদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করেন। যখন সে যাকাত আদায় করে ফিরে আসলো, তখন সে বললোঃ এগুলো আপনাদের জন্য এবং এগুলো আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়েছে । তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ''তুমি তোমার পিতা- মাতার গৃহে বসে থেকে দেখতে যে, তোমাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? ''অত:পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিকালের সালাত শেষে মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং শাহাদতের বাক্য উচ্চারণ করে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা ও গুণগান আদায়ের পর বললেনঃ ''অত:পর, আমি যাকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে পাঠাই, তার কী হলো যে, সে ফিরে এসে বলবেঃ 'এই মাল তোমাদের এবং এই হাদিয়া আমাকে দেওয়া হয়েছে?!'

সে তার পিতা-মাতার গৃহে বসে থেকে দেখলো না কেন যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই মহান সত্তার কসম! তোমাদের কেউ (যাকাতের সম্পদ হতে) কোনো জিনিস আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিন সে তা (কাঁধে) বহন করে নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি তা উট হয়, তবে সে উট আওয়ায করতে থাকবে। যদি গাভী হয়, তবে গরু হাম্বা-হাম্বা ডাক দিতে দিতে আসবে। আর যদি বকরী হয়, তবে সেটিও ডাকতে থাকবে। এরপর তিনি (সা) তাঁর দু'হাত (দু'আর জন্য) এত উপরে উঠালেন যে, আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর তিনি বলেনঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি কি (তোমার হুকুম) পৌছে দিয়েছি ?'' আবূ হুমাইদ বলেন, যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও আমার সাথে এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন। ফলে তোমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জুমু'আহ ৯২৫, হাইল (কুটকৌশল) ৬৯৭৯; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৩২। ((আবূ দাউদ, ইমারাহ ২৯৪৬; আহমাদ ৫/২২৭-, ২৮৫,

৪২৩-ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী ১৬৬৯ এর টীকা হতে। -অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ুসহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৫১৫; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৬৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০৭)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ وَمُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلَا يَصْدُرَنَّ عَنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ

১৭০৭. জারীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যাকাত আদায়কারী (সংগ্রহকারী) তোমাদের নিকটে আসলে তিনি যেন অবশ্যই (তোমাদের উপর) সন্তুষ্ট হয়েই ফিরতে পারে।”[1] (তার সাথে ভাল ব্যবহার কর।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা ‘আন আন’ পদ্ধতিতে হিশাম এটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, যাকাত ৯৮৯। ((আবূ দাউদ, যাকাত ১৫৮৯; তিরমিযী, যাকাত ৬৪৭; নাসাঈ, যাকাত ৫/৩১; -ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী ১৬৭০ এর টীকা হতে। -অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮১৪ তে। পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০৮)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

১৭০৮. (অপর সনদে) জারীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনূরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭০৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ يُقَالُ لَهَا حَوَّاءُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَا كُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحَرَّقٌ

১৭০৯. আমর ইবনু মুয়ায তার হাওয়া নাম্নী দাদী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “হে মুসলিম নারীগণ! তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীদেরকে অবজ্ঞা না করে, যদিও তা ছাগলের পায়ের একটি ঝলসানো হাড্ডি (হাদীয়া দেওয়ার মাধ্যমে) ও হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: মালিক, সাদাকা ৪; আহমাদ ৬/৪৩৪; বুখারী,, আদাবুল মুফরাদ নং ১২২; তাবারাণী, আল কাবীর ২৪/২২১ নং ৫৫৯; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৪/২৯৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৩৪৬২। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রা: হতে বুখারী, হিবাহ ২৫৬৬; মুসলিম, যাকাত ১০৩০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১০)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ قَالَ أُخِذَتْ عَمَّةُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَدِمَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ فَأَسْلَمُوا فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِي فَقَالَ يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ فَدَفَعْتُهُ

১৭১০. সাখর ইবনুল আইলাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবন শো'বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ফুফুকে বন্দী করলাম। তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলো। এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গিয়ে তাঁর ফুফুকে (ফেরত) চাইলেন। এরপর তিনি (আমাকে ডেকে) বললেন: “হে সাখর! যখন কোন কওম মুসলিম হয়, তখন তাদের রক্ত (জান)-মালের হিফাযত করবে । তুমি তাকে (মুগীরার ফুফুকে) তাঁর (মুগীরার) নিকট ফিরিয়ে দাও।” আবার বনী সুলাইমের একটি পুকুর ছিল। অবশেষে বনী-সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা তাঁর নিকট এটি ফেরত চাইলো। এরপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডেকে বললেন: “হে সাখর! যখন কোন কওম মুসলিম হয়, তখন

তাদের রক্ত (জান)-মালের হিফাযত করবে। সুতরাং ঐ (কওমের পুকুর)-টি তাদেরকে ফিরিয়ে দাও।” ফলে আমি তা ফেরত দিলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১২/৩১১; ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৬/১৯; তাবারাণী, কাবীর ৪/৩১০-৩১১; ৮/২৯-৩০ নং ৭২৭৯, ৭২৮০; আবূ দাউদ, খারাজ ওয়াল ইমারাহ ৩০৬৭; বাইহাকী, সিয়ার ১/১১৪; ইবনু কাছীর, বিদা’আহ ৪/৩৪২; আহমাদ ৪/৩১০; পরবর্তী হাদীসটি দেখুন। আরও দেখুন, আদ দিরায়াহ ২/১২১-১২২; তালখীসুল হাবীর ৪/১১০, ১২০; আর আবী হুরাইরা রা: এর হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৪৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ أَطْوَلَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ

১৭১১. (অপর সনদে) সাখর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, (পূর্বের হাদীসের প্রথম দিকের রাবী) আবী নুয়াইমের হাদীসের চেয়ে দীর্ঘ আকারে বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ((মুহাক্কীক্ব এ হাদীসের কোনো হুকুম লাগাননি। আগের হাদীসটি হাসান হওয়ায় এটি হাসান লি গয়রিহী হবে ইনশাআল্লাহ।–অনুবাদক)) তাখরীজ: আবূ দাউদ, খারাজ ওয়াল ইমারাহ ৩০৬৭; পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১২)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ امْرُؤٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا إِلَّا وَضَعَهَا حِينَ يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمْ التَّمْرَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ

১৭১২. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “যে লোক পবিত্র (হালাল) উপার্জন হতে দান-খায়রাত করে, -আর আল্লাহ্ তা’আলা পবিত্র (হালাল) মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না- সে যখন এটি (কাউকে) অর্পণ করে, তখন সে

যেন দয়াময় ‘রহমান’ এর হাতে তা সমর্পণ করে। আর নিশ্চয়ই দয়াময় রাহমান তোমাদের কারো (দাতার) জন্য সেই (দানকৃত) খেজুরটি প্রতিপালন করতে থাকেন যেভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বা উটের দুধ ছাড়ানো বাচ্চাকে লালন পালন করে থাকে। এমনকি সেটি বড় হতে হতে উহুদ (পাহাড়) এর সমান হয়ে যায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪১০; মুসলিম, যাকাত ১০১৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭০, ৩৩১৬, ৩৩১৮, ৩৩১৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৮৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১৩)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

১৭১৩. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “সাদাকার কারণে সম্পদ হ্রাস পায় না, ক্ষমা করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা ব্যক্তির সম্মানই বৃদ্ধি করে থাকেন।আল্লাহর জন্য যদি কেউ বিনয় অবলম্বন করে তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার মর্যাদা সমুচ্চ করেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, বিরর ওয়াল সুলহ ২৫৮৮; এছাড়াও, বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৩৪১১ ও ৮০৭১, ৮৩২৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৪৫৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১৪)

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

১৭১৪. বাহয ইবন হাকীম (র)-এর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি: “প্রত্যেক বিচরণকারী উটের যাকাত হল প্রত্যেক চল্লিশে একটি ‘ইবনাতুল লাবুন’ (তিন বছর বয়সী উটনী)। উটের হিসাব থেকে কোন উটকে বাদ দেওয়া হবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়্যাতে তা দান করবে তার জন্য তার সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা দেওয়া হতে বিরত থাকবে, তবে নিশ্চয়েই আমরা তার থেকে তা উসূল করে নেব, আর তার সাথে আরো অর্ধেক উট নিয়ে নেব আল্লাহ প্রদত্ত আবশ্যিক বিধানসমূহ থেকে একটি বিধান। মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বংশধরদের জন্য এর সামান্য পরিমাণও হালাল হবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: তাবারাণী, আল কাবীর ১৯/৪১১ নং ৯৮৮; আবূ দাউদ, যাকাত ১৫৭৫; আহমাদ ৫/২, ৪; নাসাঈ, যাকাত ৫/১৫-১৬; ইবনুল জারুদ নং ৩৪১; আব্দুর রাযযাক ৬৮২৪; ইবনু আবী শাইবা, ২/১২২; ইবনু খুযাইমা নং ২২৬৬; বাইহাকী, যাকাত ৪/১১৬; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ২/৯, ৩/৯৭; হাকিম ১/৩৯৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১৫)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَ فُلَانًا الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

১৭১৫. কাবীসা ইবনু মুখারিক আল হিলালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজনের পাওনা আদায় করে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলাম এবং তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তখন তিনি বললেন: “হে ক্বাবীসা! আমার নিকট সাদাকার কোন মাল আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর; তবে (আসলেই) আমি তোমাকে দিয়ে দেয়ার আদেশ দেব।” এরপর বললেন, “হে ক্বাবীসা! সাদাকা তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয়: যে কারো পাওনা আদায় করে দেয়ার যামিন হয় (দায়িত্ব নেয়), তার জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ। এমতাবস্থায় তা (পাওনা) পরিশোধ হওয়ার মতো না পাওয়া পর্যন্ত সে চাইতে পারে। এরপর

(পাওনা পরিশোধ পরিমাণ যোগাড় হলে) সে (চাওয়া হতে) বিরত থাকবে। এরপর সেই ব্যক্তি যার উপর কোন বিপদ নিপতিত হয় এবং তার ধন –সম্পত্তি সমূলে শেষ করে দেয়- তার জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ, যতক্ষণ না তা তার জীবন ধারনের জন্য যথেষ্ট -কিংবা তিনি বলেছেন,- জীবন ধারণের উপযোগী হয়ে যায়। এরপর এমন (ধনাঢ্য) ব্যক্তি যার উপর দারিদ্র চেপে বসেছে, যার সম্পর্কে তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, 'অমুকের উপর দারিদ্র চেপে বসেছে।' তাহলে তার জন্যও সাহায্য চাওয়া বৈধ, যতক্ষণ না তা তার জীবন ধারনের জন্য যথেষ্ট (প্রয়োজন পরিমাণ) -কিংবা তিনি বলেছেন,- জীবন ধারণের উপযোগী হয়ে যায়। এরপর (যথেষ্ট হয়ে গেলে) সে (চাওয়া হতে) বিরত হয়ে যাবে। হে কাবীসা! এ তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো জন্য সাহায্য চাওয়া হারাম। যার আহরণকারী তা হারাম রূপে ভক্ষণ করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, যাকাত ১০৪৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৯১, ৩৩৯৫, ৩৩৯৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৩৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১৬)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

১৭১৬. হাকিম ইবনু হিযাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলো, সাদাকাসমূহের মাঝে কোন্ সাদাকাটি উত্তম? তিনি বললেন: "সম্পর্ক ছিন্নকারী নিকটাত্মীয়দেরকে (দেয়া সাদাকা)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৪৭১৫ তে। ((আহমাদ ৩/৪০২ হাসান সনদে- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৬৭৯ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

১৭১৭. সালমান ইবনু আমির আয যবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মিসকীনদেরকে দান –খয়রাত করা শুধুমাত্র একটি (সাধারণ) দান বলেই গণ্য হয়; কিন্তু আত্মীয় –স্বজনকে দান করলে তাতে দু’টি (সাওয়াব) হয়: (সাধারণ) দান এবং আত্মীয়তা রক্ষা (এর সাওয়াব) হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৪৪; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৮৩৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৪৪ তে। ((তিরমিযী ৬৫৮; ইবনু মাজাহ, যাকাত ১৮৪৪; নাসাঈ, যাকাত বা ৮২; আহমাদ ৪/১৭-১৮; আলবানী সহীহুল জামি’ ৩/২৬৩ এ বলেন: সহীহ।’- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৬৮০ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

১৭১৮. (অপর সনদে) সালমান ইবনু আমির আয্ যবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে: “দরিদ্র-মিসকীনদেরকে দান–খয়রাত করা শুধুমাত্র একটি (সাধারণ) দান বলেই গণ্য হয়; কিন্তু আত্মীয়–স্বজনকে দান করলে তাতে দু’টি (সাওয়াব) হয়: (সাধারণ) দান এবং আত্মীয়তা রক্ষা (এর সাওয়াব) হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭১৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৭১৯. সিলা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু- এর নিকট ছিলাম। সেখানে একটি ভুনা ছাগল পেশ করা হলে তিনি বললেন: তোমরা খাও। সেখানকার কোনো এক লোক (রোযা থাকার কারণে) তা খাওয়া হতে বিরত রইলো। সে বললো, আমি রোযাদার। তখন আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যে ব্যক্তি এ সন্দেহপূর্ণ দিবসে রোযা রাখলো, সে তো আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানী করেছে।[1]

[1] তাহক্বীক্ব; এর সনদ যঈফ; আমর ইবনু ক্বাইস আবী ইসহাক সাবিঈ হতে কিছু শ্রবন করা হতে পিছিয়ে। তবে হাদীসটি সহীহ লি গায়রিহী। তাখরীজ: ইবনু হিব্বান নং ৩৫৯৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৮৫, ৩৫৯৫, ৩৫৯৬; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৮৭৮ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬৪৪ তে। (বুখারী, সিয়াম, তা'লিক হিসেবে বাব: ১১; আবূ দাউদ, সিয়াম ২৩৩৪; তিরমিযী, সওম, ৬৮৬; নাসাঈ, সওম বাব; ৩৭; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৬৪৫; দারুকুতনী, সিয়াম ৫।-- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৬৮২ এর টীকা হতে।–অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ أَصْبَحْتُ فِي يَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَتَيْتُ عِكْرِمَةَ فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَبَقْلًا فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُفْطِرَنَّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ حَلَفَ وَلَا يَسْتَثْنِي تَقَدَّمْتُ فَعَذَّرْتُ وَإِنَّمَا تَسَحَّرْتُ قُبَيْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قُلْتُ هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا

১৭২০. সিমাক ইবনু হারব রাহি. বলেন, আমি একদিন সকালে (ঘুম থেকে) জেগে উঠার পর আমার সন্দেহ হলো সেদিনটি শাবান মাসের নাকি রমযান মাসের। ফলে সকালে উঠেই আমি সেদিন রোযা

রাখলাম। এরপর আমি ইকরিমা রাহি. এর নিকট আসলাম, তখন তিনি রুটি ও সবজি খাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে বললেন, এসো, সকালের নাস্তা কর।
তখন আমি বললাম, আমি রোযাদার। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, তুমি অবশ্যই রোযা ভঙ্গ করবে।' এরপর আমি যখন দেখলাম, তিনি কসম করছেন, কিন্তু 'ইনশা আল্লাহ'ও বলছেন না, তখন আমি সামনে এগিয়ে গেলাম এবং (রোযা রাখার) অজুহাত পেশ করলাম; আর আমি তো এর কিছুক্ষণ পূর্বে সাহারী খেয়েছিলাম। অতঃপর তাঁকে বললাম: 'এখন আপনার নিকট এ বিষয়ে কী প্রমাণ আছে নিয়ে আসেন।' তখন তিনি বললেন, ইবনুআব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "(রামাযানের)চাঁদ দেখেতোমরা রোযা রাখবে এবং(শাওয়ালের) চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ করবে।আর যদি তোমাদের ও চাঁদের মাঝে মেঘ (প্রতিবন্ধকরূপে) থাকে, (অর্থাৎ এসময়মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাও), তবে ত্রিশ দিন মেয়াদ পূর্ণ করবে। (রমযান) মাস আসার পূর্বেই তোমরা একে স্বাগত জানাবে না (এগিয়ে আনবে না)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইকরিমা হতে সামাকের বর্ণনাগুলি 'মুযতারিব' (বিক্ষিপ্ত)। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৫৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৯০, ৩৫৯৪; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৮৭৩, ৮৭৪; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫২৩; এটি সামনে ১৭২৮ নং এ আসছে সহীহ সনদে। ((আবূ দাউদ, সাওম ২৩২৭; তিরমিযী, সাওম ৬৮৮, তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন; নাসাঈ, সাওম বাব (১৩); আলবানীও তার সহীহুল জামি' ৩/২৫১ তে একে সহীহ বলেছেন। ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৬৮৩ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২১)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

১৭২১. ইবন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের আলোচনায় বলেছেনঃ "তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবে না এবং চাঁদ (শাওয়ালের) না দেখে রোযা ভঙ্গ করবে না। আর তোমাদের আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে তোমরা এর (ত্রিশ দিন) মেয়াদ পূর্ণ করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত

বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সাওম ১৯০৬; মুসলিম, সিয়াম ১০৮০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৪৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৪১, ৩৪৪৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২২)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

১৭২২. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “(রামাযানের)চাঁদদেখেতোমরা রোযারাখবে এবং(শাওয়ালের)চাঁদদেখে রোযা ভঙ্গ করবে।আরযদি মাসজুড়ে মেঘাচ্ছন্ন থাকে (অর্থাৎ এসময়মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাও), তবেত্রিশ দিন মেয়াদপূর্ণকরবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, সাওম ১৯০৯; মুসলিম, সিয়াম ১০৮১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬৫২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৪২, ৩৪৪৩, ৩৪৫৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২৩)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَجِبَ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

১৭২৩. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, যারা মাসকে এগিয়ে নিয়ে আসে (রমযান মাস আসার পূর্বেই রোযা রাখা আরম্ভ করে), তাদের ব্যাপারে তিনি বিস্মিত হন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “যখন তোমরা (রামাযানের) চাঁদ দেখতে পাবে, তখন রোযা রাখবে এবং যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখতে পাবে, তখন রোযা ভঙ্গ করবে। আরযদি (আকাশ) মেঘাচ্ছন্ন থাকে (অর্থাৎ এসময় মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাও), তবে ত্রিশ দিন মেয়াদ পূর্ণ করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর তাখরীজ ১৭২৫ (অনূবাদে ১৭২০) এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২৪)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ

১৭২৪. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে বলতেন: “আল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা উহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমান; ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলাম; ওয়াত তাওফীকি লিমা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদ্বা। রব্বানা ওয়া রব্বুকাল্লাহ্।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮৮৮; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২৩৭৪ তে। তবে এর পরের হাদসিটি একে শক্তিশালী করে। এছাড়া, ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইলাহ নং ৬৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

১৭২৫. তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে বলতেন: “আল্লাহুম্মা উহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমান; ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলাম; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লাহ্।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, সুলাইমান ইবনু সুফিয়ানের যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসানাদুল মাউসিলী নং ৬৬১, ৬৬২। এছাড়া, ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইলাহ নং ৬৪১; ইবনু আদী, আল কামিল ৩/১১২১;বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১৩৩৫; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১৪/৩২৪। আমি বলছি: পূর্বের হাদীসটি এর শাহিদ এবং আবূ সাঈদ খুদরীর হাদীস রয়েছে ইবনুস সুন্নী নং ৬৪২; আনাস ইবনু মালিকের হাদীস রয়েছে তাবারাণী, আল আওসাত, যেমন মাজমাউল বাহরাইন নং ৪৫৯৫ ও মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৩৯ তে হাইছামী উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু হিশামের হাদীস রয়েছে তাবারাণী, আওসাত নং ৬২৭৩ তে এবং রাফি' ইবনু খাদিজ রা: এর হাদীস রয়েছে, তাবারাণী, আল কাবীর ৪/২৭৬ নং ৪৪০৯ তে; আয়িশা রা: এর হাদীসটিও রয়েছে ইবনুস সুন্নী, নং ৬৪৪ এবং মুয়াবিয়ার গোলাম বাশিরের হাদীসে বলা হয়েছে: 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দশজন সাহাবীকে বলতে শুনেছি...। হ্যাঁ, এ হাদীস গুলির প্রত্যেকের সনদই যঈফ। তবে একটি আরেকটির শাহিদ হয় এবং তা হাদীসটিকে শক্তিশালী করে। আল্লাহই ভাল জানেন।; আরো দেখুন, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা১০/৩৯৮-৪০১; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক নং ৭৩৫০, ৭৩৫১, ৭৩৫২, ৭৩৫৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২৬)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

১৭২৬. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা রমজানের একদিন কিংবা দুই দিন আগে থেকে সাওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সাওম করতে পারবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সাওম ১৯১৪; মুসলিম, সিয়াম ১০৮২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৯৯, ৬০৩০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৮৬, ৩৫৯২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২৭)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

১৭২৭. ইবন ‘উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মাস ঊনত্রিশ দিন বিশিষ্ট হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে সাওম শুরু করবে না এবং চাঁদ না দেখে সাওম ভঙ্গ করবে না। যদি আকাশ মেঘাবৃত থাকে তাহলে তোমরা (ত্রিশ দিন) মেয়াদ পূর্ণ করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সাওম ১৯০৬; মুসলিম, সিয়াম ১০৮০; এটি ১৭২৬ (অনূবাদে ১৭২) নং এ গত হয়েছে । আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২৮)

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ

১৭২৮. ইবন ‘উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, লোকেরা (রমযানের) নতুন চাঁদ দেখলো। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সংবাদ দিলাম যে, নিশ্চয়ই আমি তা (চাঁদ) দেখেছি। তখন তিনি নিজে সিয়াম পালন করলেন এবং লোকদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: দারুকুতনীর সূত্রে বাইহাকী, মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ৮৬১৩; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৬/২৩৬ তিনি বলেন: এ খবরটি সহীহ’। ((আবূ দাউদ, সওম ২৩৪২; দারুকুতনী, সিয়াম ২/১৫৬ নং ১ ও ২।--- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৬৮৩ এর টীকা হতে।–অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৮৭১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৪৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭২৯)

حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

১৭২৯ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি (রামাযানের) চাঁদ দেখেছি, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি একথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল?” সে বলল, হ্যাঁ । তিনি বললেন: “হে বিলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দাও, তারা যেন আগামী কাল সিয়াম পালন করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৩১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৪৬ মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৮৭০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ عِنْدَكِ طَعَامٌ فَقَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

১৭৩০. বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের অবস্থা এই ছিল যে, যখন তাঁদের কেউ সাওম পালনরত অবস্থায় ইফতারের সময় ইফতার না করে ঘুমিয়ে যেতো, তবে সে রাতে এবং পরের সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই খেতে পারতেন না। কায়স ইবন সিরমা আনসারী (রা) সাওম পালন করেছিলেন। ইফতারের সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে আমি যাচ্ছি, দেখি আপনার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। তিনি দিনের বেলায় কর্মব্যস্ত থাকতেন।

তাই ঘুমে তাঁর চোখ বিভোর হয়ে গেল। এরপর স্ত্রী এসে যখন তাকে দেখলেন, তখন তাঁকে বললেন, হায়, তোমার জন্য আফসোস! পরদিন দুপুর হলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এ ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উল্লেখ করা হলো, তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ “সিয়ামের রাত্রে তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে। ..... তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কাল রেখা হতে (ভোরের) সাদা রেখা স্পষ্টভাবে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।” (সূরা বাকারা: ১৮৭) এর মাধ্যমে সাহাবীগন খুবই আনন্দিত হলেন। ফলে তারা পানাহার করলেন, যতক্ষন রাতের কাল রেখা হতে (ভোরের) সাদা রেখা স্পষ্টভাবে তাঁদের নিকট প্রতিভাত না হলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, সিয়াম ১৯১৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৬০, ৩৪৬১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِي خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أَسْوَدَ فَمَا تَبَيَّنَ لِي شَيْءٌ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْوِسَادِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ اللَّيْلُ مِنْ النَّهَارِ فِي قَوْلِهِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ

১৭৩১. ‘আদী ইবন হাতিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, (বাকারা: ১৮৭ নং আয়াত নাযিল হলে) আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে) বললাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি কাল এবং একটি সাদা রশি নিয়ে আমার বালিশের নিচে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার নিকট কোনো কিছুই (পার্থক্য) প্রকাশিত হল না। তিনি বললেনঃ “তোমার বালিশতো বেশ লম্বা-চওড়া! এ-তো দিনের (আলো) হতে রাতের (আধার)।” তা ছিল আল্লাহ তা’আলার এ বাণী সম্পর্কে: ‘’তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না ফজরের কাল রেখা সাদা রেখা স্পষ্ট রুপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।”[1] (সুরা বাকারা: ১৮৭)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সিয়াম ১৯১৬; মুসলিম, সিয়াম ১০৯০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৬২, ৩৪৬৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৪১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩২)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ قَالَ قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً

১৭৩২. যায়দ ইবন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাহরী খাই এরপর তিনি সালাতের জন্য দাড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আযান ও সাহরীর মাঝে কতটিকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত (পাঠ করা) পরিমান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সিয়াম ১৯২১; মুসলিম, সিয়াম ১০৯৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৯৭ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯৪৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩৩)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً

১৭৩৩. আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা সাহ্‌রী খাও , কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সিয়াম ১৯২৩; মুসলিম, সিয়াম ১০৯৫; এখানে সংযোজন করছি: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৩৯০৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৬৬ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩৪)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ لَهُ الطَّعَامَ يَتَسَحَّرُ بِهِ فَلَا يُصِيبُ مِنْهُ

كَثِيرًا فَقُلْنَا لَهُ تَأْمُرُنَا بِهِ وَلَا تُصِيبُ مِنْهُ كَثِيرًا قَالَ إِنِّي لَا آمُرُكُمْ بِهِ أَنِّي أَشْتَهِيهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

১৭৩৪. আমর ইবনুল‘আসরাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র মুক্তদাস আবী কাইস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনুল ‘আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে তাঁর সাহারীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতে বলতেন, কিন্তু তিনি এর বেশির ভাগই গ্রহণ করতেন না। তখন আমরা তাঁকে বললাম: আপনি আমাদেরকে তা (খাদ্য প্রস্তুত করতে) বলেন, কিন্তু এর বেশির ভাগই আপনি গ্রহণ করেন না (এর কারণ কী) ? তখন তিনি বলেন, আমি আমার ইচ্ছামত তোমাদেরকে একাজ করতে বলি না, বরং আমি রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “আমাদের রোযার মধ্যে এবং আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হ‘ল সাহরী খাওয়া।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সিয়াম ১০৯৬ আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৭৭ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৩৭ তে।; এখানে সংযোজন করছি: ইবনু হাযম আল মুহাল্লা ৬/২৪০; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/১৯৮-১৯৯; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৭/২৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩৫)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ فِي فَرْضِ الْوَاجِبِ أَقُولُ بِهِ

১৭৩৫. হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ফজরের পূর্বেই যে ব্যক্তি সিয়ামের সিদ্ধান্ত না নেয় তার সিয়ামই নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: নাসাঈ, সিয়াম ৪/১৯৬; ইবনু আবী শাইবা ৩/৩১ শক্তিশালী সনদে; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭০০; দারুকুতনী ২/১৭২; তিরমিযী, সিয়াম ৭৩০; বাইহাকী, সিয়াম ৪/২০২; ২২১; আবূ দাউদ, সওম ২৪৫৪; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ১৯৩৩; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৩/৯২-৯৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১৭৪৪; আহমাদ ৬/২৮৭।... আরে দেখুন, তালখীসুল হাবীর ২/১৮৮-১৮৯; নাসবুর রায়াহ ২/৪৩৩-৪৩৪; মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ৬/২২৭-২২৮; নাইলুল আওতার ৪/২৬৯-২৭০। ((এরপর মুহাক্কিক এ সনদের রাবীদের সম্পর্কে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের বক্তব্য ও

মতভেদ উল্লেখ করেছেন এবং যারা বলেছেন এটি মাওকুফ (হাফসার বক্তব্য) হওয়া সহীহ, মারফু' হিসেবে যঈফ, যেমন নাসাঈ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারুকুতনী, আব্দুর রাযযাক প্রমুখ এবং যারা একে মারফু' হিসেবে সহীহ বলেছেন যেমন ইবনু হাযম, বাইহাকী, খাত্তাবী প্রমুখ- এ উভয় দলের মতামত উল্লেখ করেছেন।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

১৭৩৬. সাহল ইবন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: লোকেরা যতদিন যাবৎ আগেভাগে (ওয়াকত হওয়ামাত্র) ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯৫৭; মুসলিম, সিয়াম ১০৯৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৫১১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫০২, ৩৫০৬ তে। 'আগে আগে ইফতার করা এবং দেরীতে সেহরী খাওয়া' সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সহীহ মুতাওয়াতির। ...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩৭)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرْتَ

১৭৩৭. উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন রাত্রি ঘনিয়ে আসে এবং দিন পশ্চাদপসরণ করে, আর সূর্য ডুবে যায়, তখন আমি ইফতার করি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯৫৪; মুসলিম, সিয়াম ১১০০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫১৩; মুসনাদুল হুমাইদী নং ২০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ الرَّبَابِ الضَّبِّيَّةِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

১৭৩৮. সালমান ইবন আমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। আর সে যদি খেজুর না পায়, তবে সে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে, কেননা পানি পবিত্র।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উত্তম (জাইয়্যেদ)। তাখরীজ: ((আবূ দাউদ, সওম ২৩৫৫; তিরমিযী, সওম ৬৯৫, তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ “ ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৬৯৯; আলবানী তার সহীহুল জামি’ ১/১৫৮ তে বলেন: সহীহ।– ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৭০১ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৮৯২, ৮৯৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫১৪, ৩৫১৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৩৯)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ

১৭৩৯. যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, তার জন্যও তার (রোযাদারের) সমপরিমাণ সাওয়াব হবে। কিন্তু এতে রোযাদার ব্যক্তির সাওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ((তিরমিযী, সওম ৮০৬, তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ “ ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭৪৬; আলবানী তার সহীহুল জামি’ ৫/৩২৭ তে বলেন: সহীহ।’– ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৭০১ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৮৯২, ৮৯৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫১৪, ৩৫১৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪০)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

১৭৪০. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা (সাওমে) 'বিসাল' (বিরতিহীন রোযা) থেকে বিরত থাক।"- (বাক্যটি তিনি) দু'বার বললেন। তাঁরা (সাহাবীগণ) তাঁকে বললেন, কিন্তু আপনি তো 'সাওমে বেসাল' করেন। তিনি বললেন: "আমি তো তোমাদের মতো নই। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। আর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯৬৫; মুসলিম, সিয়াম ১১০৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৮৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৭৫, ৩৫৭৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৩৯ তে। সামনে ১৭৪৮ নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪১)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوَاصِلُوا قِيلَ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَاكَ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

১৭৪১. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা (সাওমে) বেসাল পালন করবে না।" তাঁকে বলা হলো, আপনি যে তা (সাওমে বেসাল) করেন? তিনি বললেন: "আমি তোমাদের কারো মত নই। আমাকে পানাহার করানো হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯৬১; মুসলিম, সিয়াম ১১০৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৭৪, ৩০৯৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৭৪, ৩৫৭৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪২)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي

১৭৪২. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, “তোমরা ‘সাওমে বেসাল’ করবে না। তোমাদের কউ যদি ‘সাওমে বেসাল’ করতেই চায়, তবে যেন সাহরীর সময় পর্যন্ত করে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো সাওমে বেসাল (বিরতিহীন রোযা) পালন করেন? তিনি বললেন: আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার জন্য একজন আহারদাতা রয়েছেন যিনি আমাকে আহার করান এবং আমাকে পান করান।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ: আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ যার স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত খারাপ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, সওম, ১৯৬৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ১১৩৩, ১৪০৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৭৭, ৩৫৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪৩)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا

১৭৪৩. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাওমে) ‘বিসাল’ পালন করতে নিষেধ করেছেন। তখন একজন মুসলিম তাঁকে বললেন, ‘কিন্তু আপনি তো ‘সাওমে বেসাল’ (বিরতিহীন রোযা) রাখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “আমি তো তোমাদের মতো নই। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে,

আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন।”কিন্তু তারা যখন বিরত থাকতে অস্বীকার করলেন, তখন তিনি তাদের সাথে একদিন, তারপর আর একদিন বিরতিহীন রোযা রাখলেন। তারপর তারা নতুন চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: “যদি তা (চাঁদ) আরো দেরীতে উদিত হতো, তাহলে আমিও তোমাদের (বিরতিহীন রোযা) বাড়িয়ে দিতাম।” যেন তাদেরকে শাসাচ্ছিলেন যখন তারা বিরত থাকতে অস্বীকার করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** পূর্বের হাদীসটির মতই এর সনদ যঈফ: তবে (হাদীসটি সহীহ), এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ১৭৪৫ (অনূবাদে ১৭৪০) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ السَّفَرَ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

১৭৪৪. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, হামযাহ ইবনু আমর আল আসলামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সফরে যেতে চাই। এখন (রোযা রাখার ব্যাপারে) আপনি আমাকে কী আদেশ করেন? তখন তিনি বললেন: “তুমি চাইলে রোযা রাখো, আবার চাইলে রোযা ভঙ্গ কর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সিয়াম, ১৯৪২, ১৯৪৩; মুসলিম, সিয়াম ১১২১। আমরা এর পূর্ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫০২, ৪৬৫৪, ৪৯১৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৬০, ৩৫৬৭; মুসনাদুল হুমাইদী নং ২০১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪৫)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ حَتَّى

بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ فَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৭৪৫. ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছরে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। তিনি সিয়াম পালন করছিলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে সিয়াম পালন করছিলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌছার পর তিনি সাওম ভঙ্গ করে ফেললে লোকেরা সকলেই সাওম ভঙ্গ করলেন। লোকেরা যে নতুন কাজটি অবলম্বন করতেন, তা তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকেই গ্রহণ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তবে হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সিয়াম, ১৯৪৪; মুসলিম, সিয়াম ১১১৩। আমরা এর পূর্ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৫৫, ৩৫৬৩, ৩৫৬৪; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪৬)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلٌ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا صَائِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

১৭৪৬. জাবির ইবন ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখলেন লোকজনের ভীড় এবং এক ব্যক্তিকে ছায়া দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “এর কী হয়েছে?” লোকেরা বলল, সে রোযাদার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “সফরে রোযা পালন কোন নেকীর কাজ নয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, সিয়াম, ১৯৪৬; মুসলিম, সিয়াম ১১১৫। আমরা এর পূর্ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৮৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৫২, ৩৫৫৩, ৫২৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪৭)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

১৭৪৭. কা’ব ইবনু আসিম আল আশ’আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ““সফরে রোযা পালন কোন নেকীর কাজ নয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৮৭। আরো দেখুন পরবর্তী ও পূর্ববর্তী হাদীস দু’টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

১৭৪৮. (অপর সনদে) কা’ব ইবনু আসিম আল আশ’আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সফরে রোযা পালন কোন নেকীর কাজ নয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৪৯)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ قَالَ انْتَظِرْ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنْ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

১৭৪৯. আবী উমাইয়া আয যামরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম। আমি যখন বের হয়ে আসব, এমন সময় তিনি বললেন: "সকালের নাস্তার জন্য একটু অপেক্ষা করো।" আমি বললাম, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমি রোযাদার। তিনি বললেন : এসো, আমি তোমাকে মুসাফির সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছি। মহান আল্লাহ্ মুসাফিরকে অর্ধেক সালাত এবং রোযা হতে অব্যহতি দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: নাসাঈ, সিয়াম ৪/১৭৯, ১৮০; সুনানুল কুবরা নং ২৫৭৬, ২৫৭৭ (সনদ সহীহ), ২৫৭৯, ২৫৮০. ২৫৮২; তাবারাণী, কাবীর ২২/৩৬১ নং ৯০৭; দাওলাবী, আল কুন্নী ১/১৪

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৫০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ سَفِينَةً مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ فَقَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتَرِبْ فَقُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৭৫০. উবাইদ ইবনু জুবাইর রাহি. বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আবী বাসরাহ আল্-গিফারীর সাথে রামাযান মাসে 'ফুসতাত' হতে আগমনকারী এক জাহাজে আরোহী ছিলাম। এরপর জাহাজছেড়ে দেয়ার পর তিনি সকালে নাশতা খেতে শুরু করেন। এরপরতিনি বললেন, এসো! আমাদের সাথে খাদ্য গ্রহণ করো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আপনার ঘরবাড়ী দেখছেন না? আবী বাসরাহ বলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ত্যাগ করতে চাও?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৩৯৮; আবূ দাউদ ২৪১২; তাবারাণী, আল কাবীর ২/২৭৯-২৮০ নং ২১৬৯; ফাসাওয়ী, মা'রিফাতুত তারীখ ২/৪৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৫১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ فَلَنْ يَقْضِيَهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ

১৭৫১. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোনরূপ অনুমোদিত কারণ বা রোগ ব্যতিরেকে রামাযান মাসে একদিনও রোযা ভঙ্গ করে, তবে সে সারা জীবন রোযা রাখলেও তার কাযা আদায় (ক্ষতিপূরণ) হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: তিরমিযী, সিয়াম ৭২৩; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৩২৭৮, ৩২৭৯, ৩২৮০; দারুকুতনী ২/২১১; আহমাদ ২/৪৪২, ৪৭০; ইবনু আবী শাইবা ৩/১০৫; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৬৭২; আব্দুর রাযযাক নং ৭৪৭৫। পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৫২)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهُ اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ

১৭৫২. (অপর সনদে) আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "কোনরূপ অনুমোদিত কারণ – যার অনুমতি আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, সেইরুপ কারণ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি রামাযান মাসে একদিনও রোযা ভঙ্গ করে, তার সারা জীবনের রোযাও এর ক্ষতিপূরণ হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন। আবী দাউদ তায়ালিসী ১/১৮৪ নং ৮৭৬; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৬/১৮৩; বাইহাকী, সিয়াম ৪/২২৮; (অন্য সনদে) আবী দাউদ ২৩৯৬, ২৩৯৭; বুখারী, তা'লিক হিসেবে, সওম; নাসাঈ, কুবরা নং ৩২৮১, ৩২৮২; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ১৯৮৭, ১৯৮৮; আহমাদ ২/৪৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৫৩)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتُمْ إِذًا وَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ

১৭৫৩. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “কিসে তোমাকে ধ্বংস করলো?” সে বলল, আমি রমযান মাসে (রোযাদার অবস্থায়) আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাহলে তুমি একটি ক্রীতদাস আযাদ করো। সে বলল, আমার নিকট তো (কোনো ক্রীতদাস) নেই । তিনি বললেন: “তাহলে তুমি একাধারে দু’মাস সাওম পালন করো।” সে বলল, তা করতেও আমি সক্ষম নই। তিনি বললেন: “তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও? সে বলল, আমার কাছে (তাও) নেই। তিনি (রাবী) বলেন, এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একটি ‘আরাক’ (ঝুড়ি) পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। তখন তিনি বললেন: “প্রশ্নকারী কোথায়? এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও।” তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পরিবারের চাইতেও বেশী অভাবগ্রস্থকে (সাদাকা করব)? আল্লাহর শপথ, মদীনার উভয় ‘লাবাত’ অর্থাৎ উভয় প্রান্তের মধ্যে আমাদের চাইতে অধিক অভাবগ্রস্থ কোনো পরিবার নেই। তখন রাসূলাল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তবে তোমরাই (এগুলো খাও)।” (একথা বলে) তিনি হেসে উঠলেন এমনকি তাঁর দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়ে পড়লো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা । তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯৩৬; মুসলিম, সিয়াম ১১১১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩৬৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫২৩-৩৫২৭; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৩৮ তে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

১৭৫৪. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা ভঙ্গ করে ফেলে- অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, সিয়াম ২৮; এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। তাই পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৫৫)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ فَسَأَلَهُ مَا لَهُ فَقَالَ أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا

১৭৫৫. আব্বাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাহি. ‘আয়িশা (রা) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে কিছু (সাদাকা) চাইল। এরপর লোকটি বলল যে, সে তো জ্বলে-পুড়ে (ধ্বংস হয়ে) গেছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তার কি হয়েছে? উত্তরে লোকটি বলল যে, সে রমযানে স্ত্রী-সহবাস করে ফেলেছে। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে (খেজুর ভর্তি) একটি ঝুড়ি এল, যাকে ‘আরাক (খেজুর পাতার তৈরী ঝুড়ি) বলা হয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়?” লোকটি উঠে দাঁড়ালো। তখন তিনি বললেন: “এগুলো সাদকা করে দাও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯৩৫; মুসলিম, সিয়াম ১১১২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৬৬৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫২৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৫৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ

১৭৫৬. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক মহিলাকে বলেছিলেন: "তুমি তার (অর্থাৎ স্বামীর) অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১০৩৭, ১১৭৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৮৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৯৫৬তে। ((আবূ দাউদ, সওম ২৪৫৯; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭৬২ আবী সাঈদ থেকে মাওকুফ হিসেবে; আহমাদ ৩/৮০-৮৪; আলবানী তার সহীহুল জামি' ৬/১৬১ তে একে সহীহ বলেছেন।–ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৭১৯ এর টীকা থেকে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৫৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

১৭৫৭. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোনো স্ত্রীলোক রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত একটি দিনও রোযা রাখবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫১৯২; মুসলিম, সিয়াম ১০২৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৭৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৭২, ৩৫৭৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৪৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৫৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَعْنَاهُ قَالَ فِي النُّذُورِ تَفِي بِهِ

১৭৫৮. (অপর সনদে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোনো স্ত্রীলোক রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত একটি দিনও রোযা রাখবে না।"[1]
তিনি বলেন: তবে, মানতের রোযা থাকলে সে তা পূর্ণ করবে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা।। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। এছাড়া বর্ণনা করেছেন, হুমাইদী তার মুসনাদে নং ১০৪৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৫৯)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّهَا لَا تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ

১৭৫৯. 'আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযাদার অবস্থায় চুম্বন করতেন।[1] এরপর উরওয়াহ (বর্ণনাকারী) বলেন, তবে সেটি (সবসময়) কল্যাণ বয়ে আনে না (অকল্যাণের কারণও হতে পারে)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ৬৫৮ নং এ গত হয়েছে। আরো দেখুন, মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৯৮, ১৯৯ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪২৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬০)

أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

১৭৬০. (অপর সনদে) ‘আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযাদার অবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬১)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنْ الْمَاءِ قُلْتُ إِذًا لَا يَضِيرُ قَالَ فَفِيمَ

১৭৬১. জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা রোযাদার অবস্থায় আমি (আমার স্ত্রীর সাথে) আনন্দ করতে করতে চুম্বন করে ফেলি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আজ আমি একটি গুরুতর কাজ করে ফেলেছি - রোযাদার অবস্থায় আমি (আমার স্ত্রীকে) চুম্বন করে ফেলেছি।’ তিনি বলেন, “তুমি যদি (রোযাদার অবস্থায়) পানি দিয়ে কুলি করতে, তবে (সে ক্ষেত্রে) তোমার মতামত কি? আমি বলি, ‘সেক্ষেত্রে তো কোন ক্ষতি হতো না।’ তিনি বললেন: “তদ্রূপ এতে আর কি?”[1] (কোনো ক্ষতি নেই)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৪৪ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৯০৫ তে। এছাড়া ইবনু হাযম আল মুহাল্লা ৬/২০৯ আবূ দাউদের সনদে। ((আবূ দাউদ ২৩৮৫-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬২)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَصُومُ

১৭৬২. উম্মু সালামাহ ও আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিজনের সাথে (সহবাস জনিত) কারণে 'জুনুবী' (অপবিত্র) অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন এবং এরপর রোযা রাখতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯২৬; মুসলিম, সিয়াম ১১০৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৮৭, ৩৪৮৯, ৩৪৯৬, ৩৪৯৮ তে। আর আয়িশা রা: এর একাকী বর্ণিত হাদীসটির তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪২৭, ৪৫৫১, ৪৬৩৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৮৮, ৩৪৯০, ৩৪৯১ তে। আর উম্মু সালামার হাদীসটির পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫৪৫, ৬৯৬২, ৬৯৯৯; ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫০০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬৩)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

১৭৬৩. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সাওমরত অবস্থায় ভুলক্রমে আহার করে বা পান করে ফেলে, তবে সে যেন তার সাওম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে আহার করিয়েছেন এবং তিনিই তাকে পান করিয়েছেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯৩৩; মুসলিম, সিয়াম ১১৫৫। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৩৮, ৬০৫৮, ৬০৭১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫১৯, ৩৫২০, ৩৫২২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ يَقْضِي وَأَنَا أَقُولُ لَا يَقْضِي

১৭৬৪. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি সাওমরত অবস্থায় যদি ভুলক্রমে কিছু আহার করে বা পান করে ফেলে, এরপর তার (সিয়ামের কথা) স্মরণ হয়, তবে সে যেন তার সাওম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে আহার করিয়েছেন এবং তিনিই তাকে পান করিয়েছেন।"[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন: হিজাযবাসী গণ বলেন, তাকে এ রোযার কাযা আদায় করতে হবে। তবে আমার মতে, এর কাযা আদায় করতে হবে না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উত্তম (জাইয়্যেদ), যদি উম্মুল হারিছের সাহাবী হওয়া সাব্যস্ত হয়। আর তিনি হলেন: আইয়াষ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবী যি'আব, যাকে ইবনু মানদাহ ও আবু নুয়াইম সাহাবীগনের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যদি এটি সাব্যস্ত না হয়, তবে তিনি মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়)। তবে হাদীসটি (সহীহ) বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ بِمَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ الْوَضُوءَ قَالَ عَبْد اللَّهِ إِذَا اسْتَقَاءَ

১৭৬৫. মা'দান ইবনু তালহা (রাহি.) আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বমি করেন, এরপর রোযা ভঙ্গ করেন। তিনি বলেন, তারপর (একদা) দামেশকের এক মসজিদে আমার সাথে সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দেখা হয়। আমি তাঁর নিকট এ (হাদীস)টি বর্ণনা করলে তিনি (সাওবান) বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আর ঐ সময় আমি তাঁকে ওযূর জন্য পানি ঢেলে দিয়েছিলাম।[1] [আব্দুল্লাহ বলেন: যখন ইচ্ছাকৃত বমি করে।]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ১১/৪৮৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০৯৭ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৯০৮ তে। সেখানে আমরা ছাওবান রা: এর হাদীসের তাখরীজ দিয়েছি এবং এর শাহিদ হাদীসসমূহও উল্লেখ করেছি। ((আবূ

দাউদ, সিয়াম ২৩৮১; দারুকুতনী, সিয়াম ২/১৮১ নং ৫; আবূ তাইয়্যেব ‘হামিশ দারুকুতনী’ ২/১৮১ তে বলেন: ইবনু মানদাহ বলেন, এর সনদ সহীহ মুত্তাসিল।; তিরমিযী বলেন: ‘ জাওদাহ হুসাইন হলেন মুয়াল্লিম আর তিনি এ বাবের মধ্যে সবচেয়ে সহীহ।’ আহমাদ ও অনুরূপ বলেছেন। আর বাইহাকী বলেন: সঠিক কথা হলো, ইচ্ছাকৃত বমিকারী ব্যক্তির উপর (কাযার) দায়িত্ব রয়েছে।’- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৭২৮ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬৬)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ قَالَ عِيسَى زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ فَمَوْضِعُ الْخِلَافِ هَا هُنَا

১৭৬৬. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি রোযা থাকাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার জন্য কাযা আদায় করা জরুরী নয়। অবশ্য যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে তার জন্য কাযা আদায় জরুরী।”[1] ’ঈসা বলেন: বছরাবাসীর ধারণা, হিশাম এ ব্যাপারে ভূল করেছেন। আর এটি মতভেদেরই স্থান।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও এর শাহিদ হাদীস হাদীস উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী ৬৬০৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫১৮ এবং মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৯০৭ তে। এছাড়াও, এখানে সংযোজন করছি: ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৩৮৫; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৬/১৭৫। ((আবূ দাউদ, সওম ২৩৮০; তিরমিযী, সওম ৭২০; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৬৭৬; আহমাদ ২/৪৯৮; তায়ালিসী নং ৯৯৩; দারুকুতনী, সিয়াম ২১, ২২, ২৫।- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৭২৯ তথা অত্র হাদীসের টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

১৭৬৭. শাদ্দাদ ইবনু আওস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে (বাকী নামক স্থানে) হাঁটছিলাম। তখন রমযান মাসের আঠার দিন গত হয়েছে। তিনি এক ব্যক্তিকে শিঙা লাগাতে (রক্তমোক্ষণ করতে) দেখলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ শিঙা যে লাগালো (রক্তমোক্ষণকারী) ও যাকে লাগিয়ে দেয়া হলো (যার রক্তমোক্ষণ করা হলো), তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করেছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও মুসনাদুল মাউসিলী ১০/২৩১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৩৩, ৩৫৩৪ এবং মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৯০০, ৯০১ তে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬৮)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي بِالْبَقِيعِ فَإِذَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَنَا أَتَّقِي الْحِجَامَةَ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ

১৭৬৮. ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকী নামক স্থানে হাঁটছিলেন। তখন এক ব্যক্তি শিঙা লাগাচ্ছিল (রক্তমোক্ষণ করছিল)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “শিঙা যে লাগালো (রক্তমোক্ষণকারী) ও যাকে লাগিয়ে দেয়া হলো (যার রক্তমোক্ষণ করা হলো), তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করেছে।”[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন: আমি রমযান মাসের রোযা রাখা অবস্থায় ‘হিজামাহ’ (শিঙা লাগানো) থেকে বিরত থাকি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও মুসনাদুল মাউসিলী ১০/২৩১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৩২ এবং মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৮৯৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৬৯)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي بِالْغِيبَةِ

১৭৬৯. আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "সাওম ঢালস্বরুপ যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভেঙ্গে ফেলা না হয়।"[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, এর অর্থ: গীবতের দ্বারা (নষ্ট করা)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮৭৮ বিস্তারিতভাবে ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৮৩০ তে। এছাড়া, বুখারী, আল কাবীর ৭/২১; ((নাসাঈ, সিয়াম বাব: ৪৩। আলবানী যঈফুল জামি' ১/২৮৯ তে একে যঈফ বলেছেন।'- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৭৩২ তথা অত্র হাদীসের টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭০)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ أَبُو النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي وَكَانَ جَدِّي قَدْ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ لَا تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ صَائِمٌ اكْتَحِلْ لَيْلًا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد لَا أَرَى بِالْكُحْلِ بَأْسًا

১৭৭০. আবদুর রহমান ইবনু নু'মান আবী নু'মান আল আনসারী রাহি. তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তার নিকট এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন: "দিনের বেলায় রোযাদার অবস্থায় তুমি (চোখে) সুরমা ব্যবহার করবে না বরং রাতে সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা, তা দৃষ্টিকে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করে এবং বোধ-বুদ্ধি উৎপন্ন করে।"[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, সুরমা লাগানোয় আমি কোনো দোষ দেখি না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো হুকুম লাগান নি-তবে শেষের দিকে হাসান বলার চেষ্টা করেছেন। তবে একে আলবানী (আবূ দাউদ ২৩৭৭) যঈফ, আবূ দাউদ মুনকার

বলেছেন, যা কিছু পরেই আমরা উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ–অনুবাদক)) তাখরীজ: বুখারী, আল কাবীর ৭/৩৯৮; বাইহাকী, সিয়াম ৪/২৬২; তাবারাণী, আল কাবীর ২০/৩৪১ নং ৮০২; আহমাদ ৩/৪৯৯-৫০০; আবূ দাউদ, সওম ২৩৭৭; ইবনুল আছীর, আসদুল গাবাহ ৫/২২৩; ইবনুল কানি',মু'জামুস সাহাবাহ নং ১০৫৯; ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, আমাকে ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন বলেছেন, সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত এ হাদীসটি মুনকার (অস্বীকৃত তথা গ্রহণীয় নয়)।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي بَكْرٌ هُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا

১৭৭১. সালামা ইবনুল আকওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ (অর্থ:) ''আর যারা এ ব্যাপারে (রোযা রাখতে) সক্ষম, তারা তারপরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে।'' (সূরা বাক্বারা: ১৮৭) তিনি বলেন, তখন আমাদের মধ্যে যারা রোযা না রেখে ফিদিয়া (খাদ্য) দেওয়ার ইচ্ছা করতো, তারা তা করতো, যতক্ষণ না এর পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হয়, যা পূরবর্তী আয়াতের হুকুম মানসূখ (রহিত) করে দেয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি (সহীহ এবং তা) বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর ৪৫০৬; মুসলিম, সিয়াম ১১৪৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ এবং টীকা দিয়েছি 'নাওয়াসিখুল কুরআন ওয়া মানসূখাহ- নাওয়াসিখুল কুরআন পৃ: ২০৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৭৮, ৩৪৮৯, ৩৬২৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭২)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ ابْنَةِ أُمِّ هَانِئٍ أَوْ ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ

১৭৭২. উম্মু হানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, (একবার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট প্রবেশ করলেন, আর তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট কিছু শরবত এল। এরপর তিনি এ থেকে পান করলেন, এরপর তাকে তা দিলেন। তিনিও তা থেকে কিছু পান করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তা যদি রমযানের রোযার কাযা আদায় করার জন্য হয়ে থাকে, তবে অন্য একদিন রোযা রাখবে। আর যদি তা নফল রোযা হয়ে থাকে, তবে তুমি চাইলে এর কাযা আদায় করবে, না চাইলে এর কাযা আদায় করবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। হারুণ মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী)। তাখরীজ: তায়ালিসী ১/১৯১ নং ৯১৬; বাইহাকী ৪/২৭৮; মা'রিফাহ নং ৮৯২০; আহমাদ ৬/৩৪৩; তাবারাণী, আল কাবীর ২৪/৪০৭ নং ৯৯০; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৩৩০৫; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ২/১০৭; দারুকুতনী, সুনান ২/১৭৪ নং ১২; তিরমিযী, সওম ৭৩১, ৭৩২; হাকিম ১/৪৩৯; পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭৩)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ قَالَتْ فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَقُولُ بِهِ

১৭৭৩. উম্মে হানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা আগমন করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বামদিকে উপবেশন করেন এবং উম্মে হানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ডানদিকে। তিনি (রাবী) বলেন, এ সময় জনৈক দাসী একটি পাত্রে কিছু পানীয় দ্রব্য এনে পেশ করলে তিনি তা পান করেন। এরপর তিনি তা (এর অবশিষ্টাংশ) উম্মে হানীকে পান করতে দেন। তিনি তা পান করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো ইফতার করে ফেললাম, কিন্তু আমি যে রোযা ছিলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন: "তুমি কি কোন (রোযার) কাযা আদায় করছিলে?" তিনি বলেন, না। তিনি বলেন: "যদি তা নফল রোযা হয়, তবে এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।"[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন: এটিই আমার মত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদের দুর্বলতা

(যু'আফ)-এর কারণে। তাখরীজ: আবূ দাউদ, সওম ২৪৫৬; তার সূত্রে বাইহাকী, সিয়াম ৪/২৭৭। নাসাঈ বলেন: "এ হাদীসটি মুযতারিব (বিক্ষিপ্ত)।... আর জা'দাহ'র হাদীসের বিষয়টি হলো, তিনি উম্মু হানী থেকে কোনো কিছু শ্রবণ করেননি।" তুর্কমানী 'জাওহারুন নাক্বী হামিশ বাইহাকী ৪/২৭৮ তে বলেন: "এ হাদীসটি মতন ও সনদের দিক থেকে 'ইযতিরাব'যুক্ত (বিক্ষিপ্ততা)।....

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭৪)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

১৭৭৪. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখলে যদি তাকে খাওয়ার জন্য ডাকা হয়, তবে সে যেনো বলে, 'আমি রোযাদার'।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সিয়াম ১১৫০; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৭/৩৩ ((আবূ দাউদ ২৪৬১, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ-অনুবাদক।)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৮০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৪২, ১০৪৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭৫)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا وَرُبَّمَا قَالَ حَتَّى يَقْضُوا أَكْلَهُمْ

১৭৭৫. উম্মু 'উমারা বিনতে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এখানে আসলে আমরা তাঁর সামনে খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করলাম। তখন তিনি তাকে বলেনঃ "তুমি খাও।" তখন তিনি (উমারাহ) বলেন: 'আমি তো রোযাদার।' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যখন রোযাদারের সামনে আহার করা হয়, তখন ফেরেশতাগণ তার জন্য (আল্লাহর) অনুগ্রহ কামনা করতে থাকেন, যতক্ষণ তারা আহার করা হতে

বিরত না হয়।” তিনি (বর্ণনাকারী) কখনো বলেন, “যতক্ষণ তারা তাদের আহার গ্রহণ শেষ না করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭১৪৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৩০ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৯৫৩ তে। এছাড়া, নাসাঈ, আল কুবরা নং ৩২৬৭, ৩২৬৮। ((তিরমিযী, সওম ৭৮৫; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭৪৮; আহমাদ ৬/৩৬৫, ৪৩৯; তায়ালিসী ১৬৬৬; আলবানী যঈফুল জামি' ২/৫৪ তে বলেন: যঈফ'।– ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৭৩৮ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ لِيَكُونَا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَكَانَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ

১৭৭৬. উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শা'বান ব্যতীত আর কোন মাসে পুরা মাসব্যাপী সাওম পালন করতে দেখি নি। আর তিনি একে (শাবান মাসের রোযাকে) রমযানের সাথে মিলিয়ে দিতেন, যাতে একাধারে দু'মাস (সাওম পালন) হয়ে যায়। কোনো মাসে তিনি এমনভাবে (নফল) সাওম পালন করতে থাকতেন এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো আর সাওম পালন পরিত্যাগই করবেন না।' আবার (কখনো) এতদিন ধরে সাওম পালন পরিত্যাগ করতেন এমনকি আমরা বলতাম, 'তিনি (হয়তো আর) সাওমই পালন করবেন না।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯৭০ তে। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আয়িশা রা: হতে বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনায়। সেটির তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৬৩৩, ৪৭৫১ তে। ((আবূ দাউদ, সওম ২৩৩৬; তিরমিযী, সওম ৭৩৬ তিনি একে হাসান বলেছেন। নাসাঈ, সিয়াম বাব: ৩৩, ৩৪, ৭০; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৬৪৮।'- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৭৩৯ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحَنَفِيُّ يُقَالُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ

১৭৭৭. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন শা'বান মাসের অর্ধেক (১৫ তারিখ) অতিবাহিত হয়, তখন তোমরা সাওম পালন হতে বিরত হয়ে যাবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো হুকুম লাগান নি। রাবী আব্দুর রহমান ইবনু ইবরাহীম সম্পর্কে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। তবে শেষের দিকে এর সনদকে সহীহ বলেছেন। তবে তিরমিযী একে হাসান সহীহ এবং আলবানী (সহীহুল জামি' ১/১৬৮) একে সহীহ বলেছেন।–অনুবাদক)) তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ২/২৮; আহমাদ ২/৪৪২; ইবনু আবী শাইবা ৩/২১; নাসাঈ, আল কুবরা নং ২৯১১; আব্দুর রাযযাক নং ৭৩২৫; আবূ দাউদ, সওম ২৩৩৭; তিরমিযী, সওম ৭৩৮; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৬৫১; বাইহাকী, সিয়াম ৪/২০৯; ইবনু হিব্বান, আস সহীহ নং ৩৫৮৯; মাওয়ারিদ নং ৮৭৬; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৮/৪৮; আবূ নুয়াইম যিকরু আখবারু আসবাহান ১/২৮৩; ইবনু আদী আল কামিল ২/৪৭৬, ৪/১৬১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭৮)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ هَذَا

১৭৭৮. (অপর সনদে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। দেখুন, মাকাসিদুল হাসানাহ নং ৫৫, শাযারাহ নং ৫১; কাশফুল খফা' নং ২০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৭৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد سَرَرُهُ آخِرُهُ

১৭৭৯. ইমরান ইবন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন: "তুমি কি এ মাসের শেষে[1] রোযা রাখ?" সে বলে, না। তিনি বললেনঃ "যখন তুমি রামাযানের রোযা শেষ করবে, তখন দু'দিন রোযা রাখবে।"[2]আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'سَرَرُهُ' অর্থ: 'آخِرُهُ' 'এর শেষাংশে'।

[1] আবী উবাইদ এবং জমহুর তথা অধিকাংশ উলামা এ অর্থই বলেছেন। এ ছাড়া এ সম্পর্কে এও বলা হয়েছে যে, মাসের শুরু'। এবং 'মাসের মাঝামাঝি' ও বলা হয়েছে। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সাওম ১৯৮৩; মুসলিম, সিয়াম ১১৬১। এছাড়াও তাবারাণী, আল কাবীর ১৮/১১৪, ১১৫, ১১৬ নং ২১৯-২২৫; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ২/৮৪; বাইহাকী, মা'রিফাহ নং ৮৫৯৬; ইবনু হাযম আল মুহাল্লা ৭/২৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ এবং টীকা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৮৭, ৩৫৮৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ لَيَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ

১৭৮০. ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান ব্যতীত কোন মাসে পুরা মাসব্যাপী সাওম পালন করেন নাই। তিনি (নফল) সাওম পালন করা শুরু করলে তা করতেই থাকতেন, এমনকি কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো, 'আল্লাহর কসম! তিনি আর সাওম পালন পরিত্যাগ করবেন না।' আবার এমনভাবে (নফল) সাওম পরিত্যাগ করে চলতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো, 'আল্লাহর কসম! তিনি আর সাওম পালন করবেন না।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সাওম ১৯৭১; মুসলিম, সিয়াম ১১৫৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬০২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ

১৭৮১. আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করা হলো যে সারা বছর সাওম পালন করে। তখন তিনি বললেন, "সে সাওমও পালন করেনি এবং ইফতারও করেনি।"[1] (তার এ দু'টির কোনোটিই গ্রহণযোগ্য হবে না।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৮২, ৩৫৮৩ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৯৩৭, ৯৩৮ তে। ((মুসলিম, সিয়াম ১১৫৯; নাসাঈ, সিয়াম বাব: ৭২; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭০৫।– ফাওয়ায আহমেদের দারেমী' নং ১৭৪৪ এর টীকা হতে।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكْعَتَيْ الضُّحَى

১৭৮২. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ে ওয়াসীয়াত (নির্দেশ প্রদান) করেছেন, যেগুলি আমি (আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত) পরিত্যাগ করবো না: আমি যেন ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায় করি, প্রত্যেক মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করি এবং দু'হার (পূর্বাহ্নের) সময় দু' রাকা'আত সালাত আমি যেন না ছাড়ি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তাহাজ্জুদ ১১৭৮; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭২১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২২৬, ৬৩৬৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৩৬ যা সামনে ১৭৮৬ নং এ আসছে। এছাড়া, খতীব, আল মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক্ব নং ৯৪৬; আহমাদ ২/২২৯, ২৩৩, ২৬০, ৩২৯, ৩৩১, ৭২-৪৭৩; তায়ালিসী ২/৫২ নং ২১৪০; নাসাঈ ৪/২১৮; তাবারাণী, আস সগীর ১/১৭৯; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩৮৪৩; বুখারী, আল কাবীর ৪/১৫; ইবনু হাযম, আল

মুহাল্লা ২/২৩২; আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া: (সেখানে) ‘সালাতুত দুহা’-র পরিবর্তে ‘জুম’আর দিনে গোসল করা’র কথা রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ

১৭৮৩. (অপর সনদে) আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। সেখানে পূর্ণ তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮৪)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ الْبِيضِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ

১৭৮৪. মু’আবিয়া ইবনু কুররাহ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘ইয়াওমিল বীয’ শুক্লপক্ষের (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে) রোযা সমূহের মর্যাদা (ফযীলত) সারা বছর রোযা ও ইফতারের সমতুল্য।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৫২, ৩৬৫৩ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৯৪৭, ৯৪৮; মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫২৫৮ তে। আর মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৩/৪৯২, ৪৯৩ এর শাহিদসমূহ উল্লেখ করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ

১৭৮৫. মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ ইবনু জা'ফর (রাহি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (আল্লাহর ঘর তাওয়াফকালে) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি জুমু'আহ'র দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, এই ঘরের প্রভুর শপথ![1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯৮৪; মুসলিম, সিয়াম ১১৪৩; বাইহাকী, সিয়াম ৪/৩০১-৩০২; আল মারিফাহ নং ৯০৪০; আব্দুর রাযযাক নং ৭৮০৮; আহমাদ ৩/২৯৬; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭২৪; এর তাখরীজ আমি দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২২০৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৬০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ يُقَالُ لَهَا الصَّمَّاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا كَذَا أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ

১৭৮৬. আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর তার সাম্মাহ নামক এক বোন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফরয সিয়াম ব্যতীত তোমরা শনিবার সিয়াম পালন করবেনা। যদি তোমাদের কেউ এরূপ বা গাছের ডাল ছাড়া আর কিছুই না পায়, তবে সে যেন তা-ই চিবিয়ে নেয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৩৬৮; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ২/৮০; তাবারাণী, আল কাবীর ২৪/৩২৫ নং ৮১৮; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ২১৬৪, ২১৬৫; বাইহাকী, সিয়াম ৪/৩০২; নাসাঈ, আল কুবরা নং ২৭৬৪; আবূ দাউদ, সওম ২৪২১; তিরমিযী, সওম ৭৪৪; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭২৬; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ৬/৩৬১ নং ১৮০৬; হাকিম ১/৪৩৫। আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু বুসরের হাদীসটির পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬১৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৯৪০ তে।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮৭)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى أُسَامَةَ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ أُسَامَةُ يَرْكَبُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِوَادِي الْقُرَى فَيَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فِي الطَّرِيقِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فِي السَّفَرِ وَقَدْ كَبِرْتَ وَضَعُفْتَ أَوْ رَقِقْتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَقَالَ إِنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

১৭৮৭. উসামা ইবন যায়দের আযাদকৃত গোলাম (মূসা ইবন ইসমাঈল) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে কুরা নামক উপত্যকায় তাঁর মালের উদ্দেশ্যে আরোহী হয়ে গমন করেন। এ সফরে তিনি (উসামা) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন কেন অথচ আপনি অতি বৃদ্ধ ও দুর্বল- অথবা (রাবী বলেন), শীর্ণকায় হয়ে গেছেন। তখন তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। (এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে) তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ মানুষের আমলসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহর সমীপে) পেশ করা হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এতে দু'জন মাজহুল রাবী রয়েছে। তাখরীজ: ইবনে আবী শাইবা ৩/৪২-৪৩; আহমাদ ৫/২০৪-২০৫, ২০৮-২০৯; তায়ালিসী ১/১৯৩-১৯৪; বাইহাকী, সিয়াম ৪/২৯৩; আবূ দাউদ, সওম ২৪৩৬; তাবারাণী, আল কাবীর ১/১৬৭ নং ৪০৯; নাসাঈ, কুবরা নং ২৬৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

১৭৮৮. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। (এ ব্যাপারে) আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "আমলসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহর সমীপে) পেশ করা হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: তিরমিযী, সওম ৭৪৭

তিনি একে হাসান বলেছেন; শামাইল নং ২৯৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১৭৯৯; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭৪০; বুসীরী মিসবাহুজ যুজাজাহ ২/৩১ এ বলেন, এর সনদ সহীহ।; তায়ালিসী, মানিহাতুল মা'বূদ ২/৬২, ২০৭ নং ২১৯৪, ২৭৪৫ সহীহ সনদে; মুসলিম, বিরর ওয়াস সুলহ ২৫৬৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৬৬২৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৪৪; এর শাহিদ রয়েছে উসামাহ ইবনু যাইদ হতে যেটি আবূ দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন; তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ হতে খতীব তারীখ বাগদাদ ৩/২৫ তে এবং ইবনু মাসউদ হতে ইবনু আদী, আল কামিল ৪/১৬৩২ এ বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৮৯)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُهُ قَالَ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يُصَلِّي نِصْفًا وَيَنَامُ ثُلُثًا وَيُسَبِّحُ سُدُسًا قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا اللَّفْظُ الْأَخِيرُ غَلَطٌ أَوْ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيُصَلِّي ثُلُثَهُ وَيُسَبِّحُ تَسْبِيحَةً

১৭৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মারফূ' হিসেবে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা'র নিকট অধিক প্রিয় রোযা হল দাঊদ (আ.)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা রাখা পরিত্যাগ করতেন (অর্থাৎ একদিন অন্তর রোযা রাখতেন)। আবার আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা'র নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালাত হল দাঊদ (আ.)-এর সালাত। তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন এবং পরে এর এক তৃতীআংশ সময় ঘুমাতেন। আর (সব কাজ শেষে) তিনি এর এক ষষ্ঠাংশ সময় তাসবীহ পড়তেন।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, তাহজ্জুদ ১১৩১; মুসলিম, সালাত ১১৫৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫২, ২৯৫০ মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬০০, ৬০১ তে ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯০)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

১৭৯০. আবী সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা দু'টি দিনে রোযা রাখবে না: ইয়ামুল ফিতর (রোযার ঈদের দিন) ও ইয়ামুদ নাহর (কুরবাণীর ঈদের দিন)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ফাযলুস সালাত বিমাক্কা ১১৮৮; মুসলিম, হাজ্জ ৮২৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৬০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬১৭, ২৬১৮, ২৭১৯, ৩৫৯৯ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৬৭ তে ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯১)

حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ وسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

১৭৯১. আবী আইয়্যুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল এবং এরপরই শাওয়ালে ছয়টি রোযা রাখল, তবে তা পূর্ণ এক বছরের রোযা রাখার সমতুল্য (সাওয়াব) হলো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সিয়াম ১১৬৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৩৪ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৮৫, ৩৮৬ তে । আরো দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ হাদীস ৫১৭৭ এবং এর টীকা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯২)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ

১৭৯২. সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "এক মাসের রোযা (রমযানের রোযা) দশমাসের রোযার সমতুল্য। এরপর আরও (শাওয়ালের)

ছয়দিনের রোযা দুই মাসের সমতুল্য। এভাবে তা (সাওয়াবের দিক দিয়ে) পূর্ণ এক বছর এর সমতুল্য হলো।”[1]

আবূ মুহাম্মদ বলেন, এর অর্থ: রমযান মাস ও এর পরবর্তী (মাসের) ছয় দিনকে বুঝানো হয়েছে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৩৫, মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৯২৮ তে এবং মাওয়ারিদ-এ এর শাহিদ হাদীসও উল্লেখ করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيّ فَسَأَلَهُ عَنْ شَهْرٍ يَصُومُهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ عَنْ هَذَا بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ شَهْرٍ يَصُومُهُ مِنْ السَّنَةِ فَأَمَرَهُ بِصِيَامِ الْمُحَرَّمِ وَقَالَ إِنَّ فِيهِ يَوْمًا تَابَ اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ

১৭৯৩. নু’মান ইবনু সা’দ রাহি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে তাঁকে রমযান মাসের পরে কোনো একটি মাসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল, যে মাসে সে সিয়াম পালন করতে পারে। তখন আলী রা: তাকে বললেন, যেদিন আমি এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে শুনেছি, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে আমাকে কেউ প্রশ্ন করেনি: (প্রশ্নটি ছিল,) সে রমযান ব্যতীত বছরের কোন্ মাসটিতে (নফল) সিয়াম পালন করবে? তখন তিনি তাকে মুহাররামের সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন: “নিশ্চয়ই এতে (এ মাসে) এমন একটি দিন আছে যে দিন আল্লাহ তায়ালা এক সম্প্রদায়ের তওবা কবুল করেছিলেন এবং আগামীতেও তিনি আরেক সম্প্রদায়ের তওবা এই দিনে কবুল করবেন।”[1]

[1] তাহক্বীক: এর সনদ যঈফ, আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব যঈফ হওয়ার জন্য। তবে পরবর্তী হাদীসটি একে শক্তিশালী করে। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গারীব।’ তাখরীজ: তিরমিযী, সওম ৭৪১; ইবনু আবী শাইবা ৩/৪১; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, যাওয়াইদ আলাল মুসনাদ ১/১৫৫; আবূ ইয়ালা আল মাউসিলী নং ২৬৭; ইবনু আদী, আল কামিল৪/১৬১৪;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯৪)

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ

১৭৯৪. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "রামাযান মাসের সিয়ামের পরে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ সিয়াম হলো আল্লাহর মাসের সিয়াম, যাকে তোমরা 'মুহাররাম' নামে ডাকো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** যাইদ ইবনু আউফ মাতরুক (পরিত্যক্ত)। আবূ যুরআহ তার ত্রুটি উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ মুত্তাসিল। দেখুন পরবর্তী হাদীসটি। তাখরীজ: মুসলিম, সিয়াম ১১৬৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৬৩, ৩৬৩৬ তে। এছাড়া আরো বর্ণনা করেন: আহমাদ ২/৩০৩; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/১০১; বাইহাকী, সিয়াম ৪/২৯১; শুয়াবুল ঈমান নং ৩৭৭২, ৩৭৭৩, ৩৭৭৪; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৯২৩, ১৭৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ

১৭৯৫. (অপর সূত্রে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "রামাযান মাসের সিয়ামের পরে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ সিয়াম হলো মুহাররাম মাসের সিয়াম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সিয়াম ১১৬৩ যা আমরা পূর্বের হাদীসটিত উল্লেখ করেছি। এছাড়া বাগাবী নং ১৭৮৮। পূর্ণ তাখরীজ দেখুন পূর্বের হাদীসটিতে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯৬)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى فَصُومُوهُ

১৭৯৬. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হিজরত করে) মাদীনায় উপনীত হলেন, সেই সময় ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখত। তিনি তাদেরকে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, এ দিনে আল্লাহ্ মূসা (আঃ)-কে ফিরাউনের উপর বিজয় দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে) বলেন: “তোমরা মূসা (আঃ)-এর (অনুসরণের) ব্যাপারে তাদের চেয়ে) অধিক নিকটবর্তী। ফলে তোমরা এদিন রোযা পালন করো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ২০০৪; মুসলিম, সিয়াম ১১৩০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৬৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬২৫ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫২৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯৭)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُنَا بِصِيَامِهِ

১৭৯৭. ‘আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাথেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশূরার দিন রোযা রাখতেন এবং এ দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৫৯২; মুসলিম, সিয়াম ১১২৫; বাইহাকী, আল মা’রিফাহ নং ৮৯৮৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৬৩৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬২১ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ২০২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ كَانَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْهُ

১৭৯৮. সালামা ইবন আকওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, ‘আশূরার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে এ বলে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন: “আজকের দিনটি হলো আশুরার দিন। ফলে যে ব্যক্তি খেয়েছিল, বা পান করেছিল, সে যেন দিনের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করে। আর যে এখনো খায়নি বা পান করেনি, সে যেন সাওম পালন করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সাওম ১৯২৪; মুসলিম, সিয়াম ১১৩৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬১৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৭৯৯)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ

১৭৯৯. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আশূরার দিন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “জাহিলী যুগে কুরাইশরা এ দিন রোযা রাখতো। অতএব তোমাদের কেউ এ দিন রোযা রাখতে আগ্রহী হলে সে রোযা রাখতে পারে এবং কেউ রোযা রাখতে অনাগ্রহী হলে নাও রাখতে পারে।”[1]
ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ দিন রোযা রাখতেন না তবে তার (অন্য কোনো) রোযার সাথে এটি একইদিনে পড়লে সেটি ভিন্ন কথা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তবে ইবনু ইসহাক ‘আন আন’ পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে এর মুতাবি’আত রয়েছে। আর হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সাওম ১৮৯২; মুসলিম, সিয়াম ১১২৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬২২, ৩৬২৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ حَتَّى إِذَا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

১৮০০. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশূরা ছিল এমন একটি দিন যে দিন কুরাইশরা জাহেলী যুগেও সিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হিজরতের করে) মদীনায় আসার পর তিনি এই দিন সিয়াম পালন করেছেন এবং লোকদেরকেও সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর রামাযানের সিয়াম পালন ফরয হওয়ার পর রামাযানই ফরয হিসাবে রয়ে গেল আর আশূরার সিয়াম (ফরয হিসাবে) রইল না। ফলে যার ইচ্ছা এই দিনের সিয়াম পালন করে চললো আর যার ইচ্ছা তা ছেড়ে দিলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সাওম ২০০১, ২০০২; মুসলিম, সিয়াম ১১৩৫; এছাড়া, বাইহাকী, আল মা'রিফাহ নং ৮৯৮০; মালিক, সওম (৩৩)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৪৬৩৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬২১ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ২০২ তে। আরও দেখুন পূর্বের ১৮০০ (অনূবাদে ১৭৯৬) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০১)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

১৮০১. উক্ববা ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আরাফার দিন এবং তাশরীকের দিনগুলো আমাদের মুসলিমদের জন্য ঈদ স্বরূপ। আর এই দিনগুলি পানাহারের জন্য নির্ধারিত।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬০৩; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৮৫৯ তে। ((আবূ দাউদ, সওম ২৪১৯; তিরমিযী, সওম ৭৭৩; আলবানী সহীহুল জামি' ৬/৩৬৬ তে বলেন: সহীহ।'- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৭৬৪ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০২)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ

১৮০২. আবূ নাজীহ (রহঃ) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে আরাফার দিনে সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হজ্জ করেছি, তিনি এ দিন সিয়াম পালন করেননি; আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গেও হজ্জ পালন করেছি। তিনিও এ দিন সিয়াম পালন করেননি; উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও এ দিন সিয়াম পালন করেননি; উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি। তিনিও এ দিন সিয়াম পালন করেননি। আমি নিজেও এই সিয়াম পালন করিনা এবং তা কাউকে পালন করতে বলিওনা এবং নিষেধও করিনা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৫৯৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬০৪; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৮৩৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৯৮ তে। ((তিরমিযী, সওম ৭৫১; তিনি বলেন: হাদীসটি হাসান।'- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৭৬৫ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০৩)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَوْ أَمَرَ رَجُلًا يُنَادِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

১৮০৩. বিশর ইবনু সুহাইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আইয়্যামে তাশরীকে’ তাকে অথবা কোনো এক ব্যক্তিকে এ ঘোষণা দেওয়ার আদেশ দেন: “মুসলিম ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এই দিনসমূহ হচ্ছে পানাহারের দিন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৪১৫, ৪/৩৩৫; তাবারাণী, আল কাবীর ২/৩৭ নং ১২১৩; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ২৯৬০; নাসাঈ, আল কুবরা নং ২৮৯৫, ২৮৯৬, ২৮৯৮; ইবনু আবী শাইবা, ঈমান নং ১২; ৪/২০-২১; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭২০; বাইহাকী, সিয়াম ৪/২৯৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَذَلِكَ الْغَدَ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ عَمْرٌو طَعَامًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو أَفْطِرْ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا فَأَفْطَرَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَكَلَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ

১৮০৪. আকীলের আযাদকৃত গোলাম আবূ মুর্রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি এবং আবদুল্লাহ্ ইবন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল ‘আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট গমন করেন। ঘটনাটি ছিল ঈদুল আযহার পরের দিন কিংবা তার পরের দিন (তথা তাশরীকের দিনে)। আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের সম্মুখে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইবন আমর বলেন, আমি তো রোযাদার। আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেলো, কেননা এসকল দিনগুলো সেই দিনসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেই দিনগুলোতে রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ইফতার করতে নির্দেশ দিতেন এবং রোযা রাখতে নিষেধ করতেন। তখন আবদুল্লাহ্ রা: রোযা ভেঙ্গে ফেললেন এবং খাবার খেলেন আর আমিও তাঁর সঙ্গে খেলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এর ‘দুর্বলতা-এর কারণে। তবে তিনি এ বর্ণনায় একাকী নন। তার অনুসরণে বর্ণনা করেছেন শুয়াইব ইবনু লাইছ ইবনু সা’দ, আর তিনি বিশ্বস্ত ফাকীহ শ্রেষ্ঠ। ফলে এটি এ সনদকে সহীহতে পরিণত করে। তাখরীজ: ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ২১৪৯; মালিক, হাজ্জ ১৩৮; আবূ দাউদ, সওম ২৪১৮; বাইহাকী, সিয়াম ৪/২৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০৫)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوا اللَّهَ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ قَالَ فَصَامَ عَنْهَا

১৮০৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি মহিলা রোযা মানত করার পরে মৃত্যু বরণ করলো। তখন তার ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম – এর নিকট এসে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ “দেখো, কোন ঋণ যদি তোমার বোনের উপর থাকত, তাহলে কি তুমি সেটা পরিশোধ করতে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করো। কেননা, আল্লাহ্ তা’আলার ঋণ সবচেয়ে অগ্রগণ্য। তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯৫৩; মুসলিম, সিয়াম ১১৪৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৩০, ৩৫৭০ তে।... এসম্পর্কিত দু’টি ঘটনা রয়েছে ‘একটি সিয়াম আদায়ের, অপরটি হাজ্জ আদায়ের। দেখুন, সুনানুল কুবরা, নাসাঈ হাদীস ২৯১২ হতে ২৯১৮ পর্যন্ত এবং সহীহ বুখারীও।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৮০৬. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধের চেয়েও অধিক

উত্তম। আর সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ। একটি আনন্দ হলো যখন সে ইফতার করে; আরেকটি হলো কিয়ামত দিবসে (যখন সে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাত করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, মুহাম্মদ ইবনু আমরের জন্য। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৮৯৪; মুসলিম, সিয়াম ১১৫১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৪৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪২২, ৩৪২৩, ৩৪২৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৪০ তে। পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ إِنَّهُ يَتْرُكُ الطَّعَامَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي وَيَتْرُكُ الشَّرَابَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

১৮০৭. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা বলেন, সাওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য, আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ থেকে সাতশ' গুণ। কিন্তু সিয়াম আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সে আমার জন্য আহার ও কামাচার পরিত্যাগ করে এবং আমার জন্য পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। ফলে তা (সিয়াম) আমারই জন্য। তাই এর পুরষ্কার আমি নিজেই দান করব।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, মুহাম্মদ ইবনু আমরের জন্য। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪১৬ তে। পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন। তাঁর বাণী: 'রোযা আমারই জন্য' .... অর্থ রোযা একমাত্র আমার জন্য, এতে সে কাউকে শরীক করেনি, আর সে আমার ব্যতীত আর কারো ইবাদত এর মাধ্যমে করেনি। ফলে আজ আমি তার আমার প্রতি ইখলাছ এর পরিমাণে তাকে পুরস্কৃত করব; নিজেই তার দিব....। দেখুন, জামিউল উসূল, ৯/৪৫৪; ফাতহুর বারী ৪/১০৭-১১০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ

১৮০৮. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “সিয়াম হলো ঢাল স্বরূপ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৮৯৪; মুসলিম, সিয়াম ১১৫১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪২৭ তে। এটি আগের হাদীস দু’টির অংশ বিশেষ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮০৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أُنَاسٍ قَالَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

১৮০৯. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো লোকের নিকট (বাড়িতে) ইফতার করতেন, তখন বলতেন: “রোযাদারগণ তোমাদের নিকট ইফতার করেছে, নেককার গণ তোমাদের খাবার খেয়েছে এবং ফিরিশতাগণ তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩১৯ , ৪৩২০. ৪৩২১, ৪৩২২ তে। এছাড়াও: ইবনু আবী শাইবা ৩/১০০। ((আহমাদ ৩/১৩৮ ও বাইহাকী ৭/২৮৭; আলবানী সহীহুল জামি’ ৪/২০৯ তে বলেন: সহীহ’-- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/১৭৭২ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১০)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِينَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ

فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قِيلَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

১৮১০. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর নিকট যুলহিজ্জার দশ দিনের নেক আমলের চাইতে অধিক ফযীলতপূর্ণ আর কোনো দিনের নেক আমল নেই।” সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়? তিনি বলেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি তার জান-মালসহ আল্লাহর পথে বের হয়, কিন্তু তার কোন কিছু নিয়েই আর ফিরে আসে না (তার মর্যাদা অনেক)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ঈদাইন ৯৬৯; বাইহাকী, সিয়াম ৪/২৮৪; তায়ালিসী নং ২৬৩১; আহমাদ ১/৩৪৬; আবূ দাউদ, সওম ২৪৩৮; আব্দুর রাযযাক নং ৮১২১; তাবারাণী, আল কাবীর ২/১৩ নং ১২৩২৬; তিরমিযী, সওম ৭৫৭; বাগাব, শারহুস সুন্নাহ নং ১১২৫; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭২৭। এর শাহিদ হাদীস জাবীর রা: হতে বর্ণিত হয়েছে যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০৯০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬২৩, ৬০১১ তে। এছাড়া, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস এর অপর বর্ণনা: এর শাহিদ হিসেবে বর্ণিত আছে, যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি মাজামউয যাওয়াইদ নং ৬০০৭-৬০১০ তে। আরও দেখুন, পরবর্তী হাদীসটি এবং তারগীব ২/১৯৮-২০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ تَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى قِيلَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ قَالَ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا دَخَلَ أَيَّامُ الْعَشْرِ اجْتَهَدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا حَتَّى مَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ

১৮১১. (অপর সনদে) ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আযহা’র (যুলহিজ্জার) দশ দিনে যে নেক আমল করা হয়, তার চাইতে আল্লাহর নিকট অধিক পবিত্র, অধিক সাওয়াবের আর কোনো নেক আমল নেই।” জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়? তিনি বলেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয়, তবে, যে ব্যক্তি তার জান-মালসহ আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হয়, কিন্তু এর কোন কিছু নিয়েই সে আর ফিরে আসে

না (তার মর্যাদা অনেক)।” [1] তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, সাঈদ ইবনু যুবাইর যখন (যুলহাজ্জের) প্রথম দশকে উপনীত হতেন, তখন তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী সর্বাধিক কঠোর সাধনা করতেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৪/১১৩-১১৪; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৩৭৫২; পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১২)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ

১৮১২. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন রমযান মাস আগমন করে, তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৮৯৮; মুসলিম, সিয়াম ১০৭৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৩৪, ৩৪৩৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১৩)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১৮১৩. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায় যে লোক রামাযান মাসে (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) রাত্রি জাগরণ করলো, তার পূর্ববর্তী পাপগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হলো। আর ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায় যে লোক লাইলাতুল ক্বদরে (ইবাদাতের জন্য) রাত্রি জাগরণ করলো, তারও পূর্ববর্তী পাপগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সওম ১৯০১; ঈমান ৩৫; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৬০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৬০, ৫৯৯৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৮২ তে। এর প্রথম অংশটি আরো তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৩০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৩২ তে। আর দ্বিতীয় অংশের তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৬৩২। পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন, মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৮০, ১০৩৭ এবং 'আল মা'রিফাহ নং ৯০৭৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১৪)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا مِنْ الشَّهْرِ شَيْئًا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ قَالَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتْ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْنَا وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ

১৮১৪. আবী যার্র রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আমরা রমযান মাসের সিয়াম পালন করেছি।– তিনি বলেন, তিনি রামাযান মাসে আমাদের নিয়ে (নফল) সালাত আদায় করেননি। যখন সাত দিন অবশিষ্ট রইলো (তেইশ রমযানের রাতে) তিনি আমাদের নিয়ে সালাত দাড়ালেন।' তিনি বলেন- 'এমনকি রাতের এক তৃতীয়াংশ এতে অতিবাহিত হয়ে গেল।' তিনি বলেন, 'এরপর ষষ্ঠ রাতে আর আমাদের নিয়ে সালাতে দাড়ালেন না। এরপর পঞ্চম রাত অবশিষ্ট থাকতে আবার আমাদের নিয়ে সালাতে দাড়ালেন। এমনকি এতে অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের অবশিষ্ট রাতটুকুও যদি নফল আদায় করে অতিবাহিত করে দিতেন।' তিনি বললেন: "কেউ যদি ইমামের সঙ্গে সালাতে দাঁড়ায় এবং ইমামের সালাত শেষ করা পর্যন্ত তাঁর সাথে থাকে, তবে তার জন্য তা সারারাত সালাতে দাড়ানো বলে গণ্য হয়। এরপর চতুর্থ রাতে আমাদের নিয়ে আর সালাতে দাড়ালেন না। এরপর তৃতীয় (সাতাশে রমযানের) রাতে তিনি তাঁর পরিজন ও স্ত্রীগণকে ও লোকদেরকে একত্রিত করে আমাদের নিয়ে সালাতে দাড়ালেন। অনন্তর তিনি এত দীর্ঘক্ষণ সালাত আদায় করলেন যে আমরা

আমাদের ‘ফালাহ’ ছুটে যাওয়ার আশংকা করলাম।’ (রাবী বলেন) আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ‘ফালাহ’ কি? তিনি বললেন, ‘সাহরী খাওয়া।’ তিনি বলেন, ‘এরপর মাসের অবশিষ্ট (রাতসমূহ) আর সালাতের জন্য দাড়াননি।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৭৭০৬; আহমাদ ৫/১৫৯, ১৬০, ১৬৩; ইবনু আবী শাইবা ২/৩৯৪; আবূ দাউদ, সালাত ১৩৭৫; তিরমিযী, সালাত ৮০৬; নাসাঈ, কুবরা নং ১২৮৭; ইবনু মাজাহ, ইকামাতিস সালাত ১৩২৭; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ১/৩৪৯; ইবনু খুযাইমা, সহীহ নং ২২০৬; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৯৯১; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা নং ৪০৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৫৪৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১৫)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ

১৮১৫. (অপর সনদে) আবী যার্র রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা। পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১৬)

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا

১৮১৬. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রতি রমযান মাসে) শেষ দশ দিন ই’তিকাফে অতিবাহিত করতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ইন্তিকাল হয়, সে বছর তিনি বিশদিন ই’তিকাফ করেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান আবী বাকর ইবনু আয়্যাশ এর

কারণে। তাখরীজ: আহমাদ ২/৩৩৬, ৩৫৫; বুখারী, ই'তিকাফ ২০৪৪, ফাযাইলুল কুরআন ৪৯৯৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১৮৩৫; আবূ দাউদ, সওম ২৪৬৬; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭৬৯; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ২২২১; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১৪/১৭৬; বাইহাকী, সিয়াম ৪/৩১৪; দালাইলুল নবুওয়াত ৭/১৪৬; শুয়াবুল ঈমান নং ৩৯৬১। আরো দেখুন, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক নং ৭৬৮২; সুনানে দারুকুতনী ২/২০১ নং ১০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১৭)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ

১৮১৭. সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদা রমযান মাসের শেষ দশকে মাসজিদুল হারামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করতে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে ই'তিকাফরত ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন। এরপর তিনি (ফিরে যাওয়ার জন্য) উঠে দাড়ান।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ই'তিকাফ ২০৩৫; মুসলিম, সালাম ২১৭৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭১২১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৭১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَكَانَ بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ لِحَاءٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْخَامِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالتَّاسِعَةِ

১৮১৮. 'উবাদা ইবনুস সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে লাইলাতুল কাদরের (নির্দিষ্ট তারিখ) সম্পর্কে অবহিত

করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। তখন দুজন মুসলিম ঝগড়া করছিল। তখন (তা দেখে) তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল ক্বদরের সংবাদ দিবার জন্য বের হয়েছিলাম, কিন্তু তখন অমুক অমুক ঝগড়া করছিল, ফলে তা (নির্দিষ্ট তারিখ) উঠিয়ে নেয়া হলো। সম্ভবত: এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমরা শেষ দশদিনের মধ্যকার পঞ্চম (তথা পঁচিশতম), সপ্তম (সাতাশতম) ও নবম (ঊনত্রিশতম) রাতে তা অনুসন্ধান কর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ৪৯, ই’তিকাফ ২০২৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৭৯ তে। আরো সংযোজনী: ইবনু আবী শাইবা ২/৫১৪; ইবনু আব্দুল বারর, তামহীদ ২/২০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮১৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ

১৮১৯. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমাকে (স্বপ্নযোগে) লাইলাতুল কাদর (-এর নির্দিষ্ট তারিখ) দেখানো হয়েছিল। এরপর আমার পরিবারের কেউ আমাকে জাগিয়ে দেয়। ফলে আমাকে তা ভূলিয়ে দেয়া হয়। এমতাবস্থায় তোমরা শেষ দশকে তা অনুসন্ধান করো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সিয়াম ১১৬৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৭২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৭৮ তে। এ অনুচ্ছেদে আনাস, ইবনু উমার, আবী সাঈদ খুদরী হতেও হাদীস বর্ণিত আছে, যা আমরা তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী আউয়াল নং ৩৭১২, ৪০২১, ছানী নং ৫৪১৯, ৫৪৮৪, ৫৫৪২ ও ছালিছ নং ১০৭৬, ১২৮০, ১৩২৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

১৮২০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা শেষ (দশকের) সপ্তম দিনে তা অনুসন্ধান করো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে (হাদীসটি সহীহ এবং) হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ফাযলী লাইলাতুল ক্বদর, ২০১৫; মুসলিম, সিয়াম ১১৬৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪১৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৭৫, ৩৬৭৬, ৩৬৮১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৪৭ তে। এছাড়াও, ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৪০৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২১)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ

১৮২১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি হাজ্জ করার ইচ্ছা করে, সে যেনো অতিসত্তর তা (সম্পাদন) করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আহমাদ ১/২২৫; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৭৩২; দাওলাবী, আল কুন্নী ২/১২; হাকিম ১/৪৪৮; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৫/৪৭; বাইহাকী, হাজ্জ ৪/৪১৬; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ২৮৮৩; তাবারাণী, আল কাবীর ১৮/২৮৭ নং ৭৩৭; যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا

১৮২২. আবী উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “কোনো ব্যক্তি, যাকে কোনো প্রকাশ্য প্রয়োজন, কিংবা জালিম শাসক কিংবা আটকে রাখার মতো কোনো রোগ হাজ্জে যেতে বাধা দেয়নি, সে যদি হাজ্জ না করে মৃত্যু বরণ করে, তবে চায় সে ইয়াহুদী হিসেবে মরুক, অথবা খৃস্টান হিসেবে মরুক (তাতে আমার কিছু আসে যায় না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছের যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৯/২৫১; সুয়্যূতী, আল লা’আলী ২/১১৮; ইবনুল জাউযী, আল মাওযু’আত ২/২১০; ইবনু আদী, আল কামিল ৭/২৫০২ যঈফ সনদে; ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৩৩৬ নং ২৪৭। যাহাবী, মীযানুল ই’তিদাল ৩/১৬৯ তে এ হাদীস উল্লেখ করে বলেন: শারীক হতে এটি মুনকার।’

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২৩)

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ حَجَّةً قَالَ وَقَالَ أَبُو إِسْحَقَ حَجَّ قَبْلَ هِجْرَتِهِ حَجَّةً

১৮২৩. আবী ইসহাক বলেন, আমি যাইদ ইবনু আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হিজরাতের পরে একবার হাজ্জ সম্পাদন করেন।’[1]
রাবী বলেন, আর আবী ইসহাক বলেন, তিনি তাঁর হিজরাতের পূর্বেও একবার হাজ্জ করেছিলেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, মাগাযী ৩৯৪৯, ৪৪০৪; মুসলিম, হাজ্জ ১২৫৪; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা, হাজ্জাতুল বিদা’ পৃ. ৫৯; বাইহাকী, দালাইল ৫/৪৫৩; আহমাদ ৪/৩৭৩; তিরমিযী, জিহাদ ১৬৭৬...।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعًا عُمْرَتُهُ الْأُولَى الَّتِي صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْ الْبَيْتِ وَعُمْرَتُهُ الثَّانِيَةُ حِينَ صَالَحُوهُ فَرَجَعَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَعُمْرَتُهُ مِنْ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَّمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَتُهُ مَعَ حَجَّتِهِ

১৮২৪. কাতাদা (রাহি:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতবার হাজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি একবার হজ্জ এবং চারবার উমরা করেছেন। একটি উমরা হলো মুশরিকরা যেইবার তাঁকে বাইতুল্লাহ যেতে বাধা দিয়েছিল, দ্বিতীয়টি হলো যখন তারা তাঁর সাথে (হুদায়বিয়ার) সন্ধি করল, এরপর তিনি পরবর্তী বছর (উমরার জন্য) ফিরে এসেছিলেন। এরপর তৃতীয়টি ছিল যিলকাদ মাসে জি'ইরানা থেকে, যখন তিনি হুনায়ন যুদ্ধে লব্ধ গনীমত বন্টন করেছিলেন। এবং অপর উমরাটি ছিল তাঁর হাজ্জের সঙ্গে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, উমরাহ ১৭৭৮; মুসলিম, হাজ্জ ১২৫৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৭২, ৩০৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سِنَانٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

১৮২৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের উপর হাজ্জ ফরয করা হয়েছে।" তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি প্রতি বছরই (করা ফরয)? তিনি বলেনঃ "না। কিন্তু আমি যদি তা (হাঁ) বলতাম, তবে অবশ্যই তা (প্রতি বছর হাজ্জ করা) অবশ্য কর্তব্য হয়ে যেতো। অতঃপর এর অধিক যা করবে, তা নফল।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো হুকুম লাগাননি। তবে হাদীসটি জাইয়্যেদ সনদে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন যা তাখরীজে উল্লিখিত হয়েছে।–অনুবাদক)) তাখরীজ: আহমাদ ১/২৫৬, ২৯১-২৯২; হাকিম ২/২৯৩; বাইহাকী, হাজ্জ ৪/৩২৬; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৭২১; ইবনু মাজাহ, মানাসিক

২৮৮৬; নাসাঈ, মানাসিক ৫/১১১ জাইয়্যেদ সনদে; এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আলী রা: হতে যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৭, ৫৪২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ

১৮২৬. (অপর সনদে) ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২৭)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثُ فَإِنِّي سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ

১৮২৭. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য যুলহুলায়ফা, শাম (বা সিরিয়া)-বাসীদের জন্য জুহফাহ্, নাজদবাসীদের জন্য কার্ণ নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার) মীকাত নির্দিষ্ট করেন। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ তিনটি স্থানের কথা আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছি; এছাড়া, আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারণ করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ, ১৫২৫; মুসলিম, হাজ্জ ১১৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪২৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭৫৯, ৩৭৬০, ৩৭৬১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৩৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

১৮২৮. (অপর সনদে) ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, হাজ্জ ২৩; পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮২৯)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ أَلَمْلَمَ هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

১৮২৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য যুল্-হুলায়ফা, শাম (বা সিরিয়া)-বাসীদের জন্য জুহফাহ্, নাজদবাসীদের জন্য কার্ণ ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে (হাজ্জ ও উমরার) মীকাত নির্ধারণ করেন। এস্থানগুলি এ সকল স্থানের অধিবাসীদের জন্য এবং তারা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য, যারা এ স্থান দিয়ে হজ্জ এবং উমরার উদ্দেশ্যে আগমণ করবে। আর এছাড়া অন্যান্যরা (মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীগণ) যেখান হতে সফর শুরু করবে, সেস্থানই তাদের মীকাত হবে। এমনকি মক্কাবাসিগণ মক্কা হতেই ইহরাম বাঁধবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/২৫২; বুখারী, হাজ্জ, ১৫২৪, ১৫২৬, জাযাউস সাইয়িদ ১৮৪৫; মুসলিম, হাজ্জ ১১৮১ (১২); নাসাঈ, মানাসিক ৫/১২৩-১২৪; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ২/১১৭; দারুকুতনী ২/২৩৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৭/৭১; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/২৯; ইবনু খুযাইমা নং ২৫৯১; তায়ালিসী ১/২০৮ নং ৯৯৪; ইবনুল জারুদ নং ৪১৩; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৭৩৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ امْتَرَى الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَتَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ وَهُوَ بَيْنَ قَرْنَيْ الْبِئْرِ وَقَدْ سُتِرَ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَضَمَّ الثَّوْبَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ أَخِيكَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ فَأَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا

১৮৩০. আব্দুল্লাহ ইবনু হুনায়ন (রহঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবওয়া নামক স্থানে মুহরিম ব্যক্তির তার মাথা ধৌত করার বিষয়ে মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মধ্যে মতানৈক্য হল। এরপর তিনি (‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস) আমাকে আবূ আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট একথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন যে, আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মুহরিম অবস্থায় কিভাবে মাথা ধৌত করতে দেখেছেন? আমি আবূ আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এলাম। আমি তাঁকে কূপ থেকে পানি উঠানোর চরকার দু’খুটির মাঝে কাপড় ঘেরা অবস্থায় (গোসল করতে) দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তখন তিনি কাপড়টি তাঁর গায়ে জড়িয়ে নিলেন। তখন আমি বললাম, আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মুহরিম অবস্থায় কিভাবে মাথা ধৌত করতে দেখেছেন, এ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তখন (এ কথা শুনে) তিনি তাঁর হাতদু’টি মাথার উপর দিয়ে একবার সামনের দিকে টানলেন আবার পেছনের দিকে টেনে নিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জাযাউস সাইয়িদ ১৮৪০; মুসলিম, হাজ্জ ১২০৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৮৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَدَنِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِلْإِهْلَالِ وَاغْتَسَلَ

১৮৩১. যাইদ ইবন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইহরামের উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) পোশাক খুলতে ও গোসল করতে দেখেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়া'কুবের যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: তিরমিযী, হাজ্জ ৮৩০, তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি হাসান গারীব' তাবারাণী, আল কাবীর ৫/১৩৫ নং ৪৮৬২; উকাইলী, আয যুয়াফা ৪/১৩৮; দারুকুতনী, সুনান ২/২২০, ২২১; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/৩২; হাকিম ১/৪৪৭ যঈফ সনদে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আব্বাস রা: হতে দারুকুতনী ২/২১৯ ও হাকিম ১/৪৪৭ ও বাইহাকী ৫/৩২ তে সেটিও যঈফ। এছাড়া ইবনু উমার রা: থেকে এর শাহিদ বর্ণনা করেছেন দারুকুতনী, বাইহাকী যার সনদ সহীহ, এবং এর পূর্ণ তাখরীজ আমরা দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫৩৯১ তে। আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ২/২৭৫; নাসবুর রায়াহ ৩/১৭-১৮; নাইলুল আওতার ১/৩০০; মুছান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ৪/৭৩-৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩২)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَعُمْرَتَانِ تُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ

১৮৩২. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "জান্নাতই হল হাজ্জে মাবরূরের প্রতিদান। এবং এক 'উমরার পর আর এক 'উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের জন্য কাফফারা।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, উমরাহ ১৭৭৩; মুসলিম, হাজ্জ ১৩৪৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৬৫৭, ৬৬৬০, ৬৬৬১; ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৯৫, ৩৬৯৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৩২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

১৮৩৩. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ "যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ'য় হাজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও (ফিসক্ব) গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে এমন (নিষ্পাপ) অবস্থায় ফিরে আসে, যেমন (নিষ্পাপ) অবস্থায় তাঁর মা তাকে প্রসব করেছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৫২১; মুসলিম, হাজ্জ ১৩৫০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১৯৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৯৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৩৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ الْعَجُّ يَعْنِي التَّلْبِيَةَ وَالثَّجُّ يَعْنِي إِهْرَاقَةَ الدَّمِ

১৮৩৪. আবী বাকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত আছে, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন প্রকার হাজ্জ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন: উচ্চ শব্দ করা ও প্রবাহিত করা।[1] [الْعَجُّ (উচ্চ শব্দ করা) অর্থ: উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা; এবং الثَّجُّ (প্রবাহিত করা) অর্থ: রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী দেওয়া)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে তিরমিযী বলেছেন: মুহাম্মদ ইবনু মুনকাদির আব্দুর রহমান ইবনু ইয়ারবূ' হতে কিছু শ্রবণ করেননি।' (তথা মুনকাতি') তাখরীজ: বাযযার, বাহরুয যুখখার নং ৭১, ৭২; তিরমিযী, হাজ্জ, ৭২৭; ইবনু খুযাইমা, নং ২৬৩১; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ২৯২৪; দারুকুতনী, ইলাল ১/২৭৯-২৮০; হাকিম ১/৪৫০-৪৫১; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/৪২; মাওসিলী নং ১১৭। (মুহাক্কিক এর পরে বিভিন্ন মুহাদ্দিস হতে এর দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন-অনুবাদক)) এবং এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু মাসউদ হতে যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫০৮৬ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫৪৪৫ তে। এর আরো শাহিদ রয়েছে ইবনু আব্বাস, আবী হুরাইরা, আনাস, ইবরাহীম ইবনু খাল্লাদ ইবনু সুওয়াইদ আল

খাযরাজী, খাল্লাদ ইবনু সুওয়াইদ, সাইব ইবনু খাল্লাদ রা: হতে যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদূল মাউসিলী নং ৫৪৩৯, ৫৪৪০, ৫৪৪১, ৫৪৪২, ৫৪৪৩, ৫৪৪৪ তে। ফলে এর শাহিদ সমূহ একে সহীহ তে উন্নীত করে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩৫)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَجْعَلْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ

১৮৩৫. ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, ‘আমরা যখন ইহরাম বাধবো, তখন কী কী কাপড় পরবো?’ তিনি বলেনঃ “তুমি জামা পরবে না, পাজামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, টুপি পরবে না এবং চপ্পল পরবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে যেন চামড়ার মোজা পরে, তবে মোজা দু’টি পায়ের গিরার (টাখনু’র) নিচে রাখবে। আর তুমি ‘ওয়ারস’ (এক প্রকার সুগন্ধি) বা যা‘আফরান মিশ্রিত কোন কাপড় পরবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ১৩৪; মুসলিম, হাজ্জ ১১৭৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪২৫, ৫৪৮৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৫৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৩৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ قَالَ قُلْتُ أَوْ قِيلَ أَيَقْطَعُهُمَا قَالَ لَا

১৮৩৬. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: “কোনো (মুহরিম) ব্যক্তির লুঙ্গি না থাকলে পায়জামা

পরিধান করবে এবং যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করবে।”আমি বললাম, কিংবা তাঁকে বলা হলো, সে কি মোজা দু’টি কেটে নিবে? তিনি বললেন: “না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ২/১৩৩; আহমাদ ১/২২৮; তবে "সে যেন মোজা পরে" হাদীসের এ অংশটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। বুখারী, হাজ্জ ১৮৪১; মুসলিম, হাজ্জ ১১৭৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৯৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭৮১, ৩৭৮৫, ৩৭৮৬, ৩৭৮৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৭৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩৭)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ وَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ

১৮৩৭. ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘মুহরিম ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বলেনঃ “সে জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, পাজামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং চপ্পল পরবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে যেন চামড়ার মোজা পরে, তবে মোজা দু’টি পায়ের গিরার (টাখনু’র) নিচ পর্যন্ত কেটে ফেলবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, হাজ্জ ৮; এটি পূর্বের ১৮৩৯ (অনূবাদে ১৮৩৫) নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩৮)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ قَالَ وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ لَنَا تَطَيَّبُوا قَبْلَ أَنْ تُحْرِمُوا وَقَبْلَ أَنْ تُفِيضُوا يَوْمَ النَّحْرِ

১৮৩৮. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্তম সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।’[1]

তিনি (অধঃস্তন রাবী) বলেন: আর উরওয়াহ রাহি. (উর্ধ্বতন রাবী) আমাদেরকে বলতেন, তোমরা ইহরাম বাধার পূর্বে এবং ‘ইয়ামুন নাহর’-এ ‘তাওয়াফে ইফাযা’ করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করবে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৮৩৯; মুসলিম, হাজ্জ ১১৮৯। এছাড়া, ইবনু হাযম, হাজ্জাতুল বিদা’ পৃ: ১৬০। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৯১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭৬৬, ৩৭৬৮, ৩৭৭০, ৩৭৭১, ৩৭৭২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২১২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৩৯)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُهُ

১৮৩৯.আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে যে সুগন্ধিই পেয়েছি, তা দিয়েই সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। (তবে হাদীসটি সহীহ।) হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, লিবাস ৫৯২৮; মুসলিম, হাজ্জ ১১৮৯। আর এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। তাই পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন। এছাড়া আরও দেখুন, আমার তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল হুমাইদী নং ২১৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৪০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

১৮৪০. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে এবং ‘তাওয়াফে ইফাযা’ করার পূর্বে মিনায় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, লিবাস ৫৯২২; মুসলিম, হাজ্জ ১১৮৯ (৩৩)। আর এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। তাই পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেখানে দেখুন। এছাড়া আরও দেখুন, আমার তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল হুমাইদী নং ২১২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৪১)

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ

১৮৪১. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুলহুলায়ফার শাজারায় আসমা (বিনতু উমাইস) মুহাম্মদ ইবন আবূ বাকরকে প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে নির্দেশ দেন যে, তিনি (আসমা) যেন গোসল করেন এবং ইহরাম বাঁধেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২০৯; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৭৪৩; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ২৯১১; ইবনু হাযম, হাজ্জাতুল বিদা' পৃ: ৭৫; মালিক, হাজ্জ (১); আহমাদ ৬/৩৬৯; নাসাঈ, কুবরা নং ৩৬৪৩; আর দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৪২)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ

১৮৪২. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আসমা বিনতে উমাইস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যুলহুলায়ফায় আসমা বিনত উমাইস মুহাম্মদ ইবন আবূ বাকরকে প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাকে (আসমাকে) গোসল করার এবং ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২০৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০২৭, ২১২৫, ৬৭৩৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭৯১, ৩৯১৯, ১৯৪১, ৩৯৪২, ৩৯৪৩; ৩৯৪৪ (বিস্তারিত) ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৫১২, ১৩২৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৪৩)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ

১৮৪৩. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের পর ইহরাম বাঁধেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫১৩। আর এটি রয়েছে নাসাঈ, আল কুবরা নং ৩৭৩৫। ((তিরমিযী, হাজ্জ ৮১৯; নাসাঈ, হাজ্জ ৫/১৬২- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর হা/১৮০৬ এর টীকা হতে। অনুবাদক)) আর এর শাহিদ হাদীস ইবনু উমার হতে যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৪৪)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ هُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ أَوْ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

১৮৪৪. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের পর ইহরাম বাঁধেন বা (ইহরামের) তাহলীল উচ্চারণ করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাসানের আনাস (রা:) এর থেকে শ্রবণ সাব্যস্ত। সুতরাং তার 'আন আন' পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করা এর কোনো ক্ষতি করবে না। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫৪২২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৪৫)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَبَّى قَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ يَحْيَى وَذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَزِيدُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ

১৮৪৫. ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালবিয়া পাঠের সময় বলতেন: "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা; লা-শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা শারীকা লাকা।"
(অর্থ: 'আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির; আপনার কোন শরীক নেই, আমি হাজির, সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনারই, সমস্ত বিশ্বের রাজত্ব আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই।')
ইয়াহইয়া বলেন, নাফিঈ' উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ শব্দগুলি বাড়িয়ে পাঠ করতেন: 'লাব্বাইকা ওয়ার রাগবা-উ ইলাইকা ওয়াল আমলু, লাব্বাইকা, লাব্বাইকা।' (অর্থ: 'আমি হাজির, সকল প্রকার আশা-আকাংখা আপনারই প্রতি, আমলও আপনার (সন্তুষ্টির) জন্যই, আমি হাজির, আমি হাজির।')[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৫৪৯; মুসলিম, হাজ্জ ১১৮৪; এছাড়া, শাফিঈ, আল উম্মু ২/১৫৫; তার সূত্রে বাইহাকী, মা'রিফাহ নং ৯৫৭০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৬৯২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭৯৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৭৫ তে। তাহাবী, তার শারহু মা'আনিল আছার ২/১২৫ তে বলেন: সকল মুসলিমগণ একমত যে, এটি হাজ্জের মারফু' তালবিয়া। তবে একদল লোক বলেন: আল্লাহর যিকির এ বৃদ্ধি করায় কোনো দোষ নেই। ... তারা বলেন, এভাবে (ইবনু উমার রা: এর মতো) তালবিয়ায় শব্দ বৃদ্ধি করাতেও কোনো দোষ নেই। অপর দল তাদের বিরোধীতা করেন। তারা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক লোকদেরকে শেখানো শব্দের উপর বৃদ্ধি করা সমীচীন নয়।... বরং তিনি সালাতের তাকবীর যেভাবে শিখিয়েছেন, সেভাবে এটা (তালবিয়া)ও শিখিয়েছেন। তাকবীর ব্যতীত অন্য কিছু করা যেমন সমীচীন নয়, তদ্রূপ তাঁর তালবিয়াতেও শিখানো পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করা সমীচীন নয়। যেমন সা'দ রা: হতে বর্ণিত, হয়েছে, তিনি এক ব্যক্তি কে বলতে শুনলেন, 'লাব্বাইকা যিল মা'আরিজ লাব্বাইক।' তখন সা'দ রা: বললেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামানায় এরূপ তালবিয়া পড়তাম না।' সুতরাং সা'দ রা: যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শেখাননি, সেরূপ বৃদ্ধিকে মাকরূহ গণ্য করেছেন। ফলে আমরাও এমত গ্রহণ করেছি।" আরও দেখুন, শাফিঈ, আল উম্মু ২/১৫৬; ফাতহুল বারী ৩/৪১০ ও বাইহাকী, আল মা'রিফাহ ৭/১৩৬।

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ مُرْ أَصْحَابَكَ أَوْ مَنْ مَعَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ

১৮৪৬. খাল্লাদ ইবনুস সাইব হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট এসে বললেন, ‘আপনি আপনার সাথী ও সাহাবীদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন উচ্চস্বরে তালবিয়া কিংবা ইহলাল পাঠ করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮০২; মাওয়ারিদুয যাম’আন ৩/২৯০-২৯২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৭৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৪৭)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

১৮৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী বাকর তাঁর সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: হুমাইদী নং ৮৭৬। এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৪৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ عِكْرِمَةَ فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ

১৮৪৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, যুবাআ বিনতু যুবাইর ইবনু আব্দুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছেএসে বললেন, ইয়া রাসূলাহ্! আমি

হজ্জ করতে ইচ্ছা রাখি। এখন আমি কি বলবো? তিনি বললেন, তুমি বলবে, ‘লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক (হাযির আছি, হে আল্লাহ! আমি হাযির আছি।) আপনি যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করে দিবেন, সেখানেই আমি হালাল হব।’ এরপর যা তোমার থেকে বাদ পড়ে যাবে, তোমার রবের পক্ষ হতে (তার সাওয়াব) তোমাকে প্রদান করা হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২০৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৮০ সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭৭৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৪৯)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ

১৮৪৯. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হাজ্জ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২১১ (১২২); আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৬১, ৪৩৬২, ৪৩৬৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৩৪, ৩৯৩৫, ৩৯৩৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৫০)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدُ إِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ وَإِنَّ ابْنَ زِيَادٍ أَمَرَنِي فَاكْتَوَيْتُ فَاحْتُبِسَ عَنِّي حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ حَلَالٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيٌّ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا بَدَا لَهُ

১৮৫০. ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করবো, সম্ভবত: পরবর্তীতে আল্লাহ এর মাধ্যমে তোমাদের উপকার করবেন। আর ইবনু যিয়াদের পরামর্শ অনুযায়ী আমি যখন দাগ লাগালাম, তখন দাগ লাগানোর চিহ্ন দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত আমার প্রতি[1] (ফিরিশতাগণের সালাম) বন্ধ হয়ে যায়। যাহোক, তোমরা জেনে রাখো,

(হাজ্জে) তামাত্তু আল্লাহর কিতাবে হালাল করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইন্তিকাল পর্যন্ত) তা থেকে নিষেধ করেননি এবং একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কুরআনের কোন আয়াতও নাযিল হয়নি। এখন (অমুক) লোক তার নিজস্ব অভিমত অনুযায়ী কথা বলে, যা সে (নিষিদ্ধ) মনে করে।[2]

[1] (মুহাকিক্বের টীকা:) ফিরিশতাগণ তাঁর প্রতি সালাম দেন। ইমাম নববী তার শারহে মুসলিম ৩/৩৬৫ এ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: "এ হাদীসের অর্থ: ইমরাণ ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অর্শ রোগী ছিলেন। তিনি এ কষ্টে সবর করতেন, ফলে ফিরিশতা গণ তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করতেন। কিন্তু যখন তিনি আগুনের দাগা লাগান, তারপর তাঁর প্রতি ফিরিশতাগণের সালাম বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন তিনি দাগ গ্রহণ পরিত্যাগ করেন, তখন ফিরিশতাগণ পুনরায় তাঁর প্রতি সালাম দেন।" [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, আবী হিলাল আর রাসিবী'র কারণে। তবে, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৫৭১, তাফসীর ৪৫১৮; মুসলিম, হাজ্জ ১২২৬; এছাড়া, আহমাদ ৪/৪২৮, ৪৩৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৩৭, ৩৯৩৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৫১)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ يَسْأَلُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ كَيْفَ تَقُولُ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ فَقَالَ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْهَا فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ قَالَ عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ

১৮৫১. মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু নাওফাল রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে বছর মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাজ্জ করেন, সেই সময় আমি তাকে বলতে শুনেছি, তিনি সা'দ ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, উমরাকে হাজ্জের সাথে একত্রিত করে তামাত্তু হাজ্জ করা সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বলেন, অতিউত্তম- সুন্দর। তখন তিনি বলেন, কিন্তু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তো এটা নিষেধ করতেন। তবে কি উমারের চেয়েও আপনি উত্তম? তিনি বলেন, উমার আমার চেয়ে উত্তম, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এটা করেছেন; আর তিনি উমারের চেয়ে উত্তম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮০৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯২৩, ৩৯৩৯; মাওয়ারিদুয যাম্'আন নং ৯৯৬, ৯৯৭তে। ((তিরমিযী, হাজ্জ, বাব: তামাত্তু সম্পর্কে হা/৮২৪ তিনি একে সহীহ এবং আলবানী হাসান বলেছেন; নাসাঈ, হা/২৭৩৫; আহমাদ ও বাইহাকী- অনুবাদক))

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَجَّ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسَنْتَ اذْهَبْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسِي فَجَعَلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي رَجُلٌ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ رُوَيْدًا بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ فَقُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَأْتَمُّوا فَلَمَّا قَدِمَ أَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

১৮৫২. আবু মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলাম। তিনি বললেনঃ হজ্জ সমাধা করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেনঃ কিভাবে ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত ইহরাম বেঁধে আমি তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেনঃ ভালই করেছ। যাও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী কর। এরপর হালাল হয়ে যাও। তখন আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ায় সা'য়ী করলাম। এরপর আমি বনূ কায়স গোত্রের এক মহিলার নিকট এলাম। তিনি আমার মাথার উকুন বেছে দিলেন।

(তখন থেকে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুএর খিলাফরকাল পর্যন্ত) এ ভাবেই আমি লোকদের (হজ্জ এবং 'উমরা সম্পর্কে) ফতোয়া দিয়ে চললাম। (উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফাতকালে হাজ্জ মৌসুমে) এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললো: "হে আব্দুল্লাহ ইবনু কাইস! আপনার কিছু ফাতওয়া আপাতত স্থগিত রাখুন। কেননা, আমীরুল মুমিনীন (উমার) আপনার পরে হজ্জের ব্যাপারে যে নতুন বিধান প্রবর্তন করেছেন, তা হয়তো আপনি জানেন না। তখন আমি বললাম: হে লোক সকল! আমি যাকে কোন ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছি সে যেন তাড়াহুড়া না করে। কেননা তোমাদের নিকট আমীরুল মুমিনীন শীঘ্রই আসছেন, সুতরাং তোমরা তাঁরই অনুসরণ কর। যখন তিনি আগমন করলেন, তখন আমি তাঁর নিকট গিয়ে বিষয়টি তাঁর সাথে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেনঃ আমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করি, তাহলে আল্লাহর কিতাব তো আমাদেরপূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করি তাহলে তো (দেখি

যে), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর জানোয়ার হালাল হওয়ার স্থানে পৌছার আগে হালাল হননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ, ১৫৫৭; মুসলিম, হাজ্জ ১২২১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২৭৮ তে। সেখানে টীকাটি দেখুন

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৫৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ الْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

১৮৫৩. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পাঁচ শ্রেনীর প্রাণী হত্যায় কোন গুনাহ নেই, যদি কেউ এগুলোকে (হেরেম এলাকার মধ্যেও) হত্যা করে: কাক, ইঁদুর, চিল, বিচ্ছু ও পাগলা কুকুর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ, ১৮২৬ মুসলিম, হাজ্জ ১১৯৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫২৮, ৫৪৯৭, ৫৫৪৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৬১, ৩৯৬২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৩১তে। এছাড়া, বাইহাকী, মা’রিফাতুস সুনান নং ১০৭৪২, ১০৭৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৫৪)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ قَالَ عَبْد اللَّهِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَسْوَدُ

১৮৫৪. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামমুক্ত এবং ইহরামরত উভয় অবস্থায় পাঁচটি অনিষ্টকর প্রাণি হত্যা করতে আদেশ করেছেন: চিল, কাক, ইঁদুর, বিচ্ছু ও পাগলা কুকুর।”[1]
আব্দুল্লাহ বলেন, পাগলা কুকুর’। আর কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন: ‘কালো কুকুর’।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৮৩৭৪; বুখারী, জাযাউয সাইয়্যেদ, ১৮২৯; মুসলিম, হাজ্জ১১৯৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫০৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬৩২, ৫৬৩৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৫৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৮৫৫. সালিম হতে, তার পিতা (ইবনু উমার) হতে বর্ণিত হয়েছে।[1] এবং উরওয়াহ হতে, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।[2]

[1]পূর্বের হাদীস গুলিতে আমাদের টীকাসমূহ দেখুন। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ((মুহাক্বিক্ব এর কোনো হুকুম লাগাননি। –অনুবাদক)) তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৮৩৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৫৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

১৮৫৬. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামরত (মুহরিম) অবস্থায় শিঙা লাগিয়েছিলেন।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: আহমাদ ১/৩৩২-৩৩৩; দারুকুতনী ২/২৩৯ সহীহ সনদে; পূর্ণ তাখরীজের জন্য ১৮৬২ (অনূবাদে ১৮৫৮) নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৫৭)

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ

১৮৫৭. আব্দুল্লাহ ইবনু বুহাইনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামরত (মুহরিম) অবস্থায় ‘লাহ্ইল জামাল’ নামক স্থানে (মক্কা ও মদীনার মাঝে একটি পানির স্থানে) শিঙা লাগিয়েছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জাযাউস সাইদ, ১৮৩৬; মুসলিম, হাজ্জ১২০৩; এছাড়া, বাইহাকী, মা’রিফাতুস সুনান নং ৯৭৩২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৫৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৫৮)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ عَطَاءٍ وَمَرَّةً عَنْ طَاوُسٍ وَجَمَعَهُمَا مَرَّةً

১৮৫৮. (অপরসনদে) ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামরত (মুহরিম) অবস্থায় শিঙা লাগিয়েছিলেন।[1]
ইসহাক্ব বলেন, সুফিয়ান একবার আতা থেকে বর্ণনা করেন, আরেকবার তাউস থেকে বর্ণনা করেন। আবার কখনো উভয়ের থেকেই বর্ণনা করেন।[2]
[1]এর পুনরাবৃত্তি গত হয়েছে, যেটি দিয়ে এ হাদীসগুলি শুরু হয়েছে। [2]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জাযাউসসাইদ, ১৮৩৫; মুসলিম, হাজ্জ১২০২;এছাড়া, বাইহাকী, মা’রিফাতুস সুনান নং ৯৭২৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৬০, ২৩৯০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৫০, ৩৯৫১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫০৮, ৫০৯, ৫১০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৫৯)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

১৮৫৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামরত (মুহরিম) অবস্থায় বিবাহ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জাযাউস সাইদ, ১৮৩৭; মুসলিম, নিকাহ১৪১০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৯৩, ২৭২৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১২৯, ৪১৩১, ৪১৩৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫১২তে। এবং এসকল স্থানে যে টীকা দিয়েছি, এ বিষয়ে তা-ই যথেষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ। এছাড়া এ বাবের অন্যান্য হাদীসসমূহ এবং পরবর্তী হাদীসের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬০)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَبَانُ لَا أُرَاهُ عِرَاقِيًّا جَافِيًا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد تَقُولُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ

১৮৬০. নুবাই ইবনু ওয়াহাব রাহি. হতে বর্ণিত, কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি আবান ইবনু উছমান এর নিকট একটি বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। সেই সময় তিনি হাজ্জ মৌসুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তখন আবান রাহি. বলেন, তাকে তো এক অভদ্র ইরাকী ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না! নিশ্চয়ই মুহরিম (ইহরামরত) ব্যক্তি বিয়ে করতেও পারবে না আবার, কারো বিয়ে দিতেও পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা (আমার পিতা) উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আবূ মুহাম্মদ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনারও এটাই মত? তিনি বলেন: হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, নিকাহ ১৪০৯; এছাড়া, বাইহাকী, আল মারিফাতুস সুনান নং ৯৭৩৮, ৯৭৩৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১২২-৪১২৮, ৪১৩৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬১)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بَعْدَمَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ بِسَرِفَ

১৮৬১. ইয়াযিদ ইবনু আসাম্ম থেকে বর্ণিত, মাইমূনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে মাক্কা হতে ফিরার পথে সারিফ' নামক স্থানে আমাকে বিবাহ করেন, আর তখন আমরা উভয়েই হালাল (ইহরামমুক্ত) ছিলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, নিকাহ ১৪১১; এছাড়া, বাইহাকী, আল মারিফাতুস সুনান নং ৯৭৪৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭১০৫, ৭১০৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৩৪, ৪১৩৬, ৪১৩৭, ৪১৩৮ তে। এ হাদীসটি ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৯৩ এ আমাদের টীকাসমূহ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬২)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا

১৮৬২. আবূ রাফি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকেবর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন এবং হালাল অবস্থায়ই তাঁর সাথে বাসর হয়েছিল। আমিই তাঁদের মাঝে মাধ্যম (পয়গামবাহক) হিসাবে ছিলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ((তিরমিযী, হাজ্জ ৮৪১; আহমাদ ৬/৩৯২-৩৯৩- ফাওয়ায আহমাদের দারেমী হা/১৮২৫ এর টীকা হতে। -অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৩০, ৪১৩৫ তে। এছাড়া, বাইহাকী, আল মারিফাতুস সুনান নং ৯৭৪৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَأَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ فَطَعَنَهُ وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ

১৮৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী কাতাদা (রাঃ) হতে বর্নিত, তার পিতা হুদাইবিয়ার বছর রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে (সফরে) ছিলেন। তার সঙ্গীরা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু আবী কাতাদা নিজে মুহরিম ছিলেন না। তিনি একটি বন্য গাধা পেয়ে (তার বর্শা দিয়ে)গাধাটিকে আক্রমন করে মেরে ফেললেন এবং এর গোশত খেলেন। (তিনি বলেন:) তখন আমি রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-(এর সাথে তারা মিলিত হয়ে) তাঁকে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো একটি বন্য গাধা পেয়ে (বর্শা দিয়ে) গাধাটিকে আক্রমন করে মেরে ফেলেছি এবং এর গোশত খেয়েছি।' তখন তিনি লোকদেরকে বললেন: তোমরা খাও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জাযাউস সাইদ, ১৮২১; মুসলিম, হাজ্জ ১১৯৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৬৬, ৩৯৭৪, ৩৯৭৫, ৩৯৭৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪২৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ حَلَالٌ إِذْ رَأَيْتُ حِمَارًا فَرَكِبْتُ فَرَسًا فَأَصَبْتُهُ فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَلَمْ آكُلْ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ أَشَرْتُمْ قَتَلْتُمْ أَوْ قَالَ ضَرَبْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا

১৮৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী কাতাদা (রাঃ) এর পিতা হতে বর্ণিত,'আমরা অভিযাত্রা করছিলাম। (বর্ণনাকারী বলেন,) আর তারা (তার সঙ্গীরা) মুহরিম ছিলেন কিন্তু আবী কাতাদা নিজে মুহরিম ছিলেন না। (তিনি বলেন,) হঠাৎ আমি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। সেই মূহুর্তে আমি ঘোড়ায় উঠে চড়ে বসলাম এবং গাধাটিকে আক্রমন করে মেরে ফেললাম। তারা তার গোশত খেলেন, অথচ তারা মুহরিম ছিলেন। কিন্তু আমি খাইনি। ইতোমধ্যে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তারা মিলিত হয়ে তাঁকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন: তোমরা কি এটিকে আক্রমণ

করেছিলে, তোমরা কি একে হত্যা করেছিলে? অথবা, তিনি (রাবী) তোমরা কি একে আঘাত করেছিলে? তারা বললেন: না। তখন তিনি বলেন: তাহলে তোমরা খেতে পারো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জাযাউস সাইদ, ১৮২৪; মুসলিম, হাজ্জ ১১৯৬; এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ

১৮৬৫. সা’ব ইবনু জাছছামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বন্য গাধার গোশত পেশ করা হলে তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন: “আমরা তো মুহরিম। (এ অবস্থায়) আমরা শিকারলব্ধ প্রাণির গোশত খাই না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জাযাউস সাইদ, ১৮২৫; মুসলিম, হাজ্জ ১১৯৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৬, ৩৯৬৭, ৩৯৬৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮০১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَأَخْبَرُوهُ فَوَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৮৬৬. মুয়ায ইবন আবদুর রহমান তায়মী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ ‘আমরা তালহা ইবন উবাইদুল্লাহর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলাম। আর তারা সকলে ছিলেন মুহরিম, এমতাবস্থায় তাকে একটি পাখি হাদিয়া দেওয়া হলো। সেই সময় তিনি নিদ্রারত ছিলেন। আমাদের

মধ্যে কেউ তা আহার করলো আর কেউ তা আহার করা হতে বিরত রইল। ইত্যবসরে তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিদ্রা থেকে জাগলেন। যারা তা খেয়েছিলেন, তিনি তাদের সমর্থন করলেন এবং বললেন: (মুহরিম অবস্থায়) আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে আহার করেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১১৯৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৬, ৩৯৬৭, ৩৯৬৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮০১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهِيَةَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ

১৮৬৭. সা’ব ইবনু জাছছামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আমি ‘আবওয়া’[1]- কিংবা ‘ওয়াদ্দান’ নামক স্থানে ছিলাম। তখন আমি তাঁকে বন্য গাধার গোশত হাদীয়া দিলে তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। যখন তিনি আমার চেহারায় (এর প্রতি) ঘৃণা লক্ষ্য করলেন, তিনি বললেন: আমরা মুহরিম (ইহরামরত) নাহলে, তোমাকে এটা ফিরিয়ে দিতাম না।[2]

[1] আবওয়া: হিজাযের অন্যতম একটি উপত্যকা, মদীনা হতে প্রায় ২৮ কিলোমিটার পশ্চিমে … বলা হয়ে থাকে যে, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা আমিনাহ বিনতে ওয়াহাব এর কবর রয়েছে।’ আর ওয়াদ্দান: মাদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থান, তবে মদীনা মাসতুরাহ হতে নিকটবর্তী, প্রায় ১২ কিলো দূরে অবস্থিত।– (মুহাক্কিক্বের টীকা- অনুবাদক)। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ১৮৭০ (অনূবাদে ১৮৬৫) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

حَجَّةِ الْوَدَاعِ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد تَقُولُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ

১৮৬৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে তার ভাই আল-ফাদল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বিদা'ঈ হাজ্জের সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীতে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন খাছআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দাদের উপর আল্লাহর ধার্যকৃত হজ্জ আমার পিতার উপরও তার বৃদ্ধ বয়সে ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের পিঠে চেপে বসতেই পারেননা। ফলে তিনি হাজ্জ করতে পারেন নি। এমতাবস্থায়, আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করবো? তিনিবলেনঃ হাঁ।[1]
আবূ মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার মতও কি তাই? তিনি বললেন: হাঁ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ, ১৫১৩; মুসলিম, হাজ্জ১৩৩৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৫১, ২৩৮৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৮৯, ৩৯৯৫, ৩৯৯৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫১৭তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৬৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ لَا يَسْتَوِي عَلَى الْبَعِيرِ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجِّي عَنْهُ

১৮৬৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে (তার ভাই) আল-ফাযল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-র সূত্রে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার পিতা অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি উটের পিঠে বসে থাকতে সক্ষম নন। এমতাবস্থায় আল্লাহর ধার্যকৃত (হজ্জ) তার উপরও ফরয হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জাযাউস সাইদ, ১৮৫৩; মুসলিম, হাজ্জ১৩৩৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭১৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

১৮৭০. ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল-ফাদল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিদায় হাজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীতে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন খাছআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এসে জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দাদের উপর আল্লাহর ধার্যকৃত হজ্জ আমার পিতার উপরও অতি বৃদ্ধ বয়সে ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের পিঠে চেপে বসতে সক্ষম নন। ফলে আমি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করলে তা আদায় হবে কি? তিনিবলেনঃ হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, মাগাযী, ১৫১৩; আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ

১৮৭১. (অপরসূত্রে) ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আওযাঈ’র হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: আবূ ইয়ালা মাউসিলী নং ২৩৮৪ সেখানে আমি এর তাখরীজ দিয়েছি; এছাড়া তাহাবী, মুশকিলিল আছার, ৩/২২০; এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭২)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرٌ إِنْ أَنَا حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ أَوْ أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ أَوْ أُمِّكَ

১৮৭২. আল-ফাদল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু – অথবা- উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমারপিতা- অথবা আমার মাতা অতি বৃদ্ধ মানুষ। আমি যদি তাকে বাহনে আরোহন করাই, তবে তিনি বাহনের উপর স্থিত হয়ে বসে থাকতে পারেননা। এমতাবস্থায় আমি যদি তাকে বাহনের উপর বেঁধে দেই, তাহলে আমার আশংকা হয় যে, আমিই যেন তাকে হত্যা করে ফেলছি (আমার বেঁধে দেয়ার কারণেই সে মারা যাবে)। তিনিবললেন: “আচ্ছা তোমার পিতা অথবা, মাতার দায়িত্বে কোন ঋণ থাকলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি-না? সে বললো, হাঁ। তিনিবললেন: “সুতরাং তোমার পিতা অথবা, মাতারপক্ষ হতে তুমি হাজ্জ সম্পাদন কর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের সনদটি সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৩/২২০; আহমাদ ১/২১২, ৩০৯; এ বাবের হাদীসগুলি দেখুন এবং তাতে আমাদের টীকাসমূহও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ مَوْلًى لِآلِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجْ عَنْهُ

১৮৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাছ’আম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, ইসলাম আমার পিতার

নিকট (এর ফরয হাক্ক সহ) পৌঁছে গেছে। আমার পিতা অতি বৃদ্ধ মানুষ। তিনি বাহনে আরোহন করতে সক্ষম নন। আর তার উপর হাজ্জ ফরয হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি?

তিনি বলেনঃ "তুমি কি তার সবচেয়ে বড়সন্তান?" সে বললো: হাঁ। তিনি বললেন: "আচ্ছা, তোমার পিতার দায়িত্বে কোন ঋণ থাকতো, আর তুমি যদি তা পরিশোধ করতে, তবে সেটি তার পক্ষ হতে আদায় হয়ে যেতো কি-না?" সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন: "অতএব, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু হুমাইদের যঈফ হওয়ার কারণে। তবে এ বর্ণনায় তিনি একাকী নন; বরং এর অনেকগুলি মুতাবি'আত বর্ণনা রয়েছে নির্ভরযোগ্য/বিশ্বস্ত রাবীগণ হতে। ((ফলে এটি হাসান পর্যায়ের উন্নীত হয়।–অনুবাদক)) তাখরীজ: আবূ ইয়ালা মাউসিলী নং ৬৮১৩; বাইহাকী, হাজ্জ ৪/৩২৯; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৩/২২১ জাইয়্যেদ সনদে। ((নাসাঈ, হাজ্জ, ৫/১১৭-১১৮; আহমাদ ৫/৪।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৮৩৬ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) এর তাখরীজ দিয়েছি আমরা মুসনাদুল মাউসিলী তে। এছাড়া, ইবনু আবী শাইবা ১/৪/৪৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭৪)

أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ الزُّبَيْرُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ قُبِلَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ

১৮৭৪. সাওদা বিনতে যাম'আহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, আমার পিতা অতি বৃদ্ধ মানুষ। তিনি হাজ্জ সম্পাদন করতে সক্ষম নন। তিনি বললেন: আচ্ছা, যদি তোমার পিতার কোন ঋণ থাকতো, আর তুমি তা পরিশোধ করতে, তবে তা কবুল করা হতো কি-না? সেবললো, হাঁ।

তিনি বললেন: আল্লাহ হলেন সর্বাধিক দয়াশীল! তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৩/২২১; ((আহমাদ; তাবারাণী, আল কাবীর, বাইহাকী; হাইছামী বলেন: এর রাবীগণ বিশ্বস্ত।'-

- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৮৩৭ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) এর তাখরীজ দিয়েছি আমরা মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮১৮ ও মাযমাউয যাওয়াইদ নং ৫৭৫৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭৫)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ

১৮৭৫. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাওয়াফ করার সময়) এ দু'টি রুকন (রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ)ইসতিলাম (চুম্বন) করতেদেখেছি- তখন থেকে আমি কষ্টকর হোক, কিংবা স্বাচ্ছন্দ্যময় হোক, কোনো অবস্হায়ই উক্ত রুকনদ্বয় ইসতিলাম করা বাদ দেইনি। (রাবী উবাইদুল্লাহ বলেন,) আমি নাফি'ঈ কে বললাম, ইবনু উমার কি এ দুই রুকনের মাঝে স্বাভাবিকভাবে হেটে যেতেন? তিনি বললেন, ইসতিলাম করা যাতে সহজ হয়, সেজন্য তিনি স্বাভাবিকভাবে হেটে যেতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ, ১৬০৬; মুসলিম, হাজ্জ১২৬৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৭৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮২৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭৬)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ قَالَ سُلَيْمَانُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ

১৮৭৬. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন এই পাথরকে আল্লাহ এমন অবস্থায় পুন:উত্থিত করবেন যে, এর দু'টি

চোখ থাকবে, যা দিয়ে সেটি দেখবে এবং একটি জিহবা থাকবে যা দিয়ে সেটি কথা বলবে এবং যে ব্যক্তি তাকে যথাযথভাবে চুম্বন করেছে, সেটি সেই লোকের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।[1] সালমান (তার বর্ণনায়) বলেন: যে ব্যক্তি তাকে চুম্বন করেছে, তার জন্য (অর্থাৎ 'যথাযথভাবে' শব্দটি ব্যতীত)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ((তিরমিযী, ৯৬১; ইবনু মাজাহ, হাজ্জ ২৯৪৪; আহমাদ ২২১৬, ২৩৯৪, ২৬৩৮, ২৭৯৩, ৩৫০১ – অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭১৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭১১, ৩৭১২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১০০৫ তে। এছাড়া, তাবারানী, আল কাবীর ১২/৬৩ নং ১২৪৭৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭৭)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ

১৮৭৭. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত (প্রথম) তিন চক্করে রমল করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, হাজ্জ, ১০৮; মুসলিম, হাজ্জ১২৬৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮১০, ১৮৮২, ২২০২;সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮১৩ ও মাযমাউয যাওয়াইদ নং ৫৫৩৪, ৫৫৩৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ

১৮৭৮. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর প্রথম তাওয়াফ (তাওয়াফে উলা) করার সময় তিনবার রমল করেন (দুলে

দুলে চলেন) এবং চারবার স্বাধারণভাবে হেঁটে তাওয়াফ করেন। তারপর সাফা ও মারওয়া সাঈ করার সময় তিনি ‘বাতনে মাসীলে’ (উপত্যকায়) এসে দ্রুতহেঁটে চলেন।
(বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ বলেন), এরপর আমি নাফি’ঈ-কে বললাম, আব্দুল্লাহ (রা:) যখন রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছতেন, তখন কি তিনি স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলতেন? তিনি বললেন, না। তবে রুকনের নিকট ভীড় থাকলে (একটু মন্থর গতিতে চলতেন)। কেননা, তিনি একে চুম্বন না করা পর্যন্ত তা ছেড়ে যেতেননা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ, ১৬০৩, ১৬১৬, ১৬১৭, ১৬৪৪; মুসলিম, হাজ্জ১২৬১ (২৩১, ২৩২); আবূদাউদ, মানাসিক১৮৯৩; নাসাঈ, কুবরা নং ৩৯৩৫, ৩৯৩৮, ৩৯৩৯; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/৯৪; আহমাদ২/৩০; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ২৯৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৭৯)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

১৮৭৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত (প্রথম) তিন চক্করে রমল করেন (দুলে দুলে চলেন) এবং চারবার স্বাধারণভাবে হেঁটে তাওয়াফ করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ১২৬২; বাইহাকী, হাজ্জ৫/৮৩; আবূ দাউদ, মানাসিক১৮৯১; আহমাদ২/৭৫। আগের হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ هُوَ ابْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَافَ مُضْطَبِعًا

১৮৮০. ইবনু ইয়া'লা তার পিতা ইয়া'লা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (একটি সবুজ) চাঁদর তাঁর ডান বগলের নিচ দিয়ে তার দু'পাশ বাম কাঁধে প্যাঁচানো অবস্থায় (বায়তুল্লাহ)তাওয়াফ সম্পন্ন করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; ইবনু জুরাইজ এটি আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ, মানাসিক ২৯৫৪; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/৭৯; আহমাদ ৪/২২২,২২৩, ২২৪; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৮৮৩; তিরমিযী, হাজ্জ ৮৫৯। আমার বক্তব্য: এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আব্বাস (রা:) হতে যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৭৪তে সহীহ সনদে। দেখুন, তালখীসুল হাবীর ২/২৪৮ ও নাইলূল আওতার ৫/১১০-১১১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا

১৮৮১. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি (একত্রে) হাজ্জ ও উমরার ইহরাম বাধবে, তার ক্ষেত্রে এতদুভয়ের জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট হবে এবং উভয়টি থেকে হালাল না হওয়া পর্যন্ত সে হালাল হবে না।"[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: ইবনুল জারুদ নং ৪৬০; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ২/১৯৭; আহমাদ ২/৬৭; তিরমিযী, হাজ্জ ৯৪৮; দারুকুতনী ২/২৫৭ নং ৯৪; ইবনু হিব্বান নং ৩৯১৫, ৩৯১৬; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/১০৭; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ১০০৪২; ইবুন হাযম আল মুহাল্লা ৭/১৭৪; ইবনু খুযাইমা, আসসহীহ ২৭৪৫; দেখুন মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৯৮, ৫৫০০ ও নাসবুর রায়াহ ৩/১০৭-১১২; দিরায়াহ২/৩৫; নাইল ৫/১৫৭-১৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮২)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ

১৮৮২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে সাওয়ার হয়ে রায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন এবং প্রত্যেক বার যখনই রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছেন, তখন তাঁর হাতে থাকা কোনো কিছু (লাঠি) দ্বারা এর প্রতি ইশারা করেন এবং তাকবীর উচ্চারণ করেন।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ, ১৬০৭; মুসলিম, হাজ্জ ১২৭২; ইবুন হাযম, আলমুহাল্লা ৭/১৮০; বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ৯৯৭৪, ৯৯৭৭, ৯৯৭৮; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮২৫, ৩৮২৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮৩)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

১৮৮৩. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হায়িযগ্রস্ত অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হলাম। কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করতে পারলাম না। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি বলেন: একজন হাজ্জ পালনকারী যা করেন তুমিও তা-ই কর, কিন্তু তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবেনা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, হাজ্জ ২৩২; বুখারী, হাজ্জ, ১৭৫৭;এর মূল রয়েছে, হায়িয ২৯৪; মুসলিম, হাজ্জ ১২১১; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫০৪, ৪৯১৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৩৫, ৩৮৩৪তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮৪)

أَخْبَرَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ

১৮৮৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বায়তুল্লাহর তাওয়াফও সালাতই, তবে তাওয়াফের মধ্যে কথা বলা আল্লাহ হালাল করেছেন (যা সালাতে হারাম)। ফলে যে ব্যক্তি এতে (তাওয়াফের মধ্যে) কথা বলবে, সে যেন কল্যাণকর কথা ব্যতীত অন্য কোনো কথা না বলে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৯৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৩৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৯৯৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮৫)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

১৮৮৫. (অপর সনদে) ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

১৮৮৬. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত আমার রবের (অহির) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে: আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবেগ্রহণ করতেন! তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন: 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাও' (বাকারাঃ ১২৫)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: আহমাদ ১/২৩-২৪, ৩৬; বুখারী, সালাত, ৪০২, তাফসীর ৪৪৮৩; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবাহ ২৩৯৯; বাইহাকী, নিকাহ৭/৮৮; ইবনু আদী, আল কামিল ২/৭৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮৭)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى زِرِّيَ الْأَعْلَى وَزِرِّيَ الْأَسْفَلِ ثُمَّ وَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي سَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفُهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ فَنَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَخَلْفَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا وَلَبَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلَا

أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا أَتَى الصَّفَا قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ يَعْنِي فَرَمَلَ حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ إِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ وَيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِأَبَدِ أَبَدٍ فَشَبَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدْنٍ مِنْ الْيَمَنِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَبِي أَمَرَنِي فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحَرِّشُهُ عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ مَا فَعَلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحْلِلْ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَّهَ إِلَى مِنًى فَأَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَ لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتْ يَعْنِي الشَّمْسَ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ

وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ وُضِعَ دِمَاؤُنَا دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ فَرَفَعَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى وَقَفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَيْرَاتِ وَقَالَ إِسْمَعِيلُ إِلَى الشُّجَيْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ فَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ ثُمَّ دَفَعَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُصِيبُ رَأْسُهَا مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْفَجْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالظُّعُنِ يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ رَأْسَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ حَتَّى إِذَا أَتَى مُحَسِّرَ حَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى إِذَا أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَهَا الشَّجَرَةُ فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ حَصَاةٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ ثُمَّ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي بُدْنِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لُحُومِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَتَى الْبَيْتَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ وَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْتَقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا يَغْلِبُكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ

১৮৮৭. জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাকের (রহঃ) থেকে তার পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র নিকট গেলাম। আমরা তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি (সাক্ষাতপ্রার্থী) লোকদের পরিচয় জানতে চান। এভাবে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি বলি যে, আমি আলী ইবনুল হুসাইনের পুত্র মুহাম্মাদ। ফলে তিনি (স্নেহভরে) আমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে আমার পরিচ্ছদের উপর দিকের বোতাম, অতঃপর নিচের বোতাম খুললেন, অতঃপর তার মুখ আমার বুকের মাঝে রাখলেন (চুমু খেলেন)। আমি তখন উঠতি বয়সের যুবক। যাহোক, এরপর তিনি বলেন, হেভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে মোবারকবাদ জানাই। তুমি যা জানতে চাও জিজ্ঞেস করো।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সময় তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইতোমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হলো। তিনি নিজেকে একটি চাদরে আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাদরের প্রান্তভাগ নিজ কাঁধের উপর রাখতেন, তা (আকারে) ছোট হওয়ার কারণে তাঁর দিকেই ফিরে আসলো (নিচে পড়ে যেতে লাগল)। তার আরেকটি বড় চাদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (বিদায়)হাজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন।

তখন তিনি তার হাত দিয়ে নয় (৯) সংখ্যার মত গিঁঠ বানিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং (এ সময়কালের মধ্যে) হজ্জ করেননি। অতঃপর দশম বর্ষে লোকেদের মধ্যে হাজ্জের ঘোষণা করালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ বছর) হাজ্জে যাবে। সুতরাং মদীনায়অসংখ্য লোকের সমাগম হলো। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী ছিল। অতএব (তিনি রওয়ানা হলে) আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা যুল-হুলাইফানামক স্থানে পৌঁছলে আসমা বিনতে উমাইস মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-কে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, এখন আমি কী করবো?

তিনি বললেনঃ তুমি গোসল করো, এক খন্ড কাপড়দিয়ে পট্টি বাঁধো এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (ইহরামের দু' রাক'আত) সালাত আদায় করলেন, অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অবশেষে 'বাইদা' নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন আমি (জাবির) সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম, লোকে লোকারণ্য, কতক সওয়ারীতে এবং কতক পদব্রজে অগ্রসরহচ্ছে। ডান দিকে, বাঁ দিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন। তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে শুরু করলেনঃ "লাব্বাইকা

আল্লাহুম্মালাব্বাইকা, লাববাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নিয়’মাতা লাকাওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা’’ (আমি তোমার দরবারে হাজির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে হাজির, আমি তোমার দরবারে হাজির। তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও, তোমার কোন শরীক নাই)। কিন্তু লোকেরা উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করলো যা (আজও) তারাপাঠ করে, (অর্থাৎ লোকেরা তাঁর তালবিয়ার সাথে কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলে), কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাধা দেননি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আপন (উপরোক্ত) তালবিয়াই পাঠ করতে থাকেন, এভাবে আমরা তাঁর সাথে বাইতুল্লাহ আসা পর্যন্ত।

জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়াত করিনি, আমরা উমরার কথাও জানতাম না। অবশেষে আমরা তাঁর সাথে বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছলে তিনি রুকন (হাজরে আসওয়াদ) চুম্বন করলেন, অতঃপর (প্রথম) তিনবার রমল করে (দ্রুত গতিতে) তাওয়াফ করলেনএবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে তিলাওয়াত করলেনঃ ‘‘তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযেরস্থানরূপে গ্রহণ করো।’’ (সূরা বাকারাঃ ১২৫)

তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বাইতুল্লাহর মাঝখানে রেখে (দুই রাক‘আত) সালাত আদায় করলেন। (জাফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মাদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি দু’ রাক্আত সালাতে “ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ” (সূরা ইখলাস: ১) “ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূণ।” (সূরা কাফিরূন: ১) পড়েছেন। অতঃপর তিনি রুকনে (হাজরে আসওয়াদে) ফিরে এলেন এবং তাতে চুমা দিলেন। অতঃপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফায় উপস্থিত হয়ে তিলাওয়াত করলেনঃ ‘‘নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদের্শন সমূহের অন্যতম।’’ (সূরা বাকারাঃ ১৫৮) এবং (বললেন:) “আল্লাহ তাআলা যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমরাও তা দিয়ে আরম্ভ করবো।” এ বলে তিনি সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তার এতোটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বাইতুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন।

এরপর তিনি (কিবলামুখী হয়ে) আল্লাহরএকত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করলেন এবং এ দোয়া পড়লেনঃ ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল-মুলকু ওয়া লাহুল-হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লিশাইয়্যিন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া’দাহু ওয়ানাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।’’ (অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি জীবিত করেন আবার তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন)।

মাঝখানে অনুরূপ আরো কিছু দোয়া পড়লেন। তিনি এ দোয়া তিনবার পড়লেন অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন, যাবত না তাঁর পদদ্বয় 'বাতনুল ওয়াদী' (উপত্যকার সমতল ভূমি) তে গিয়ে ঠেকলো।' আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান (দারেমী) বলেন, এর অর্থ, তিনি রমল করলেন (দ্রুত চললেন) যাবত না তার পদদ্বয় 'বাতনুল ওয়াদী' (উপত্যকা) অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেওতাই করলেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। শেষ তাওয়াফে তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে (লোকেদের সম্বোধন করে) বললেনঃ যদি আমি আমার করণীয় সম্পর্কে আগে বুঝতে পারতাম, যা পরে বুঝতে পারলাম, তাহলে আমি সাথে করে কোরবানীর পশু আনতাম না এবং (হজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তিত করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে।"

এ সময় সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের আংগুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দু'বার বললেনঃ "উমরা হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো।" "না, বরং সর্বকালের জন্য। না, বরং সর্বকালের জন্য।"

এ সময় আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামান হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য কোরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহরাম খুলে হালাল হয়ে গিয়েছিলো, ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙ্গীনকাপড় পরিহিত ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার একাজ অপছন্দ করলেন। ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (রাবী বলেন) এরপর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (ইরাকে অবস্থানকালে) বলতেন, তখন আমি (অসন্তুষ্ট অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলাম ফাতিমা যা করেছে সে ব্যাপারে তাঁকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করতে এবং সে যা বলেছে সে সম্পর্কে মাসআলা জানার জন্যও। আমি তার এ কাজ অপছন্দ করলাম। তখন তিনি বললেনঃ "ফাতিমা ঠিকই বলেছে! তুমি হাজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় কী করেছিলে?"

তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম যে নিয়াতে ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল।

তিনি বললেনঃ "আমার সাথে কোরবানীর পশু আছে, অতএব তুমি (আলী) ইহরাম খুলো না।"

তিনি (জাবির)বলেন, 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামেন থেকে যেপশুপাল নিয়ে এসেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে করে যে পশুগুলো নিয়ে এসেছিলেন এর সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় একশত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সাথে কোরবানীরপশু ছিল, তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেলেন এবং চুল ছোট করলেন।

অতঃপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) শুরু হলো, তিনি মিনার দিকে রওয়ানা হলে আমরা পুনরায় ইহরাম বাঁধলাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে গেলেন এবং তথায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন এবং তাঁর জন্য নামিরা নামক স্থানে গিয়ে একটি তাঁবু টানানোর নির্দেশ দিলেন, ফলে তা টানানো হলো। অতঃপর বাহনে আরোহন করে রওয়ানা হয়ে গেলেন।
কুরাইশগণ নিশ্চিত ছিল যে, তিনি মাশআরুল হারাম নামক স্থানে অবস্থান করবেন, যেমন কুরাইশগণ জাহিলী যুগে মুযদালিফায় যেমন করতো (মানহানি হওয়ার আশঙ্কায় তারা সাধারণের সাথে একত্রে অবস্থান করতো না)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন যতক্ষণ না আরাফায় পৌঁছলেন। তিনি দেখতে পেলেন, নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন।
অবশেষে সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়লে তিনি তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রী সাজানোর নির্দেশ দিলে তা সাজানো হলো। অতঃপর তিনি (তাতে আরোহন করে) 'বাতনুল ওয়াদী' (উপত্যকা) তে এলেন এবং লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেনঃ
''তোমাদের জীবন ও সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্যহারাম, যেমন হারাম (সম্মানিত) তোমাদের এই দিনটি, তোমাদের এই মাসে এবং তোমাদের এই শহরে।
জেনে রাখ! জাহিলী যুগের সকল জিনিস (মন্দ রীতি)রহিত হলো। জাহিলী যুগের রক্তের দাবি রহিত করা হলো। আমাদের (বংশের) রক্তের দাবির মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রবীআ ইবনুল হারিসের রক্তের দাবি রহিত করলাম। সে সাদ গোত্রে শিশু অবস্থায় লালিত-পালিত হওয়াকালীন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল।
জাহিলী যুগের সূদও রহিত করা হলো। আমাদের বংশের প্রাপ্য সূদের মধ্যে সর্ব প্রথম আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-র প্রাপ্য সমুদয় সূদ রহিত করলাম।''
আর তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানতে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের বিছানা এমন কোন লোককে মাড়াতে না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা অনুরূপ কাজ করে তবে তাদেরকে হাল্কাভাবে মারপিট করবে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের পোশাক ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।''
তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা কী বলবে?'' তারা (উপস্থিত জনতা) বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিবো যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার কর্তব্য পালন করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন।'

অতঃপর তিনি নিজের তর্জনী (শাহাদত আঙ্গুল) আকাশের দিকে উত্তোলন করে এবং জনতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন।"

অতঃপর বিলালকে এক আযান ও এক ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দানের জন্য আহবান করলেন এবং তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে গেলেন, এরপর আসরের সালাত আদায় করলেন এবং এতদুভয়ের মাঝে আর কোনো সালাত আদায় করেননি। এরপর তিনি (কাসওয়ার উপর) সওয়ার হয়ে আল মাওকিফ (অবস্থানস্থল)-এ এলেন, নিজের কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্তুপের দিকে- (আর ইসমাঈল বলেছেন- ঝোপের দিকে করে দিলেন এবং পদব্রজে আসা লোকদের নিজের সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যের হলুদ আভা অদৃশ্য হয়ে সূর্য গোলকও সম্পূর্ণ অস্তমিত হয়ে গেল। তিনি উসামাকে তাঁর বাহনের পেছন দিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাসারন্ত্রের দড়ি সজোরে টান দিলেন, ফলে এর মাথা জিনপোষ স্পর্শ করলো এবং তা অগ্রযাত্রা শুরু করলো। তিনি তাঁর ডান হাতের ইশারায় বলেনঃ ''(হে জনমন্ডলী!) শান্তভাবে, শান্তভাবে (ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও)।'' যখনই তিনি বালুর স্তূপের নিকট পৌঁছতেন, কাসওয়ার নাসারন্ধ্রের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন, যাতে তা উপরদিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে এক আযানে ও দু' ইকামতে মাগরিব ও ইশার নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি শুয়ে ঘুমালেন যাবত না ফজরের ওয়াক্ত হলো। অতঃপর উষা পরিস্কার হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশআরুল-হারাম' নামক স্থানে এসে থামলেন। আর তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন, তাকবীর, তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করলেন এবং একত্ব বর্ণনা করলেন। আকাশ যথেষ্ট পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন। সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওয়ানা হলেন এবং ফাযল ইবনে আব্বাসকে সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসালেন। সে ছিল সুদর্শন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অগ্রসর হলেন তখন একদল মহিলাদের বাহনও পাশ দিয়ে চলছিল। ফাযল তাদের দিকে তাকাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত ফাযলের চেহারার উপর রাখলেন। ফাযল আবার অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অন্যদিক থেকে নিজের হাত (তার চেহারার উপর) রাখলেন। এভাবে তিনি 'বাতনে মুহাসসির' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সাওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুততর করলেন। তিনি মধ্যপথ দিয়ে অগ্রসর হলেন যা জামরাতুল কুবরায় গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং এখানে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন আর প্রতিটি কংকর নিক্ষেপকালে তিনি তাকবীর উচ্চারণ করলেন। এরপর তিনি 'বাতনিল ওয়াদী' (উপত্যকার মধ্যভাগে) হতেও পাথর নিক্ষেপ করলেন।

এরপর যবেহের স্থানের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু যবেহ করলেন। অতঃপর যে কয়টি অবশিষ্ট ছিল তা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে যবেহ করতে দিলেন এবং ফলে তিনি সেগুলি যবেহ করলেন। তিনি নিজ পশুতে তাকে ('আলীকে)ও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব একটি পাত্রে সেগুলি নিয়ে রান্না করা হলো। অতঃপর তাঁরা উভয়ে এই গোশত থেকে আহার করলেন এবং ঝোল পান করলেন।অতঃপর তিনি সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং বায়তুল্লাহয় পৌঁছে মক্কায় যোহরের সালাত পড়লেন। অতঃপর তিনি (নিজ গোত্র) বনূ আবদুল মুত্তালিবে এলেন। তারা লোকদেরকে যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেনঃ "হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! পানি তোলো। আমি যদি আশঙ্কা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করবে, তাহলে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তারা তাঁকে একবালতি পানি দিলো এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২১৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০২৭, ২১২৬, ৬৭৩৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭৯১, ৩৮৪২, ৩৯৪৩, ৩৯৪৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا

১৮৮৮. জা'ফর তার পিতার সূত্রে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে এটি বর্ণনা করেছেন।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৮৯)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ أَوْ قَالَ

فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

১৮৮৯. আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় হঠাৎ তার উট্নী থেকে পড়ে যায়- অথবা রাবী বলেছেন, এটি তাঁর ঘাড় মটকিয়ে দিল (এতে সে মারা গেল)। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তোমরা তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও; আর তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন তাল্বিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত করবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জানাইয ১২৬৫; মুসলিম, হাজ্জ ১২০৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৩৭, ২৪৭৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৫৭, ৩৯৫৮, ৩৯৫৯; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৭১, ৪৭২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯০)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ كَانَ يَرْفَعُهُ

১৮৯০. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা ও কংকর নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে আল্লাহর যিকির কায়েম করার জন্যই।
রাবী আবী আসিম বলেন, তিনি এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৭৫; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৮৮৮; তিরমিযী, হাজ্জ ৯০২; ইবনু আদী, আলকামিল ৪/১৬৩৫। পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

১৮৯১. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনূরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৬৪; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/১৪৫; শুয়াবুল ঈমান নং ৪০৮১; ইবনু আবী শাইবা ৪/৩২; হাকিম ১/৪৫৯; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১১/৩৩১; হাকিম বলেন: এ হাদীসের সনদ সহীহ, যদিও তারা বর্ণনা করেননি। যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯২)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِمَنْ بَعْدَنَا قَالَ بَلْ لَنَا خَاصَّةً

১৮৯২. বিলাল ইবনুল হারিস (রহঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তন করার সুযোগ কি কেবল আমাদের জন্য, নাকি তা আমাদের পরবর্তী লোকেরাও করতে পারবে? তিনি বলেন: “বরং তা বিশেষভাবে আমাদেরই জন্য।”[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন: এর সনদ মা’রুফ (পরিচিত) নয়।’ ফলে এ হাদীসটি মুনকার। তাখরীজ: আবূ দাউদ, মানাসিক১৮০৮; আহমাদ৩/৪৬৯; তাবারাণী, আল কাবীর ১/৩৭০নং১১৩৮; হাকিম৩/৫১৭; নাসাঈ, কুবরানং৩৭৯০; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৮/৩৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯৩)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৮৯৩. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এ সে উমরা যার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হয়েছি। ফলে যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন পুরাপুরি হালাল হয়। আর উমরা কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ দাউদ, মানাসিক ১৭৯০; আহমাদ১/২৩৬; ইবনু আবী শাইবা ৪/১০২; মুসলিম, হাজ্জ১২৪১; নাসাঈ, কুবরা নং ৩৭৯৭; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং১৮৮৬; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/১৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯৪)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغُوا عُسْفَانَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ أَوْ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ وُلِدُوا الْيَوْمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً فَإِذَا أَنْتُمْ قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ

১৮৯৪. রবী’ ইবনু সাবরা (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তারা (মদীনা হতে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে রওনা হন। আমরা যখন উসফান নামক স্থানে পৌছলাম, তখন মুদলিজ গোত্রে মালিক ইবনু সুরাকা অথবা সুরাকা ইবনু মালিক নামক এক লোক (রা) তাঁকে বলেন, আমাদের বিস্তারিত (হজ্জের) আহকাম এমনভাবে অবহিত করুন, যেভাবে সদ্য প্রসূত শিশুদের বুঝানো হয় (অর্থাৎ উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিন যাতে মূর্খরাও বুঝতে পারে)। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের এই হজ্জের মধ্যে উমরাকে প্রবেশ করিয়েছেন। কাজেই যখন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা-ঈ করবে, তখন সে হালাল হবে। তবে যদি কারো সাথে কুরবানীর পশু থাকে, (তবে সে হালাল হবে না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ দাউদ, মানাসিক ১৮০১; আহমাদ ৩/৪০৪-৪০৫; এর অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ নং ৩৬৯; মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৩৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৪৪, ৪১৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯৫)

أَخْبَرَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ أَوْ قَالَ عُمْرَةَ الْقِصَاصِ شَكَّ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

১৮৯৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেন। হুদায়বিয়ার উমরা, কাযা উমরা-(রাবী শিহাব ইবনু আব্বাদের সন্দেহ) অথবা পরবর্তী বছরের বদলী উমরাহ, তৃতীয় উমরা হল জি'ইরানাহ নামক স্থান থেকে, চতুর্থ উমরা হল তাঁর হাজ্জের সঙ্গে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৪৬ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১০১৮ তে। ((আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯৯৩; তিরমিযী, হাজ্জ ৮১৬; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ৩০০৩।-((-ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৮৫৮ এর টীকা হতে। –অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

১৮৯৬. ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মহিলাকে বলেছেনঃ তুমি রমযান মাসে উমরাহ করো। কেননা, রমযানের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, উমরাহ ১৭৮২; মুসলিম, হাজ্জ ১২৫৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭০০; আরও দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫৭৪১, সেখানে আমরা এর ছয়টি শাহিদ হাদীস উল্লেখ করেছি। এছাড়া দেখুন, ইবনু আদী, আল কামিল ৩/১১০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯৭)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقَلٍ الْأَسَدِيِّ أَسَدُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقَلٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

১৮৯৭. উম্মু মা’কিল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ রমযান মাসের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯৮৯; আহমাদ ৬/৩০৫; তাবারানী, আল কাবীর ২৫/১৫৫; বাইহাকী, হাজ্জ ৪/৩৪৬ সহীহ সনদে; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৪২২৬; তায়ালিসী ১/২০২ নং ৯৭৬; হাকিম ১/৪৮২; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ৩০৭৫; এ সনদে জিহালাত ও ইরসাল রয়েছে মারওয়ান এর আগ থেকে উম্মু মা’কিল পর্যন্ত। তবে "আরউমরাহ" শব্দাবলীটুকু বাদে হাদীসটি সহীহ। কেননা, এ শব্দাবলী সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُزَاحِمُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ أَنْشَأَ مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ

১৮৯৮. মুহার্রিশ আল-কা’বী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জি’ইরানাহ নামক স্থান থেকে (রাতে) উমরার উদ্দেশ্যে বের হন এবং রাতেই মক্কায় প্রবেশ করেন। এরপর তিনি উমরা সম্পাদন করে ঐ রাতেই ফিরে আসেন। জি’ইরনায় এমন করে তার ভোর হয় যে মনে হচ্ছিল তিনি যেন এখানেই রাত্রি যাপন করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৮৬; এছাড়া, ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ নং ১০৫২; নববী তার মাজমু’ ৮/৬ তে এ হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন: এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৮৯৯)

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ يَقُولُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ فَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ شُعْبَةُ يُعْجِبُهُ مِثْلَ هَذَا الْإِسْنَادِ

১৮৯৯. আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র পুত্র আব্দুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-কে নিজের বাহনের পিছনে আরোহন করিয়ে নিয়ে যাই এবং তানঈম নামক স্থান থেকে তাকে উমরা করিয়ে নিয়ে আসি।’[1]
সুফিয়ান বলেন, শু’বাহ এরূপ সনদে আশ্চর্য বোধ করতেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: আহমাদ ১/১৯৭; শাফিঈ, আল মুসনাদ পৃ: ৩৬৮; বাইহাকী, হাজ্জ ৪/৩৫৭; বুখারী, উমরাহ ১৭৮৪, জিহাদ ২৯৮৫; মুসলিম, হাজ্জ ১২১২; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯৯৫; তিরমিযী, হাজ্জ ৯৩৪, নাসাঈ, আল কুবরা নং ৪২৩০; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ২৯৯৯; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ২/২৪০; পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০০)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْعَطَّارُ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَرْدِفْ أُخْتَكَ يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا هَبَطَتْ مِنَ الْأَكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ

১৯০০. হাফসাহ বিনতে আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাকর সিদ্দীক রাহি. তার পিতা (আব্দুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে বললেন: “তোমার ভগ্নিকে অর্থাৎ আয়িশা-কে (আরোহীতে) তোমার পিছনে আরোহন করাও এবং তাকে তানঈম হতে উমরা করাও। এরপর তুমি যখন আকামাহ

নামক পাহাড় হতে অবতরণ করবে, তখন তাকে ইহরাম বাধার নির্দেশ দাও। আর এটি পূর্বের (অনাদায়ী) উমরা।”[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/১৯৮; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯৯৫; তাহাবী, ২/২৪০; হাকিম ৩/৪৭৭; বাইহাকী, হাজ্জ ৪/৩৫৭; যাহাবী বলেন: ‘এর সনদ শক্তিশালী।’ আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০১)

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ

১৯০১. ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (হাজরে আসওয়াদে চুমা দেওয়ার সময়) বলেন, ‘আমি তোমাকে চুমা দিচ্ছি অথচ আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র (অর্থাৎ- তোমার কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা নেই)। কিন্তু আমি রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তোমাকে চুমা দিতে দেখেছি, (তাই আমিও তোমাকে চুমা দিচ্ছি)।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৫৯৭; মুসলিম, হাজ্জ ১২৭০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৯, ২১৭, ২১৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং৩৮২১, ৩৮২২; মুসনাদুল হুদাইদী ২৪১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০২)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ رَأَيْتُ خَالَكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُهُ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ فَعَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ هَذَا

১৯০২. জা’ফর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উছমান বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনু আব্বাদ ইবনু জা’ফর রাহি. কে দেখেছি, তিনি হাজরে আসওয়াদ ইসতিলাম করলেন অতঃপর এতে চুমা দিলেন ও এর উপর সাজদা করলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, এটা আবার কি (করলেন)? জবাবে তিনি বললেন, ‘আমি তোমার মামা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কে এটি করতে দেখলাম। এরপর তিনি বললেন, ‘আমি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে এটি করতে দেখলাম। এরপর তিনি (উমার)

বললেন, ‘আমি জানি তুমি শুধুই একটি পাথর। কিন্তু আমি রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ করতে দেখেছি।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু খুযাইমা নং ২৭১৪; বাযযার, বাহরুয যুখখার নং ২১৫; হাকিম ১/৪৫৫; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/৭৪ ; তায়ালিসী, ১/২১৫ নং ১০৪৩; আবূ ইয়ালা নং ২১৯; উকাইলী, আদ দুয়া’ফা ১/১৮৩ মুরসাল হিসেবে সহীহ সনদে; আব্দুর রাযযাক নং ৮৯১২ সহীহ সনদে ইবনু আব্বাসের আমল হিসেবে; শাফিঈ, আল উম্ম ২/১৭১; আর হাকিম ১/৪৭৩ তে ইবনু আব্বাস সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এরূপ করেছেন।’ এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন, যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন, মুসনাদূল মাউসিলী নং ১৮৯, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১; মাজমাউয যাওয়াইদ ৫৫৪৯, ৫৫৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০৩)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَنَاخَ فِي أَصْلِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعَى النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ

১৯০৩. আবদুল্লাহ্ ইবন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন আর এ সময় তাঁর পিছনে আরোহী ছিলেন উসামা ইবনু যায়িদ। অতঃপর তিনি তাঁর উটকে কাবা’র মূল অংশের মধ্যে বসালেন। এরপর ইবনু উমার বলেন, তখন লোকেরা ছুটে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বিলাল ও উসামা রা: সকলেই (কা’বায়) প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমি বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে দরজার পিছনে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ স্থানে সালাত আদায় করলেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, দু’ স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সালাত ৩৯৭; মুসলিম, হাজ্জ ১৩২৯। এছাড়া, ইবনু খুযাইমা নং ৩০০৮, ৩০০৯, ৩০১০, ৩০১১; বাইহাকী, আল মা’রিফাহ ৩/২৬০ নং ৪৪৯৬; হাকিম ৩/৩২৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭০৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২২০, ৩২০২, ৩২০৩, ৩২০৪, ৩২০৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০৪)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

১৯০৪. আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহ'র মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এ সময় তাঁর সংগে ছিলেন উসামা ইবন যায়িদ এবং বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং উসমান ইবন তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন কা'বার দ্বাররক্ষী। এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০৫)

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهَا عَلَى أُسِّ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتْ اسْتَقْصَرَتْ ثُمَّ جَعَلَتْ لَهَا خَلْفًا

১৯০৫. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: "যদি তোমার কওম (গোত্র)-এর যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হতো, তবে অবশ্যই আমি কা'বাকে ভেঙ্গে দিয়ে ইবরাহীম (আ:) এর মূল ভিত্তির উপর তা পুন:নির্মাণ করতাম। কারণ, কুরাইশরা কা'বা নির্মাণ করার সময় তা সঙ্কুচিত করে ফেলেছিল এবং তাকে পিছনে রেখে দিয়েছেল।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ১২৬; মুসলিম, হাজ্জ ১৩৩৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৬৩, ৪৬২৭, ৪৬২৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮১৫, ৩৮১৬, ৩৮১৭, ৩৮১৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَعَمَدْتُ إِلَى الْحِجْرِ فَجَعَلْتُهُ فِي الْبَيْتِ وَأَلْزَقْتُ بَابَهُ بِالْأَرْضِ

১৯০৬. ‘আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলাম, (হাতীমের) দেয়াল কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তিনি বললেনঃ “হাঁ।” আমি বললাম, তা‘হলে তারা একে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করল না কেন? তিনি বললেনঃ “তোমার গোত্রের (অর্থাৎ কুরাইশের কা‘বা নির্মাণের সময়) অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়।” আমি বললাম, কা‘বার দরজা এত উঁচু হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেনঃ “তোমার কওম তা এ জন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করতে দিবে এবং যাকে ইচ্ছা তা থেকে বাধা দিবে। যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়্যাতের নিকটবর্তী না হত এবং আশঙ্কা না হত যে, তারা একে ভাল মনে করবে না, তা হলে আমি হিজর পর্যন্ত মজবুত করে নির্মাণ করতাম এবং একে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর করে দিতাম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ التَّحْصِيبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد التَّحْصِيبُ مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَوْضِعٌ بِبَطْحَاءَ

১৯০৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘তাহসীব’ আসলে তেমন কিছুই নয়, কেবল একটি স্থান মাত্র যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করেছিলেন।[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, এটি মক্কার একটি স্থান, আর যা বাতহা’ উপত্যকায় অবস্থিত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত

বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৭৬৬; মুসলিম, হাজ্জ ১৩১২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৯৭; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫০৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০৮)

أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ هُوَ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ

১৯০৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় অবস্থানকালে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে ইয়াহইয়া বলেছেন: 'শু'বাহ বলেছেন, হাকাম মিকসাম হতে পাঁচটির অধিক হাদীস শোনেননি।' এ বলে শু'বাহ পাঁচটি গণনা করেছেন যার মধ্যে এ হাদীসটি ছিল না।" তাখরীজ: আহমাদ ১/২৯৭, ৩০৩; ইবনু খুযাইমা নং ২৭৯৯; হাকিম ১/৪৬১; হাকিম একে বুখারী শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন, যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; তিরমিযী, হাজ্জ ৮৮০; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯১১; পুর্ণ তাখরীজের জন্য মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪২৬ হাদীসটি দেখুন। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে, যা ইবনু খুযাইমা নং ২৭৯৮, হাকিম ১/৪৭১ ইবনুয যুবাইর হতে সহীহ সনদে; দেখুন, ফাতহুল বারী ৩/৫৮০, ৫/১৩১-১৩৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯০৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ أُمَرَاؤُكَ

১৯০৯. আব্দুল আযীয ইবনু রুফা'ঈ বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় বলুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মনে রেখেছেন। তিনি 'ইয়ামুত তারবিয়াহ' তে (৮ই জিলহাজ্জ) কোথায় যুহরের সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, ইয়ামুন নাফর' (মিনা হতে যাত্রা করার দিন) তিনি

কোথায় আসর সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, ‘আবতাহ’ (উপত্যকা)-তে। এরপর তিনি বললেন: তোমাদের (হাজ্জের) আমীরগণ যা করেন, তোমরাও তা করো।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৬৫৩; মুসলিম, হাজ্জ ১৩০৯। এছাড়া ইবনু খুযাইমা নং ২৭৯৬, ২৭৯৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪০৫৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৪৬ তে। পরবর্তী টিকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنًى ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ

১৯১০. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় অবস্থানকালে যুহর, আসর, মাগরিব ও ঈশার সালাত আদায় করলেন এবং সামান্য সময় ঘুমিয়ে নিলেন। অতঃপর বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং তিনি (সেখানে পৌঁছে) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৭৫৬, ১৭৬৪। আমরা এর শাহীদ হিসেবে ইবনু উমারের হাদীসিটর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১০/৬০ নং ৫৬৯৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَصَلَّى مَعَ عُثْمَانَ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ

১৯১১. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিনায় উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সঙ্গে চার রাকা'আত সালাত আদায় করার পরে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমি এ স্থানে দু' দু' রাকা'আত করে সালাত আদায় করেছি, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে আমি এ স্থানে দু' দু' রাকা'আত করে সালাত আদায় করেছি, এবং উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাথেও আমি এ স্থানে দু' দু' রাকা'আত করে সালাত আদায় করেছি। এরপর (তাঁদের) সুন্নাত তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। হায়! কতই না ভাল হতো যদি চার রাকা'আতের পরিবর্তে দু' রাকা'আতই মাকবুল সালাত হতো![1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, তাকসীরুস সালাত ১০৮৪; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৬৯৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৯৪ তে। আনাস (রা:) ও থেকে এ বাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪২৭৪ তে এবং ইবনু উমার থেকেও যেটি পরবর্তী হাদীস।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَعُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ

১৯১২. সালিমের পিতা (আব্দুল্লাহ ইবনু উমার) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন, আবী বাকর রা: দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন, উমার রা: দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন এবং উছমান রা: তাঁর শাসনামলের প্রথম দিকে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন, এরপর পরবর্তীতে তিনি পূর্ণ (চার রাকা'আত) সালাত আদায় করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, তাকসীরুস সালাত ১০৮২; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৬৯৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৫৮, ৩৮৯৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১৩)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ وَمِنَّا مَنْ يُلَبِّي

১৯১৩. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিনা হতে বের হলাম, তখন আমাদের কেউ কেউ তাকবীর পাঠ করছিলেন, আর কেউ কেউ তালবিয়া পাঠ করছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ২/৩, ২/২২; নাসাঈ, মানাসিক ৫/২৫০; ইবনু খুযাইমা নং ২৮০৫; মুসলিম, হাজ্জ ১২৮৪; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৮১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১৪)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ

১৯১৪. মুহাম্মদ ইবনু আবী বাকর আস সাকাফী বলেন, আমরা যখন সকালে মিনা হতে আরাফাত অভিমুখে যাচ্ছিলাম, তখন আমি আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তালবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকা অবস্থায় (এ সময়) কী করেছিলেন? তিনি বললেন, তালবিয়া পাঠকারী তালবিয়া পড়ছিলেন, কিন্তু তাতে আপত্তি করা হয়নি। আবার তাকবীর পাঠকারী তাকবীর পাঠ করছিলেন, কিন্তু তাতেও আপত্তি করা হয়নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, হাজ্জ ৪৩; বুখারী, সালাতুল ঈদাইন ৯৭০; মুসলিম, হাজ্জ ১২৮৫। এছাড়া, বাইহাকী, মা'রিফাহ নং ১০০৬০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৪৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنْ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا

১৯১৫. জুবায়র (ইবন মুতঈম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার একটি উট হারিয়ে ফেলি। ফলে আমি (আরাফায়) তা তালাশ করতে বের হলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, সেখানে অবস্থান করছেন। আমি বললাম, ইনিও তো কুরায়শদের একজন, তাহলে তাঁর অবস্থান এখানে কেন?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, হাজ্জ ৪৩; বুখারী, সালাতুল ঈদাইন ৯৭০; মুসলিম, হাজ্জ ১২৮৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১৬)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ

১৯১৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কোরবানীর দিন) পাথর নিক্ষেপ শেষে লোকেদের উদ্দেশ্যে বসলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কোরবানী করার পূর্বে মাথা মুন্ডন করেয়েছি। তিনি বলেনঃ "কোন দোষ নেই।" অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কোরবানী করেছি। তিনি বলেনঃ "কোন দোষ নেই।"
তিনি (জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সেদিন যেকোন (অনুষ্ঠান কোন অনুষ্ঠানের আগে বা পরে সম্পন্ন করার) ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করা হোক, তিনি বলেনঃ "কোন দোষ নেই।"এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আরাফাতের গোটা এলাকাই অবস্থানস্থল এবং মুযদালিফার সমস্ত এলাকাও অবস্থানস্থল। আর মিনার সমস্ত এলাকাই কোরবানীর স্থান এবং মক্কার প্রতিটি প্রশস্ত সড়কই রাস্তা এবং কোরবানীর স্থান।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৭৮ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১০১২ তে। (মুসলিম , হাজ্জ ১২১৮; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯৩৬-১৯৩৭; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ৩০৪৮- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৮৮০ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আব্বাস হতে বুখারী, হাজ্জ ১৭২১, এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৭১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৭৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১৭)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا أَتَى عَلَى فَجْوَةٍ نَصَّ

১৯১৭. উসামা ইবনে যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহনের পিছনে আরোহী ছিলেন। আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করার সময় তিনি জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতেন। আর উন্মুক্ত জায়গা পেলে তিনি (আগের তুলনায় অধিক) দ্রুত চলতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, হাজ্জ ১৮৫; বুখারী, হাজ্জ ১৬৬৬, জিহাদ ২৯৯৯, মাগাযী ৪৪১৩; নাসাঈ, মানাসিক ৫/২৫৮-২৫৯; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯২৩; বাইহাকী, আল মা'রিফাহ ১০০৮৯; আহমাদ ৫/২০৫; মুসলিম, হাজ্জ ১২৮৬ (২৮৩); ইবনু মাজাহ, মানাসিক ৩০১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১৮)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ أَخْبِرْنِي عَشِيَّةَ رَدِفْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلْتُمْ أَوْ صَنَعْتُمْ قَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمُعَرَّسِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالسَّابِغِ جِدًّا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ قَالَ فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ وَالنَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ

فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ قَالَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ فَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ

১৯১৮. কুরাইব থেকে বর্ণিত। তিনি উসামা ইবনু যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন তখন আরাফাতের দিন সন্ধায় কি করেছিলেন? তিনি বললেন, লোকেরা 'মুয়ারিরস' নামক মসজিদের (মাগরিবের নামায পড়ার) জন্য উট থামালো, আমরা সে উপত্যকার গিরিপথে আসলাম। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার উট থামালেন এবং পেশাব করলেন। -আর (উসামা) পানি ঢালার কথা এখানে উল্লেখ করেননি। তারপর তিনি উযুর পানি আনালেন এবং হালকাভাবে অযু করলেন –অতি উত্তমরূপে ওযু করলেন না। তখন আমি বললাম রাসুলুল্লাহ! সালাতের সময় হয়েছে। তিনি বললেন, "সালাত (এর স্থান) তোমার সম্মুখে।" তারপর তিনি সওয়ার হলেন এবং আমরা মুযদালিফায় এসে পৌছলাম। এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর লোকেরা নিজ নিজ স্থানে তাদের উট বেঁধে রাখলো এবং এশার নামায সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এগুলোকে বন্ধনমুক্ত করলো না। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন। এরপর তারা উট ছেড়ে দিল। (রাবী বলেন,) আমি বললাম, ভোরে আপনারা কি কি করেছিলেন? তিনি বললেন, ফযল ইবনে আব্বাস তাঁর (রাসুলের) সওয়ারীর পিছে বসলো এবং আমি কুরাইশদের সাথে পায়ে হেটে অগ্রসর হলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সালাতুল উযু ১৩৯; মুসলিম, হাজ্জ ১২৮০।আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭২২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৯৪, ৩৮৫৭ তে। পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯১৯)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أُسَامَةَ نَحْوَهُ

১৯১৯. (অপর সনদে) উসামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সালাতুল উযু ১৩৯; মুসলিম, হাজ্জ ১২৮০। আগের হাদীসটি তে পূর্ণ তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَعْنِي بِجَمْعٍ

১৯২০. আবী আইয়্যুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব এবং ঈশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ১৫৫৭ (অনুবাদে ১৫৫৪) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২১)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْإِقَامَةِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

১৯২১. সালিমের পিতা (আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও ঈশার সালাত একত্রে আদায় করেন, আর এতদুভয়ের মাঝে একটি মাত্র ইকামত ব্যতীত কোনো আযান দেন নি, আর এতদুভয়ের মাঝে এবং এর কোনো একটির পরেও কোনো তাসবীহ পড়েন নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ১৫৫৮ (অনুবাদে ১৫৫৫) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২২)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

১৯২২. উম্মু হাবীবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে রাতের বেলায় মুযদালিফা হতে প্রত্যাবতর্নের নির্দেশ দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২৯২; আহমাদ ৬/৩২৭, ৪২৭; নাসাঈ, মানাসিক ৫/২৬১-২৬২; বাইহাকী ৫/১২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২৩)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَتَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ الْقَاسِمُ وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَبِطَةً قَالَ الْقَاسِمُ الثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ فَدَفَعَتْ وَحُبِسْنَا مَعَهُ حَتَّى دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ فَأَدْفَعَ قَبْلَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ

১৯২৩. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, সাওদাহ বিনতে জাম'আহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট (মুযদালিফা হতে) তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি চাইলেন, ফলে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুযদালিফার রাতে সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তার আগে এবং সব লোকের একযোগে চলার ভীর এড়ানোর জন্য যাত্রা করার অনুমুতি চাইলেন।

কাসিম বলেন, সাওদা (রাঃ) স্থুলদেহি (الثَّبِطَةُ) ছিলেন। কাসিম বলেন, স্থুলদেহি (الثَّبِطَةُ) অর্থ: ভারী (الثَّقِيلَةُ)।

সুতরাং তিনি (তাঁর আগেই) রওনা হলেন। আর আমাদেরকে ভোর হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করতে হল। তারপর আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওনা হলাম।

আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন: যদি আমিও সাওদার মত রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অনুমতি চাইতাম এবং লোকদের যাওয়ার পূর্বেই চলে যেতাম তাহলে (অন্য যেকোনো) খুশী হওয়ার মতো বিষয়ের চেয়ে এটা আমার জন্য অধিক ভাল হতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৬৮০; মুসলিম, হাজ্জ ১২৯০।আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৮০৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৬১, ৩৮৬৪, ৩৮৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمُرَ الدِّيلِيَّ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَاتٌ أَوْ يَوْمُ عَرَفَةَ وَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ وَقَالَ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

১৯২৪. আবদুর রাহমান ইবন ইয়া'মুর আদ দাইলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাজ্জ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তখন তিনি বললেন: "হাজ্জ হচ্ছে আরাফাত (এর ময়দানে অবস্থান) কিংবা আরাফার দিবস। যে ব্যক্তি ফজর সালাতের পূর্বেই রাতে মুযদালিফায় পৌঁছতে পারলে সে (হাজ্জ) পেল।" তিনি আরও বলেন: "মিনায় অবস্থানের দিন হচ্ছে তিনটি দিন। (আল্লাহ বলেন:) "দুই দিন অবস্থান করে কোন লোক তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করলে তাতে কোন দোষ নেই। আর (তিনদিন পর্যন্ত অবস্থানকে) কোন লোক বিলম্বিত করলে তাতেও কোনো দোষ নেই।"[1] (সূরা বাকারা: ২০৩)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৯২; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১০০৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯২৩ তে। ((আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯৪৯; তিরমিযী, হাজ্জ ৮৮৯; নাসাঈ , হাজ্জ ৫/২৬৪; ইবনু মাজাহ , মানাসিক ৩০১৫। - ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৮৮৭ এর টীকা থেকে। অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২৫)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّءٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ إِنْ بَقِيَ جَبَلٌ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ قَالَ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ

১৯২৫. উরওয়া ইবনু মুযার্রিস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মাওকিফে (মুযদালিফাতে) লোকদের মাথার উপর দিয়ে ডিঙিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তাইয়ী'র দু'টি পর্বতের নিকট হতে এসেছি। আমার উষ্ট্রীকে ক্লান্ত করে ফেলেছি এবং নিজেও ক্লান্ত হয়েছি। আল্লাহর শপথ! আমি এমন কোন পর্বত ছাড়িনি যেখানে আমি অবস্থান করিনি। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ সম্পন্ন হয়েছে কি? তখন জবাবে

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে এ (ফজরের) সালাত প্রাপ্ত হয়েছে এবং এর পূর্বে দিনে বা রাতে আরাফাতে এসেছে, সে নিজের ময়লা-মালিন্য (নখ-চুল ইত্যাদি) দূর করেছে এবং তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৪৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৫০, ৩৮৫১; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১০১০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯২৪ তে। ((আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯৫০; তিরমিযী, হাজ্জ ৮৯১; নাসাঈ , হাজ্জ ৫/২৬৩-২৬৪; ইবনু মাজাহ , মানাসিক ৩০১৬...। – মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বে মুসনাদুল মাউসিলী হা/ ৯৪৬ এর টীকা থেকে। অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

১৯২৬. উরওয়া ইবনে মুযাররিস ইবনুল হারিছা ইবনু লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলাম' অতঃপর তিনি অনূরূপ বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তায়ালিসী ১/২২০ নং ১০৭৫; এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ لَعَلَّنَا نُغِيرُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَدْرِ صَلَاةِ الْمُسْفِرِينَ أَوْ قَالَ الْمُشْرِقِينَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ

১৯২৭. উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জাহিলী যুগের লোকেরা (মুশরিকরা) মুযদালিফা হতে সূর্য না উঠা পর্যন্ত রওয়ানা হতোনা। তারা বলত: হে সাবির! আলোকিত হও। যাতে আমরা ফিরতে পারি।' কিন্তু রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বিপরীত

আমল করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে উজ্জ্বলতার সালাতের পরে অথবা, তিনি বলেন, সুর্যোদয়ের সালাত তথা ফজরের সালাতের পরে (মিনার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তায়ালিসী ১/২২২ নং ১০৬৯; তার সূত্রে বুখারী, হাজ্জ ১৬৮৪; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯৩৮; তিরমিযী, হাজ্জ ৮৯৬; নাসাঈ , কুবরা নং ৪০৫৪; ইবনু মাজাহ , মানাসিক ৩০২২; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/১২৪; আহমাদ ১/১৪; ইবনু খুযাইমা নং ২৮৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২৮)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّرًا أَوْضَعَ

১৯২৮. ফযল ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার সন্ধ্যায় এবং মূযদালিফার সকালে প্রত্যাবর্তনকালে লোকদেরকে বললেনঃ “তোমরা শান্তভাবে চলো।” আর তিনি তাঁর উটনীর লাগাম টেনে রাখছিলেন। যখন তিনি মিনা হতে মুহাসসির উপত্যকায় প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দ্রুত চলতে লাগলেন।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২৮২।আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭২৪, ৬৭৩০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৭২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯২৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ الْإِيضَاعُ لِلْإِبِلِ وَالْإِيجَافُ لِلْخَيْلِ

১৯২৯. আবীয যুবাইর তাঁর সনদে অনূরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]
আবী আব্দুল্লাহ বলেন, উষ্ট্রীর ক্ষেত্রে ‘ইযা’উ’ (দ্রুত চালনা করা) আর ঘোড়ার ক্ষেত্রে তা ‘ইযাফ’ (দ্রুত চালনা) শব্দ ব্যবহৃত হয়।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا ابْنَ عُمَرَ لَيَالِيَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا كَانَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ فَقَالَ إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي قَالَ نَافِعٌ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَهْدَى وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَأَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ

১৯৩০. নাফি’ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উবায়দুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ ও সালিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাহি.) উভয়ই তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, যে বছর হাজ্জাজ বাহিনী ইবনুয যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করার পূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, সে সময়ে তাঁরা উভয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে (বুঝানোর জন্য) কথাবার্তা বললেন। তাঁরা বললেন, এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমরা আশঙ্কা করছি, আপনার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে উমরাহ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু বায়তুল্লাহর পথে কাফির কুরায়শরা আমাদের বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর পশু যবেহ করে মাথা মুড়িয়ে নিয়েছিলেন। এরপর প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এখন আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার নিজের জন্য ‘উমরা ওয়াজিব করে নিয়েছি। যদি আমার এবং বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা না আসে তাহলে আমি তাওয়াফ করে নিব। কিন্তু যদি আমার ও আয়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে আমি তখনই

সেরূপ করব যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন, আর আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম।

তারপর তিনি যুল-হুলাইফা থেকে ‘উমরার ইহরাম বেঁধে কিছুক্ষণ চললেন, এরপরে বললেন: “হজ্জ এবং ‘উমরার ব্যাপার তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয়ই আমি আমার ‘উমরার সাথে হজ্জও নিজের জন্য ওয়াজিব করে নিলাম।” নাফি’ঈ বলেন: ফলে তিনি উভয়টি (হজ্জ ও ‘উমরা)-এর জন্য একটিই তাওয়াফ ও একটিই সাঈ করেন। এরপর তিনি (হজ্জ ও ‘উমরা কোনটি থেকেই) হালাল হননি। অবশেষে কুরবানী দিন এলে তিনি কুরবানী করলেন (এবং হালাল হলেন)। তিনি আরও বলতেন, যে ব্যক্তি উমরাহ ও হাজ্জকে একত্রিত করেছে এবং উভয়ের জন্যে একত্রে ইহরাম বেঁধেছে, সে হালাল হবে না। এরপর কুরবানী দিন (হজ্জ ও ‘উমরা) সে উভয়টি থেকে হালাল হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৬৩৯,১৬৪০; মুসলিম, হাজ্জ ১২৩০।আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৫০০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩১)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى قَالَ أَبُو مُحَمَّد رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৯৩১. হাজ্জাজ ইবনু আমর আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যদি কারো (পা) ভেঙ্গে দেয়া হয় বা খোঁড়া বা অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ। তবে তাকে অন্য বছর হজ্জ করতে হবে। রাবী ইকরামা বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে এর সত্যতা স্বীকার করেন।[1]

আবূ মুহাম্মদ বলেন, মুয়াবিয়াহ ইবনু সাল্লাম ও মা’মার হতে .... হাজ্জাজ ইবনু আমর হতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/২৫১-২৫২; আবী নুয়াইম, হিলইয়া ১/৩৫৮; আহমাদ ৩/৪৫০; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৮৬২; তিরমিযী, হাজ্জ

৯৪০; নাসাঈ , মানাসিক ৫/১৯৮, ১৯৯; ইবনু মাজাহ , মানাসিক ৩০৭৭; তাবারাণী, আল কাবীর ৩/২২৪ নং ৩২১১, ৩২১২; ইবনু আবী আসিম, আহাদ ওয়াল মাছানী নং ২১৫৫; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৪/২/৪৭; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/২২০; দারুকুতনী ২/২৭৮; হাকিম ১/৪৭০, ৪৮৩; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ নং ২২০। [2] এ উভয় সনদই মুত্তাসিল সনদের অতিরিক্ত। মুয়াবিয়ার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/ ২৫২; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ নং ২২০। মা'মার এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবূ দাউদ, মানাসিক ১৮৬৩; তিরমিযী, হাজ্জ ৯৪০; ইবনু মাজাহ , মানাসিক ৩০৭৮; তাবারাণী, আল কাবীর ৩/২২৪ নং ৩২১৩; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/২২০; হাকিম ১/৪৮৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩২)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ الضُّحَى وَبَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

১৯৩২. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানী দিন সকাল বেলায় এবং এরপর সূর্য হেলে পড়ার সময় (দ্বিপ্রহরে) জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২৯৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২১০৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৮৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُوا الْغَدَ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ

১৯৩৩. আবীল বাদ্দাহ ইবনু আসিম তার পিতা (আসিম ইবন আদী) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উট চারকদের অনুমতি দেন যে, তারা যেন কোরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করে। এরপর কোরবানীর পরের দিন কিংবা তার পরের দিন দু' দিনের কংকর একসাথে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর তারা প্রস্থানের দিন কংকর নিক্ষেপ করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্নতার (ইনকিতা'র) কারণে যঈফ। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী বাকর আবীল বাদ্দাহ হতে শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: পরবর্তী টীকাটি দেখুন। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮৩৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৮৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১০১৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩৪)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ نَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

১৯৩৪. আব্দুর রহমান ইবনু উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দেন যে, আমরা যেন জামরায় 'খযফের' কংকরের ন্যায় (ছোট) কংকর নিক্ষেপ করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫৬৫১ তে। এছাড়াও: ইবনুল কানি', মু'জামুল সাহাবাহ তরজমাহ নং ৬৩৬; পরবর্তী একটি হাদীসের পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩৫)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَقَالَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ

১৯৩৫. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, (বিদায় হাজ্জে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে আদেশ দিলে তাঁরা (জামরায়) 'খযফের' কংকরের ন্যায় (ছোট) কংকর নিক্ষেপ করেন। তখন তিনি মুহাসসির উপত্যকায় দ্রুত চলতে লাগলেন এবং (লোকদেরকে) বললেনঃ "তোমরা শান্তভাবে চলো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২৯৯।

আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২১০৮, ২১৪৭। এছাড়াও: বাইহাকী, আল মা'রিফাহ নং ১০১১০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩৬)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَرْمِيَ الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ نَعَمْ

১৯৩৬. আব্দুর রহমান ইবনু মুয়া'য রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, (বিদায় হাজ্জে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দেন যে, আমরা যেন জামরায় 'খযফের' কংকরের ন্যায় (ছোট) কংকর নিক্ষেপ করি।[1]আবূ মুহাম্মদ কে বলা হলো, আব্দুর রহমান ইবনু মুয়া'য কি সাহাবী' ছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৭৫ তে। এছাড়াও: ইবনুল কানি', মু'জামুল সাহাবাহ তরজমাহ নং ৬২৬; বুখারী, আল কাবীর ৫/২৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَالْمُؤَمَّلُ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْكِلَابِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ثَمَّ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ

১৯৩৭. কুদামাহ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্মার আল কিলাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে লাল উটের পিঠে আরোহী অবস্থায় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। অথচ সেখানে কাউকে কোনো মারধর, বিতাড়ন, 'দূর হও, দুর হও' জাতীয় কোনো কিছুই বলা হচ্ছিল না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আল কাবীর ৭/১৭৮; ইবনুল কানি', মু'জামুল সাহাবাহ তরজমাহ নং ৯০১; তাবারাণী, আল কাবীর ১৯/৩৮ নং ৭৭; তায়ালিসী

১/২২৩ নং ১০৭৮; আহমাদ ৩/৪১৩; নাসাঈ, মানাসিক ৫/২৭০; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ৩০৩৫; ইবনু আবী আসিম, আহাদ ওয়াল মাছানী নং ১৪৯৯; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ নং ২৮৭৮; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ৩/৪১৩; তিরমিযী, হাজ্জ ৯০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩৮)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ

১৯৩৮. ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ফযল হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত সর্বদা তালবিয়া পাঠ করেই চললেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৬৭০; মুসলিম, হাজ্জ ১২৮১।আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৬১৬, ৬৭২২, ৬৭২৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮০৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৬৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৩৯)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ مِنْ ذَاتِ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

১৯৩৯. যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মিনার মসজিদের নিকটস্থ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন, তখন তাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ

করেন। আর তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর বলেন। তারপর তিনি এখান থেকে সামনে অগ্রসর হন এবং তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে পশ্চিমমুখী হয়ে দাড়ান এবং অনেকক্ষণ 'উকুফ' (দণ্ডায়মান) অবস্থায় থাকেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় এসে তাতেও সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন, আর আর তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর বলেন।
এরপর তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দুঁআরত অবস্থায় উত্তরে 'ওয়াদী'র দিকে নেমে আসেন। এরপর তিনি আকাবার নিকটবর্তী জামরায় আগমন করেন এবং এতেও তিনি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন আর তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর বলেন। এরপর তিনি প্রস্থান করেন, কিন্তু এর নিকট তিনি দাঁড়ান নি। যুহরী (রহঃ) বলেন, আমি সালিম (রহঃ)-কে তাঁর পিতার সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরুপ আমল করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৬৭০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৫৭৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৮৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১০১৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪০)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْتُ فَأُتِيَ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ

১৯৪০. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বের হলাম তিনি কেবল হাজ্জের কথাই উল্লেখ করেছেন। এরপর যখন সারিফ নামক স্থানে এলাম, তখন আমার হায়িয আরম্ভ হলো। এরপর যখন ইয়ামুন নাহর বা কুরবাণীর দিন আমি (হায়িয হতে) পবিত্র হলাম। তাই রাসূলুল্লাহ আমাকে (হাজ্জের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে) পাঠিয়ে দিলেন, ফলে যখন আমি (সেগুলি) পূর্ণ করলাম, তখন আমাকে গরুর গোশত খেতে দেওয়া হলো। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে একটি মাত্র গরু কোরবানী করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত

বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৭০৯; মুসলিম, হাজ্জ ১২১১ (১১৯)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫০৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯২৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২০৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪১)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

১৯৪১. ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নারীদের মাথামুণ্ডন নেই; বরং নারীদের জন্য চুল খাটো করতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, হাজ্জ ৫/১০৪; বুখারী, আল কাবীর ৬/৪৬; তাবারাণী, আল কাবীর ১২/২৫০ নং ১৩০১৮ ; আবূ দাউদ, মানাসিক ১৯৮৪, ১৯৮৫; দারুকুতনী ২/২৭১ নং ১৬৫; হাফিজ ইবনু হাজার তালখীসুল হাবীর ২/২৬১ তে বলেন: এর সনদ হাসান; আবী হাতিম তার ইলাল গ্রন্থে এবং বুখারী তার কাবীর গ্রন্থে একে শক্তিশালী বলেছেন; তবে ইবনুল কাত্তান এর ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। যদিও ইবনুল মাওয়াক্ব তাকে খণ্ডন করেছেন আর তিনিই সঠিক।...' আরও দেখুন, উছমান এর হাদীস, আয়িশার হাদীস যা আমরা মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫৬৭৮ ও ৫৬৭৯ এ তাখরীজ দিয়েছি। আরও দেখুন, নাসবুর রায়াহ ৩/৯৬ ও দিরায়াহ ২/৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قِيلَ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ

১৯৪২. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের উপর আল্লাহ রহম করুন।" তাঁকে বলা হলো: আর চুল খাটোকারীদের? তিনি (তিনবার) বললেন: "মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের উপর আল্লাহ রহম করুন।" আর চতুর্থবারে বললেন: "এবং চুল খাটোকারীদের উপরও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৭২৭; মুসলিম, হাজ্জ ১৩০১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২/৪৫৩ তে শাহিদ হিসেবে আবী সাঈদের হাদীসসহ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৮০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ انْحَرْ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

১৯৪৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (কোরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ শেষে) জামরায় দেখলাম, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। তখন এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কোরবানী করে ফেলেছি। তিনি বলেনঃ "কংকর নিক্ষেপ করো, আর কোন দোষ নেই।" অপর এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কোরবানী করার পূর্বে মাথা মুন্ডন করেয়েছি। তিনি বলেনঃ "কোরবানী করো, আর কোন দোষ নেই।" তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা:) বলেন, সেদিন যেকোন কাজ অপর কোন কাজের আগে বা পরে সম্পন্ন করার ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করা হোক, তিনি (সকল ক্ষেত্রেই) বলেনঃ "তুমি তা করো, কোন দোষ নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ৮৩; মুসলিম, হাজ্জ ১৩০৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৭৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৯১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪৪)

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِلنَّاسِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ لَهُ

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ لَمْ أَشْعُرْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ فَلَمْ يُسْأَلْ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ عَبْد اللَّهِ أَنَا أَقُولُ بِهَذَا وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُشَدِّدُونَ

১৯৪৪. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কোরবানীর দিন) লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কোরবানী করার পূর্বে মাথা মুন্ডন করেয়েছি। তিনি বলেনঃ "কোন দোষ নেই।" (অপর এক ব্যক্তি) বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি না বুঝে কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কোরবানী করেছি। তিনি বলেনঃ "কোন দোষ নেই।"
সেদিন যেকোন কার্য কোন কার্যের আগে বা পরে সম্পন্ন করার ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করা হোক, তিনি বলেনঃ "কোন দোষ নেই।"[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন: আমি এ মত গ্রহণ করেছি। আর কুফাবাসীগণ (হানাফীগণ) এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, হাজ্জ ২৫১; বুখারী, ইলম ৮৩; মুসলিম, হাজ্জ ১৩০৬। আর এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْهَدْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَكُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ فَانْحَرْهَا ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهَا

১৯৪৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরবানীর পশু'র রক্ষণাবেক্ষণকারী, নাজিয়াহ আল আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে সকল কুরবানীর পশু চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে চলার অযোগ্য হয়ে যায়, তখন তার ব্যাপারে আমরা কী করবো? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "যে সকল কুরবানীর পশু চলতে চলতে অবসন্ন হয়ে চলার অযোগ্য হয়ে যায়, এমন প্রত্যেক পশুকে তোমরা যবেহ করো, এরপর এর (গলায় লটকানো) জুতাগুলি এর রক্তে রঞ্জিত করো, এরপর এগুলিকে লোকদের আহার করার জন্য রেখে যাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০২৩ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৯৭৬ এবং বিস্তারিতভাবে মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯০৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ نَحْوَهُ

১৯৪৬. উরওয়াহ'র পিতা (জুবাইর) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সনদে নাজিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অনূরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪৭)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا

১৯৪৭. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কুরবানীর পশু হিসেবে একটি ছাগল পাঠিয়েছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৭০১; মুসলিম, হাজ্জ ১৩২১ (৩৬৬, ৩৬৭)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৯৪, ৪৮৮৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২১৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ أُتِيَ بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ

১৯৪৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুল-হুলায়ফাতে যুহরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁর কুরবানীর একটি উট আনতে বলেন এবং এর কুঁজের ডানপাশ (ধারালো অস্ত্রের দ্বারা) ফুঁড়ে দেন। এরপর তিনি তার রক্তের চিহ্ন মুছে দেন এবং এর গলায় দুটি জুতার মালা পরিয়ে দেন। এরপর তিনি স্বীয় বাহনের নিকট যান। তিনি বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে তালবীয়া পাঠ শুরু করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২৪৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০০০, ৪০০১, ৪০০২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৪৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَتَهُ قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ

১৯৪৯. কাতাদাহ বলেন, আমি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তি নিকট এলেন যে তার কুরবানীর উটকে হাঁকিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি বললেন: "তুমি এর পিঠে আরোহন কর।" সে বললো, এটি তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন: "তুমি এর পিঠে আরোহন কর।" সে বললো, এটি তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন: "তুমি এর পিঠে আরোহন কর। তোমার জন্য আফসোস!"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৬৯০; মুসলিম, হাজ্জ ১৩২৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭৬৩, ২৮৬৯, ৩১০৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا قَدْ أَنَاخَ بَدَنَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৯৫০. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে একটি উটকে (যবেহ করার উদ্দেশ্যে) বসিয়েছে। তখন তিনি বললেন, ‘একে উঠিয়ে (পা) বেঁধে দাঁড় করিয়ে দাও (এবং নাহর করো)– এটাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৭১৩; মুসলিম, হাজ্জ ১৩২০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯০৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫১)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ هُوَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ثُوِّبَ بِالصُّبْحِ فَلَمَّا اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ سَمِعَ الرَّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَنْ التَّكْبِيرِ فَقَالَ هَذِهِ رَغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدْعَاءِ لَقَدْ بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصَلِّيَ مَعَهُ فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ قَالَ لَا بَلْ رَسُولٌ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةٌ أَقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةٌ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةٌ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَفَضْنَا فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ وَعَنْ نَحْرِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةٌ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلُ قَامَ أَبُو بَكْرٍ

فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ بَرَاءَةٌ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا

১৯৫১. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জি'রাণ নামক স্থান হতে উমরাহ করে ফিরে এসে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে হাজ্জের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে আসলাম। যখন 'আরজ'- নামক স্থানে পৌছলেন তখন সকাল হলে তিনি তাকবীর বলার জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময় তাঁর পেছনে উটের শব্দ শুনতে পেয়ে তিনি তাকবীর না দিয়ে বললেনঃ এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উটনী জাদঃআর শব্দ। হয়তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন, আমরা তার সঙ্গে সালাত আদায় করবো। হঠাৎ দেখা গেল এর আরোহী হলেন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেনঃ আপনি কি আমীর হিসেবে এসেছেন, না সংবাদ বাহক হিসেবে। তিনি বললেনঃ আমি সংবাদ বাহক হিসেবে এসেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সূরা বারাআত (বা তাওবা) সহ প্রেরণ করেছেন। আমি হজ্জের বিশিষ্ট স্হান সমুহে লোকদেরকে তা পাঠ করে শুনাব। আমরা মক্কায় আগমন করলাম। 'ইয়াওমুত তারবিয়া' (যিলহাজ্জের ৮ তারিখ)-এর একদিন পূর্বে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লোকদের মাঝে দাড়িয়ে খুৎবা দিলেন এবং তাদের হাজ্জের আহকামসমূহ তাদের নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি তাঁর খুতবা শেষ করলে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ালেন এবং তিনি লোকদের মাঝে সূরা বারাআত শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন। এরপর আমরা তাঁর সঙ্গে বের হলাম।
যখন আরাফার দিন উপস্থিত হলো, তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিলেন, তাদের কাছে হজ্জের আহকামসমূহ বর্ননা করলেন। যখন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে লোকদের মধ্যে সূবা বারাআত শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন। এরপর কুরবানীর দিন আসলে আমরা তাওয়াফে ইফাযা করলাম। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ফিরে এসে লোকের মধ্যে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি তাদের প্রত্যাবর্তন, কুরবানীর আহকাম এবং হজ্জের আহকাম বর্ণনা করলেন। তিনি যখন খুৎবা শেষ করলেন, তখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে লোকদের মধ্যে সুরা বারাআত শেষ পর্যন্ত শুনালেন। প্রখম নফরের দিন আসলে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন; কিরুপে নফর বা যাত্রা করতে হবে এবং রমী করতে হবে সে সমস্ত আহকাম তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। তিনি খুৎবা শেষ করলে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে লোকদের মাঝে সূরা বারাআত পড়ে শুনালেন এবং তা শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। যদিও নাসাঈ উল্লেখ করেছেন যে, এর বর্ণনাকারী 'ইবনু খাইছাম হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নন। ... আলী ইবনুল মাদীনী বলেন: ইবনু খাইছাম মুনকারুল হাদীস। আর আলী ইবনুল মাদীনীকে সৃষ্টিই করা হয়েছে হাদীসের জন্যই।' ... আলবানীও একে যঈফ নাসাঈ তে উল্লেখ করেছেন। তাখরীজ: নাসাঈ ৫/২৪৯ ইয়াওমুত তারবীয়ার একদিন পূর্বে খুতবা দান;

জাওযাকানী, আবাতীল ওয়াল মানাকির নং ১২৯; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/১১১; কুবরা নং ৩৯৮৪। দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮২০; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৪৭০, ১৯৬০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫২)

أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ لَا أَدْرِي جَمَلٌ أَوْ نَاقَةٌ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ قَالَ بِزِمَامِهِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ

১৯৫২. আবূ বাকরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হাজ্জের) সেই দিন যখন এলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মিনায়) তাঁর উটের উপর উপবেশন করলেন। আমি জানি না, সেটি উট নাকি উটনী। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁর উটের লাগাম অথবা, রাশ ধরে রেখেছিল।

তখন তিনি বললেনঃ "এটা কোন্ দিন?"

তিনি বলেন, আমরা চুপ করে রইলাম আর ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি এ দিনটির আলাদা কোন নাম দিবেন।

তিনি বললেনঃ ''এটা কি কুরবানীর দিন নয়?'' আমরা বললাম, 'জি হ্যাঁ।'

তিনি জিজ্ঞেসঃ "এটা কোন্ মাস?"

আমরা নীরব রইলাম আর ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি এর আলাদা কোন নাম দিবেন।

তিনি বললেনঃ "এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয়?"

আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।'

তিনি জিজ্ঞেসঃ "এটা কোন্ শহর?"

আমরা নীরব রইলাম আর ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি এর আলাদা কোন নাম দিবেন।

তিনি বললেনঃ "এটা কি সেই (পবিত্র) শহর নয়?"

আমরা বললাম, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেনঃ “তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদা সম্পন্ন। তোমরা জেনে রাখো! উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট (আমার এ বাণী) পৌঁছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার চেয়ে অধিক আয়ত্তে রাখতে পারবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ৬৭; আযাহী ৫৫৫০; মুসলিম, কাসামাহ ১৬৭৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২১১২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫৩)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ أَيْ حَلْقَى أَيْ عَقْرَى بِلُغَةٍ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَسْتِ قَدْ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَارْكَبِي

১৯৫৩. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাফিয়্যাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর হায়িয আরম্ভ হলো। এরপর যখন প্রস্থানের রাত আগমণ করলো, তখন তিনি আপন ভাষায় বললেন, হায়, আমার ধ্বংস! হায়, আমার নিষ্ফলতা (শারীরিক অক্ষমতা)![1] তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি ইয়ামুন নাহার বা কুরবানীর দিন তাওয়াফ (এ-যিয়ারত) কর নি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ “তা হলে বের হয়ে পড়ো।”[2]

[1] এটি অভিশাপ জাতীয় আহবান নয়। বরং এটি মুলত: তাদের মাঝে প্রচলিত আফসোস প্রকাশের ধরণ।– মুহাক্কিক্বের টীকা হতে –অনুবাদক। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হায়িয ৩২৮, হাজ্জ ১৭৫৭; মুসলিম, হাজ্জ ১২১১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ২০৩; মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫৪)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ

১৯৫৪. (অপর সনদে) আয়িশা (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ قَالَ بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فِي الْحَجِّ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يَقُولُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ أَجَلُهُمْ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَاقْتُلُوهُمْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ

১৯৫৫. যাইদ ইবন উসাই (রহঃ) হতে বর্নিত আছে, তিনি বলেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে আমি প্রশ্ন করলাম, কি বিষয় সহকারে আপনাকে (নবম হিজরীতে মক্কায় ঘোষণা দিতে) পাঠানো হয়েছিলো? তিনি বললেন, চারটি বিষয় (ঘোষনা করার জন্য)। মুসলিম ছাড়া আর কোন লোক জান্নাতে যাবেনা, কোন লোক উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারবেনা, এইখানে (কা'বা শরীফে) মুসলিম ও মুশরিকগন এই বছরের পর একত্রে হাজ্জ করতে পারবেনা এবং যেসব লোকের সাথে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুক্তি আছে সেসব লোকের চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, কিন্তু যেসব লোকের কোন চুক্তি নেই, সেসব লোকের মেয়াদ (আজ হতে) চার মাস পর্যন্ত।[1] তিনি বলতেন, ইয়াওমুন নাহার বা কুরবানীর দিনের পর যিলহাজ্জ মাসের বিশ তারিখ হতে এ মেয়াদ শুরু হবে। এর চারমাস পর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৮; মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫২ তে। ((তিরমিযী, হাজ্জ ৮৭১-অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫৬)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا يَقُولُ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ الْيَهُودُ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَصَنَعْنَا ذَاكَ

১৯৫৬. মুহাজির (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বায়তুল্লাহ্ নিকটবর্তী (দৃষ্টিগোচর) হলে (দু'আয়) হাত উত্তোলন করা সম্পর্কে জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করা হয়। জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কেবল ইয়াহুদীরা এরূপ করতো। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ করেছি, কিন্তু আমরা এরূপ করেছি কি?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** খাত্তাবী, মা'আলিমুস সুনান ২/১৯১ এ উলামাগণের ইখতিলাফ এবং মুহাজিরের মাজহুল হওয়ার কারণে একে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বিষয়টি বুখারী, কাবীর ৭/৩৮০, আবী হাতিম, জারহ্ ওয়াত তা'দীল ৮/২৬০ তে মুহাজিরের জীবনে উল্লেখ করেছেন (ফলে সে মাজহুল নন।) ইবনু হিব্বান ও যাহাবী, আল কাশিফ এ তাকে সিকাহ' বলেছেন। তাখরীজ: আবূ দাউদ, মানাসিক ১৮৭০; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/৭৩; তিরমিযী, হাজ্জ ৮৫৫; নাসাঈ, মানাসিক ৫/২১২; ইবনু আব্বাস হতেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যঈফ সনদে যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২৬১৭, ৫৫৩০ তে।.....।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

১৯৫৭. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "লোকদেরকে চুপ করাও।" অতঃপর তিনি বলেন: "আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে (হত্যা করে) কাফির হয়ে পিছনে ফিরে যেও না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ১২১; মুসলিম, ঈমান ৬৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৪০ তে। এছাড়াও: আবূ আওয়ানাহ ১/২৫; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ, তরজমাহ ১৫৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৫৫০। আবূ সাঈদ খুদরী, হুজাইর রা: এর হাদীসগুলোও দেখুন, যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭১৩, ৫৭০৫ তে।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫৮)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يُصِيبَهُ أَحَدٌ بِحَجَرٍ أَوْ بِرَمْيَةٍ

১৯৫৮. ইবনু আবী আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সা'ঈ করলেন, তখন মক্কাবাসীদের কেউ যাতে তাঁর উপর পাথর কিংবা (বর্শা) আকারের কিছু নিক্ষেপ করতে না পারে, সেজন্য আমরা তাঁকে আড়াল করে রাখছিলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৬০০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৪৩ মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৩৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৫৯)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ تَرَانِي أَنْهَى عَنْهُ وَتَفْعَلُهُ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ

১৯৫৯. মারওয়ান ইবনুল হাকাম হতে বর্ণিত। তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ('উসফান নামক) স্থানে 'আলী ও 'উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাজ্জে তামাত্তু' করতে নিষেধ করতেন। এরপর যখন 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ অবস্থা দেখলেন, তখন তিনি হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয়ের ইহরাম বাঁধেন এবং তিনি ('আলী) বললেন, আমি উমরাহ ও হাজ্জের জন্য একত্রে তালবিয়া পাঠ করলাম। এরপর তিনি 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাকে আমি তা হতে বারণ করতে দেখছি, অথচ আপনি সেই কাজ করেছেন। এরপর তিনি (আলী) বললেন, আমি কোনো মানুষের কথায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৫৬৯; মুসলিম, হাজ্জ ১২২৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৪২, ৩৪৯, ৪৩৪, ৬০৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ

১৯৬০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন: “আমি হাজ্জ ও ‘উমরাহ উভয়ের জন্য একত্রে তালবিয়া পাঠ করছি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, তাক্বসীরুস সালাত ১০৮৯; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৬৯০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭৯৪, ২৮১১, ২৮১২, ৩০২৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৩০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৪৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ أَنَسٍ فَقَالَ إِنَّمَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ مَا يَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا

১৯৬১. বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ রাহি. হতে বর্ণিত, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হাজ্জ ও ‘উমরাহ) এ উভয়ের জন্য একত্রে ইহরাম বেধেছেন। এরপর আমি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত করে তাকে আনাস রা: এর বক্তব্য জানালাম। তখন তিনি বললেন: তিনি শুধুমাত্র হাজ্জের ইহরাম বেধে ছিলেন।’ এরপর আমি আনাস রা: এর নিকট ফিরে এসে তাকে ইবনু উমার রা: এর বক্তব্য জানালাম। তখন তিনি বললেন: তাঁরা সবসময় আমাদেরকে শিশু-ই মনে করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। মুসলিম, হাজ্জ ১২২৩; আগের হাদীসটিও দেখুন। এর পূর্ণ তাখরীজ আমরা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৩৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬২)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنْ وَلِيتُمْ هَذَا الْأَمْرَ فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ أَوْ صَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

১৯৬২. জুবাইর ইবন মুতইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “হে বনী আবদ মানাফ! তোমরা যদি এ কাজের (হাজ্জের) ওয়ালী বা দায়িত্বশীল হয়ে থাকো, তবে কোনো লোককে রাত ও দিনের যেকোন সময় ইচ্ছা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে এবং সালাত আদায় করতে বাধা দিওনা।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৯৬, ৭৪১৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫৫২, ১৫৫৩, ১৫৫৪ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৭১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬৩)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

১৯৬৩. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘যি-তুয়া’[1] নামক স্থানে রাত্রি যাপণ করেছিলেন। যখন সকাল হলো, তারপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। আর ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও এরূপ করতেন।[2]

[1] যি-তুয়া: মক্কার উপত্যকার অন্যতম। বর্তমানে তা বসতির মধ্যস্থানে অবস্থিত।… [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৫৫৩, ১৫৭৩, ১৫৭৪; মুসলিম, হাজ্জ ১২৫৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯০৮ তে। পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى

১৯৬৪. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করতেন উচ্চভূমি দিয়ে এবং বের হতেন নিম্নভূমি দিয়ে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৫৭৭; মুসলিম, হাজ্জ ১২৫৭; আগের টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

১৯৬৫. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন স্বীয় পা বাহনের পা-দানিতে (রিকাবে) রাখতেন এবং তাঁর জন্তুযান তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতো, তখন তিনি যুল-হুলায়ফার মসজিদ হতে ইহরাম বাঁধেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৮৬৫- এর মূল রয়েছে ওযু ১৬৬ তেও; মুসলিম, হাজ্জ ১১৮৭ (২৭); আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৭৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭৬৩ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬৬)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ يَضْمِدُهَا بِالصَّبِرِ

১৯৬৬. আবান ইবনু উছমান রাহি. তার পিতা উছমান ইবন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চক্ষু রোগে আক্রান্ত মুহরিম ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন: "ঘৃতকুমারী দিয়ে সেই দু'টিতে পট্টি বেধে দাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১২০৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬৭)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

১৯৬৭. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে (সাতবার) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন, মাকামে ইবরাহীমের কাছে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন এরপর সাফা (সা'ঈ করার) উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সালাত ৩৯৫, ৩৯৬; মুসলিম, হাজ্জ ১২৩৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৬২৭, ৫৬২৯, ৫৬৩৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮০৯ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৬৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬৮)

قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هِيَ السُّنَّةُ

১৯৬৮. আইয়্যুব বলেন, … (অপর সনদে) ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এটিই সুন্নাত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি পূর্বের সনদের সাথে সংযুক্ত এবং সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ২/৮৫; আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৬২৯। তাবারানী আগের হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন, গুণদার তার হাদীসে অতিরিক্ত বলেন… আইয়্যুব বলেছেন'- বলে এ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৬৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

১৯৬৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা বিভিন্ন দিকে ফিরে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (লোকেদের) বললেন: "তাদের শেষ দায়িত্ব যেন হয় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা। তা না করা পর্যন্ত তাদের কেউ যেন ফিরে না যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৭৫৫; মুসলিম, হাজ্জ ১৩২৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪০৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৯৭ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫১১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭০)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ

১৯৭০. ইবনু 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুমতী মহিলাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তাওয়াফে ইফাযা করার পর তারা ফিরে যেতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৭৬০, ১৭৬১; মুসলিম, হাজ্জ ১৩২৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৯৮ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫১২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭১)

قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ الْأَوَّلِ أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ

১৯৭১. তিনি (বর্ণনাকারী তাউস) বলেন, আমি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রথম বছরে বলতে শুনেছিলাম যে, সে (ঋতুমতী মহিলা) ফিরে যেতে পারবে না।' এরপর আমি তাকে বলতে শুনলাম যে, সে (ঋতুমতী মহিলা) ফিরে যেতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (ঋতুমতী মহিলাদেরকে) এর অনুমতি দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটি পূর্বের সনদের সাথে সংযুক্ত (এবং সহীহ)। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৯৯ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১০১৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ حَبْسِ النِّسَاءِ عَنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ إِذَا حِضْنَ قَبْلَ النَّفْرِ وَقَدْ أَفَضْنَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَذْكُرُ رُخْصَةً لِلنِّسَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِعَامٍ

১৯৭২. তাউস আল ইয়ামানী রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন, যে সকল মহিলাগণ প্রস্থানের পূর্বে ঋতুমতী হলো, কিন্তু সে ইয়াওমুন নাহর বা কুরবানীর দিবসে তাওয়াফে ইফাযা করে নিয়েছে, -এমন মহিলাদের বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা হতে বিরত থাকা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মহিলাদের জন্য (এ ব্যাপারে) অনুমতির কথা বর্ণনা করেছেন। আর এটি ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মৃত্যুর এক বছর পূর্বের ঘটনা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এর যঈফ হওয়ার কারণে। (তবে এটি অপর একটি সহীহ সনদেও বর্ণিত হয়েছে- যেমন তাখরীজে উল্লিখিত হয়েছে।- অনুবাদক) তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ২/২৩৫; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৪১৯৮ সহীহ সনদে। দেখুন, আয়িশার হাদীস বিগত ১৯৫৩ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭৩)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رِجَالًا يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْيِ مَعَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَقَلِّدْهُ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ لَمْ يَزَلْ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ قَالَ فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ

১৯৭৩. মাসরুক (রাহি.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-কে বলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! কোনো এক ব্যক্তি তাদের মধ্যকার অপর এক ব্যক্তির মাধ্যমে তার হাদী (কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দেয়, এবং বলে, তুমি যখন অমুক অমুক স্থানে পৌছবে, তখন একে 'কিলাদা (কুরবানীর জন্তু হিসেবে পরিচিতিমুলক রশি) গলায় ঝুলিয়ে দেবে। এরপর যখন সে সেই স্থানে পৌছে গেলো, সে তখনও মুহরিম অবস্থা পরিত্যাগ করেনি, এমনকি লোকেরা হালাল (ইহরামমুক্ত) হয়ে গেলো। তিনি বলেন, এরপর পর্দার আড়াল হতে তার হাত দিয়ে (রশি পাকানোর মতো) শব্দ আমি শুনতে পেলাম। আর তিনি বললেন: আমি নিজ হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি কা'বার উদ্দেশ্যে হাদী পাঠিয়ে দিতেন (অথচ তিনি পরিবারের মাঝে অবস্থান করতেন)। আর কোনো লোকের জন্য তার পরিবারের সাথে যা হালাল হয়ে থাকে, তিনি এমন কোন বিষয় নিজের উপর হারাম করতেন না, যতক্ষণ লোকেরা ফিরে না আসে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৬৯৬; মুসলিম, হাজ্জ ১৩২১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৬৫৮, ৪৬৫৯, ৪৮৫২, ৪৮৫৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০০৯, ৪০১০, ৪০১১, ৪০১২, ৪০১৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مُقَلَّدَةً وَيُقِيمُ بِالْمَدِينَةِ وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ

১৯৭৪. 'আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি তাঁর হাদী (কুরবানীর পশু) কে কিলাদা পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। আর তাঁর কুরবানীর পশু যবেহ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো কিছু হতে বিরত হননি।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটিও বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের অংশবিশেষ। সেখানে এর তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭৫)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بِنَاءً يُظِلُّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

১৯৭৫. ‘আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আমরা মিনায় আপনার জন্য কি একটি ঘর বানিয়ে দেব না, যা আপনাকে ছায়া দান করবে? তিনি বললেন, না। যিনি মিনায় যে স্থানে আগে পৌঁছাবে সেটিই হবে তার অবস্থানস্থল।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। (তিরমিযীও এক হাসান ও সহীহ বলেছেন।) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫১৯ তে। ((আহমাদ ৬/২০৬-২০৭; তিরমিযী, হাজ্জ ৮৮১; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ৩০০৬, ৩০০৭; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ ৪/২৮৪ নং ২৮৯১; আবূ দাউদ, মানাসিক ২০১৯; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/১৩৯; হাকিম ১/৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮। তিনি একে মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। তবে তা মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ নয়। কারণ, বর্ণনাকারীনী মুসাইকাহ হতে মুসলিম কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ وَقُرِئَ عَلَى مَالِكٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا

১৯৭৬. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কা) প্রবেশ করেছিলেন। যখন

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরস্ত্রাণটি মাথা হতে খুললেন, তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ হলো ইবনু খাতল, সে কা'বার গিলাফ ধরে আছে। তিনি বললেনঃ "তাকে তোমরা হত্যা কর।"[1]
আব্দুল্লাহ ইবনু খালিদ বলেন: মালিকের নিকট পাঠ করা হলো: তিনি বলেন: ইবনু শিহাব যুহুরী বলেছেন যে, আর সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম ছিলেন না।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটিও বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, হাজ্জ ২৫৬; বুখারী, হাজ্জ ১৮৪৬; মুসলিম, হাজ্জ ১৩৫৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৫৩৯, ৩৫৪০, ৩৫৪১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭১৯, ৩৭২১ তে। [2] মালিকের মুয়াত্তায় পুর্বের হাদীসটি বর্ণনার পরে রয়েছে: মালিক বলেছেন, আর সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম ছিলেন না। আল্লাহই ভাল জানেন।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭৭)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ إِسْمَعِيلُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ كَانَ مَعَ أَبِيهِ

১৯৭৭. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হাজ্জ বা উমরার) ইহরাম ব্যতীতই মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কালো রংয়ের শিরস্ত্রাণ ছিল।[1] ইসমাঈল বলেন, তিনি এটি আবী যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন। আর তিনি তার পিতার সাথে ছিলেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১৩৫৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২১৪৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭২২, ৫৪২৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭৮)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا

১৯৭৮. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন তাঁর নিজের কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর গোশ্ত, চামড়া এবং জিনসমূহ সহ সবকিছু বিতরণ করে দিতে এবং তা হতে কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছুই না দিতে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৭১৬; মুসলিম, হাজ্জ ১৩১৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬৯, ২৯৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৭৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ وَفِيهِ كَبْشٌ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ

১৯৭৯. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ‘যবুউ’ (বেজী বা খাটাশ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেনঃ এটা তো শিকার মাত্র। ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে কেউ যদি একে শিকার করে, তবে এর বদলে একটি মেষ বা দুম্বা কুরবানী করতে হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২১২৭, ২১৫৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৬৪, ৩৯৬৫ এবং মাওয়ারিদুয যাম’আন ৯৭৯, ১০৬৮ তে। ((আবূ দাউদ, আত’আমাহ ৩৮০১; তিরমিযী, আত’আমাহ ১৭৯২; নাসাঈ, সাইদ ৭/২০০- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৯৪১ এর টীকা দ্র:-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮০)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ آكُلُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هُوَ صَيْدٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ تَأْكُلُهُ قَالَ أَنَا أَكْرَهُ أَكْلَهُ

১৯৮০. আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ ‘আম্মার রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘যবুউ’ (বেজী বা খাটাশ) খাওয়া সম্পর্কে যে, আমরা কি তা খাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা কি কোনো শিকারযোগ্য প্রাণী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।[1] আবূ মুহাম্মদকে বলা হলো, ‘যবউ’ খাওয়া সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, আপনি তা খাওয়া অপছন্দ করি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭১২৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৬৫ এবং মাওয়ারিদুয যাম’আন ১০৬৮ তে। এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি। এছাড়াও: তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৪/৩৭০, ৩৭১; বাইহাকী, মা’রিফাতুস সুনান নং ১৯২১৬; তিরমিযী বলেন, আমি এটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি একে সহীহ বলেছেন। বাইহাকী বলেন, এটি উত্তম (জাইয়্যেদ) হাদীস যার দ্বারা হুজ্জাত (দলীল) সাব্যস্ত হয়।’ আব্দুল হাক্ব ও একে সহীহ বলেছেন। দেখুন, মা’রিফাহ ১৪/৮৭-৮৮।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

১৯৮১. ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আব্বাস ইবনু ‘আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাজীদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটিও বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৬৩৪, আংশিক ১৭৪৩, ১৭৪৪, ১৭৪৫; মুসলিম, হাজ্জ ১৩১৫; বাইহাকী,

মা’রিফাতুস সুনান নং ১০২৪৭; শাফিঈ, আল মুসনাদ পৃ: ৩৭৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮৮৯, ৩৮৯০, ৩৮৯১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮২)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ

১৯৮২. উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮৩)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ

১৯৮৩. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা বর্ণের মধ্যে কিঞ্চিৎ কালো বর্ণ মিশ্রিত শিং ওয়ালা দুটি মেষ কুরবানী করেছেন। এ সময় তিনি বিসমিল্লাহ ও আল্লাহ আকবর বলেছেন। আমি তাঁকে নিজ হাতে সে দু’টি যবেহ করতে দেখেছি। সে সময় তিনি তাঁর পা পশু দু’টির পার্শ্বদেশে রেখেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি তার কথা শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটিও বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, হাজ্জ ১৫৫১, আযাহী ৫৫৮; মুসলিম, আযাহী ১৯৬৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮০৬, ২৮৫৯, ২৮৭৭, ২৯৭৪, ৩০৭৬, ৩১৩৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯০০, ৫৯০১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮৪)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ثُمَّ سَمَّى اللَّهَ وَكَبَّرَ وَذَبَحَ

১৯৮৪. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন দু'টি মেষ যবেহ করেন। তিনি পশু দু'টিকে কিবলামুখী করার সময় বলেনঃ ''ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল-আরদা হানীফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ও মামাতী লিল্লাহি রবিবল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা (হাযা) মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহি।''
''আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই (সূরা আনআমঃ ৭৯)। আমার নামায, আমার ইবাদত (কুরবানী), আমার জীবন, আমার মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরা আনআমঃ ১৬২-৩)। হে আল্লাহ! তোমার নিকট থেকেই প্রাপ্ত এবং তোমার জন্যই উৎসর্গিত। অতএব তা মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে কবুল করো।''এরপর তিনি আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ') ও আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ তবে, হাদীসটি শাহিদ থাকার কারণে সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও শাহিদ হাদীসসমূহ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৯২ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬০৪৭ তে। ((তিরমিযী ১৫২১, আবূ দাউদ ২৭৯৫, ২৮১০; ইবনু মাজাহ ৩১২১, আহমাদ ১৪৪২৩, ১৪৪৭৭, ১৪৬০৪ তে।– ফাওয়ায আহমেদের দারেমী নং ১৯৪৬ এর টীকা হতে। - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

১৯৮৫. উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে সে যেন তার নখ ও চুল থেকে কোনকিছুই না কাটে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ তবে, হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আযাহী ১৯৭৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯১০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৯৭ এবং মুসনাদুল হুমাইদী ২৯৫ তে। পরের হাদীসটিও দেখুন। ((আবূ দাউদ, আযাহী ২৭৯১; তিরমিযী, আযাহী ১৫২৩; নাসাঈ, সাইদ ৭/২১১-২১২; ইবনু মাজাহ, আযাহী ৩১৪৯-৩১৫০।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৯৪৭ এর টীকা দ্র:-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ شَيْئًا

১৯৮৬. (অপর সূত্রে) উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন (যিলহজ্জ মাসের) প্রথম দশক শুরু হয় এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন তার চুল ও শরীরের কোন অংশ স্পর্শ না করে (না কাটে)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮৭)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا قَالَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي

১৯৮৭. বারাআ ইবনু আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ধরণের পশু কোরবানী করা পরিহারযোগ্য সেই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাস করা হলো। তিনি বললেন, (চার প্রকারের পশু কোরবানী করলে তা যথেষ্ট হবে না:) "এক চোখ অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, খোঁড়া পশু যার পঙ্গুত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন পশু যার রোগ সুস্পষ্ট, এবং কৃশকায় দুর্বল পশু, যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, যাহাইয়া, ১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯১৯, ৫৯২০, ৫৯২২ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন ১০৪৬, ১০৪৭ তে। ((আবূ দাউদ, আযাহী ২৮০২; তিরমিযী, আযাহী ১৪৯৭; নাসাঈ, সাইদ ৭/২১৪-২১৫; ইবনু মাজাহ, আযাহী ৩১৪৪।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৯৪৯ এর টীকা দ্র:-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮৮)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ وَفِي الْأُذُنِ نَقْصٌ وَفِي الْقَرْنِ نَقْصٌ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ

১৯৮৮. উবাইদ ইবনে ফাইরূয রাহি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের পশু কোরবানী করতে নিষেধ করেছেন, আমি বারাআ ইবনু আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন: "চার প্রকারের পশু কোরবানী করলে তা যথেষ্ট হবে না। অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, খোঁড়া পশু যার পঙ্গুত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন পশু যার রোগ সুস্পষ্ট এবং কৃশকায় দুর্বল পশু যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে।" উবাইদ রাহি. বলেন, আমি দাঁত ভাঙা, ত্রুটিযুক্ত কানবিশিষ্ট ও শিং ভাঙা পশু কোরবানী করা অপছন্দ করি। বারাআ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ধরনের পশু তুমি নিজে অপছন্দ করো তা পরিহার করো, কিন্তু অন্যদের জন্য তা হারাম করো না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৮৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَقَرَةُ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ قُلْتُ الْقَرْنُ قَالَ لَا يَضُرُّكَ قَالَ قُلْتُ الْعَرَجُ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسَكَ ثُمَّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ

১৯৮৯. হুজাইয়া ইবনু আদী রাহি. বলেন, এক ব্যক্তি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করেন। লোকটি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! গরুর (ব্যাপারে আপনার মত কি)? তিনি বলেন, (গরু) সাতজনের পক্ষ হতে (কুরবানী করা যায়)। আমি বললাম, আর শিং (ভাঙা হলে)? আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আমি বললাম, আর খোঁড়া বা খঞ্জ (পশু হলে)? তিনি বললেন, যদি সেটি কুরবানীর স্থানে পৌঁছে যায় (তবে কুরবানী করে দেবে)। এরপর তিনি ('আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (কোরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে পরীক্ষা করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি এবং এর শাহিদ হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৩৩, ৬১৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯২০, ...তে। ((তিরমিযী, আযাহী ১৪৯৮; নাসাঈ, আযাহী ২/২১৭; ইবনু মাজাহ, আযাহী ৩১৪৩; হাকিম, মুসতাদরাক ১/৪৬৮, ৪/২২৪-২২৫।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/১৯৫১ এর টীকা দ্র:-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ

وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا شَرْقَاءَ فَالْمُقَابَلَةُ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا وَالْمُدَابَرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوبَةُ وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ

১৯৯০. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন (কুরবানী পশুর) চোখ ও কান ভালরূপে দেখে নেই। আর আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি যা কানা, যার কানের একদিক কাটা, যার কানের গোড়া কাটা এবং ফাঁড়া কান ওয়ালা এবং কান উৎপাটিত। আর 'মুকাবালা' হল যে পশুর (সামনের দিকে) কানের এক পাশ কাটা, 'মুদাবারা' হল যে পশুর (পিছনের দিকে) কানের এক পাশ কাটা, 'খারকা' হল যে পশুর কানে ছিদ্র আছে, 'শারকা' হল যে পশুর লম্বালম্বিভাবে কান ছেঁড়া।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে বলা হয়ে থাকে যে, আবী ইসহাক শুরাইহ ইবনু নু'মানের নিকট কিছু শোনেন নি। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَأَصَابَنِي جَذَعٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا

১৯৯১. উকবা ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মধ্যে কয়েকটি কুরবানীর পশু বন্টন করেন। তখন আমার ভাগে একটি (সাত বা ছয় মাস বয়সী) বাচ্চা পড়লো। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাগে একটি (সাত বা ছয় মাস বয়সী) বাচ্চা পড়েছে। তখন তিনি বললেন: "তুমি ওটাকে কুরবানী করে দাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটিও বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী,ওয়াকালাহ ২৩০০,; মুসলিম, আযাহী ১৯৬৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৫৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৯৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯২)

أخبرنا أبو الوليد حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها على أصحابه فقسمتها وبقي منها عتود فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به قال أبو محمد العتود الجذع من المعز

১৯৯২. (অপর সনদে) উকবা ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর উদ্দেশ্যে বন্টনের জন্য তাকে কিছু ছাগল দিয়েছিলেন। শেষে এগুলোর মধ্যে একটি 'আতুদ' অবশিষ্ট রয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এই কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন: এটিকে তুমিই কুরবানী দিয়ে দাও। [1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'আতুদ' হলো ছাগলের (ছয়-সাত মাস বয়সী) বাচ্চা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী,ওয়াকালাহ ২৩০০। এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯৩)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِكُوا فِي الْهَدْيِ

১৯৯৩. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়ার (সন্ধির) বছর সত্তরটি উট কুরবানী করেছি। একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে। তখন রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: তোমরা কুরবানীর পশুতে শরীক হও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আযাহী ১৩১৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০৩৪, ২১৫০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০০৪, ৪০০৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯৪)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

১৯৯৪. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাতজনের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, যাহাইয়া (৯); মুসলিম, হাজ্জ ১৩১৮; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পূর্বের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَوْ قَالَ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ

১৯৯৫. ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কুরবানীর) তিনদিনের পরে কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন অথবা, তিনি বলেছেন: তোমরা তিন দিনের পরে কুরবানীর গোশত খেও না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আযাহী ৫৫৭৪,; মুসলিম, আযাহী ১৯৭০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯২৩, ৫৯২৪, ৫৯২৭ তে। অতিরিক্ত সংযোজন: এছাড়াও ইবনু শাহিন, নাসিখ ওয়াল মানসূখ নং ৫২২, ৫২৩; ইবনু আবী শাইবা৪/৫৭; দেখুন, এর নিষেধাজ্ঞা ও এর খাওয়া মুবাহ হওয়ার বিষয়ে জানার জন্য আবী সাঈদ খুদরীর হাদীস যার উপর আমরা টীকা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৯৭ তে। আরও দেখুন, পরবর্তী হাদীসটি ও বাইহাকী, আল মা'রিফাহ ১৪/৫৪-৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯৬)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا قَالَ أَبُو مُحَمَّد اتَّجِرُوا اطْلُبُوا فِيهِ الْأَجْرَ

১৯৯৬. নূবায়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ “আমি তিনদিনের বেশী কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম যাতে তোমাদের (রিযিকে) প্রশস্ততা লাভ করতে পারো। কিন্তু এখন তো আল্লাহ প্রশস্ততা দান করেছেন। অতএব এখন তোমরা খাও, জমা করে রাখ এবং দান কর।”[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'ওয়াত্তাজিরূ' তথা ‘(আল্লাহর উদ্দেশ্যে দানের মাধ্যমে) ব্যবসা কর’ অর্থ: ‘এর মাধ্যমে তোমরা সাওয়াব অনুসন্ধান করো।’

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ৪/১৮৬; আহমাদ ৫/৭৬; নাসাঈ, কুবরা নং ৪৫৫৬; আবূ দাউদ, আযাহী ২৮১৩; ইবনু আব্দুল বারর, তামহীদ ৩/২১৬-২১৭; ইবনু মাজাহ, আযাহী ৩১৬০; ইবনু আবী আসিম, আল আহাদ ওয়াল মাছানী নং ১০৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ وَضَحَّى النَّاسُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ لَتَرْفُقُ بِالنَّاسِ كَانُوا يَدَّخِرُونَ مِنْ لُحُومِهَا وَوَدَكِهَا قَالَ فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوَ لَمْ تَنْهَهُمْ عَامَ أَوَّلَ عَنْ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ ذَلِكَ لِلْحَاضِرَةِ الَّتِي حَضَرَتْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لِيَنْتُوا لُحُومَهَا فِيهِمْ فَأَمَّا الْآنَ فَلْيَأْكُلُوا وَلْيَدَّخِرُوا

১৯৯৭. ‘আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক সময় (খেতে বা সঞ্চিত রাখতে) নিষেধ করেছিলেন। ‘আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ এরপর পরবর্তী বছর এলে লোকেরা কুরবানী করতে লাগলো। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এ কুরবানীর (গোশতের) ব্যাপারে লোকদের সাথে যদি একটু কোমল আচরণ করা যেতো, তবে তারা এর গোশত এর গোশত ও চর্বি দ্বারা জমা করে রাখতে পারতো। তখন রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আজকে কোন্ জিনিস তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখছে? আমি বললামঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! প্রথম বছরে কি আপনি তাদেরকে তিনদিনের বেশী কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেন নি? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অমি তো বেদুঈনদের দুরবস্হা দেখে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম,

যাতে এর গোশত তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে যায়। কিন্তু এখন তোমরা খেতে পার, আবার জমাও করে রাখতে পার।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, আযাহী ৫৪২৩,; মুসলিম, আযাহী ১৯৭১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯২৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯৮)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزَّبِيدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنًى أَصْلِحْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ فَأَصْلَحْتُ لَهُ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ

১৯৯৮. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্তদাস সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনায় থাকা অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ এ গোশত ভালভাবে সংরক্ষণ করে রাখো।” আমি তাঁর জন্য তা ভাল করে রেখে দিলাম। আমরা মদীনায় পৌছা পর্যন্ত তিনি এ গোশত খেতে থাকেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আযাহী ১৯৭৫; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৩/২১৮-২১৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৩২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ১৯৯৯)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ إِنْ كُنَّا لَنَتَزَوَّدُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ

১৯৯৯. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মক্কা হতে মদীনায় সফরে (কুরবানীর গোশত) পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করতাম। আবূ মুহাম্মদ বলেন, এর অর্থ: কুরবানীর গোশত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৯৮০, হাজ্জ ১৭১৯; মুসলিম, আযাহী ১৯৭২ (৩৬); আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৩০, ৫৯৩১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৯৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَزُبَيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَذَكَرَ لَهُ مَا فَعَلَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ لِي جَذَعَةٌ مِنْ الْمَعْزِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ فَضَحِّ بِهَا وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَجْزَأَهُ

২০০০. বারা’ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বুরদাহ ইবনু নিয়ার নামীয় সালাত আদায়ের আগেই কুরবানী করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আদায় শেষে তাঁকে ডাকলেন, অতঃপর সে যা করেছে, সে সম্পর্কে তাঁকে জানালো। তখন তিনি বললেনঃ “তোমার ছাগল কেবল গোশত (খাওয়া)’এর ছাগল হল।” তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে একটি ঘরে পোষা ছাগলের বাচ্চা রয়েছে। সেটি আমার নিকট দু’টি ছাগলের চেয়েও প্রিয়। তখন তিনি বললেনঃ “সেটাকে কুরবানী করে নাও। তবে তা তোমার পরে তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়িয হবে না।”[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, সুফিয়ান হতে মুহাম্মদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইমামের সালাত শেষ হওয়ার পরে ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় কুরবানী যবেহ করলো, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।’

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, আযাহী, ৫৫৫৬, ঈদাইন ৯৫১; মুসলিম, আযাহী ১৯৬১ (৩৬); আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৩০, ৫৯৩১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৯৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০১)

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ

২০০১. আবূ বুরদাহ ইবনু নিয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত শেষ করার আগেই এক ব্যক্তি কুরবানী করেছিলেন। তখন তিনি তাকে পুণরায় কুরবানী করার আদেশ দিলেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ

২০০২. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(ইসলামে) ‘ফারাআ’ বা ‘আতীরা’ নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, আক্বীক্বাহ ৫৪৭৩; মুসলিম, আযাহী ১৯৭৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৭৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৯০; মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১২৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ فَمَا تَرَى قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَكِيعٌ لَا أَدَعُهُ أَبَدًا

২০০৩. আবু রাযীন লাকীত ইবন আমির উকাইলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা (জাহিলী যুগে) রজব মাসে পশু যবাহ করতাম। এখন আপনি

আমাদেরকে কী আদেশ করেন? তিনি বললেনঃ “এতে কোন ক্ষতি নেই।”[1] (বর্ণনাকারী) ওকী’ বলেনঃ আমি কখনোই তা পরিত্যাগ করবো না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১০৬৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৯১ তে। আগের হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خُثَيْمٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

২০০৪. উম্মু কুরয রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকীকা সম্পর্কে বলেছেন: ছেলের জন্য দুটো ছাগল যথেষ্ট হবে আর মেয়ের জন্য একটি ছাগল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১০৬০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩১৩ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৪৯ তে। আরও দেখুন, আবী ইয়ালা, মু’জামুস শুয়ূখ নং ৪৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

২০০৫. সালমান ইবনু ‘আমির আয যব্বী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, “সন্তানের সঙ্গে ‘আক্বীক্বাহ সম্পর্কিত। তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত (অর্থাৎ ‘আক্বীক্বাহর জন্তু যবহ) কর এবং তার অশুচি (চুল, নখ ইত্যাদি) দূর করে দাও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ, যদি হাফসাহ সালমান হতে শ্রবণ করে থাকেন। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: ((বুখারী, কিতাবুল আক্বীক্বাহ, নং ৫৪৭১-৫৪৭২ - অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৪২ তে। আরও দেখুন, নাইলুল আওতার ৫/২২২-২২৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০৬)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

২০০৬. উম্মু কুরয রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকীকা সম্পর্কে বলেছেন: “ছেলের জন্য সাদৃশ্যপূর্ণ দুটো ছাগল আর মেয়ের জন্য একটি ছাগল (যথেষ্ট হবে)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বে গত হয়েছে (নং ২০০৪)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০৭)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُدَمَّى وَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فَيَقُولُ إِذَا ذُبِحَتْ الْعَقِيقَةُ تُؤْخَذُ صُوفَةٌ فَيُسْتَقْبَلُ بِهَا أَوْدَاجُ الذَّبِيحَةِ ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى إِذَا سَالَ شَبَهُ الْخَيْطِ غُسِلَ رَأْسُهُ ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَيُسَمَّى قَالَ عَبْد اللَّهِ وَلَا أُرَاهُ وَاجِبًا

২০০৭. সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘আকীকার সাথে প্রতিটি শিশু বন্ধক থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে পশু যবাহ করা হবে, আর তার মাথা মুন্ডন করা হবে এবং রক্ত (মাথায়) লাগানো হবে।’’

অতঃপর কাতাদা (রাহি.) রক্ত লাগান সম্পর্কে বলতেনঃ যখন আক্বীক্বার পশু যবেহ করা হবে, তখন তার কিছু লোম নিয়ে পশুর কর্তিত শিরার সামনে রাখতে হবে এবং তা বাচ্চার মাথার উপর রাখতে হবে, এমনকি তা রশির মতো হয়ে (তাতে রক্ত) গড়িয়ে পড়বে। তার মাথা ধুয়ে ফেলে মাথা মুন্ডন করতে হবে।[1]

আফফান বলেন, আবান এ হাদীস বর্ণনার সময় বলেন, "এবং নাম রাখতে হবে।" আব্দুল্লাহ বলেন, আমি একে ওয়াজিব মনে করি না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/১২, ১৭, ৬৬; আবূ দাউদ, আযাহী ২৮৩৭, ২৮৩৮; ইবনুল জারুদ নং ৯১০; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/৪৫৩; তিরমিযী, আযাহী ১৫২২; নাসাঈ, আক্বীক্বাহ ৭/১৬৬; ইবনু মাজাহ, যাবাইহ ৩১৬৫; তাবারাণী, আল কবীর ৭/২০১ নং ৬৮৩১,৬৮৩২; হাকিম ৪/২৩৭; বাইহাকী, যাহাইয়া ৯/২৯৯; তায়ালিসী ১/২৩১ নং ১১১৭; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৬/১৯১। কোনো কোনো হাদীসে 'রক্ত লাগাতে হবে' এর পরিবর্তে 'নাম রাখতে হবে' এসেছে। ((মুহাক্কিক্ব উভয় হাদীসের বর্ণনাসমূহ একত্রিত করে বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন)) পূর্বের আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, এ উভয় বর্ণনাই সহীহ। এটি মানসূখ বা রহিত হওয়ার বিপরীতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাই এর চেয়ে অধিক, যা বর্ণনা করেছেন, আবী ইয়ালা, আল মুসনাদ নং ৪৫২১; ইবনু হিব্বান নং ৫৩০৮; মাওয়ারিদ নং ১০৫৭, যার উভয়টি আমাদের তাহক্বীক্বকৃত। এর শব্দগুলি হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জাহিলিয়াতের যুগে যখন তারা কোনো বাচ্চার পক্ষ হতে আক্বীক্বাহ করতো, তখন এক টুকরা সুতি কাপতে আক্বীক্বার জন্তুর রক্ত মাখাতো, এরপর সেটি বাচ্চার মাথায় রাখতো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তোমরা রক্তের স্থানে জাফরান জাতীয় সুগন্ধি লাগাও।" আমরা মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬২৭২ তেও এর তাখরীজ করেছি। দেখুন, নাইল ৫/২২৫-২২৬; মুশকিলিল আছার ১/৪৫৩-৪৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

২০০৮. শাদ্দাদ ইবনু আউস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দু'টো বিষয় মুখস্ত রেখেছি। তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করাকে ফরয করেছেন। অতএব তোমরা (কোন কিছু) হত্যা করলে উত্তম পন্থায় হত্যা করবে; আর (কোনোকিছু) যবেহ করলেও উত্তম পন্থায় যবেহ করবে।

তোমাদের মধ্যে কেউ (যবেহ করলে) যেন তার ছুরিকে ভালভাবে ধারালো করে নেয় এবং যবেহ করার পশুটিকে আরাম দেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটিও সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সাইদ ১৯৫৫; ((আবূ দাউদ, আযাহী ২৮১৫; তিরমিযী, দিয়াত নং ১৪০৯; নাসাঈ, যাহাইয়া ৭/২২৭; ইবনু মাজাহ, যাবাইহ ৩১৭০-ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৯৭০ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৮৩-৫৮৮৪ তে। এছাড়াও তাবারাণী, আওসাত ২/১০৫; তার সূত্রে খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ৫/২৭৮ ও সাহমী, তারীখ জুরজান পৃ: ৩৮৬ তে। আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ৪/১৪৩ ও নাসবুর রায়াহ ৪/১৮৭-১৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০০৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ فَأَخَذَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ وَإِنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا

২০০৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, কা‘ব ইবনু মালিক -এর একটি দাসী ‘সালা’ পর্বতে তার বকরী চরাত। (একদা) তিনি এর মধ্যকার কোনো একটি বকরী মরে যাওয়ার আশংকা করলে একটি পাথর দ্বারা সেটিকে যবহ্ করল। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর নিকট উপস্থাপন করলে তিনি তাদেরকে সেটি খাওয়ার নির্দেশ দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। (হাদীসটিও সহীহ।) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৯২; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১০৭৫। ((বুখারী, যাবাইহ ৫৫০৫; মালিক, যাবাইহ ৪ ২/৪৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَعَفَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ فَقَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ قَالَ حَمَّادٌ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُتَرَدِّي

২০১০. আবূল উশারা (রহঃ) তার পিতা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কণ্ঠনালী এবং বুকের উপরিভাগ (এ আঘাত করা) ছাড়া কি যবেহ হয় না? তিনি বললেন,তুমি যদি তার উরুতেও আঘাত করতে পার তবে তা-ও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।”[1] হাম্মাদ বলেন: আমরা এটিকে কুপে পতিত পশু যবেহ’র ব্যাপারে আরোপ করি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫০৩ তে। ((আবূ দাউদ, আযাহী ২৮১৫; তিরমিযী, দিয়াত নং ১৪০৯; নাসাঈ, যাহাইয়া ৭/২২৭; ইবনু মাজাহ, যাবাইহ ৩১৭০-ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৯৭০ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) এছাড়া, ইবনু আবী শাইবা ৫/৩৯৩-৩৯৪; বুখারী, কাবীর ২/২২; তাবারাণী, কাবীর ৭/১৬৭-১৬৮ নং ৬৭১৯, ৬৭২০, ৬৭২১; ইবনু আদী, আল কামিল ১/২০৯;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا غِلْمَةٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ

২০১১. সা‘ঈদ ইবনু যুবাইর হতে বর্ণিত। তিনি বললেনঃ আমি ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে মদীনার কোনো এক রাস্তায় বের হলাম। তখন একদল তরুণ একটি মুরগী বেঁধে তার দিকে তীর ছুঁড়ছিল। ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ এ কাজ কে করেছে? তখন তারা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন: যে ব্যক্তি জীব-জন্তুর অঙ্গহানি করে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা‘নাত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাবাইহ ওয়াস সাইদ ৫৫১৫; মুসলিম, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ১৯৫৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৬৫২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬১৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১২)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَرْتُهَا

২০১২. আবূ আয়্যুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁধে রেখে পশুহত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আবূ আয়্যুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি একটি মুরগীও হয়,তবু তাকে আমি এভাবে হত্যা করব না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬০৯; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১০৭২। এবং এর শাহিদ হলো আগের হাদীসটি। আর ইবনু আব্বাসের হাদীসটি যা আমরা তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৯৭ তে, যেটি পরবর্তী হাদীস। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর এর হাদীসটিও এর শাহিদ যেটি আমরা তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭৯০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১৩)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْمُجَثَّمَةُ الْمَصْبُورَةُ

২০১৩. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুজাসসামা' (যে প্রাণীকে পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপের দ্বারা হত্যা করা হয়)করতেনিষেধকরেছেন।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'মুজাসসামা' (চাঁদমারি করা) অর্থ 'আল মাসবূরাহ' (বেঁধে তীর/পাথর দ্বারা হত্যা করা)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাবাইহ ওয়াস সাইদ ৫৫১৫; মুসলিম, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ১৯৫৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৯৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬০৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ

২০১৪. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বহু লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে, আমরা জানি না, তারা বিসমিল্লাহ পড়ে যবেহ করেছিল কিনা? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,তোমরা এর উপর আল্লাহর নাম লও এবং তা খাও আর তারা জাহিলিয়্যার যুগের খুব নিকটবর্তী ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ' ২০৫৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৪৭; আরও দেখুন, রাযী, ইলালুল হাদীস ২/১৭ নং ১৫২৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

২০১৫. রাফি' ইবনু খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক সময় একটি উট পালিয়ে গেল। দলে অশ্বের সংখ্যা ছিল খুব কম (যাতে আরোহন করে তারা উটটি ধরতে পারে)। অবশেষে একটি লোক উটটির প্রতি তীর ছুঁড়ে উটটিকে থামিয়ে দিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ সকল চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে বন্য জন্তুর মত পালিয়ে যাবার স্বভাব আছে। কাজেই যখন কোন প্রাণী তোমাদেরকে পরাভূত করবে (তোমাদের থেকে পালিয়ে যাবে), তখন তার সঙ্গে তোমরা এমন আচরণ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, শিরকাহ, ২৪৮৮, (যাবাইহ ওয়াস সাইদ ৫৪৯৮); মুসলিম, আযাহী ১৯৬৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪১৪, ৪১৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৮৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১৬)

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ وَمَا حَقُّهُ قَالَ أَنْ تَذْبَحَهُ فَتَأْكُلَهُ

২০১৬. আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি চড়ুই না-হাক্কভাবে (অযথা) হত্যা করে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রাসুলুল্লাহ! এর হাক্ব কি? তিনি বললেনঃ“(এর হাক্ব এই যে) তুমি একে যবাহ করবে অতঃপর তা খাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ((নাসাঈ, সাইদ ৭/২৩৯; আহমাদ--ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৯৭৮ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৯৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১৭)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ

২০১৭. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বাচ্চার মাতার যবেহই গর্ভস্থিত বাচ্চার যবেহ।[1] আবূ মুহাম্মদ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তা কি খাওয়া যাবে? তিনি বললেন: হাঁ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ((আবূ দাউদ, আযাহী নং ২৮২৭। --ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ১৯৭৯ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮০৮ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬১২৪ তে। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা:) হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৯২, ১২০৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৮৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১০৭৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১৮)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ

২০১৮. আবূ সা'লাবা আল খুশানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁতওয়ালা যাবতীয় হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, সাইদ ১৩ সহীহ সনদে; বুখারী, সাইদ, ৫৫৩০; মুসলিম, সাইদ ১৯৩২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৯৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৭৯ তে। এছাড়াও, বাইহাকী, আল মা'রিফাহ নং ১৯১৯৮, ১৯১৯৯, ১৯২০১; তাবারাণী, আল কাবীর ২২/২০৮-২১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০১৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ ابْنُ عَمِّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَطْفَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ وَالنُّهْبَةِ وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

২০১৯. আবূ সা'লাবা আল খুশানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপহরণ করা, চাঁদমারি করা ও লুণ্ঠন করা থেকে এবং দাঁতওয়ালা যাবতীয় হিংস্র জন্তু খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ২২/২০৯ নং ৫৫১; বাইহাকী, যাহাইয়া ৯/৩৩৪; আগের হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ

২০২০. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁতওয়ালা যাবতীয় হিংস্র জন্তুর গোশত খেতে এবং বড় নখর-বিশিষ্ট বা থাবাযুক্ত যাবতীয় পাখির গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সাইদ ১৯৩৪; ((আবূ দাউদ, আতআমাহ ৩৮০৩-৩৮০৫; নাসাঈ, সাইদ ৭/২০৬- ফাওয়ায আহমেদ, তাহক্বীক্ব দারেমী নং ১৯৮২।- অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪১৪, ২৪৯১, ২৬৯০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৮০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২১)

أَخْبَرَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ

২০২১. আবীল মালিহ রাহি. তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া বিছানা (ফারাশ) হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তিরমিযী, লিবাস ১৭৭১; আহমাদ ৫/৭৪, ৭৫; আবূ দাউদ, লিবাস ৪১৩২; নাসাঈ, ফারা'আ ওয়াল আতীরাহ ৭/১৭৬; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ১/১৬৪; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৪/২৬৪; হাকিম১/১৪৪, তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; ইবনু আবী শাইবা ১৪/২৪৯-২৫০ নং ১৮২৭০ মুরসাল হিসেবে; মুরসাল হিসেবে এটি আরও বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী ১৭৭২, এবং তিনি বলেন, এটি অধিক সহীহ। তবে এর মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হওয়াটা এর কোনো ক্ষতি করে না; কারণ, এটি নির্ভরযোগ্য রাবী হতেই মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে কিছু বাড়তি রয়েছে; আর বিশ্বস্ত রাবীর বাড়তি অংশও কবুলযোগ্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২২)

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

২০২২. (অপর সনদে) আবীল মালিহ রাহি. তার পিতা হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুরূপ বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ দাউদ, লিবাস ৪১৩২; পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْأَسْقِيَةِ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

২০২৩. আব্দুর রহমান্ ইবনু ওয়া’লা বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে (চামড়ার) মশক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কি বলবো, আমি জানিনা, তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে কোন চামড়াকে পাকা করা হলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হায়েয ৩৬৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৮৫; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৯২ তে। আর এটি সামনে ২৬১৩ নং এও বিস্তারিত আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২৪)

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِبَاغُهَا طَهُورُهَا قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

২০২৪. আব্দুর রহমান্ ইবনু ওয়া'লা বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মৃত জন্তুর চামড়া (ব্যবহার করা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "(চামড়া) পাকা করাই এর পবিত্র হওয়া।"[1] আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এটি আপনার মত কি? তিনি বললেন: হাঁ, যখন এর গোশত খাওয়া হবে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে ইবনু ইসহাক এটি 'আন আন' পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস। তাখরীজ: ইবনু আব্দুল বারর, তামহীদ ৪/১৭৪; তবে হাদীসটি সহীহ। আর সেটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। আরও দেখুন, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৯০ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২৫)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ

২০২৫. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত জন্তুর দাবাগাত (পাকা) করা চামড়া হতে উপকৃত হতে নির্দেশ দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: মালিক, সাইদ ১৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৮৬ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২৬)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

২০২৬. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর একটি বকরী মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "যদি তোমরা এর চামড়া দিয়ে

উপকৃত হতে!” তারা বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা তো মৃত। তিনি বললেন, “এ তো কেবল ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত, ১৪৯২; মুসলিম, হায়িয ৩৬৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪১৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৮৪ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৯৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي الثَّعَالِبِ إِذَا دُبِغَتْ قَالَ أَكْرَهُهَا

২০২৭. (অপর সনদে) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1] আবূ মুহাম্মদকে বলা হলো, শৃগাল (এর পাকা করা চামড়া) সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, আমি সেটি মাকরূহ মনে করি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে, হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

২০২৮. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধের দিন মহিলাদের সাথে মুত‘আহ (বিয়ে)[1] করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।[2]

[1] ((নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে মুত‘আহ বিবাহ বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ক্ষেত্র বিশেষে যেমন যুদ্ধ চলাকালীন সময় ও সফরে বৈধ ছিল। কিন্তু তখনও

সাধারণতঃ এভাবে বিবাহ বৈধ ছিল না। পরে খায়বারের যুদ্ধে এ ধরনের বিবাহকে হারাম ঘোষণা করা হয়। অতঃপর অষ্টম হিজরীতে মাক্কাহ বিজয়ের সময় মাত্র তিন দিনের জন্য তা বৈধ করা হয়েছিল। এরপর তা চিরতরে হারাম করা হয়। কিন্তু শিয়া মতাবলম্বীদের মতে মুত'আহ বিবাহ অদ্যাবধি বৈধ এবং পুণ্যের কাজ। এবং মুত'আহকারী ব্যক্তি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। (না'উযুবিল্লাহ) (সহীহ বুখারী, (বঙ্গানুবাদ: তাওহীদ পাবলিকেশন্স), ৪২১৬ নং হাদীসের টীকা হতে।– অনুবাদক)) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, নিকাহ ৪১; বুখারী, মাগাযী ৪২১৬, যাবাইহ ওয়াস সাইদ ৫৫২৩; মুসলিম, নিকাহ ১৪০৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৪০, ৪১৪৩, ৪১৪৫ তে। এটি ২২৪৩ নং এও রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০২৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُكِلَتْ الْحُمُرُ أَوْ أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ أَوْ أُكِلَتْ الْحُمُرُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ

২০২৯. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। খায়বার যুদ্ধের দিন একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (গানীমাতের) গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে কিংবা নিঃশেষ করে ফেলা হচ্ছে। এরপর লোকটি (দ্বিতীয়বার এসে) বলল, নিঃশেষ করে ফেলা হচ্ছে কিংবা গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে হুকুম দিলেন। সে লোকজনের সামনে গিয়ে ঘোষণা দিলঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কেননা, তা অপবিত্র।''[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৯৯১, সালাত ৩৭১; মুসলিম, সাইদ ১৯৪০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮২৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৭৪ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৩৪ তে। আরও দেখুন, জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস যা সামনে ২০৩৬ (অনুবাদে ২০৪২) নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩০)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

২০৩০. আসমা’ বিনতে আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে মদীনায় আমরা ঘোড়ার গোশত খেয়েছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সাইদ ৫৫১০; মুসলিম, সাইদ ১৯৪২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৭১ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩২৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩১)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

২০৩১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, মাগাযী ৪২১৯,; মুসলিম, সাইদ ১৯৪১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৮৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৬৮ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৯১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩২)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ

২০৩২. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আর লুটতরাজ ও ছিনতাইকারী যখন মূল্যবান সামগ্রী লুটতরাজ ও ছিনতাই করে এবং মু’মিনগণ সে দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, তখন সে মুমিন থাকে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, মাযালিম ২৪৭৫; মুসলিম, ঈমান ৫৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬৯৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৬ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৬৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩৩)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا فِي الْغَزْوِ إِذَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

২০৩৩. আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিনতাই-লুটতরাজ করা হতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/১৩০; ইবনু আবী শাইবা, ৭/৫৯ নং ২৩৬৯; আহমাদ ৫/৬২, ৬৩; আবূ দাউদ, জিহাদ ২৭০৩; ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ, তরজমাহ ৬৪৫; আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইমরাণ ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৬৭, ৫১৭০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১২৭০, ১৬৮০ তে। এছাড়া ছা’লাবা ইবনুল হাকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেও এর শাহিদ রয়েছে যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৬৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৬৭৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩৪)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ تَكُونُ بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَخْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا قَالَ النَّاسُ يَقُولُونَ بِالْحَاءِ وَهَذَا قَالَ بِالْخَاءِ

২০৩৪. আবী ওয়াকিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এমন এক এলাকায় বাস করি যেখানে দুর্ভিক্ষ চলছে। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য মৃত জন্তুর খাওয়া হালাল হবে কি? তিনি বললেন: "যদি তোমরা সকালে খাবার-পানিয় কিছুই না পাও, সন্ধ্যায়ও খাবার-পানিয় কিছু না পাও, আবার কোনো শাক-সবজিও তোলার মতো না পাও, তবে কেবল তোমার এমন অবস্থাতেই (মৃত জীব খাওয়ার অনুমতি রয়েছে)।"[1] তিনি বলেন, লোকেরা এটিকে 'حَ' দ্বারা উচ্চারণ করে থাকে, কিন্তু আসলে এটি হবে 'خَ' দ্বারা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। তাখরীজ: আহমাদ ৫/২১৮; তাবারাণী, কাবীর ৩/২৫১ নং ৩৩১৫, ৩৩১৬; বাইহাকী, যাহাইয়া ৯/৩৫৬; তবে কয়েকটি শাহিদ একে শক্তিশালী করে। আমরা মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৯১৮ তে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩৫)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقْحَةً فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا فَحَلَبْتُهَا فَجَهَدْتُ فِي حَلْبِهَا فَقَالَ دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ

২০৩৫. যিরার ইবনু আযওয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একটি গর্ভবতী (উট বা ছাগল) হাদীয়া দেওয়া হলো। তখন তিনি আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি যেন এর দুগ্ধ দোহন করি। ফলে আমি সেটির দুগ্ধ দোহন করলাম এবং একে দোহন করতে গিয়ে বেশ কষ্টে পড়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন: "দুধের উদ্দেশ্য ছাড়ো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: তাখরীজ আমরা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৮৩ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৯৯৯ তে। এছাড়াও, ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ, তরজমাহ ৪৭০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ

২০৩৬. আব্দুর রহমান্ ইবনু উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাঙহত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৪৯৯; আবূ দাউদ, তিব্ব ৩৮৭১; ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ, তরজমাহ ৬৩৬; হাকিম ৪/৪১১; নাসাঈ, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ৭/২১০; হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা বজায় রেখেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ

২০৩৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন: পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি এবং সুরাদ পাখি (সাদা পেট, সবুজ পিঠ, বড় মাথা ও লম্বা ঠোঁটবিশিষ্ট এক প্রকার শিকারী পাখি)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, নং ৮৪১৫; আহমাদ ১/৩৩২; আবূ দাউদ, আদাব ৫২৬৭; ইবনু মাজাহ, সাইদ ৩২২৪। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬৪৬ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১০৭৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ

২০৩৮. উম্মু শারীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটি জাতীয় প্রাণী হত্যা করতে নির্দেশ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ এবং এটি বুখারী

ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, বাদউল খালক ৩৩০৭; মুসলিম, সালাম ২২৩৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬৩৪ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৫৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৩৯)

حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ

২০৩৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুজাসসামা’ (যে প্রাণীকে পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপের দ্বারা হত্যা করা হয়) খেতে এবং ‘জাল্লালাহ’ (নাপাকী দ্রব্য আহারকারী)-এর দুধপান করতে এবং মশকের মুখ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাখরীজ: আমরা দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৯৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৩৬৩ তে। ((আবূ দাউদ, আত’আমাহ ৩৭৮৬; তিরমিযী, আত’আমাহ ১৮২৬; নাসাঈ, যাহাইয়া ৭/২৪০।– ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর হা/২০০১ এর টীকা হতে- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪০)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ

২০৪০. আদী ইবনু হাতীম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি কুকুরের দ্বারা প্রাপ্ত শিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেনঃ যে শিকারকে কুকুর তোমার জন্য ধরে রাখে সেটি খাও। কেননা, কুকুরের শিকার করা যবেহর হুকুম রাখে। তবে তুমি যদি তোমার কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুর পাও এবং তুমি আশঙ্কা কর যে, অন্য কুকুরটিও তোমার

কুকুরের শিকার ধরেছে এবং হত্যা করেছে, তাহলে তা খেও না। কারণ, তুমি তো কেবল নিজের কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলেছ। অন্যের কুকুরের জন্য তা বলনি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । এটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, উযূ ১৭৫ অংশবিশেষ; মুসলিম, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ১৯২৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৮০, ৫৮৮১ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

২০৪১. আদী ইবনু হাতীম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি ‘মে’রায’ (পালকবিহীন তীরের ভোতা ফলক) দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম।’ এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

২০৪২. ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালে যেটি পশু রক্ষার জন্যও নয় কিংবা শিকারের জন্যও নয়; তার ‘আমল থেকে প্রত্যেহ দু’ কীরাত পরিমাণ কমে যাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । এটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাবাইহ ওয়াস সাইদ নং ৫৪৮০.৫৪৮১, ৫৪৮২; মুসলিম, মুসাক্বাত ১৫৭৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪১৮, ৫৪৪১, ৫৫৩৮, ৫৫৫২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬৫৩ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৪৫, ৬৪৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪৩)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالُوا أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ

২০৪৩. সুফিয়ান ইবনে আবূ যুহাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তার এক সঙ্গীর নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ “যে ব্যক্তি কুকুর পোষে এবং তা তার কৃষিক্ষেত বা পশুপাল পাহারায় প্রয়োজন হয় না, তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পায়।” সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি এটি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, এই মসজিদের প্রতিপালকের শপথ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । এটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, ইসতি’যান ১২; আহমাদ ৫/১১৯, ১২০; ইবনু আবী শাইবা, ৫/৪০৯, রদ্দু আলা আবী হানীফাহ ১৪/২০৮ নং ১৮১১০; ইবনু মাজাহ, সাইদ ৩২০৬; ইবনু আবী আসীম, আল আহাদ ওয়াল মাছানী নং ১৫৯৮; তাবারাণী, আল কাবীর ৭/৭৪ নং ৬৪১৪; বুখারী, হারছু ওয়াল মাযারা’আহ ২৩২৩, বাদাউল খালক ৩৩২৫; মুসলিম, মাসাকাহ ১৫৭৬; নাসাঈ, সাইদওয়ায যাবাইহ ৭/১৮৭, ১৮৮; ইবনুল কানি’ মু’জামুস সাহাবাহ তরজমাহ ৩৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪৪)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالِي وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ

২০৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন, অতঃপর বলেনঃ লোকেদের কুকুরের কী প্রয়োজন? এরপর তিনি তাদের কৃষিক্ষেত ও বাগান পাহারায় নিয়োজিত কুকুর পোষার অনুমতি দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । তাখরীজ: আহমাদ ৪/৮৬; আবী দাউদ, তাহারাত ৭৪; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২৭৮১; মুসলিম, তাহারাত ২৮০, মাসাকাহ ১৫৮৩; ইবনু মাজাহ, সাইদ ৩২০১; ইবনু আবী শাইবা ৫/৪০৫-৪০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪৫)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

২০৪৫. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। এটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: মালিক, ইসতি'যান ১৪; বুখারী, বাদাউল খালক ৩৩২৩; মুসলিম, মাসাকাহ ১৫৭০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৬৩০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪৬)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا وَلَكِنْ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الْبَهِيمُ الْأَسْوَدُ كُلُّهُ

২০৪৬. আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কুকুর যদি (আল্লাহর সৃষ্ট) জাতিসমূহের এক জাতি না হত তবে আমি এর সবগুলোকে হত্যা করতে নির্দেশ দিতাম। তবে, সকল ঘোর কালো কুকুরগুলিকে তোমরা হত্যা করবে।"সাঈদ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঘোর' তথা সকল কালোগুলিকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । তাখরীজ: মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৮৯৪ তে আমাদের টীকাটি দেখুন। আর আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬৫০, ৫৬৫৫, ৫৬৫৬, ৫৬৫৭, ৫৬৫৯ তে। বিগত ২০৪৯ নং হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪৭)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ

২০৪৭. আদী ইবনু হাতিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তীরের ফলার আঘাতে প্রাপ্ত শিকারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেনঃ "তীরের ধারালো অংশের দ্বারা যেটি নিহত হয়েছে সেটি খাও। আর ফলকের ভোঁতা অংশের আঘাতে যেটি নিহত হয়েছে সেটি 'ওয়াকীয' (অর্থাৎ থেতলে যাওয়া মৃতের মধ্যে গণ্য)। সুতরাং তুমি তা খাবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । এটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাবাইহ ওয়াস সাইদ নং ৫৪৭৫; মুসলিম, মুসাক্বাত ১৯২৯। আর এটি ২০৪৫, ২০৪৬ (অনুবাদে ২০৩৯, ২০৪০) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ

২০৪৮. ইবনু আবূ আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা (তাঁর সঙ্গে) ফড়িংও খেয়েছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । এটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত

বর্ণনা। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৩৫৩, ৩৮০; বুখারী, যাবাইহ ওয়াস সাইদ নং ৫৪৯৫; মুসলিম, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ১৯৫২; তিরমিযী, আত'আমাহ ১৮২২, ১৮২৩; আবী দাউদ, আত'আমাহ ৩৮১২; নাসাঈ, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ৭/২১০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৫৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৩০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৪৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

২০৪৯. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে প্রশ্ন করলো। সে বললো: আমরা সমুদ্রে যাতায়াত করি, আমাদের সাথে সামান্য পরিমানে (খাওয়ার) পানি থাকে। ফলে আমরা যদি তা দিয়ে ওযু করি, তবে পিপাসায় কাতর হয়ে যাবো। এমতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা ওযু করতে পারবো? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "এর পানি তো পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণীও হালাল।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি ৭৫৫, ৭৫৬ (অনুবাদে ৭৫১, ৭৫২) নং এ গত হয়েছে। ((আবু দাউদ ৮৩; হাকিম ১/১৪০; ইবনু মাজাহ ৩৮৬; তিরমিযী ৬৯; আমরা এর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৪৩; মাওয়ারিদুয যামআন নং ১১৯ এ। এছাড়া এটি বর্ণিত হয়েছে: বাইহাকী, আল মা'রেফাহ নং ৪৭৩; দারুকুতনী ১/৩৬ নং ১৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৮১; খতীব, তারীখে বাগদাদ ৭/১৩৯; হাকিম ১/১৪০-১৪২। আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ১/৯-১২; নাইলুল আওতার ১/১৭-২১; দিরায়াহ ১/৫৩-৫৪ এবং ৭৫১ নং হাদীসের টীকাটিও।– আমরা ৭৫৬ (অনুবাদে ৭৫২) নং এর টীকাটি এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হলো।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫০)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ مِائَةٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ وَقَدْ قَذَفَ دَابَّةً

فَأَكَلْنَا مِنْهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا فَوَضَعَهُ ثُمَّ حَمَلَ أَطْوَلَ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ عَلَى أَعْظَمِ بَعِيرٍ فِي الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ هَذَا مَعْنَاهُ

২০৫০. জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা ছিলাম তিনশত জন। এক সময় (আমাদের খাদ্য নিঃশেষ হওয়ায়) আমরা ক্ষুধায় কাতর হলাম। আমরা এভাবে সাগরে পৌঁছে গেলাম। সেখানে সাগর (এর ঢেউ) একটা মাছ পাড়ে নিক্ষেপ করলো। আমরা তা আহার করলাম এবং আমাদের দেহগুলি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেলো। তারপর আবূ উবায়দাহ (রাঃ) সে মাছের পাঁজর হতে দু'টো কাঁটা নিয়ে দাঁড় করালেন। দলের সবচেয়ে লম্বা লোকটি দলের সবচেয়ে বড় উটটিকে তার পাঁজরের নীচ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেল (কিন্তু উটের দেহ সে দু'টো কাঁটা স্পর্শ করল না)। এটি এর অর্থ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । এটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, শিরকাহ নং ২৪৮৩; মুসলিম, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ১৯৩৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৮৬, ১৯২০, ১৯৫৪, ১৯৫৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৫৯, ৫২৬০, ৫২৬১, ৫২৬২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৭৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا فَأَخَذْتُهَا وَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخِذَيْهَا شَكَّ شُعْبَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهَا

২০৫১. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'মাররুয্ যাহরান'-এ একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম। তখন লোকেরাও এর পেছনে ছুটল এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এরপর আমি সেটিকে ধরে ফেললাম এবং আবূ ত্বলহার নিকট নিয়ে এলাম। তিনি এটিকে যবহ্ করলেন এবং তার পিছনের অংশ -কিংবা শু'বার সন্দেহ- দু' রান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, হিবাহ ২৫৭২, যাবাইহ ওয়াস সাইদ নং ৫৪৮৯, ৫৫৫৩; মুসলিম, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ১৯৫৩; তায়ালিসী ১/৩৪২ নং ১৭৪৩;

তিরমিযী, আতআমাহ ১৭৯০; আহমাদ ৩/১১৮, ১৭১, ২৩২, ২৯১; ইবনু মাজাহ, সাইদ ৩২৪৩; নাসাঈ, সাইদ ৭/১৯৭; আবূ দাউদ, আত'ইমাহ ৩৭৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقُهُمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ غَنَمَ أَهْلِي فَاصْطَدْتُ هَذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهَا فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ قَالَ نَعَمْ

২০৫২. মুহাম্মদ ইবনু সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি দুটি খরগোশকে ঝুলিয়ে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আমার পরিবারের ছাগলের নিকট যাওয়ার সময় এ খরগোশ দু'টি শিকার করি, অতঃপর সে দু'টি কে যবেহ করার মতো ছুরি জাতীয় কোনো কিছু না পাওয়ায় আমি সে দু'টিকে পাতলা সাদা পাথর দ্বারা যবাহ করি। আমি কি এ দু'টি খাবো? তখন তিনি বললেন: "হাঁ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৮৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১০৬৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ

২০৫৩. ইবনু 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'যব্ব' খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃযব্ব আমি খাই না, তবে একে হারামও বলি না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । এটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাবাইহ ওয়াস সাইদ নং ৫৫৩৬; মুসলিম, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ১৯৪৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৬৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৫৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫৪)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ فَقَالَ أُمَّةٌ مُسِخَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

২০৫৪. বারা’আ ইবনু আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছাবিত ইবনু ওয়াদিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ‘যব্ব’ পেশ করা হলে তিনি বললেন: “(পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলীদের মধ্যকার) আকৃতি পরিবর্তিত একটি জাতি। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তবে সাহাবীর নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, ‘ছাবিত ইবনু ইয়াযীদ- ইবনুল কানি’ তে ‘যাইদ’ লিখা হয়েছে। কেউ বলেন, ছাবিত ইবনু ওয়াদিয়াহ। আবার বলা হয়: তাঁর পিতার নাম ইয়াযীদ এবং মাতার নাম ওয়াদিয়াহ’। তাখরীজ: আহমাদ ৪/২২০; ইবনু আবী শাইবা ৮/২৬৭ নং ৩৪৯৬; বুখারী, তারীখুল কাবীর ২/১৭১; নাসাঈ, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ৭/,১৯৯, ২০০; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ৪/১৯৮; ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ, তরজমাহ ১৩১; আবূ দাউদ, আত’আমাহ ৩৭৯৫; ইবনু মাজাহ, সাইদ ৩২৩৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَّ مَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ قُلْنَ هَذَا الضَّبُّ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَتُحَرِّمُ

الضَّبَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُرَاهُ لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِي

২০৫৫. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যাঁকে ‘সাইফুল্লাহ্’ বলা হতো তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মাইমূনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। মাইমূনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ও ইবনু ‘আব্বাসের খালা ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে একটি ভুনা যবব দেখতে পেলেন, যা নজদ থেকে তাঁর (মাইমূনাহর) বোন হুফাইদা বিন্ত হারিস নিয়ে এসে ছিলেন। মাইমূনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যববটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে হাজির করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোন খাদ্যের নাম ও তার বর্ণনা বলে না দেয়া পর্যন্ত তিনি খুব কমই তার প্রতি হাত বাড়াতেন।

তিনি যব্বের দিকে হাত বাড়ালে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে একজন বললঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে যা পেশ করছ সে সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত কর। তারা বললঃ (হে আল্লাহর রাসূল!) ওটা যবব।–এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত উঠিয়ে নিলেন। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যব্ব খাওয়া কি হারাম করছেন? তিনি (রাবী) বলেন-আমার মনে হয়- তিনি বললেনঃ “না। কিন্তু যেহেতু এটি আমাদের এলাকায় নেই, তাই এটি খাওয়া আমি পছন্দ করি না।” খালিদ বলেনঃ আমি সেটি টেনে নিয়ে খেতে থাকলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু আমাকে নিষেধ করলেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। এটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, আতআমাহ নং ৫৩৯১; মুসলিম, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ১৯৪৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৬৩, ৫২৬৭; মাইমুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসটির উপর আমাদের টীকা ও এর শাহিদ হাদীসসমূহ দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬১৪৬, ৬১৪৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحْسَبُهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

২০৫৬. আবূ ওয়াকীদ লায়ছী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যখন আগমন করলেন, সেইসময়ে সেখানকার লোকেরা (জীবন্ত) উটের কুজ ও মেষের পেছনের গোশত পিন্ড কেটে খেত। তিনি বললেন: কোন জীবন্ত পশুর কর্তিত অংশ মৃত বলে গণ্য।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৪৫০। ((আবূ দাউদ, আযাহি ২৮৫৮; তিরমিযী, সাইদ ১৪৮০; আহমাদ ৫/৩১৮; হাকিম ৪/১২৪, ২৩৯।- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ২০১৮ এর টীকা হতে।–অনুবাদক।)) এছাড়াও এটি বর্ণনা করেছেন, তাবারাণী, কাবীর ৩/২৪৮ নং ৩৩০৪; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/৪৯৬; বাইহাকী, তাহারাত ১/৩২; সাইদ ওয়ায যাবাইহ ৯/২৪৫; আরও দেখুন, নাসবুর রায়াহ ৪/৩১৭; তালখীসুল হাবীর ১/২৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১১/২০৩; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৭/২১৯-২২০; রাযী, ইলালুল হাদীস ১৪৭৯; মুসনা্নাফ আব্দুর রাযযাক নং ৮৬১১-৮৬১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫৭)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

২০৫৭. ‘উমার ইবনু আবূ সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেনঃ “বিসমিল্লাহ বলো এবং তোমার সামনের ভাগ থেকে খাও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, সিফাতিন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩২; বুখারী, আত’ইমাহ নং ৫৩৭৬; মুসলিম, আশরিবাহ ২০২২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২১১, ৫২১২; মাওয়ারিদুয যাম’আন ১৩৩৮, ১৩৩৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৮০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ

فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ لَكَفَاكُمْ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

২০৫৮. আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের সাতজনের একটি দলের সাথে বসে খাদ্য খাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন আ'রাবী (বেদুঈন) এসে দু' দু' লুকমা করে খেতে আরম্ভ করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন: "যদি সে (খাওয়ার সময়) 'বিসমিল্লাহ' বলতো, তবে তা-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতো। তাই যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি খাওয়া শুরু করে, তখন সে যেন বিসমিল্লাহ বলে। আর যদি সে (খাওয়ার শুরুতে) 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তবে সে যেন বলে- 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' (এর শুরু ও শেষ আল্লাহ তা'আলার নামে)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২১৪; মাওয়ারিদুয যাম'আন ১৩৪১ তে। ((আবূ দাউদ, আতইমাহ ৩৭৬৭; তিরমিযী, আতইমাহ ১৮৫৮।– ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী নং ২০২০ এর টীকা হতে।– অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৫৯)

أَخْبَرَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

২০৫৯. (অপর সনদে) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে এ হাদীস বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬০)

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَسِيرَةٌ قَالَ قَالَ أَبِي لِأُمِّي لَوْ صَنَعْتِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَصَنَعَتْ ثَرِيدَةً وَقَالَ بِيَدِهِ يُقْلِلُ فَانْطَلَقَ أَبِي فَدَعَاهُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهَا ثُمَّ قَالَ خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ فَأَخَذُوا مِنْ نَوَاحِيهَا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا لَهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي رِزْقِهِمْ

২০৬০. আব্দুল্লাহ ইবন বুসর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যিনি সামান্য সময়ই (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর) সোহবত (সংস্পর্শ) লাভ করেছিলেন। তিনি বলেনঃ আমার পিতা আমার মাতাকে বললেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এর জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করতে, (তবে কতই না উত্তম হতো)। ফলে তিনি 'ছারিদ' নামক খাদ্য প্রস্তুত করলেন। তিনি (রাবী) হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন যে, তা ছিল খুবই সামান্য পরিমাণ। এরপর আমার পিতা গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসলেন।
এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম খাবারের উঁচু স্থানে হাত রেখে বললেন: "বিসমিল্লাহ বলে গ্রহণ করো।" তখন তারা (পরিবারের লোকেরা) এর বিভিন্ন পাশ থেকে খেতে থাকলেন। এরপর যখন তারা খাওয়া শেষ করলেন, তখন তিনি তাদের জন্য দু'আ করলেন: "আল্লাহুম্মাগফির লাহুম, ওয়ারহামহুম, ওয়া বারিক লাহুম ফী রিযকিহিম। (অর্থ: ইয়া আল্লাহ! তুমি তাদের রিযিকে বরকত দাও, তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি রহম কর।)"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উত্তম। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০৪২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৯৭,, ৫২৯৮, ৫২৯৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْ رَبِّنَا

২০৬১. আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছু খেতেন কিংবা পান করতেন, তখন তিনি বলতেনঃ "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছিরান ত্বয়্যিবান মুবারাকান ফীহি গইরা মাকফুরীন, ওয়ালা মুয়াদ্দাঈন, ওয়ালা মুসতাগনান আন রব্বিনা।" (অর্থ: পবিত্র বারাকাতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আমাদের রব, এথেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতে পারব না, বিদায় নিতে পারব না এবং এ থেকে বেপরওয়া হতেও পারব না।)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমকে ‘মিথ্যাবাদী’ আখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আত’ইমাহ নং ৫৪৫৮, ৫৪৫৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২১৭ তে। এছাড়াও, বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৬০৩৮; আবূশ শাইখ, আখলাকুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃ: ২২০; তিরমিযী, শামাইল নং ১১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬২)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

২০৬২. সিনান ইবনু সান্না’র পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কৃতজ্ঞ খাদ্য গ্রহণকারী ব্যক্তি ধৈর্য্যশীল রোযাদারের মতো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ও তার পূত্র আব্দুল্লাহ’র মুসনাদ ও যাওয়াইদ, ৪/৩৪৩; মিযযী, তাহযীবুল কামাল ১২/১৫৩; ইবনু মাজাহ, সিয়াম ১৭২৫, এ সনদটি সহীহ; বূসীরী তার মিসবাহুজ যুজাজাহ ২/৪২ এ বলেন, এ সনদটি সহীহ, রাবীগণ বিশস্ত; ইবনু মাজাহ সিনান এটি একাকী বর্ণনা করেছেন।… আর্ এর শাহিদ রয়েছে আবী হুরাইরা হতে যা বর্ণনা করেছেন ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, হাকিম ও তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বুখারী এর অংশবিশেষ তা’লীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৬৫৮২ নং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩১৫; মাওয়ারিদুয যাম’আন ৯৫২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬৩)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ

২০৬৩. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ খাদ্য খায়, তখন সে যেনো তার আঙ্গুলসমূহ তিনবার চেটে খায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারাণী, আউসাত নং

৩৬২০; সগীর ১/১৬৫; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৮/৪৬৩; মাজমাউল বাহরাইন নং ৪০৪০; হাইছামী মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২৮ এ বলেন: এটি তাবারাণী, আউসাতে বর্ণনা করেছেন এর রাবীগণ বিশ্বস্ত। আর এটি মুসলিমে, আবূ দাউদে তাঁর আমল হিসেবে বর্ণিত আছে। তিনি যখন খাদ্য খেতেন তখন আঙ্গুল সমূহ চেটে খেতেন। তিনি বলেছেন, আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়াতেই বরকত।; মুসলিম, আশরিবাহ ২০৩৪; পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬৪)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ أَوْ يُلْعِقَهَا

২০৬৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ খাদ্য খায়, তখন তার আঙ্গুলসমূহ তিনবার চেটে না খাওয়া কিংবা না চাটানো পর্যন্ত সে যেনো তার হাত না মুছে ফেলে করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, আতইমাহ নং ৫৪৫৬; মুসলিম, আশরিবাহ ২০৩১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫০৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৫২; আল গিলানিয়া ৯৫৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৯৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬৫)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ هُوَ مُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ طَعَامًا فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ

২০৬৫. উম্মু আসিম (রাহি.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্ত দাস নুবায়শাহ একদিন আমাদের কাছে এলেন। আমরা এ সময় খাবার খাচ্ছিলাম। ফলে আমরা তাকে আমাদের সাথে খেতে ডাকলে তিনি আমাদের সাথে খেলেন। এরপর তিনি তখন আমাদের বর্ণনা করলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কেউ যদি গামলায় বা

পাত্রে কিছু আহার করে এরপর তা চেটে খায় তবে এই গামলা বা পাত্র তার জন্য ‘ইস্তিগফার’ (ক্ষমা প্রার্থনা) করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদে উম্মু আসিম রয়েছে যার সম্পর্কে কেউ জারাহ ও তা’দীল করেননি (কেউ প্রশংসাও করেননি, কেউ দোষ-ত্রুটিও বর্ণনা করেননি)। ফলে তা ইবনু হিব্বানের শর্তানুযায়ী। ((তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গারীব, আলবানী (তাহক্বীক্ব, যঈফুল জামি’ ৫/১৭৭) এবং ড. বাশশার আউয়াদ মা’রুফ (**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইবনু মাজাহ নং ৩২৭১) যঈফ বলেছেন।– অনুবাদক)) তাখরীজ: আহমাদ ৫/৭৬; ইবনু মাজাহ, আতইমাহ ৩২৭১, ৩২৭২; ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৭/১/৩৪; তিরমিযী, আতইমাহ ১৮০৫; ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ, তরজমাহ ১১৪৩; দাওলাবী, আল কুন্নী ২/১৬৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১১/৩১৬ নং ২৮৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬৬)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ عَنْهَا التُّرَابَ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ وَلْيَأْكُلْهَا

২০৬৬. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কারো খাবারের গ্রাস পড়ে যায়, তখন সে যেনো তা থেকে ময়লা-মাটি মুছে ফেলে এবং বিসমিল্লাহ বলে তা খেয়ে নেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০৩৪; আহমাদ ৩/১০০, ১৭৭, ২৯০; তিরমিযী, আতইমাহ ১৮০৪; আবূ দাউদ, আতইমাহ ৩৮৪৫; বাইহাকী, সিদাক্ব ৭/২৭৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৪৯, ৫২৫২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬৭)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ يَتَغَدَّى فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ مَا بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ أَكَلَهَا فَجَعَلَ أُولَئِكَ الدَّهَاقِينُ يَتَغَامَزُونَ بِهِ فَقَالُوا لَهُ مَا تَرَى مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَعَاجِمُ يَقُولُونَ انْظُرُوا إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ وَإِلَى مَا يَصْنَعُ بِهَذِهِ اللُّقْمَةِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَدَعُ مَا سَمِعْتُ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الْأَعَاجِمِ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِنَا لُقْمَةٌ أَنْ يُمِيطَ مَا بِهَا مِنْ الْأَذَى وَأَنْ يَأْكُلَهَا

২০৬৭. মা‘কিল ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা তিনি সকালের খাবার খাচ্ছলেন। হঠাৎ তার একটি গ্রাস নিচে পড়ে গেলো। তিনি তা তুলে নিয়ে তার ময়লা দূর করে আহার করেন। তিনি বলেন- এতে অনারব ব্যবসায়ীরা চোখ টিপাটিপি করতে লাগলো। তারা তাকে বললো, আপনি কি দেখছেন না, এ সকল অনারবরা কী বলছে? তারা বলছে: তার সামনে (অনেক) খাবার অথচ তিনি এ পতিত লুকমাটি নিয়ে কী করছেন, .দেখ! তিনি বলেন, এসব অনারবের কথায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে শ্রুত কথা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আমাদের মধ্যে কারো খাবারের গ্রাস পড়ে গেলে তাকে নির্দেশ দেয়া হতো যে, সে যেন তা তুলে নিয়ে তার ময়লা দূর করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। হাসান মা’কিল ইবনু ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শোনেননি। তবে তার থেকে মারফু’ হিসেবে সহীহ যা পরবর্তী হাদীসটি এর শাহিদ বা সাক্ষ্য প্রদানকারী। ((তবে একে আলবানী (যঈফ ইবনু মাজাহ, ৭০৭) এবং এবং ড. বাশশার আউয়াদ মা’রুফ (**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইবনু মাজাহ নং ৩২৭৮) যঈফ বলেছেন।– অনুবাদক)) তাখরীজ: ইবনু মাজাহ, আতইমাহ ৩২৭৮; তাবারাণী, আল কাবীর ২০/২০০-২০১ নং ৪৫০-৪৫৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

২০৬৮. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ খাদ্য খায়, তখন সে যেনো তার ডান হাত দিয়ে খায় এবং ডান হাত দিয়ে পান করে। কেননা, শয়তান বাম হাত দিয়ে খায় ও বাম হাত দিয়ে পান করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, সিফাতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬; মুসলিম, আশরিবাহ ২০২০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৫৬৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২২৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৪৮ তে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৬৯)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

২০৬৯. (অপর সনদে) ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০২০; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২৮৩৬। এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسْرَ بْنَ رَاعِي الْعِيرِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ قَالَ فَمَا وَصَلَتْ يَمِينُهُ إِلَى فِيهِ

২০৭০. ইয়াস ইবনু সালামাহ’র পিতা (সালামা ইবন আকওয়া রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উটের রাখাল বুসরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বাম হাতে আহার করতে দেখেন। তখন তিনি বলেনঃ “তুমি তোমার ডান হাতে আহার কর।” সে বললো, আমি পারবো না । তিনি বললেনঃ “তুমি যেন না-ই পার।” তিনি (সালামা রাঃ) বলেনঃ সে আর তার ডান হাত মুখের কাছে তুলতে পারেনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০২১; ((আহমাদ ৪/৪৬)); আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫১২, ৬৫১৩ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা, ৮/২৯৩ নং ৪৪৯৭; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৬/৪৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا

২০৭১. কা’ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম তিন আঙ্গূলে আহার করতেন এবং এবং হাত চেটে না খাওয়া পর্যন্ত তা মুছে ফেলতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০৩২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৫১ তে। এছাড়া, আবীশ শাইখ, আখলাকুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃ: ১৯৫; আরও দেখুন, ফাতহুল বারী ৯/৫৭৭-৫৭৯; আগের টীকাটি এবং গিলানিয়্যাত নং ৯৫৫, ৯৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭২)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ الْمَدَنِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَوْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ شَكَّ هِشَامٌ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا وَأَشَارَ هِشَامٌ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ

২০৭২. কা’ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম তিন আঙ্গুলে আহার করতেন এবং আহার শেষে আঙ্গুলগুলো চেটে খেতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। পূর্ণ তাখরীজের জন্য।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ صَدَقَةٌ

২০৭৩. আবী শুরাইহ আল খুযাঈ' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান দেখায় তার প্রাপ্যের বিষয়ে। একদিন একরাত ভালভাবে মেহমানদারী করা আর তিন দিন হলো সাধারণ মেহমানদারী, আর তার পরবর্তী (দিনগুলি) হল সাদাক্বাহ স্বরূপ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু ইসহাক রয়েছেন যিনি এটি আন আন পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন, যিনি মুদাল্লিস। তবে হাদীসটি (সহীহ) বুখারী ও মুসিলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, আদাব নং ৬০১৯; মুসলিম, ঈমান ৪৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২১৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৮৭; ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৮৫, ৫৮৬ তে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭৪)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ

২০৭৪. আবী শুরাইহ আল খুযাঈ' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান দেখায়। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ঈমান ৪৮; এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭৫)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْجُودِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرَهُ حَتَّى يَأْخُذَ لَهُ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ

২০৭৫. মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব আবূ কারীমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কারো নিকট মেহমান হিসাবে যায় এবং সে সকাল পর্যন্ত মাহরুম থাকে, এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার সাহায্য করা। এমন কি সেই মেহমান, সে রাতের জন্য মেহমানীর হক সে কাওমের ফসল এবং মাল হতে নেওয়ার হকদার হয়ে যায়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৪/১৩১, ১৩৩; আবূ দাউদ, আতইমাহ ৩৭৫১; হাকিম ৪/১৩২; ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৬৭৭; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৪/৩৯, ৪০; দারুকুতনী ৪/২৮৭ সহীহ সনদে; বাইহাকী, যাহাইয়া ৯/৩৩২ সহীহ সনদে; এর শাহিদ হাদীস রয়েছে বুখারী মুসলিমে উক্ববাহ ইবনু আমির হতে বুখারী, মাযালিম ২৪৬১; মুসলিম লুক্বতাহ ১৭২৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً

২০৭৬. উবাইদ ইবনু হুনায়ন (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে পুরোপুরি ডুবিয়ে দেবে। অতঃপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ থাকে আর অপর ডানায় থাকে রোগের প্রতিষেধক।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বাদায়ুল খালক নং ৩৩২০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৮৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৪৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭৭)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً قَالَ أَبُو مُحَمَّد قَالَ غَيْرُ حَمَّادٍ ثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ مَكَانَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَوْمٌ يَقُولُونَ عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ أَصَحُّ

২০৭৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ থাকে আর অপর ডানায় থাকে রোগের প্রতিষেধক।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। ছুমামাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আবী হুরাইরার সাক্ষাত লাভ করেননি। তাখরীজ: আহমাদ ২/৬৩, ৩৫৫, ৩৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

২০৭৮. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মু’মিন এক পেটে খায়, আর কাফির সাত পেটে খায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আবী ইয়ালা মাউসিলী, মুসনাদ, নং ২০৭০; বুখারী, আতইমাহ ৫৩৯৪; মুসলিম, আশরিবাহ ২০৬১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাউসিলী, মুসনাদে এবং পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৭৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২০৭৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আতইমাহ ৫৩৯৫; মুসলিম, আশরিবাহ ২০৬০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৫২, ৫৬৩৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৩৮; ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮০)

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২০৮০. আবী সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০৬৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮১)

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

২০৮১. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মু’মিন এক পেটে খায়, আর কাফির সাত পেটে খায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: বুখারী, আতইমাহ ৫৩৯৬, ৫৩৯৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫৮৪, ২০৬৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮২)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً

২০৮২. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “একজনের খাবার দু’জনের জন্য যথেষ্ট হবে, দু’জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০৫৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৯০২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৩৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮৩)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

২০৮৩. উমার ইবনু আবী সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন: “বিসমিল্লাহ বলে তোমার সামনের ভাগ থেকে খাও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি ২০৬২ (অনূবাদে ২০৫৫) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮৪)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَفْنَةٍ أَوْ قَالَ قَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ كُلُوا مِنْ حَافَاتِهَا أَوْ قَالَ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا

২০৮৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক বাটি বা এক গামলা ছারীদে পেশ করা হলে তিনি বললেন: "এর এক কিনারা থেকে খাও।" অথবা, তিনি বলেছেন: "এর এক পাশ থেকে খাও এবং এর মধ্যস্থল হতে খেও না। কেননা, বরকত এর মধ্যস্থলেই নাযিল হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৪৫; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৪৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৩৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِثَرِيدٍ أَمَرَتْ بِهِ فَغُطِّيَ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ وَتَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ

২০৮৫. আসমা বিনতে আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, (একদা) তিনি ছারীদ আনতে নির্দেশ দিলে তা আনা হলো। তখন এর উত্তপ্ত অবস্থা ও ধোঁয়া দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত তা ঢেকে রাখা হলো। আর তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: "এটিই বরকতের জন্য মহত্তম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২০৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو سُفْيَانَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ أَوْ مِنْ عَشَاءٍ شَكَّ طَلْحَةُ قَالَ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ فَقَالَ أَمَا مِنْ أُدْمٍ قَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ فَقَالَ هَاتُوهُ فَنِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ قَالَ جَابِرٌ فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَمَا زِلْتُ أُحِبُّهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ

২০৮৬. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে নিজ গৃহে গেলেন। তিনি বললেনঃ "সকালে খাবার কিছু আছে কি?" অথবা, (বর্ণনাকারী) তালহার সন্দেহ, তিনি বলেছেন, "রাতের খাবার।" তিনি বললেন, এরপরে এক টুকরা রুটি তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেনঃ "কোন তরকারি আছে কি?" তারা বললেন, না । তবে সামান্য কিছু সিরকা আছে । তিনি বললেন: "তা নিয়ে এসো। সিরকা তো উত্তম তরকারি।" জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা শ্রবণ করার পর আমি সিরকা পসন্দ করতে থাকি। তালহা (র) বলেনঃ আমিও জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট একথা শ্রবণ করার পর থেকে সিরকা পসন্দ করতে লাগলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০৫২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৯৮২, ২২০১, ২২১১, ২২১৮; এছাড়া, তায়ালিসী ১/৩৩০ নং ১৬৬৮। আর পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮৭)

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ أَوْ نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ

২০৮৭. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "সিরকা তো উত্তম তরকারি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০৫১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৪৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهُ

২০৮৮. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে শুরুয়া ঝোল পেশ করা হলো যার মধ্যে লাউ বা কদু ও গোশতের টুকরা ছিল। আর আমি দেখলাম তিনি খুঁজে খুঁজে লাউ বা কদু খাচ্ছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, নিকাহ ৫১; বুখারী, বুয়ূ ২০৯২; মুসলিম, আশরিবাহ ২০৪১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫৩৯, ৫২৯৩ তে। এছাড়াও, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ শাফিঈ, আল গিলানিয়্যাত ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৮৯)

أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ وَأَجْعَلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

২০৮৯. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ বা কদু পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, তাঁর নিকট তা উপস্থিত করা হলো। আমি তা নিয়ে তাঁর সামনে পেশ করলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির অংশবিশেষ। আরো দেখুন, সহীহ মুসলিম ২০৪১ (১৪৫)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯০)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَطَاءٍ وَلَيْسَ بِابْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَائْتَدِمُوا بِهِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

২০৯০. আবী উসাইদ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা যাইতুনের তেল খাও; কেননা, এটি বরকতময়। আর তা দিয়ে তরকারী রান্না কর এবং তা শরীরে মালিশ কর। কেননা এটি একটি কল্যানময় গাছের তেল।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৪৯৭; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৬৭০২; তাবারাণী, কাবীর নং ১৯/২৭০ নং ৫৯৭; বুখারী, কাবীর নং ৬/৬; উকাইলী, যু'আফা ৩/৪০২; তিরমিযী, আতইমাহ ১৮৫৩, শামাইল নং ১৫৯; দাওলাবী, আল কুন্নী ১/১৫; হাকিম ২/৩৯৭-৩৯৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৮৭0। তিরমিযী একে গারীব বলেছেন। হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। ... এর শাহিদ হাদীস রয়েছে তিরমিযী ১৮৫২; ইবনু মাজাহ ৩৩১৯ যঈফ সনদে; আব্দুর রাযযাক ও বাযযার, বাহরুয যুখখার ১/৩৯৭ নং ২৭৫ যঈফ সনদে। এর আরো শাহিদ রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইবনু মাজাহ ৩৩২০ যঈফ সনদে, যেটি হাকিম বণনা করে সহীহ বললেও যাহাবী তা সমর্থন করেননি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯১)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ

২০৯১. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি এ গাছ থেকে খায়", তথা রসূন খায়, "সে যেন অবশ্যই মসজিদে না আসে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, আযান ৮৫৩; মুসলিম, মাসাজিদ ৫৬১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৮৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯২)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ بِهِ كَرِهَهُ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوهُ فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي قَالَ أَبُو مُحَمَّد إِذَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ

২০৯২. উম্মু আইউব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট উপস্থিত হলে আমরা তাঁর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলাম এবং তাতে এরকম কিছু শাক-সবজিও ছিল। যখন আমরা তা তাঁর নিকট নিয়ে গেলাম, তখন তিনি তা অপছন্দ করলেন। আর তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা খাও। কেননা, আমি তোমাদের কারো মতো নই। আমার আশংকা, হয়তো আমি আমার সাথীকে (জিবরীল) কষ্ট দিয়ে ফেলব।"[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, যদি কারো কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার না থাকে, তবে এটা খাওয়াতে কোনো দোষ নেই।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ২/৫১১; ইবনু মাজাহ, আতইমাহ নং ৩৩৬৪; তিরমিযী, আতইমাহ ১৮১১; সহীহ ইবনু খুযাইমা, ১৬৭১; তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। দেখুন, ফাতহুল বারী ২/ ৩৪২ যেখানে এর শাহিদ হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া দেখুন, আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২০১৬-২০২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقُدِّمَ طَعَامُهُ فَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ

২০৯৩. যাহদাম আল জারমী (রাহি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট ছিলাম, এ সময় তার নিকট খাবার উপস্থিত করা হলো, যাতে মুরগীর গোশতও ছিল। তথায় তাইমুল্লাহ গোত্রের লাল বর্ণের এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল, সে খাবারের নিকটবর্তী হলো না। তখন আবূ মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটি খেতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ফারযুল খুমুস ৩১৩৩ বেশিরভাগ অংশ; মুসলিম, ঈমান ১৬৪৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২২২, ৫২৫৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৮৩, ৭৮৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَاجَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ

২০৯৪. যাহদাম আল জারমী (রাহি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট মুরগীর (গোশতের) আলোচনা করলেন। তখন তিনি (আবূ মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটি খেতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصْحَبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

২০৯৫. ওয়ালিদ ইবনুল কাইস অথবা, আবীল হাইছাম, আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “মু’মিন ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো বন্ধু বা সাথী হয়ো না। আর মুত্তাক্বী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো লোক যেন তোমার খাদ্য না খায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর প্রথম সনদটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৬০, ৫২৫৫ ও টীকাসহ মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২০৪৯, ২০৫০, ২৫২২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ

২০৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনু জা’ফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শসা বা কাকড় ও পাকা সতেজ খেজুর (একত্রে) খেতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আতইমাহ ৫৪৪০, ৫৪৪৯; মুসলিম, আশরিবাহ ২০৪৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭৯৮ ও ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৫০ তে। এছাড়াও, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ শাফিঈ, আল গিলানিয়্যাত ৯৭৬, ৯৭৭ ; তায়ালিসী ১/৩৩০ নং ১৬৬৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُ التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ

২০৯৭. জাবালাহ ইবনু সুহাইম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। তখন একবার আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হই, তখন ইবনু যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে খেজুর খেতে দিতেন এবং ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদের নিকট দিয়ে যেতেন এবং বলতেন, তোমরা এক সাথে দু’টো করে (খেজুর) খেয়ো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত এক সাথে দু’টো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মাযালিম ২৪৫৫; মুসলিম, আশরিবাহ ২০৪৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৩৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

২০৯৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যে ঘরে খেজুর নেই, সে ঘরের লোকেরা অভুক্ত- কিংবা ক্ষুধার্ত রয়েছে।” দু’ই বার বা তিনবার (একথা বলেছেন)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০৪৬ (১৫৩)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২০৬ তে। এছাড়াও, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ শাফিঈ, আল গিলানিয়্যাত ৯৯৫; আবূ দাউদ, আতইমাহ ৩৮৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২০৯৯)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ

২০৯৯. আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যে গৃহবাসীদের নিকট খেজুর থাকে, সেই ঘরের লোকেরা ক্ষুধার্ত হয় না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০৪৬। পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرٌ فَأَخَذَ يُهَدِّيهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ تَمْرًا مُقْعِيًا مِنَ الْجُوعِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يُهَدِّيهِ يَعْنِي يُهْدِي هَاهُنَا وَهَاهُنَا

২১০০. আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খেজুর হাদিয়া পাঠিয়ে দেয়া হলো। তখন তিনি প্রেরিত হাদিয়া গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ক্ষুধার কারণে (দুর্বল হওয়ায়) জানুদ্বয় উপরে তুলে (হেলে) বসে খেজুর খেতে দেখেছি।[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, يُهَدِّيهِ (তাকে প্রেরিত) অর্থাৎ তিনি তাকে (আনাসকে) এখানে এখানে পাঠান।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০৪৪। তিরমিযী, শামাইল নং ১৪৪; আবূ দাউদ, আতইমাহ ৩৭৭১; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৬৭৪৪; ইবনু আবী শাইবা ৮/২০৭ নং ৪৫৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০১)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

২১০১. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের হাতে (গোশত ইত্যাদি) খাবারের তেল-চর্বির গন্ধ নিয়ে (রাতে) ঘুমিয়ে পড়লো এবং তাতে তার কোন প্রকার ক্ষতি হলে, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫২১ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৫৪ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ফাতিমাতুয যুহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যার তাখরীজ দিয়েছি আমরা মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَرَأَى عَلَيْهِ وَضَرًا مِنْ صُفْرَةٍ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

২১০২. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর গায়ে হলুদ রংয়ের চিহ্ন লেগে থাকতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?" তিনি বললেন, আমি বিবাহ করেছি। তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: "একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২০৪৯; মুসলিম, নিকাহ ১৪২৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩২০৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৬০, ৪০৯৬ তে। এছাড়াও, ইবনুস সুন্নী, আমলুল

ইয়াম ওয়াল লাইলাহ নং ৬০১; আবূ নুয়াইম, দালাইলুল নুবুওয়াত ৬/ ১৮০; যিকরু আখবারু আসবাহান ১/১৬২; তাবারাণী, আল কাবীর ৭/২৬ নং ৫৪০৩, ৫৪০৪, ৫৪০৬, ৫৪০৭; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ২/১৭৮, ১৭৯, ১৮০;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০৩)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ أَعْوَرَ قَالَ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ أَيْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَحَصَبَ الرَّسُولَ وَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ

২১০৩. আব্দুল্লাহ ইবনু উছমান ছাকাফী হতে বর্ণিত, বনূ ছাকীফের জনৈক কানা ব্যক্তি, যাকে তার সদাচারের জন্য মা'রুফ বলা হতো, যদি তার নাম যুহায়র ইবন উছমান না হয়, তবে আমি জানি না তার সঠিক নাম কি! তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "বিবাহের প্রথম দিনে ওলীমার ব্যবস্থা করা জরুরী, দ্বিতীয় দিনে উত্তম এবং তৃতীয় দিনে করলে তা নাম প্রচার ও লোক দেখানো (-এর উদ্দেশ্যে করা বলে বিবেচিত হবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু উছমান আছ ছাকাফী নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যার সম্পর্কে ইমাম বুখারী তাঁর 'আল কাবীর ৫/১৪৬ ও আবী হাতিম তার জারাহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে কোনো প্রশংসা বা সমালোচনা কোনোটিই করেননি। ফলে হাদীসটি ইবনু হিব্বানের শর্তানুযায়ী (সহীহ)। তাখরীজ: আবূ দাউদ , আতইমাহ ৩৭৪৫; বাইহাকী, সিদাক্ব ৭/২৬০; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৬৫৯৬; ইবনু আবী আছিম, আল আহাদ ওয়াল মাছানী নং ১৫৯৪; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৪/১৪৬; বুখারী, 'আল কাবীর ৩/৪২৫, ৪/৪২৫; আহমাদ ৫/৪৮; তাবারাণী, আল কাবীর ৫/৩১৪ ; ইবনুল কানি', মুজামুস সাহাবাহ, তারজমাহ ২৭৪; ইবনু আদী, কামিল ৩/১০৭৮ এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বুখারী বলেছেন: এর সনদ সহীহ নয়, আর তার-তথা যুহাইর ইবনু উছমান পরিচয়ও জানা যায় না, আর তিনি সাহাবী ছিলেন বলেও জানা যায় না।' এরপর ইবনু আদী বলেছেন, তার সাহাবী হওয়াটা সহীহ নয়।' আরও দেখুন, সুনানে বাইহাকী, তালখীসুল হাবীর ৩/১৯৫; ফাতহুল বারী ৯/২৪২-২৪৩; মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬২১৮, ৬২৬২। এছাড়া এটি মুরসাল হিসেবে হাসান হতে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাযযাক নং ১৯৬৬০; ইবনু আবী শাইবা ১৪/১১১ নং ১৭৭৬৩ ও ১৭৮৪৩ এটি মুরসাল হিসেবে সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

২১০৪. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাদ্য হলো সেই ওয়ালীমার খাদ্য, যাতে কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদেরকে পরিত্যাগ করা হয়। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে অবাধ্যতা করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫১৭৭; মুসলিম, নিকাহ ১৪৩২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৯১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩০৪, ৫৩০৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২০৪, ১২০৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ قَدْ صَنَعَ طَعَامًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَدَعَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ قَالَ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ لَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ فَأَكَلَا مِنْ طَعَامِهِ

২১০৫. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একজন লোক খাবার প্রস্তুত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করে বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! চলুন।’- বলে লোকটি হাত দিয়ে তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, “সে ও (আমার সাথে যাবে)।” (জবাব না পেয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন দ্বিতীয় বার সে তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে তাঁর (আয়েশা রাঃ) এর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। (জবাব না পেয়ে) এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয় বার সে তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাত দিয়ে তাঁর (আয়েশা) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন: “সে ও।” তখন সে বললো, হাঁ। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লোকটির সাথে গেলেন এবং তাঁরা উভয়ে তার খাবার হতে খেলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/১২৩; মুসলিম, আশরিবাহ ২০৩৭; নাসাঈ, তালাক ৬/১৫৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৩৫৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩০১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ قَالَ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنِي فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ فَأَذِنَ لَهُ

২১০৬. আবূ মাস‘ঊদ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার গোত্রের আবূ শু‘আয়ব নামক জনৈক ব্যক্তির এক কসাই গোলাম ছিল। সে তাকে বলল, আমার জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত কর, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাওয়াত করতে চাই। পাঁচজনের মধ্যে তিনি হবেন একজন। তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাওয়াত করল। তিনি ছিলেন পাঁচজনের অন্যতম। তখন এক ব্যক্তি তাদের পিছে পিছে আসতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “তুমি তো আমাকে আমাদের পাঁচজনের পঞ্চম ব্যক্তি হিসাবে দাওয়াত দিয়েছ। এ লোকটা আমাদের পিছে চলে এসেছে। তুমি ইচ্ছে করলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর ইচ্ছে করলে বাদও দিতে পার।” সে বলল, আমি বরং তাকে অনুমতি দিচ্ছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আতইমাহ ৫৪৩৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩০০, ৫৩০২ তে। এছাড়াও, দাওলাবী, আল কুন্নী ১/৩৮; বাইহাকী, সিদাক্ব ৭/২৬৫; আল মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ১৪৪৪৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০৭)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

২১০৭. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "নারীদের উপর 'আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা তেমনই, যেমন 'সারীদ'-'র মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলুস সাহাবাহ ৩৭৭০; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৪৪৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৬৭০, ৩৬৭১, ৩৬৭২, ৩৬৭৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭১১৩ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১২/১৩১; তিরমিযী, শামাইল নং ১৭৬; আবু নুয়াইম, যিকরু আখবারুল আসবাহান ১/২১৫, ২৪৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০৮)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ زَوَّجَنِي أَبِي فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ فَدَعَا رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَنْ دَعَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَشْهَى وَأَمْرَأُ

২১০৮. আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারিস ইবনু নাউফাল বলেন, উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শাসনামলে আমার পিতা আমাকে বিবাহ দিলেন। সে সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

একদল সাহাবীকে দাওয়াত দিলেন, যাদের মধ্যে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। আর তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা গোশত এক এক কামড় করে খাও। কেননা, তা (এভাবে খাওয়াটা) অধিক মজাদার ও অধিক সুস্বাস্থ্যকর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং নং ৫৭৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১০৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ حَدَّثَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا

২১০৯. আবূ জুহাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি হেলান দিয়ে বসে খাবার খাই না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আতইমাহ ৫৩৯৮, ৫৩৯৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮৮৪, ৮৮৮, ৮৮৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৪০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯১৫ তে। এছাড়াও, তিরমিযী, শামাইল নং ১২৪, ১২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৫৯৬৯; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৭/২৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১০)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثَمَرَتِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ الْوِلْدَانِ

২১১০. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন (মওসুমের) প্রথম দিকের ফল নিয়ে আসা হতো, তখন তিনি বলতেন: "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা, ওয়া ফী ছামারাতিনা, ওয়া ফী মুদ্দিনা ওয়া ফী সা'ঈনা

বারাকাতুন মা’আ বারাকাতিন।” (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শহরগুলিতে, আমাদের মুদ্দে, আমাদের সা’-এ (তথা ওযনে) বেশি বেশি বরকত দান করুন।) এরপর তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত বালকদের সর্বকনিষ্ঠ বালককে সেটি দিয়ে দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১৩৭৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭৪৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১১)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِالطَّعَامِ فَلْيُجْلِسْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ

২১১১. আবী হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কারো খাদিম খাবার নিয়ে হাযির হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত। সে সাথে না বসতে চাইলে (দু’ এক লোকমা) খাবার তাকে দেয়া উচিত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ইতক্ব ২৫৫৭; মুসলিম, ঈমান ১৬৬৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩২০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭১১৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১০১ তে। পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১২)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ وَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ

২১১২. আবী হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন: “তোমাদের কারো খাদিম খাবার নিয়ে হাযির হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত। তাকে সাথে না বসালেও দু’ এক লোকমা কিংবা দু’ এক গ্রাস তাকে দেয়া উচিত। কেননা, সে এর জন্য তাপ ও ধোয়া সহ্য করেছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১৩)

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ

২১১৩. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি দ্রব্য ও মধূ পছন্দ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর সুরাতুত তাফসীর ৪৯১২; মুসলিম, তালাক্ব ১৪৭৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৭৪১, ৪৮৯২, ৪৮৯৬, ৪৯৫৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১৪)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبِرَازِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَوَضَّأُ قَالَ فَقَالَ أُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

২১১৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা হতে বের হয়ে এলে তাঁর সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো। তাঁকে বলা হলো, আপনি কি ওযু করবেন না? তখন তিনি বললেন: "আমি কি সালাত আদায় করছি যে, আমি ওযু করবো?"[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, তিনি হলেন, বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনুল হুওয়াইরিস।
[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হায়েয ৩৭৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২০৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৮৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

২১১৫. (অপর সনদে) ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১৬)

قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادِهِ

২১১৬. (অপর সনদে) ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে ইবনু জুরাইজ এটি ‘আন আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১৭)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ

২১১৭. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় থাকতেন, তখন তিনি খাওয়া বা ঘুমানোর ইচ্ছা করলে ওযু করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, গুসল ২৮৬; মুসলিম, হায়েয ৩০৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫২২. ৪৫৯৫, ৪৭৮২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২১৭, ১২১৮ তে। বিগত ৭৮৪ নং হাদীসটি গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَتِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا

২১১৮. আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আমার প্রিয়তম বন্ধু (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ওয়াসীয়াত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ “তুমি ঝোলের তরকারী রান্না করলে (বেশি ঝোলের উদ্দেশ্যে) তাতে পানি বেশী দিও এবং তোমার প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রেখে তাদেরকে তা থেকে কয়েক অঞ্জলী হলেও পৌঁছিও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, বিরর ওয়াল সুলহ ২৬২৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৩, ৫১৪; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২০৪২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৩৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১১৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِأَقْدَامِكُمْ

২১১৯. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন খাবার পেশ করা হয়, তখন তোমরা তোমাদের জুতা-সেণ্ডেল খুলে রাখবে, কেননা, এটাই তোমাদের পদযুগলের জন্য অধিক আরামদায়ক।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’টি ত্রুটি বিদ্যমান। এক. মূসা ইবনু মুহাম্মদ মুনকারুল হাদীস। এবং দু’ই. মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম আবূ হুরাইরা (হবে আনাস) হতে কিছু শোনেননি। তাখরীজ: তাবারাণী, আল আওসাত নং ৩২২৬- মাজমাউল বাহরাইন নং ৪০৩৭; হাকিম ৪/১১৯। হাকিম বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ যদিও তারা এটি বর্ণনা করেননি।’ তার কথাকে খণ্ডন করে যাহাবী বলেন, ‘আমি বলছি: আমার মতে এটি মাওযু’ বা জাল। এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর মূসাকে দারুকুতনী পরিত্যাগ করেছেন।’

মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪১৮৮ ও মু'জামুশ শুয়ূখ নং ৩০২; বাযযার, কাশফুল আসতার নং ২৮৬৭। এ সনদে দাউদ ইবনু যাবারক্বান রয়েছে, সে মাতরুক, একাধিক মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২০)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ

২১২০. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা 'রহমান'-এর ইবাদত কর, সালামের প্রসার কর এবং খাদ্য দান করো, (এবং এসব আমলের দ্বারা) জান্নাতে প্রবেশ কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ, টীকা ও শাহিদ হাদীসসমূহ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৯; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৬০ ও মুসনাদুল মাউসিলী ১১/১০৮ নং ৬২৩৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২১)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِذَا دُعِيتُمْ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَفِي غَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ

২১২১. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও, যখন তোমাদের আহবান করা হয়।" তিনি (রাবী) বলেন, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিবাহের দাওয়াতে এবং বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য দাওয়াতেও শরীক হতেন; এমনকিও তিনি রোযা অবস্থায় থাকলেও দাওয়াতে আসতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫১৭৩; মুসলিম, নিকাহ ১৪২৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ

দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৯৪ তে। এছাড়াও, তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৪/১৪৭; বাইহাকী, সিদাক্ব ৭/২৬১; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৩১৪; ইবনু আব্দুল বারর, তামহীদ ১/২৭৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২২)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا

২১২২. মাইমুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, ঘি-এর মধ্যে ইদুর পড়ে গেলে করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ওটা এবং ওর চারপাশের ঘি ফেলে দিয়ে তা খেতে পার।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বিগত ৭৬৫ নং এ হাদীসটি গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِ

২১২৩. তাঁর সূত্রে ইবনু উয়াইনাহও বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২৪)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ

২১২৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, ঘি-এর মধ্যে ইদুর পড়ে মরে গেলে করণীয় কী- এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "ওটা এবং ওর চারপাশের ঘি নিয়ে ফেলে দাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। এটি ৭৬৫ নং এ গত হয়েছে। দেখুন, আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২৫)

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد إِذَا كَانَ ذَائِبًا أُهْرِيقَ

২১২৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মাইমুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, গলিত বা তরল ঘি হলে তা পুরোটাই ফেলে দিতে হবে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعْدٍ الْخَيْرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ فَلْيَتَخَلَّلْ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْهُ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ

২১২৬. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করে, সে যেন (দাঁত) খেলাল করে। আর খেলালের মাধ্যমে যা বের হয়, সে যেন তা ফেলে দেয়। আর যা জিহবার দ্বারা বের হয়, সে যেন তা খেয়ে ফেলে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ৬৮৯ নং এ হাদীসটি গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২৭)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ

২১২৭. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি‘রাজের রাতে ‘ঈলইয়া’[1] নামক শহরে তাঁর সম্মুখে দুধ ও শরাবের দু’টি পেয়ালা পেশ করা হল। তখন তিনি এ দু’টির দিকে তাকালেন এবং তিনি দুধের পেয়ালাটি নিলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! সেই আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি আপনাকে ‘ফিতরাত’ (তথা স্বভাব ধর্ম ইসলাম) এর দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আপনি যদি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মাতগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।[2]

[1] ঈলইয়া: এটি বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি শহর। আর এটি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক ঈলইয়া বাসীদের সাথে কৃত চুক্তির ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আম্বিয়া ৩৩৯৪; মুসলিম, ঈমান ১৬৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১, ৫২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِي اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا قَالَ فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا الْآيَةَ

২১২৮. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ তালহার বাড়িতে লোকজনকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। এমন সময় মদ হারামের আয়াত নাযিল হলো। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে ঘোষণা দিতে আদেশ করলেন। তখন আবূ তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং দেখ তো বিষয়টি কী। তখন আমি বাইরে গেলাম এবং বললাম, বিষয়টি হলো, একজন ঘোষণাকারী এ মর্মে ঘোষণা দিচ্ছে যে, সাবধান! শরাব এখন হতে হারাম করে দেয়া হয়েছে। তখন আবূ তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সমস্ত শরাব ঢেলে দাও। তিনি (আনাস রাঃ) বলেন, সে দিন মাদ্বীনার অলিগলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। তিনি আরও বলেন, সে সময় লোকেরা ফাযীখ শরাব ব্যবহার করতেন। তখন কেউ কেউ বলল, একদল লোক নিহত হয়েছে, অথচ তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হলঃ ‘‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ হবে না’’- (আল-মা-য়িদাহ: ৯৩)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মাযালিম ২৪৬৪; মুসলিম, আশরিবাহ ১৯৮০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩০০৮, ৩০৪২, ৩৩৬১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৪৫, ৫৩৫২, ৫৩৬১, ৫৩৬২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৪৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১২৯)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا

২১২৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে, অত:পর তা হতে তাওবা করবে না, আখিরাতে তার জন্য তা হারাম করা হবে, ফলে সে তা থেকে পান করতে পারবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: মালিক, আশরিবাহ ১১ সহীহ সনদে; বুখারী, আশরিবাহ ৫৫৭৫; মুসলিম, আশরিবাহ ২০০৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৩০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ فَإِذَا هُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقُلْتُ خِصَالٌ بَلَغَتْنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَلَمَّا أَنْ سَمِعَهُ الْفَتَى يَذْكُرُ الْخَمْرَ اخْتَلَجَ يَدَهُ مِنْ يَدِ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ وَلَّى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২১৩০. আবদুল্লাহ্ ইবন দায়লামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি তাঁর তায়েফস্থিত ওহাত নামক বাগানে ছিলেন। তিনি কুরায়শের এক যুবকের মাজা ধরে ছিলেন। লোকদের ধারনা ছিল যে, ঐ যুবক মদ পান করতো। আমি বললাম, আমার নিকট আপনার বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি এক ঢোক শরাব পান করবে, চল্লিশ দিন তার সালাত কবুল হবে না।" সে যুবকটি মদের আলোচনা শোনামাত্র আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাত থেকে তার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে চলে গেল। তখন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ! আমি যা বলিনি, আমার উপর তা আরোপ করা কারো জন্য হালাল করি না। নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি এক ঢোক শরাব পান করবে, চল্লিশ দিন তার সালাত কবুল হবে না। অত:পর যদি সে তাওবা করে, তবে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া-তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন।" আমার মনে নাই, তিনি এভাবে তৃতীয় বারে নাকি চতুর্থবারে বলেছেন, "তাহলে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া-তায়ালা নিশ্চিতরুপে তাকে কিয়ামতের দিন 'রদগতিল খাবাল' (দোযখীদের পুঁজ) পান করাবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ, যদি রবীয়াহ ইবনু ইয়াযিদ আব্দুল্লাহ ইবনু দাইলামী হতে শ্রবণ করে থাকেন। মিযযী বলেন, এদের উভয়ের মাঝে আবূ ইদরীস আল খাওলানী রয়েছে।' তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৫৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৭৮ তে।

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

২১৩১. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন এমন দস্তরখানে না বসে, যেখানে মদ পান করা হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৯২৫ তে। এছাড়া, তাবারাণী, আল আওসাত নং ৬৯২, ১৭১৫, ২৫৩১; খতীব, তারিখ বাগদাদ ১/৪৪৪ নং ৩২০; সাহমী, তারিখ জুরজান পৃ: ১৯১-১৯২। আর এ হাদীসের শাহিদ রয়েছে কয়েকটি: উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫১ তে। সেখানে আমরা এর শাহিদ সমূহ উল্লেখ করেছি। ফাতহুল বারী ৯/২৫০ তে হাফিজ (ইবনু হাজার) একে নাসাঈ'র দিকে সম্বন্ধিত করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ জাইয়্যেদ' বা উত্তম। এটি রয়েছে (নাসাঈ'র) কুবরা নং ৬৭৪১; আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ৩/১৯৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৩২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

২১৩২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ব্যভিচারিনীর সন্তান, উপকার করে খোঁটাদানকারী, (পিতা-মাতার) অবাধ্য সন্তান এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৮৩ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৮২ তে। পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৩৩)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

২১৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "(পিতা-মাতার) অবাধ্য সন্তান, উপকার করে খোঁটাদানকারী এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদও উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৮৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৮৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৩৪)

أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّهَا دَوَاءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَيْسَتْ دَوَاءً وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

২১৩৪. ওয়াইল (ইবনু হুজর) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সুওয়াইদ ইবনু তারিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মদ (দ্বারা চিকিৎসা করা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। তখন তিনি বললেন, এটি তো রোগ থেকে আরোগ্যদানকারী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এটি তো আরোগ্যদানকারী নয়-ই, বরং তা নিজেই একটি রোগ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ১৯৮৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩৮৯, ১৩৯০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৭৭ তে। দেখুন, মানহাতুল মা'বূদ নং ১৭২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৩৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ

২১৩৫. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "মদ এ দু'টি গাছ হতে তৈরী হয়: খেজুর ও আঙ্গুর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ১৯৮৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০০২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৪৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৩৬)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ

২১৩৬. 'আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'বিত'আ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেনঃ সর্বপ্রকার নেশা জাতীয় পানীয় হারাম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: মালিক, আশরিবাহ ৯; বুখারী, আশরিবাহ ৫৫৮৫; মুসলিম, আশরিবাহ ২০০১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৬০, ৪৫২৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৪৫, ৫৩৭১, ৫৩৭২, ৫৩৯৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৮৩ তে। আরও দেখুন, মানহাতুল মা'বূদ নং ১৭২৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৩৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

২১৩৭. বুরদাহ ইবনু আবী মূসা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও মুয়ায ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে ইয়ামানে পাঠালেন। তখন

বললেন: “তোমরা পান করবে, তবে কোনো নেশা উদ্রেককারী দ্রব্য পান করবে না। কেননা, প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী দ্রব্যই হারাম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ৩০৩৮, মাগাযী ৪৩৪৩; মুসলিম, আশরিবাহ ১৭৩৩, জিহাদ ১৩৭৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২৩৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৭৩, ৫৩৭৬, ৫৩৭৭ তে। আরও দেখুন, মানহাতুল মা’বূদ নং ১৭২৪, ১৭২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৩৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

২১৩৮. সা’দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যার অধিক পরিমাণ (ব্যবহারে) নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণ (ব্যবহার) থেকেও আমি আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, নং ৩৮১৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯৪, ৬৯৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৭০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৩৮৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৩৯)

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ قَالَ زَيْدٌ يَعْنِي الْإِسْلَامَ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ كَفْيَ الْخَمْرِ فَقِيلَ فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا

২১৩৯. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “সর্বপ্রথম যা উল্টে দেয়া হবে,- যাইদ বলেন, অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে

(যে বিষয়টি উল্টে দেয়া হবে)- যেভাবে পাত্র কে উল্টে দেয়া হয়- তা হলো মদ। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেটি কিভাবে হবে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন? তিনি বললেন: "তার নামকে অন্য নামে পরিবর্তন করে একে হালাল মনে করা হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৭৩১ তে। আরও দেখুন, হাকিম, মুসতাদরাক ৪/১৪৭; বাইহাকী, শারবু ৮/১৯৪-২৯৫; ইবনু আবী শাইবা, নং ৩৮২৮ এ সনদে জাহালত (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী) রয়েছে। আরও দেখুন, ফাতহুল বারী ১০/৫২; ইবনু আদী, আল কামিল ৬/২০৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪০)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبُو وَهْبٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ ثُمَّ مُلْكٌ وَرَحْمَةٌ ثُمَّ مُلْكٌ أَعْفَرُ ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبَرُوتٌ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الْخَمْرُ وَالْحَرِيرُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْأَعْفَرُ شِبْهُ التُّرَابِ لَيْسَ فِيهِ طَمَعٌ

২১৪০. উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সর্বপ্রথম তোমাদের বিচার-শাসন ব্যবস্থা হবে নবুয়তী এবং (তা) রহমত স্বরূপ; এরপর আসবে রাজতন্ত্র এবং (তাও) রহমত স্বরূপ; এরপর আবার রাজতন্ত্র আর তা অত্যধিক ধুলিযুক্ত (মলিন); এরপর আবার রাজতন্ত্র এবং (তাতে) জবরদস্তি থাকবে-সে সময় মদ ও রেশমকে হালাল মনে করা হবে।"আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'অত্যধিক ধুলি' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা সেই মাটি বা ধুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ- যাতে কোনো কল্যাণ নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। মাকহুল আবী ছা'লাবাহ'র সাক্ষাত লাভ করেননি। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮৭৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪১)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا طُعْمَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَيَانٍ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصْ الْخَنَازِيرَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد إِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ بَيَانٍ

২১৪১. উরওয়াহ ইবনু মুগীরাহ ইবনু শু'বা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করল, সে যেন শুকুর যবেহ করে অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করে দিল।"[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, সে (রাবী 'আমর ইবনু বায়ান মূলত:) ছিলো উমার ইবনু বায়ান।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৭৮ তে। এটি বর্ণনা করেছেন তায়ালিসী ১/৩৩৮ নং ১৭১৯ তে। فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِير অর্থ: ইবনুল আছীর বলেন, 'ছাগলের গোশতে যেভাবে টুকরা টুকরা করে বন্টন করা হয়, তদ্রুপ সে যেন শুকরের গোশ কেটে বন্টন করলো।' অর্থ: যে ব্যক্তি মদ ব্যবসাকে হালাল মনে করে, সে যেন শুকর ব্যবসাকে হালাল মনে করলো। কেননা, এ দু'টিই হারাম হওয়ার দিক থেকে অনুরূপ। এটি নির্দেশ অর্থে। আর নিষেধ অর্থে: যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করলো, শুকরের গোশত বন্টনকারী হলো।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪২)

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ مِنْ دَوْسٍ فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ اذْهَبْ فَبِعْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلَانُ قَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ

২১৪২. আব্দুর রহমান ইবনু ওয়া'লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট মদ বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাকীফ কিংবা দাওস গোত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এক বন্ধু ছিল। মক্কা বিজয়ের বছরে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর নিকট এক মশক মদ হাদিয়া স্বরুপ

নিয়ে আসে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ “হে অমুক! তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ তা’আলা উহা হারাম করে দিয়েছেন?” অতঃপর লোকটি তার গোলামের কাছে গিয়ে তাকে বলল, যাও, এটি বিক্রয় কর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তুমি তাকে কী আদেশ দিলে?” সে বলল, আমি তাকে ইহা বিক্রি করার নির্দেশ দিয়েছি। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “যিনি ইহা পান করা হারাম করেছেন, তিনি ইহার বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন।” রাবী বলেন, এরপর সে একে মাটিতে ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তবে ইবনু ইসহাক এটি ‘আন আন’ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, মুসাক্বাহ ১৫৭৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৬৮, ২৫৯০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৪২, ৪৯৪৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَمَا عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا قَالَ سُفْيَانُ جَمَلُوهَا أَذَابُوهَا

২১৪৩. ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এই সংবাদ পৌছল যে, সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মদ বিক্রি করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ সামুরার সর্বনাশ করুক। সে কি জানে না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ ইয়াহুদী জাতির উপর অভিশাপ দিয়েছেন। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। এরপর তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে।[1]
সুফিয়ান বলেন, جَمَلُوهَا তথা ‘তা গলাতো’ অর্থ: ‘তরলে রুপান্তরিত করত’।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২২২৩; মুসলিম, মুসাক্বাহ ১৫৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৩৮, ৬২৫৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪৪)

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ يَعْنِي فِي الرَّابِعَةِ

২১৪৪. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন কোনো ব্যক্তি নেশা করে, তোমরা তাকে চাবুক মারবে। অতঃপর পুণরায় নেশা করলে তাকে চাবুক মারবে। অতঃপর পুণরায় নেশা করলে তাকে চাবুক মারবে। অতঃপর পুণরায় নেশা করলে তার গর্দান মেরে দাও। অর্থাৎ চতুর্থবারে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৪৭ ও ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫১৭ তে। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে মুয়াবিয়া হতে, আমরা যার পূর্ণাঙ্গ টীকা সহ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ১৩/৩৪৯-৩৫৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৪৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫১৯ তে। আরও দেখুন, নিসবুর রায়াহ ৩/৩৪৬-৩৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

২১৪৫. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন ব্যভিচারী মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোন চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না এবং কোন মদ্যপায়ী মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মাযালিম ২৪৭৫; মুসলিম, ঈমান ৫৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৯৯, ৬৩০০, ৬৩৬৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৬, ৫১৭২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৬২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّقَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ

২১৪৬. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য মশকে নবীয প্রস্তুত করা হতো। মশক না পাওয়া গেলে (পাথর নির্মিত) গামলা জাতীয় বড় পাত্রে নবীয প্রস্তুত করা হতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ১৯৯৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৬৯ ; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৮৭, ৫৩৯৬, ৫৪১২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৩২০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ خَرَجْنَا مِنْ حَيْثُ عَلِمْتَ وَنَزَلْنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فَمَنْ وَلِيُّنَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَصْحَابَ كَرْمٍ وَخَمْرٍ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَا نَصْنَعُ بِالْكَرْمِ قَالَ اصْنَعُوهُ زَبِيبًا قَالُوا فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ انْقَعُوهُ فِي الشِّنَانِ انْقَعُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَانْقَعُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ فَإِنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ الْعَصْرَانِ كَانَ خَلًّا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا

২১৪৭. দায়লামীর পূত্র আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, একদা তার পিতা অথবা তাদের মধ্যকার অপর এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো জানেন, আমরা কোথা থেকে আমরা এসেছি, আবার আপনি এও জানেন যে, আমরা কাদের মাঝ দিয়ে এসেছি ? আমাদের ওলী বা তত্তাবধানকারী কে? তিনি বলেনঃ "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল।" তখন তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এমন অঞ্চলে বাস করি যেখানে প্রচুর আংগুর ও মদ উৎপাদন হয়। আর মদ তো আল্লাহ হারাম করেছেন। এখন আঙ্গুরের ব্যাপারে আমরা কি করবো? তিনি বলেনঃ "তোমরা তা শুকিয়ে কিশমিশ হিসেবে রেখে দেবে।" এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমরা কিশমিশ দিয়ে কি করবো? তিনি বলেনঃ তোমরা তা চামড়ার মশকের মধ্যে ভিজিয়ে রাখবে। তা সকালে ভিজিয়ে রেখে সন্ধ্যায় পান করবে এবং সন্ধ্যায়

ভিজিয়ে রেখে সকালে পান করবে। আর দু'বেলা অতিক্রান্ত হলে তা মদে পরিণত হওয়ার পূর্বে তা সিরকায় পরিণত হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুহাম্মদ ইবনু কাছীর যঈফ। তবে অনেক বিশ্বস্ত রাবী তার অনূসরণে বর্ণনা করেছেন যেমন আমরা তাখরীজে উল্লেখ করেছি। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ১৮/৩৩১ নং ৮৫১; নাসাঈ, আল কুবরা নং ৫২৪৪; আবূ ইয়ালা মাউসিলী সংক্ষেপে নং ৬৮২৫; আহমাদও সংক্ষেপে ৪/২৩২; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ, তারজমাহ ৮৬৭ সহীহ সনদে এবং অপর একটি সহীহ সনদে। এছাড়া আহমাদ ৪/৩৩২; আবূ দাউদ, আশরিবাহ ৩৭১০; নাসাঈ, কুবরা নং ৫২৪৫ এ অপর একটি সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ

২১৪৮. সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে মাটির কলসে তৈরী করা নবীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হারাম করেছেন। এরপর আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্যটি জানালাম। তখন তিনি বললেন: আবূ আব্দুর রহমান ঠিকই বলেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তবে সাঈদ হতে তাঁর স্মৃতিশক্তি এলোমেলো হওয়ার পূর্বে তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে সাঈদ ইবনু আমিরের নাম উল্লিখিত হয়নি। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ১৯৯৭;] আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৪০৩। এছাড়া, তাবারাণী, কাবীর ১২/৪৩ নং ১২৪২০; আরো দেখুন, ১২৩৫৫, ১২৪৪৭, ১২৫৫৫, ১২৬৩২, ১২৯৫৯, ১২৯৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৪৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

২১৪৯. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা দু’ব্বা (লাউয়ের খোল) ও মুযাফফাত’ (আলকাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্র) এ নবীয প্রস্তুত করো না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আশরিবাহ ৫৫৮৭; মুসলিম, আশরিবাহ ১৯৯২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৫৪৫, ৩৫৮৯, ৩৫৯৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫০)

أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ مَنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَعَنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

২১৫০. আবীল হাকাম বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কলসে তৈরী করা নবীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম বা তাকে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম। তখন তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলস ও ‘দুব্বা’(লাউয়ের খোল থেকে তৈরী পাত্র) থেকে নিষেধ করেছেন। আমি ইবনুয যুবাইর রাহি. কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনিও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর অনুরূপ কথা বললেন।
তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হারামকৃত বস্তুকে হারাম জেনে খুশী হয়, অথবা, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হারামকৃত বস্তুকে হারাম জানে, সে যেনো নবীযকে হারাম জানে।তিনি বলেন, আমার ভাই আবী সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেন, যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলস ও ‘দুব্বা’(লাউয়ের খোল থেকে তৈরী পাত্র) ও মুযাফফাত (আলকাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্রের ব্যবহার) থেকে এবং কাঁচা খেজুর ও পাকা খেজুর (এর নবীয) থেকে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/২৭, ২২৯;

তায়ালিসী ১/৩৩৪ নং ১৬৯৯; তাবারাণী, কাবীর ১২/১৫২-১৫৩ নং ১২৭৩৮; মাওকুফ হিসেবে বর্ণনাটি তাখরীজ করেছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ২৩৪৪; আর ইবনু যুবাইরের হাদীসটি আমরা তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৬৮০৯ তে। আর আবী সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসনাদুল মাওসিলী নং ১২২৩ তে, এর সনদে জাহালাত রয়েছে। তবে হাদীসটি সহীহ। দেখুন, মুসনাদুল মাওসিলী নং ১০৪১, ১১৩৯, ১১৭৬, ১১৭৭, ১২১১, ১৩২২, ১৪৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫১)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّرَابِ فَقَالَ الْخَمْرُ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ مَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالِاسْمِ أَوْ قَالَ بِالرِّسَالَةِ قَالَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

২১৫১. ফুযাইল ইবনু যাইদ আর রাক্কাশী রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর এসে বললেন, আমাদের যে সকল পানীয় হারাম করা হয়েছে, আপনি আমাকে সেগুলি জানান। তিনি বললেন, মদ। তিনি বলেন, আমি বললাম, তা তো কুরআনেই আছে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কেবল এমন হাদীসই বর্ণনা করব, যা আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি।– তিনি তাঁর নাম দিয়ে কিংবা রিসালাত দিয়ে শুরু করলেন।তিনি বলেন, তখন তিনি বললেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘দুব্বা’ (লাউয়ের খোলের) ও ‘হানতাম’ (মাটি দ্বারা তৈরী এক প্রকার সবুজ কলস) ও ‘নাকির’ (খেজুর গাছের মুল-কাণ্ড খুঁড়ে বানানো কাঠের পাত্র বিশেষ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তায়ালিসী ১/৩৩৭-৩৩৮ নং ১৭১৬; আহমাদ ৪/৮৬, ৫/৫৭; তাবারাণী, আওসাত নং ৫২৭৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ قَالَا أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ

২১৫২. আবূ ক্বাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা খুরমা ও তাজা-পাকা খেজুর এবং কিসমিস ও খুরমা একত্র করে নবীয প্রস্তুত করো না। আর এগুলোর প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে ভিজিয়ে 'নবীয' তৈরী করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/, ২৯৫, ৩০৭, ৩১০ ;বুখারী, আশরিবাহ ৫৬০২; মুসলিম, আশরিবাহ ১৯৮৮; নাসাঈ, আল কুবরা ৫০৭০, ৫০৭৬, ৫০৭৭; ইবনু মাজাহ, আশরিবাহ ৩৩৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫৩)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكَرْمَ وَقُولُوا الْعِنَبَ أَوْ الْحَبَلَةَ

২১৫৩. ওয়ায়িল ইবনু হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আর তোমাদের কেউ আঙ্গুরকে (বুঝানর জন্য) 'আল কারামু' বলবে না বরং 'আল ইনাবু' ও 'আল হাবলাহ' বলবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আলফাজ ২২৪৮; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/২০৮। আবী হুরাইরা হতে এ বাবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সমিমল্লিত ভাবে বর্ণিত। আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৩০ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯২৯ এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৩২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫৪)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فِي حِجْرِ أَبِي طَلْحَةَ يَتَامَى فَاشْتَرَى لَهُمْ خَمْرًا فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَجْعَلُهُ خَلًّا قَالَ لَا فَأَهْرَاقَهُ

২১৫৪. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তিনি আবূ তালুহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাড়িতে ইয়াতীম হিসাবে ছিলেন। আর তিনি তাদের জন্য মদ কিনে আনতেন। এরপর যখন মদ হারাম করে আয়াত নাযিল হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে

তার নিকট তা উল্লেখ করলেন। তখন আবূ তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করেনঃ আমি কি এ দিয়ে সির্কা বানাব না? তিনি বলেনঃ “না।” ফলে তিনি তা ঢেলে ফেলে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, ইসমাঈল সুদ্দী’র কারণে। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ১৯৮৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪০৪৫, ৪০৫১ তে। এছাড়াও, ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৪/১৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

২১৫৫. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুধ পান করতে দেখেন। তখন তাঁর বাম দিকে ছিলেন আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং ডান দিকে জনৈক মরুবাসী বেদুঈন বসা ছিল। তিনি (দুধ পান) করে বাকী দুধ উক্ত বেদুঈনকে দিয়ে বলেনঃ “ডান দিক, ডান দিকে দাও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মুসাকাহ ২৩৫২; মুসলিম, আশরিবাহ ২০২৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৫৫২,৩৫৫৩, ৩৫৫৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৩৩, ৫৩৩৪, ৫৩৩৬ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২১৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫৬)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ

২১৫৬. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ দাউদ, আশরিবাহ

৩৭১৯; ইবনু আবী শাইবা ৮/২০৭-২০৮ নং ৪১৮০; তাবারাণী, আল কাবীর ১১/৩০৬ নং ১১৮১৯, ১১৮২১; আহমাদ ১/২২৬, ২৯৩, ৩২১; তিরমিযী, আতইমাহ ১৮২৬; বুখারী, আশরিবাহ ৫৬২৯; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৩০৪০; ইবনু মাজাহ, আশরিবাহ ৩৪২১; আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৮০, ২৪৯৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩১৬ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫৭)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ

২১৫৭. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আশরিবাহ ৫৬২৭, ৫৬২৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৭৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

২১৫৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ বাঁকা করে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আশরিবাহ ৬৫২৫, ৬৫২৬; মুসলিম, আশরিবাহ ২০২৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৯৬, ১১২৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩১৭ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৮/২০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৫৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

২১৫৯. ছুমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পাত্র হতে (পান করার সময়) দুই কিংবা তিনবার দম নিতেন, আর তাঁর ধারণা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র হতে দুই কিংবা তিন দমে (পানি) পান করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আশরিবাহ ৫৬৩১; মুসলিম, আশরিবাহ ২০২৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩২৯ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৮/২১৮ নং ৪২২৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬০)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَبِنْ الْإِنَاءَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ قَالَ إِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ قَالَ أَهْرِقْهُ

২১৬০. আবীল মুছান্না রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মারওয়ানের নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় সেখানে আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রবেশ করলেন। আর তিনি বললেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো এক শ্বাসে পানি পান করে তৃপ্তি পাই না। তিনি বললেন: "তাহলে তোমার মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিবে এবং শ্বাস ফেলবে।" লোকটি বলল, পাত্রে আবর্জনা পরিলক্ষিত হলে? তিনি বললেন: "তা ঢেলে ফেলে দাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩২৭ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৬৭। এছাড়াও, আহমাদ ৩/৫৭; ইবনু আবী শাইবা ৮/২২০ নং ৪৩২০; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১১/৩৭২ নং ৩০৩৬; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ১/৩৯১। দেখুন, ফাতুহল বারী ১০/৯৩; নাইলুল আওতার ৯/৭৮-৮০; ইবনু আবী শাইবা ৮/২৬-২১৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

২১৬১. আবী কাতাদা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে তার পুরূষাঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে ইসতিনজা না করে এবং (পান করার সময়) যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, উযু ১৫৩-১৫৪; মুসলিম, ত্বহারাত ২৬৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩২৯ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৮/২১৮ নং ৪২২৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬২)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يَعُودُهُ وَجَدْوَلٌ يَجْرِي فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي الشَّنِّ وَإِلَّا كَرَعْنَا

২১৬২. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের এক লোকের কাছে গেলেন। এরপর তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। আর (পাশ দিয়ে) পানির নহর প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি আনসারীকে বললেনঃ "তোমার কাছে যদি মশকে রাখা গত রাতের পানি থাকে তাহলে আমাদের পান করাও। আর না থাকলে আমরা (নদীতে) মুখ লাগিয়েই পান করব।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: বুখারী, আশরিবাহ ৫৬১৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০৯৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩১৪, ৫৩৮৯ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৮/২২৮-২২৯ নং ৪২৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬৩)

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ الْبَرَاءِ ابْنِ ابْنَةِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ قَائِمًا

২১৬৩. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৩৭৬, ৪৩১; তিরমিযী, শামাইল ২১৫; তাবারাণী, আল কাবীর ২৫/১২৭ নং ৩০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬৪)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২১৬৪. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা দাঁড়িয়ে পান করতাম এবং হাঁটতে হাঁটতে খেতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৪৩, ৫৩২২, ৫৩২৫ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৬৯, ১৩৭০, ১৩৭১। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৮/২০৫ নং ৪১৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ

২১৬৫. (অপর সনদে) ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/২০৫ নং ৪১৭০। আরো দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ৮/২০৩-২০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬৬)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْأَكْلِ فَقَالَ ذَاكَ أَخْبَثُ

২১৬৬. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে (দাঁড়িয়ে) খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,“ সেটি তো আরও অধিক মন্দ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আশরিবাহ ২০২৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৬৭, ২৯৭৩, ৩১১১, ৩১৬৫, ৩১৯৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬৭)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي زِيَادٍ الطَّحَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ رَآهُ يَشْرَبُ قَائِمًا قِئْ قَالَ لِمَ قَالَ أَتُحِبُّ أَنْ تَشْرَبَ مَعَ الْهِرِّ قَالَ لَا قَالَ فَقَدْ شَرِبَ مَعَكَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

২১৬৭. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখে তাকে বলেন,“তুমি বিড়ালের সাথে পান করতে পছন্দ করবে কি?” সে বললো, না। তিনি বললেন: “এর চেয়েও অধিক অনিষ্টকারী শয়তান তোমার সাথে পান করেছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ২/৩০১; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৩/১৯; দেখুন, ফাতহুল বারী ১০/৮২। ইমাম নাবাবী এ উভয় প্রকার হাদীসের সমন্বয় সাধনে তার শারহে মুসলিম ৪/৭৭ এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার সংক্ষিপ্ত সার: দাঁড়িয়ে পান করার নিষেধাজ্ঞা মুলত: মাকরূহ তানযীহী। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাঁড়িয়ে পান করার বর্ণনা মুলত: তা জায়েয বর্ণনা করে দেওয়া উদ্দেশ্য।” আরও দেখুন, ফাতহুল বারী ১০/৮১-৮৫; ইবনু আবী শাইবা ৮/২০৩-২০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

২১৬৮. উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে সে তো তার উদরে জাহান্নামের অগ্নি প্রবিষ্ট করায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আশরিবাহ ৫৬৩৪; মুসলিম, লিবাস ২০৬৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮৮২, ৬৯১৩, ৬৯৩৯, ৬৯৯৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৪১, ৫৩৪২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৬৯)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَى بِهِ وَجْهَهُ فَقُلْنَا اسْكُتُوا فَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثْنَا فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ رَمَيْتُهُ قُلْنَا لَا قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَقَالَ هُمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

২১৬৯. ইবনু আবূ লাইলা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে মাদাইন অভিমুখে বের হলাম। এরপর একসময় তিনি পানি পান করতে চাইলেন। তখন তাঁর নিকট একজন গোত্রপতি একটি রূপার পাত্র নিয়ে হাজির হলো। তিনি সেটি তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন। তখন আমরা বললাম: তোমরা থামো। কেননা, আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা না করলে, তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, আমি এটি কেন নিক্ষেপ করেছি তা কি তোমরা জানো? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, আমি এ ব্যক্তিকে এরূপ করতে (এর আগে) নিষেধ করেছিলাম। এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করতে এবং মোটা ও পাতলা রেশম বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তি এও বলেছেন, “এ দু’টি বস্তু দুনিয়াতে তাদের (অর্থাৎ অমুসলিমদের) জন্য ভোগ্যবস্তু। আর তোমাদের জন্য তা আখিরাতের ভোগ্য বস্তু।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আতইমাহ ৫৪২৬, আশরিবাহ ৫৬৩৩; মুসলিম, লিবাস ওয়ায যিনাত ২০৬৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৩৯, ৫৩৪৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৪৪, ৪৪৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭০)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ فَقَالَ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ عُودًا

২১৭০. আবী হুমাইদ সাঈদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক বাটী দুধ নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেনঃ তুমি এটিকে ঢাকলে না? একটি কাঠি দিয়ে হলেও ঢেকে রাখা দরকার।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আশরিবাহ ৫৬০৫, ৫৬০৬; মুসলিম, লিবাস ২০১০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৭০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭১)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْطِيَةِ الْوَضُوءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ

২১৭১. অবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযুর পানি ঢেকে রাখতে, মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং খালি পাত্র উপুড় করে রাখতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ২/৩৬৭; ইবনু মাজাহ, আশরিবাহ ৩৪১১; সহীহ ইবনু খুযাইমা নং ১২৮; বাইহাকী, তাহারাত ১/২৫৭। এর শাহিদ রয়েছে

বুখারী, বাদাউল খালক ৩৩০৪; মুসলিম, আশরিবাহ ২০১২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৭২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭২)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ قَالَ نَعَمْ

২১৭২. আবীল মুছান্না আল জুহানী (রহঃ) বলেন, মারওয়ান আবূ সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানীয় দ্রব্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: এটি ২১৬৭ (অনুবাদে ২১৫৭) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭৩)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

২১৭৩. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় দ্রব্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসনাদুল হুমাইদী (আমাদের তাহক্বীক্বকৃত) নং ৫৩৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪০২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩১৬ তে। এছাড়া, বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৩০৩৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭৪)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

২১৭৪. আবী কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "লোকদেরকে পানি পরিবেশনকারী সর্বশেষে পান করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, মাসাজিদ ৬৮১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৩৩৮ তে। এছাড়াও, তাবারাণী, সগীর ২/৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭৫)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقَالَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ أَوْ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي قَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ

২১৭৫. উবাদাহ ইবনু ছামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার বাণীর (অর্থ কি?): "তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে রয়েছে সুসংবাদ।" (ইউনূস: ৬৪) তিনি বললেন, "তুমি আমাকে এমন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে, যা তোমার পূর্বে কেউ কিংবা আমার উম্মাতের কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি।" তিনি বলেন, "এটি হলো সুস্বপ্ন যা কোনো মুসলিম দেখে থাকে, কিংবা তার সম্পর্কে (অন্যকে) দেখানো হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ, যদি আবী সালামাহ উবাদাহ হতে শ্রবণ করেন। ইবনু খিরাশ বলেন, আবী সালামাহ উবাদাহ ইবনু ছামিত হতে কিছু শোনেননি। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ১১/ ১৩৩, ১৩৪,১৩৫, ১৩৬; আহমাদ ৫/৩১৫; ইবনু মাজাহ, তা'বীরুর রু'ইয়া ৩৮৯৮; তিরমিযী, রু'ইয়া ২২৭৬; হাকিম ৪/৩৯১ মুনকাতি বা বিচ্ছন্ন সনদে। এর শাহিদ রয়েছে ইবনু আব্বাসের হাদীস সহীহ মুসলিম, সালাত ৪৭৯ তে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪১৭, ২৩৮৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৯৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৯৫। তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭৬)

أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ

২১৭৬. উবাদাহ ইবনু ছামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মুসলিমের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তা'বীর ৬৯৮৭; মুসলিম, রু'ইয়া ২২৬৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩২৩৭ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১১/৫১-৫২ নং ১০৫০২; তায়ালিসী ১/৩৪৯ নং ১৭৮৮; হাইছাম ইবনু কুলাইব, আল মুসনাদ নং ১১৬৭, ১১৬৮। আর আনাসের হাদীসের আমরা তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৪৩০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৪৩ তে। সনদ সহীহ, আর এটি আগের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭৭)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَهَبَتْ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتْ الْمُبَشِّرَاتُ

২১৭৭. উম্মু কুরয আল কা'বিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "নবুওয়াত সমাপ্ত হয়ে গেছে, তবে মুবাশশিরাত বা সুসংবাদ অবশিষ্ট রয়ে গেছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৪৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৫১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ مِثْلِي

২১৭৮. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে যেন (সত্যই) আমাকেই দেখল। কেননা, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫২৫০ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১১/৫৫ নং ১০৫১৬। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা ও আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যা বুখারী বর্ণনা করেছেন। এর তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৪৮৮ ও ৩২৮৫ তে। এছাড়া আবী দারদার হাদীসের আমরা তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৯৫ তে। যেমন জাবিরের হাদীস আমরা তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২২৬২ তে ও আবী জুহাইফাহর হাদীস ৮৮১ নং এ। দেখুন, ইবনু আবী, শাইবা, ১১/৫৫-৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৭৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ

২১৭৯. আবী কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে যেন প্রকৃতপক্ষে (আমাকে) দেখল।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ তাখরীজ: আহমাদ ৫/৩০৬; বুখারী, তা'বীর ৬৯৯৬; মুসলিম, রু'ইয়া ২২৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮০)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

২১৮০. আবী কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহর তরফ হতে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের তরফ হতে

হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন ভয়ানক মন্দ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে আর শয়তানের ক্ষতি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়। তা হলে এমন স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বাদাউল খালক ৩২৯২; মুসলিম, রু'ইয়া ২২৬১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৫৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪২৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي قَتَادَةَ قَالَ وَأَنَا إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ

২১৮১. আবূ সালামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি আবূ ক্বাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট তা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে দিত। অবশেষে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "পছন্দনীয় স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ পছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং এমন লোকের কাছেই বলবে, যাকে সে পছন্দ করে। আর যখন অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন যেন সে এর ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং তিনবার থু থু ফেলে আর সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তা'বীর ৭০৪৪; মুসলিম, রু'ইয়া ২২৬১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৫৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪২২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنْ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنْ الشَّيْطَانِ وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُهُ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ وَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ

২১৮২. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “স্বপ্ন তিন প্রকার: সুস্বপ্ন যা আল্লাহর তরফ হতে সুসংবাদ, শয়তানের তরফ থেকে ভয় দেখানো এবং মানুষ মনে মনে যে কল্পনা করে। তাই যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। বরং উঠে যেন (নফল) সালাত আদায় করে নেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তা’বীর ৭০১৭; মুসলিম, রু’ইয়া ২২৬৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৪০। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا

২১৮৩. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন মু’মিনের স্বপ্ন খুব কমই অবাস্তবায়িত থাকবে। যে ব্যক্তি যত সত্যবাদী তার স্বপ্ন ততো অধিক সত্যে পরিণত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির অংশবিশেষ। সুতরাং পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেটি দেখুন। এছাড়াও, হাকিম ৪/৩৯০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২১৮৪. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ যদি মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বর্ণনা করে, কিয়ামতের দিন তাকে (শাস্তি হিসাবে) যবের দানায় গিট লাগাতে বাধ্য করা হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আহমাদ ১/৭৬, ৯০, ৯১, ১৩১; তিরমিযী, রু’ইয়া ২২৮২, ২২৮৩; হাকিম ৪/৩৯২; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১১/৯৩ হাসান সনদে; আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছ্ ইবনু আব্বাস হতে যা বুখারী মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৭৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬৮৫, ৫৬৮৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৪১ তে। তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি হাসান।’ হাকিম বলেন: ‘এ হাদীসের সনদ সহীহ; যদিও তারা উভয়ে বর্ণনা করেননি।’ আর যাহাবী তাঁর বক্তব্যকে খণ্ডন করে বলেন: বরং আব্দুল আ’লাকে আবূ যুর’আ যঈফ বলেছেন।’ হাফিজ তার ফাতহুল বারী ১২/৪২৮ তে তিরমিযীর রিওয়ায়াত উল্লেখ করে বলে, এর সনদ হাসান।’

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮৫)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ

২১৮৫. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “ভোর বেলার স্বপ্ন সর্বাধিক সত্য হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৩৫৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৪১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تَقُصُّوا الرُّؤْيَا إِلَّا عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ

২১৮৬. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমরা আলিম কিংবা শুভাকাঙ্খী ব্যতীত অন্য কারো নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করো না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। ইয়াযীদ ইবনু যারী’ঈ সাঈদের নিকট তাঁর স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার পূর্বে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাখরীজ: তিরমিযী, রু’ইয়া ২২৮১; তিনি বলেন, এ হাদীস হাসান সহীহ; আবুশ শাইখ, তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বিআসবাহান নং ৮৪৫; আবু নুয়াইম, যিকরু আখবারু আসবাহান ২/২৪১; তাবারাণী, সাগীর ২/৪৯ যঈফ সনদে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮৭)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ عُدُسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّؤْيَا هِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدَّثْ بِهَا فَإِذَا حُدِّثَ بِهَا وَقَعَتْ

২১৮৭. আবী রাযীন আল উকাইলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: “স্বপ্নের ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত তা উড়ন্ত পাখির পায়ে ঝুলন্ত জিনিস সদৃশ। তার ব্যাখ্যা করা হলে তা ছিটকে পড়ে যায় (বাস্তবায়িত হয়)।[1]
[1] তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৪৯, ৬০৫০, ৬০৫৫ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৭৯৫, ১৭৯৬, ১৭৯৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ وَسَأَلَهُ مَكْحُولٌ أَنْ يُحَدِّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَائِشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى فَقُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ

يَا رَبِّ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَلَا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

২১৮৮. আব্দুর রহমান ইবনু আয়িশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: "আমি আমার রবকে সর্বোত্তম সূরতে (স্বপ্নে) দেখেছি।" তিনি (মহান আল্লাহ) বললেন: 'মালাউল আ'লা' (সর্বোচ্চ পরিষদ) কী নিয়ে বিতর্ক করছে?' তখন আমি বললাম, "হে রব! আপনিই ভাল জানেন।"তিনি বলেন: "অত:পর তিনি তাঁর হাতের তালু[1] আমার উভয় কাঁধের উপর রাখলেন; এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর হাতের শীতলতা অনূভব করলাম। এভাবে আমি আসমান ও যমীনসমূহে যা রয়েছে তা জানতে পারলাম। একথা বলে তিনি তিলাওয়াত করলেন: "এভাবে আমরা ইবরহীমকে আসমান ও যমিনসমূহের মুলুকিয়াত বা রাজত্ব দর্শন করালাম, যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।[2] সূরা আন'আম ৫৭।"

[1] এ হাদীসটি সিফাত বা আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, ফলে আমাদের জন্য এর তাশবীহ ও তামছীল ও তা'বীল (সাদৃশ্য ও উপমা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) ছাড়াই এর বাহ্যিক অর্থের উপর সামগ্রিকভাবে ঈমান আনা ওয়াজিব। আর একে প্রত্যাখ্যান করা কিংবা ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। ((এরপর মুহাক্কিক্ব এবং সাহাবী ও তাবি'ঈগণের এবং সালাফদের মধ্যে বিশেষভাবে ইমাম আহমাদ, ইমাম জুওয়াইনী ইমামুল হারামাঈন-এর মতামত উল্লেখ করেছেন।–অনুবাদক)) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ, যদি আব্দুর রহমান ইবনু আয়িশ এর সাহাবী হওয়া সাব্যস্ত হয়। তাখরীজ: আবী আসিম, আস সুন্নাহ নং ৩৮৮, ৪৬৭, আহাদ ওয়াল মাছানী নং ২৫৮৫; ইবনুল জাওযী, আল ইলালুল্ মুতানাহিয়্যাহ ১/৩১ নং ১১; আজুরী, আশ শরীয়াহ পৃ: ৪৩৩; বাইহাকী, আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ২৯৮; হাকিম ১/৫২০; তাবারী, তাফসীর ৭/২৪৭; আহমাদ ১/৩৬৮, ৪/৬৬, ৫/৩৭৮; ইবনু খুযাইমা, আত তাওহীদ নং ৫৫; তিরমিযী, তাফসীর ৩২৩১, ৩২৩২, ৩২৩৩ একটি কে তিরযিমী হাসান সহীহ বলেছেন; তিনি আরও বলেন, 'আমি এ হাদীস সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন, এ হাদীস হাসান সহীহ'।; আবূ ইয়ালা, আল মুসনাদ নং ২৬০৮; তাবারাণী, কাবীর ২০/১০৯ নং ২১৬; হাইছাম ইবনু কুলাইব, আল মুসনাদ নং ১৩৪৪; ইবনু আদী, আল কামিল ৬/২৩৪৪; দারু কুতনী আল ইলাল ৬/৫৭ এ বলেন, এ হাদীসের সনদের বিভিন্নতা আলোচনা করে বলেন, এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই, এর প্রত্যেকটি মুযতারিব (বিক্ষিপ্ত)।' বাইহাকী আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ৩০১ এ বলেন, এ হাদীস সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।' এ ব্যাপারে সনদের দিক দিয়ে সর্বার্ধিক বিশুদ্ধ হলো মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, ১. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বানী: "এরপর আমার নিকট সকল বিষয় উদ্ভাষিত হয়ে উঠল এবং আমি জেনে নিলাম।" ২. "এরপর আমার নিকট সকল বিষয় উদ্ভাষিত হয়ে উঠল এবং আমি তা জেনে নিলাম।" ৩. "এরপর আমার নিকট আসমান যমীনের সকল বিষয় উদ্ভাষিত হয়ে উঠল।" ৪. "এরপর আমি আসমান যমীনের সকল বিষয় জেনে নিলাম।" ৫. "এরপর আমি পুর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সকল বিষয় জেনে নিলাম।" (অনুবাদকের টীকা: সম্মানিত পাঠক! এখানে মহামতি মুহাক্কিক্ব লম্বা টীকা দিয়েছেন, যার বিষয় বস্তু হলো, কিছু লোক এ হাদীস মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 'বাশারিয়াত' তথা 'মানুষ'-এর শ্রেণি থেকে বের করে দেয়। কেননা, তাদের নিকট 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব ও পরের সকল জ্ঞান পরিবেষ্টন করে আছেন।' যা ছিল তা তিনি জানেন, যা হবে তাও

তিনি জানেন, যা অচিরেই হবে তা তিনি জানেন, ফলে তিনি লাওহ ও কলমের জ্ঞানকেও পরিবেষ্টন করে আছেন।' এ সকল আকীদা পোষণকারীদের খণ্ডণে মুহাক্কিক ইমাম বুসীরী (রহঃ) এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এরপর আল কুরআন কারীমের অনেক গুলি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে মহান আল্লাহ সকল রাসূলকে মানুষ হিসেবে প্রেরণ করার কথা উল্লেখ করেছন। এছাড়া আরও অনেক আয়াত উল্লেখ করেছেন যেখানে ইলমুল গায়িব মহান আল্লাহ নিজের জন্য খাস করেছেন, আসমান ও যমীনের আর কেউ জানেনা, বলে উল্লেখ করেছেন। এসকল আয়াতের মাধ্যমে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মানবত্ব এবং সকল জ্ঞান পরিবেষ্টন করে থাকার অসম্ভবতা প্রমাণ করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লার ইসলামী আকীদা পৃ: ১৯৬-২০৭। এছাড়াও দেখুন, শাইখ ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ রচিত আমাদের কর্তৃক অনুদিত 'আল বেরেলভীয়্যাহ' বা বেরেলভী মতবাদ', পৃ; ১৪৩-২০৫।) আর এ হাদীসে যে জ্ঞান দানের কথা বলা হয়েছে: তা কী সম্পর্কিত, এ হাদীসেই তার জবাব রয়েছে, যাতে মহান আল্লাহ'র প্রশ্ন: মালাউল আ'লা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? তিনবার এর উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবারই বলেছেন: 'আমি জানিনা।' এরপর যখন মহান আল্লাহ তাঁর হাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধের মাঝে রাখলেন, তখন তিনি কী জানতে পারলেন? তা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের উত্তরে বললেন: 'পাপের কাফফারা, ...।' ফলে এর মাধ্যমে সকল জ্ঞান অবগত হওয়ার আকীদা বাতিল। তবে নাবীদের স্বপ্ন যেহেতু ওহী তাই এ ওহী বর্ণনা করতে হবে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৮৯)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قُطْبَةَ عَنْ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ مَنْ رَأَى رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

২১৮৯. ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে তার রবকে দেখল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আর এটি ইবনু সীরীণের বক্তব্য। তাখরীজ: ইবনু আদী, কামিল ৭/২৬২২; দেখুন, মীযানুল ই'তিদাল ৪/৪৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا إِذَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا

يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَاذَا تَأَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ

২১৯০. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেনঃ “একবার আমি নিদ্রাবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে আনা হচ্ছে। আর তাদের পরণে রয়েছে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নীচ পর্যন্ত। আর ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-কে আমার সামনে আনা হল এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর জামা (অধিক লম্বা হওয়ায়) টেনে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।” আশপাশের সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কী তা’বীর করেছেন? তিনি বললেনঃ (এ জামা অর্থ) দ্বীন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ২৩; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৩৯০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২৯০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৮৯০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪২২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯১)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لِي مَبِيتٌ إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ يَأْتُونَهُ فَيَقُصُّونَ عَلَيْهِ الرُّؤْيَا قَالَ فَقُلْتُ مَا لِي لَا أَرَى شَيْئًا فَرَأَيْتُ كَأَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ فَيُرْمَى بِهِمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فِي رَكِيٍّ فَأُخِذْتُ فَلَمَّا دَنَا إِلَى الْبِئْرِ قَالَ رَجُلٌ خُذُوا بِهِ ذَاتَ الْيَمِينِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ هَمَّتْنِي رُؤْيَايَ وَأَشْفَقْتُ مِنْهَا فَسَأَلْتُ حَفْصَةَ عَنْهَا فَقَالَتْ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ فَقُلْتُ لَهَا سَلِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

২১৯১. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবদ্দশায় আমি নওজোয়ান অবিবাহিত যুবক ছিলাম এবং আমি মসজিদেই নিদ্রা যেতাম। কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলে সকালে তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বলতাম যে, আমার কী হয়েছে যে, আমি কোনো স্বপ্ন

দেখিনা? এরপর (একদিন) আমি স্বপ্ন দেখলাম যেন কিছু লোককে একত্র করে একটি কুপের মধ্যে তাদের পায়ের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এরপর আমাকে ধরে একটি কুপের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো । তখন একজন লোক বলল, এর ডান হাত ধরো। এরপর আমি জেগে উঠলাম। তখন আমার স্বপ্ন আমাকে খুব ভয় ও শংকায় ফেলে দিল।
তারপর আমি এই স্বপ্নের কথা হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে বর্ণনা করলাম। হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তুমি যা দেখেছ, তা কতই না উত্তম! তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ব্যক্ত করুন। তখন তিনি তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ব্যক্ত করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আব্দুল্লাহ কতই না ভাল লোক! যদি সে রাতে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করত!”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, সালাত ৪৪০; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৪৭৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭০৭০। এছাড়াও, আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৬৪৫; বাইহাকী, সালাত ১/৫০১; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ১/৩০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯২)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ إِذَا نِمْتُ لَمْ أَقُمْ حَتَّى أُصْبِحَ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي اللَّيْلَ

২১৯২. (অপর সূত্রে) ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আর তখন আমি ঘুমালে সকাল হওয়ার আগে উঠতাম না।(বর্ণনাকারী) নাফি’ বলেন, (এরপর হতে) ইবনু উমার রাতে সালাত আদায় করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। সেখানে এর তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ فِي ظُفُرِي أَوْ قَالَ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ نَاوَلْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَوَّلْتَهُ قَالَ الْعِلْمَ

২১৯৩. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি বলতে শুনেছিঃ আমি ঘুমে ছিলাম এমন সময় আমার কাছে দুধের একটি পেয়ালা আনা হল। আমি তা থেকে দুধ পান করলাম এবং এতটাই পরিতৃপ্ত হলাম যে, তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখে- কিংবা বলেছেন, আমার নখসমূহে দেখতে পেলাম।এরপর এর অবশিষ্ট অংশ উমার ইবন খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এর কী তা'বীর করেন? তিনি বললেনঃ ইলম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ৮২; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৩৯১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৮৭৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّبَنُ الْفِطْرَةُ وَالسَّفِينَةُ نَجَاةٌ وَالْجَمَلُ حُزْنٌ وَالْخُضْرَةُ الْجَنَّةُ وَالْمَرْأَةُ خَيْرٌ

২১৯৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতক সাহাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (স্বপ্নের মধ্যে) দুধ (দেখা) হলো ফিতরাত (এর প্রতীক), নৌকা হলো নাজাত (এর প্রতীক), উট দু:খ-কষ্ট (এর প্রতীক), সবুজ গাছপালা- শাকসবজি জান্নাতের প্রতীক এবং স্ত্রীলোক কল্যাণের প্রতিক।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাউসিলী, মু'জামুশ শুয়ূখ নং ৩২৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا عَلَيَّ فَأَعْبُرَهَا لَهُ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ ظُلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تَنْطِفُ عَسَلًا وَسَمْنًا وَرَأَيْتُ أُنَاسًا يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَمُسْتَكْثِرٌ وَمُسْتَقِلٌّ وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلًا مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ فَأَعْلَاكَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الَّذِي بَعْدَكَ فَعَلَا فَأَعْلَاهُ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهُ الَّذِي بَعْدَهُ فَعَلَا فَأَعْلَاهُ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهُ الَّذِي بَعْدَهُ فَقُطِعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ فَاتَّصَلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ اعْبُرْهَا وَكَانَ أَعْبَرَ النَّاسِ لِلرُّؤْيَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا الْعَسَلُ وَالسَّمْنُ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَةُ الْعَسَلِ وَلِينُ السَّمْنِ وَأَمَّا الَّذِينَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهُ فَمُسْتَكْثِرٌ وَمُسْتَقِلٌّ فَهُمْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ وَأَخْطَأْتَ فَقَالَ فَمَا الَّذِي أَصَبْتُ وَمَا الَّذِي أَخْطَأْتُ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُ

২১৯৫. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বলতেন: “তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো স্বপ্ন দেখলে সে যেন তা আমার নিকট বর্ণনা করে যাতে আমি তাকে এর ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি।”

তিনি (ইবনু আব্বাস) বলেন, এরপর একজন লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (স্বপ্নে) আসমান ও যমীনের মাঝে একখন্ড মেঘ দেখলাম, যা থেকে মধু ও ঘি ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে। আমি আরও দেখলাম, একটা রশি যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত মিলে রয়েছে। আমি লোকদেরকে দেখলাম তারা তা থেকে তুলে নিচ্ছে। কেউ অধিক পরিমাণ আবার কেউ কম পরিমাণ। আমি দেখলাম আপনি তা ধরে উপরে উঠছেন। আর আল্লাহ আপনাকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। তারপর অন্য এক লোক তা ধরল ও এর সাহায্যে উপরে উঠে গেল। ফলে আল্লাহ তাঁকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। আর এরপর আরেক লোক তা ধরে এর দ্বারা উপরে উঠে গেল। ফলে আল্লাহ তাঁকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। এরপর আরেক লোক তা ধরল। কিন্তু তা ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লাগানো হলে তা জোড়া লেগে গেল। তখন আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অবশ্যই আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার অনুমতি দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “তুমি এর ব্যাখ্যা দাও।” আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে লোকদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন।

আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, মেঘের ব্যাখ্যা হল ইসলাম। আর তার থেকে যে ঘি ও মধু ঝরছে তা হল কুরআন। (তাতে রয়েছে) মধুর মিষ্টতা ও ঘিয়ের কোমলতা। আর যার তা (মধূ ও ঘি)

সংগ্রহ করছিল, কেউ বেশি সংগ্রহ করছে, আর কেউ কম- তারা হলো কুরআন বহনকারী। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত দড়িটি হচ্ছে ঐ হক (মহাসত্য) যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা ধরবেন, আর আল্লাহ্ আপনাকে এর মাধ্যমে সুউচ্চে উঠাবেন। আপনার পরে আরেকজন তা ধরবে। ফলে এর দ্বারা সেও উচ্চে উঠবে। অতঃপর আরেকজন তা ধরে এর মাধ্যমে সে উচ্চে উঠবে। এরপর আকেরজন তা ধরবে। কিন্তু তা ছিঁড়ে যাবে। পুনরায় তা জোড়া লেগে যাবে, ফলে সে এর দ্বারা উচ্চে উঠবে। হে আল্লাহর রাসূল। আমাকে বলুন, আমি ঠিক বলেছি, না ভুল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "কিছু ঠিক বলেছ। আর কিছু ভুল বলেছ।" তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিবেন যা আমি ভুল করেছি। কিন্তু তিনি তা বলতে অস্বীকার করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তা'বীর ৭০০০, ৭০৪৬; মুসলিম, রু'ইয়া ২২৬৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৬৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৪৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ الْحَرَّانِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ شَمْسًا أَوْ قَمَرًا شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ فِي الْأَرْضِ تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ بِأَشْطَانٍ شِدَادٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ ابْنُ أَخِيكَ يَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ

২১৯৬. আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম যেন সূর্য- অথবা চন্দ্র- রাবী আবু জা'ফরের সংশয়- ভূ-পৃষ্ঠে নেমে এসেছে। আবার তাকে আসমানের দিকে একটি বিশাল লম্বা রশি দিয়ে টেনে তোলা হচ্ছে। এরপর তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেনঃ তা হচ্ছে আপনার ভাতিজার মৃত্যু– অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দ্বারা নিজেকেই বুঝিয়েছন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাযযার, কাশফুল আসতার ১/৩৯৭ নং ৮৪৪ উত্তম সনদে; দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/২৩-২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ كَأَحْسَنِ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَإِذَا هُوَ النَّفَرُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ

২১৯৭. আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার মাঝখানে ভেঙ্গে গেল। উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিমদের যে বিপদ ঘটেছিল এটা তা-ই। অতঃপর দ্বিতীয় বার তলোয়ারটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম তখন সেটি আগের চেয়েও আরো উত্তম হয়ে গেল। এটা হল এই যে, আল্লাহ্ বিজয় দান করলেন এবং মুসলিমগণকে একত্রিত করে দিলেন। আমি স্বপ্নে আরো দেখতে পেলাম, একটি গরু (যবহ হচ্ছে) এবং শুনতে পেলাম আল্লাহ্ যা করেন সবই ভাল। এটাই হল উহুদ যুদ্ধের দিন একদল মু'মিনের (শাহাদাত বরণ)। আর 'খয়ের' বা কল্যাণ হল- আল্লাহর পক্ষ হতে ঐ সকল কল্যাণই কল্যাণ এবং সত্যবাদিতার পুরস্কার যা আল্লাহ্ আমাদেরকে 'বাদার' যুদ্ধের পর দান করেছেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মানাকিব ৩৬২২; মুসলিম, রু'ইয়া ২২৭২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২৯৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬২৭৫, ৬২৭৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯৮)

أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا يُنْحَرُ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةُ وَأَنَّ الْبَقَرَ نَفَرٌ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا دَخَلُوا عَلَيْنَا قَاتَلْنَاهُمْ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا دُخِلَتْ عَلَيْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَتُدْخَلُ عَلَيْنَا فِي الْإِسْلَامِ قَالَ فَشَأْنَكُمْ إِذًا وَقَالَتْ الْأَنْصَارُ لِبَعْضٍ رَدَدْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْيَهُ فَجَاءُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنُكَ فَقَالَ الْآنَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهُ حَتَّى يُقَاتِلَ

২১৯৮. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি যেন একটি সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করছি। আমি আরও দেখছি একটি গরু যবেহ করা হয়েছে। আর আমি সেই দুর্গের অর্থ করলাম মদীনা। আর গরুর অর্থ (মুসলিমগণের) একটি দল। আর আল্লাহই সকল কল্যাণের মালিক। আমরা যদি মদীনায় অবস্থায় করি আর তারা (কাফিরগণ) সেখানে আমাদের নিকট চড়াও হয়, তবে আমরা তাদেরকে হত্যা করব।
তারা বললেন, আল্লাহর কসম! জাহিলী যুগে আমরা যেসবের সাক্ষাত লাভ করেছি, ইসলামেও কি আমরা সেসবের সাক্ষাত লাভ করব?
তিনি বললেন: "সেক্ষেত্রে তোমাদের অবস্থা (সম্পর্কে তোমরাই ভাল জান)।"আনসারদের একজন অপরজনকে বলতে লাগলেন, চলো, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাঁর মতামত পূণরায় জানতে চাই। এরপর তারা এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ব্যাপার কী? তখন তিনি বললেন, "এখন? কোনো নবীর জন্য এটি শোভনীয় নয় যে, তিনি যখন বর্ম পরিধান করেন, তখন যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তা খুলে ফেলবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৩৫১; ইবনু সা'দ, তাবাকাত ২/১/৩১-৩২; নাসাঈ, আল কুবরা নং৭৬৪৭। আগের হাদীসটি এর শাহিদও বটে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২১৯৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَكْرَهُ الْغُلَّ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ

২১৯৯. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "স্বপ্নে হাতকড়া দেখাকে আমি অপছন্দ করি এবং পায়ে বেড়ি দেখাকে আমি পছন্দ করি। পায়ে বেড়ি দেখার ব্যাখ্যা হলো দ্বীনের ওপর অবিচল থাকা।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ। তাখরীজ: বুখারী, তা'বীর ৭০১৭; মুসলিম, রু'ইয়া ২২৬৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৪০ তে। আর এটি গত হয়েছে আগের হাদীস ২১৮৯, ২১৯০ তে। এছাড়াও, খতীব, ফাসল ওয়াল ওয়াসল ১/২১১-২১২; ইবনু আবী শাইবা ১১/৭৭ নং ১৮৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০০)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الشَّعْرِ تَفِلَةً أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فَأُسْكِنَتْ مَهْيَعَةَ فَأَوَّلْتُهَا وَبَاءَ الْمَدِينَةِ يَنْقُلُهَا اللَّهُ إِلَى مَهْيَعَةَ

২২০০. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “আমি স্বপ্নে দেখলাম, এলোমেলো কালো চুল বিশিষ্ট পুতিগন্ধময় এক মহিলা যাকে মদীনা হতে বের করে দেওয়া হয়েছে। এরপর তাকে মাহইয়াহ (জুহফা নামক স্থানে) তে বাসস্থান দেয়া হয়েছে। আমি এ মহিলার অর্থ করলাম মদীনার প্লেগ বা মহামারি যাকে মাহইয়াহর দিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ২/১৩৭; বুখারী, তা’বীর ৭০৩৮, ৭০৩৯, ৭০৪০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫৮৮৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَجُلًا أَتَانِي بِكُتْلَةٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَكَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً فَآذَتْنِي حِينَ مَضَغْتُهَا ثُمَّ أَعْطَانِي كُتْلَةً أُخْرَى فَقُلْتُ إِنَّ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي وَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً آذَتْنِي فَأَكَلْتُهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ نَامَتْ عَيْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ السَّرِيَّةُ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا غَنِمُوا مَرَّتَيْنِ كِلْتَاهُمَا وَجَدُوا رَجُلًا يَنْشُدُ ذِمَّتَكَ فَقُلْتُ لِمُجَالِدٍ مَا يَنْشُدُ ذِمَّتَكَ قَالَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

২২০১. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি আমার নিকট এক টুকরা খেজুর নিয়ে এলো এবং আমি তা খেতে লাগলাম। আর আমি তাতে একটি আঁটি পেলাম, যা আমাকে ব্যথা দিল। এরপর লোকটি আমাকে আরেকটি

খেজুরের টুকরা দিল। তখন আমি তাকে বললাম, “তুমি যেটি আমাকে দিয়েছিলে, আমি তাতে একটি আঁটি পেয়েছিলাম যা আমাকে ব্যথা দিয়েছিল। এরপর আমি সেটি খেয়ে ফেললাম।”
তখন আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনারতো চোখ ঘুমিয়েছিল (আপনি স্বপ্নে দেখেছেন)। এ হলো সেই সেনাদল যা আপনি পাঠিয়েছিলেন। তারা দু’ দু’বার সাফল্য লাভ করেছে। এ দু’বারেই তারা এমন এক লোককে পেলো যে আপনার ‘যিম্মা’ (আশ্রয়/নিরাপত্তা) তালাশ করছে।’তখন (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি মুজালিদ (উর্ধ্বতন বর্ণনাকারী) কে বললাম, ‘সে আপনার আশ্রয় তালাশ করছে’ –এর অর্থ কী? তিনি বলেন, সে বলছিল: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুজালিদ ইবনু সাঈদের কারণে। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৩৯৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০২)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ حَدَّثَنَا يُونُسُ هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهَا زَوْجٌ تَاجِرٌ يَخْتَلِفُ فَكَانَتْ تَرَى رُؤْيَا كُلَّمَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَلَّمَا يَغِيبُ إِلَّا تَرَكَهَا حَامِلًا فَتَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُولُ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ تَاجِرًا فَتَرَكَنِي حَامِلًا فَرَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّ سَارِيَةَ بَيْتِي انْكَسَرَتْ وَأَنِّي وَلَدْتُ غُلَامًا أَعْوَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ يَرْجِعُ زَوْجُكِ عَلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى صَالِحًا وَتَلِدِينَ غُلَامًا بَرًّا فَكَانَتْ تَرَاهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ تَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ ذَلِكَ لَهَا فَيَرْجِعُ زَوْجُهَا وَتَلِدُ غُلَامًا فَجَاءَتْ يَوْمًا كَمَا كَانَتْ تَأْتِيهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ وَقَدْ رَأَتْ تِلْكَ الرُّؤْيَا فَقُلْتُ لَهَا عَمَّ تَسْأَلِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمَةَ اللَّهِ فَقَالَتْ رُؤْيَا كُنْتُ أُرَاهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلُهُ عَنْهَا فَيَقُولُ خَيْرًا فَيَكُونُ كَمَا قَالَ فَقُلْتُ فَأَخْبِرِينِي مَا هِيَ قَالَتْ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرِضَهَا عَلَيْهِ كَمَا كُنْتُ أَعْرِضُ فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهَا حَتَّى أَخْبَرَتْنِي فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ لَيَمُوتَنَّ زَوْجُكِ وَتَلِدِينَ غُلَامًا فَاجِرًا فَقَعَدَتْ تَبْكِي وَقَالَتْ مَا لِي حِينَ عَرَضْتُ عَلَيْكِ رُؤْيَايَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا مَا لَهَا يَا عَائِشَةُ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ وَمَا تَأَوَّلْتُ لَهَا فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ يَا عَائِشَةُ إِذَا عَبَرْتُمْ لِلْمُسْلِمِ الرُّؤْيَا فَاعْبُرُوهَا عَلَى الْخَيْرِ فَإِنَّ الرُّؤْيَا تَكُونُ عَلَى مَا يَعْبُرُهَا صَاحِبُهَا فَمَاتَ وَاللَّهِ زَوْجُهَا وَلَا أُرَاهَا إِلَّا وَلَدَتْ غُلَامًا فَاجِرًا

২২০২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনাবাসী এক মহিলা ছিল যার স্বামী ছিল একজন ব্যবসায়ী। সে (ব্যবসায় লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে) বারবার যাতায়াত করতো। আর যখনই তার স্বামী তার কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকতো, তখনই সে স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু তার গর্ভাবস্থায় তাকে রেখে তার স্বামী খুব কমই বাইরে যেতো। এমতাবস্থায় সে মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো: আমার স্বামী ব্যবসা উপলক্ষ্যে বাইরে যাতায়াত করেন। যখন তিনি আমাকে গর্ভাবস্থায় রেখে বাইরে গেলেন, তখন ঘুমন্ত ব্যক্তি যেরূপ (স্বপ্ন) দেখে, আমি তদ্রুপ (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমার ঘরের একটি খুঁটি ভেঙ্গে গিয়েছে এবং আমি একটি কানা সন্তান প্রসব করেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "ভাল। ইন্শা আল্লাহু তা'আলা তোমার স্বামী তোমার নিকট ভালভাবেই ফিরে আসবে এবং তুমি একটি নেককার সন্তান প্রসব করবে।"

এরপর সে এ স্বপ্নটি আরো দু'বার বা তিনবার দেখলো। আর প্রত্যেক বারই সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলতো এবং তিনি তাকে (একথাই) বলতেন এবং তার স্বামীও ফিরে আসতো। আর সে একটি করে সন্তান প্রসব করতো। এরপর সে পূর্বে যেভাবে আসতো, সেভাবেই একদিন সে মহিলা এলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুপস্থিত ছিলেন। আর সে ঐ স্বপ্নই দেখেছিল। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর দাসী! তুমি কী ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করবে?

সে বললো, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, তা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেন, তখন আমি তাঁকে সেই (স্বপ্নের) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তম কথা বলেন এবং তিনি যেমন বলেন, তেমনই হয়।

তখন আমি তাকে বললাম, তুমি আমাকে তোমার স্বপ্নে কথা বলো দেখি। সে বললো, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবেন, তখন আমি তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা বলবো, যেমন আগে বলতাম।

কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমাকে তা না বলা পর্যন্ত আমি তাকে ছাড়লাম না। (এরপর যখন সে তার স্বপ্নের কথা বললো) তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! তোমার স্বপ্ন সত্য হলে, (এর অর্থ) অবশ্যই তোমার স্বামী মারা যাবে এবং তুমি একটি পাপাচারী সন্তান জন্ম দেবে। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়লো। সে বলতে লাগলো, আমি তোমার কাছে কেন আমার স্বপ্ন বলতে গেলাম?

তার কান্নারত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে আয়িশা! এর কি হয়েছে?"

আমি তাঁকে তার এ (স্বপ্নের) ঘটনাটি জানালাম এবং আমি এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তাও বললাম।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “হে আয়িশা! থামো। তুমি কোনো মুসলিমের স্বপ্নের তা’বীর (ব্যাখ্যা) করলে, তার কল্যাণকর ব্যাখ্যা দেবে। কেননা, ব্যাখ্যা দাতা যেখাবে ব্যাখ্যা দেবে, স্বপ্ন সেভাবেই বাস্তবায়িত হবে।”আল্লাহর কসম! এরপর তার স্বামী মৃত্যুবরণ করলো এবং আমি তাকে একটি পাপাচারী সন্তান জন্ম দিতে দেখলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে, ইবনু ইসহাক এটি ‘আন আন’ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তবে হাফিজ তার ফাতহুল বারী ১২/৪৩২ তে বলেছেন: এটি রয়েছে দারেমীতে হাসান সনদে সুলাইমান ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আয়িশা হতে, তিনি বলেন.....বলে তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الْمُغَلِّسِ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا

২২০৩. আবী নাজীহ রাহি: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করেনা, সে আমাদের দলভূক্ত নয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত এবং ইবনু ইসহাক এটি ‘হাদ্দাসানা’ বলে বর্ণনা করেছেন। তবে এটি মুরসাল (তাবেঈ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছ মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭৩৯৬ তে। আরও দেখুন, মাতালিবুল আলিয়াহ নং ১৫৭৯ ও আবু দাউদের মারাসীল নং ২০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০৪)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابٌ لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

২২০৪. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আমরা কয়েক জন যুবক থাকতাম। আমাদের কোনো ধন-সম্পদ ছিল না। তখন তিনি বলেন: "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ রাখে, সে যেন বিয়ে করে। কেননা, তা দৃষ্টিকে অধিক অবনতকারী এবং যৌনাঙ্গকে সর্বাধিক সংরক্ষণকারী। আর যে তাতে সক্ষম নয়, সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সওম তার প্রবৃত্তিকে দমনকারী।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, সাওম ১৯০৫; মুসলিম, নিকাহ ১৪০০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১১০, ৫১৯২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০২৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَقِيَهُ عُثْمَانُ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ بِكْرٍ تُذَكِّرُكَ فَقَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

২২০৫. আলকামাহ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উছমান তার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং আমি তার সাথে ছিলাম। তিনি তাকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনার স্মরণ করানোর মতো এমন কোনো কুমারী দাসী আছে কি? এরপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আপনি সেটা বলবেন, আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি: "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ রাখে, সে যেন বিয়ে করে। কেননা, তা দৃষ্টিকে অধিক অবনতকারী এবং যৌনাঙ্গকে সর্বাধিক সংরক্ষণকারী। আর যে তাতে সক্ষম নয়, সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সওম তার প্রবৃত্তিকে দমনকারী।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: নাসাঈ, আল কুবরা নং ৫৩১৬; এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا

২২০৬. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উসমান ইবনু মায'উন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি যদি তাঁকে খাসি থাকার অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরাও খাসি হয়ে যেতাম।[1]

* স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ করা অর্থ: বিয়ে পরিত্যাগ করা। নারী সংসর্গ বর্জন করা এবং বিয়ে পরিত্যাগ করা। নারীর বিয়ে পরিত্যাগ করা হলো: পুরুষদের সংসর্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা, যাতে তাদের প্রতি তার কোনো চাহিদা না থাকে। মরিয়ম আলাইহিস সালাম কে এ নামে ডাকা হয়েছে। আর ফাতিমাহ'র ব্যাপারে এর অর্থ হলো, তার যুগের নারীদের চেয়ে ফযীলত, দীনদারী ও সাওয়াবের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার জন্য। এর আরেক অর্থ: দুনিয়া বিমুখ হওয়া ও আল্লাহমুখী হওয়া। - [1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫০৭৩; মুসলিম, নিকাহ ১৪০২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৮৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০২৭ তে। এটি সম্মুখেও সংক্ষিপ্ত আকারে আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০৭)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّبَتُّلِ

২২০৭. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে না করা বা স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করা থেকে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/১৭, ৬/১৫৭, ২৫৩; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ৬/২৫৩; নাসাঈ, আল কুবরা নং ২৩২১, ৫৩২২; ইবনু আবী শাইবা ৪/১২৮; তিরমিযী, নিকাহ ১০৮২; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৮৪৯, এ হাদীসটি বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَّذِي كَانَ مِنْ تَرْكِ النِّسَاءِ بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ وَأَصُومَ وَأُطْعَمَ وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي يَا عُثْمَانُ إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ سَعْدٌ فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ

২২০৮. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উসমান ইবনু মাযউন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগের বিষয়টি (জানতে পারার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট লোক পাঠিয়ে ডেকে আনলেন। তখন তিনি বললেন: "হে উসমান! আমাকে 'রাহবানিয়্যাত' বা বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করছো?"

তিনি বললেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন: "আমি (রাতে) সালাত আদায় করি, আবার ঘুমায়। আমি সিয়াম পালন করি, আবার আহার করি (তথা সিয়াম পরিত্যাগ করি); আমি বিবাহ করি, আবার তালাক দিই।–(এ সবই) আমার সুন্নাত। অতএব, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে, সে আমার দলভূক্ত নয়। হে উসমান! তোমার উপর তোমার পরিবারের হক্ব (অধিকার) রয়েছে, অনুরূপ তোমার উপর তোমার নিজের নফসের ও হক্ব (অধিকার) রয়েছে।"সা'দ বলেন, আল্লাহর কসম! মুসলিমদের বেশকিছু লোক এ ব্যাপারে একজোট হয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিষয়টি সমর্থন দেন, তবে আমরা খাসী হয়ে যাবো এবং বিয়ে বা নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করবো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি পূর্বের ২২০৩ নং হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২০৯)

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِلدِّينِ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْحَسَبِ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

২২০৯. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নারীদেরকে চারটি বৈশিষ্ট্য দেখে বিয়ে করা হয়: দীনদারী, সৌন্দর্য্য, ধন-সম্পদ ও বংশ মর্যাদা। তোমার হাত ধুলায় ধুসরিত হোক! তোমার কর্তব্য হলো, দীনদারকে অগ্রাধিকার দেয়া।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫০৯০; মুসলিম, রিদা'আ' ১৪৬৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৫৭৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৩৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

২২১০. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: আমরা এর সকল বর্ণনা একত্রিত করেছি এবং পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৯৩, ১৮৫০, ১৮৯৮, ২১১৭, ২১২৪, ২১২৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭১৭, ৬৫১৭, ৬৫১৮, ৬৫১৯, ৬৬৮৩, ৬৭৩৮ তে। আরও দেখুন, মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১১)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

২২১১. মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, "তুমি গিয়ে তাকে দেখে

নাও। কেননা তা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা অব্যাহত রাখতে অধিক সহায়ক হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭৪১৮; মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৪৩৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৪৩ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১২৩৬ তে। এর শাহিদ রয়েছে আবূ হুরাইরাহ’র হাদীস মুসলিম, নিকাহ ১৪২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَدِمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَصْرَةَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَقَالُوا لَهُ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا ذَلِكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ

২২১২. আকীল ইবনু আবূ ত্বলিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বসরায় এসে বনু জুশম গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করলে লোকেরা (মুবারকবাদ দিয়ে) বললো, ‘সুখী হও এবং অধিক সন্তান হোক।’ তিনি বলেন, তোমরা এরূপ বলো না। বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন এবং আমাদেরকে আদেশ করেছেন যেন, আমরা বলি: ‘বারাকাল্লাহ লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা।’ (অর্থ: তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমার উপর বরকত নাযিল করুন।)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** (আমার) অন্তরে ঝোঁক হচ্ছে এর সনদ সহীহ হওয়ার প্রতিই। ‘ফাতহুল বারী ৯/২২২ এ একে নাসাঈ ও তাবারাণী’র প্রতি সম্বন্ধিত করে হাফিজ ইবনু হাজার বলেন: ‘ হাসান সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি আকীল হতে কিছু শোনেননি।’ তবে আকীলের মৃত্যুর সময় হাসানের বয়স প্রায় ৪০ বছর। আর আকীল বসরায় এসেছিলেন। ফলে এটি অসম্ভব কিংবা দূরবর্তী নয় যে, হাসান তার নিকট শুনেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: বাইহাকী, নিকাহ ৭/১৪৮; ইবনুল আ’রাবী, আল মু’জাম নং ২৫৪; আবুশ শাইখ, তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বিআসবাহান নং ২৩৮; আহমাদ ১/২০১,৩/৪৫১; ইবনুল কানী’, মু’জামুস সাহাবাহ তরজমাহ নং ৮২৩; তাবারাণী, কাবীর ১৭/১৯৩ নং ৫১৪, ৫১৬; নাসাঈ, কুবরা নং ১০০৯২; ইবনু মাজাহ, নিকাহ নং ১৯০৬; আব্দুর রাযযাক নং ১০৪৫৭। পরবর্তী হাদীসটি এর শাহিদ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১৩)

حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَّأَ لِإِنْسَانٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

২২১৩. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বিয়ের পরে দু'আ করার সময় বলতেন: "বারাকাল্লাহ লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা। ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খইর।"[1] (অর্থ: তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমার উপর বরকত নাযিল করুন। আর তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে মিলিত করুন।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** নু'আইম ইবনু হাম্মাদের কারণে এর সনদ হাসান। তবে তিনি এ বর্ণনায় একাকী নন, তার অনুসরণে বর্ণনা করেছেন অনেক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণ। ফলে এর সনদ সহীহের স্তরে উন্নীত হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাউসিলী, মু'জামুশ শুয়ুখ নং ৩২৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৫২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২৮৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

২২১৪. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক (মুসলিম) ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের অপর ব্যক্তির প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১৪০; মুসলিম, নিকাহ ১৪১৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৮৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৪৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৫৬, ১০৫৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ

২২১৫. ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপরে অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে এবং এক ভাই দরদাম করলে অন্যকে তার দরদাম করতে নিষেধ করেছেন নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী তাকে অনুমতি দেবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১৩৯; মুসলিম, নিকাহ ১৪১২; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮০১, ৫৮০৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৪৭, ৪০৫১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ وَكَتَبَهُ مِنْهَا كِتَابًا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِي مِنْهُمُ النَّفَقَةَ فَقَالُوا لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ وَانْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَانُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى إِنْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرَتْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ فَأَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا

২২১৬. ফাতিমা বিনত কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি কুরাইশ গোত্রের বনী মাখযুম উপগোত্রের এক ব্যক্তির (আবূ আমর ইবন হাফসের) সাথে বিবাহাধীন ছিলেন। আর তিনি তাকে তিন তালাক বায়েন প্রদান করেন। এরপর তিনি তার উকিল মারফত তার নিকট খোরপোশ দাবী করেন। তখন তিনি বলেন, আল্লার শপথ! তোমার জন্য কোনো খোরপোশ প্রাপ্য নেই। এ

খবরটি রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, "তার নিকট তোমার কিছুই পাওনা নেই। আর তোমার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব। আর তুমি উম্মু শারীকের ঘরে চলে যাও (অবস্থান করো) এবং তোমার নিজের (নফসের) দ্বারা আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না।"

এরপর তিনি বলেন, "উম্মু শারীক এমন এক মহিলা, যার ঘরে তার মুহাজির ভাইয়েরা যাতায়াত করে। তুমি বরং উম্মে মাখতুমের ঘরে যাও (অবস্থান কর)। কেননা, সে হল একজন অন্ধ লোক, কাজেই তুমি তোমার কাপড় খুলে রাখলে সে কিছুই দেখতে পাবে না। আর তোমার নিজের (নফসের) দ্বারা আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না।" এরপর তিনি উম্মু মাকতুমের বাড়িতে গিয়ে অবস্থান নিলেন। এবং যখন তিনি হালাল হলেন (ইদ্দত পূর্ণ করলেন), তখন তিনি উল্লেখ করলেন যে, মু'আবিয়া ও আবূ জাহাম উভয়ে তার নিকট বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠান। তখন রাসূলূল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "মু'আবিয়া - সে তো ফকীর। আর আবূ জাহাম তো তার কাঁধ হতে লাঠিই সরায় না (অর্থাৎ অধিক মারধরকারী)। এবং তার কোন মাল নেই। উসামার ব্যাপারে তোমার মত কি?" তার পরিবারের লোকদের নিকট তা অপছন্দনীয় মনে হলো। অত:পর সে বললো, আল্লাহর কসম! রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমারকে যার সাথে বিয়ে দিবেন, তাকে ছাড়া আমি বিয়েই করব না। এরপর তিনি উসামাকে বিবাহ করেন।

বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনু আমির (রহঃ) বলে, মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম বলেন, হে ফাতিমাহ! আল্লাহকে ভয় করো। তুমি জানো তো যে এটি কোন্ বিষয়ে ছিল।

তিনি বলেন, আর ইবনু আব্বাস বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তবে তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেকে, ইদ্দতের হিসাব রেখো এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়।" (সুরা তালাক: ১) আর ফাহিশাহ (অশ্লীল কাজ)এর মধ্যে এও শামিল রয়েছে যে, সে তার পরিবারকে কষ্ট দেবে; সে একাজ করলে তাদের জন্য তাকে বের করে দেওয়া হালাল হয়ে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, তালাক ১৪৮০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৪৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৬৭ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরাহ হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯২৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوْ

الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى

২২১৭. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নারী ও তার ফুফুকে (একত্রে) বা ফুফু ও তার ভাতিজীকে (একত্রে) এবং কোনো নারী ও তার খালাকে (একত্রে) কিংবা খালা ও তার বোনঝিকে একত্রে, এবং ছোট বোন ও বড় বোনকে একত্রে কিংবা বড় ও ছোট বোনকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫১০৯, ৫১১০; মুসলিম, নিকাহ ১৪০৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৬৪১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৬৮, ৪১১৩, ৪১১৫, ৪১১৭, ৪১১৮ তে। পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১৮)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

২২১৮. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে একসঙ্গে কোনো নারী ও তার ফুফুকে একত্রে এবং কোনো নারী ও তার খালাকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, নিকাহ ২০; তার সূত্রে বুখারী, নিকাহ ৫১০৯; মুসলিম, নিকাহ ১৪০৮; আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২১৯)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ قَالَ مَالِكٌ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا قَالَ لَا يُعْجِبُنِي

২২১৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার' (বা আপন বোন বা নিকটস্থ কোনো মেয়েকে মাহর ছাড়া একে অপরের নিকট বিবাহ দেয়া) থেকে নিষেধ করেছেন।

মালিক (রহঃ) বলেন: শিগার হলো কোনো লোক তার মেয়েকে অপর ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়া এ শর্তে যে, সে তার মেয়েকে বিবাহ দেবে কোনো মোহরানা ব্যতীত।[1] আবূ মুহাম্মদ কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি মনে করেন তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়? তিনি বলেন, না, তা আমাকে বিস্মিত করে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, নিকাহ ২৪; তার সূত্রে বুখারী, নিকাহ ৫১১২; মুসলিম, নিকাহ ১৪১৫; আগের হাদীসটি দেখুন। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি ও (হাদীসটির সনদের ব্যাপারে) হাসান-এর দিকে মতামত প্রত্যাবর্তন করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৯৫, ৫৮১৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৫২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২০)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ الْحَدِيثِ فَمَا تَبِعَهُمْ بَعْدُ فَحَسَنٌ

২২২০. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা নেককার পুরুষের সাথে নেককার স্ত্রীলোকের বিবাহ দাও।"আবূ মুহাম্মদ বলেন, এ হাদীসের কিছু অংশ আমার থেকে বাদ পড়ে গেছে, তা হলো: "ফলে পরবর্তী প্রজন্মও নেককার বা উত্তম হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: সুয়ূতী, দুররে মানসূর ৫/৪৪ এ একে ইবনু মারদুবিয়ার প্রতি সম্বন্ধিত করেছেন। এছাড়া আর কোথাও আমি পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২১)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

২২২১. আবী বুরদাহ তার পিতা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ওলী (শরী'আ সম্মত অভিভাবক) ব্যতীত বিয়ে নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২২৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৭৭, ৪০৭৮, ৪০৮৩, ৪০৯০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২৪৩, ১২৪৪, ১২৪৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২২)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

২২২২. আবী মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ওলী (শরী'আ সম্মত অভিভাবক) ব্যতীত বিয়ে নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: হাদীসটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। সেখানে দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২৩)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ مَرَّةً فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ

২২২৩. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কোন মহিলা তার ওলীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করবে,তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল,তার বিবাহ বাতিল।" বর্ণনাকারী আবূ আসিম বলেন, তিনি আরেকবার বলেন, "তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে, শাসকই হবে তার ওলী,যার ওলী নেই। যদি এরপর স্বামী তার সাথে সঙ্গত হয় তবে

স্ত্রী মোহরানার হকদার হবে। যেহেতু তার স্বামী তার লজ্জাস্থানকে হালাল মনে করে ভোগ করেছে।”আবূ আসিম বলেন, হাদীসটি আমার দ্বারা লেখানো হয় ১৪৬ (হিজরী) সালে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। সুলাইমান ইবনু মূসা’র কারণে। তবে ইবনু জুরাইজ হাদ্দাসান’ বলে বর্ণনা করেছেন মাউসিলীতে। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫০৭, ২৫০৮, ৪৬৮২, ৪৬৯২, ৪৭৪৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৭৫ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১২৪৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৩০ তে, যেখানে বাড়তিভাবে লেখা হয়েছে : ‘এর সনদ সহীহ’। ((আবূ দাউদ, নিকাহ ২০৮৩; তিরমিযী, নিকাহ ১১০৮; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৮৭৯।– ফাওয়ায আহমেদের দারেমী, হা/২১৮৪ এর টীকা হতে।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ

২২২৪. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করার জন্য তাদের নিকট থেকে সম্মতি গ্রহণ করো। যদি তারা চুপ থাকে, তবে সে অনুমতি দিল (বলে গণ্য হবে)। আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩২৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৮৫ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১২৩৮ তে। ((আবূ দাউদ, নিকাহ ২০৯৩।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ

২২২৫. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অকুমারী মেয়েদেরকে তাদের সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া যাবে না। আবার কুমারী মেয়েদেরকেও তাদের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া যাবে না। আর চুপ থাকাই তার অনুমতি প্রদান।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০১৯, ৭৩২৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৭৯, ৪০৮৬ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১২৩৯ তে। পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২৬)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

২২২৬. (অপর সূত্রে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীস বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫১৩৬; মুসলিম, নিকাহ ১৪১৯; আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২৭)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

২২২৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিধবা নারী তার নিজের (বিয়ের) ব্যাপারে তার ওলীর চেয়ে অধিক কর্তৃত্বশীল। আর কুমারী মেয়ে থেকেও তার (বিয়ের) ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণ করা কর্তব্য। আর তার চুপ থাকাই তার অনুমতি প্রদান।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, নিকাহ ৪; মুসলিম, নিকাহ ১৪২১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৮৪, ৪০৮৭, ৪০৮৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫২৭ তে। এছাড়া, সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৫৫৬; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৩/১১, ৪/৩৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২৮)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

২২২৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুমারী মেয়ে থেকে তার (বিয়ের) ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণ করা হবে। আর তার চুপ থাকাই তার অনুমতি প্রদান।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২২৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

২২২৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বিধবা নারী তার নিজের (বিয়ের) বিষয়ে তার ওলীর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। আর কুমারী মেয়ে থেকেও তার (বিয়ের) ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আর তার চুপ থাকাই তার স্বীকারোক্তি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু

মুহাব এর কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ। এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। তাখরীজ: আহমাদ ১/২৭৪; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৩/১১, ৪/৩৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ بِنْتًا لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا

২২৩০. 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ও মুজাম্মি'উ ইবনু ইয়াযীদ আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। খিযাম নামক এক ব্যক্তি তার মেয়েকে বিয়ে দেন। সে তার পিতার দেয়া এই বিয়ে অপছন্দ করে। এরপর মেয়েটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করে। ফলে তিনি তার পিতার দেয়া তার এই বিবাহ বাতিল করে দেন। পরে সেই মেয়ে আবূ লুবাবা ইবনু 'আবদুল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বিয়ে করে। ইয়াহ্ইয়া (রহ.) বলেন যে, তার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, সে ছিল সায়্যিবা (বিধবা)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৪/১৩৪; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৮৭৩; আহমাদ ৬/৩২৮; বুখারী, নিকাহ ৫১৩৯, হিয়াল ৬৯৬৯; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৫৭৬; পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩১)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ ابْنِ جَارِيَةَ أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

২২৩১. 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ও মুজাম্মি'উ ইবনু ইয়াযীদ আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। খিযামের মেয়ে খানসাকে তার পিতা বিয়ে দেন। সে ছিল সায়্যিবা (বিধবা)। আর সে

একে (পিতার দেয়া এই বিয়েকে) অপছন্দ করে। এরপর মেয়েটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তার (পিতার দেয়া) এই বিয়ে বাতিল করে দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, নিকাহ ২৫; তার সূত্রে আহমাদ ৬/৩২৮; বুখারী, নিকাহ ৫১৩৮, ইকরাহ ৬৯৪৫; আবূ দাউদ, নিকাহ ২১০১; নাসাঈ, নিকাহ ৬/৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

২২৩২. উক্ববাহ ইবনু আমির অথবা সামুরাহ ইবনু জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোন মহিলাকে যদি (সমপর্যায়ের) দুই ওলী বিয়ে দেয় তবে তাদের প্রথম জনের দেয়া বিয়েই কার্যকর হবে। আর কেউ যদি দুইজনের কাছে কোন জিনিস বিক্রি করে তবে তা এদের মধ্যে প্রথম জনই পাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। কেননা, হাসান সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও উকবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শোনেননি। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৮; তিরমিযী, নিকাহ ১১১০,; আবূ দাউদ, নিকাহ ২১০১; নাসাঈ, বুয়ূ ৭/৩১৪; কুবরা নং ৬২৭৯; ইবনু আবী শাইবা, ৪/১৩৯; ইবনু মাজাহ, ২য় অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে, তিজারাহ ২১৯০; তাবারাণী, কাবীর ৭/২০৩ নং ৬৮৪২; উকবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আহমাদ ৪/১৪৯; ইবনু আবী শাইবা, ৪/১৩৯; বাইহাকী, নিকাহ ৭/১৩৯। সামুরাহ’র হাদীসটি হলো পরবর্তী হাদীস।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩৩)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

২২৩৩. সামুরাহ ইবনু জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে (পূর্বোক্ত হাদীসের) অনুরূপ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। তাখরীজ: আবূ দাউদ, নিকাহ ২০৮৮; তাবারাণী, কাবীর ৭/২০৩ নং ৬৮৩৯, ৬৮৪১, ৬৮৪৩; তায়ালিসী, ১/৩০৫ নং ১৫৫৫; বাইহাকী, নিকাহ ৭/১৩৯; আহমাদ ৫/১১, ১২,১৮; ইবনুল জারুদ নং ৬২২; হাকিম ২/৩৫, ১৭৪, ১৭৫; ইবনু মাজাহ, তিজারাহ ২১৯১। দেখুন, তালখীসুল হাবীর ৩/১৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩৪)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ أَنْ لَا نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

২২৩৪. রাবী ইবনু সাবরা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা বিদায় হাজ্জে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন । তিনি বললেন: “তোমরা এ নারীদের সাথে মুতআ (বিয়ে) করো।” আর মুত’আ করা আমাদের নিকট বিয়ে হিসেবেই গণ্য ছিল। ফলে আমরা নারীদেরকে এর প্রস্তাব দিলে তারা আমাদের ও তাদের মাঝে একটি মেয়াদ নির্ধারিত না করলে তারা মানতে রাজি হচ্ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমরা (তা-ই) করো।” তখন আমিও আমার চাচাতো ভাই বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের উভয়ের সাথে একটি করে চাদর ছিল। আমার চাদরটির চেয়ে আমার চাচাতো ভাইয়ের চাদরটি ছিল উৎকৃষ্ট। তবে আমি তার তুলনায় বয়সে অধিক তরুণ ছিলাম।

অবশেষে আমরা একটি যুবতী মেয়ের নিকট এলাম। আমার তারুণ্য তাকে মুগ্ধ করলো, আবার তার চাদরও তার পছন্দ হলো। ফলে সে বলতে লাগলো, চাদর তো চাদরের মতোই (চাদরে কী যায়

আসে)। অতঃপর আমি তকে মুতআ বিবাহ করলাম দশদিনের মেয়াদে। এরপর আমি তার নিকট সেই রাত অতিবাহিত করলাম, এরপর সকাল হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকনে ইয়ামানী ও বাবের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন: "হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সাথে মুতআ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তা হারাম করেছেন। অতএব, যার নিকট এই ধরনের (বিবাহ সূত্রে কোন স্ত্রীলোক) আছে, সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয়। আর তোমরা তাদের যা কিছু দিয়েছ তা থেকে কিছুই কেড়ে রেখে দিও না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, নিকাহ ১৪০৬; বাইহাকী, নিকাহ ৭/২০২, ২০৩, ২০৪; এছাড়াও আহমাদ ৩/৪০৪-৪০৬; আব্দুর রাযযাক ৭/৪৯৬-৫০৬; ইবনু আবী শাইবা, ৪/২৯২; তাবারাণী, কাবীর ৭/২০৩ নং ৬৮৩৯; তামহীদ ১০/১০২-১০৯ তে এর অনেকগুলি সূত্র রয়েছে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৩৮, ৯৩৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৪৪, ৪১৪৬, ৪১৪৭, ৪১৪৮, ৪১৫০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৭০ তে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ

২২৩৫. রবী' ইবনু সাবরা আল জুহানী ((রহঃ)) থেকে তাঁর পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছরে মুতঁআ বিয়ে নিষিদ্ধ করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, নিকাহ ১৪০৬; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৬৯। এটি পূর্বের হাদীসটির সংক্ষিপ্তসার; সুতরাং পূর্ণ তাখরীজের জন্য সেটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ

২২৩৬. হাসান ও আব্দুল্লাহ হতে তাদের উভয়ের পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে লক্ষ্য করে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের বছরে মুত'আ: তথা নারীদের সাথে মুত'আ বিয়ে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটির তাখরীজ ২০৩৩ (অনুবাদে সম্ভবত: ২০২৩) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩৭)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ

২২৩৭. উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুহরিম (হাজ্জের ইহরামরত) ব্যক্তি বিয়ে করবে না এবং (কাউকে) বিয়ে দিবেও না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, নিকাহ ১৪০৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১২৩, ৪১২৪, ৪১২৫, ৪১২৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৩ তে। আরও দেখুন, মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২৭৪ এর টীকা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩৮)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا وَقَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

২২৩৮. আবূ সালামা হতেবর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকেজিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদেরমোহরানা কেমন ছিলো? তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রীদেরমোহরানার পরিমাণ ছিল বারো উকিয়াএবং এক'নাশ'। আবারতিনিজিজ্ঞাসাকরেন, 'নাশ'কী

তা তুমি জানো? তিনি বলেন,আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তাহলঅর্ধ –উকিয়া। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরজন্য এ মোহরানাই ধার্য্য করেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: শাফিঈ, আল মুসনাদ পৃ: ২৪৬; তার সূত্রে আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৯/১৬১; সহীহ সনদে। আহমাদ ৬/৯৩-৯৪; মুসলিম, নিকাহ ১৪২৬; নাসাঈ, নিকাহ ৬/১১৬-১১৭; আবূ দাউদ, নিকাহ ২১০৫; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৮৮৬; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৮/১১৫ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৩৯)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ حَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ

২২৩৯. আবীল আজফা'আ আস সুলামী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে খুতবা দান কালে বলতে শুনেছি, প্রথমে তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করেন অতঃপর বলেন, মহিলাদের মাহরের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তা যদি পার্থিব জীবনে সম্মানের বস্তু অথবা আল্লাহর কাছে তাক্ওয়ার প্রতীক হতো, তাহলে তোমাদের চেয়ে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অধিকতর যোগ্য ও অগ্রগণ্য হতেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের মাহর বারো উকিয়ার বেশি ধার্য করেননি। জেনে রাখো, তোমাদের কেউ কেউ তার স্ত্রীর মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। তখন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, এমনকি সে বলতে থাকে, আমি তোমার জন্য পানির মশক টানতে টানতে নিজেকে মলিন করেছি অথবা ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬২০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২৫৯ তে। ((তিরমিযী, নিকাহ ১১১৪; আবূ দাউদ, নিকাহ ১৮৩৪; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৮৮৭- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪০)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا فَقَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

২২৪০. সাহল ইবন সা’দ সাঈদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জনৈকা মহিলা এসে বলল যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তার নিজেকে হেবা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমার কোনো নারীর প্রয়োজন নেই।” তখন এক ব্যক্তি বলল, এই মহিলাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, “একে (মোহরানা হিসেবে) একটি কাপড় দাও।” লোকটি বলল, আমার কাছে কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটি লোহার আংটি হলেও তাকে দাও।”বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি বেশ দু:খিত হয়ে পড়লো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমার কাছে কোরানের কী পরিমাণ (মুখস্ত) আছে?” লোকটি বলল: অমুক সূরা অমুক সূরা। তিনি বললেন, “তোমার কাছে কোরানের যা আছে তার বিনিময়ে এই মহিলাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ওয়াকালাত ২৩১০; মুসলিম, নিকাহ ১৪২৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৫২১, ৭৫২২, ৭৫৩৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৯৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৫৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪১)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ

২২৪১. ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস‘উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রয়োজনের (বিবাহের) খুতবা শিক্ষা দিয়েছেন (এভাবে):

‘‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। অথবা, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল।’’

এরপর সে (খুতবার সাথে কুরআনের) এ তিনটি আয়াত পাঠ করবে:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)

১. ‘‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেরূপ ভয় করা উচিত, তোমরা তাঁকে তদ্রূপ ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না’’ (সূরা আল ইমরান : ১০২)।

‘‘হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিণীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু’জন থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাকো এবং জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক’’ (সূরা নিসা : ১)।

‘‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের কার্যাবলি সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে’’ (সূরা আহযাব : ৭০-৭১)।’’ এরপর সে তার প্রয়োজনীয় কথা বলবে।’’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি’ বা বিচ্ছিন্ন। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫২৩৩, ৫২৩৪ তে। ((আবূ দাউদ, নিকাহ

২১১৮; তিরমিযী, নিকাহ ১১০৫; নাসাঈ ৩/১০৫; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৮৯২- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর তাহক্বীক্ব নং ২২০২।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪২)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

২২৪২. ‘উক্ববাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সকল শর্তের চেয়ে বিয়ের শর্ত পালন করা তোমাদের অধিক কর্তব্য, যার মাধ্যমে তোমাদের জন্য স্ত্রী অঙ্গ ভোগ করা হালাল করা হয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, শুরুত্ব ২৭২১, নিকাহ ৫১৫১; মুসলিম, নিকাহ ১৪১৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৫৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৯২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صُفْرَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ الصُّفْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

২২৪৩. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শরীরে হলুদ রং দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে বললেন: “এ হলুদ রং কিসের?” তখন সে বললো, আমি একজন (আনসারী) মহিলাকে খেজুরের আঁটির পরিমাণ স্বর্ণ (মোহরাণা) দিয়ে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন: “আল্লাহ্ তোমাকে বারকাত দান করুন। একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওয়ালীমাহ কর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২০৪৯, নিকাহ ৫১৬৭; মুসলিম, নিকাহ ১৪২৭; আমরা এর পূর্ণ

তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩২০৫, ৩৩৪৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৬০, ৪০৯৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৫২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ وَلَيْسَ الْأَكْلُ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ

২২৪৪. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কাউকে ওয়ালীমা (ভোজ)-এর দাওয়াত দিলে সে যেন তা কবুল করে।”[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, দাওয়াত কবুল করা উচিত, তবে তাতে খাওয়া-দাওয়া করা ওয়াজিব নয়।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫১৭৩; মুসলিম, নিকাহ ১৪২৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৯৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪৫)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

২২৪৫. আবী হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যার দু’জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের একজনের চেয়ে অপরজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে, তবে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার (দেহের) এক পার্শ্ব কাত হয়ে থাকবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২০৭ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৩০৭ তে। ((আবূ দাউদ, নিকাহ ২১৩৩;

তিরমিযী, নিকাহ ১১৪১; নাসাঈ, নিকাহ ৭/৬৩; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৯৬৯; আহমাদ ২/৩৪৭-৪৭১।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর তাহক্বীক্ব নং ২২০৬ এর টীকা।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪৬)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

২২৪৬. আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়পরায়নতার সাথে সমানভাবে বণ্টন করতেন, অতঃপর বলতেন : "হে আল্লাহ্! এ হলো আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমার বন্টন। যে বিষয় তোমার ক্ষমতাধীন আছে, আমার সাধ্যাতীত, সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করো না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২০৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩০৫ তে। এছাড়াও, ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ২/২/২৮ ও ৮/১২১ মুরসাল হিসেবে। আবূ দাউদ, নিকাহ ২১৩৪; তিরমিযী, নিকাহ ১১৪০; নাসাঈ, নিকাহ ৭/৬৪; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৯৭১; আহমাদ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম। হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর তাহক্বীক্ব নং ২২০৬ এর টীকা।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪৭)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

২২৪৭. আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রওয়ানা হলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (কে তাঁর সাথে যাবেন তা নির্ধারণের জন্য) লটারির ব্যবস্থা করতেন। তাদের মধ্যে যার পালা লটারীতে উঠতো, তিনি তাঁর সাথে যেতেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক

সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, হিবাহ ২৫৯৩; মুসলিম, তাওবাহ ২৭৭০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৯৭, ৪৯২৭, ৪৯২৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২১২, ৭০৯৯ তে। ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৮/১২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪৮)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

২২৪৮. আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "(অন্য স্ত্রী থাকা অবস্থায়) কুমারী মহিলা (বিয়ে করলেতার) নিকট লাগাতার সাত দিন অবস্থান করবে আর অকুমারী মহিলা (কে বিয়ে করলে তার) নিকট সে লাগাতার তিন দিন অবস্থান করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তবে, ইবনু ইসহাক এটি আন'আন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তবে, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫২১৩; মুসলিম, রিদা'আ ১৪৬১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮২৩, ৩৭৮৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২০৮, ৪২০৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৪৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِسَائِرِ نِسَائِي

২২৪৯. উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর নিকট তিন রাত অবস্থান করেন। এরপর তিনি বলেন, "এটা তোমার জন্য তোমার পরিবারের উপর কোনো অপমান নয়। অবশ্য যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার সাথে সাত রাত অবস্থান করব। আর আমি যদি তোমার সাথে সাত রাত

অবস্থান করি, তখন আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও আমাকে (সমতা রক্ষার্থে) সাত রাত অতিবাহিত করতে হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, রিদা’আ ১৪৬০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯৯৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২১০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى النِّسَاءِ فِي شَوَّالٍ

২২৫০. আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেনএবং শাওয়াল মাসেই তাঁর সঙ্গে আমার বাসর হয়। আর তাঁর কোন্ স্ত্রী তাঁর নিকট আমার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান? তিনি (আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) (তাঁর পরিবারের) মেয়েদের জন্য শাওয়াল মাসে বাসর হওয়া পছন্দ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৫৪, ২০৬; মুসলিম, নিকাহ ১৪২৩; ইবনু মাজাহ ১৯৯০; তিরমিযী, নিকাহ ১০৯৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৫৮ তে। আরও দেখুন, ইবনু আদী, আল কামিল ৫/১৮৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫১)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ حِينَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ قَضَى اللَّهُ وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ

২২৫১. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনিবলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের সময় যেন একথা বলতে অক্ষম না হয়: যে: ‘‘হে আল্লাহ্! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যে সন্তান আমাদের দান করবে

তাকেও শয়তান থেকে দূরো রাখো।'' অতঃপর যদি আল্লাহ (তাদের সেই মিলনের দ্বারা) কোন সন্তান স্থির করেন, তবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/৩১১; বুখারী, উযূ ১৪১, বাদাউল খালক ৩২৭১, ৩২৮৩, নিকাহ, ৫১৬১, দাওয়াত ৬৩৮৮, তাওহীদ ৭৩৯৬; মুসলিম, নিকাহ ১৪৩৪; আবূ দাউদ, নিকাহ ২১৬১; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৯১৯; আহমাদ ১/২২০, ২৮৩; তিরমিযী, নিকাহ ১০৯২; তায়ালিসী ১/৩১১ নং ১৫৮৭; বাইহাকী, নিকাহ ৭/১৪৯; ইবনুস সুন্নী, নং ৬০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ

২২৫২. খুযাইমা ইবনু সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা হাক্ব প্রকাশে লজ্জা বোধ করেন না। তোমরা নারীদের পশ্চাদ্দারে গমণ করবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৯৮, ৪২০০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২৯৯, ১৩০০ তে। ((ইবনু মাজাহ, ১৯২৪)) এটি গত হয়েছে ১১৮৩ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫৩)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

২২৫৩. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীরা মুসলিমদেরকে বলত যে, কোন লোক তার স্ত্রীর পিছন দিক থেকে (তার যোনি দ্বারে) সংগম করলে এতে সন্তান টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন: অর্থাৎ "স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"[1] (সূরা বাকারাঃ ২২৩)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ১১৭২ নং এ। ((বুখারী, তাফসীর, ৪৫২৮; মুসলিম, নিকাহ ১৪৩৫))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫৪)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا

২২৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক স্ত্রীলোককে দেখলেন। আর সে তাঁকে মুগ্ধ করল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী সাওদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট আসলেন। তিনি তখন সুগন্ধি প্রস্তুত করছিলেন এবং তার নিকট অন্যান্য স্ত্রীলোকও ছিল। এরপর তিনি তাঁর সাথে নিভৃতে চলে গেলেন এবং তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন:"যখন কোনো লোক কোন স্ত্রীলোককে দেখে এবং সে তাকে মুগ্ধ করে তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট যায়। কেননা, এর নিকট যা রয়েছে, তার স্ত্রী'র নিকটও অনুরূপ রয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৫৪৩৫, ৫৪৩৬; আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে সহীহ মুসলিম, নিকাহ ১৪০৩ তে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৭২, ৫৫৭৩ এ। আবার এর অপর শাহিদ রয়েছে আবী কাবশা হতে আহমাদ ৪/২৩১ তে যার সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مَا أَعْجَلَكَ يَا جَابِرُ قَالَ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ أَفَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا نَدْخُلُ قَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ

২২৫৫. জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলাম। এরপর যখন আমরা ফিরে আসছিলাম, তখন আমি তাড়াতাড়ি চলছিলাম। এমন সময় আমি এক আরোহীর সাক্ষাত পেলাম। তিনি বলেন, এরপর আমি ফিরে দেখি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রয়েছি। তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, “হে জাবির, তোমার এত তাড়াতাড়ি করার কারণ কী?” আমি উত্তর দিলাম, আমি নতুন বিয়ে করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে, না বিধবা?” আমি উত্তর দিলাম, বিধবা। তিনি বললেন, “তুমি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? যার সঙ্গে খেলা-কৌতুক করতে পারতে আর সেও তোমার সঙ্গে খেলা-কৌতুক করত।” এরপর তিনি আমাকে বললেন, “যখন তুমি পৌঁছবে, তখন তুমি মিলিত হবে, তুমি মিলিত হবে।”তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন, যখন আমরা (মদিনায়) পৌঁছলাম, এবং আমরা (বাড়িতে) প্রবেশ করব, এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি রাতে প্রবেশ করা থেকে অপেক্ষা কর, যেন (অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী) নিজের অবিন্যস্ত কেশরাশি বিন্যাস করতে পারে এবং (গোপনাঙ্গের) লোম পরিষ্কার করতে পারে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মাগাযী, ৪০৫২, নিকাহ ৫০৭৯; মুসলিম, রাদা’আ ৭১৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৯৩, ১৮৫০, ১৮৯৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭১৭, ৬৬৮৩, ৭১৩৮ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৬১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫৬)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْغِيلَةُ أَنْ يُجَامِعَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ

২২৫৬. জুদামা বিনতু ওয়াহাব আসাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগম নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ইচ্ছে করলাম। এরপর আমার নিকট আলোচনা করা হল যে, রোম ও পারস্যবাসী লোকেরাও তা করে থাকে, অথচ তাতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।"[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'গীলাহ' হলো স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগম করা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, রা'দ্বা'আ ১৬ সহীহ সনদে; মুসলিম, নিকাহ ১৪৪২; ইবনুল আছীর, আসদুল গাবাহ ৭/৪৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৯৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫৭)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২২৫৭. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তাঁর কোনো খাদিমকে প্রহার করেননি; আর তিনি নিজ হাতে কোনো কিছুকেই হত্যা করেননি। তবে তিনি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা'র রাস্তায় জিহাদ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ফাযাইল ২৩২৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৭৫, এতে বাড়তি অংশও রয়েছে; ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৮, ৬৪৪৪; এ বাড়তি অংশটুকু বর্ণনা করেছেন বুখারী, মানাকিব ৩৫৬০ তে এবং আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৬০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ

اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ ذَئِرْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

২২৫৮. ইয়াস ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ যুবাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা আল্লাহর দাসীদের প্রহার করো না।” অতঃপর ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলেন : নারীরা তো তাদের স্বামীদের অবাধ্যাচরণ করছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে মারার অনুমতি দিলেন (এবং তারা প্রহৃত হলো।) ফলে অনেক নারী তাদের নিজ নিজ স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাড়িতে আসা-যাওয়া করলো। তখন (সকাল বেলায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘‘আজ রাতে মুহাম্মাদের পরিবারে অনেক মহিলা এসে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এসকল (মারপিটকারীরা) তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক নয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৮৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৩১৬ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯০০ তে। ((আব্দুর রাযযাক, আল মুছান্নাফ ১৭৯৪৫; তাবারাণী ৭৮৪; বাইহাকী ৭/৩০৪; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৯৮৫; আবূ দাউদ, নিকাহ ২১৪৬; নাসাঈ, কুবরা; শাফিঈ ২/২৮; হাকিম ২/১৮৮, ১৯১; বাগাবী, ২৩৪৬; হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।– মুহাক্বিক্বের সহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৮৯ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৫৯)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمًا فَوَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ فَقَالَ مَا بَالُ الرَّجُلِ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ

২২৫৯. ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু যামআহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন লোকদের মাঝে খুতবাহ দিলেন। এ খুতবায় তিনি নারীদের ব্যাপারে

লোকদেরকে উপদেশ দিলেন। তিনি বলেন, “সেই লোকের অবস্থা কী, যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে; কিন্তু ঐ দিনের শেষেই সে আবার তার সঙ্গে (এক বিছানায়) মিলিত হয়?!”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর, ৪৯৪২; মুসলিম, জান্নাত ওয়া সিফাতু নাঈমুহা ২৮৫৫। এছাড়াও, ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ, তরজমাহ নং ৬০২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৯০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَإِنْ تُقِمْهَا كَسَرْتَهَا فَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً

২২৬০. আবী যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :“নারীকে পাজরের (বাঁকা) হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে; ফলে তুমি তার সাথে কোমল আচরণ করো। কেননা, তার মাঝে যেমন বক্রতা/ কষ্ট আছে তেমনি প্রাচুর্য/ পূর্ণতাও রয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাযযার, কাশফুল আসতার নং ১৪৭৮; আহমাদ ৫/১৫১; নাসাঈ, আশারাতুন নিসা নং ২৭০ সহীহ সনদে; আর এর শাহিদ পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬১)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ تَسْتَمْتِعْ وَفِيهَا عِوَجٌ

২২৬১. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নারীরা হচ্ছে পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি একেবারে সোজা করতে চাও,

তাহলে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং, যদি তোমরা তাদের থেকে উপকার লাভ করতে চাও, তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভ করতে হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ, ৫১৮৪; মুসলিম, রাদা’আ ১৪৬৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২১৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৭৯, ৪১৮০ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২০২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬২)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ أَوَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ إِلَّا كَانَتْ

২২৬২. আবী সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ‘আযল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: “তোমরা কি তা করো নাকি? তোমরা যদি তা (আযল) না কর তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা যে প্রাণ (সৃষ্টি) হওয়ার ফায়সালা করে রেখেছেন, তা অবশ্যই হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ, ২২২৯; মুসলিম, নিকাহ ১৪৩৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১০৫০, ১২৫০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৯১, ৪১৯৩ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৬৪ তে। পরবর্তীটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ يَرُدُّ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ أَفَيَعْزِلُ عَنْهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ

تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرًا وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرًا

২২৬৩. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো লোকের বন্দী দাসী রয়েছে, যার সাথে সে সঙ্গত হয়। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক- তা সে চায় না। এমতাবস্থায় সে তার সাথে আযল- (নিরুদ্ধ সঙ্গম করা) করবে কি? আবার কোনো লোকের দুগ্ধদায়িনী স্ত্রী রয়েছে, যার সাথে সে সঙ্গত হয়। কিন্তু সে চায় না যে, সে গর্ভবতী হোক। এমতাবস্থায় সে তার সাথে আযল- (নিরুদ্ধ সঙ্গম করা) করবে কি? তিনি বললেন, তোমরা যদি তা (আযল) না কর তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ তা হলো (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত) তাকদীর।”[1]
ইবনু আউন বলেন, এরপর আমি এটি হাসান (রহঃ) এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমার মনে হয়, এটাই হলো নিষেধাজ্ঞা বা ধমক স্বরূপ! আল্লাহর কসম, আমার মনে হয়, এটাই হলো নিষেধাজ্ঞা বা ধমক স্বরূপ!

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পূর্ণরূপ। আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৩০৬ এবং পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬৪)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ لِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ

২২৬৪. ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস‘ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাশীল কেউ নেই এবং এ কারণেই তিনি সকল অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রশংসাপ্রিয় আর কেউ নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ, ৫২২০; মুসলিম, তাওবাহ ২৭৬০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১২৩, ৫১৬৯, ৫১৭৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৯৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ

২২৬৫. জাবির ইবনু আতীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "গীরাত (আত্মমর্যাদাবোধ) (দু'ধরণের; একটি হলো-) যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং (অপরটি)- যা আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। যে 'গীরাত' মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেন, তা হলো- সন্দেহের ক্ষেত্রে গীরাতের প্রদর্শন। আর যে 'গীরাত' আল্লাহ্ অপছন্দ করেন, তা হলো- যেখানে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই, সে বিষয়ে গীরাত দেখানো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৯৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩১৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬৬)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَضَرَبْتُهَا بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ أَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَعَاذِرِ وَلِذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ

২২৬৬. মুগীরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সা'দ ইবনু 'উবাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে যদি দেখি, তাকে সরাসরি খোলা তরবারি দিয়ে হত্যা করব। এ কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেনঃ "তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে বিস্মিত হচ্ছ? আমি তার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ্ আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হবার কারণে প্রকাশ্য ও গোপনীয় (যাবতীয়) অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউই নেই। অক্ষমতা প্রকাশকে আল্লাহর চেয়ে অধিক পছন্দ করেন

এমন কেউই নেই। আর এজন্য তিনি নবী, ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতাদেরকে পাঠিয়েছেন। প্রশংসা আল্লাহর চেয়ে আর কারো কাছে অধিক প্রিয় নয়। তাই তিনি জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: আহমাদ ৪/২৪৮; বুখারী, তাওহীদ, ৭৪১৬; মুসলিম, লি’আন ১৪৯৯। হাকিম ৪/৩৫৮; ইবনু আবী শাইবা, ৪/৪১৯; ইবনু আবী আসিম, আস সুন্নাহ নং ৫২২, ৫২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬৭)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

২২৬৭. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন স্ত্রীলোক যদি স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করত: (অন্যত্র) রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশ্তাগণ এমন স্ত্রীর উপর লা’নত দিতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে (স্বামীর বিছানায়) ফিরে না আসে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বাদাউল খালক, ৩২৩৭; মুসলিম, নিকাহ ১৪৩৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১৯৬, ৬২১৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৭২, ৪১৭৩, ৪১৭৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬৮)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا

قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

২২৬৮. সাহল ইবনু সা'দ সা'ঈদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, 'উওয়াইমির' আজলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষকে (ব্যভিচার-রত) দেখতে পায়, আর তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? অথবা,(যদি সে স্বামী হত্যা না করে), তবে সে কী করবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তুমি ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি গিয়ে তাঁকে (তোমার স্ত্রীকে) নিয়ে আস।" সাহল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর তারা দু'জনে লি'আন (পরস্পরকে অভিশাপ দিতে আরম্ভ) করলো। আমি সে সময় (অন্যান্য) লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। উভয়ের লি'আন করা শেষ হয়ে গেলে তিনি (উওয়াইমির) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখন যদি আমি তাকে (স্ত্রী হিসেবে) ধরে রাখি তবে এটা তার উপর মিথ্যারোপ করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ দেয়ার পূর্বেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন।
ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, এটাই লি'আনকারীদ্বয়ের ব্যাপারে সুন্নাত হয়ে দাঁড়াল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তালাক, ৫২৫৯; মুসলিম, লি'আন ১৪৯২। এছাড়াও, বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৩৬৬; ইবনু আব্দুল বারর, তামহীদ ৬/১৮৩-১৮৫; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৪/১৫৫-১৫৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৮৪, ৪২৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৬৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا

২২৬৯. সাহল ইবনু সা'দ সা'ঈদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, 'উওয়াইমির' আজলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'আসেম ইবনু 'আদী আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট আসলেন, যিনি ছিলেন বনী আজলান গোত্রের নেতা।' এরপর তিনি (সাহল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন তবে সেখানে ''তিনি তাকে তিনবার তালাক দিলেন'-এ কথা উল্লেখ করেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سُئِلْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ قَالَ فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْزِلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ قَالَ فَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتِي فَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلْ فَمَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْلِهِ مُتَوَسِّدٌ مِرْفَقَةً أَوْ قَالَ نُمْرُقَةً شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ حَشْوُهَا لِيفٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ حَتَّى خَتَمَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ قَالَ فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَذَكَّرَهُ بِاللَّهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَدَعَا الرَّجُلَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ أُتِيَ بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

২২৬০. সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, মুসআব ইবনু জুবাইর যখন (ইরাক অঞ্চলের) আমীর তখন লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়ে কি বলব তা আমার জানা ছিল না। তাই আমি আমার ঘর থেকে উঠে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে গেলাম এবং তার গোলামকে বললাম, ‘তাঁর

কাছে প্রবেশের অনুমতি চাও।' সে বলল যে, তিনি দুপুরের বিশ্রাম নিচ্ছেন। ফলে আপনি তার কাছে প্রবেশ করতে পারবেন না। এই সময় ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (নিজে ভিতর থেকে) আমার কণ্ঠ শুনে বললেন, ইবনু জুবাইর, ভিতরে এসো। কোন প্রয়োজন ছাড়াঅন্য কিছু তোমাকে এখানে নিয়ে আসেনি।

ইবনু জুবাইর বলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম তিনি কনুইকে বালিশ বানিয়ে কিংবা, আব্দুল্লাহ'র সন্দেহ, আঁশ বা তুলা ভরা একটি বালিশে মাথা রেখে উটের পিঠে ব্যবহৃত আসনের একটি গদিতে শুয়ে আছেন। আমি বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান, লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীর একজনকে আরেকজন থেকে কি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে?

তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্ , হ্যাঁ। এই বিষয়ে অমুক সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, কি বলেন, আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে অপকর্মে লিপ্ত দেখতে পায় তবে সে কি করবে? আর সে যদি চুপ থাকে, তাহলে তো সে মারাত্মক এক বিষয়ে চুপ রইল। আবার যদি সে এই বিষয়ে কথা বলে তবুও অনুরূপ (ভীষণ এক বিষয়ে সে কথা বলল)।

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (এই কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে রইলেন, তাকে কোন জবাব দিলেন না।

এই এই ঘটনার পর ঐ সাহাবী আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলেন। বললেন, যে বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম সে বিষয়ে আমিই নিপতিত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূরের এই আয়াত নাযিল করেন:

"আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নাই।

পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত।

আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেয় যে তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চমবারে বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।"... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। [সূরা নূর ২৪ : ৬-৯]

অনন্তর তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং আয়াতগুলো তাকে তিলাওয়াত করে শোনালেন, তাকে নছীহত করে বুঝালেন এবং জানালেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর।

সে বলল, আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যা বলিনি।

এরপর তিনি মহিলাটির ডাকলেন এবং তাকে নসীহত করলেন ও উপদেশ দিলেন। আর তাকে জানালেন, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর।

মহিলাটি বলল, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন। সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

রাবী বলেন অতঃপর তিনি পুরুষটিকেডাকলেন। অতঃপর সে চারবার আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, সে যদিমিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর

লা'নত। এরপর তিনি মহিলাটিকে নিয়ে আসা হলো। এরপর মহিলাটিও চারবার আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, পুরুষটি মিথ্যা বলেছে। পঞ্চমবারে সে বলল, পুরুষটি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। অতঃপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, লি'আন ১৪৯৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৬৫৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৮৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنِي مَالِكٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

২২৭১. ইবনু 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনকারী পুরুষ ও তার স্ত্রী উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। আর সন্তানকে তার মায়ের নিকট দিয়ে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: মালিক, তালাক ৩৫; বুখারী, তালাক, ৫৩১৫; মুসলিম, লি'আন ১৪৯৩(৮)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৭২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৮৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

২২৭২. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো ক্রীতদাস যদি তার মালিকের কিংবা তার পরিবারের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, তবে সে ব্যভিচারী।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৩০১; আবূ দাউদ, নিকাহ ২০৭৮; ইবনু আবী শাইবা, ৪/২৬১; ইবনুল জারুদ, নং ৬৮৬; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৩/২৯৬, ২৯৭; ইবনু আদী, আল কামিল ২/৭২৭, ৩/৯২৫; বাইহাকী, নিকাহ ৭/১২৭; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৭/৩৩৩; তিরমিযী, নিকাহ ১১১১, ১১১২ সনদ যঈফ; আব্দুর রাযযাক, নং ১২৯৭৯; হাকিম ২/১৯৪; মুসনাদুল মাউসিলী নং ২২৫৬; পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭৩)

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ

২২৭৩. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোন ক্রীতদাস যদি তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, তবে সে ব্যভিচারী।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’টি ত্রুটি বিদ্যমান: ১. মানদাল ইবনু আলী যঈফ; ২. ইবনু জুরাইজ এটি ‘আন’আন’ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: তুরসূসী, আল মুসনাদে ইবনু উমার নং ৯৩; ইবনু মাজাহ নিকাহ ১৯৬০; আবূ নুয়াইম, যিকরু আখবারুল আসবাহান ১/৯১; আবূ দাউদ, নিকাহ ২০৭৯: ‘কোনো দাস তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করলে তা বাতিল।” আবূ দাউদ বলেন, হাদীসটি যঈফ; এটি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য; বাইহাকী, নিকাহ ৭/১২৭; আব্দুর রাযযাক ১২৯৮২; ইবনু আবী শাইবা ৪/২৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

২২৭৪. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, (তিনি বলেছেনঃ) “বিছানা যার সন্তান তার; আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (এর শাস্তি)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, রা’দা’আ ১৪৯৩।

আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি এবং এর শাহিদসমূহ উল্লেখ করেছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১১৬ তে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

২২৭৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বিছানা যার সন্তান তার।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: মালিক, আকযিয়াহ ২০; বুখারী, বুয়ূ, ২০৫৩; মুসলিম, রা’দা’আ ১৪৫৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪১৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১০৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৪০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭৬)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ

২২৭৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী ‘আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা ইবনু আবূ ওয়াক্কাস তার ভাই সাদ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে ওয়াসীয়াত করে যান যে, তিনি যেন যাম’আর বাঁদীর গর্ভস্থিত পুত্রকে (ভ্রাতুষ্পুত্র রূপে) তার অধীনে নিয়ে আসেন। উতবাহ (তাকে) বলেন, সে আমার (ঔরসজাত) পূত্র। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর মক্কা বিজয়ের কালে যাম'আর বাঁদীর গর্ভস্থিত পুত্রকে সাদ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিয়ে নিলেন। আর সে ছিল অন্যান্য লোকের চেয়ে উতবাহ ইবনু আবী ওয়াক্কাসের সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। (এদিকে যামআর পুত্র 'আব্দ দাবী করে যে, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর পুত্র।) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে 'আব্দ ইবনু যামআ! এ ছেলেটি তোমার প্রাপ্য।" কেননা, সে ছেলেটি তার পিতার শয্যায় (তার দাসীর গর্ভে) জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নবী সহধর্মিনী সাওদা বিনতে যামআ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে) বললেন: "তুমি ঐ ছেলেটি হতে পর্দা করবে।" কারণ তিনি ঐ ছেলেটির মধ্যে উতবার সাদৃশ্য দেখতে পান। আর সাওদাহ ছিলেন: যাম'আহ'র মেয়ে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের বিস্তৃত রূপ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭৭)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ وَسَعِيدٌ يُحَدِّثُهُ هَذَا وَقَدْ بَلَغَنِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২২৭৭. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লিআন সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "যে নারী কোন সম্প্রদায়ের সাথে এমন সন্তানকে শামিল করে যে তাদের নয়, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই এবং আল্লাহ কখনো তাকে তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজের সন্তানকে চিনতে পেরেও অস্বীকার করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার থেকে আড়ালে থাকবেন এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (সমস্ত) সৃষ্টিকুলের সামনে তাকে অপমান করবেন।"[1] আব্দুল্লাহ বলেন: মুহাম্মদ ইবনু কা'ব আল কুরাযী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এটি এভাবে বর্ণনা করেন: এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই আমার নিকট পৌঁছেছে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ

তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১০৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৩৩৫ তে। এছাড়াও, হাফিজ তার তালখীসুল হাবীর ৩/২২৬ তে একে আবী দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু হিব্বান, হাকিম এর দিকে সম্বোন্ধিত করে বলেছেন: দারুকুতনী তার ইলাল গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। এর সাথে সাঈদ আল মাকবুরী হতে আব্দুল্লাহ ইবনু ইউনূসের একাকী বর্ণনা বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। আর তাকে এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। ((আবূ দাউদ, তালাক ২২৬৩; নাসাঈ ৫/১৭৯-১৮০; ইবনু মাজাহ ২৭৪৩- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ

২২৭৮. বারাআ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পূত্র ইয়াযীদ তার পিতা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার মামা (আবূ বুরদা) এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। আর তার হাতে একটি পতাকা ছিল। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক লোকের নিকট পাঠিয়েছেন যে লোক তার বাবার স্ত্রীকে (সৎমাকে) বিয়ে করেছে। ফলে তিনি আমাকে তার মাথা কেটে ফেলা ও তার সম্পদ হরণ করে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। আর এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী (সহীহ)। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬৬৬, ১৬৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১১২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫১৬ তে। ((আবূ দাউদ, হুদুদ ৩৩৫৬, ৪৪৫৭; নাসাঈ, নিকাহ ৬/১০৯; তিরমিযী, আহকাম ১৩৬২; ইবনু মাজাহ ২২৬০৭;- আরনাউত্বের সহীহ ইবনু হিব্বান, ৪১১২ নং হাদীসের টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৭৯)

حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنْ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ

২২৭৯. যিয়াদ নামক এক আনসারী ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করলাম, যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহের বিষয়টি প্রশস্ত ছিল, তবুও তাঁর জন্য কি (যে কোনো নারীকে)বিয়ে করা হালালই রয়ে গিয়েছিল? তিনি বলেন, হাঁ। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর জন্য বিভিন্ন শ্রেণির নারীদের হালাল করেছিলেন। আর তিনি তাঁর নিকট (এসকল হালাল নারীদের) বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণ দিয়েছেন। আর আল্লাহ যে বলেছেন: "এরপর আপনার জন্য কোন নারী বৈধ নয়"- এখানে 'এরপর' অর্থ 'এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ বাদে'।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, যাওয়াইদ আলাল মুসনাদ ৫/১৩২; বুখারী, কাবীর ৩/৩৫৯-৩৬০; আরও দেখুন, বুখারী, আত তারীখ ১/২৩৬ ও ৩/৩৫৯-৩৬০; তা'জিলুল মুনফা'আহ পৃ: ১৪১, ৩৬০। ((তবে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে- তিরমিযী হা/৩২১৫ তে। তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৮০)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ

২২৮০. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জন্য ইচ্ছামাফিক যেকোনো মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ করে দিয়েছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর ইবনু জুরাইজ এটি 'হাদ্দাসানা' শব্দে বর্ণনা করেছেন যা রয়েছে তাবারী'তে। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৩৬৬ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ২১২৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৩৭ তে। ((তিরমিযী, তাফসীর ৩২১৬; নাসাঈ, নিকাহ ৬/৫৬; তাবারী, জামিউল বায়ান (তাফসীর তাবারী) ২২/৩২; হাকিম ২/৪৩৭; বাইহাকী ৭/৫৪।– সহীহ ইবনু হিব্বান **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আরনাউত্ব হা/৬৩৬৬ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৮১)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

২২৮১. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে মুক্তিদান করেন এবং তার মুক্তিদানকেই তার (বিয়ের) মোহরাণা হিসেবে গণ্য করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ, ২২২৮; মুসলিম, নিকাহ ১৩৬৫(৮৫)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩০৫০, ৩১৩২, ৩১৫১,৩১৭৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৬১, ৪০৬৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৮২)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

২২৮২. (অপর সনদে) আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে মুক্তিদান করে তাঁকে বিয়ে করেন এবং তার মুক্তিদানকেই তার (বিয়ের) মোহরাণা হিসেবে গণ্য করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৮৩)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ يُرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هُشَيْمٌ أَفَادُونِي بِالْبَصْرَةِ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ

২২৮৩. সালিহ ইবনু সালিহ ইবনু হাই আল হামদানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শা'বী (রহঃ) এর নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় খুরাসানের অধিবাসী এক লোক এসে তাকে বললো, হে আবী আমর! কোনো ব্যক্তি যদি তার ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে বিয়ে করতো, তবে খুরাসানের প্রাচীন অধিবাসীরা বলতো যে, সে যেন নিজের কোরবানীর পশুর পিঠে আরোহণকারী ব্যক্তির মতো। তখন শা'বী বললেন, আবূ বুরদা (র), তাঁর পিতা আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তিন ধরনের লোকের জন্য দুটি সওয়াব দেয়া হবে: (১) আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার নবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং এরপর এই নবী (মুহাম্মদ সা) কে পেয়েছে এবং তাঁর উপরও ঈমান এনেছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহ্‌র হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে- তার জন্য রয়েছে দু'টি সাওয়াব (৩) যার একটি বাঁদী ছিল, আর সে উত্তমরূপে তার ভরণপোষণ করতো, তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এরপর তাকে আযাদ (মুক্তিদান) করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে।" [1]
এরপর তিনি (বর্ণনাকারী) (তাঁর ছাত্রদের) কাউকে বললেন, কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই হাদীসটি গ্রহণ করো, অথচ এর চাইতে ছোট হাদীসের জন্যও লোক (দূর-দূরান্ত থেকে) সওয়ার হয়ে মদীনায় আসত।
হুশাইম বলেন, আমি বসরায় থাকতে এটি জানতে পারলাম, এরপর আমি তার নিকট এসে এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ৯৭ (এবং অন্যত্র); মুসলিম, ঈমান ১৫৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২৫৬, ৭৩২৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২২৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৮৬ তে।

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ

২২৮৪. (অপর সনদে) আবূ বুরদা (রহঃ), তাঁর পিতা আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৮৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَمَاتَ عَنْهَا قَالَ فِيهَا لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ مَعْقِلٌ الْأَشْجَعِيُّ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ قَالَ فَفَرِحَ بِذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَسُفْيَانُ نَأْخُذُ بِهَذَا

২২৮৫. ‘আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে সহবাস ও মাহর ধার্য করার পূর্বে মারা গেছে। রাবী বলেন, সেই ব্যাপারে ‘আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সেই মহিলা তার পরিবারের অন্যান্য নারীদের সমপরিমাণে মাহর পাবে, তাকে ইদ্দাতও পালন করতে হবে এবং সে মীরাসও পাবে। মাকিল আল-আশজাঈ বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বনী রুআস গোত্রের এক মহিলা বিরওয়া বিনতে ওয়াশিকের ক্ষেত্রেও আপনার ফায়সালার অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছেন।[1]
তিনি বলেন, ফলে একথা শুনে তিনি আনন্দিত হলেন। আবূ মুহাম্মদ ও সূফিয়ান বলেন, আমরা এ মত গ্রহণ করেছি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৯৮, ৪০৯৯, ৪১০০, ৪১০১ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১২৬৩, ১২৬৪, ১২৬৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৮৬)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ

২২৮৬. ‘আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি জনৈক ব্যক্তির গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। ‘আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ঘরে (প্রবেশের অনুমতি প্রার্থী) একজন লোকের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “তাকে হাফসাহর অমুক দুধ চাচা বলে মনে হচ্ছে।” তখন ‘আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আচ্ছা আমার অমুক দুধ চাচা যদি জীবিত থাকত তাহলে সে কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারত? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “হ্যাঁ, পারত। কেননা, জন্মসূত্র যাদেরকে হারাম করে, দুধপানও তাকে হারাম করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: মালিক, রাদা’আ ১; বুখারী, শাহাদাত ২৬৪৬; মুসলিম, রাদা’আ ১৪৪৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৭৪ তে। পরবর্তী হাদীস দু’টিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৮৭)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذِنَهُ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ جَاءَ عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَ أَوَ لَيْسَ بِعَمِّكِ قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ

وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ

২২৮৭. ‘আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা আবীল কাইসের ভাই এলেন এবং আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, আর এটা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হবার পরের ঘটনা। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি নেয়া ব্যতীত তাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। আয়িশাহ বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা আবীল কাইসের ভাই এসেছিলেন, কিন্তু আমি আপনার কাছে অনুমতি না নেয়ায় তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, “তিনি কি তোমার চাচা নন?” আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মহিলা দুধ পান করিয়েছেন, কোন পুরুষ আমাকে দুধ পান করায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তিনি তোমার চাচা, কাজেই তাঁকে তোমার কাছে আসার অনুমতি দাও।” তিনি বলেন, তিনি আরও বলতেন, জন্মসূত্র যাদেরকে হারাম করে, দুধ সম্পর্কও তাদেরকে হারাম করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, রাদাআ ২/৬০১-৬০২; বুখারী, নিকাহ ৫২৩৯; মুসলিম, রাদাআ ১৪৪৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫০১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১০৯, ৪২১৯, ৪২২০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৮৮)

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ

২২৮৮. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জন্মসূত্র যাদেরকে হারাম করে, দুধ সম্পর্কও তাদেরকে হারাম করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, রাদাআ (১৫)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৭৪। আগের হাদীসগুলিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৮৯)

قَالَ مَالِكٌ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

২২৮৯. (অপর সনদে) আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, রাদাআ (১); এটি পূর্বে ২২৮৩ নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

২২৯০. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘দু’-এক চুমুক দুধপান (কাউকে) হারাম করে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, রাদাআ ১৪৪৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৭১০, ৪৮১২, ৪৮১৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২২৭, ৪২২৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯১)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى فَزَعَمَتْ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ الْحُدْثَى فَقَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

২২৯১. উম্মু ফাযল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছি এবং আমার অপর স্ত্রীও রয়েছে। আর আমার প্রথম স্ত্রীর ধারণা সে নববধু (আমার দ্বিতীয় স্ত্রী)-কে দুধপান করিয়েছে। তখন তিনি বললেন: "দু'-এক চুমুক দুধপান (কাউকে) হারাম করে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, রাদাআ ১৪৫১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭০৭২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯২)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

২২৯২. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্দিষ্টভাবে দশ ঢোক দুধপানকে হারাম করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেন আর তা (এভাবেই) কুরআন হতে পঠিত হতে থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, রাদাআ (১৭); মুসলিম, রাদাআ ১৪৫২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ইবনুল জাউযীর নাসিখুল কুরআন ও মানসূখাহ' যা নাওয়াসিখুল কুরআন নামে খ্যাত; এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২২১, ৪২২২ তে। এ বিষয়টি নিয়ে উলামাগণ মতভেদ করেছেন। ((মুহাক্কিক্ব উলামায়ে কেরামের মতভেদ উল্লেখ করার পর বলেন:) এ হাদীস বিষয়ে সঠিক কথা হলো, এটি পরিত্যাগ করা। কেননা, এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা কুরআন, কিন্তু এর কুরআনে থাকা সাব্যস্ত নয়।... আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯৩)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ

২২৯৩. হাজ্জাজ আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার থেকে দুগ্ধপানের হক ও মর্যাদা কিভাবে আদায় করা যায়? তিনি বললেন, "(দুধমাকে) 'গুররা' তথা একটি দাস বা দাসী (প্রদান করার মাধ্যমে)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। (তবে, ইবনু হিব্বানের মুহাক্কিক্ব শাইখ আরনাউত্ব এ হাদীসের রাবী হাজ্জাজ ইবনু হাজ্জাজ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত আর কেউ 'নির্ভরযোগ্য' বলেননি। আর ইবনু হাজ্জাজ থেকে উরওয়া ব্যতীত অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেননি। তা সত্ত্বেও তিরমিযী তার হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।– আল ইহসান, তাক্বরীব ইবনু হিব্বান হা/৪২৩০ এর টীকা দ্র: অনুবাদক)) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২২৭, ৪২২৮ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১২৬৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৮৬ তে। ((আহমাদ ৩/৪৫০; আব্দুর রাযযাক ১৩৯৫৬; আবূ দাউদ, নিকাহ ২০৬৪; তিরমিযী, রাদা'আ ১১৫৩; নাসাঈ নিকাহ ৬/১০৮... আল ইহসান, তাক্বরীব ইবনু হিব্বান হা/৪২৩০ এর টীকা দ্র: অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯৪)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ أَبُو عَاصِمٍ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَنَهَاهُ عَنْهَا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَلَمْ يَقُلْ نَهَاهُ عَنْهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد كَذَا عِنْدَنَا

২২৯৪. 'উকবাহ ইবনুল হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবূ ইহাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কন্যাকে বিয়ে করলে তাঁর নিকট জনৈকা কালো ক্রীতদাসী এসে বলল, আমি তোমাদের উভয়কে ('উকবাহ কে এবং তার নববধূকে) দুধ পান করিয়েছি।' (একথা জানার পর) আমি মদিনায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
আবূ আসিম বলেন, তিনি তৃতীয় কিংবা চতুর্থবারে বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ "এ কথা বলার পরও কীভাবে (তুমি তার সঙ্গে সংসার করবে)?" এভাবে তিনি তার (স্ত্রী) থেকে তাঁকে বারণ করলেন।'[1]

আবূ আসিম বলেন: আর আমর ইবনু সাঈদ ইবনু আবীল হুসাইন, আবী মুলাইকাহ হতে একথা বর্ণনা করেছেন: “এ কথা বলার পরও কীভাবে (তুমি তার সঙ্গে সংসার করবে)?” কিন্তু ‘এভাবে তিনি তার (স্ত্রী) থেকে তাঁকে বারণ করলেন’- একথাটুকু তিনি বর্ণনা করেননি।আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমাদের নিকট এভাবেই (বর্ণিত হয়েছে)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ৮৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২১৬, ৪২১৭, ৪২১৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৯০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

২২৯৫. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এলেন। সে সময় এক লোক তার কাছে বসা ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারায় ক্রোধের ভাব প্রকাশ পেল, যেন তিনি এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এ আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যাচাই করে দেখ, তোমাদের ভাই কারা? কেননা কেবল (দুধপানের দ্বারাই) ক্ষুধা (নিবারণ হয়, এমন) সময়ের দুধপান দ্বারাই দুধপান (জনিত সম্পর্ক) কার্যকরী হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, শাহাদাত ২৬৪৭, নিকাহ ৫১০২; মুসলিম, রাদা’আ ১৪৫৫; আবূ দাউদ, নিকাহ ২০৫৮; নাসাঈ, নিকাহ ৬/১০২; ইবনু মাজাহ, নিকাহ ১৯৪৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২২৮৫; তায়ালিসী ১/৩০৮ নং ১৫৬৯; বাইহাকী, নিকাহ ৭/৪৬০; আহমাদ ৬/৯৪., ১৭৪; ইবনুল জারুদ, ৬৯১; কুদাই, মুসনাদুশ শিহাব নং ১১৭৬, ১১৭৭; সাঈদ ইবনু মানসূর, আল মুসনাদ ৯৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنَا فُضُلٌ وَإِنَّمَا نَرَاهُ وَلَدًا وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً

২২৯৬. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। সাহলাহ বিনতু সুহাইল ইবনু আমর, যিনি আবূ হুযায়ফা ইবনু উতবাহ ইবনু রবিয়াহ'র স্ত্রী ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গমন করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলূল্লাহ্! আবূ হুযায়ফার মুক্তদাস সালিম আমাদের নিকট এমন অবস্থায় প্রবেশ করে যখন আমরা সাধারণ পোশাকে (তথা এক কাপড়ে) থাকি। আমরা তাকে আমাদের পুত্র হিসাবে গণ্য করি। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যায়িদকে পালক পুত্র হিসাবে লালন পালন করেন, তদ্রুপ তাকেও আবী হুযাইফা পালক পূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, (هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ) অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতার পরিচয়ে। আল্লাহর নিকট এটি অধিক ন্যায়সঙ্গত। (সূরা আল আহযাব: ৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তাকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন সালিমকে (পাঁচবার) দুধ পান করায়।[1]

আবূ মুহাম্মদ বলেন, এ ব্যাপারটি সালিমের জন্য বিশেষ অনুমতি ছিল, (যা অন্যদের জন্য নয়)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মাগাযী ৪০০০, নিকাহ ৫০৮৮, ; মুসলিম, রাদা'আ ১৪৫৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২১৩, ৪২১৪, ৪২১৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৮০ তে। ইমাম নাবাবী তার শারহে মুসলিম ৩/৬৩৩ তে বলেন: 'আর উলামাগণ এ মাস'আলায় মতভেদ করেছেন। আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও দাউদ বলেছেন: এ হাদীসের কারণে বালিগ ব্যক্তিকে দুধপান করানো দুধপানের মর্যাদার কারণে সাব্যস্ত, যেভাবে ছোট বালককে দুধপান করানো সাব্যস্ত আছে।' বাকী সাহাবী, তাবিঈন ও বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত সকল দেশের উলামাগণ বলেছেন: 'দু'বছরের অধিক বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে বাদে অন্য ক্ষেত্রে দুধপান সাব্যস্ত নয়। তবে আবী হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: সে মেয়াদ আড়াই বছর। যুফার বলেন: তিন বছর, মালিক হতে একটি বর্ণনায়: দু'বছর কয়েকদিন। জমহুর উলামাগণ দলীল পেশ করেন আল্লাহর কিতাব থেকে: মাতাগণ তাদের সন্তানদের দুধ পান করাবে পূর্ণ দু'বছর।" (সুরা বাকারাহ: ২৩২) এবং এরপর সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত হাদীস: "কেবল (দুধপানের দ্বারাই) ক্ষুধা (নিবারণ হয়, এমন) সময়ের দুধপান দ্বারাই দুধপান (জনিত সম্পর্ক) কার্যকরী হবে।" ও অন্যান্য মাশহুর হাদীস দ্বারা।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ الْهُزَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

২২৯৭. আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘হিল্লাকারী (হালালকারী) পুরুষ ও যার জন্য হিল্লা করা হয়-এ উভয়কে লা’নত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫০৫৪ তে। ((আহমাদ ১/৪৪৮,৪৫০,৪৫১, ৪৬২; তিরমিযী, নিকাহ ১১২০; নাসাঈ, তালাক ৬/১৪৯ সহীহ সনদে; এছাড়া এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আলী, উকবাহ ইবনু আমির, আবী হুরাইরাহ, ইবনু আব্বাস, জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে। বিস্তারিত দেখুন, মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৫০৫৪ এর টীকাটি।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯৮)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

২২৯৮. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, আবী সুফিয়ানের স্ত্রী মু’আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মা হিন্দা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবী সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। তিনি আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় করে না। এমতাবস্থায় আমি যদি তার মাল হতে গোপনে কিছু গ্রহণ করি, তাতে কি আমার গুনাহ হবে? তখন তিনি বললেন, “তুমি তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করতে পার।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২২১১; মুসলিম, আকযিয়া ১৭১৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ

দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৬৩৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৫৫, ৪২৫৬, ৪২৫৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৪৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২২৯৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ

২২৯৯. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো সে, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর তোমাদের সাথী (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে) যখন মারা যাবেন, তখন তোমরা তাঁর জন্য দু’আ করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৫৫ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১২৬৩ তে। ((তিরমিযী, মানাকিব ৩৮৯৫- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০০)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ رَأْسِي فَأَوْفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبَاتٌ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

২৩০০. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদিনায় এলাম এবং

বনু হারিস ইবনু খাযরাজ গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। পরে যখন আমার মাথার সামনের চুল জমে উঠল। সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রূমান আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। আমি বুঝতে পারিনি, তার উদ্দেশ্য কী? তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাঁড় করালেন। আর আমি হাঁফাচ্ছিলাম। শেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা প্রশমিত হল। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার মুখমন্ডল ও মাথা মাসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, 'কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যমন্ডিত হোক।' তিনি আমাকে তাদের কাছে দিয়ে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থা ঠিক করে দিলেন, তখন ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্ত। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেই আমি হকচকিয়ে গেলাম। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে তুলে দিল। সে সময় আমি নয় বছরের বালিকা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মানাকিবু সাহাবাহ ৩৮৯৫; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৪৩৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৯৮, ৪৬০০, ৪৬২৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭০৯৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০১)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

২৩০১. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তাকে নির্দেশ দাও যে, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষণ না সে মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুমতী হয় এবং আবার পবিত্র হয়। অতঃপর সে যদি ইচ্ছে করে, তাকে রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছে করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেবে। আর এটাই তালাকের সময়কাল, যে সময়ে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এর বিধান দিয়েছেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, তালাক ৫৩ সহীহ সনদে; বুখারী, তালাক ৫২৫১; মুসলিম, তালাক ১৪৭১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৪০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৬৩, ৪২৬৪ তে। এছাড়াও, বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ১১/১৭৯ নং ১৫১৭৩; দেখুন, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/১৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০২)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعٌ أَوْ حَامِلٌ

২৩০২. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, যখন ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন, তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন: "তাকে নির্দেশ দাও যে, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং অতঃপর সে যেন সেই মহিলার পবিত্রাবস্থায় তাকে তালাক দেয়।"[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, ইবনুল মুবারাক ও ওয়াকী' (রহঃ) (এর সাথে অতিরিক্ত) বর্ণনা করেছেন: "অথবা, গর্ভবতী অবস্থায়।"[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আগের ও পরের টীকা দু'টি দেখুন। [2] আর ওয়াকী'র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম, তালাক ১৪৭১ (৫); আবূ ইয়ালা, আল মুসনাদ নং ৫৪৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০৩)

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

২৩০৩. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে তালাক দেন, অতঃপর তাকে (পূনরায় স্ত্রী হিসেবে) ফিরিয়ে নেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৩, ১৭৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৭৫ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৩২৪ তে। ((আবূ দাউদ, তালাক ২২৮৩; ইবনু মাজাহ, তালাক ১০১৬।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০৪)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد كَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ لَيْسَ عِنْدَنَا هَذَا الْحَدِيثُ بِالْبَصْرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ

২৩০৪. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে তালাক দেন, অতঃপর তাকে (পূনরায় স্ত্রী হিসেবে) ফিরিয়ে নেন।[1]আবূ মুহাম্মদ বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) এ হাদীসকে অস্বীকার করতেন এবং তিনি বলতেন: আমাদের নিকট বাসরায় এ হাদীস হুমাইদ থেকে বর্ণিত হয়নি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৮১৫ তে। এছাড়াও: হাকিম ২/১৯৭; হাকিম বলেন, এ হাদীস বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ যদিও তারা এটি বর্ণনা করেননি।' আর যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। আর এটি সেরূপই যেমনটি তারা বলেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০৫)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ الْحَكَمُ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ أَفْصِلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ مَنْ سُلَيْمَانُ قَالَ أَحْسَبُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

২৩০৫. হাকাম বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু হামযাহ আমাকে পৃথকভাবে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ইয়ামান বাসীদের নিকট লিখে পাঠান যে, "পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করবে না; (বিবাহের মাধ্যমে তালাকের) অধিকারী হওয়ার পূর্বে তালাক নেই এবং ক্রয় করার পূর্বে দাসমুক্তি নেই।"[1]আবূ মুহাম্মদ কে বলা হলো, সুলাইমান কে? তিনি বলেন, 'আমার ধারণা, তিনি উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) এর কাতিব বা লিখকদের অন্যতম।'

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫৫৯ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ৭৯৩ তে। আর এ হাদীসের এ অংশ "তালাক নেই...." এর শাহিদ হলো আব্দুল্লাহ ইবন উমার এর হাদীস যা আমরা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি মাওয়ারিদুয যামআন এ। আর এ অংশটি গত হয়েছে ১৬৬১ নং এ। আরও দেখুন, মাওয়ারিদুয যামআন ১৫৩৬, ১৫৩৬, ১৫৩৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي قَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ فَنَادَى خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَرَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৩০৬. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফাআ কুরাযীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলো। তখন তাঁর নিকট আবূ বাকর অবস্থান করছিলেন এবং খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনুল আস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রবেশের অনুমতির জন্য দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষায় ছিলেন। এরপর সেই মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি রিফাআর নিকট (স্ত্রী হিসেবে) ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে বায়েন (চুড়ান্ত) তালাক দিয়ে দিল। (পরে আমি 'আবদুর রহমান ইবনু যুবাইরকে বিয়ে করলাম।)
তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে কি তুমি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও? না, তা হয় না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"[1]তখন খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনু 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে

ডেকে বললেন, এই নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে উচ্চ আওয়াজে যা বলছে, তা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, শাহাদাত ২৬৩৯; মুসলিম, নিকাহ ১৪৩৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪২৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১২১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০৭)

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رِفَاعَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ أَوْ قَالَ تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

২৩০৭. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী কুরাইযার রিফা'আ নামক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। পরে 'আবদুর রহমান ইবনু যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিয়ে করেন। ফলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! তার নিকট আমার এ কাপড়ের আঁচলের মতো (নরম) বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নেই (অর্থাৎ তার পুরুষত্ব নাই)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "সম্ভবত: তুমি রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও। না, তা হয় না, যতক্ষণ না সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে।" অথবা তিনি বলেছেন, "তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০৮)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا

২৩০৮. মাসরূক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ‘খিয়ারাত’ বা ‘ইখতিয়ার’ প্রদান করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম (এতে তালাক হবে কি-না)। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজেই) আমাদেরকে ‘ইখতিয়ার’ প্রদান করেছিলেন। তবে সেটা কি তালাক ছিল?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তালাক ৫২৬২, ৫২৬৩; মুসলিম, তালাক ১৪৭৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৭১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৬৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৩৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩০৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

২৩০৯. ছাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনরূপ আপত্তিকর বিষয় ছাড়াই যে মহিলা তার স্বামীর নিকট তালাক চায়, জান্নাতের সুগন্ধও তার জন্য হারাম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৮৪ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৩২০ তে। ((আবূ দাউদ, তালাক ২২২৬ ; তিরমিযী, তালাক ১১৮৭ ; নাসাঈ, তালাক ৩৪৯১।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ تَزَوَّجَهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَكَانَتْ جَارَةً لَهُ وَأَنَّ ثَابِتًا ضَرَبَهَا فَأَصْبَحَتْ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَلَسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى إِنْسَانًا فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَتْ أَنَا

حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ فَأَتَى ثَابِتٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ خُذْ مِنْهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي كُلُّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَأَخَذَ مِنْهَا وَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا

২৩১০. আমরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাবীবা বিনতু সাহাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন। এছাড়াও তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। আর সে ছিল তাঁর প্রতিবেশিনী মহিলা। একদিন ছাবিত তাকে মারধর করে। ফলে সে খুব ভোরে অন্ধকারের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় উপস্থিত হয়। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের নামায আদায়ের জন্য) বের হন, তখন তিনি একটি মনুষ্য আকৃতি দেখতে পান। ফলে তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ "ওটা কে?" সে বলে, আমি হাবীবা বিনত সাহাল। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ "তোমার কী হয়েছে? সে বলে, আমিও (একত্রে বসবাস করতে চাই) না; আর সাবিতও না। এরপর সাবিত আগমণ করলে রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, "তুমি তার নিকট হতে (যা দিয়েছো) গ্রহণ করো। আর তার রাস্তা ছেড়ে দাও।" সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আমাকে যা দিয়েছে, তা সবই আমার নিকট রয়েছে। অতঃপর সে (সাবিত) তার নিকট হতে সব গ্রহণ করে এবং সে (হাবীবা) তার পিত্রালয়ে গিয়ে অবস্থান করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৮০ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৩২৬ তে। ((আবূ দাউদ, তালাক ২২২৭-২২২৯ ; তিরমিযী, তালাক ১১৮৫ ; নাসাঈ, তালাক ৩৪৯২।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১১)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ وَهُوَ فِي قَرْيَةٍ لَهُ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ فَقَالَ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ قَالَ هُوَ مَا نَوَيْتَ

২৩১১. আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রুকানা তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, সে (তার দাদা) তার এক স্ত্রীকে (একবারেই) 'আল বাত্তা' বা বায়িন তালাক দিলো। এরপর

সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তখন তিনি বললেন: “এতে তুমি (কত তালাকের) ইচ্ছা করেছ?”

তখন সে বললো: এক (তালাকের)।

তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম?”

সে বললো: আল্লাহর কসম। তিনি বললেন: “তবে তুমি যা নিয়্যাত করেছ, সেটি সেরূপই হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫৩৭, ১৫৩৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৭৪ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৩২১ তে। আরও দেখুন, নাইলুল আওতার ৭/১১-২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১২)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنْ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلِي شَيْئًا فَيَتَتَابَعَ بِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ أُصْبِحَ قَالَ فَتَظَاهَرْتُ إِلَى أَنْ يَنْسَلِخَ فَبَيْنَا هِيَ لَيْلَةً تَخْدُمُنِي إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَمَا لَبِثْتُ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَمْشِي مَعَكَ مَا نَأْمَنُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ الْقُرْآنُ أَوْ أَنْ يَكُونَ فِيكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةٌ يَلْزَمُنَا عَارُهَا وَلَنُسْلِمَنَّكَ بِجَرِيرَتِكَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ خَبَرِي فَقَالَ يَا سَلَمَةُ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ قَالَ يَا سَلَمَةُ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ قَالَ يَا سَلَمَةُ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ وَهَا أَنَا صَابِرٌ نَفْسِي فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قُلْتُ وَهَلْ أَصَابَنِي الَّذِي أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَامِ قَالَ فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا وَحْشَى مَا لَنَا طَعَامٌ قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ بَقِيَّتَهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ قَالَ فَأَتَيْتُ قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ وَقَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ

২৩১২. সালামা ইবন সাখর আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন একজন পুরুষ যে নারী সংসর্গে এত বেশি অভ্যস্ত যে অন্য কেউই আমার মতো ছিল না। রমযান মাস আসলে আমার আশংকা হয় যে, হয়তো কোন রাত্রে যদি স্ত্রী সঙ্গত হয়ে পড়ব, অত:পর হয়তো সকাল পর্যন্ত তাতে লিপ্ত থাকবো। ফলে তা আতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যিহার করি। এক রাতে আমার স্ত্রী আমার খেদমত করছিল। হঠাৎ তার শরীরের এমন কিছু আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে যার ফলে আমি তার উপর উপগত হওয়া হতে আর বিলম্ব করতে পারলাম না। সকাল হয়ে এলে আমি ভোরেই আমার কাওমের লোকদের কাছে যাই এবং তাদেরকে আমার বিষয়ে অবহিত করে বলি, তোমরা আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চল।

তারা বললঃ না, আল্লাহর কসম, আমরা তোমার সাথে যাবোনা। আমাদের আশংকা হয়, তোমার বিষয়ে হয়তো কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়ে যাবে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো তোমার বিষয়ে এমন কোন কথা বলে বসবেন যার লজ্জা আমাদের উপর থেকে যাবে। বরং তোমার অপকর্মের দরুণ অবশ্যই আমরা তোমাকে সোপর্দ করছি।

এরপর আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম এবং আমার বিষয়টি তাকে বিস্তারিত বর্ণনা করলাম।

তখন তিনি বললেনঃ হে সালামাহ! তুমিই কি উহা (করেছ)?

আমি বললামঃ আমিই সেটি (করেছি)।

তিনি বললেনঃ হে সালামাহ! তুমিই কি উহা (করেছ)?

আমি বললামঃ আমিই সেটি (করেছি)।

তিনি বললেনঃ হে সালামাহ! তুমিই কি উহা (করেছ)?

আমি বললামঃ আমিই সেটি (করেছি)।

আর এইতো আমি এখানেই আছি। আর আমার প্রতি সবর করে আছি। আপনি আমার বিষয়ে আল্লাহর বিধান জারী করুন।

তিনি বললেনঃ “একটা গোলাম আযাদ কর।”

আমি আমার ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে আঘাত করে বললামঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করছেন, আজ সকাল পর্যন্ত আমার এ গর্দানটি ছাড়া আমি আর কারো গর্দানের মালিক নই।

তিনি বললেনঃ “তাহলে দুই মাস লাগাতার সিয়াম পালন কর।”

আমি বললামঃ যে মুসীবতে পড়লাম, তা কি এ সিয়াম ছাড়া আর কোন কারণে ছিল?

তিনি বললেনঃ “তবে ষাট জন মিসকীনকে এক ওয়াসাক (ষাট সা’আ) খেজুর খাওয়াও।”

আমি বললামঃ কসম সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, আজকের এ রাতটিও তো আমরা ভুখা কাটিয়েছি। রাতের খাবার বলতেও কিছু ছিলনা আমাদের।

তিনি বললেনঃ “বানু যুরায়কের সাদাকা প্রদানকারীর কাছে যাও এবং (তাকে বল,) সে যেন তোমাকে সেই সাদকা দিয়ে দেয়। আর (তাথেকে) তুমি এক ওয়াসাক (ষাট সা’) খাদ্য ষাট জন মিসকীনকে তোমার পক্ষ থেকে আহার করাও। আর বাকীটা তুমি ও তোমার পরিবারের আহার্যের ব্যাবস্থা কর।” তিনি বলেন, এর পর আমি আমার কওমে ফিরে এলাম। তাদের বললামঃ তোমাদের কাছে তো কেবল সংকীর্ণতা ও মন্দ পরামর্শই পেলাম আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পেলাম উদারতা এবং উত্তম পরামর্শ। আর তোমাদের সাদকা সমূহ আমার কাছে দিয়ে দিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, তবে ইবনু ইসহাক এটি ‘আন ‘আন’ শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মুদাল্লিস (শাইখের নাম গোপনকারী) রাবী। আবার এ সনদটি বিচ্ছিন্নও বটে। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৪৩৬; আবূ দাউদ, তালাক ২২১৩, ২২১৭ ; তিরমিযী, তালাক ১১৯৮, ১২০০, তাফসীর ৩২৯৫ তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান; ইবনু মাজাহ, তালাক ২০৬২, ২০৬৪; তাবারাণী, কাবীর ৭/৪৩-৪৪, নং ৬৩৩৩, ৬৩৩৪; আবু আসিম, আল আহাদ ওয়াল মাছানী নং ২১৮৫, ২১৮৬; ইবনুল জারুদ, নং ৭৪৪, ৭৪৫; হাকিম ২/২০৩, ২০৪; হাকিম বলেন, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শার্তানুযায়ী সহীহ...। যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন; বাইহাকী, যিহার ৭/৩৯০-৩৯১; ইবনুল আছীর, আসাদুল গাবাহ ২/৪৩০-৪৩১; আব্দুর রাযযাক, নং ১১৫২৭; ইবনুল কানি’ মু’জামুস সাহাবাহ, তরজমাহ ৩২৬ এর সনদে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। দেখুন, তালখীসুল হাবীর ৩/২২১ ও ফাতহুল বারী ৯/৪৩৩; নাইলুল আওতার ৭/৫০-৫৩। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আবী দাউদ, তালাক ২২২৩, ২২২৫; তিরমিযী, তালাক ১১৯৯; নাসাঈ, তালাক ৬.১৬৭; ইবনু মাজাহ, তালাক ২০৬৫; হাকিম ২/২০৪; বাইহাকী, যিহার ৭/৩৮৬; ইবনুল জারুদ, নং ৭৪৭ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى قَالَ سَلَمَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

২৩১৩. ফাতিমা বিনতু কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে তাকে তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বাসবাসের ঘরও নির্ধারণ করেননি এবং খোরপোষও না।[1] রাবী সালামাহ বলেন, আমি ইবরাহীমের নিকট এই রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, এই বিষয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব

রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, একজন মহিলার কথায় এই ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ পরিত্যাগ করতে পারি না। এরপর তিনি এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ ব্যবস্থা করেছেন।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, তালাক ১৪৮০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪০৪৯, ৪২৫০ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১২৪২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৬৭ তে। দেখুন, শারহে মুসলিম ৩/৬৯১-৬৯২। [2] ইবরাহীম নাখঈ উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে; এ সনদটি মুনকাতি ফলে যঈফ। তবে হাদীস সহীহ। পরবর্তী টীকাদুটি'ও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১৪)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

২৩১৪. ফাতিমা বিনতু কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে তাকে তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার চাচাতো ভাই (অন্ধ সাহাবী) ইবনু উম্মু মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরে ইদ্দত পালন করতে নির্দেশ দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির অংশবিশেষ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

২৩১৫. উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,একজন মহিলার কথায় আমরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ পরিত্যাগ করতে পারি না: "তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, তালাক ১৪৮০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৫০। এর পুর্ববর্তী টীকাটি ও পরবর্তী টীকাদুটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১৬)

أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ

২৩১৬. অপর সূত্রে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর পুর্ববর্তী টীকাগুলি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد لَا أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ

২৩১৭. উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,আমরা আল্লাহর দীনের ব্যাপারে একজন মহিলার কথাকে আইনগত মর্যাদা দিতে পারি না: “তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে।”[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমার মতে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ নেই।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর পুর্ববর্তী টীকাদু’টি দেখুন। [2] এ মত গ্রহন করেছেন ইবনু আব্বাস আহমাদ, উমার, আবী হানীফা ও অন্যান্যরা। তারা বলেন: বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে। আর মালিক, শাফিঈ ও অন্যান্যরা বলেন: তার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব, তবে সে খোরপোষ পাবে না।’ দেখুন, তিরমিযী হা/১১৮০ এর টীকা এবং নববী’র শারহে মুসলিম ৩/৬৯১-৬৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنْ الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ قَلَائِلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِلُّهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَتَرَاجَعَا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَنَفِسَتْ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكْنَى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّينَ فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

২৩১৮. আবূ সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ও ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ছিলেন, এমন সময় তারা এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করলেন যে তার স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, এরপর তার স্ত্রী অল্প কয়েক দিন পর বাচ্চা প্রসব করেছে। (সে এখন কীভাবে ইদ্দত পালন করবে?)

তখন ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইদ্দত সম্পর্কিত হুকুম্ দু’টির যেটি দীর্ঘ, তাকে সেটি পালন করতে হবে। অত:পর সে হালাল হবে।

আবূ সালামাহ (রহ.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর হুকুম তো হলঃ (গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল) যখন সন্তান প্রসব করবে, তখন সে হালাল হয়ে যাবে।

তখন আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবূ সালামাহর সঙ্গে আছি। তখন ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর ক্রীতদাস কুরাইবকে উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠালেন। তখন উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করলেন, সুবাই’আ বিনতুল হারিছ আল আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর স্বামী মারা গেলো (তখন তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন।) স্বামীর মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপরই বনী আব্দুদ্ দ্বারের এক ব্যক্তি যাকে আবী সানাবিল নামে ডাকা হতো, সে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল এবং তাকে সংবাদ দিল যে, সে হালাল হয়ে গিয়েছে। এরপর সে স্ত্রীলোকটি সেই লোকটিকে বাদ দিয়ে অন্য একজনকে বিয়ের ইচ্ছা করলো। আবী সানাবিল তাকে বলল, নিশ্চয় তুমি হালাল (ইদ্দতমুক্ত) হওনি। তখন সুবাই’আ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি তাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর ৪৯০৯; মুসলিম, তালাক ১৪৮৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯৭৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৯৫, ৪২৯৬, ৪২৯৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩১৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ

২৩১৯. উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুবাই'আ বিনতুল হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর স্বামী মারা গেলো। স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটি সংক্ষিপ্তসার।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২০)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ انْقَضَى أَجَلُهَا

২৩২০. আবী সানাবিল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুবাই'আ বিনতুল হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-তার স্বামীর মৃত্যুর বিশদিনেরও অধিক সময় পর সন্তান প্রসব করলেন। এরপর যখন তিনি তার নিফাসের মেয়াদ শেষে পবিত্র হলেন এবং সাজ-সজ্জা করলেন ও বরের খোঁজ করতে লাগলেন, তখন এর জন্য তাকে দোষারোপ করা হলো। তখন তার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন: “তুমি যদি এরূপ করে থাকো, তবে তুমি এর ইদ্দত সমাপ্ত করেছো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৯৯ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৩২৯ তে। এছাড়াও, বুখারী, আল কুন্নী ৯/৪১; ইবনুল কানি’ মু’জামুস সাহাবাহ, তরজমাহ ৬০; ইবনুল আছীর, আসদুল গাবাহ ৬/১৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ فَعَابَ أَبُو السَّنَابِلِ فَسَأَلَتْ أَوْ ذُكِرَتْ أَمْرَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

২৩২১. আসওয়াদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, সুবাই’আ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করলেন। এরপর যখন তিনি (তার নিফাসের মেয়াদ শেষে পবিত্র হয়ে) সাজ-সজ্জা করলেন ও বরের খোঁজ করতে লাগলেন, তখন আবী সানাবিল এর জন্য তাকে দোষারোপ করতে লাগলো। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলে কিংবা তার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি তাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

২৩২২. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-থেকে থেকে বর্ণিত,নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে মহিলা আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, কিংবা আল্লাহর প্রতি ঈমান

রাখে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা তার জন্য জায়িয নয়। তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, তালাক ১৪৯১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪২৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২০১, ৪২০২, ৪২০৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২২৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২৩)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ أَخًا لَهَا مَاتَ أَوْ حَمِيمًا لَهَا فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تَحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

২৩২৩. উম্মু হাবীবা বিনতে আবী সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তার এক ভাই কিংবা একজন নিকট আত্মীয় মৃত্যুবরণ করেন। এপর তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি নিয়ে এলেন এবং তার তার দুই হাতে মলতে থাকলেন। এরপর বললেন, আমি তা এ জন্য করলাম যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, “যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কারো মৃত্যুতে তিনদিনের বেশী শোক পালন করা হানাল নয়। তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জানাইয ১২৮১; মুসলিম, তালাক ১৪৮৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯৬১, ৭১২৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩০৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২০৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২৪)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَوْ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

২৩২৪. যায়নাব বিনত উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মা (উম্মু সালামাহ) কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি। মুসলিম ১৪৮৬ (৫৯) হাদীসের পরে, যেটি মুলত আগের হাদীসটি, আবার নং ১৪৮৭ এর পরে বলেন: যাইনাব তার মা হতে; এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী যাইনাব হতে; অথবা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের কারো কারো থেকে বর্ণনা করেন।”

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ

২৩২৫. উম্মু আতিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “কোন মহিলা তার কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করবে না। তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালন করতে হবে। (এই সময় সীমায় ইদ্দতের মেয়াদকালে) সে রঙীন কাপড় চোপড় পরিধান করবে না । তবে হালকা রঙিন পোশাক পরিধান করতে পারবে। সে চোখে সুরমা লাগাবে না এবং কোন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। তবে হায়িয থেকে পবিত্রতার নিকটবর্তী সময়ে যখন সে হায়িযের গোসল করবে, তখন সে (পবিত্রতার নির্দশন স্বরুপ) কুসতু’ ও ‘আযফার’ নামক সুগন্ধির নির্যাস ব্যবহার করতে পারবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তালাক ৫৩৪১, ৫৩৪২, ৫৩৪৪; মুসলিম, তালাক ৯৩৮ (৬৬)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩০৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ زَوْجِي قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا فَأَدْرَكَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ فَقَالَ امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ

২৩২৬. ফুরাই'আ বিনতু মালিক ইবন সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে,তিনি তার স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য তাকে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। কেননা, তার স্বামী তার কতকগুলি পলাতক গোলামের খোঁজে বের হয়েছিলেন। 'তারাফুল কাদুম' নামক স্থানে তাঁদের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। সেখানে তাঁরা তাকে মেরে ফেলে।

তিনি বললেন, "নির্ধারিত সময় (ইদ্দত) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার পূর্ব গৃহেই অবস্থান করবে।" তখন আমি বললাম, স্বামী আমার জন্য এমন কোন বাসস্থান রেখে যাননি, যা তার মালিকানায় ছিল এবং আর না কোন খোরপোষের ব্যবস্থা ছিল।

অনন্তর তিনি বললেন, "নির্ধারিত সময় (ইদ্দত) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার পূর্ব গৃহেই অবস্থান করবে।"

অত:পর তিনি সেখানেই চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করলেন। তিনি বলেন, পরে উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন (খলীফা) হলেন, তখন তিনি আমার নিকট লোক পাঠিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। অনন্তর তিনি এর অনুসরণ করলেন এবং এতদনুসারেই ফায়সালা দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৯২, ৪২৯৩ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৩৩১, ১৩৩২ তে। এছাড়াও, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/৩০১-৩০২। ((আবী দাউদ, তালাক ২৩০০; তিরমিযী, তালাক ১২০৪; নাসাঈ, তালাক বাব ৬০।– ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্বকৃত দারেমী হা/২২৮৭ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلًا لَهَا فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ لَيْسَ لَكِ أَنْ تَخْرُجِي قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَصْنَعِي مَعْرُوفًا

২৩২৭. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খালা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তিনি তার খেজুর বাগানে গিয়ে ফল কাটতে চেয়েছিলেন। এক ব্যক্তি তাকে বললো, তুমি বের হতে পারবে না। তিনি বলেন, তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তাকে বিষয়টি অবহিত করলাম, তখন তিনি বললেন: “তুমি তোমার বাগানের খেজুর সংগ্রহ করো। হয়তো তুমি দান-খয়রাত করবে অথবা অন্য কোন সৎকাজ করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, তালাক ১৪৮৩। ((আবী দাউদ, তালাক ২২৯৭; নাসাঈ, তালাক ৬/২০৯; ইবনু মাজাহ, তালাক ২০৩৪)) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২১৯২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২৮)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ حُرًّا وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

২৩২৮. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি আযাদ করার জন্য (বাঁদী) বারীরাহকে ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু তার মালিক পক্ষ শর্ত আরোপ করল যে, তার ওয়ালা তাদেরই থাকবে। ফলে তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয়করো। কেননা ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করবে।”
ফলে তিনি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন। আর তাকে তার স্বামীর ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হলো, যে ছিল স্বাধীন পুরুষ। আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু গোশত নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “এটা কার নিকট হতে এসেছে?” তাঁকে বলা হলো, এটা বারীরাহকে সাদাকাহ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন: “এটি তার জন্য সাদাকাহ, আর আমাদের জন্য হাদিয়াহ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। ((তবে বুখারী মুসলিমে, (তার স্বামী) ‘স্বাধীন পুরুষ’ কথাটি নেই। বরং বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে ‘দাস’ বা ক্রীতদাস’ বলা হয়েছে। এজন্যই আলবানী, (রহঃ) ‘স্বাধীন পুরুষ’ শব্দটিসহ একে শায’ বলেছেন।

এ শব্দদু'টি বাদে সহীহ বলেছেন। দেখুন, ইবনু মাজাহ হা/২০৭৪, ২০৭৫, আবু দাউদ ২২৩১, ২২৩২-অনুবাদক)) তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১৬৮; মুসলিম, ইতক্ব ১৫০৪। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৩৫,৪৪৩৬, ৪৪৫০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৬৯, ৪২৭১, ৪২৭২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩২৯)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ طَعَامًا لَيْسَ فِيهِ لَحْمٌ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ لَكُمْ قِدْرًا مَنْصُوبَةً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْ لَنَا قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا عُتِقَتْ خُيِّرَتْ

২৩২৯. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করলে আমি তাঁর সম্মুখে কিছু খাবার পেশ করলাম, যার মধ্যে গোশত ছিল না। তখন তিনি বললেন: "আমি কি তোমাদের নিকট তুলে রাখা একটি পাত্র (তে গোশত) দেখলাম না?" আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা হলো বারীরাহকে সাদাকাহ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, এরপর সে তা আমাদেরকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছে। তিনি বললেন: "সেটি তার জন্য সাদাকাহ, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়াহ হিসেবে গণ্য।" আর তার স্বামী ছিল; যখন তাকে আযাদ করা (মুক্তি দেওয়া) হলো, তখন তাকে তার স্বামীর ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের অংশবিশেষ। তাহলো, "তা আমাদের জন্য হাদিয়াহ স্বরুপ।" ((বুখারী, তালাক ৫২৭৯-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ حِينَ أَعْتَقَتْهَا عَائِشَةُ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُضُّهَا عَلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ لِي أَنْ أُفَارِقَهُ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَقَدْ فَارَقْتُهُ

২৩৩০. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, যখন আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বারীরাকে মুক্ত করেন, তখন তার স্বামী ছিল একজন ক্রীতদাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্বামীর (সাথে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখার) প্রতি উৎসাহিত করতে থাকলেন। তখন সে বলতে থাকলো, আমার কি এ অধিকার নেই যে, আমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হব? তিনি বলেন: “হাঁ, অবশ্যই আছে।” তখন সে বলল, তাহলে আমি নিজেকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসগুলির অংশবিশেষ। ((শব্দের ভিন্নতা সহ বুখারী, তালাক ৫২৮৩; তিরমিযী, রাদা’আ ১১৫৬; আবূ দাউদ ২২৩১, ২২৩২; নাসাঈ, ৫৪১৭; ইবনু মাজাহ, তালাক ২০৭৫।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩১)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ لَهَا لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ

২৩৩১. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, বারীরার স্বামী ক্রীতদাস ছিল। তাকে মুগীস নামে ডাকা হত। আমি যেন এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি যে, সে বারীরার পিছে ছুটছে আর কাঁদছে। আর তার দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বললেনঃ “হে ‘আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীসের গভীর ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারীরার চরম অনাসক্তি দেখে তুমি কি আশ্চর্যান্বিত হওনা?”
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “(হে বারীরা!) তুমি যদি তার কাছে আবার ফিরে যেতে! কেননা, সে তো তোমার সন্তানের পিতা।”সে বললঃ ইয়া রাসূলূল্লাহ! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি বললেনঃ “আমি কেবল সুপারিশ করছি।” সে বললঃ তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। ((যদিও মুসলিমে এর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না।–অনুবাদক)) তাখরীজ: বুখারী, তালাক ৫২৮৩। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৭০, ৪২৭৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩২)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي أَوْ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا أَوْ قَالَ تَسَاهَمَا أَبُو عَاصِمٍ الشَّاكُّ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي وَلَدِي أَوْ فِي ابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ وَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ فَاتْبَعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

২৩৩২. হিলাল ইবন উসামা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মায়মূনা সুলাইমান যিনি মদীনার কোন এক ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমি যখন হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে জনৈক স্ত্রীলোক আগমন করে বলে: আমার স্বামী (যে আমাকে তালাক দিয়েছিল) আমার সন্তানটিকে নিয়ে যেতে চায়।

তখন আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সেখানে জনৈক স্ত্রীলোক আগমন করে বলে: আমার স্বামী (যে আমাকে তালাক দিয়েছিল) আমার সন্তানটিকে বা আমার ছেলেটিকে নিয়ে যেতে চায়। আর অবস্থা এই যে, সে (সন্তান) সে আমার খিদমত করে এবং আমাকে আবূ উকবার কুপ হতে এনে পানি পান করায়। নবী করীম (সাঃ) বলেন, "এদের উভয়ের মধ্যে সন্তানের ব্যাপারে লটারীর ব্যবস্থা করো।" তখন তার স্বামী এসে বললো, আমার থেকে আমার সন্তান কিংবা পুত্র কে নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করে কে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সন্তানকে সম্বোধন করে বলেন, "হে ছেলে! এ তোমার পিতা এবং এ তোমার মাতা। তুমি এতদুভয়ের মধ্যে যার হাত ইচ্ছা ধারণ করো।" আবূ আসিম বর্ণনা করেন, "তুমি এতদুভয়ের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুসরণ করো।" তখন সে (সন্তান) তার মাতার হাত ধারণ করলে তাকে নিয়ে সে (মাতা) চলে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যামআন নং ১২০০ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১৩১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১১৪ তে। ((আবূ দাউদ, তালাক ২২৭৭; তিরমিযী, আহকাম ১৩৫৭; ইবনু মাজাহ, আহকাম ২৩৫১; আহমাদ ২/২৪৬।– মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বকৃত আবী ইয়ালা হা/৬১৩১ এর টীকা হতে। - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُظَاهِرٌ وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ سَمِعْتُهُ مِنْ مُظَاهِرٍ

২৩৩৩. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,“ দাসীর জন্য তালাক হ‘ল দু‘টিএবংতারইদ্দতেরমেয়াদ হ‘ল দু‘হায়েয পর্যন্ত।”[1] আবূ আসিম বলেন, আমি মুযাহির হতে এটি শুনেছি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুযাহির ইবনু আসলাম যঈফ হওয়ার কারণে। তাখরীজ: আবূ দাউদ, তালাক ২১৭৯; তিরমিযী, তালাক ১১৮৩; ইবনু মাজাহ, আহকাম ২০৮০; ইবনু আদী, আল কামিল ৬/২৪৪১; দারুকুতনী ৪/৩৯; হাকিম ২/২০৫; বাইহাকী, মা’রিফাতুস সুনান ১৪৮৮৪; ইবনুল জাওযী, ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ নং ১০৭০। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইবনু মাজাহ, তালাক ২০৭৯ …তে। মারফু’ হিসেবে যঈফ তবে মাওকুফ হিসেবে সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩৪)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

২৩৩৪. আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেন, আওতাস যুদ্ধের বন্দীনী সম্পর্কে তিনি বলেছেন: “কোন গর্ভবতী বন্দিনীর সাথেতার সন্তানপ্রসবের আগে সহবাস করবে না এবং যে বন্দিনী গর্ভবতী নয়, তারসাথেতার এক হায়েয (অতিক্রান্ত) হওয়ার পূর্বে সহবাস করবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, রাদা’আ ১৪৫৬। এছাড়াও, হাকিম ২/১৯৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২৩৯৪। ((আবূ দাউদ, নিকাহ ২১৫৭; তিরমিযী, নিকাহ ১১৩২; নাসাঈ, নিকাহ ৬/১১০। ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২২৯৫ এর টীকা

হতে।-অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৪৮, ১২৩১, ১৩১৮ তে। আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ১/১৭১-১৭২; নাসবুর রায়াহ ৩/২৩৩/২৩৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩৫)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

২৩৩৫. আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাথেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়; নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়। আর অধস্তন রাবী হাম্মাদ (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে : “বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি যতক্ষণ না সে হুঁশ ফিরে পায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪০০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪২ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৪৯৬ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৫/২৬৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৮/২৭৯; বাইহাকী, মাকাতীব ১০/৩১৭। ((আবূ দাউদ, হুদুদ ৪৩৯৮; তিরমিযী, হুদুদ ১৪২৩; নাসাঈ, তালাক বাব ২১; ইবনু মাজাহ, তালাক ২০৪১; আহমাদ ১/১০১, ১১৮, ১৪০, ১৫৫, ১৫৮।-ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্ব, দারেমী হা/২২৯৫ এর টীকা হতে।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ بِزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ

২৩৩৬. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: “এই তিনটি কারণের কোনো একটি ছাড়া কোনো মুসলিম ব্যক্তির

রক্ত হালাল নয়- ইসলাম গ্রহণের পর যদি মুরতাদ হয়ে যায়; কিংবা বিবাহ করার পর যিনা করলে বা বা অন্যায়ভাবে যদি কাউকে হত্যা করে আর সে জন্য তাকে হত্যা করা হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ নং ৪৩৭, ৪৫২; তার পূত্র আহমাদ, যাওয়াইদ আলাল মুসনাদ নং ৪৩৮; আবূ দাউদ, হুদুদ ৪৫০২; তিরমিযী, ফিতান ২১৫৯; নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম ৭/৯১-৯২; ইবনু মাজাহ, হুদুদ ২৫৩৩; তায়ালিসী, মানিহাতুল মা’বুদ ১/২৯০ নং ১৪৭২; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৮৩৬; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ৩/১৫৯-১৬০; মুশকিলিল আছার ২/৩২১; ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৩/১/৪৬; ইবনু আবী আসিম, আল আহাদ ওয়াল মাছানী নং ১৪৯; বাইহাকী, মুরতাদ ৮/১৯৪; আরও দেখুন, ইলালুল হাদীস নং ১৩৫১ এবং পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩৭)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

২৩৩৭. আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তাহলে তিনটি কারণের কোনো একটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) জানের বদলে জান, বিবাহিত ব্যভিচারী, আর নিজের দ্বীন ত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যক্তি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, দিয়াত ৬৮৭৮; মুসলিম, কাসামাহ ১৬৭৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫২০২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪০৭, ৪৪০৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৯ তে। এছাড়াও, তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ৩/১৬০; মুশকিলিল আছার ২/৩২১; বাইহাকী, মুরতাদ ৮/১৯৪-১৯৫; ইবনু আবী শাইবা ৯/৪১৩ নং ৭৯৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩৮)

أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ نَائِمٌ فَاسْتَلَّ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَنَبِهَ بِهِ فَلَحِقَهُ فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَانِي هَذَا فَاسْتَلَّ رِدَائِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَلَحِقْتُهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِدَائِي لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ هَذَا قَالَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

২৩৩৮. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া মসজিদে (তার চাদর মাথার নীচে রেখে) ঘুমাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি এলো, তখনও তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। এর সে তার চাদর তার মাথার নিচ থেকে আস্তে আস্তে চুরি করলো। তিনি সেটি খেয়াল করলেন, অত:পর তিনি দৌড় দিয়ে চোরকে ধরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে আসলেন। এরপর বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মসজিদে নিদ্রিত ছিলাম। এ ব্যক্তি এসে আমার মাথার নিচ থেকে আমার চাদরটি উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং পরে আমি দৌড়ে তাকে ধরে ফেলি। তখন তিনি তার হাত কাটার আদেশ দান করলেন। তখন সাফওয়ান তাঁকে বললেনঃ ”ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার চাদরটি এর উপযোগী নয় যে, এর বিনিময়ে একজনের হাত কাটা যেতে পারে। তিনি বললেনঃ “তাকে নিয়ে আমার কাছে আসার আগে কেন একথা মনে করনি?”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আশ’আস এর যঈফ হওয়ার কারণে। তিনি হলেন ইবনু সিওয়ার। ((তবে এটি অন্যত্র সহীহ সনদেও বর্ণিত হয়েছে যেমন তাখরীজে উল্লেখিত হয়েছে।– অনুবাদক)) তাখরীজ: নাসাঈ, কিতাবুস সারিক্ব ৮/৬৮; কুবরা নং ৭৩৬৮, ৭৩৬৯; তাবারাণী, কাবীর ৮/৫৫ নং ৭৩২৬ (সহীহ সনদে), ৭৩২৭ ও ১১/২৭০ নং ১১৩০৭; হাকিম ৪/৩৮০; হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন; আহমাদ ৬/৪৬৫, ৪৬৬; আবূ দাউদ, হুদুদ ৪৩৯৪; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৩/১৩৫; বুখারী, কাবীর ৪/৩০৪; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৮২৮; বাইহাকী, সারিকাহ ৮/২৬৫; মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৭/৪১৭ হাসান সনদে; আব্দুর রাযযাক নং ১৮৯৩৯; ইবনু আবী শাইবা ১৪/২৩১ নং ১৮১৯০; সাঈদ ইবনু মানসূর, সুনান নং ২৩৫২; মালিক, হুদুদ ২৮; ইবনু মাজাহ, হুদুদ ২৫৯৫। আর এর মুতাবি’আত হাদীস রয়েছে মুহাম্মদ ইবনু আবী হাফসা মালিক হতে মুরসাল হিসেবে আহমাদ ৩/৪০১ ও ৬/৪৬৫; তাবারাণী, কাবীর নং ৭৩৩৮ তে যা একে শক্তিশালী করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৩৯)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

২৩৩৯. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “দীনারের চার ভাগের এক ভাগ বা এর অধিক (মূল্যের সম্পদ) চুরি করলে তাতে হাত কাটা যাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, হুদুদ ৬৭৮৯; মুসলিম, হুদুদ ১৬৮৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪১১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৫৫, ৪৪৫৯, ৪৪৬০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৮১, ২৮২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪০)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

২৩৪০. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির জন্য হাত কেটে দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, হুদুদ ৬৭৯৫; মুসলিম, হুদুদ ১৬৮৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৩৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৬১, ৪৪৬২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪১)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

২৩৪১. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। মাখযূম গোত্রের এক নারী চুরি করে ধরা পড়লে তার বিষয়টি কুরায়শদেরকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। তারা বলাবলি করতে লাগলো যে, বিষয়টি নিয়ে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলতে পারে? তারা বলাবলি করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনু যায়িদ ছাড়া আর কে এমন দুঃসাহস করতে পারে? অতঃপর উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "তুমি কি আল্লাহ'র নির্ধারিত হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করছো?" অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং বললেনঃ "তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল অসহায় ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাতও কেটে দিতাম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলু আসহাবিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৭৩২, ৩৭৩৩; মুসলিম, হুদুদ ১৬৮৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৫৪৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪০২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪২)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى قَالَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى قَالَ فَاذْهَبُوا فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ فَقَطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ

২৩৪২. আবূ উমাইয়্যা আল মাখযুমী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক চোরকে উপস্থিত করা হলে সে তার অপরাধের স্বীকারোক্তি করলো। কিন্তু তার কাছে চুরিকৃত মাল পাওয়া গেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "আমার তো মনে হয় না যে, তুমি চুরি করেছো।" সে বললো, হাঁ (চুরি করেছি)। তিনি আবার বললেনঃ "আমার তো মনে হয় না যে, তুমি চুরি করেছো।" সে বললো, হাঁ (চুরি করেছি)। অতঃপর তিনি বললেন: "একে নিয়ে গিয়ে তার হাত কেটে দাও এরপর তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকটিকে) বললেনঃ "তুমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর

এবং তাঁর কাছে তাওবা কর।” সে বললোঃ ‘‘আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি’’। তখন তিনি বললেনঃ ‘‘হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো। হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** (বর্ণনাকারী) আবীল মুনযিরকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন- এমন কাউকে আমি পাইনি। অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। ((তবে আবী হুরাইরা হতে এর সহীহ শাহিদ থাকার কারণে এটি সহীহ লিগয়রিহী হওয়ার কথা। আল্লাহই ভাল জানেন।–অনুবাদক)) তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ২২/৩৬০ নং ৯০৫; আহমাদ ৫/২৯৩; আবূ দাউদ, হুদুদ ৪৩৮০; নাসাঈ, কুবরা নং ৭৩৬৩; দাওলাবী, আল কুন্নী ১/১৪; ইবনু মাজাহ, হুদুদ ২৫৯৭; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ৩/১৬৮-১৬৯; বাইহাকী, আল মা’রিফাহ নং ১৭২২৮; বাইহাকী, সারিকাহ ৮/২৭৬। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে হাকিম ৪/৩৮১; দারুকুতনী ৩/১০২; বাইহাকী, সারিকাহ ৮/২৭১ তে; হাকিম একে মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন। আমরা বলছি: বরং এর রাবীগণ বুখারী মুসলিমের রাবী। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

২৩৪৩. রাফি’ ইবনু খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: “ফল এবং খেজুর গাছের মজ্জা চুরিতে হাত কাটা নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ৪/২৬০ নং ৪৩৩৯। ((আবূ দাউদ, হুদুদ ৪৩৮৮; তিরমিযী, হুদুদ ১৪৪৯; নাসাঈ, ক্বতঈস সারিক্ব ৮/৮৭; ইবনু মাজাহ, হুদুদ ২৫৯৩; মালিক, হুদুদ হা/৩২।- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্ব, দারেমী হা/২৩০৪ এর টীকা হতে।- অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৬৬ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৫০৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪১১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪৪)

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

২৩৪৪. (অপর সূত্রে) রাফি’ ইবনু খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ফল এবং খেজুর গাছের মজ্জা চুরিতে হাত কাটা নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এ সনদে ‘জাহালত’ বা অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। তাখরীজ: নাসাঈ, ক্বতঈস সারিক্ব ৮/৮৮; এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি। পরের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪৫)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

২৩৪৫. (অপর সূত্রে) রাফি’ ইবনু খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ফল এবং খেজুর গাছের মজ্জা চুরিতে হাত কাটা নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: নাসাঈ, ক্বতঈস সারিক্ব ৮/৮৭; এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪৬)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

২৩৪৬. (অপর সনদে) রাফি’ ইবনু খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: নাসাঈ, ক্বতঈস সারিক্ব ৮/৮৭; তাবারাণী, কাবীর ৪/২৬০ নং ৪৩৪০। এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪৭)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَالثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ قَالَ وَهُوَ شَحْمُ النَّخْلِ وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ

২৩৪৭. (অপর সূত্রে) রাফি’ ইবনু খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: “ফল এবং খেজুর গাছের মজ্জা চুরিতে হাত কাটা নেই।”
তিনি বলেন, তা হলো খেজুর গাছের মজ্জা। আর ‘কাছর’ অর্থ মজ্জা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي كَثَرٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ

২৩৪৮. রাফি’ ইবনু খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: “খেজুর গাছের মজ্জা চুরিতে হাত কাটা নেই।”[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন: আবূ উসামাহ’র মতই এ বিষয়ে (সঠিক) মত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এ সনদে ‘জাহালত’ বা অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। তাখরীজ: নাসাঈ, ক্বতঈস সারিক্ব ৮/৮৮। আগের হাদীস দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৪৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

২৩৪৯. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “লুণ্ঠনকারী, ছিনতাইকারী ও আত্মসাৎকারীর হাত কর্তন করা হবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৫৬, ৪৪৫৭, ৪৪৫৮ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৫০২, ১৫০৩, ১৫০৪ তে। ((আবূ দাউদ, হুদুদ ৪৩৯১; তিরমিযী, হুদুদ ১৪৪৮; নাসাঈ, ক্বতঈস সারিক্ব ৮/৮৮-৮৯; ইবনু মাজাহ, হুদুদ ২৫৯১।- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্ব, দারেমী হা/২৩১০ এর টীকা হতে।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫০)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ قَالَ فَفَعَلَ

২৩৫০. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল। সে মদ পান করেছিল। তখন তিনি তাকে দুইটি খেজুর ডাল দিয়ে (প্রায় চল্লিশ) ঘা মারেন। পরবর্তীতে আবূ বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অনুরূপ করেন। এরপর যখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হলেন তখন তিনি এ বিষয়ে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। আবদুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সর্বনিম্ন হদ্দ হল আশি ঘা বেত মারা। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সংখ্যক হদ্দ কার্যকরী করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, হুদুদ ৬৭৭৩; মুসলিম, হুদুদ ১৭০৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৯৪, ৩০১৫, ৩০৫৩, ৩১২৭, ৩২১৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৪৮, ৪৪৪৯, ৪৪৫০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫১)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ

২৩৫১. হুসাইন ইবনুল মুনযির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় ওয়ালিদ ইবনু উকবাকে আনা হলো। (সাক্ষ্য-প্রমাণে তার মদ্যপানের অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি ‘আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে তার উপর হদ্দ কার্যকর করতে বলেন।) তখন ‘আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদ্যপকে) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন, আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন এবং উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আশি বেত্রাঘাত করেছেন। এ সবই সুন্নাত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হুদুদ ১৭০৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫০৪, ৪৯৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ

২৩৫২. আমর ইবনু শারীদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: “তোমাদের কেউ মদপান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে পুনরায় বেত্রাঘাত করো, সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। এরপর সে চতুর্থবার মাদক গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ ইবনু উরওয়াহ ইবনু মাসউদ সাকাফীর জীবন বৃন্তান্ত আমি খুঁজে পাইনি। অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। ((তবে হাদীসটি সহীহ, যেমন তাখরীজে উল্লেখিত হয়েছে।–অনুবাদক)) তাখরীজ: নাসাঈ, কুবরা নং ৫৩০১; তাবারাণী, কাবীর ৭/৩১৭ নং ৭২৪৪; আহমাদ ৪/৩৮৮-৩৮৯; হাকিম ৪/৩৭২; হাকিম বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ..।’ এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। তবে আমরা বলছি: হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী নয়; আর এর সনদ

মোটেও সহীহ নয়। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৪৭ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৫১৭ তে। ((আবূ দাউদ, হুদুদ ৪৪৮৪; ইবনু মাজাহ, হুদুদ ২৫৭২ (আলবানী (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন); আহমাদ ৭৭০৪, ৭৮৫১, ১০১৬৯, ১০৩৫১।-অনুবাদক)) এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে মু'আবি'য়া ইবনু আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৬৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৪৬ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৫১৯ তে। ((তিরমিযী, হুদুদ ১৪৪৪; ইবনু মাজাহ, হুদুদ ২৫৭৩ ,আলবানীর তাহক্বীক্বে হাদীসটি হাসান।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدًا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

২৩৫৩. আবূ বুরদা ইবনু নিয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহর নির্দিষ্ট হাদ্দসমূহের কোন হাদ্দ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে দশ বেত্রাঘাতের বেশি দন্ড দেয়া যাবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, হুদুদ ৬৮৪৮; মুসলিম, হুদুদ ১৭০৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৫২, ৪৪৫৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ

২৩৫৪. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, বনী আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল যে, সে যিনা করেছে। এরপর সে নিজের বিরূদ্ধে চার বার

সাক্ষ্য দিল যে, নিশ্চয় সে যিনা করেছে। ফলে তিনি তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করার আদেশ দিলেন। আর সে ছিল বিবাহিত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫২৭০; মুসলিম, হুদুদ ১৬৯১ (১৬) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩০৯৪, ৪৪৪০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫৫)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ فَكَلَّمَهُ فَمَا أَدْرِي مَا يُكَلِّمُهُ بِهِ وَأَنَا بَعِيدٌ مِنْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ فَكَلَّمَهُ أَيْضًا وَأَنَا أَسْمَعُ غَيْرَ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ وَأَنَا أَسْمَعُهُ ثُمَّ قَالَ كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ مِنْ اللَّبَنِ وَاللَّهِ لَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ

২৩৫৫. জাবির ইবন সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মায়িয ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে আনা হলো। তিনি ছিলেন বেঁটে প্রকৃতির, ইযার পরিহিত, তার গায়ে ছিল কোনো চাদর ছিল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বামদিকে বালিশে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তিনি তার সাথে কথা বললেন। তবে আমি জানিনা তিনি তার সাথে কী কথা বললেন। কারণ, আমি তাঁর থেকে বেশ দূরে ছিলাম, আর আমার ও তাঁর মাঝে কয়েকজন লোক ছিল। যাহোক, এরপর তিনি বললেন, "তোমরা একে নিয়ে গিয়ে রজম করো।"

এরপর তিনি আবার বললেন: "তোমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।" অতঃপর তিনি তার সাথে কথা বললেন। আর আমি তাদের কথা শুনছিলাম। তবে (আমি জানিনা তিনি তার সাথে কী কথা বললেন।) কারণ, আর আমার ও তাঁর মাঝে কয়েকজন লোক ছিল। । যাহোক, এরপর তিনি বললেন, "তোমরা একে নিয়ে গিয়ে রজম করো।" এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং আমি তা শুনছিলাম। তিনি বললেন: "আমরা যখনই আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হই তখন তাদের মধ্য হতে কেউ না কেউ পিছনে থেকে যায় এবং পাঁঠার ন্যায় আওয়ায করে বেড়ায়। সে তখন কোন নারীকে অল্পই দুধ প্রদান করে (অর্থাৎ বীর্য্য প্রদান করে তথা ব্যভিচার

করে)। আল্লাহ যদি আমাকে তাদের কারো উপর ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে এমন শাস্তি প্রদান করবো যা (অন্যদের জন্য) দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হুদুদ ১৬৯২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৪৪৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৩৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى أَهْلِ هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

২৩৫৬. আবু হুরাইরা এবং যায়িদ ইবন খালিদ ও শিবলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, এক লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে হুকুম প্রদান করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ অপর ব্যক্তি যে তার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ছিল বলল, সত্যিই আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করুন। তবে এর আগে আমাকে (কথা বলার) অনুমতি প্রদান করুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ, বলো । লোকটি বললো, আমার এক ছেলে ঐ ব্যক্তির বাড়িতে চাকর ছিল। আর সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচার করেছে। অতএব, আমি উহার বিনিময়ে প্রদান করলাম একশ, ছাগল ও একটি দাসী। এরপর আমি এ ব্যাপারে আলেমগণের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম।

তখন তারা আমাকে বললেনঃ যে, আমার ছেলের উপর একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছর কাল নির্বাসনের হুকুম রয়েছে। আর ঐ লোকের স্ত্রীর উপর রজম (পাথর নিক্ষেপ) এর হুকুম কার্যকর হবে। তিনি তখন বললেনঃ “সেই মহান সত্তার শপথ! যার হস্তে আমার জীবন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের

মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করে দেব। সুতরাং দাসী এবং ছাগল তুমি ফিরে পাবে। আর তোমার ছেলের উপর একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনের হুকুম কার্যকর হবে। হে উনাইস! তুমি আগামীকাল প্রত্যূষে ঐ মহিলার কাছে গমন করবে এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে । যদি সে তা স্বীকার করে তবে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করে হত্যা করবে।" রাবী বলেনঃ (পরদিন মহিলাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে) সে তা স্বীকার করলো।অতঃপর তিনি তাকে (মহিলাকে) পাথর মারলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ওয়াকাত ২৩১৪, ২৩১৫; মুসলিম, হুদুদ ১৬৯৭, ১৬৯৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৩৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৩০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرِ بْنِ دَهْرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا قَالَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ

২৩৫৭. নাসর ইবনু দাহর আল আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা তাকে পাথর মেরে হত্যা করেছিল- আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।
আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'তাকে' অর্থ মায়িয ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে। এরপর যখন তার শরীরে পাথর আঘাত হানতে লাগলো, তখন সে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলো।রাবী বলেন, তখন আমরা এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানালে তিনি বললেন: "তাহলে তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন?"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে আবী হাইছাম ইবনু নাসর রয়েছে। যার সম্পর্কে বুখারী (কাবীর, ৯/৭৯) ও ইবনু আবী হাতিম (জারহ ওয়া তা'দীল ৯/৪৫৩) কোনো সমালোচনা বা প্রশংসা করেননি। আর আমিও তার কোনো সমালোচনা বা প্রশংসা খুঁজে পাইনি। আর হাফিজ ইবনু হাজার, 'তাক্বরীব' এ তাকে 'মাকবুল' বলেছেন। তবে আল ইসাবা ৯/১৪৮ এ তার পিতা নাসর এর জীবনীতে বলেন: 'তার থেকে তার ছেলে আবীল হাইছাম সূত্রে মায়িয ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনা সংক্রান্ত তার হাদীসটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, যার সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম।' অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৪৩১; নাসাঈ, নং ৭২০৬; ইবনু আবী আসিম, আল আহাদ ওয়াল মাছানী ২৩৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقُوا بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَارْجُمُوهُ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنْ قَامَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْخَزَفِ وَالْجَنْدَلِ

২৩৫৮. আবী সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা মায়িয ইবনু মালিককে নিয়ে গিয়ে রজম করো।" তখন আমরা তখন তাকে 'বাক্বীউল গারক্বাদ' নামক স্থানে (কবরস্থানে) নিয়ে চললাম। আর আল্লাহর কসম! আমরা তাকে বাঁধিওনি, আবার তাকে (পুঁতে রাখার জন্য) কোনো কূপও খনন করিনি। বরং তার দাঁড়ানো অবস্থাতেই তাকে আমরা হাড়, মাটির ঢেলা ও পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা) করলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হুদুদ ১৬৯৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২১৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৩৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৫৯)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ

২৩৫৯. বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর নিকট বসেছিলাম। এমতাবস্থায় মায়িয ইবনু মালিক নামক একব্যক্তি আগমন করলো। অতঃপর সে তাঁর নিকট যিনার কথা স্বীকার করল। তখন তিনি তাকে তিনবার ফিরিয়ে দিলেন । এরপর সে চতুর্থবার তাঁর কাছে আগমন করলো এবং যিনার কথা স্বীকার করল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি (রজম করার) নির্দেশ তার জন্য একটি গর্ত খনন করা হল এবং এর মধ্যে

তাকে বুক পর্যন্ত পুঁতে দেওয়া হলো এবং এরপর তিনি লোকদের প্রতি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা (‘রজম’) করার নির্দেশ প্রদান করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** বাশীর ইবনুল মুহাজির এর কারণে এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৩৪৭, ৩৪৮; মুসলিম, হুদুদ ১৬৯৫ (২৩); তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/১৮২; দারুকুতনী, ৩/৯২, ১২৭; বাইহাকী, উকালাহ ৬/৮৩; হুদুদ ৮/২২৬; ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৪/২/২৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৬০)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

২৩৬০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একজন ইয়াহুদী তাদের মধ্যকার একজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে নিয়ে এলো, যারা উভয়েই ব্যভিচার করেছিল । তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ “তোমাদের মধ্যে কেউ যিনা করলে তোমরা কী করো? তারা বলল, এতে (তাওরাতে) আমরা এ ব্যাপারে কিছুই পাইনা। তখন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো; তাওরাতে রজমের নির্দেশ রয়েছে। তোমরা তাওরাত কিতাব আনয়ন কর ও তা পাঠ কর, যদি তোমরা এ ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাক। তারা তখন তাওরাত কিতাব নিয়ে এল এবং পাঠ করতে শুরু করল। (যখন ব্যভিচারের শাস্তি এর আয়াতের নিকটবর্তী হল) তখন যে যুবকটি তাওরাতঁ পাঠ করছিল সে আপন-হাত রজমের (পাথর নিক্ষেপের) আয়াত এর উপর রেখে দিল। তখন তাকে তিনি বললেন, এটা কী? যখন তারা দেখতে তা দেখতে পেলো, তখন তিনি বললেন, ওটাই তো রজমের আয়াত। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে পাথর (রজম করার) নির্দেশ দিলেন। তখন মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে যেখানে জানাযা রাখা হতো, সেখানে তাদের উভয়কে পাথর মারা হলো। আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমি দেখতে পেলাম যে, পুরুষটি মহিলাটিকে পাথরের আঘাত থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, জানায়িয ১৩২৯; মুসলিম, হুদুদ ১৬৯৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৩৪, ৪৪৩৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৬১)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ لَا نَجِدُ حَدَّ آيَةِ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ

২৩৬১. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত পড়েছি, আয়ত্ত করেছি, বুঝেছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর মেরে হত্যা করেছেন। আমরাও তাঁর পরে পাথর মেরে হত্যা করেছি। আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর কোন লোক এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহর কসম! আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর মেরে হত্যার আয়াত পাচ্ছি না। (ফলে তারা এমন একটি ফরজ ত্যাগের কারণে পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন।) আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর পাথর মেরে হত্যা অবধারিত, যে বিবাহিত হবার পর যিনা করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী। যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, হুদুদ ৬৮২৯; মুসলিম, হুদুদ ১৬৯১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৪৬, ১৫১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৫ ও ইবনুল জাউযীর ‘নাসিখুল কুরআন ওয়াল মানসূখাহ’ পৃ: ১৪০-১৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৬২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

২৩৬২. যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "বিবাহিত বয়স্ক পুরুষ ও বয়স্ক স্ত্রীলোক যদি ব্যভিচার করে, তবে তোমরা তাদের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৩৪৭; হাকিম ৪/৩৬০ হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন; বাইহাকী, হুদুদ ৮/২১১ সহীহ সনদে। আরও দেখুন, ফাতহুল বারী ৯/৬৫ ও ১২/১৪৩; আরও দেখুন, ইবনুল জাউযীর 'নাসিখুল কুরআন ওয়াল মানসূখাহ' পৃ: ১৩৬-১৪৮ এর হাদীস ও আছার সমূহে আমাদের প্রদত্ত টীকা সমূহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৬৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي غَامِدٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ أَيْضًا فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَلَعَلَّكَ أَنْ تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا قَدْ وَلَدْتُ قَالَ فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ ثُمَّ افْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَلَطَّخَ الدَّمُ عَلَى وَجْنَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْ يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

২৩৬৩. বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর নিকট বসেছিলাম। এমতাবস্থায় গামিদ গোত্রের জনৈক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমি তো যিনা করেছি আর আমি আশা করছি, আপনি আমাকে (এ পাপ হতে) পবিত্র করবেন। তখন তিনি তাকে বলেনঃ "তুমি ফিরে যাও।" (এরপর সে মহিলা চলে যায়,) কিন্তু পরদিন আবার সে মহিলা হাযির হয়ে তার যিনার স্বীকারোক্তি করে বলেঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! আপনি আমাকে (এ পাপ হতে) পবিত্র করুন। সম্ভবত আপনি আমাকে সেরুপভাবে ফিরিয়ে দিতে চান, যেভাবে আপনি মায়িয ইবনু মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি তো গর্ভবতী। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "তুমি ফিরে যাও, যতক্ষণ না তুমি তোমার সন্তান প্রসব করছ।" এরপর সন্তান প্রসবের পর সে নব-জাতককে একটি কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে তাঁর নিকট হাযির হয় এবং বলেঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমি একে প্রসব করেছি। তখন তিনি বলেনঃ "তুমি ফিরে যাও এবং এ সন্তানকে ততদিন দুধপান করাও, যতদিন সে দুধ না ছাড়ে।" এরপর সে মহিলা (চলে যায় এবং) দুধ ছাড়াবার পর পুনরায় তার সন্তানকে নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হয়।

এ সময় তার সন্তানের হাতে রুটির একটি টুকরা ছিল। তখন সে বললো, ইয়া নবীয়াল্লাহ! সে দুধ ছেড়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে সেই সন্তানকে কোন মুসলিমের হাতে সোপর্দ করা হলো এবং তিনি সে মহিলাকে ('রজম' করার) হুকুম দেন। তখন একটি গর্ত খুঁড়ে তাকে সেখানে বুক পর্যন্ত পোঁতা হয়, অতঃপর লোকদেরকে তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত হয়ে সে মহিলার মাথায় একটি পাথর দিয়ে আঘাত করলো। সে মহিলার দেহের রক্তের ফোঁটা তার গালের উপর এসে পড়ে, ফলে তিনি (রাগান্বিত হয়ে) সে মহিলা সম্পর্কে কটুক্তি করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার প্রতি খালিদের কটুক্তি শুনে ফেলেন। তখন তিনি তাকে বলেনঃ "হে খালিদ! তুমি থামো । আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার জীবন; এ মহিলা এমন তাওবা করেছে, যদি কোন জালিম ব্যক্তি এরুপ তাওবা করতো, তবে অবশ্যই তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হতো। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে সে মহিলার জানাযার নামায আদায়ের পর তাকে দাফন করা হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: আর এটি পূর্বের ২৩৬৬ (অনুবাদে ক্রমিক নং ২৩৫৬) নং এ এর অংশবিশেষ গত হয়েছে যেখানে আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি। ((আবূ দাউদ, কিতাবুল হুদুদ ৪৪৪০।– অনুবাদক))

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৩৬৪. ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা জুহায়না গোত্রের জনৈক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়। আর সে যিনার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছিল। তখন সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হাদ (নির্ধারিত শাস্তি)-এর যোগ্য হয়েছি। ফলে আপনি আমার উপর হাদ কায়িম করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবকদের ডেকে বলেনঃ "তোমরা একে নিয়ে গিয়ে এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আর যখন সে বাচ্চা প্রসব করবে, তখন তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।" এরপর তারা তা করলে (সন্তান প্রসবের পর তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাযির করলে) তিনি তার শরীরে ভালভাবে কাপড় পেঁচিয়ে, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন।

ফলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করেন। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি তার জানাযার নামায পড়বেন, অথচ সে যিনা করেছে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার জীবন; সে মহিলা এমন তাওবা করেছে, যদি তা মদীনার সত্তর জন ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তবে তা-ই যথেষ্ট হবে । এর চাইতে উত্তম আর কি হতে পারে যে, সে তো আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা'র উদ্দেশ্যে তার জীবনটাই উৎসর্গ করে দিয়েছে!"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হুদুদ ১৬৯৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪০৩, ৪৪৪১ তে। এছাড়াও, ইবনুল জারুদ, আল মুনতাকা নং ৮১০; বাইহাকী, আল মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ১৬৬৯৯ তে।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا قَالَ مَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

২৩৬৫. যাইদ ইবনু খালিদ আল জুহানী এবং আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবিবাহিত দাসী যিনা করা (এর শাস্তি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "যদি সে দাসী যিনা করে তবে তাকে বেত্রাঘাত মারো। এরপর আবার সে যিনা করলে তাকে পুনরায় বেত্রাঘাত মারো।" রাবী বলেন, আমি জানিনা, তৃতীয় বারে নাকি চতুর্থবারে তিনি বলেছেন: "এরপর একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, হুদুদ ১৪; বুখারী, বুয়ূ ২১৫৩; মুসলিম, হুদুদ ১৭০৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৪৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৩১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৬৬)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

২৩৬৬. উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁআলা মহিলাদের জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। (তা হলো:) যদি কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন কূমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে তবে একশ বেত্রাঘাত কর এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর যদি বিবাহিত ব্যক্তি কোন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করে- তবে তাদেরকে প্রথমত একশ- বেত্রাঘাত করবে এরপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হুদুদ ১৬৯০।

আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ইবনুল জাউযীর ‘নাসিখুল কুরআন ওয়াল মানসূখাহ’ পৃ: ৩২৩-৩২৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪২৫, ৪৪২৬, ৪৪২৭, ৪৪৪৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৬৭)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

২৩৬৭. উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে অপর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৬৮)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ غُلَامًا كَانَ يُنْبَزُ فُرْفُورًا فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهِ بِقَضَاءٍ شَافٍ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَهُ رَجَمْتُهُ فَقِيلَ لَهَا زَوْجُكِ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَحْلَلْتُهَا لَهُ فَضَرَبَهُ مِائَةً قَالَ يَحْيَى هُوَ مَرْفُوعٌ

২৩৬৮. হাবীব ইবনু সালিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈক লোক, যাকে ‘কুরকুর’ বলা হতো, সে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনা করে। তখন এ ব্যাপারটি (কূফার শাসনকর্তা) নু'মান ইবন বশীরের গোচরে আনা হয। তিনি বলেনঃ আমি এ ব্যাপারে সন্তোষজনক ফায়সালা করবো।

এরপর তিনি বলেন: যদি তোমার স্ত্রী তোমার জন্য এ দাসীকে হালাল করে থাকে তবুও আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো। আর যদি সে তাকে তোমার জন্য হালাল না করে থাকে, তবুও আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো। আর যদি সে তাকে তোমার জন্য হালাল না করে থাকে, তবে আমি তোমাকে রজম করবো অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করবো। তার স্ত্রীকে বলা হলো: তোমার স্বামী তো (তোমার দাসীর সাথে যিনা করেছে)! তখন তার স্ত্রী বললো: আমি নিশ্চয়ই তার জন্য সে

দাসীকে হালাল করেছিলাম। এরপর নু'মান ইবন বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে একশত বেত্রাদণ্ডের নির্দেশ প্রদান করেন।[1]ইয়াহইয়া বলেন, এটি মারফু' তথা এর সূত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মাওকুফ হিসেবে যঈফ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/২৭৬; আবূ দাউদ, কিতাবুল হুদুদ ৪৪৫৮; বাইহাকী, হুদুদ ৮/২৩৯। পরবর্তী টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৬৯)

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

২৩৬৯. হাবীব ইবনু সালিম সূত্রে নু'মান ইবন বশীর হতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ খালিদ ইবনু উরফাতাহ'র দুর্বলতার কারণে যঈফ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/২৭৭; আবূ দাউদ, কিতাবুল হুদুদ ৪৪৫৯; তায়ালিসী ১/৩০০ নং ১৫২৯; বাইহাকী, হুদুদ ৮/২৩৯; তিরমিযী, হুদুদ ১৪৫১; আহমাদ ৪/২৭২; বাইহাকী ৮/২৩৯; তিরমিযী, হুদুদ ১৪৫১; ইবনু মাজাহ, হুদুদ ২৫৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭০)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ غُفِرَ لَهُ ذَلِكَ الذَّنْبُ

২৩৭০. খুযাইমা ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যার উপর হাদ (শাস্তি) প্রয়োগ করা হয়েছে, তার এ গুনাহ মাফ করা দেওয়া হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: তাবারাণী, আল কাবীর

৪/৮৮ ৩৭৩১; বুখারী, কাবীর ৩/২০৬ তা'লীক হিসেবে; দারুকুতনী ৩/২১৪; বাইহাকী, আশরিবাহ ৮/৩২৮; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৫/১৯৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩৭৩২; আহমাদ ৫/২১৪, ২১৫ বিচ্ছিন্ন সনদে। হাফিজ ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১২/৮৪ তে বলেন: এর সনদ হাসান' আর গত হয়েছে যে, আহমাদ এর সনদ বিচ্ছিন্ন। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে উবাদাহ ইবনু ছামিত হতে যা বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪০৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৯১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭১)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

২৩৭১. ইবনু 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এক মহিলা হাজ্জের মানত করেছিল। কিন্তু সে মারা গেলো। তখন তার ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তার ওপর কোন ঋণ থাকলে তবে কি তুমি তা আদায় করতে না? লোকটি বলল, হাঁ। তিনি বললেনঃ "কাজেই আল্লাহর হককে আদায় করে দাও। কেননা, আল্লাহর হক আদায় করা আরো বড় কর্তব্য।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি ১৮০৯ নং এ গত হয়েছে। এছাড়াও, ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৫০১, ৯৪২। ((বুখারী, আইমান ওয়ান নুযূর ৬৬৯৯; মুসলিম, সিয়াম ১১৪৮))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭২)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالَ فِ بِنَذْرِكَ

২৩৭২. ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আমি জাহেলিয়্যাতের যুগে একটি মানত করেছিলাম। এরপর ইসলাম এসে পড়লো (আমি মুসলিম হয়ে গেলাম)। তিনি বললেনঃ “তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ই’তিকাফ ২০৩২, আইমান ওয়ান নুযূর ৬৬৯৭; মুসলিম, আইমান ১৬৫৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৭৯, ৪৩৮০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭৩)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَحُجَّ لِلَّهِ مَاشِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

২৩৭৩. উকবা ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, আমার বোন পায়ে হেঁটে এবং ওড়না না পরে আল্লাহ’র (ঘরের) উদ্দেশ্যে হাজ্জ পালনের মানত করেছে। বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানালাম। তখন তিনি বললেন, তোমার বোনকে বলো, সে যেন খিমার বা ওড়না পরে, সওয়ারীতে আরোহণ করে যায় এবং (মানতের কাফফারা স্বরূপ) তিন দিন সওম পালন করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ উবাইদুল্লাহ ইবনু যুহর এর দুর্বলতার কারণে। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, জাযাউস সাইয়্যিদ ১৮৬৬; মুসলিম, নযর ১৬৪৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৫৩ তে। আর আমি ইতিপূর্বে সেখানে (ভূল করে) বলেছি: এর সনদ সহীহ’। তবে আমার রবের প্রশংসা যিনি বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেও যান না।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ لِتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ هَدْيًا

২৩৭৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। উকবা ইবনু আমির-এর বোন পায়ে হেঁটে বাইতুল্লাহ'য় (হাজ্জে) যাওয়ার মানত করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার বোনের এ মানতের মুখাপেক্ষী নন। সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জ করতে যায় এবং একটি পশু কুরবানী করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ দাউদ, আইমান ওয়ান নুযূর ৩২৯৬, ৩২৯৭; আহমাদ ১/২৩৯, ২৫৩, ৩১১; তাবারাণী, কাবীর ১১/৩০৮ নং ১১৮২৮, ১১৮২৯; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা, ৯৩৬; বাইহাকী, নুযুর ১০/৭৯; আবী ইয়া'লা নং ২৭৩৭; হাকিম ৪/৩০২ তে একে সহীহ বলেছেন; মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ, আল গাইলানির্য়্যাহ নং৭০৭, ৭০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭৫)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ فَقَالَ ابْنَاهُ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ فَقَالَ ارْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ

২৩৭৫. আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পান যে, জনৈক বয়স্ক ব্যক্তি তার দু'ছেলের মাঝে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল । তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন: "এ লোকটির কী হয়েছে?" তখন তার দু'ছেলে বললো: লোকটি পায়ে হেঁটে চলার জন্য মানত করেছে। তখন তিনি বলেনঃ "তুমি সাওয়ার হয়ে চলো। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ও তোমার মানতের মুখাপেক্ষী নন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, নযর ১৬৪৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

২৩৭৬. ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এমন মানত পূরণ করার প্রয়োজন নেই, যা আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে করা হয় এবং বনূ আদম যার মালিক নয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, নযর ১৬৪১। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৯১, ৪৩৯২, ৪৮৫৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৫১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭৭)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ

২৩৭৭. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানত করলো যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে, তবে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে; আর যে ব্যক্তি মানত করলো যে, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে, সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, নুযুর ৮ সহীহ সনদে; বুখারী, আইমান ওয়ান নুযূর ৬৭০০; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৮৬৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৮৭, ৪৩৮৮, ৪৩৮৯, ৪৩৯০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭৮)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي بَقِيَّةَ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ

أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ صَلِّ هَا هُنَا فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَأْنُكَ إِذَنْ

২৩৭৮. জাবির ইবন আবদিল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি (মক্কা বিজয়ের বছর) বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এরূপ মানত করেছি যে, যদি আল্লাহ্ আপনাকে মক্কা বিজয় করিয়ে দেন, তবে আমি বায়তুল মাকদিসে গিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করব। তখন তিনি বললেনঃ "তুমি এখানেই দু'রাকআত সালাত আদায় করে নাও। সে ব্যক্তি তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বলেনঃ "তাহলে এ ব্যাপারে তোমার যা ইচ্ছা কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২১১৬, ২২২৪ তে। এছাড়াও, হাকিম ৪/৩০৪-৩০৫; বাইহাকী, আল মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ১৯৭০৭; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৯৪৫। ((আবূ দাউদ, আইমান ওয়ান নুযূর নং ৩৩০৫- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৭৯)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الشَّحِيحِ

২৩৭৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মানত করাতে (তাকদীরের) কোন কিছু পরিবর্তন হয় না। তবে, মানতের দ্বারা কৃপণ বা লোভীর কাছ থেকে (কিছু মাল) বের করা হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আইমান ওয়ান নুযূর ৬৬০৮; মুসলিম, নযর ১৬৫৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৭৫, ৪৩৭৫, ৪৩৭৮ তে। আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী ১১/২৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮০)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

২৩৮০. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে এমন অবস্থায় পেলেন, যখন তিনি সাওয়ারীতে আরোহী অবস্থায় যাত্রা করছিলেন এবং তিনি তাঁর পিতার নামে কসম খাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “আল্লাহ্ তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই যে কেউ শপথ করতে চায়, সে যেন কেবল আল্লাহর নামেই শপথ করে, নতুবা সে যেন চুপ থাকে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, শাহাদাত ২৬৭৯; মুসলিম, আইমান ১৬৪৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৩০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৫৯, ৪৩৬০, ৪৩৬১, ৪৩৬২ এবং মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭০৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى

২৩৮১. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি শপথ করে ইনশাআল্লাহ বললো, সে তো (তার শপথের) ব্যতিক্রম করলো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৩৯, ৪৩৪০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১১৮৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭০৭ তে। ((ইবনু মাজাহ, কাফফারাত, নং ২১০৫-২১০৬; নাসাঈ, আইমান ৭/১২; মালিক, মুয়াত্তা, আইমান হা/১০।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮২)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ

২৩৮২. ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার শপথের সাথে ইনশাআল্লাহ যুক্ত করলো, তার জন্য ইখতিয়ার (অবকাশ) রয়েছে, সে চাইলে (শপথকৃত কাজটি) করতেও পারে আবার ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৪২ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১১৮৪ তে। আগের টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ لَا تُقْسِمْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْحَدِيثُ فِيهِ طُولٌ

২৩৮৩. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন: “তুমি কসম করো না।”[1] আবূ মুহাম্মদ (দারিমী) বলেন, এ সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস রয়েছে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে বিগত ২২০২ নং এ। ((মুসলিম, আইমান ১৬৫১; নাসাঈ, আইমান ৭/১০-১১; আহমাদ, ২/১৮৫, ২০৪, ৩৬১ ও ৩/৭৬ ও ৪/২৫৬; ইবনু মাজাহ, কাফফারাত ২১০৮।–ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৩৪৪ এর টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو زَمَنَ الْجَمَاجِمِ يُحَدِّثُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

২৩৮৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর নামক মাথায় পক্ষাক্ষাতগ্রস্ত এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক আদী ইবনু হাতিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট কিছু চাইল। তখন তিনি শপথ করলেন যে, তিনি তাকে কিছুই দেবেন না। অতঃপর তিনি বললেন, আমি যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একথা বলতে না শুনতাম, তিনি বলেছেন: “কোন ব্যক্তি শপথ করার পর অপর কোনো বিষয়ে কল্যাণ দেখতে পেলে সে যেন ঐ কল্যাণকর কাজটি করে এবং তার শপথের কাফফারা আদায় করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রয়েছে, যে হাসানের মুক্ত দাস ছিল। আর তার ব্যাপারে বুখারী, তার কাবীর ৫/১৫১ ও ইবনু আবী হাতিম, জারহ ওয়াত তা’দীল ৫/১১৭ এ কোনো প্রশংসা বা সমালোচনা কোনোটাই করেননি। ফলে এটি ইবনু হিব্বানের শর্তানুযায়ী। অন্যান্য বর্ণনাকারী গণ বিশ্বস্ত। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আইমান ১৬৫১; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৪৬ তে। এছাড়াও, বুখারী ৫/১৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا فَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

২৩৮৫. আবদুর রহমান ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবদুর রহমান ইবনু সামুরা, শাসন ক্ষমতা বা নেতৃত্ব চেয়ে নেবে না। কেননা যদি চাওয়ার কারণে তা তোমাকে তা দেয়া হয়, তবে এর (ভাল মন্দের) দায়-দায়িত্ব তোমার প্রতিই সোপর্দ করা হবে। আর যদি চাওয়া ছাড়াই তা তোমাকে তা দেয়া হয়, তবে এই বিষয়ে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তুমি সাহায্য প্রাপ্ত হবে। আবার কোন বিষয়ে কসম করার পরে

অন্য একটি বিষয়কে যদি তা থেকে উত্তম দেখতে পাও, তবে তোমার কসমের কাফফারা দিয়ে দিবে এবং ঐ ভাল কাজটি করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আহকাম ৭১৪৭; মুসলিম, আইমান ১৬৫২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৪৮ তে। এছাড়াও, ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৯২৯; ইবনুল কানি’, মুজামুস সাহাবাহ, তারজমাহ ৬৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ

২৩৮৬. (অপর সূত্রে) আবদুর রহমান ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: … এ বলে তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الشَّرِيدِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلَى أُمِّي رَقَبَةً وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَاءَ نُوبِيَّةً أَفَتُجْزِئُ عَنْهَا قَالَ ادْعُ بِهَا فَقَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

২৩৮৭. শারিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললাম: আমার মায়ের উপর একটি দাসমুক্তি ওয়াজিব ছিল। এখন আমার একটি ‘নুয়াইবী (সুদান অঞ্চলের) কালো দাসী রয়েছে। (আমি যদি তাকে মুক্ত করি,) তবে তা আমার মায়ের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে কি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। (তাকে নিয়ে আসলে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা

করেনঃ তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই? সে বলেঃ হাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তাকে আযাদ করে দাও; সে মুমিন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, মুহাম্মদ ইবনু আমর এর কারণে। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৪২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১১৮৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮৮)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ

২৩৮৮. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমার কসম তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তোমার সাথী তা সত্য বলে মনে করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ২/২২৮ ; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৯/২২৫; মুসলিম, আইমান ১৬৫৩; আবূ দাউদ, আইমান ওয়ান নুযূর ৩২৫৫; তিরমিযী, আহকাম ১৩৫৪; ইবনু মাজাহ, কাফফারাত ২১২১; ইবনু আদী, কামিল ৪/১৬৫০; উকাইলী, আদ দু'আফা ২/২৫১; দারুকুতনী ৪/৩০৩; বাইহাকী, নুযুর ১০/৬৫; হাকিম ৪/৩০৩ খতীব, মাওদহ ১/২৫৫-২৫৬; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, নং ২৫১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৮৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

২৩৮৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলে কসম করতেন, তা ছিল: “না, কসম অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারীর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ক্বদর ৬৬১৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪৪২, ৫৪৭২, ৫৫২০, ৫২২১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৪২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا

২৩৯০. আবূ শুরায়হ আল-খুযাঈ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যার কেউ নিহত হয় অথবা যাকে আহত করা হয় তার তিনটি বিকল্প বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার আছে। সে চতুর্থটি গ্রহণ করতে চাইলে তোমরা তার উভয় হাত ধরে রাখো (তাকে বাধা দাও)। সে হত্যাকারীকে হয় হত্যা করবে অথবা ক্ষমা করবে অথবা দিয়াত (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এই (তিনটি বিকল্পের) কোন একটি গ্রহণ করার পর আরও কিছু (অতিরিক্ত) দাবি করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে স্থায়ী হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আর হাদীসটি মুনকার (অস্বীকৃত)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৪৪১ নং ৮০৪৫; ইবনু মাজাহ, দিয়াত ২৬২৩; আহমাদ ৪/৩১; আবূ দাউদ, দিয়াত ৪৪৯৬; বুখারী, কাবীর ৩/২২৪; দারুকুতনী ৩/৯৬; বাইহাকী, জানাইয়াত ৮/৫২; মারিফাহ নং ১৫৮৮৫; দেখুন, মীযানুল ই’তিদাল ২/১৬৯-১৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯১)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد اعْتَبَطَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ

২৩৯১. আমর ইবনু হাযম তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন যাতে ছিল: "যে ব্যক্তি বিনা কারণে কোনো মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে কিসাস ওয়াজিব হবে । তবে সে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ালী বা অভিভাবকদেরকে (ক্ষমা করতে কিংবা রক্তমূল্য নিতে) রাজি করাতে পারে, তবে (সে রক্ষা পেতে পারে)।"[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'ই'তাবাত্বা' অর্থ বিনা কারণে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এর অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন বুখারী, আল ইলম ১১২ ((নাসাঈ, কাসামাহ ৮/৫৭-৫৮-৫৯-৬০; মালিক, মুআত্তা, উকুল হা/১।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ إِلَى خَيْبَرَ مَعَ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ يُرِيدُونَ الْمِيرَةَ بِخَيْبَرَ قَالَ فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُتِلَ فَثُلَّتْ عُنُقُهُ حَتَّى نُخِعَ ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَلٍ مِنْ مَنَاهِلِ خَيْبَرَ فَاسْتُصْرِخَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَاسْتَخْرَجُوهُ فَغَيَّبُوهُ ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَتَقَدَّمَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ ذَا قِدَمٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَا عَمِّهِ مَعَهُ حُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَيِّصَةُ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا وَهُوَ صَاحِبُ الدَّمِ وَذَا قَدَمٍ فِي الْقَوْمِ فَلَمَّا تَكَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ قَالَ فَاسْتَأْخَرَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ثُمَّ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ نُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ مَا نَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ إِلَّا أَنَّ يَهُودَ عَدُوُّنَا وَبَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قُتِلَ قَالَ فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَبُرَءَاءُ مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ ثُمَّ يَبْرَءُونَ مِنْهُ قَالُوا مَا كُنَّا لِنَقْبَلَ أَيْمَانَ يَهُودَ مَا فِيهِمْ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ

২৩৯২. সাহল ইবনু আবু হাছমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। বনী হারিছা গোত্রের একব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন সাহল তার গোত্রের কতক লোকের সঙ্গে রসদ-সামগ্রী আনতে খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এরপর আব্দুল্লাহ'র উপর অত্যাচার করা হয় এবং তিনি নিহত হন। আর তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয়, যাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর তাকে খায়বারের একটি কুপে নিক্ষেপ করা

হয়। তা দেখে তার সাথীরা চিৎকার করে উঠেন। এরপর তারা তাকে বের করে দাফন করেন। এরপর তারা মদীনায় ফিরে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হন। তার ভাই আব্দুর রহমান ইবন সাহল আগে থেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তার বিশেষ একটি সম্পর্ক ছিল।

এসময় তার সাথে তার চাচাতো ভাইদ্বয় হুওয়ায়্যিসা ইবন মাসউদ এবং মুহাইয়িসা ছিলেন। আব্দুর রহমান ছিলেন সকলের ছোট। আব্দুর রহমান, যিনি ছিলেন রক্তপণের হকদার এবং ক্বওমের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি, তিনিই প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে বয়সে বড় তাদেরকে (সম্মান কর)। তিনি চুপ হয়ে গেলে হুওয়ায়্যিসা ইবন মাসউদ এবং মুহাইয়িসা কথা আরম্ভ করলেন এবং তিনিও তাদের সাথে কথায় শরীক ছিলেন।

তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা হত্যাকারীর নাম বলো। এরপর তোমরা পঞ্চাশবার শপথ করো। তাহলে তাকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো।" তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যা জানি না, সে সম্পর্কে কিভাবে আমরা শপথ করতে পারি? তাকে কে হত্যা করেছে তাতো আমরা জানিনা। তবে ইয়াহুদীরা আমাদের শত্রু। আর সে তো তাদের শাখা গোত্রের মাঝেই নিহত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে তারা (ইয়াহুদীরা) তোমাদের সম্মুখে শপথ করবে যে, তারা নিশ্চয়ই তোমাদের এ সাথীর খুনের অভিযোগ হতে দায়মুক্ত। তবেই তারা এ অভিযোগ থেকে দায় মুক্ত হবে।" তারা বললেনঃকাফিরদের শপথ আমরা মেনে নিতে পারি না। তাদের মধ্যে পাপ কাজের ক্ষেত্রে শপথ করার মতো কতো লোকই তো রয়েছে। এ অবস্হায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ হতে তাদের দিয়াত একশত উট আদায় করে দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, সুলহ ২৭০২; মুসলিম, কাসামাহ ১৬৬৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০০৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪০৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯৩)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ

২৩৯৩. আমর ইবনু হাযম তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন যাতে ছিল: "নারীর (হত্যার) জন্য পুরুষকে হত্যা করা হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর বিস্তারিত তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫৫৯ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৭৯৩ তে। আমরা বলছি: তবে এ অংশের শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস থেকে যেটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮১৮, ২৮৬৬, ৩১৪৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৯১, ৫৯৯২, ৫৯৯৩ তে। এটি পরবর্তী হাদীস মুলত।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯৪)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَبُعِثَ إِلَيْهِ فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

২৩৯৪. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী একটি দাসীর মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি? যখন জনৈক ইয়াহূদীর নাম বলা হল- তখন সে দাসী মাথার দ্বারা হ্যাঁ সূচক ইশারা করল। ইয়াহূদীকে লোক পাঠিয়ে ধরে আনা হল। সে অপরাধ স্বীকার করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তখন তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলে দেয়া হল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, খুসূমাত ২৪১৩; মুসলিম, কাসামাহ ১৬৭২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮১৮, ২৮৬৬, ৩১৪৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৯১, ৫৯৯২, ৫৯৯৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯৫)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عَلِمْتَ شَيْئًا مِنْ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ

النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ الرَّجُلَ فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِمُشْرِكٍ

২৩৯৫. আবূ জুহাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ব্যতীত ওয়াহীর কোনো কিছু আপনি জানেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি শস্য বিদীর্ণ করেছেন এবং প্রাণের সৃষ্টি করেছেন! আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন সম্পর্কে একজন মানুষকে যে প্রজ্ঞা দেন এবং এই সহীফার মধ্যে যা কিছু আছে, তার বেশি কিছু আমি জানি না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, সহীফার মধ্যে কী আছে? তিনি বললেন, তাতে রক্তপণ এবং যুদ্ধবন্দী মুক্তি সম্পর্কিত বিধান আছে। তাতে আরো আছে, কোনো মুশরিকের (হত্যার) দায়ে কোন মুমিনকে (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করা যাবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ১১১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৩৮, ৪৫১, ৫৬২, ৬২৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯৬)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ

২৩৯৬. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মসজিদের ভিতর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না এবং ছেলেকে খুনের দায়ে বাবাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইসমাঈল ইবনু মুসলিম আল মাক্কীর কারণে এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি এর বিভিন্ন সনদ থাকায় এবং (হাকিম ইবনু হিযাম হতে) এর শাহীদ হাদীস থাকার কারণে সহীহ। আর আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি এবং এর সকল সনদ একত্র করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২০৭৫ তে এহাদীসের শাহীদ হিসেবে জুবাইর ইবনু মুতঈম এর হাদীসটিতে। এছাড়াও: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৩ নং ৮৭০০; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৪/১৮; সাহমী, তারিখ জুরজান পৃ: ৪৩০ তে। দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২০৭৫, ২০৭৬, নাসবুর রায়াহ ৪/৩৪০, ৩৪১ ও তালখীসুল হাবীর ৪/৭৭। ((তিরমিযী, দিয়াত ১৪০১; ইবনু মাজাহ, হুদুদ ২৫৯৯, ২৬৬১।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯৭)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ قَالَ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ هَذَا الْحَدِيثَ وَكَانَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ

২৩৯৭. সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করে আমরা তাকে হত্যা করব; আর কেউ তার দাসের অঙ্গছেদন করলে আমরাও তার অঙ্গছেদন করব।” বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হাসান এ হাদীসটি ভুলে যান এবং বলতে থাকেন দাসের খুনের দায়ে মনিবকে হত্যা করা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, হাসানের সামুরা ইবনু জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করাটা সাব্যস্ত নয়। তাখরীজ: আহমাদ ৫/১০-১১, ১২, ১৯ ; আবূ নুয়াইম, যিকরু আখবারু আসবাহান ১/১৮৬; ইবনু আবী শাইবা ৯/৩০৩ নং ৭৫৫৭; আবূ দাউদ, দিয়াত ৪৫১৫, ৪৫১৬, ৪৫১৭; তাবারাণী, কাবীর ৭/১৯৭ নং ৬৮০৮, ৬৮০৯; ইবনু আদী, কামিল ২/৭২৯; নাসাঈ, কাসামাহ ৮/২১; তিরমিযী, দিয়াত ১৪১৪; ইবনু মাজাহ, দিয়াত ২৬৬৩; তায়ালিসী ১/২৯৩ নং ১৪৯৩; হাকিম ৪/৩৬৭; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, ১০/১৭৭ নং ২৫৩৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَتَعْفُو قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ فَتَرَكَهُ قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ

২৩৯৮. ওয়ায়েল ইবন হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে একজন হত্যাকারীকে আনা হয়। যার গলায় চামড়ার রশি বাঁধা ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেনঃ “তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে?” সে বলেঃ না।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “তুমি কি রক্তপণ গ্রহণ করবে?” সে বলেঃ না। তখন তিনিআবার তাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ “তুমি কি তাকে হত্যা করবে?” সে বলেঃ হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দেখ, যদি তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, তবে সে ব্যক্তি তোমার ও নিহত ব্যক্তির গুনাহ নিয়ে ফিরবে।” এ কথা শুনে সে ব্যক্তি তাকে ছেড়ে (ক্ষমা করে) দেয়। রাবী বলেনঃ তখন আমি সে হত্যাকারী ব্যক্তিকে রশি টানতে টানতে যেতে দেখি অথচ তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ দাউদ, দিয়াত ৪৫০০, ৪৫০১, ৪৫১৫, নাসাঈ, কাসামাহ ৮/১৫, ১৬, ১৭, ২১; বাইহাকী, জানাইয়াত ৮/৫৫; মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ১৫৯০১; মুসলিম, কাসামাহ ১৬৮০ সনদ সহীহ। বুখারী, আইমান ওয়ান নুযুর ৬৬৭৫, ইসতিতাবাহ মুরতাদীন ৬৯২০; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, ১/৮৫ নং ৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৩৯৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ شُعْبَةُ الشَّاكُّ أَوْ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ

২৩৯৯. আবদুল্লাহ্ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কবীরা গুনাহসমূহ হল, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা অথবা - ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম করা। এখানে শু’বা (র)-এর সন্দেহ হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে হত্যা করা না মিথ্যা কসমের কথা বলেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, দিয়াত ৬৮৭০; আইমান ওয়ান নুযূর ৬৬৭৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, ১/৮৫ নং ৪৪; নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম ৭/৮৯; কাসামাহ ৮/৬৩; ইসতিতাবাহ মুরতাদীন ৬৯২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০০)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৪০০. সাবিত ইবনু দাহহাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “কোনো মু’মিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়া তাকে হত্যা করার শামিল, আর যে ব্যক্তি কোন কিছু (অস্ত্র) দিয়ে দুনিয়াতে আত্মহত্যা করে, তাকে তা দিয়েই কিয়ামত দিবসে ‘আযাব দেয়া হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জানাইয ১৩৬৩; মুসলিম, ঈমান ১১০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫৩৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৬৬, ৪৩৬৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৭৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০১)

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

২৪০১. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যে লোক লোহার ফলা দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে লোহার ফলা জাহান্নামের আগুনের ভিতরেও তার হাতেই থাকবে, চিরকাল সে তা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে। আর যে লোক বিষপানের মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যেও তার হাতেই থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে লোক পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে চিরকাল সে জাহান্নামের ভিতর ঐভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তিবব ৫৭৭৮; মুসলিম, ঈমান ১০৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৮৬, ৫৯৮৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০২)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ

২৪০২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (আদী গোত্রের) জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বার হাযার দিরহাম ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করেন। আর এটাই মহান আল্লাহর বাণী’-(-র অর্থ): “আর তারা একমাত্র এ কারণেই দোষারোপ করেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন।” (সুরা তাওবা: ৭৪) তথা তাদের দিয়াত গ্রহণের মাধ্যমে (তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ((এর রাবী মুহাম্মদ বিন মুসলিম সম্পর্কে বিভিন্ন নাকিদ মুহাদ্দিসের ইখতিলাফপূর্ণ মতামত উল্লেখ পূর্বক মুহাক্কিক তাকে ‘চলনসই’ (লা বা’সা বিহী) বলে উল্লেখ করেন। আর হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে উসূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্বস্ত রাবীর ইরসাল গ্রহণযোগ্য।–অনুবাদক)) তাখরীজ: আবূ দাউদ, দিয়াত ৪৫৪৬; নাসাঈ, কুবরা ৭০০৬, ৭০০৭; তিরমিযী, দিয়াত ১৩৮৮; ইবনু মাজাহ, দিয়াত ২৬২৯, ২৬৩২; তাবারী ১০/১৮৭; দারুকুতনী ৩/১৩০ নং ১৫২; বাইহাকী ৮/৭৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/৩৯৩। আরও দেখুন, তালখীসুল হাবীর ৪/২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০৩)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ

২৪০৩. আমর ইবনু হাযম তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন যাতে ছিল: “যার নিকট স্বর্ণ (মুদ্রা) রয়েছে, তাকে (দিয়াত হিসেবে) এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এটি বিস্তারিত উল্লেখ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫৫৯ তে ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৭৯৩ তে। দেখুন, নাইলূল আওতার ৭/১৬২-১৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيَلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمَدَانَ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ

২৪০৪. আমর ইবনু হাযম তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন: “বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হতে যিরু’আইন, মু’আফির ও হামদানের শাসক যথাক্রমে শুরাহবীল ইবনু আবদি কুলাল, হারিছ ইবনু আবদি কুলাল এবং নু’আইম ইবনু আবদি কুলালের প্রতি।” আর তাঁর চিঠিতে ছিল: “কাউকে হত্যা করার দিয়াত হলো: একশত উট।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: দেখুন, আগের টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০৫)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنْ الْإِبِلِ

২৪০৫. আমর ইবনু হাযম তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন, আর তাঁর চিঠিতে ছিল: যদি কারো নাক পুরোপুরি কাটা যায়, তবে এর ফলে সে পূর্ণ দিয়াত পাবে; আবার জিহবা কাটা গেলে সে পূর্ণ দিয়াত

পাবে; আবার যার উভয় ঠোঁট কাটা যাবে, সেও পূর্ণ দিয়াত পাবে; যার অণ্ডকোষদ্বয় কাটা যাবে সেও পূর্ণ দিয়াত পাবে; যার পুরুষাঙ্গ কাটা যাবে সেও পূর্ণ দিয়াত পাবে, পিঠের (কিংবা মেরুদণ্ড বা কোমরের) আঘাতেও সে পূর্ণ দিয়াত পাবে; যার উভয় চোখ নষ্ট হবে, সেও পূর্ণ দিয়াত পাবে। আর কারো এক পা কাটা গেলে, সে অর্ধেক দিয়াত পাবে। আর যদি কারো মাথার গভীরে পৌঁছে যায়, এমন যখম হয়, তবে তাকে এজন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে; এবং পেটের গভীর আঘাতের জন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে; আর হাড় বেরিয়ে পড়ে, এমন আঘাতের জন্য পনেরটি উট (দিয়াত হিসেবে) পাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এ হাদীসটি পরিপূর্ণ ভাবে দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫৫৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৭৯৩ এ। আরও দেখুন, পূর্বের টীকাদু’টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَإِ أَخْمَاسًا

২৪০৬. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, ভুল বশতঃ হত্যার দিয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ প্রকারের উট নির্ধারণ করেছেন।[1] (সেগুলি হলো: দ্বিতীয় বর্ষে উপনীত বিশটি মাদি উট ও বিশটি নর উট এবং তৃতীয় বর্ষে উপনীত বিশটি মাদী উট, চতুর্থ বর্ষে উপনীত বিশটি মাদী উট এবং পঞ্চম বর্ষে উপনীত বিশটি মাদী উট।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, হাজ্জাজ বিন আরতাহ এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আহমাদ ১/৩৮৪; বাইহাকী, দিয়াত ৮/৭৫। তবে এটির ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করেছেন, আহমাদ ১/৪৫০; আবূ দাউদ, দিয়াত, ৪৫৪৫; তিরমিযী, দিয়াত ১৩৮৬; বাইহাকী, দিয়াত ৮/৭৫; নাসাঈ, কুবরা নং ৭০০৫; ইবনু মাজাহ, দিয়াত ২৬৩১; দারুকুতনী ৩/১৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ عَبْدًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا

২৪০৭. ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “দরিদ্র লোকের একটি ক্রীতদাস ধনী ব্যক্তির একটি দাসের হাত কেটে দেয়। তখন তার পরিবারের লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো একজন দরিদ্র লোক! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর কোন দিয়াত নির্ধারণ করেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৪৩৮; আবূ দাউদ, দিয়াত, ৪৫৯০; বাইহাকী, দিয়াত ৮/১০৫; নাসাঈ, কুবরা নং ৬৯৫৩; তাবারাণী, কাবীর ১৮/২০৮ নং ৫১২ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ

২৪০৮. আবূ মূসা আল আশ’আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “(দিয়াতের ক্ষেত্রে) সব আঙ্গুলই সমান।” তিনি বলেন, আমি বললাম, (প্রতিটি আঙ্গুলের জন্য দিয়াত কি) দশ-দশটি করে উট? তিনি বললেন: “হাঁ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৩৪, ৭৩৩৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০১৩ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৫২৭ এ। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা, ৯/১৯২ নং ৭০৪০। ((আবূ দাউদ, দিয়াত ৪৫৫৬; নাসাঈ, দিয়াত নং ৪৮৫০, ৪৮৫১; ইবনু মাজাহ, দিয়াত ২৬৫৩; আহমাদ ৬৬৪৩, ৬৭৩৩।– ফাওয়ায আহমাদের দারেমী হা/২৩৬৯ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪০৯)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا وَهَذَا سَوَاءٌ وَقَالَ بِخِنْصِرِهِ وَإِبْهَامِهِ

২৪০৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "এটি ও এটি (দিয়াতের ক্ষেত্রে) সমান।" আর তিনি কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করে একথা বলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, দিয়াত ৬৮৯৫। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা, ৯/১৯০ নং ৭০৩৩; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৭৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০১২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫২৮ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১০)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ

২৪১০. আমর ইবনু হাযম তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন (যাতে ছিল): "হাতের ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের জন্য দিয়াত হলো- দশটি উট।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫৫৯ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৭৯৩ এ। ((এটি কয়েকবার গত হয়েছে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১১)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ

২৪১১. আমর ইবনে শু'আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাড় উন্মুক্তকারী প্রতিটি যখমের দিয়াত পাঁচটি করে উট ফায়সালা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান মাত্বর ইবনু তাহমান আল ওয়ারাক এর কারণে। তাখরীজ: আহমাদ ২/১৮৯, ২১৫; ইবনু মাজাহ, দিয়াত ২৬৫৫; বাইহাকী, দিয়াত ৮/৮১; আবূ দাউদ, দিয়াত, ৪৫৬৬; নাসাঈ, কাসামাহ ৮/৫৭ তিরমিযী, দিয়াত ১৩৯০; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৭৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১২)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ

২৪১২. আমর ইবনু হাযম তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন (যাতে ছিল): "হাতের ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের জন্য দিয়াত হলো- দশটি উট এবং হাড় উন্মুক্তকারী প্রতিটি যখমের দিয়াত পাঁচটি করে উট।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫৫৯ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৭৯৩ তে। তবে এর বেশকিছু শাহিদ হাদীস রয়েছে। এরজন্য দেখুন এ বাবের হাদীস সমূহ। আর আমরা এর বিভিন্ন অংশ পিছনে বর্ণনা করে এসেছি হাদীস নং ২৩৯৯, ২৪০৯, ২৪১০, ২৪১১, ২৪১৬ (অনুবাদে সেগুলি ২৩৯০, ২৪০০, ২৪০১, ২৪০২, ২৪০৭) নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১৩)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ

২৪১৩. আমর ইবনু হাযম তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁতের (প্রতিটি দাঁতের বিনিময়ে) দিয়াত পাঁচটি উট ফায়সালা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, মাত্বর ইবনু তাহমান আল ওয়ারাক এর কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ৯/১৮৬ নং ৭০১৪; নাসাঈ, কাসামাহ ৮/৫৫; বাইহাকী, দিয়াত ৮/৮৯; আবূ দাউদ, দিয়াত, ৪৫৬৩ জাইয়্যেদ সনদে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

২৪১৪. আমর ইবনু হাযম তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন (যাতে ছিল): “দাঁতের দিয়াত হলো পাঁচটি উট।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আগের হাদীসগুলিতে আমাদের টীকাসমূহ দেখুন। তবে, পূর্বের হাদীসটি এর শাহিদ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১৫)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ قَالَ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ

২৪১৫. ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, একজন লোক তার দাঁত দিয়ে অন্য একজনের হাত কামড়ে ধরে। ঐ লোক তার হাতকে টেনে ছাড়িয়ে নেওয়ার ফলে প্রথম লোকটির সামনের দুটি দাঁত উপড়ে যায়। তারা দুজনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি বললেনঃ “তোমাদের কোন লোক কি (মর্দা) উটের মত দাঁত দিয়ে তার ভাইকে কামড় দেয়? তোমার কোন দিয়াত প্রাপ্য নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক

সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, দিয়াত ৬৮৯২; মুসলিম, কাসামাহ ১৬৭৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৯৮, ৫৯৯৯ তে। এছাড়াও, তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/১১৯ সহীহ সনদে; বাইহাকী, আশরিবাহ ওয়াল হাদ্দ ফিহা ৮/৩৩৬;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

২৪১৬. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত (ক্ষতিপুরণ দেওয়া হতে) দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত, আর রিকাযে (গুপ্তধনে) এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: দেখুন, আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১১০ ((বুখারী, যাকাত ১৪৯৯; মুসলিম, হুদূদ ১৭১০-হুমাইদী ১১১০ থেকে।– অনুবাদক।)); এটি গত হয়েছে ১৭১০ এ। আরও দেখুন, পরবর্তী হাদীস দু’টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১৭)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

২৪১৭. (অপর সনদে) আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত (ক্ষতিপুরণ দেওয়া হতে) দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত, আর রিকাযে (গুপ্তধনে) এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ১৭১০ এ। আগের ও পরের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

২৪১৮. (অপর সনদে) আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত, মুক্তভাবে বিচরণকারী চতুষ্পদ জন্তু (-এর আঘাত ক্ষতিপুরণ দেওয়া হতে) দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, আর রিকাযে (গুপ্তধনে) এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পুর্বের হাদীস দু’টির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪১৯)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَتَغَايَرَتَا فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ

২৪১৯. মুগীরা ইবন শু'বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ (হুযায়ল গোত্রের) জনৈক ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী ছিল। উভয়ের মাঝে মতভেদ হলে তাদের একজন অন্যজনকে (তাবুর) খুঁটি দিয়ে আঘাত করে সেই স্ত্রীলোকটিকে এবং তার গর্ভস্থিত সন্তানকে মেরে ফেললো। তখন তারা এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মামলা দায়ের করলো। এরপর তিনি হত্যাকারী মহিলার আত্নীয়-স্বজনের উপর ঐ মৃত সন্তানের দিয়াত স্বরূপ একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, দিয়াত ৬৯০৫, ৬৯০৬; মুসলিম, কাসামাহ ১৬৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০১৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২০)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا

২৪২০. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে লোকদের মাঝে জিজ্ঞাসা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগর্ভস্থিত সন্তান হত্যার ব্যাপারে কি নির্দেশ দিতেন? তখন হামল ইবনু মালিক ইবনু নাবিগা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বলেনঃ আমি দু'জন মহিলার মাঝখানে ছিলাম। এদের একজন অপরজনকে রুটি বানানো বেলুন দিয়ে আঘাত করে; (ফলে সে মারা যায় এবং তার গর্ভের সন্তানও মারা যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে গর্ভের সন্তানের জন্য দিয়াত স্বরুপ একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেন এবং নিহত মহিলার বিনিময়ে হত্যাকারী মহিলাকে কতলের জন্য হুকুম দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আবূ দাউদে ইবনু ইসহাক কর্তৃক এটি ‘হাদ্দাসানা’ বলে বর্ণিত আছে তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০২১ এবং ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৫২৫ তে। ((আবূ দাউদ, দিয়াত, ৪৫৭২; নাসাঈ, কাসামাহ ৮/৪৭-৪৮, ৭৮; ইবনু মাজাহ, দিয়াত ২৬৪১- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর তাহক্বীক্ব টীকা নং ২৩৮১।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২১)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ

وَلِيدَةٍ وَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرِثَتُهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهَا فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ

২৪২১. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুযায়ল গোত্রের দু’ মহিলা মারামারি করার সময় একে অপরকে পাথর দিয়ে আঘাত করে। যার ফলে তার ও তার গর্ভস্থিত সন্তানের মৃত্যু ঘটে। তখন সে মহিলার আত্মীয়-স্বজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়াতের ব্যাপারে মামলা দায়ের করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভস্থিত মৃত সন্তানের জন্য দিয়াতস্বরূপ একটি দাস বা দাসী দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এবং তা হত্যাকারী মহিলার আত্মীয়-স্বজনদের পরিশোধ করতে বলেন। এরপর তিনি ঐ দিয়াতের মালের উত্তরাধিকারী হিসাবে নিহত মহিলার স্বামী ও সন্তানদের নির্ধারিত করেন। তখন হামল ইবনু মালিক ইবনু নাবিগা হুযালী বলেনঃ আমি সে বাচ্চার দিয়াত কিরূপে দেব, যে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেনি কথা বলেনি এবং কাঁদেওনি? সুতরাং তার খুনের বিনিময় তো বাতিল যোগ্য। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “মনে হচ্ছে, সে গণকদের ভাই।” এ ব্যক্তির এরূপ ছন্দ করে কথা বলার কারণে (তিনি একথা বলেন)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তিব্ব ৫৭৫৮, দিয়াত ৬৯০৫, ৬৯১০; মুসলিম, কাসামাহ ১৬৮১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯১৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০১৭, ৬০১৮, ৬০২০, ৬০২২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২২)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةُ قَتِيلِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَمَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

২৪২২. আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত ভুলবশত হত্যার ন্যায়, যা চাবুক বা লাঠির দ্বারা সংঘটিত হয়। (এর দিয়াতের পরিমাণ হলে - একশো উট) যার মধ্যে থাকবে চল্লিশটি গর্ভবতী উট।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০১১ এবং ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫২৬ তে। আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ১০/৪৪। ((আবূ দাউদ, দিয়াত, ৪৫৪৭; নাসাঈ, কাসামাহ ৮/৪০, ৪২ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ; ইবনু মাজাহ, দিয়াত ২৬২৭ - ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর তাহক্বীক্ব টীকা নং ২৩৮৩।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يُخَلِّلُ بِهَا رَأْسَهُ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنَيْكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ

২৪২৩. সাহল ইবনু সা'দ সাঈদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরার একটি ছিদ্র দিয়ে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন একটি হুজরায় উঁকি দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ছিল একটি চুলের কাঠি। তা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে দেখে ফেললেন। অত:পর তিনি বললেন: "আমি যদি জানতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তবে অবশ্যই এটি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম।" এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "দৃষ্টিপাতের কারণেই তো অনুমতি গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** (হাদীসটি সহীহ।) হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, লিবাস ২৯২৪, দিয়াত ৬৯০১; মুসলিম, আদাব ২১৫৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৫১০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮০৯, ৬০০১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৫৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২৪)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَةٍ وَمَعَهُ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ اطَّلَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَقُمْتُ حَتَّى أَطْعَنَ بِهِ عَيْنَيْكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ

২৪২৪. সাহল ইবনু সা'দ সাঈদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একটি হুজরায় অবস্থান করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ছিল একটি চুলের কাঠি। তা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় (একটি ছিদ্র দিয়ে) এক ব্যক্তি (হুজরার মধ্যে) তাঁর প্রতি উঁকি দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আমি যদি জানতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তবে অবশ্যই আমি তোমাকে বাধা দিতাম, এমনকি এটি দিয়ে তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। নিশ্চয়ই দৃষ্টিপাতের কারণেই তো অনুমতি গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি পুর্বের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২৫)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ مُطِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৪২৫. মুতী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: "আজকের দিনের পর কিয়ামত পর্যন্ত কুরাইশ বংশের কাউকে হত্যা করা হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, জিহাদ ১৭৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭১৯, ৩৭২১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৭৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২৬)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ سَمِعْتُ مُطِيعًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَسَّرُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُقْتَلَ قُرَشِيٌّ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي لَا يَكُونُ هَذَا أَنْ يَكْفُرَ قُرَشِيٌّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَمَّا فِي الْقَوَدِ فَيُقْتَلُ

২৪২৬. মুতী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: (এরপর) তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]
আবূ মুহাম্মদ (দারিমী) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, কুরাইশদের কুফরের অবস্থায় হত্যা করা হবে না। অর্থাৎ কখনো এমন হবে না যে, কুরাইশগণ আজকের পরে আবার কুফরী করবে। তবে (প্রাণ হত্যার বদলে কিংবা বিবাহিত ব্যক্তির যিনার শাস্তি) কিসাসের ক্ষেত্রে তাদের হত্যা করা যাবে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পুর্বের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি। ((মুসলিম, জিহাদ ১৭৮২। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২৭)

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَمَعِيَ ابْنٌ لِي وَلَمْ نَكُنْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُهُ بِالصِّفَةِ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي مَعَكَ قُلْتُ ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُكَ فَقُلْتُ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ فَإِنَّ ابْنَكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ

২৪২৭. আবূ রিমছা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আমার এক ছেলেকে সাথে নিয়ে মদীনায় গমন করি। আর আমরা ইতিপূর্বে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখিনি। এরপর আমরা যখন তাঁর নিকট এলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। তখন তারঁ গায়ে ছিল সবুজ রংয়ের দু'টি চাদর। আমি তাঁর সিফাত (বাহ্যিক গুণাবলী বা চেহারা) দেখেই তাঁকে চিনে ফেললাম। ফলে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি বলেনঃ "তোমার সঙ্গে যে রয়েছে সে কে? তিনি বলেনঃ কা'বার রবের শপথ! এ আমার ছেলে। তখন তিনি বলেনঃ "তোমার ছেলে?" আমি বললাম: এ ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি । তিনি বলেনঃ তাহলে (জেনে রাখ!) তোমার এ ছেলের অপরাধের দায় তোমার উপর বর্তাবে না এবং তোমার অপরাধের দায়ও তার উপর বর্তাবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৯৫ এবং ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫২২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَبِي ابْنُكَ هَذَا فَقَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ حَقًّا قَالَ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنْ ثَبَتِ شَبَهِي فِي أَبِي وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ قَالَ وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

২৪২৮. আবূ রিমছা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আমার পিতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গমন করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে বলেনঃ "একি তোমার ছেলে?" তিনি বলেনঃ কা'বার রবের শপথ! হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "সত্যিই?" আমার পিতা বলেনঃ এ ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি । তিনি বলেনঃ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য মুচকি হাসেনি এজন্য যে, আমার চেহারার সাথে আমার পিতার চেহারার হুবহু মিল ছিল, তবুও আমার পিতা আমার ব্যাপারে শপথ করেন। এরপর তিনি বলেনঃ "জেনে রাখ! তোমার এ ছেলের অপরাধের দায় তোমার উপর বর্তাবে না এবং তোমার অপরাধের দায়ও তার উপর বর্তাবে না।" এরপর রাসূলুল্লাহ এ আয়াত পাঠ করেনঃ "একে অপরের (গুনাহের) বোঝা বহন করবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পুর্বের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি। তবে আগের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথোপকথনকারী ছিল আবূ রিমছা' আর এখানে কথক হলেন আবূ রিমছা'র পুত্র।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪২৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرْنَا فَقُلْنَا لَوْ نَعْلَمُ

أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَمِلْنَاهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ يَحْيَى فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا يَحْيَى وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا مُحَمَّدٌ

২৪২৯. আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী একবার এক সঙ্গে বসে বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করলাম। আমরা বললাম আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি তা যদি জানতে পারতাম তবে তা আমরা করতাম। তখন আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করেন:
"আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। হে মু'মিনগন তোমরা যা করো না, তা তোমরা বলো কেন? (সূরা সাফফ ৬১: ১-৩) ... এ সুরার শেষ পর্যন্ত।আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সর্বশেষ আয়াত পর্যন্ত তা আমাদের পাঠ করে শুনান। আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন আবু সালামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া আমাদেরকে পাঠ করে শুনিয়েছেন, আওযাঈ (রহঃ) আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন, আর মুহাম্মদ আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু কাছীরের দুর্বলতার কারণে। তিনি হলেন ইবনু আবী আত্বা; তবে তিনি এ বর্ণনায় একাকী নন; তার অনুসরণে বর্ণনা করেছেন ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম, যা এর সনদকে সহীহতে উন্নীত করে। তাখরীজ: তিরমিযী, তাফসীর ৩৩০৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৪৯৭, ৭৪৯৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৫৯৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫৮৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

২৪৩০. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “যে ব্যক্তিকে তার ঘর হতে বের হয়, যদি শুধু আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা এবং আল্লাহ্র কালিমার প্রতি ঈমানই তাকে বের করে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা’আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, অথবা যেখান থেকে সে বের হয়েছিল, তাকে সেই ঘরে তার (পূর্ণ) সাওয়াব বা গনীমত সহ ফিরিয়ে আনবেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ।আর হাদীসটি বুখারী মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ২৬; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৭৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬১০ ও ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১১৮,১১১৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ

২৪৩১. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বলেনঃ যে যুদ্ধে মুজাহিদের ঘোড়াকে হত্যা করা হয় এবং তার নিজেরও রক্ত প্রবাহিত হয় (নিহত হয়)।[1]

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ

২৪৩২. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘কোন্ আমলটি উত্তম?’ তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের

ওপর ঈমান আনা।’ তিনি বলেন, আবার প্রশ্ন করা হল, ‘তারপর কোনটি?’ তিনি বললেনঃ ‘এরপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।’ প্রশ্ন করা হল, ‘তারপর কোনটি।’ তিনি বললেনঃ ‘উত্তম হজ্জ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি বুখারী মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ২৬; মুসলিম, ঈমান ৮৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫১, ৪৫৯৮। আরও দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ হা/২০০-২১১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩৩)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهُوَ قَدْرُ مَا تَدُرُّ حَلَبَهَا لِمَنْ حَلَبَهَا

২৪৩৩. মুআয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি একটি উটের দু‘বেলা দুধ দোহানের মধ্যবর্তী বিরতির সময়টুকুও আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধে ব্যয় করে, তার জন্য আন্নাত অবধারিত হয়ে যায়।”[1] সেই সময়টুকু হলো (দুইবার দুধদোহনের মধ্যবর্তী সময়) যা তাতে দোহনকারীর জন্য প্রচুর দুধ প্রবাহিত করে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। নু’আইম ইবনু হাম্মাদ ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬১৮ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৫৯৬ তে। ((আবূ দাউদ, জিহাদ নং ২৫৪১; নাসাঈ, জিহাদ ৬/২৫-- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর তাহক্বীক্ব টীকা নং ২৩৯৪।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩৪)

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً قُلْنَا بَلَى قَالَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ أَوْ قَالَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ قَالَ فَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ

اللَّهِ قَالَ امْرُؤٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ قَالَ فَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ

২৪৩৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তারা বসে ছিলেন এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। তখন তিনি বললেন: “আমি কি তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত করাব না?” আমরা বললাম, কেন নয়? (নিশ্চয়ই) ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন: “সে ঐ ব্যক্তি, যে মহান মহিয়ান আল্লাহর রাস্তায় তাঁর ঘোড়ার মাথা ধরে প্রস্তুত থাকে।” অথবা তিনি বলেন, বের হয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে বা শহীদ হয়ে যায়। তার পরবর্তী পর্যায়ের লোকের সংবাদও তোমাদেরকে দেব কি ? আমরা বললাম, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে কোন গুহায় থাকে, সেখানে সে সালাত আদায় করে, যাকাত আদায় করে এবং লোকদের অনিষ্ট থেকে দূরে সরে থাকে।” এরপর তিনি বললেন, “তোমাদেরকে কি নিকৃষ্ট লোক সম্পর্কে অবহিত করব?” আমরা বললাম, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলুল্লাহ্! (অবহিত করুন)। তিনি বললেন, “সে হল ঐ ব্যক্তি যার কাছে কেউ আল্লাহ তা’আলার নামে (সাহায্য) চায় কিন্তু সে তাকে দান করে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৪, ৬০৫ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৫৯৩, ১৫৯৪ তে। এছাড়াও, সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৪৩৪। ((মালিক, মুয়াত্তা, জিহাদ ১, মুরসাল হিসেবে; তিরমিযী, ফাযাইলুল্ জিহাদ ১৬৫২; নাসাঈ, যাকাত ৫/৮৩-- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর তাহক্বীক্ব টীকা নং ২৩৯৫।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِّينَ سَنَةً

২৪৩৫. ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সারিতে কোনো ব্যক্তির সামান্য সময় অবস্থান করা (ঘরে বসে) সত্তর বছর ইবাদত করার চাইতেও উত্তম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’টি ত্রুটি বিদ্যমান: ১. আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ যঈফ ২. ইনকিতা’ বা সনদে বিচ্ছিন্নতা, কেননা ইমরাণ ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে হাসানের

শ্রবণ সাব্যস্ত বা প্রমাণিত নয়। তাখরীজ: বাযযার নং ১৬৬৬, ১৬৬৭; তাবারাণী, কাবীর নং ১৮/১৬৮ নং ৩৭৭, ৩৯৫, ৪১৭; আওসাত ২/২৫২; মাজমাউল বাহরাইন নং ২৭১৩; হাকিম, ২/৬৮; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৬১; উকাইলী, আয যু'আফা ১/৮৬। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরাহ হতে আহমাদ ২৫২৪; তিরমিযী, ফাযাইলুল জিহাদ ১৬৫০; হাকিম, ২/৬৮; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৬০ হাসান সনদে; অপর শাহিদ রয়েছে আবী উমামাহ হতে আহমাদ ৫/২৬৬ তে যঈফ সনদে। অপর শাহিদ রয়েছে উছমান ইবনু আফফান হতে ইবনু আদী, আল কামিল ৩/১০৬০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩৬)

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَرَّ عَلَى حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَوْ حَبِيبٌ مَرَّ عَلَى مَالِكٍ وَهُوَ يَقُودُ فَرَسًا يَمْشِي فَقَالَ ارْكَبْ حَمَلَكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

২৪৩৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহর পথে ধুলি-ধুসরিত হলো আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আব্দুল্লাহ ইবনু সুলাইমানকে আমি চিনি না। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২০৭৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬০৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫৮৮ তে। এছাড়াও, আহমাদ ৫/২২৫; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ তরজমাহ ১০০৩ সহীহ সনদে; দেখুন, আসদুল গাবাহ ৫/৩১-৩৩; আল ইসাবাহ ৯/৫৪-৫৫। ((তিরমিযী, ফাযাইলুল জিহাদ ১৬৩২; নাসাঈ, জিহাদ ৬/১৪-- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর তাহক্বীক্ব টীকা নং ২৩৯৭।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

২৪৩৭. সাহল ইবনু সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল কিংবা এক বিকাল অবশ্যই দুনিয়া ও এর মধ্যেকার সব কিছু থেকে উত্তম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর হাদীসটি বুখারী মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৭৯৪; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৮১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৫১৪, ৭৫৩১, ৭৫৩৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩৮)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بَيْنَ وَجْهِهِ وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

২৪৩৮. আবূ সাঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় একদিন সাওম পালন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে জাহান্নাম-কে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দিবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর হাদীসটি বুখারী মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৮৪০; মুসলিম, সিয়াম ১১৫৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২৫৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪১৭ তে। এছাড়াও, সাঈদ ইবনু মানসুর নং ২৪২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৩৯)

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مُحَمَّدِ بْنِ سُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَسَمِعَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يَقُولُ حُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَحُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ قَالَ وَقَالَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَاكَ حُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ أَوْ عَيْنٍ فُقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৪৩৯. আবী রাইহানাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো এক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি এক রাতে তাঁকে বলতে শুনেছেন: "সেই চক্ষুর জন্য জাহান্নামকে হারাম করা হয়েছে যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দানে বিনিদ্র রজনী যাপন করে এবং সেই চক্ষুর জন্যও জাহান্নামকে হারাম করা হয়েছে যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে আর।" তিনি বলেন, তিনি তৃতীয় আরেকটি বিষয়ও বলেছিলেন, যা আমি ভূলে গেছি। বর্ণনাকারী আবী শুরাইহ বলেন, যে ব্যক্তি বলেছেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি এ তৃতীয় বিষয়টি (হলো): "সেই চক্ষুর জন্য জাহান্নামকে হারাম করা হয়েছে যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে ফিরে থাকে অথবা, সেই চক্ষুর জন্যও জাহান্নামকে হারাম করা হয়েছে যা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) উপড়ে ফেলা হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/১৩৪; ইবনু আবী শাইবা ৫/৩৫০; নাসাঈ, কুবরা ৪৩২৫; হাকিম, ২/৮৩; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৪৯; বুখারী, কাবীর নং ৪/২৬৪; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ২/২৮; হাকিম এর সনদকে সহীহ বলেছেন, যাহাবী তা বজায় রেখেছেন। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে হাকিম ইবনু মু'আবিয়া যার তাখরীজ দিয়েছি মাউসিলী, মু'জামুশ শুয়ূখ নং ২১৫। এর অপর একটি শাহিদ রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৪৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪০)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَلْقَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ

২৪৪০. উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তামূলক পাহারাদানকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।"[1] আব্দুল্লাহ আদ দারিমী বলেন, বর্ণনাকারী উমার ইবনু আব্দুল আযীয উক্ববাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত লাভ করেননি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান: ১. ইনকিতা' বা সনদে বিচ্ছিন্নতা ২. সালিহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু যাইদাহ যঈফ । তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৫০ তে। এছাড়াও, সাঈদ ইবনু মানসুর নং ২৪১৬; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৪৯, ১৫০ মুরসাল যঈফ; আরও দেখুন, মিসবাহুয যুজাজাহ ২/৩৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪১)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ

২৪৪১. আবু মাসউদ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাকে রশি যুক্ত একটি উটনী নিয়ে এসে বলল, এটি আল্লাহর রাস্তায় (দান করলাম)। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে তোমার জন্য থাকবে নাকে রশিযুক্ত সাতশ'টি উটনী।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ইমারাহ ১৮৯২; তাবারাণী, কাবীর ১৭/২২৯ নং ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬; হাকিম, ২/৯০; ইবনু আবী শাইবা ২/৩৪৮; আহমাদ ৪/১২১, ৫/২৭৪; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৮/১১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪২)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ وَهُوَ يَسُوقُ جَمَلًا أَوْ يَقُودُهُ فِي عُنُقِهِ قِرْبَةٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مَالُكَ قَالَ لِي عَمَلِي فَقُلْتُ مَا مَالُكَ قَالَ لِي عَمَلِي قُلْتُ حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ دِرْهَمَيْنِ أَوْ أَمَتَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ دَابَّتَيْنِ

২৪৪২. ছা'ছা'আ ইবনু মুয়াবিয়া (রহঃ) বলেন, আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তখন তিনি উট চরাচ্ছিলেন অথবা, তা চালিয়ে নিচ্ছিলেন, তাঁর কাঁধে ছিল পানির একটি মশক। আমি বললাম : ইয়া আবূ যার! আপনার কী হয়েছে? তিনি বললেন: 'আমার জন্য আমার কাজ।' আবার আমি বললাম: আপনার কী হয়েছে? তিনিও বললেন: 'আমার জন্য আমার কাজ।' আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: "যে মুসলিম বান্দা আল্লাহর রাস্তায় তার মাল-সম্পদ হতে জোড়া-জোড়া দান করবে, জান্নাতের

দ্বাররক্ষী তাকে নিয়ে দ্রুত (এগিয়ে) যাবে।”[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, তা হলো দু’ দু’টি করে দিরহাম, অথবা, দু’ দু’টি দাসী অথবা, দু’ দু’টি দাস অথবা, দু’ দু’টি করে পশু।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৯৪০, ৪৬৪৩ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৫/৩৪৮-৩৪৯; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৭/১৮৬; হাকিম, ২/৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

২৪৪৩. উকবা ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন: (“তাদের বিরুদ্ধে তোমরা সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় কর।”: সুরা আনফাল: ৬০)এরপরে তিনি তিনবার বললেন: “জেনে রাখ, নিশ্চয়ই ‘শক্তি’ হলো ‘তীর নিক্ষেপ’।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ইমারাহ ১৯১৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৪৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭০৯ তে। এছাড়াও, সাঈদ ইবনু মানসুর নং ২৪৪৯; তায়ালিসী ১/২৪১ নং ১১৮২ অন্ধকারাচ্ছন্ন সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪৪)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ الثَّلَاثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَالرَّامِيَ بِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ وَقَالَ مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عُلِّمَهُ

২৪৪৪. উকবা ইবনে ‘আমের আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ একটি তীরের উপলক্ষে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেনঃ (১) তীর নির্মাতা যে তা নির্মাণকালে কল্যাণের আশা করে, (২) (জিহাদে) যে এতে (নিক্ষেপে) সাহায্য করে এবং (৩) এই তীর নিক্ষেপকারী।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ “তোমরা তীরন্দাজী করো এবং ঘোড়দৌড় শিক্ষা করো। তবে তোমাদের ঘোড়দৌড় শেখার তুলনায় তীরন্দাজী শিক্ষা করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।”

তিনি আরও বলেন: “কোনো মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তার ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপ, তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দান এবং তার স্ত্রীর সাথে তার ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়। কারণ এগুলো উপকারী ও বিধিসম্মত।তিনি আরও বলেন: “যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা করার পর তা ত্যাগ করলো, তাকে যে তাকে শিক্ষা দিয়েছে, তার (শিক্ষার) সাথে সে নাফরমানী করলো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আহমাদ ৪/১৪৪, ১৪৬, ১৪৮; ইবনু আবী শাইবা ৫/৩২০,৩৪৯, ৯/২৩ নং ৬৩৭৫; ইবনু মাজাহ, জিহাদ ২৮১১; তায়ালিসী ১/২৪১, ২৪২ নং ১১৭৯; বাইহাকী, সাবাক্বা ওয়ার রমিয়াহ ১০/১৩; তিরমিযী, ফাযাইলুল জিহাদ ১৬৩৭; তাবারাণী, কাবীর ১৭/২৪১ নং ৯৪১; আবূ দাউদ, জিহাদ ২৫১৩; নাসাঈ, জিহাদ ৬/২৮; সাঈদ ইবনু মানসুর নং ২৪৫০; ফাসাওয়ী, আল মা’রিফাতুত তারীখ ২/৫০১, ৫০২; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/৩৬৮; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ১০৬২; খতীব, মাওযিহ ১/১১৪; মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৮/৭৫, ৭৬ বিচ্ছিন্ন সনদে; আব্দুর রাযযাক, জামি’ মা’মার নং ২১০১০ জাইয়্যেদ সনদে; এর শেষাংশ বর্ণনা করেছেন মুসলিম , ইমরাহ ১৯১৯। আর এর প্রথম অংশের শাহিদ আবী হুরাইরা হতে রয়েছে হাকিম ২/৯৫ খতীব ৩/১২৮, ৬/৩৬৭ এ সনদ দু’টিই যঈফ। আর এর দ্বিতীয় অংশের শাহিদ জাবির হতে রয়েছে নাসাঈ, কুবরা ৮৯৩৮, ৮৯৩৯, ৮৯৪০; দ্বিতীয় অংশের সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى الرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ

২৪৪৫. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহর পথে আহত ব্যক্তিকে মহামহিম আল্লাহ কিয়ামতের দিন এমন

অবস্থায় উঠাবেন যে, তার ক্ষতস্থান হতে রক্ত ঝরতে থাকবে, তার ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধে ভরপুর, আর তার রং হবে রক্তিম বর্ণ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর হাদীসটি বুখারী মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ওযু ২৩৭; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৭৬; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৬৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬৫২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১২৩ তে। এছাড়াও, সাঈদ ইবনু মানসুর নং ২৫৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪৬)

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

২৪৪৬. সাহল ইবন হুনায়ফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌছে দিবেন, যদি সে তার বিছানায়ও মারা যায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ইমারাহ ১৯০৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬/১০৭ আনাসের হাদীসের শাহিদ হিসেবে; এবং সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩১৯২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ أَلَمِ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ أَلَمِ الْقَرْصَةِ

২৪৪৭. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটায় যতটুকু ব্যাথা পাও, শহীদ তার কতলের সময় ততটুকুই কষ্ট পায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬৫৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬১৩ তে। ((তিরমিযী, ফাযাইলুল জিহাদ ১৬৬৮; নাসাঈ, জিহাদ ৬/৩৬- -- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর তাহক্বীক্ব টীকা নং ২৪০৮।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَتَوَدُّ أَنَّهَا رَجَعَتْ إِلَيْكُمْ وَلَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدَ فَإِنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ قُتِلَ كَذَا مَرَّةً لِمَا رَأَى مِنْ الثَّوَابِ

২৪৪৮. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে, দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে সব কিছু তাকে দিলেও সে আর দুনিয়াতে ফিরে আসা পছন্দ করবে না। কিন্তু শহীদের কথা ভিন্ন। কেননা, সে যখন দেখবে শহীদ হওয়ার কত ফযীলত তখন (সে দুনিয়াতে ফিরে আসতে ভালবাসবে), যেন সে এভাবে আল্লাহর পথে আবার কতল হতে পারে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর হাদীসটি বুখারী মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৭৯৫; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৭৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৭৯, ৩০১৯, ৩০২০, ৩০৫৬, ৩২২৪, ৩২৬০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৪৯)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ وَلَوْلَا عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يُحَدِّثْنَا أَحَدٌ قَالَ أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ فِي أَيِّ الْجَنَّةِ شَاءُوا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى قَنَادِيلِهَا فَيُشْرِفُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَيَقُولُ أَلَكُمْ حَاجَةٌ تُرِيدُونَ شَيْئًا فَيَقُولُونَ لَا إِلَّا أَنْ نَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَنُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى

২৪৪৯. মাসরুক (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে শহীদদের রূহগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদিও তিনি আমাদেরকে কাউকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন না। তিনি বললেন: শহীদদের রূহগুলি কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটবর্তী স্থানে সবুজ পাখির পেটের ভিতর অবস্থান করবে, যাদের জন্য আরশের সাথে ঝুলন্ত অনেকগুলো বাতি থাকবে। সে পাখি যেকোনো জান্নাতে ইচ্ছামত উড়ে বেড়াবে এবং তারা (আরশের সঙ্গে লটকানো) ঝাড়ে ফিরে আসবে। তাদের রব একবার তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বলবেন: "তোমাদের আরো কোন প্রয়োজন আছে কি? তোমরা কি কোনো কিছুর আকাংখা কর?" তখন তারা বলবে: না। তবে আমরা দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাই অত:পর আবার (আপনার পথে) নিহত হই।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তায়ালিসী ১/২৩৫ নং ১১৪৩; ইবনু আবী শাইবা ৫/৩০৮; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৮৭; ইবনু মাজাহ, জিহাদ ২৮০১; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৬৩; তিরমিযী, তাফসীর ৩০১১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى هُوَ الصَّدَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْأُمْلُوكِيِّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مُمَصْمِصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ فَذَاكَ فِي النَّارِ إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ قَالَ عَبْد اللَّهِ يُقَالُ لِلثَّوْبِ إِذَا غُسِلَ مُصْمِصَ

২৪৫০. উতবাহ ইবনু আবদ আস সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শহীদ হলো তিন প্রকার, মুমিন ব্যক্তি যে তার জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (লড়াই) করে, আর যখন সে শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন লড়াই করে শেষ পর্যন্ত নিহত হয়।" এ ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এ হলো

পরীক্ষিত শহীদ যে আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থিত আল্লাহ তা'আলার (রহমত, সন্তুষ্টি ও নিরাপত্তার) শামিয়ানার মধ্যে থাকবে। আর নবীগণ এদের থেকে শ্রেষ্ঠ হবেন কেবল নবুয়াতের মর্যাদার কারণে। আরেক মুমিন ব্যক্তি যে নিজের মধ্যে কিছু নেক আমল এবং কিছু বদ আমলের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। সে ব্যক্তি তার জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (লড়াই) করে, আর যখন সে শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন লড়াই করে শেষ পর্যন্ত নিহত হয়।" এ ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পবিত্র; তা (শাহাদাত) তার গুনাহসমূহ ও ভুল-ত্রুটিগুলিকে মোচন করে দিয়েছে। (কেননা,) নিশ্চয়ই তরবারী হলো সকল অপরাধ মোচনকারী। আর সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

"আর এক মুনাফিক যে তার জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (লড়াই) করে, আর যখন সে শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন লড়াই করে শেষ পর্যন্ত নিহত হয়। এ ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। (কেননা,) নিশ্চয়ই তরবারী নিফাক (কপটতা-অন্তরের ঈমানহীনতা)-কে মোচন করতে পারে না।"[1]

আব্দুল্লাহ (দারেমী) বলেন, যখন কাপড়কে ধোয়া হয়, সেই কাপড়কে 'مُضْبِصَ' বলা হয়।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুয়াবিয়া ইবনু ইয়াহইয়ার দুর্বলতার কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬৬৩ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬১৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫১)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا الْفَرَائِضَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهَلْ ذَلِكَ مُكَفِّرٌ عَنْهُ خَطَايَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا قُتِلَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِهِ كَمَا زَعَمَ لِي جِبْرِيلُ

২৪৫১. আর কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর যথাযথ হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন, এরপর (আল্লাহর রাস্তায়) জিহাদের সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আর আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর চেয়ে জিহাদকে উত্তম ইবাদত বলে জানালেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো: ইয়া রাসুলল্লাহ! দেখুন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, তাহলে কি তা তার সব পাপ মোচন কর দেবে? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেনঃ হ্যাঁ। যদি সে ধৈর্য সহকারে সওয়াবের আশায় সামনে অগ্রসর হয়ে পিছু না হটে যুদ্ধ করে, তবে ঋণ ব্যতীত। কেননা, তা আদায় করা হবে- জিবরীল (আঃ) আমাকে এরুপ জানিয়েছের।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ইমারাহ ১৮৮৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪২৯ তে। এর শাহিদ রয়েছে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْغَزْوُ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ وَالنُّفَسَاءُ

২৪৫২. সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “যে ব্যক্তি প্লেগ বা তাউন রোগে মারা যায়-সে শহীদ; যে ব্যক্তি (নদী ইত্যাদিতে) ডূবে মরেছে-সে শহীদ, (আল্লাহর রাস্তায়) অভিযানে মৃত ব্যক্তি শহীদ;পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ; আর যে মহিলা নেফাসকালীন সময়ে মৃত্যু বরণ করে-সেও শহীদ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৪০০, ৪০১, ৪৬৬; ইবনু আবী শাইবা ৫/৩৩৩; তাবারাণী, কাবীর ৮/৫৬ নং ৭৩২৮, ৭৩২৯, ৭৩৩০; ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ তারজমাহ নং ৪৫১; বুখারী, কাবীর ৬/৪৫২; নাসাঈ, কুবরা ২১৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫৩)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعًا شَهَادَةٌ

২৪৫৩. উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি প্লেগ বা তাউন রোগে

মারা যায়-সে শহীদ;যে পেটের পীড়ায় মরেছে-সে শহীদ; যে স্ত্রীলোক সন্তান ধারণের কারণে পেটের সন্তানসহ মৃত্যু বরণ করে-সেও শহীদ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৩১৫ (সহীহ সনদে), ৩১৭, ৩২৩; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, যাওয়াইদ আলাল মুসনাদ ৫/৩২৮-৩২৯; বাযযার, কাশফুল আসতার ২/২৮৬ নং ১৭১৮ হাসান সনদে, নং ১৭১৭; তাবারাণী, আল আওসাত ৯৩১০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫৪)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا السَّمُرُ وَوَرَقُ الْحُبْلَةِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي لَقَدْ خِبْتُ إِذَنْ وَضَلَّ عَمَلِيَهُ

২৪৫৪. সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে থেকে যুদ্ধ করেছি। তখন ‘সামুর’ ও ‘হুবলা’ (নামক দু’ প্রকার) গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের কোন আহার্য ছিল না। এমনকি আমাদেরকে (কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু) উট অথবা ছাগলের ন্যায় বড়ির মত মল ত্যাগ করতে হত। আর এখন কি-না (এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে,) বনু আসাদ আমাকে (ইসলামের ব্যাপারে) তিরস্কার করছে! তাহলে তো আমি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছি এবং আমার আমলসমূহ বৃথাই গেছে।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলুস সাহাবাহ ৩৭২৮; মুসলিম, যুহদ ২৯৬৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৮ তে। আহমাদ ২/১৮৯, ২১৫; ইবনু মাজাহ, দিয়াত ২৬৫৫; বাইহাকী, দিয়াত ৮/৮১; আবূ দাউদ, দিয়াত, ৪৫৬৬; নাসাঈ, কাসামাহ ৮/৫৭ তিরমিযী, দিয়াত ১৩৯০; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ৭৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫৫)

أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى

২৪৫৫. উবাদা ইবন সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করলো এবং উটের রশি ব্যতীত তার আর কিছুর নিয়্যত থাকলো না; সে যা-নিয়্যত করলো, তাই তার প্রাপ্য হবে (কোন সাওয়াব সে পাবে না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬৩৮ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৬০৫ এ। ((নাসাঈ, জিহাদ ৬/২৪, ২৫; আহমাদ ও হাকিম।- – ফাওয়ায আহমাদের দারেমী হা/২৪১৬ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫৬)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ

২৪৫৬. মু’আয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যুদ্ধ দু‘প্রকার: যে ব্যক্তি (জিহাদের মাধ্যমে) আল্লাহ সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে এবং ইমামের অনুগত থাকে, নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ (যুদ্ধে) ব্যয় করে, সঙ্গীদের সাথে কোমল আচরণ করে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও অপকর্ম হতে বেঁচে থাকে। তার নিদ্রা ও জাগ্রতহয়। পূণ্যে পরিণত কিছুই অবস্থার সব আর যে ব্যক্তি অহংকার, লোক দেখানো ও খ্যাতি-সুনামের জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের বা নেতার অবাধ্য হয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, সে সামান্য পরিমাণ পুণ্য নিয়েও বাড়ি ফিরতে পারবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, বাকীয়া ইবনুল ওয়ালিদ এটি ‘আন আন’ শব্দে বর্ণনা করেছেন। তবে আহমাদ ও আবূ দাউদে এটি ‘হাদ্দাছানা’ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তাখরীজ: আহমাদ ৫/ ২৩৪; আবূ দাউদ, জিহাদ, ২৫১৫; নাসাঈ, কুবরা ৮৭৩০; আব্দু ইবনু হুমাইদ নং ১০৯; তাবারাণী, কাবীর ২০/৯১-৯২ নং ১৭৬; মুসনাদুশ শামিয়্যিন ১১৫৭; হাইছাম ইবনু কুলাইব, আল মুসনাদ ১৩৯৪; হাকিম ২/৮৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৪২৬৫; সিয়ার ৯/৬৮; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৫/২২০; সহীহ সনদে; হাকিম একে সহীহ বলেছেন, এবং যাহাবী তা বজায় রেখেছেন।; ইবনু মানসূর নং ২৩২৩ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫৭)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৪৫৭. আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ করল না অথবা কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করল না বা যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের কোন সাহায্য সহযোগীতা করল না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বে' তার উপর কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা আপতিত করবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আবূ দাউদ, জিহাদ, ২৫০৩; বাইহাকী, সিয়ার ৯/৪৮; ইবনু মাজাহ, জিহাদ ২৭৬২; তাবারাণী, কাবীর ৮/২১১ নং ৭৭৪৭। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা হতে সহীহ মুসলিম, ইমারাহ ১৯১০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫৮)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَ فِي أَهْلِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا

২৪৫৮. যাইদ ইবনু খালিদ জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন যোদ্ধাকে আসবাব পত্র সরবরাহ করে কিংবা, কোন যোদ্ধার জিহাদে গমনের পর তার পরিবার পরিজনের দেখা শোনা করে, তবে তার জন্যও যোদ্ধার সম পরিমাণ সাওয়াব লেখা হয়, কিন্তু যোদ্ধার সাওয়াব থেকে কিছুই কম করা হয় না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৮৪৩; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৯৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬৩০, ৪৬৩১, ৪৬৩২, ৪৬৩৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৩৭ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৬১৯ ও মাউসিলী, মু'জামুশ শুয়ূখ নং ৩১৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৫৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

২৪৫৯. বারা’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি: “মুমিনদের মধ্যে যারা (জিহাদে না গিয়ে) বসে থাকে, তারা সমান নয়।” (সুরা নিসাঃ ৯৫) নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে নিলেন। তিনি কোন জন্তুর কাঁধের চওড়া হাড় নিয়ে আসেন এবং তাতে উক্ত আয়াতটি লিখে রাখেন। ইবনু উম্মু মাকতুম তাঁর দৃষ্টিহীনতার ব্যাপারে অভিযোগ করলে নাযিল হয়: “মুমিনদের মধ্যে যারা (জিহাদে না গিয়ে) বসে থাকে, তারা সমান নয়, তবে ওযরগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যতীত.....।” (সুরা নিসাঃ ৯৫)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৮৩১, ২৮৩২; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৯৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭২৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৬০)

أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيتها يوما فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال أريت قوما من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم نام أيضا فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال أريت قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه فلما قدموا قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت

২৪৬০. উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে দুপুরের বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এরপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন, "আমার উম্মাতের এমন কিছু লোককে আমাকে দেখানো হলো যারা এই নীল সমুদ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে।"

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বললেন: "তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত।" এরপর তিনি দ্বিতীয়বার নিদ্রা গেলেন এবং এরপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন, "আমার উম্মাতের এমন কিছু লোককে আমাকে দেখানো হলো যারা এই নীল সমুদ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে।"

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বললেন: "তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত।"

এরপর তিনি পুনরায় নিদ্রা গেলেন এবং এরপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন, "আমার উম্মাতের এমন কিছু লোককে আমাকে দেখানো হলো যারা এই নীল সমুদ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে।"

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বললেন: "তুমি তাদের প্রথমদিকের অন্তর্ভূক্ত।"রাবী বলেন, এরপর উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিয়ে করেন এবং (মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে যখন মুসলিমরা প্রথম সমুদ্র পথে অভিযানে বের হয় তখন) তিনি সস্ত্রীক সমুদ্র অভিযানে বের হন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাকে (উম্মে হারামকে) আরোহণের জন্য একটি খচ্চর সওয়ারী হিসেবে দেওয়া হয়, সেটি তাকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং এতে তার ঘাড় মটকে যায় এবং তিনি মারা যান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৭৮৮; মুসলিম, ইমারাহ ১৯১২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৬৭৫, ৩৬৭৬ আনাস এর হাদীসের তাখরীজে ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬০৮, ৭১৮৯ তে।

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أُدَاوِي الْجَرِيحَ أَوْ الْجَرْحَى وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ

২৪৬১. উম্মু আতিয়্যা আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাদের আহতদের চিকিৎসা করতাম, তাদের খাবার তৈরী করতাম এবং তাদের সাওয়ারী ও মালপত্রের (রক্ষণাবেক্ষণের জন্য) পশ্চাতে থাকতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১২/৫২৫ নং ১৫৪৯৭; মুসলিম, সিয়ার ১৮১২; ইবনু মাজাহ ২৮৫৬; আহমাদ ৫/৮৪, ৬/৪০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৬২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا

২৪৬২. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (কোনো যুদ্ধে) গমণ করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। একদা লটারীতে আয়িশা ও হাফসার নাম উঠলে তারা উভয়ে একসাথে তাঁর সাথে বের হন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি ২২৫৪ নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৬৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّي ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ

مَا بَدَا لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ

২৪৬৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহ-এর আযাদকৃত দাস আবূ সালিহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মিম্বারে আরোহন করে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশংকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত একটি হাদীস আমি তোমাদের থেকে গোপন রেখেছিলাম। পরে আমার খেয়াল হলো যে তা তোমাদের কাছে বর্ণণা করি যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেচনা মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহর পথে একদিন (সীমান্ত) পাহারা দেওয়া অন্য কোন স্থানে এক হাজার দিন অতিবাহিত করার চেয়েও উত্তম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: বাইহাকী, ৯/৩৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬০৯ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৫৯২ তে। ((তিরমিযী, ফাযাইলুল জিহাদ ১৬৬৭; নাসাঈ, জিহাদ ৬/৪০- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর হা/২৪২৪ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৬৪)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُجْرَى لَهُ عَمَلُهُ حَتَّى يُبْعَثَ

২৪৬৪. উক্ববা ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: "প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আমল শেষ হয়ে যায়, কেবল আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দানকারী ব্যতীত। পুনুরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার জন্য আমল চালু থাকে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইবনু লাহিয়া'হর দুর্বলতার কারণে এবং যদি এটি তার থেকে উবাইদুল্লাহর বর্ণনা হয়। ((এর সহীহ শাহিদ থাকায় হাদীসটি সহীহ-যা তাখরীজে উল্লেখ করা হয়েছে- আল্লাহই ভাল জানেন।–অনুবাদক)) তাখরীজ: আহমাদ ৪/১৫০; তাবারাণী, কাবীর ১৭/৩০৮ নং ৪৪৮; হাকিম ২/১৪৪। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ফুযালাহ ইবনু উবাইদ থেকে ((আবূ দাউদ, জিহাদ নং ২৫০০- অনুবাদক)), আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬২৪ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৬২৪ তে। ((এর অপর শাহিদ রয়েছে সালমান ফারসী হতে তিরমিযী, ফাযাইলুল জিহাদ নং ১৬৬৫ এবং তে

বর্ণনা করেছেন যাতে রয়েছে: ‘কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে।” তিরমিযী একে হাসান গারীব এবং আলবানী একে সহীহ (আবূ দাউদ এর তাহক্বীক্বে ও সহীহুল জামি’ তে) বলেছেন।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৬৫)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৪৬৫. উরওয়াহ আল বারিকী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বেঁধে দিয়েছেন: তা হলো সাওয়াব ও গণীমাত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৮৫০; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৭৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮২৮ তে। সেখানে আমরা এর কিছু শাহিদ হাদীসও উল্লেখ করেছি। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১২/৪৮০ নং ১৫৩৩১, ১৫৩৩৭; সাঈদ ইবনু মানসূর, নং ২৪২৮, ২৮২৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৬৬)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

২৪৬৬. (অপর সনদে) উরওয়াহ আল বারিকী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বেঁধে দিয়েছেন: তা হলো সাওয়াব ও গণীমাত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৬৭)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ فَرَسًا فَأَيُّهَا أَشْتَرِي قَالَ اشْتَرِ أَدْهَمَ أَرْثَمَ مُحَجَّلَ طَلْقَ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ مِنْ الْكُمْتِ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ تَغْنَمْ وَتَسْلَمْ

২৪৬৭. আবূ কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি ঘোড়া ক্রয়ের ইচ্ছা করেছি। এখন আমি কোন্ প্রকারের ঘোড়া কিনব? তিনি বললেন: "তুমি ক্রয় করবে কালো বর্ণের ঘোড়া, যার নাক ও উপরের ওষ্ঠটি সাদা; আরোহনের স্থান থেকে নিচের দিকে পায়ের গিরার মধ্যবর্তী স্থান সাদা; ডান পায়ের অংশবিশেষ সাদা; অথবা, (কালো বর্ণের ঘোড়া যদি না হয় তবে) লাল-কালো রঙের মিশ্রণে এভাবে সজ্জিত ঘোড়া। (এর মাধ্যমে) তুমি লাভ করবে গণিমাত এবং নিরাপত্তা।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬৭৬ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৬৩৩ তে। ((তিরমিযী, ফাযাইলুল জিহাদ ১৬৯৭; ইবনু মাজাহ, জিহাদ ২৭৮৯; আহমাদ ২২০৫৫।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৬৮)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنْ الْحَفْيَا إِلَى الثَّنِيَّةِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا

২৪৬৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্যে তৈরী ঘোড়াকে 'হাফইয়া' (নামক স্থান) থেকে 'সানিয়া' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্য তৈরী নয়, সে ঘোড়াকে 'সানিয়া' থেকে যুরাইক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার অগ্রগামী ছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: মালিক, জিহাদ ৪৫; বুখারী, জিহাদ ৪২০; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৭০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬৮৬, ৪৬৮৭, ৪৬৯২ তে। এছাড়াও, তাবারাণী, আওসাত ৮৯৬৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৬৯)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ أُجْرِيَتْ الْخَيْلُ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ عَلَى الْبَصْرَةِ فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ فَلَمَّا جَاءَتْ الْخَيْلُ قَالَ قُلْنَا لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ أَكَانُوا يُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا حَمْزَةَ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاهِنُ قَالَ نَعَمْ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ سَبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ فَانْهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد انْهَشَّ يَعْنِي أَعْجَبَهُ

২৪৬৯. আবী লাবীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি ও হাকাম ইবনু আইয়্যুব হাজ্জাজের শাসনামলে বসরাহ'তে ঘোড়া চালাতাম। এরপর (একবার) আমরা বাজির নিকট এলাম। যখন ঘোড়ার (উপর বাজি ধরার) প্রসঙ্গ এলো, তখন আমরা বললাম, আমরা যদি আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে পেতাম, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে বাজি ধরতেন?

তিনি বলেন, এরপর আমরা তাঁর নিকট গেলাম, আর তখন তিনি 'যাবিয়াহ' নামক স্থানে তাঁর আপন প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। এরপর আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তাঁকে বললাম, ইয়া আবূ হামযাহ! আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে বাজি ধরতেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বাজি ধরতেন? তিনি বললেন: হাঁ। আল্লাহর কসম! তিনি 'সাবহাহ' নামক ঘোড়ার উপর বাজি ধরেছেন। এরপর একটি লোক (দৌড় প্রতিযোগীতায়) এগিয়ে গেল, ফলে (তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য) তিনি আনন্দিত হয়ে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলেন। আর এটি যেন তাঁকে মুগ্ধ করলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ তাখরীজ: আহমাদ ৩/১৬০, ২৫৬; তাবারাণী, আওসাত নং ৮৮৪৫; বাইহাকী, সাবাক্বা ওয়ার রমিয়া ১০/২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭০)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

২৪৭০. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের জান- মাল দিয়ে এবং জিহ্বা (তথা কথা বা লেখনির) দ্বারা মুশরিকদের বিরদ্ধে যুদ্ধ কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৮৭৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭০৮ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৬১৮ তে। ((আবু দাউদ, জিহাদ ২৫০৪; নাসাঈ, জিহাদ ৬/৭; আহমাদ ৩/১২৪, ১৫৩, ২৫১; হাকিম ২/৮১ - ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর হা/২৪৩১ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭১)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

২৪৭১. মুগীরা ইবনু শুবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে, এমনকি আল্লাহর হুকুম অর্থাৎ কিয়ামত এসে যাবে, আর তখনও তাঁরা বিজয়ীই থাকবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: আহমাদ ৪/২৪৪, ২৪৮, ২৫২; বুখারী, মানাকিব ৩৬৪০, ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ ৭৩১১, তাওহীদ ৭৪৫৯; মুসলিম, ইমারাহ ১৯২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭২)

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ

২৪৭২. উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদাই হাক্বের পক্ষে বিজয়ী থাকবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: তায়ালিসী, মানহাতুল মা'বুদ ২/১৯৭ নং ২৬৯৬; যিয়া আল মাকদিসী, আল মুখতারাহ নং ১২০, ১২১; বুখারী, কাবীর ৪/১২; কুযায়ী, মুসনাদুশ শিহাব নং ৯১৩; হাকিম ৪/৫৫০; হাকিম বলেন, এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ; যাহাবী বলেন, এটি বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী। এটিই ঠিক।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ حُمَيْدٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعًا أَخَا الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ رَافِعٌ وَأَنَا أَيْضًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৪৭৩. আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার পর আমার উম্মাত থেকে এমন একটি দল আবির্ভুত হবে - যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কন্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্হল ভেদ করে। এরপর তারা আর এতে (দীনে) ফিরে আসবে না। তারা হলো জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।"রাবী সুলাইমান বলেন, হুমাইদ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সামিত বলেন, হাকাম ইবনু আমর গিফারীর ভাই রাফিঁর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাথে সাক্ষাত করলাম। এরপর তার নিকট আমি হাদীসটি উল্লেখ করলাম। তখন

রাফি’ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ হাদীস আমিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, যাকাত ১০৬৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৭৩৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭৪)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ

২৪৭৪. সাখর আল্-গামিদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেবর্ণনা করেন,তিনি এ বলে দু‘আ করেছেনঃ ‘‘হে আল্লাহ্! আমার উম্মতের মধ্যে যারা ভোর বেলায় সফরে বের হয় তাদেরকে বরকত দান করো।’’ আর য়খন তিনি কোন সেনাদল বা সাঁজোয়া বাহিনী পাঠাতেন, তখন ভোর বেলাতেই পাঠাতেন। অত্র ব্যক্তি (হাদীসের বর্ণনাকারী সাখ্র রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেদের দিনের প্রথমাংশে (ভোরে) পাঠাতেন (আর বেশ লাভবান হতেন)। এরূপে তাঁর ধন-সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭৫৪, ৪৭৫৫ তে। এছাড়াও, বুখারী, কাবীর ৪/৩১০; ইবনুল কানি’, মুজামুস সাহাবাহ নং ৪৬৩; ইবনু হুমাইদ নং ৪৩২। ((আবূ দাউদ, জিহাদ ২৬০৫- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৪৩৫ এর টীকা হতে। -অনুবাদক)) এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনু মাসউদ, ইবনু সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম হতে হাদীস বর্ণিত আছে, যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলীতে পর্যায়ক্রমে ৪২৫, ৫৪০৬, ৭৫০০ নং তে। এবং নাওয়াস্ ইবনু সাম’আন ও আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে যার তাখরীজ আমরা দিয়েছি আবী ইয়া’লা’র মু’জামুশ শুয়ূখ নং ২৭১, ২৭২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭৫)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ

২৪৭৫. কা'বইবনুমালিকরাদ্বিয়াল্লাহু আনহুহতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিন সফরের উদ্দেশ্যে খুব কমই বের হতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৪৫৬; বুখারী, জিহাদ ২৯৪৯; সাঈদ ইবনু মানসূর, নং ২৩৮০; তাবারাণী, কাবীর ১৯/৬০ নং ১১০; আবীশ শাইখ, আখলাকুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; ইবনু খুযাইমা, নং ২৫১৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭৬)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

২৪৭৬. আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হল সেই যে তার সঙ্গী-সাথীর নিকট উত্তম, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হল সেই যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাঁ, ইবনু লাহিয়্যাহ যঈফ তবে এর মুতাবিয়াত রয়েছে। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৮, ৫১৯ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ২০৫১ তে। ((তিরমিযী, বিরর ওয়াস সুলহ ১৯৪৪; আহমাদ ২/১৬৭-১৬৮; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৪/৩০-৩১; ইবনু মানসূর ২৩৮৮; - ফাতহুল মান্নান, শারহু দারেমী হা/২৫৯৪ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ وَعُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ

أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَمَا بَلَغَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا فَصَبَرُوا وَصَدَقُوا فَغُلِبُوا مِنْ قِلَّةٍ

২৪৭৭. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সর্বোত্তম সঙ্গী সংখ্যা হল চার। সর্বোত্তম পূর্ণ বাহিনী হল চার হাজারের। আর সর্বোত্তম খন্ড বাহিনী হল চার শতের। আর বার হাজার সদস্যের বাহিনী ধৈর্য্যধারণ করলে এবং নিষ্ঠা অবলম্বন করলে কখনো সংখ্যাল্পতার কারণে পরাজিত হতে পারে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৮৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭১৭ ও মাওয়ারিদুয যামআন নং ১৬৬৩ তে। ((আবু দাউদ, জিহাদ ২৬১১; তিরমিযী, সিয়ার ১৫৫৫।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর হা/২৪৩৮ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا

২৪৭৮. বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সেনাদলের উপর কাউকে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন আমীরকে লক্ষ্য করে বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, যেন সে নিজে আল্লাহ্ কে ভয় করে চলে আর তাঁর সঙ্গী মুসলিক সৈন্যদের প্রতি কল্যাণকামী হয়। আর তিনি বলতেন: "তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হও এবং ঐ সকল কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা আল্লাহর তা'আলার সাথে কুফরী (অস্বীকার) করেছে। তোমরা যুদ্ধ করে যাও, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করো না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাত করো না, নিহত শত্রুর নাক-কান ইত্যাদি কেটে বিকৃত করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, জিহাদ ১৭৩১; এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১২/৪৫৮; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ২/২১৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ

দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৪১৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭৩৯ তে। ((আবূ দাউদ, জিহাদ ২৬১২; তিরমিযী, সিয়ার ১৬১৭।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর হা/২৪৩৯ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৭৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ فَإِنْ أَجْلَبُوا وَضَجُّوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ

২৪৭৯. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে লোক সকল! শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবার কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দু'আ করবে। অতঃপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবে। আর তারা যখন শোরগোল ও চেঁচামেচি করবে, তখন তোমাদের উপর নিরবতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ হলো ইবনু আনআম আল আফরিকী। তার সম্পর্কে হাফিজ (ইবনু হাজার) বলেন: "তার ব্যাপারে সঠিক কথা হলো সে যঈফ। তার কারণ তার অধিক সংখ্যক মুনকার হাদীস বর্ণনা করা, যা এমন একটি কাজ যা নেককার গণেকে আঘাত করে।" তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, নং ৯৫১৮; ইবনু আবী শাইবা, ১২/৪৬১-৪৬২ নং ১৫২৬৫; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৫৩। আর "তোমরা দৃঢ় থাক" এ অংশের শাহিদ রয়েছে ইবনু আবী আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী, জিহাদ ২৯৬৬ এবং আবী হুরাইরা হতে বুখারী জিহাদ ৩০২৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮০)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو أَيَّامَ حُنَيْنٍ اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ

২৪৮০. সুহাইব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়ন (যুদ্ধের) দিন দু'আয় বলেছেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার সাহায্যেই প্রচেষ্টা করি এবং আপনার সাহায্যেই আক্রমণ করি এবং আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৩৩২, ৩৩৩, ৬/১৬; তাবারাণী, কাবীর ৮/৪৮ নং ৭৩১৮; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৫৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِلَالٍ أَوْ خِصَالٍ فَأَيَّتُهُمْ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَإِنْ أَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا بِذِمَّتِكُمْ وَذِمَّةِ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا ثُمَّ اقْضِ فِيهِمْ بِمَا شِئْتَ

২৪৮১. সুলাইমান ইবনু বুরাইদা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সেনাদলের উপর কাউকে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন আমীরকে লক্ষ্য করে (একথা বলে) উপদেশ দিতেন: "যখন তুমি তোমার মুশরিক শত্রুদের সাক্ষাত পাবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের মধ্য হতে যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য আহবান জানাবে। আর যে কোন একটি গ্রহণ করলে তুমি তাতে সায় দিবে এবং তাদের উপর আক্রমণ চালানো হতে বিরত থাকবে।

১. তুমি (প্রথমে) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানাবে। যদি এতে সাড়া দেয়, তুমি মেনে নিবে আর তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হতে বিরত থাকবে। তারপর তাদেরকে নিজ দেশে ছেড়ে

মুহাজিরদের দেশে অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করার আহবান জানাবে। আর তাদেরকে অবহিত করে দিবে যে, হিজরত করার পর মুহাজিরগণ যে সকল সুযোগ-সুবিধাভোগ করেন, তারাও সে সকল সুবিধা ভোগ করবে। আর (জিহাদের) যে সকল দায়- দায়িত্ব মুহাজিরদের ওপর বর্তায়, তাদের ওপরও তা সমভাবে বর্তাবে। তারা যদি এ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানায় (রাযী না হয় বা প্রত্যাখ্যান করে আর নিজ দেশেই অবস্থান করতে চায়) তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তারা হবে বেদুঈন মুসলিমগণের মতো। তাদেরকে আল্লাহ আদেশ- নিষেধ ও বিধি- বিধান মেনে চলতে হবে যেরূপে মুসলিমগণ তা মেনে চলেন। 'ফাই' ও গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) কোন ভাগ তারা পাবে না, যদি মুজাহিদগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে।

২. আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে (তাদের নিরাপত্তার জন্য) জিয্ইয়া প্রদান করার প্রস্তাব দিবে। যদি তারা তা প্রদান করে, তবে তুমি মেনে নিবে এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না।

৩. যদি তারা (জিযইয়া দিতে) অস্বীকার করে তবে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর যখন তুমি কোন শত্রুর দূর্গ অবরোধ করবে আর তারা তাদের ব্যাপারে তোমার নিকট আল্লাহ্ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র যিম্মাহ' বা প্রতিশ্রুতি/অঙ্গীকার কামনা করে, তবে তাদেরকে আল্লাহ্ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র যিম্মাহ' বা আশ্রয় প্রদান করবে না। তবে তুমি তোমার, তোমার পিতার ও তোমার সঙ্গী-সাথীদের 'যিম্মা বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পার। কেননা, আল্লাহ্ ও রাসূলের যিম্মাহ' বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেয়ে তোমাদের ও তোমাদের পিতা-পিতামহের যিম্মা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তোমাদের জন্য সহজতর। আর যদি তুমি কোন শত্রুর দূর্গ অবরোধ করো, আর তখন তারা আল্লাহর বিধান ভিত্তিতে দুর্গ হতে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করবে, তখন তুমি আলাহ্ অথবা রাসূলের নির্দেশের ভিত্তিতে তাদের অবতরণ করাবে না বরং তোমার নিজ সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদেরকে অবতরণ করাবে। কারণ, তোমার জানা নেই তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ তুমি ঠিকমত কার্যকর করলে কী-না। এরপরে তাদের ব্যাপারে তোমার ইচ্ছানুযায়ী ফয়সালা করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, জিহাদ ১৭৩১; আরও দেখুন, বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৮৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮২)

قَالَ عَلْقَمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

২৪৮২. নু’মান ইবনু মুক্বাররিন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদটি আগের সনদে মাওসূল হিসেবে (অবিচ্ছিন্ন সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে। আর এর সনদটি জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, মুসলিম, জিহাদ ১৭৩১; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৮৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮৩)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ قَالَ عَبْد اللَّهِ سُفْيَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ

২৪৮৩. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ক্বওমকে (ইসলামের দিকে) দাওয়াত না দেওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করেননি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তবে সুফিয়ান ইবনু আবী নাজীহ হতে হাদীস শ্রবণ করেননি, যেমনটি দারেমী বলেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ। অনেক বিশ্বস্ত রাবী হতে এর মুতাবিয়াত বর্ণিত আছে। তাখরীজ: আহমাদ ১/২৩১, ২৩৬; মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৯৪, ২৫৯১; তাবারাণী, কাবীর ১১/১৩২ নং ১১১৫৯, ১১২৭০, ১১২৭১; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১০৭; হাকিম নং ৩৮; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ২/২১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮৪)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَكَانَ يَسْتَمِعُ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ

২৪৮৪. আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় অতর্কিত হামলা চালাতেন। তিনি (আযান) শোনার জন্য কান

পাততেন; যখন তিনি (কোনো কওমের এলাকা থেকে) আযানের আওয়ায শুনতে পেতেন, তখন (তাদেরকে আক্রমণ করা হতে) বিরত হয়ে যেতেন। আর যখন আযান শুনতে পেতেন না, তখন হামলা চালাতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আযান ৬১০; মুসলিম, সালাত ৩৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৩০৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮৫)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ قَالَ وَكُنْتُ فِي أَسْفَلِ الْقُبَّةِ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ثُمَّ قَالَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَشُكُّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ بَلَى قَالَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ وَمَا مَاتَ حَتَّى قَتَلَ خَيْرَ إِنْسَانٍ بِالطَّائِفِ

২৪৮৫. আউস ইবনু আবী আউস সাকাফী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাফীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমণ করলাম। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে একটি কুব্বায় ছিলাম। আমি এবং তিনি ব্যতীত কুব্বায় কেউই ছিল, আর তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তার সংগে গোপনে কিছু বললো, তিনি আমাকে বললেনঃ "যাও, তাকে হত্যা কর।"
এরপর তিনি বললেনঃ "সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দান করে না?" রাবী শু'বা বলেন: এবং সেকি একথার সাক্ষ্য দান করে না যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বাসূল? তিনি বললেন, হাঁ, সে এরুপ বলে। তখন তিনি বললেনঃ "আমাকে লোকের বিরুদ্ধে যূদ্ধ করার আদেশ দান করা হয়েছে যতক্ষন না তারা বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' যখন তারা এরুপ বলবে, তখন তাদের জানমাল আমার জন্য হারাম হয়ে যাবে,- তবে তার হক ব্যতীত।[1] রাবী বলেন, এ হলো সেই ব্যক্তি যে আবী মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে হত্যা করেছিল। তিনি বলেন, সে তায়িফের শ্রেষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা না করা পর্যন্ত মরলো না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮৬২ তে। এছাড়াও, তায়ালিসী ১/২৬ নং ৩৭; তাবারাণী, কাবীর ১/২১৮ নং ৫৯৪; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ নং ২২; ইবনু আবী শাইবা, ৮/৭৪৩ নং ৬২৩১; ইবনু মাজাহ, ফিতান নং ৩৯২৯; আব্দুর রাযযাক নং ১৮৬৮৯। এ মর্মে আবী হুরাইরা হাদীস রয়েছে যার তাখরীজের জন্য দেখুন ইবনু হিব্বান নং ১৭৩; ইবনু উমার হতে যার তাখরীজের জন্য দেখুন ১৭৫ এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮৬)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِحْدَى ثَلَاثَةٍ نَفْرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

২৪৮৬. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয়, যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিন ব্যক্তি ব্যতীত; ১. কিসাসে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ; ২. বিবাহিত যিনাকারী; ৩. যে ব্যক্তি ইসলাম পরিত্যাগ করে মুসলিমদের দল হতে পৃথক হয়ে যায়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি গত ২৩৪৪ নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮৭)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ قَالَ فَانْطَلَقُوا فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَأَمَرَ فَنُودِيَ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

২৪৮৭. আবী কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপতিদের একটি দল প্রেরণ করলেন। এরপর তাঁরা চলে যেতে উদ্যত হলেন, এরপর আল্লাহ যতক্ষণ চান তারা অপেক্ষা করলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মিম্বারে আরোহন করলেন, তারপর তিনি আদেশ দান করলে ঘোষণা দেয়া হলো: “সালাত হলো একত্রকারী।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু সা’দ ৩/১/২৬, ৩২; বাইহাকী, দালাইল ৪/৩৬৭; আহমাদ ৫/২৯৯, ৩০০, ৩০১; নাসাঈ, কুবরা নং , ৮১৫৯, ৮২৪৯; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৯/১৬; ইবনু হিব্বান নং ৭০৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮৮)

أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

২৪৮৮. আবী মাসউদ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “পরামর্শদাতা হবেন আমানতদার বা বিশ্বাসভাজন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও বেশকিছু শাহিদ উল্লেখ করেছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৯৯১ তে। (আবূ দাউদ, আদাব ৫১২৮; তিরমিযী, আদাব, ২৮২৩; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৭৪৬, হাকিম, ৪/১৩১; বাইহাকী, আাদাবুল কাযী ১০/১১২; ।– ফাতহুল মান্নান শারহে দারেমী হা/২৬০৬ এর টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৮৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا

২৪৮৯. কা’ব ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন (সঠিক স্থান প্রকাশ না করে) সেস্থান ব্যতীত অন্যত্র যাওয়ার মনস্থ করেছেন বলে বাহ্যিকভাবে দেখাতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা,

১২/৫২৯-৫৩০ নং ১৫৫১০; আবূ দাউদ, ২৬৩৬; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৫০ সহীহ সনদে; আবূ দাউদে অতিরিক্ত আছে: ‘তিনি বলতেন: “যুদ্ধ প্রতারণা বা কৌশল মাত্র।” আহমাদ ৩/৪৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯০)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ فَكَانَ شِعَارُنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَمِتْ يَعْنِي اقْتُلْ

২৪৯০. সালমা ইবনুল আকওয়া হতে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত। তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মুশরিকদের একজন গুপ্তচর আসলে তিনি লোকটিকে কতল করতে নির্দেশ দেন।) তখন আমিই সর্বপ্রথম তার মুখোমুখি হই এবং তাকে হত্যা করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফেলে যাওয়া মালপত্র আমাকে প্রদান করেন। তখন আমার ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের মাঝে সাংকেতিক চিহ্ন ছিল, ‘আমিত’ অর্থ: ‘তাকে হত্যা কর।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ৩০৫১; মুসলিম, সিয়ার ওয়াল জিহাদ ১৭৫৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৩৯, ৪৮৪৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯১)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ فَكُنَّا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنِّي أَنَّهُ ضَرَبَ بِهِ وُجُوهَهُمْ وَقَالَ شَاهَتْ الْوُجُوهُ فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ قَالَ يَعْلَى فَحَدَّثَنِي أَبْنَاؤُهُمْ أَنَّ أَبَاءَهُمْ قَالُوا فَمَا بَقِيَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا امْتَلَأَتْ عَيْنَاهُ وَفَمُهُ تُرَابًا

২৪৯১. আবূ আবদুর রহমান ফিহরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হুনায়নের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা এমন এক সময়

সফর করি, যখন ছিল প্রচন্ড গরম। ফলে, আমরা একটি গাছের নীচে অবতরন করি। এরপর তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। (তিনি বলেন:) তারপর তিনি এক মুষ্টি মাটি যমিন থেকে তুলে নিলেন। এরপর তাদের মুখমন্ডলে তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ "তাদের মুখমন্ডল বিকৃত হয়ে গেছে।" এভাবে আল্লাহ তা'আলা (এ দ্বারাই) তাদেরকে পরাজিত করলেন। বর্ণনাকারী ইয়া'লা বলেন, পরবর্তীতে তাদের ছেলেরা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পিতারা বলেন: এরপর আমাদের এমন কোনো লোক অবশিষ্ট ছিল না, যার চোখ-মুখ সে এক মুষ্টি মাটির ধুলায় ভরে যায়নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১৪/৫২৯ নং ১৮৮৪৪; আহমাদ ৫/২৮৬; আবূ দাউদ, আদাব ৫২৩৩; ইবনুল আসীর, আসাদুল গাবাহ ৬/২০০। এর সহীহ শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব হতে আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭০৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭০৪৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৬৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯২)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ فِي مَجْلِسٍ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

২৪৯২. উবাদা ইবনুস সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা একটি মাজলিসে ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেনঃ "তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্র সঙ্গে কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেবে। তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লহ্র কাছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ্ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন আর যদি চান, তাকে মাফ করে দেবেন। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা।" তিনি বলেন, আমরা তাঁর নিকট এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ১৮; মুসলিম, হুদূদ ১৭০৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫০৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৯১ সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪০৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ

২৪৯৩. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার (সন্ধির) দিন আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশ'। আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইআত হলাম। 'সামুরাহ' গাছের নীচে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাত ধরে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার বাইআত করেছিলাম, কিন্তু মৃত্যুর জন্য বাইআত করিনি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, মাগাযী ৪১৫৪; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৫৬ আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৩৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৭৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৩১২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

২৪৯৪. বারা' ইবনু আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাবের দিন আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি আমাদের সঙ্গে মাটি বহন করছেন। আর মাটি তাঁর উভয় বাহুমূলের শুভ্রতা ঢেকে ফেলেছে। সে সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন: হে আল্লাহ!

আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না;
সদাকাহ দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না।
তাই আমাদের উপর শান্তি নাযিল করুন।
যখন আমরা শত্রু সম্মুখীন হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করুন।
ওরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।
তারা যখনই কোন ফিতনা সৃষ্টি করতে চায় তখনই আমরা তা থেকে বিরত থাকি।”
আবৃত্তি করার সময় তাঁর কন্ঠস্বর উঁচু হচ্ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৮৩৬, ২৮৩৭; মুসলিম, সিয়ার ১৮০৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭১৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهُ

২৪৯৫. আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন তাঁর মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। তিনি যখন তা খুললেন, তখন তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ হলো ইবনু খাতল, কা‘বার পর্দায় জড়িয়ে ধরে আছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাকে হত্যা করে ফেল।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি ১৯৮১ নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ خَالَفَهُ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ هُوَ الْمَحْفُوظُ

২৪৯৬. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তলওয়ারের বাটটি ছিল রৌপ্য খচিত।[1] আব্দুল্লাহ বলেন, হিশাম দুস্তাওয়ী তার বিপরীত কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কাতাদাহ সাঈদ ইবনু আবীল হাসান হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আর লোকদের ধারণা, এটিই মাহফূজ বা সংরক্ষিত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ দাউদ, জিহাদ ২৫৮৩; মারাসীল ২৪৮৫; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/১৬৬; তিরমিযী, জিহাদ ১৬৯১; শামাইল ১০০; নাসাঈ, কুবরা নং ৯৮১৩; বাইহাকী, যাকাত ৪/১৪৩; আবী শাইখ, আখলাকুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম r পৃ: ১৪০। এ হাদীসের অনেক গুলি শাহিদ রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯৭)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا

২৪৯৭. আবূ তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কওমের উপর বিজয়ী হতেন, তখন তিনি সেইস্থানে তিন রাত অতিবাহিত করতে পছন্দ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** যারা সাঈদ এর স্মৃতি এলোমেলো হওয়ার পূর্বে তার নিকট হতে হাদীস শুনেছেন, মুয়ায ইবনু মুয়ায এর নাম তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে আব্দুল আ'লা এর মুতাবিয়াত বর্ণনা করেছেন। যা এর সনদকে সহীহতে পরিণত করে। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ৩০৬৫; মুসলিম, জান্নাত ওয়া সিফাতু নাঈমুহা ২৮৭৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৪১৫, ৩১৭৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭৭৬, ৪৭৭৭, ৪৭৭৮ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১২/৩৫২ নং ১৩০৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ

২৪৯৮. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নাযীর গোত্রের খেজুরের বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, হারছ ওয়াল মাযারাআহ ২৩২৬; মুসলিম, জিহাদ ১৭৪৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৩৭ তে। এছাড়াও, ইবনু মানসূর ২৬৪২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৪৯৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الدَّوْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ إِنْ ظَفِرْتُمْ بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ بَعَثَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِتَحْرِيقِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا

২৪৯৯. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। তখন তিনি বলেছিলেন, “অমুক অমুক দুই ব্যক্তিকে যদি পাও তবে এদের আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে।” পরের দিন তিনি আমাদের নিকট একজন লোক পাঠিয়ে বললেন: “অমুক অমুক দুই ব্যক্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম। পরে আমার মনে হলো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আগুনে শাস্তি দিতে পারেন না। সুতরাং তোমরা যদি এদের দুই জনকে পাও তবে এদের হত্যা করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক এটি ‘আন ‘আন’ শব্দে বর্ননা করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ৩০১৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬১১ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা, ১২/২৮৯ নং ১৪০৮৮; ইবনু মানসূর ২৬৪৫; নাসাঈ, কুবরা নং , ৮৬১৩; বাইহাকী, সিয়ার ৯/৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وُجِدَ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

২৫০০. ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক অভিযানে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করে দেন।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ৩০১৪, ৩০১৫; মুসলিম, জিহাদ ১৭৪৪ ; ইবনু আবী শাইবা, ১২/৩৮১ নং ১৪০৫৮; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৩/২২০; আহমাদ ২/২২, ১২২, ১২৩; তাবারাণী, কাবীর ১২/৩৮৩ নং ৬৭৭; আওসাত ৮৯৩৫; আবূ দাউদ, জিহাদ ২৬৬৮; তিরমিযী, সিয়ার ১৫৬৯;ইবনু মাজাহ, জিহাদ ২৮৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০১)

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَظَفِرَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهِمْ الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةٌ ثَلَاثًا

২৫০১. আসওয়াদ ইবনু সারি' রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন মুশরিকদেরকে আয়ত্তে পেয়ে তারা তাদের লোকদেরকে দ্রুত হত্যা করে চললো। এমনকি তারা এক শিশু কে হত্যা করে ফেললো। তখন এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌছলে তিনি বললেন: "লোকদের কী হলো? তারা হত্যা করতে এতই আগ্রাসী হয়েছে যে, তারা শিশুকেও হত্যা করে ফেললো! সাবধান! কোনো শিশুকে হত্যা করবে না।" একথা তিনি তিনিবার বললেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ:আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৩২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬৫৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكَ فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ الشَّعْرَ فَلَمْ يَقْتُلُونِي يَعْنِي يَوْمَ قُرَيْظَةَ

২৫০২. আতিয়্যা আল কুরাযী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেদিন বনূ কুরায়যার বন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পেশ করা হলো। (তারা পর্যবেক্ষণ করতো) যার (নাভির নিচের) চুল গজাত, তাকে হত্যা করা হতো, আর যার গজায় নি, তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। আর আমি ছিলাম তাদের একজন যাদের চুল গজায়নি। ফলে আমাকে হত্যা করা হয়নি। অর্থাৎ: বনী কুরাইযার দিনে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭৮০, ৪৭৮১, ৪৭৮২, ৪৭৮৩, ৪৭৮৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৪৯৯, ১৫০০, ১৫০১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯১২, ৯১৩ তে। তে। ((আহমাদ ৪/৩১০, ৩৮৩, ৫/৩১২; ইবনু আবী শাইবা ১২/৫৩৯-৫৪০; আব্দুর রাযযাক ১০/১৭৯ নং ১৮৭৪৩; আবু দাউদ, হুদূদ ৪৪০৪; তিরমিযী, সিয়ার ১৫৮৪; নাসাঈ, তালাক ৩৪৩০; ইবনু মাজাহ, হুদুদ ২৫৪১, ২৫৪২।– ফাতহুল মান্নান শারহু দারিমী হা/২৬২১ এর টীকা হতে।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ

২৫০৩. আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা বন্দীদেরকে আযাদ কর এবং ক্ষুধার্তকে আহার্য দাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ৩০৪৬; আতইমাহ ৫৩৭৩। ((আবূ দাউদ, জানাইয ৩১০৫; নাসাঈ, কুবরা নং ৮৬৬৬)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩২৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩২৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ

২৫০৪. ইমরান ইবনে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জন লোকের বিনিময়ে একজন বন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, নুযূর ১৬৪১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি , ৪৩৯২, ৪৮৫৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৫১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০৫)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْرًا يُرْعَبُ مِنِّي الْعَدُوُّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَقِيلَ لِي سَلْ تُعْطَهْ فَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا

২৫০৫. আবী যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পুর্বে আর কোনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়নি।

(১) (অন্যান্য নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য;) আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে লাল-কালো (তথা সমগ্র) মানব জাতির জন্য।

(২) সমস্ত যমীনকে আমার জন্য পবিত্র ও সালাত আদায়ের (উপযোগী) স্থান বানানো হয়েছে।

(৩) আমার জন্য গানীমাতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি।

(৪) আমাকে একমাস দূরত্বের এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, যার কারণে একমাসের দুরত্বেও শত্রু আমাদেরকে ভয় করবে।

(৫) এবং আমাকে বলা হয়েছে, 'তুমি চাও, তোমাকে তা দেয়া হবে।' ফলে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য আমার দু'আকে আমি (কিয়ামত দিবসের জন্য) গোপণ করে রেখেছি; ইনশা

আল্লাহ তা তোমাদের মধ্যকার এমন সকলেই পাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনোকিছুকে শরীক করেনি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৪৬২; আহমাদ ৫/১৪৮; বুখারী, কাবীর ৫/৪৫৫; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪৩৫; হাকিম ২/৪২৪; বাযযার নং ৩৪৬১ যঈফ সনদে; তায়ালিসী ২/১২২ নং ২৪৪৪; বাইহাকী, দালাইল ৫/৪৭৩; আবূ দাউদ, সালাত ৪৮৯। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবূ হুরাইরা হতে যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৭৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعْرَانَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الْإِسْنَادِ

২৫০৬. আবী ওয়াইল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধের গণিমত বন্টন করেন জি’ইর্রানাহ’ নামক স্থানে। আবূ মুহাম্মদ বলেন, এ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/৪২৭, ৪৫৬। এটি এমন একটি হাদীসের অংশ যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৯৯২, ৫০৭২, ৫২০৫, ৫২১৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৫৭৬ তে। আরও দেখুন, ফাতহুল বারী ৬/৫২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَوَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ فَابْتَدَرَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ جَزُورٍ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتْ الْقُدُورُ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُكْفِئَتْ قَالَ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً قَالَ وَكَانَ بَنُو فُلَانٍ مَعَهُ تِسْعَةً

وَكُنْتُ وَحْدِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِمْ فَكُنَّا عَشَرَةً بَيْنَنَا شَاةٌ قَالَ عَبْد اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكُمْ يَقُولُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ كَأَنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ

২৫০৭. আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে খায়বার বিজয়ে হাযির ছিলাম। মুশরিকরা যখন পরাজিত হলো, তখন আমরা তাদের মালপত্রের উপর ঝাপিয়ে পড়লাম এবং লোকেরা যে যে ছাগল-ভেড়াটি-ই পেলো, তারা সেটিই দ্রুত কব্জা করে নিলো। আর তাদের রান্নার ডেকচিগুলি খুব দ্রুতবেগে টগবগ করে ফুটছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে সেগুলি উল্টে দেওয়া হলো।
তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে (গণীমত) বন্টন করে দিলেন; তখন আমাদের প্রত্যেক বারো জনের জন্য একটি করে ছাগল বা ভেড়া পাওয়া গেল।
তিনি বলেন, বনী ‘অমুক’ ছিল নয় জন আর আমি একাই ছিলাম। ফলে আমি তাদের দিকে চলে গেলে আমরা দশ জন হলাম এবং আমাদের দশজনের জন্য (বরাদ্দ) হলো একটি ছাগল বা ভেড়া।[1]
আব্দুল্লাহ বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার সাথীরা কায়িস ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণনা করতেন: সম্ভবত: তিনি বলতেন, তিনি এটি সংরক্ষণ (হিফজ) করেননি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। যদিও দারিমী এটির এমন ত্রুটি বর্ণনা করেছেন, যার জন্য হাদীসের ত্রুটি বর্ণনা করা হয় না। তাখরীজ: পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০৮)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ فَأُلِّفْتُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الصَّوَابُ عِنْدِي مَا قَالَ زَكَرِيَّا فِي الْإِسْنَادِ

২৫০৮. (অপর সনদে) আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[1]
সেখানে তিনি বলেছেন, ‘আমি তাদের দিকে ফিরে গেলাম।’আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমার নিকট সঠিক বর্ণনা হলো সেটি, যেটি যাকারিয়া (তার) সনদে বলেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৩৪৮; তাবারাণী, আওসাত নং ৫০৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৩০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫০৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا

২৫০৯. ইয়াযীদ ইবন হুরমুয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাজদা ইবন আমর হারুরী ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট পত্র লিখে কিছু বিষয় জানতে চাইলেন, (যার মধ্যে ছিল, যাবিল কুরবা- বা নিকটাত্মীয় কারা?) তখন তিনি ইয়াযিদকে লিখলেনঃ, ‘যাবিল কুরবা-বা নিকটাত্মীয়ের গণীমতের অংশ-যা আল্লাহ তাঁর কুরআনে উল্লেখ করেছেন-সে সম্মন্ধে তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছ (যে, তারা কারা?) আমরা মনে করি, তারা হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটাত্মীয়রাই (অর্থাৎ আমরা)। কিন্তু আমাদের লোকেরা আমাদের ক্ষেত্রে সেটি অস্বীকার করেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, জিহাদ ১৮১২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৫০, ২৫৫১, ২৬৩০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮২৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৪২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১০)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا

২৫১০. আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে অশ্বারোহী সৈনিকের জন্য তিন অংশ এবং পদাতিক সৈনিকের জন্য এক অংশ বণ্টন করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৮৬৩; মুসলিম, জিহাদ ১৭৬২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮১০, ৪৮১০, ৪৮১২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ

২৫১১. (অপর সনদে) আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]
[1] এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১২)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْنَمًا إِلَّا قَسَمَ لِي إِلَّا يَوْمَ خَيْبَرَ فَإِنَّهَا كَانَتْ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً وَكَانَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَخَيْبَرَ

২৫১২. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গণিমাত বন্টনের সময় উপস্থিত থেকেছি, তখনই তিনি আমাকে তা থেকে অংশ দিয়েছেন, কেবলমাত্র খাইবারের দিন ব্যতীত। কেননা, তা ছিল হুদাইবিয়ার দিন উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। আর আবূ মূসা ও আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হুদাইবিয়া ও খাইবারের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে (ইসলামের ছায়াতলে) আসেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আলী ইবনু যাইদ এর দুর্বলতার কারণে; আর তিনি হলেন ইবনু জুদ'আন। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ৩/১৬০-১৬১; আহমাদ ২/৫৩৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১৩)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ وَأَعْطَانِي سَيْفًا فَقَالَ تَقَلَّدْ بِهَذَا

২৫১৩. আবূল লাহমের মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বার যুদ্ধে মালিকানাধীন দাস হিসেবে হাযির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য গনীমত সম্পদের থেকে সামান্য তৈজশপত্রের কিছু জিনিস দিয়েছিলেন এবং তিনি আমাকে একটি তলোয়ার দিয়ে বলেন, “এটি তার গলায় লটকে দাও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৩১ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৬৬৯ তে। ((আহমাদ ৫/২২৩; আবূ দাউদ, জিহাদ ২৭৩০; তিরমিযী, সিয়ার ১৫৫৭; নাসাঈ, কুবরা যেমন তুহফা’ ৮/২০৮ এ এসেছে; ইবনু মাজাহ ৩৮৫৫...।– ইবনু হিব্বান নং ৪৮৩১ এর টীকা হতে। - অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১৪)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ الْقَاسِمِ وَمَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ

২৫১৪. আবী উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বন্টন না হওয়া পর্যন্ত গণীমাতের মাল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাঁ, মাকহুল আবী উমামাহকে দেখেছেন তবে, তাঁর থেকে কিছু শোনেননি। তবে এর মুতাবিয়াত রয়েছে। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ৮/১৫৪ নং ৭৫৯৪। সাঈদ ইবনু মানসুর নং ২৭৫৯ মাকহুল পর্যন্ত মাওকুফ হিসেবে সহীহ সনদে। আরও দেখুন, এ হাদীসটি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৫৬৯ আমাদের তাহক্বীক্বে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১৫)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى لِتُجِيبَ قَالَ حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ خَطِيبًا فَقَالَ إِنِّي لَا أَقُومُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْتِيَنَّ شَيْئًا مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا

২৫১৫. হানাশ সান'আনী বলেন, আমরা পশ্চিমাঞ্চল তথা মরক্কোতে যুদ্ধ করেছি আর সেখানে আমাদের উপর দায়িত্বশীল ছিলেন রুওয়াইফি' ইবন সাবিত আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আমরা জারবাহ' নামক এক শহর জয় লাভ করলে রুওয়াইফি' ইবনু সাবিত আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদের মধ্যে খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেন, আমি তোমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হতাম না, যদি আমি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একথা বলতে না শুনতাম। তিনি খায়বার (যুদ্ধের) দিন আমরা সেখানে বিজয় লাভ করলে তিনি আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, সে যেন কিছুতেই কোন (গর্ভবতী) যুদ্ধবন্দিনী নারীর সাথে সহবাস না করে, যতক্ষণ সে সন্তান প্রসব করে (পবিত্র না হয়)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৫০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬৭৫ তে। ((আবূ দাউদ: নিকাহ ২১৫৮-৫৯, জিহাদ ২৭০৮; তিরমিযী, নিকাহ ১১৩১।– ইবনু হিব্বান, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আরনাউত্ব, হা/৪৮৫০ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১৬)

أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ أَبِي عُمَرَ الشَّامِيِّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً يَعْنِي حُبْلَى عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ

২৫১৬. আবীদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন এক যুদ্ধের পরে) তিনি একটি তাবুর প্রবেশপথে জনৈক সন্তানসম্ভবা দাসীকে (দাঁড়িয়ে থাকতে) দেখেন। তখন তিনি বলেন, "সম্ভবতঃ সে (এর মালিক) এর সাথে সহবাস করেছে। তাঁরা (উপস্থিত সাহাবীগণ) বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, "আমি তার জন্য এমন লা'নত (বদদু'আ) করতে ইচ্ছা করেছি, যা তার সাথে কবরে প্রবেশ করবে। উক্ত সন্তানকে কিরূপে সে তার উত্তরাধিকারী বানাবে, অথচ সে তার জন্য বৈধ নয়? আর সে তাকে (সন্তানকে) কিরূপেই বা তার সেবক বানাবে, অথচ সে তার জন্য বৈধ নয়?"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ দাউদ তায়ালিসী, ১/২৩৯ ন ১১৭২; মুসলিম, নিকাহ ১৪৪১; আহমাদ ৬/৪৪৬; আবূ দাউদ নিকাহ ২১৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১৭)

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قِرَاءَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ فِي جَيْشٍ فَفُرِّقَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ فَرَآهُمْ يَبْكُونَ فَجَعَلَ يَرُدُّ الصَّبِيَّ إِلَى أُمِّهِ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৫১৭. আবূ আব্দুর রহমান আল হুবুলী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ আইয়্যুব রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো এক সৈন্যদলে ছিলেন। সে সময় তিনি শিশুদেরকে তাদের মাতাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, তারা (শিশুরা) কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। তখন তিনি শিশুকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ও তার প্রিয়জনের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দিবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৪১২-৪১৩; তিরমিযী, বুয়ূ ১২৮৩; হাকিম ২/৫৫ হাসান সনদে; আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে সুলাইম আল আযুরী হতে দারুকুতনী ৩/৬৮ নং ২৫৭ অত্যন্ত দুর্বল সনদে। দেখুন, নাসবুর রায়াহ ৪/২৩-২৪; তালখীসুল হাবীর ৩/১৫-১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْعِيلَةِ قَالَ أَخَذْتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَدِمْتُ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ فَأَسْلَمُوا فَأَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِي فَقَالَ يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِمْ فَدَفَعْتُهُ

২৫১৮. সাখর ইবনুল আইলাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবনু শু'বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ফুফুকে বন্দী করলাম। তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলো। এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে তাঁর ফুফু কে (ফেরত) চাইলেন। এরপর তিনি (আমাকে ডেকে) বললেন: "হে সাখর! যখন কোন কওম মুসলিম হয়, তখন তাদের রক্ত (জান)-মালের হিফাযত করবে। তুমি তাকে (মুগীরার ফুফুকে) তাঁর (মুগীরার) নিকট ফিরিয়ে দাও।" আবার বনী সুলাইমের একটি পুকুর ছিল। অবশেষে বনী-সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা তাঁর নিকট এসে এটি ফেরত চাইলো। এরপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডেকে বললেন: "হে সাখর! যখন কোন কওম মুসলিম হয়, তখন তাদের রক্ত (জান)-মালের হিফাযত করবে। সুতরাং ঐ (কওমের পুকুর)-টি তাদেরকে ফিরিয়ে দাও।" ফলে আমি তা ফেরত দিলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ১৭১৫ (অনুবাদে ১৭১০) নং তে। ((ইবনু আবী শাইবা, ১২/৩১১; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৬/১৯; তাবারানী, কাবীর ৪/৩১০-৩১১; ৮/২৯-৩০ নং ৭২৭৯, ৭২৮০; আবূ দাউদ, খারাজ ওয়াল ইমারাহ ৩০৬৭; বাইহাকী, সিয়ার ১/১১৪; ইবনু কাছীর, বিদা'আহ ৪/৩৪২; আহমাদ ৪/৩১০; ১৭১৬ নং হাদীসটিও দেখুন। আরও দেখুন, আদ দিরায়াহ ২/১২১-১২২; তালখীসুল হাবীর ৪/১১০, ১২০; আর আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৪৭ তে।'- ১৭১৫ (অনুবাদে ১৭১০) নং হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫১৯)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فِيهَا ابْنُ عُمَرَ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

২৫১৯. ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নাজদের দিকে) একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমত হিসেবে তাঁরা বহু উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে বারটি কিংবা এগারোটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কার হিসেবে আরো একটি করে উট দেয়া হয়েছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, জিহাদ ১৫ সহীহ সনদে; বুখারী, ফারযিল খুমুস ৩১৩৪; মুসলিম জিহাদ ১৭৪৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮২৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৩২, ৪৮৩৩, ৪৮৩৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ الرُّبُعَ وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكَلَّ النَّاسُ نَفَّلَ الثُّلُثَ

২৫২০. উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো শত্রু রাজ্যে আক্রমণের প্রথম ভাগে একচতুর্থাংশ এবং প্রত্যাবর্তনকালীন যুদ্ধের ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ নাফল বা অতিরিক্ত প্রদান করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৫৫ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৬৯৩ তে। ((তিরমিযী, সিয়ার ১৫৬১; নাসাঈ, কিসমুল ফাই ৭/১৩১; ইবনু মাজা:, জিহাদ ২৮৫২; আহমাদ ৫/৩১৯, ৩২২, ৩২৩ ।– ইবনু হিব্বান, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আরনাউত্ব, হা/৪৮৫৫ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২১)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ

২৫২১. হাবীব ইবনে মাসলামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-পঞ্চমাংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ নফল (অতিরিক্ত) প্রদান করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৩৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬৭২ তে। এছাড়াও, ইবনুল কানি' , মু'জামুস সাহাবাহ, ২১৪; আবী উবাইদ, আলআমওয়াল নং ৮০০; ইবনু আবী আসিম, আহাদ ওয়াল মাছানী নং ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২।((আবূ দাউদ ২৭৪৮, ২৭৪৯, ২৭৫০, আহমাদ ১৭০০৮, ১৭০১১, ; ইবনু মাজাহ জিহাদ, ২৮৫১, ২৮৫৩।– তাখরীজ ইবনু মাজাহ ২৮৫১।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২২)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ

২৫২২. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (হুনায়নের যুদ্ধের দিন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে মুসলিম কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সে সেই নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মালের অধিকারী হবে।" সেদিন আবূ তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিশজন কাফিরকে হত্যা করেন এবং তাদের মালামাল লাভ করেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৩৬, ৪৮৩৮, ৪৮৪১ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬৭১ তে। ((মুসলিম, জিহাদ ১৮০৯; আহমাদ ৩/১১৪, ১৯০, ২৭৯; তায়ালিসী ২০৭৯; আবী দাউদ, জিহাদ ২৭১৭, ২৭১৮; ইবনু মাজাহ হাকিম ৩/৩৫৩; বাইহাকী ৬/৩০৭।– আরনাউত্বের তাহক্বীক্বকৃত ইবনু হিব্বান হা/৪৮৪১ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ هُوَ عُمَرُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ

২৫২৩. আবী কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন (কাফির) ব্যক্তির সাথে লড়াই করে তাকে হত্যা করলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার মালামাল প্রদান করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফারযিল খুমুস ৩১৪২; মুসলিম জিহাদ ১৭৫১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮০৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪২৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الْأَنْفَالَ وَيَقُولُ لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ

২৫২৪. উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অপছন্দ করতেন। আর তিনি বলতেন: “শক্তিশালী মুসলিমগণ দুর্বল মুসলিমকে গনীমতের মাল ফেরত দিবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এর তাখরীজ ২৫২৫ (অনুবাদে ২৫১৭) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২৫)

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৫২৫. উবাদা ইবনুস সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হুনায়নের যুদ্ধের দিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "(হে লোকসকল! তোমাদের গনীমতের মালের) সুঁই ও সুতা - সবই তোমরা গনীমতের মালের মধ্যে জমা দাও। আর (গনীমতের মাল) আত্মসাৎ করা হতে আত্মরক্ষা করো। কেননা, কিয়ামতের দিন তা আত্মসাৎকারীর জন্য লজ্জা-অপমানের কারণ হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির অংশবিশেষ। এছাড়াও, বুখারী, কাবীর ৮/৫৭ তালিক হিসেবে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২৬)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلًى لِتُجِيبَ قَالَ حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ خَطِيبًا فَقَالَ إِنِّي لَا أَقُومُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَجْحَفَهَا أَوْ قَالَ أَعْجَفَهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَنَا أَشُكُّ فِيهِ رَدَّهَا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ

২৫২৬. হানাশ সান'আনী বলেন, আমরা পশ্চিমাঞ্চল তথা মরক্কোতে যুদ্ধ করেছি আর সেখানে আমাদের উপর দায়িত্বশীল ছিলেন রুওয়াইফি' ইবন সাবিত আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আমরা জারবাহ' নামক এক শহরটিতে বিজয় লাভ করলে রুওয়াইফি' ইবনু সাবিত আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদের মধ্যে খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেন, আমি তোমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হতাম না, যদি আমি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে না শুনতাম। তিনি খায়বার (যুদ্ধের) দিন আমরা সেখানে বিজয় লাভ করলেতিনি আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মুসলিমদের গণীমতের মালের কোন বাহনের উপর সওযার না হয়, এমনকি সে তার ক্ষতি করে- আবূ মুহাম্মদ বলেন: এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ যে, অথবা তিনি বলেছেন- তা দূর্বল করে - ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মুসলিমদের প্রাপ্ত গণীমতের মাল থেকে কোন কাপড় না পরে, এমনকি সে তা পুরাতন করে এতে ফেরত দেয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: এটি ২৫২0 (অনুবাদে ২৫১২) নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২৭)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ قُتِلَ نَفَرٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى ذَكَرُوا رَجُلًا فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ أَوْ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا قَالَ لِي يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُمْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ فَقُمْتُ فَنَادَيْتُ فِي النَّاسِ

২৫২৭. উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধে একটি দল নিহত হলে লোকেরা বলতে লাগলো, অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। এভাবে তারা এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বললো, অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, কখনো নয়। আমি তাকে (গনীমতের মাল থেকে) একটি আবা (এক ধরণের পোষাক) আত্মসাৎ করার কারণে আগুনে জ্বলতে দেখেছি।” তিনি বললেন, হে ইবনু খাত্তাব, দাঁড়াও এবং লোকদের মাঝে ঘোষণা দাও যে, জান্নাতে মু’মিন ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না।”ফলে আমি দাঁড়িয়ে লোকদের মাঝে তা ঘোষণা করতে লাগলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: মুসলিম, ঈমান ১১৪। এছাড়াও, আবী আওয়ানাহ ১/৪৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৪৯, ৪৮৫৭ তে। ((তিরমিযী, সিয়ার ১৫৭৪; বাইহাকী, ৯/১০১। - আরনাউত্বের তাহক্বীক্ব ইবনু হিব্বান, নং ৪৮৪৯ এর টীকা হতে।-অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২৮)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ

২৫২৮. আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “গণীমতের মাল আত্মসাৎকারী পেলে তোমরা তাকে মারধর করবে এবং তার সমস্ত মালামাল জ্বালিয়ে দেবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, সালিহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু যায়িদাহ’র দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আহমাদ ১/২২; আবূ দাউদ, জিহাদ ২৭১৩; তিরমিযী, হুদূদ ১৪৬১; ইবনু মানসূর নং ২৭২৯; ইবনু আবী শাইবা ১০/৫২ নং ৮৭৩৯ ও ১২/৪৯৬-৪৯৭ নং ১৫৩৮৯; ইবনু আদী, আল কামিল ৪/১৩৪১, ১৩৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫২৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتِبُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَهْبَ وَلَا إِغْلَالَ وَلَا إِسْلَالَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْإِسْلَالُ السَّرِقَةُ

২৫২৯. কাছির ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আওফ তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “(মাল-সম্পদ) লুণ্ঠন করা যাবে না, আত্মসাৎও করা যাবে না, আবার গোপনে চুরি করাও যাবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করবে, তা নিয়েই সে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কাছীর এর কারণে। তাখরীজ: ইবনু আদী, আল কামিল ৬/২০৮০; তাবারাণী, কাবীর ১৭/১৭-১৮ নং ১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩০)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ أَرْطَاةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ لَقَطَعْتُهَا

২৫৩০. জুনাদাহ ইবনু উমাইয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যদি বুসর ইবনু আরতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে একথা বলতে না শুনতাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "যুদ্ধে থাকাবস্থায় হাত কাটা যাবে না।"- তবে অবশ্যই আমি তা কেটে দিতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/১৮১; তিরমিযী, হুদূদ ১৪৫০; আল কামিল ২/৪৩৯; ইবনুল কানি' , মু'জামুস সাহাবাহ, নং ৮১; অপর সহীহ সনদে আবূ দাউদ, হুদূদ ৪৪০৮; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১০৪; ইবনুল আছীর, আসদুল গাবাহ ১/২১৪; ইবনুল কানি' , মু'জামুস সাহাবাহ, নং ৮১। আরও দেখুন, নাসবুর রায়াহ ৩/৩৪৪; আল ইসাবাহ ১/২৪৩-২৪৪; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ১৮১৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩১)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَهَلَّا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعِرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبِطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَلُوهُ

২৫৩১. আবী হুমায়দ সা'ঈদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করেন। যখন সে কর্মচারী তার কাজ (যাকাত আদায়) শেষ করে ফিরে আসলো, তখন সে বললোঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এগুলো আপনাদের জন্য এবং এগুলো আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তুমি তোমার পিতা- মাতার গৃহে বসে থেকে দেখতে যে, তোমাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কি-না? "অত:পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিকালের সালাত শেষে

মিম্বারের উপর দাঁড়ালেন এবং শাহাদতের বাক্য উচ্চারণ করে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা ও গুণগান আদায়ের পর বললেনঃ “অত:পর, আমি যাকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে পাঠাই, তার কী হলো যে, সে ফিরে এসে বলে, ‘এই মাল তোমাদের এবং এইগুলি আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে?!’ সে তার পিতা-মাতার গৃহে বসে থেকে দেখলো না কেন যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন, সেই মহান সত্তার কসম! তোমাদের কেউ (যাকাতের সম্পদ হতে) কোনো জিনিস আত্মসাৎ করলে অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে তা তার কাঁধে বহন করে নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি তা উট হয়, তবে সে উট গরগর করে আওয়ায করতে থাকবে। যদি গাভী হয়, তবে সেটি হাম্বা-হাম্বা ডাক দিতে দিতে আসবে। আর যদি বকরী হয়, তবে সেটিও ডাকতে থাকবে। আমি কি (তোমার হুকুম) পৌছে দিয়েছি ?” আবূ হুমাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর তিনি তাঁর দু'হাত এত উপরে উঠালেন যে, এমনকি আমরা তাঁর উভয় বাহুমুলের লোমগুচ্ছ দেখতে পেলাম। আবূ হুমাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমার সাথে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছেন। ফলে তোমরা তাঁকে সেটি জিজ্ঞেস করে দেখ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ১৭১১ (অনুবাদে ১৭০৬) নং এ গত হয়েছে। ((বুখারী, জুমু'আহ ৯২৫, হিয়াল (কুটকৌশল) ৬৯৭৯; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৩২; আবূ দাউদ, ইমারাহ ২৯৪৬; আহমাদ ৫/২২৭-, ২৮৫, ৪২৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৫১৫; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৬৩ তে।- অনুবাদ ১৭০৬ নং এর টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩২)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنٍ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا

২৫৩২. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, যুইয়াযান-এর শাসক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একটি পোশাক হাদীয়া দিয়েছিলেন যা তিনি ত্রেত্রিশটি উট কিংবা তেত্রিশটি উটনীর বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। অত:পর তিনি সেটি গ্রহণ করেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৪১৮ তে। এছাড়াও, তাহাবী, শারহু মুশকিলিল আছার নং ৪৩৪৪, ৪৩৪৫। ((আবু দাউদ, লিবাস, ৪০৩৪; আহমাদ ৩/২২১।– ফাতহুল মান্নান হা/২৬৫৩ এর টীকা হতে।- অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَعَثَ صَاحِبُ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا

২৫৩৩. আবূ হুমাইদ সা'ঈদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়লা নগরীর শাসনকর্তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি চিঠি পাঠান এবং তাঁকে একটি সাদা খচ্চর ও চাদর হাদিয়া দেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সেখানকার শাসনকর্তারূপে বহাল থাকার) লিখিত নির্দেশ দেন এবং তাকে একটি চাদর হাদিয়া দেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১৩৯২; বাইহাকী, কাসামুল ফাই ওয়াল গনীমাহ ৬/৩৭২; বুখারী, ফাযাইলূল মাদীনাহ ১৮৭২, মানাকিবুল আনসার ৩৭৯১, মাগাযী ৪৪২২, যাকাত ১৪৮১; আবূ নুয়াইম, দালাইলুল নবুওয়াত ৫/২৬৬ অতি সংক্ষেপে; আহমাদ ৫/৪২৪-৪২৫; ইবনু আবী শাইবা ১৪/৫৩৯-৫৪০ নং ১৮৮৫২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩৪)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ

২৫৩৪. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমরা কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, জিহাদ ১৮১৭; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭২৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৬২১ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১২/৩৯৫ নং ১৫০০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩৫)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ عَنْ رَوْحٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ فُضَيْلٍ هُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَطْوَلُ مِنْهُ

২৫৩৫. (অপর সনদে) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে এর চেয়েও দীর্ঘ আকারে বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩৬)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ كَانَ فِي آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

২৫৩৬. আবী উবাইদ ইবনু জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশেষ যে বিষয়টি সম্পর্কে কথা বলেছেন, (তা হলো), তিনি বলেছেন: “ইয়াহুদীদেরকে হিজায হতে এবং নাজরাণের অধিবাসী (খৃস্টান)-দেরকে আরব উপদ্বীপ হতে বের করে দাও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৮৭২; মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২০৯১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৬৩ তে। এছাড়াও, তাহাবী, মুশকিলিল আছার নং ২৭৬০; বাইহাকী, জিযিয়া, ৯/২০৮; ইবনু আবী শাইবা ১২/৩৪৪-৩৪৫ নং ১৩০৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ بِأَرْضٍ كَمَا ذَكَرْتَ فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا

২৫৩৭. আবূ সা'লাবা আল খুশানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললামঃ হে আল্লাহর নবী! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা তাদের পাত্রে খায়। উত্তরে তিনি বললেনঃ "তুমি যে এলাকার কথা উল্লেখ করলে, যদি তুমি সেই এলাকায় বসবাস কর, সেক্ষেত্রে তুমি নিরুপায় না হলে তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি নিরুপায় হয়ে পড়, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, যাবাইহ ওয়াস সইদ ৫৪৭৮; মুসলিম, সইদ ওয়াস যাবাইহ ১৯৩০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৭৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَا أُعْطِي مِنْ هَذَا أَحَدًا الْيَوْمَ شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَسِمُ إِلَيَّ قَالَ عَبْد اللَّهِ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ حُمَيْدٌ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ

২৫৩৮. আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ খায়বের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি (দুর্গ অবরোধকালে দুর্গ হতে) চর্বিভর্তি একটা থলে নিচে ফেলে দিল। আমি সেটির নিকট এসে তা সংরক্ষণ করি এবং বলিঃ আজ এ হতে আমি কাউকে কিছু দেব না। রাবী বলেনঃ হঠাৎ দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছেন। (এতে আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম।)[1] আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আশা করি যে, হুমাইদ আব্দুল্লাহ হতে শুনেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবু দাউদ, জিহাদ ২৭০২; বাইহাকী, দালাইলুল নবুওয়াত ৪/২৪১; মুসলিম, জিহাদ ওয়াস সিয়ার ১৭৭২; বুখারী, ফারযুল খুমুস ৩১৫৩, ,

যাবাইহ ওয়াস সইদ ৫৫০৮; আহমাদ ৪/৮৬ ও ৫/৫৬; নাসাঈ, যহায়া ৭/২৩৬; ইবনু আদী, আল কামিল ২/৬৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৩৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بَجَالَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

২৫৩৯. বাজালাহ হতে আমর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাজার' নামক স্থানের অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জিযিয়া, ৩১৫৬; তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৮৬০, ৮৬১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تُحَدِّثُ أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ

২৫৪০. উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন। অত:পর বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার সহোদর ভাই (‘আলী) হুবাইরার অমুক পুত্রকে হত্যা করার সংকল্প করেছে, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উম্মু হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: এটি ১৪৯৪ (অনুবাদে ১৪৮৯, ১৪৯০) নং এ গত হয়েছে। ((বুখারী ১১৭৮; মুসলিম ৭২১- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مُعَيْزٍ السَّعْدِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أُسْفِرُ فَرَسًا لِي مِنَ السَّحَرِ فَمَرَرْتُ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الشُّرَطَ فَأَخَذُوهُمْ فَجِيءَ بِهِمْ إِلَيْهِ فَتَابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُوَاحَةَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالُوا لَهُ تَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَتَلْتَ هَذَا فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ دَخَلَ هَذَا وَرَجُلٌ وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَا لَهُ تَشْهَدُ أَنْتَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ

২৫৪১. ইবনু মুয়াইয আস সা'দী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার একটি ঘোড়াকে গাছ-পালা থেকে (পাতা) খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে বের হলাম। এরপর বনী হানীফদের একটি মসজিদ অতিক্রম করছিলাম। তখন আমি তাদের বলতে শুনলাম, তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুসালামাহ আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ফিরে এসে বিষয়টি তাকে জানালাম। তখন তিনি পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে তাদেরকে তার নিকট ধরে আনলেন। এরপর লোকেরা তাওবা করল এবং তাদের পুর্বের বক্তব্য হতে প্রত্যাবর্তন করল। ফলে তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিলেন।
এরপর আব্দুল্লাহ ইবনু নুওয়াহাহ নামক তাদের এক লোকের নিকট এসে তিনি তাকে হত্যা করলেন। তখন তারা তাকে বললো, আপনি তো ঐ লোকগুলিকে ছেড়ে দিলেন কিন্তু একে মেরে ফেললেন যে? তখন তিনি বলেন আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসে ছিলাম। তখন হঠাৎ এ ব্যক্তি ও মুসায়লামার দু'জন দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিটক প্রবেশ করলো। তখন দু'জন দূতকে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করেনঃ "তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল?"

তখন তারা দু’জন জবাবে বলল, আমরা তো সাক্ষ্য দিই যে, মুসায়লামাহ আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বললেন, “আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। যদি আমি দূতদেরকে হত্যা করতাম, তবে অবশ্যই আমি তোমাদেরদু‘জনের শিরশ্ছেদ করতাম।” (রাবী বলেন) এজন্যই আমি একে হত্যা করলাম। আর তিনি নির্দেশ দিলে তাদের মসজিদসমূহ ধ্বংস করে দেওয়া হলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৫০৯৭, ৫২২১, ৫২৪৭, ৫২৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৭৮, ৪৮৭৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৬২৯ তে। ((আবূ দাউদ, জিহাদ ২৭৬১; আহমাদ ৩/৪৮৭-৪৮৮ সহীহ সনদে।– ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৫০৩ এর টীকা।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

২৫৪২. আবী বাকরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি অসময়ে (তার চুক্তির মেয়াদের মধ্যে কিংবা যে সময়সীমার মধ্যে তাকে হত্যা করা জায়িয ছিল তা ব্যতীত) কোনো যিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ (কাফির) ব্যক্তিকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেবেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৮১, ৪৮৮২, ৭৩৮২, ৭৩৮৩ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৫৩০, ১৫৩১, ১৫৩২ তে। ((আবূ দাউদ, জিহাদ ২৭৬০; আহমাদ ৫/৩৬, ৩৮, ৪৬, ৫০, ৫১; তায়ালিসী ৮৭৯; নাসাঈ, কাসামাহ ৮/২৪-২৫; হাকিম ২/১৪২; হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা বজায় রেখেছেন।–আল ইহসান, শাইখ আরনাউত্বের টীকা হা/৪৮৮১ হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ فَأُسِرَ وَأُخِذَتْ الْعَضْبَاءُ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي وَثَاقٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَأْخُذُونِي وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ وَقَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَاسْقِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَاجَتُكَ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ فُدِيَ بِرَجُلَيْنِ فَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَذَهَبُوا بِهِ فِيهَا الْعَضْبَاءُ وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا قَالَ أَبُو مُحَمَّد ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً إِبِلُهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَتْ الْمَرْأَةُ وَقَدْ نُوِّمُوا فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلَّا رَغَا حَتَّى أَتَتْ الْعَضْبَاءَ فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ تَوَجَّهَتْ قِبَلَ الْمَدِينَةِ وَنَذَرَتْ لَئِنْ اللَّهُ نَجَّاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عُرِفَتْ النَّاقَةُ فَقِيلَ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَتْ الْمَرْأَةُ بِنَذْرِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا أَوْ بِئْسَمَا جَزَتْهَا إِنْ اللَّهُ نَجَّاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

২৫৪৩. ইমরান ইবন হুসায়ন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আযবা উটনীটি ছিল বনূ 'আকীলের' জনৈক ব্যক্তির। একবার সে ব্যক্তিকে বন্দী করা হলো এবং আযবাকে পাকড়াও করা হলো। অত:পর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসলেন। সে ছিলো বন্দী অবস্থায়।

তখন সে বলেঃ হে মুহাম্মদ! তুমি আমাকে এবং হাজীদের কাফিলার আগে গমনকারী (এ উট)-কে কেন পাকড়াও করলে? অথচ আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "যখন তোমার ব্যাপারটি তোমার অধিকারে ছিলো, তখন যদি তুমি এ কথাটি বলতে, তাহলে তুমি পূর্ণ কামিয়াব ও সফলকাম হতে।"

অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "আমি তোমাকে তোমাদের মিত্র (গোত্র ছাকীফ)-এর অপরাধের কারণে গ্রেফতার করেছি।"

(এর কয়েকদিন পূর্বে) সাকীফ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন সাহাবীকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। আর এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গাধার পিঠে চড়ে আসলেন এবং তাঁর গায়ে একটি চাদর জড়ানো ছিলো। এমন সময় সে (লোকটি)

বলে উঠলো, হে মুহাম্মদ! আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে খাবার দিন! আমি পিপাসার্ত, আমাকে পান করতে দিন!

(জবাবে) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "এটাই হলো তোমার প্রয়োজন ও চাহিদা!"

পরে এক সময় (যে দু'জন মুসলিম বনী সাকীফের হাতে বন্দী হয়েছিল সেই) দু'জন লোকের বিনিময়ে এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযবাকে বাহন হিসেবে রেখে দেন।

অত:পর একবার মুশরিকরা মদীনার উপকণ্ঠে হামলা চালিয়ে আযবা উটনীকে (চুরি করে) নিয়ে যায়। তারা ফিরে যাওয়ার সময় একজন মুসলিম নারীকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

যখন তারা (কোথাও) অবতরণ করতো, তখন তাদের উটগুলিকে (রাতের বেলায়) তাদের আশপাশে - আবূ মুহাম্মদ বলেন, এরপর তিনি (বর্ণনাকারী) একটি বাক্য উচ্চারণ করল'[1]- (অর্থাৎ বিশ্রামের জন্য ছেড়ে রাখত)। এরপর তারা এক রাতে ঘুমিয়ে থাকার সময় সে মহিলা উঠে দাঁড়ায় (যাতে পালিয়ে যেতে পারে)। কিন্তু সে কোন উটের (কাছে গিয়ে) গায়ে হাত রাখলেই সে শোরগোল বাধিয়ে দিতে লাগলো। অবশেষে সে মহিলা আযবা উটনীর কাছে আসলো। (প্রকৃতপক্ষে) সে মহিলা একটি অনুগত এবং প্রশিক্ষিত (অভিজ্ঞ) উটের নিকটেই আসলো। তখন সে তার উপর সওয়ার হয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলো এবং এরূপ মানত করলো যে, যদি আল্লাহ্ তাকে নাজাত দেন, তবে সে এটি (আযবা উটনী)-কে কুরবানী করবে।তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর সে মহিলা যখন মদীনায় পৌছলো, তখন সে উটনীটিকে চেনা গেলো; ফলে লোকেরা বলতে লাগলো যে, '(এটি তো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটনী। তখন তারা সেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে এলো। এবং মহিলাটি তার মানত সম্পর্কে তাঁকে জানালো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "উটনীটিকে তুমি কতই না মন্দ প্রতিদান দিতে চেয়েছ! – কিংবা তুমি একে কতই না অসম্মান করলে! আল্লাহ্ তা'আলা কি এজন্য একে নাজাত দিয়েছেন যে, তুমি এটিকে কুরবানী করবে? জেনে রাখ, আল্লাহর নাফরমানীমুলক বিষয়ে এবং বনূ আদম যার মালিক নয়, এমন বিষয়েও যে মানত করা হয়, তা পূরণ করার প্রয়োজন নেই।"[2]

[1] (মুসলিমে রয়েছে-'বিশ্রাম দিত'। এটি হলো সেই বাক্য'যা আবু মুহাম্মদ শুনতে পাননি।–মুহাক্কিক্বের টীকা)

[2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, নুযূর ১৬৪১। আর এর তাখরীজ গত হয়েছে ২৩৮২ (অনুবাদে ২৩৭৩) নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪৪)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى بِأَرْبَعٍ

حَتَّى صَهَلَ صَوْتُهُ أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

২৫৪৪. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু–কে প্রেরণ করেন তখন আমি ‘আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গে ছিলাম। আর (কুরবানীর দিন মিনায়) তিনি চারটি বিষয়ের ঘোষণা দিতে থাকেন, এমনকি তাঁর কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যায়- (তা এই) যে, তোমরা জেনে রাখো, মুসলিম ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর এ বছরের পর থেকে আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তিও (আল্লাহর) ঘরের তাওয়াফ করতে পারবে না। আর যার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি (বা অঙ্গীকার) রয়েছে, তার জন্য নির্ধারিত অবকাশ রয়েছে চার মাস পর্যন্ত। আর যখন চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবেন এবং তাঁর রাসূলও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উত্তম। তাখরীজ: বুখারী ৩৬৯; মুসলিম ১৩৪৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৮২০ তে। এটি গত হয়েছে ১৪৭০ ও ১৯৬০ তে। এছাড়াও, তাহাবী, শারহু মুশকিলিল আছার নং ৩৫৯৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَا نُقِرُّ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوهُ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ بِسِلَاحٍ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يُخْرِجَ مِنْ أَهْلِهَا أَحَدًا أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ

أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ

২৫৪৫. বারা ইবনু আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাহ'র উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কা প্রবেশের জন্য ছেড়ে দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে এই শর্তে তাদের সঙ্গে ফয়সালা করলেন যে, তিনদিন সেখানে অবস্থান করবেন। সন্ধিপত্র লিখতে গিয়ে তারা (মুসলিমরা) লিখলেন, এ সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' তারা (মুশরিকরা) বলল, 'আমরা তো এটি (তাঁর রিসালাত) স্বীকার করি না। আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহলে তো আপনাকে আমরা বাধা-ই দিতাম না। তবে আপনি হলেন, 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল এবং 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।'
অতঃপর তিনি আলীকে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ' শব্দটি মুছে দাও। তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর কসম, আমি তাঁকে কখনোই মুছব না।' আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন চুক্তিপত্রটি নিলেন এবং তিনি সুন্দর করে লিখলেন না। তিনি 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের' স্থলে লিখলেন, 'এ সন্ধিপত্র মুহাম্মদ ইবনু 'আবদুল্লাহ্ সম্পন্ন করেন: খাপবদ্ধ তরবারী ব্যতীত আর কোনো অস্ত্র নিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন না। মক্কাবাসীদের কেউ তাঁর অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে যেতে চাইলে তিনি তাকে বের করে নিবেন না। আর তাঁর সঙ্গীদের কেউ মক্কায় থাকতে চাইলে তাঁকে বাধা দিবেন না।' তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা এসে আলীকে বলল, 'তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান হতে বের হয়ে যেতে বল। কেননা নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জাযাইস সাইদ, ১৮৪৪, ২৬৯৯; মুসলিম, জিহাদ ওয়াস সিয়ার ১৭৮৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ১৭০৩, ১৭১৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৬৯, ৪৮৭৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَانِ مِنْ الطَّائِفِ فَأَعْتَقَهُمَا أَحَدُهُمَا أَبُو بَكْرَةَ

২৫৪৬. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তায়িফ হতে দু'জন দাস চলে আসলে তিনি তাদের উভয়কে মুক্তি দেন, আর তাদের একজনকে মুক্ত করেন আবী বাকরাহ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ'র কারণে। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ২৫৬৪ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭৩৫৯, ৭৩৬০, ৭৩৬৩, ৭৩৬৪ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১২/৫১১ নং ১৫৪৪৪, ১৪/৫০৯ নং ১৮৮০১; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৮০৭; বাইহাকী, জিযইয়া ৯/২৩০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪৭)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَبْجَلَهُ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَنَزَفَهُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ تُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَتُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ يَسْتَعِينُ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ قَتْلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ

২৫৪৭. জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাবের যুদ্ধের দিন সা'দ ইবনু মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন। এতে তাঁর বাহুর প্রধান রগটি কেটে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগুনের সেক দিয়ে (তাঁর রক্তক্ষরণ বন্ধ করে) দেন। পরে তার হাত ফুলে যায়। পরে পুনরায় রক্তক্ষরণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। আবার তিনি তাকে সেঁক দিয়ে (তার রক্তক্ষরণ বন্ধ করে) দেন। এরপর পুনরায় তার হাত ফুলে যায়। সা'দ যখন এ অবস্থা দেখলেন, তখন দু'আ করলেন, হে আল্লাহ ! (ইয়াহুদী গোত্র) বনী কুরাইযার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না করে তুমি আমার প্রাণ হরণ করো না। সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। একটি ফোটাও আর তার রক্ত পড়েনি।

অবশেষে বনী কুরাইযা তার ফায়সালানুসারে (দুর্গ হতে) অবতরণ করে। এই বিষয়েই তার কাছে ফায়সালার জন্য লোক প্রেরণ করা হয়েছিল। তখন তিনি ফায়সালা দেন যে, এদের পুরুষদের হত্যা করা হবে এবং মেয়েদের ও সন্তানদের জীবিত রাখা হবে। তাদের মাধ্যমে মুসলিমরা কাজ নিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এদের বিষয়ে তুমি মহান আল্লাহর (ইচ্ছামাফিক) ফায়সালায় উপনীত হয়ে পেরেছ।তাদের (বনী কুরাইযার পুরুষদের) সংখ্যা ছিল চারশ'। এদের হত্যা করা শেষ হলে তার (সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর) আঘাতপ্রাপ্ত রগটি পুনরায় ফেটে যায় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি মুসলিমে সংক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭৮৪ তে। এছাড়াও, তাহাবী, মুশকিলিল আছার নং ৩৫৭৯; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৩/২/৮; বাইহাকী, দালাইলুল নবুওয়াত ৪/২৮; ইবনু কাছীর, বিদা'আ ৪/১২২। ((আহমাদ ৩/৩৫০; তিরমিযী, সিয়ার ১৫৮২; নাসাঈ, কুবরা৫/২০৬-২০৭ নং ৮৬৭৯; মুসলিম, সালাম নং ২২০৮।– ফাতহুল মান্নান হা/২৬৬৮।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاقِفًا بِالْحَزْوَرَةِ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

২৫৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আদী ইবনু হামরা আয যুহুরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর সাওয়ারীর উপর 'হাযওয়ারাহ' নামক স্থানে (মদীনার একটি বাজার) দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেছি। আর তিনি বলছিলেন: "আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর যমীনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আল্লাহর নিকট আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আর যদি আমাকে তোমার থেকে বের করে না দেওয়া হতো, তবে আমি কখনোই (তোমার থেকে) বের হতাম না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭০৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১০২৫ তে। ((তিরমিযী, মানাকিব ৩৯২৫; নাসাঈ, কুবরা৪২৫২, ৪২৫৩; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ৩১০৮; হাকিম ২/১৩৭...।–ফাতহুল মান্নান হা/২৬৬৯ এর টীকা হতে। -অনুবাদক)) আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা হতে আমরা যর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী ৫৯৫৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৪৯)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

২৫৪৯. ‘আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমরা মৃতদের গালি দিও না। কারণ, তারা তো আপন কর্মফলের দিকে এগিয়ে গেছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জানাইয ১৩৯৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩০২১ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৯৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

২৫৫০. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ (মক্কা) বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই, রয়েছে কেবল জিহাদ এবং নিয়ত। সুতরাং যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে।” [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, সাইদ ওয়ায যাবাইহ ১৮৩৪; মুসলিম, হাজ্জ ১৩৫৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৫৯২, ৪৮৬৫ তে। এছাড়াও, বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২৬৩৬। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বুখারী মুসলিমের সম্মিলিতভাবে বর্ণিত; আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৯৫২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫১)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَوْفٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هِنْدٍ الْبَجَلِيِّ وَكَانَ مِنْ السَّلَفِ قَالَ تَذَاكَرُوا الْهِجْرَةَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ ثَلَاثًا وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

২৫৫১. আবী হিন্দ আল বাজালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন পূর্বসূরীদের (সালফে সলেহীনদের) একজন। তিনি বলেন, তারা মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে জিহাদ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলেন, আর তখন তিনি ছিলেন বিছানাগত। তখন তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না"– একথা তিনবার (বললেন)। "আর সূর্য যে পর্যন্ত পশ্চিম আকাশে উদিত না হয় সে পর্যন্ত তাওবার দরজা বন্ধ হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও এর শাহিদ হাদীসগুলি উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৭১ তে। এছাড়াও, নাসাঈ, কুবরা নং ৮৭১১; তাহাবী, মুশিকিলিল আছার নং ২৬৩৪; তাবারাণী, কাবীর ১৯/৩৮৭ নং ৯০৭; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৭। ((আহমাদ ৪/৯৯; আবু দাউদ, জিহাদ২৪৭৯।–ফাতহুল মান্নান নং ২৬৭২।–অনুবাদক)) এর সহীহ শাহিদ হাদীস রয়েছে ওয়াক্বদান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৬৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫৭৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ

২৫৫২. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি হিজরাত না থাকত, তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হদীসটি সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, মানাকিবুল আনসার ৩৭৭৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩১৮, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭২৬৯ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২২৯২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫৩)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ أَوْ أَوْبَقَهُ

২৫৫৩. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দশজন ব্যক্তির উপর নিযুক্ত আমির বা শাসককেও কিয়ামত দিবসে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যখন তার হাত তার কাঁধের সাথে শৃংখলিত থাকবে। সত্য বা ন্যায়পরায়নতা তাকে মুক্তি দিবে অথবা, তাকে বন্দী করে রাখবে।” [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৫৭০, ৬৬১৪, ৬৬২৯ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭০৭৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৫৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা, জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারে রূপ নেবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৭৬ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৫৮০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫৫)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

২৫৫৫. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে পাপাচারী লোকের দ্বারা সাহায্য করবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ৩০৬; মুসলিম, ঈমান ১১১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৫১৯ তে। এছাড়াও, আবূ আওয়ানা ১/৪৬; তাবারাণী, সগীর ১/১২১; বাইহাকী, দালাইলুন নুবুওয়াত ৪/২৫৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُحَيّ الْهَوْزَنِيّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ الْحَرَازُ قَبِيلَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ

২৫৫৬. মুআবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেনঃ "জেনে রাখ! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে-কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসারা)-গণ বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে, আর এ মিল্লাতের লোকগণ অদূর ভবিষ্যতে তিহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। বাহাত্তর ফিরকা হবে জাহান্নামী, আর এক ফিরকা হবে জান্নাতী; আর তারা ঐ জামাআতভূক্ত, যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/১০২; আবূ দাউদ, সুন্নাহ ৪৫৯৭; তাবারাণী, মুসনাদুশ শামিয়্যিন নং ১০০৫, ১০০৬; কাবীর ১৯/৩৭৬ নং ৮৮৪; হাকিম ১/১২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫৭)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ

أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

২৫৫৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি স্বীয় আমীরের নিকট থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন এতে ধৈর্যধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে, নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হবে জাহিলি মৃত্যুর ন্যায়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফিতান ৭০৫৩; মুসলিম, ইমারাহ ১৮৪৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৪৭ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, তাবারাণী, কাবীর ১২/১৬১ নং ১২৭৫৯; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৭৪৯৭; কিতালু আহলুল বাগী ৮/১৫৭; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১৯/৪৭; আরও দেখুন, ইবনু আবী আসিম, আস সুন্নাহ নং ১১০১ ও ইরওয়াউল গালীল নং ২৪৫৩ ও সুনানি ওয়াল আসার নং ১৬৫২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

২৫৫৮. আবূ মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ আওয়ানা ১/৫৮; তাবারাণী, কাবীর ৭/১৬ নং ৬২৪২, ৬২৫১; আহমাদ ৪/৪৬, ৫৪; ইবনু আবী শাইবা ১০/১২১ নং ৮৯৭৯; মুসলিম, ঈমান, ৯৯; বুখারী, কাবীর ৪/১৪৯; আরও দেখুন, নাসবুর রায়াহ ৪/৩৪৮ ও ফাতহুল বারী ১৩/২৪। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার হতে যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন; আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮২৭ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবূ মুসা হতে যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন; আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২৬১, ৭২৯২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৫৯)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ

২৫৫৯. মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা তাঁর নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিগনের উপস্থিতিতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি বলতে শুনেছি যে, (খিলাফত ও) শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে, যত দিন তারা দ্বীন কায়েমে লেগে থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ্ তাকে অধোঃমুখে নিক্ষেপ করবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, মানাকিব ৩৫০০, আহকাম ৭১৩৯; বাইহাকী, কাসামাহ ৮/১৪১, দালাইলুন নুবুওয়াত ৫/৫২১; আহমাদ ৪/৯৪; তাবারাণী, কাবীর ৯/৩৩৮ নং ৭৮০; আহমাদ ৪/৪৬, ৫৪। আরও দেখুন, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস নং ৫৫৮৯, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস ৩৬৪৪, ৪০৩২, আবী বারযাহ'র হাদীস নং ৩৬৪৫ ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস ৫০২৪ আমরা যা একত্র করেছি এবং পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

২৫৬০. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুরাইশ, আনসার, মুযায়নাহ, জুহায়নাহ, আসলাম, গিফার এবং আশজা' গোত্রগুলোর জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কোন আপন জন নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। আর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মানাকিব ৩৫০৪, ৩৫১২,; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩৮৫৩; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৫২০; ইবনু আবী শাইবা ১২/১৬২,১৯৭ নং ১২৪২০, ১২৫২৭; আহমাদ ২/২৯১, ৩৮৮, ৪৬৭; দাওলাবী, আল কুন্নী ২/১৭০; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১৪/২৭৭। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, চাইলে টীকাসহ দেখুন মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮৬৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬১)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ الْحَلِيفَيْنِ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ أَتُرَوْنَهُمْ خَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ مُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ أَتُرَوْنَهُمْ خَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ

২৫৬১. আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকরাহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “তোমাদের কি মত, যদি আসলাম, গিফার, দু’টি গোত্র আসাদ ও গাতফানের চেয়ে উত্তম হয়, তাহলে তোমাদের ধারণা মতে তারা (আসাদ ও গাতফান) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, নিশ্চিতই এরা (আসলাম-গিফার) তাদের (আসাদ- গাতফান) চাইতে অনেক উত্তম।” তিনি বললেন: “মুযাইনা এবং জুহাইনা গোত্রদ্বয় তামীম, আমের ইবনু সা’সা’আ গোত্রের চেয়ে উত্তম হয়, তাহলে তোমাদের ধারণা মতে তারা (মুযাইনা এবং জুহাইনা) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, নিশ্চিতই এরা (মুযাইনা এবং জুহাইনা) তাদের (তামীম, আমের ইবনু সা’সা’আর) চাইতে অনেক উত্তম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মানাকিব ৩৫১৫, ৩৫১৬,; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৫২২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭২৯০ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১২/১৯৬ নং ১২৫২৫ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬২)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ

২৫৬২. আবী যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আসলাম গোত্রকে নিরাপত্তা দান করেছেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/১৪৭-১৪৮; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৫১৪; আবূ নুয়াইম, যিকরু আখবারু আসবাহান ২/২২৪; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৫/৪২৬। আমরা এর বিস্তারিত তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭১৩৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬৩)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

২৫৬৩. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আসলাম গোত্রকে নিরাপত্তা দান করেছেন। আর উসায়্যাহ গোত্র আল্লাহ ও তার রাসুলের নাফরমানী করেছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। আর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মানাকিব ৩৫১৩; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৫১৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭২৮৯ তে। এছাড়াও, বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩৮৫১, ৩৮৫২; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৬/১৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لِشَرِيكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً وَجِدَّةً

২৫৬৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “ইসলামে (অবৈধ) চুক্তি বা প্রতিজ্ঞার কোন স্থান নেই। আর জাহিলী যুগের

শপথের মাঝে ভাল উদ্দেশ্যে যে ওয়াদা ও চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, ইসলাম তাকে আরো শক্তিশালী ও উজ্জীবিত করে দিয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৩৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৭০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২০৬১ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৯০২ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে জুবাইর ইবনু মুতঈম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৭১, ৪৩৭২ ও নাসিখুল কুরআন ওয়াল মানসূখাহ পৃ: ৭২ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে কাইস ইবনু আসিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩৬৯ ও মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২/৩৩০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَكَانَ أَنَسٌ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ نَعَمْ

২৫৬৫. শু’বাহ (রহঃ) বলেন, আমি মু’আবিয়া ইবনু কুররাহ (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কি বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নু’মান ইবনু মুকার্রিন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন, “কোন কাওমের বোনের পুত্র সে কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত”? তিনি বলেন, হাঁ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফারযিল খুমুস ৩১৪৬; মুসলিম, যাকাত ১০৫৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩০০২, ৩২০৭, ৩২২৯, ৩২৩০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৫০১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬৬)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

২৫৬৬. কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ তার পিতা হতে, তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কোন কাওমের গোলাম সে কওমেরই অন্তর্ভূক্ত; আবার কোনো কওমের (মৈত্রিচুক্তিতে আবদ্ধ) মিত্র সেই কওমেরই অন্তর্ভূক্ত; আবার কওমের বোনের পুত্র সে কওমেরই অন্তর্ভুক্ত।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহবিন আমর ইবনু আওফ এর দুর্বলতার কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: তাবারানী, কাবীর ১৭/১২ নং ২। দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৬১, ৯৬২ হাদীসগুলি। আরও দেখুন, নাসবুর রায়াহ ৪/১৪৮-১৪৯ ও তালখীসুল হাবীর ৪/২১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬৭)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

২৫৬৭. 'আমর ইবনে খারিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (আরোহী) উটের নিচে অবস্থান করছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে তার পিতা বলে দাবী করে (পরিচয় দেয়) অথবা নিজের মনিবকে বাদ দিয়ে অপরকে মনিব বলে পরিচয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার নফল বা ফরয কোন কিছুই কবুল করা হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫০৮ তে। ((তিরমিযী ২১২১; ইবনু মাজাহ, ওয়াসা'ইয়া ২৭১২; নাসায়ী ৩৬৪১, ৩৬৪২, ৩৬৪৩; আহমাদ ১৭২১০, ১৭৬১৫, ১৭৬২১। - অনুবাদক)) সংযোজনী: এছাড়াও, তাবারাণী, কাবীর ১৭/৩২-৩৩ নং ৬০; ইবনু মাজাহ, ওয়াসায়া ২৭১২; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ নং ৭২৪; দারুকুতনী ৪/১৫২-১৫৩; বাইহাকী, ওয়াসায়া ৬/২৬৪; ইবনু আবী আসিম, আহাদ ওয়াল মাছানী নং ৭৮৬, ২৪৮১; সাঈদ ইবনু মানসুর নং ৪২৮; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৪৯ নং ১০৭৬৬; আব্দুর রাযযাক, নং ১৬৩০৬। আমি এটি তাখরীজ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭১৯৮ তে। ((এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী, জিযইয়া নং ২১৭২ তে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

২৫৬৮. সা'দ এবং আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তাঁরা দু'জন বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে, জান্নাত তার জন্য হারাম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, মাগাযী ৪৩২৬, ৪৩২৬; মুসলিম, ঈমান ৬৩। এটি সামনে ২৯০২ তে আসছে, সেখানে তাখরীজ দেখুন। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৫, ৪১৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৬৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

২৫৬৯. নু'মান ইবনু বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার মর্যাদা ও দীন রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে হারামে লিপ্ত হয়ে পড়বে; এর উপমা সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু (বাদশাহ্‌র) সংরক্ষিত চারণভুমির আশে পাশে (চরায়), অচিরেই সে সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ, প্রত্যেক বাদশাহ্‌রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আর আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত এলাকা হলো

তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেটি হল কলব।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ৫২; মুসলিম, মাসাকাহ ১৫৯৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭২১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৪৩, ৯৪৭ তে। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শারহু সহীহ মুসলিম ৪/১১০ বলেন: “এ হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়া, এর বহু (ফায়িদাহ) উপকারীতার ব্যাপারে আলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর ইসলাম যে সকল মুলবিষয়গুলির উপর কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, সে সকল হাদীসের অন্যতম এটি। আলিমগণের একটি দল বলেন: এটি ইসলামের এক তৃতীয়াংশ, এটি এবং অপর হাদীস: ‘প্রত্যেকটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল’ এবং অপর একটি হাদীস: ‘কোনো ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো তার অপ্রয়োজনীয় কাজ বর্জন করা।’ (এক তিনটি হাদীস) কে কেন্দ্র করেই ইসলাম আবর্তিত হয়। আবী দাউদ সিজিসতানী বলেন: (ইসলাম) চারটি হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। উল্লিখিত তিনটি এবং চতুর্থ হাদীসটি: ‘তোমাদের কেউ মু’মিন হবে না, যতক্ষণ না তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।’ আবার বলা হয়: (চতুর্থ) হাদীস: “দুনিয়ার বিষয়ে নিরাসক্ত হও, তবে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর মানুষের হাতে যা রয়েছে তা থেকে নিরাসক্ত হও, তবে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।’ আলিমগণ বলেন: এর শ্রেষ্ঠ অবস্থানের কারণ এতে তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দিয়েছেন খাবার গ্রহণকারী, পানকারী, পোশাক পরিধানকারী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সংশোধনীর সম্পর্কে। তার উচিত সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করা। কেননা, এটিই তার দীন ও দুনিয়াবী বিষয়ের সুরক্ষার মাধ্যম।...” বাকী আলোচনা দেখুন, ফাতুহল বারী ১/১২৬ ও এর পরবর্তীতে এবং জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম পৃ: ৬৩-৭২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا تَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَا أَدْرِي مَا هِيَ فَقَالَ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

২৫৭০. আবীল হাওরা আস সা’দী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী হাসানইবনুলআমি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন বিষয়টি স্মরণ রেখেছেন? তিনি বললেন, একটি লোক তাঁকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলো। বিষয়টি কী ছিলো, তা আমি জানি না। তখন তিনি বললেন: “যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয় তা ছেড়ে দাও, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না, তার প্রতি (ধাবিত হও)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭৬২; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭২২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৫১২ তে। এটি গত হয়েছে ১৬৩২, ১৬৩৩, ১৬৩৪ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭১)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الزُّبَيْرِ أَبِي عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ الْفِهْرِيِّ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَابِصَةَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ ثَلَاثًا الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

২৫৭১. ওয়াবিসা ইবনু মা'বাদ আল আসাদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াবিসাকে বলেন, "তুমি আমাকে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছ?" তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, তখন তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ করে তা দ্বারা তার বুকে আঘাত করে বললেন: "হে ওয়াবিসা! তুমি তোমার নাফসকে জিজ্ঞেস কর, তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস কর।"- একথা তিনি তিনবার বললেন। "তোমার নাফস বা মন যে বিষয়ে প্রশান্তি বা নিশ্চিন্ততা লাভ করে, তোমার অন্তর যে বিষয়ের প্রতি প্রশান্ত- নিশ্চিন্ত হয়-তা-ই হলো পূণ্য। আর তোমার মন যে বিষয়ে চিন্তিত হয়, তোমার অন্তরে যা ইতস্ততবোধ বা দ্বিধা সঞ্চার করে-তা-ই হলো পাপ। লোকেরা যদি তোমাকে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়, তবে তুমি তা গ্রহণ করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। যুবাইর আবূ আব্দুস সালাম আইয়্যূব হতে শোনেননি। তবে এর শাহিদ রয়েছে কয়েকটি যা একে সহীহ তে রূপান্তরিত করে। আমি এটি তাখরীজ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৮২৪, ৮২৫ তে, এবং এখানে সেই ভূল সংশোধন করেছি যা মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫৮৬ তে আমাদের উপর আপতিত হয়েছিল। সেই মহান সত্তারই সকল প্রশংসা যিনি বিভ্রান্ত হন না, ভূলেও যান না। এর শাহিদের মধ্যে রয়েছে নাওয়াস বিন সাম'আন হতে মুসলিম, বিরর ওয়াস সুলহ ২৫৫৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭২)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

২৫৭২. আবী হুররা আর রাক্কাশী তার চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (বিদায় হাজ্জে) ‘আইয়্যামুত তাশরীক্ব’ এর মাঝামাঝি সময়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের লাগাম ধরে তাঁর নিকট হতে লোকদেরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলাম। তখন তিনি বলেন: “জেনে রাখ, জাহিলিয়া যুগের সকল সুদ বাতিল ঘোষিত হ‘ল। জেনে রাখ, আল্লাহ তা’আলা ফায়সালা করেছেন যে, সর্বপ্রথম যে সূদ বাতিল করা হবে, তা হবে আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিবের সূদ। আর তোমাদের মুলধন তোমাদেরই থাকবে, তোমরাও যুলুম করবে না, আর তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৫৬৯২, ৬৬৬০ এবং মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫৬৯ তে। এর শাহিদ রয়েছে আমর ইবনুল আহওয়াস হতে ১৫/২৬ নং ১৯০০৯; ইবনু মাজাহ, মানাসিক ৩০৫৫; আবী দাউদ, বুয়ূ ৩২৩৪; তিরমিযী, তাফসীর ৩০৮৭ তে জাইয়্যেদ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

২৫৭৩. আব্দুল্লাহ (ইবন মাসউদ) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর ও সুদ দাতা উভয়কে লা’নত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, মাসাকাহ ১৫৯৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৯৮১, ৫১৪৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭৪)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ بِحَلَالٍ أَمْ بِحَرَامٍ

২৫৭৪. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয়ই এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল উপায়ে, না হারাম উপায়ে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২০৫৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৭২৬ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, বাইহাকী, বুয়ূ ৫/২৬৪, দালাইলুন নুবুওয়াত ৬/৫৩৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৮/১৭ নং ২০৩২; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১২/৩২৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭৫)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ

২৫৭৫. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “মানুষের জন্য উত্তম খাবার হলো তার নিজের হাতের উপার্জন এবং তার সন্তান তার উত্তম উপার্জনের অন্যতম।” [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৫৯, ৪২৬০, ৪২৬০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১০৯১, ১০৯২, ১০৯৩ তে। ((আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৫২৮; নাসাঈ, বুয়ূ বাব (১); ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২১৩৭, ২২৯০; আহমাদ ৬/৩১-৪২-১২৭-১৯৩-২২০।– ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্ব দারেমী হা/২৫৩৭ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ حَتَّى إِذَا اشْرَأَبُّوا قَالَ التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رِفَاعَةَ وَإِنَّمَا هُوَ إِسْمَعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ

২৫৭৬. রিফাআ রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বাক্বী’-এর দিকে গেলেন। অত:পর তিনি বললেন, “হে ব্যবসায়ীগণ!” তারা সকলেই রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তাদের ঘাড় ও চোখ তুলে তাকাল। তিনি বললেন, “ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন ফাজির-পাপীরূপে উত্থিত করা হবে। তবে সে ব্যতীত, যে আল্লাহকে ভয় করেছে, নেক আমল করেছে এবং সত্য অবলম্বন করেছে।”[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, আবী নুয়াইম (তার বর্ণনায়) উবাইদুল্লাহ ইবনু রিফা’আহ’র নাম বলতেন, কিন্তু আসলে তিনি হলেন ইসমাঈল ইবনু উবাইদ ইবনু রিফাআহ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯১০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১০৯৫ তে। ((তিরমিযী, বুয়ূ ১২১০; ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২১৪৬; আহমাদ ৩/৪২৮-৪৪৪; হাকিম ২/৬।- ফাওয়ায আহমেদের তাহক্বীক্ব দারেমী হা/২৫৩৮ এর টীকা হতে।–অনুবাদক)) সংযোজনী: এছাড়াও, তাবারাণী, কাবীর ৫/৪৪ নং ৪৫৩৯, ৪৫৪০, ৪৫৪১, ৪৫৪৩, ৫৪৪২; তাবারী, তাহযীবুল আসার, মুসনাদে আলী নং ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫; আব্দুর রাযযাক নং ২০৯৯৯; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৪৮৪৯। ইবনু আব্বাস হতে তাবারাণী, কাবীর ১২/৬৮ নং ১২৪৯৯; তাবারী, তাহযীবুল আসার, মুসনাদে আলী নং ৯৬; ইবনু হিব্বান, আল মাজরুহীন ২/২২৪-২২৫ যঈফ সনদে। এর শাহিদ রয়েছে মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৩৮৩ ও এর পরেরগুলিতে; শুয়াবুল ঈমান নং ৪৮৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭৭)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ عَبْد اللَّهِ لَا عِلْمَ لِي بِهِ إِنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ هَذَا هُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ

২৫৭৭. আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেবর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।”[1]আমার জানা নাই যে,

হাসান আবী সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন কি-না। তিনি আরও বলেন, এ আবী হামযাহ হলেন ইবরাহীমের সঙ্গী, আর তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান ও অন্ধ ব্যক্তি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। হাসান আবী সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শোনেননি। তাখরীজ: তিরমিযী, বুয়ূ ১২০৯; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ২০২৫। এর শাহিদ রয়েছে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২১৩৯; তাবারাণী, আওসাত ৭৩৯০; দারুকুতনী ৩/৭; হাকিম ২/৬। ইবনু আবী হাতিম তার ইলালুল হাদীস নং ১১৫৬ তে বলেন: আমি আমার পিতাকে কাছীর বিন হিশাম, কুলছুম বিন জাওশান... সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার পিতা বলেন: এ হাদীস ভিত্তিহীন, কুলছুম হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আমরা বলছি: বরং এর ভিত্তি রয়েছে। আগের হাদীসটি দেখুন। আর কুলছুম বিন জাওশান সম্পর্কে: আবু হাতিম বলেন: 'হাদীস বর্ণনায় দুর্বল'। আবূ দাউদ বলেন: 'মুনকারুল হাদীস' (হাদীস বর্ণনায় অস্বীকৃত)। ইবনু হিব্বান তার মাজরুহীন ২/২৩০ বলেন: এ হলো সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত যিনি বিশ্বস্ত রাবী সূত্রে ত্রুটিপূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বিশ্বস্ত রাবী সূত্রে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেন। আর বুখারী তাকে ছিকাহ' বা বিশ্বস্ত বলেছেন। ইবনু মাঈন বলেন, তার ব্যাপারে কোনো দোষ নেই', ইবনু হিব্বান তাকে 'আস সিকাত' ৭/৩৫৬ তে উল্লেখ করেছেন। ইবনু শাহীন, তারীখ আসমাউস সিকাত নং ১১৮৩ তে বলেন, তাতে কোনো দোষ নেই'। ফলে তিনি হাদীস বর্ণনায় 'হাসান' বলে গণ্য হবে, আল্লাহই ভাল জানেন। দেখুন, হাশিয়া ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন ২/৬১; মিসবাহুয যুজাজাহ ২/১৫৭-১৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭৮)

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৫৭৮. জারীর ইবনু আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বায়'আতগ্রহণ করেছি সালাত কায়েম করার, যাকাত দেওয়ার এবং সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ৫৭; মুসলিম, ঈমান ৫৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৫০৩, ৭৫০৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৫৪৫, ৪৫৪৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮১৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৭৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي جَوْفِهِ فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ كَالظَّاهِرِ فَأَفَّفَ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ ثُمَّ قَالَ لَا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

২৫৭৯. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার বাজারের স্তূপীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়া যাচ্ছিলেন। ফলে খাদ্য শস্যের চাকচিক্য তাঁর চিত্তাকর্ষণ করল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্তূপের মধ্যে তার হাত ঢুকালেন । এরপর তিনি (তাঁর হাত) দিয়ে এমন কিছু খাদ্যশস্য বের করে আনলেন, যেগুলি (স্তুপের) উপরের অংশে ছিল না। তখন তিনি খাদ্যশস্যের মালিকের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন, অত:পর বললেনঃ “মুসলিমদের মাঝে কোনো ধোকা দেওয়া বা প্রতারণা করা যাবে না। যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমাদের দলভূক্ত নয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ইয়াহইয়া ইবনুল মুতাওয়াক্কির এর দুর্বলতার কারণে। ((এর সহীহ শাহিদ থাকায় হাদীসটি সহীহ। তাখরীজে বিস্তারিত দেখুন।–অনুবাদক)) তাখরীজ: কুদায়ী, মুসনাদুশ শিহাব, নং ৩৫১; মুসলিম, ঈমান ৫৬। আমরা এটি তাখরীজ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৪২৩ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে সহীহ মুসলিম, ঈমান ১০২ তে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৫২০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯০৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৬৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮০)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

২৫৮০. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর (বিশ্বাসঘাতকের) জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে পতাকা হবে এবং বলা হবে: এ হলো অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা (-এর পতাকা)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জিযইয়া ৩১৮৬; মুসলিম, জিহাদ ওয়াস সিয়ার ১৭৩৬; আহমাদ১/৪১১, ৪১৭, ৪৪১; বাইহাকী, সিয়ার ৯/১৪২। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং

১১০১,১২১৩, ১২৪৫ তে। আবার, এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে (বুখারী, ৩১৮৬, ৩১৮৭), আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৩৮২, ৩৫২০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮১)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ مَرَّتَيْنِ

২৫৮১. মামার ইবন আবদুল্লাহ ইবনু নাফিঈ’ আল আদাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: “অপরাধী লোক ব্যতীত কেউ গুদামজাত (মজুতদারী) করে না”- দু’বার (তিনি একথা বলেন)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক এটি ‘আন ‘আন’ শব্দে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, মাসাকাত ১৬০৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৩৬ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু সা’দ, তাবাকাত ৪/১/১০৩; ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ নং ১০৬৫; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১৪৪৭; আব্দুর রাযযাক নং ১৪৮৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

২৫৮২. উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “পণ্য আমদানীকারক ব্যবসায়ী রিযিক প্রাপ্ত এবং মজুতদার অভিশপ্ত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ, তিজারাহ ২১৫৩; বাইহাকী, বুয়ূ ৬/৩০; আব্দ ইবনু হুমাইদ নং ৩৩; উকাইলী, আয যু’আফা ৩/৩৩২; ইবনু আদী, আল কামিল ৫/১৮৪৭; হাকিম ২/১১। সাখাবী মাকসিদুল হাসানাহ নং ৩৬১ তে এটিকে ইবনু মাজাহ, হাকিম, ইসহাক,

দারেমী, আব্দ ইবনু হুমাইদ, আবী ইয়া'লা ও উকাইলীর প্রতি সম্বোধিত করেছেন এবং বলেছেন: 'এর সনদ যঈফ'। আরও দেখুন, কাশফুল খফা' নং ১০৫৮; আশ শাজারাহ নং ৩২০; আসনাল মাতালিব নং ৫৩৭; তালখীসুল হাবীর ৩/১৩; নাসবুর রায়াহ ৪/২৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮৩)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ

২৫৮৩. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য মূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহই হলেন স্রষ্টা (অপর বর্ণনায়: মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী), সংকোচনকারী, সম্প্রসারণকারী এবং রিযিক দানকারী। আমি আমার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, যেন আমার বিরুদ্ধে রক্তের ও সম্পদের কোনরূপ অভিযোগ তোমাদের কারো না থাকে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭৭৪, ২৮৬১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৩৫ তে। ((তিরমিযী, বুয়ূ ১৩১৪, আবূ দাউদ, তিজারাহ ৩৪৫১, আহমাদ ১২১৮১, ১৩৬৪৩, ইবনু মাজাহ্, তিজারাহ ২২০০। -ফাওয়ায আহমেদের দারিমী'র হা/২৫৩৫ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮৪)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا عَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا فَقَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرْ قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ

২৬৮৪. হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে (রূহ কবয করার সময়) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোন নেক কাজ করেছ? লোকটি উত্তর দিল, না। তারা বললো, তুমি ভালভাবে মনে করে দেখ। তখন সে বললো, আমি লোকদেরকে (অর্থকড়ি) ধার দিতাম, আর আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে, তারা যেন দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় এবং এবং সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দেয়।" তিনি বলেন, "আল্লাহ বললেন, তোমরাও তাঁকে ক্ষমা করে দাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২০৭৭, ইসতিক্বরায ২৩৯১, আহাদীসুল আম্বিয়া ৩৪৫১; মুসলিম, মাসাকাত ১৫৬০,; বাইহাকী, বুয়ূ ৫/৩৫৬; আহমাদ ৫/৩৯৫; ইবনু মাজাহ, সাদাকাত ২৪২০; তাবারাণী, কাবীর ১৭/২৩১, ২৩২, নং ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। আর আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০৪২, ৫০৪৩, ৫০৪৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

২৫৮৫. হাকীম ইবনু হিযাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত দূর করে দেয়া হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। যারা সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ হতে প্রথমদিকে শ্রবণ করেছেন, সাঈদ ইবনু আমিরকে তাদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। তবে হাদীসটি (সহীহ), বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২০৯৭; মুসলিম, বুয়ূ ১৫৩২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯০৪ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ১০৯৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

২৫৮৬. কাতাদাহ হতে তার সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮৭)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ

২৫৮৭. ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ হয় এবং বিক্রয়ের মাল তাদের সামনে বিদ্যমান থাকে, আর তাদের মাঝে কোনো সাক্ষী না থাকে, তবে বিক্রেতার কথাই গ্রহণীয় হবে, নতুবা তারা উভয়ে এ লেন-দেন প্রত্যাহার করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৯৮৪, ৫৪০৫ তে। ((আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৫১১; তিরমিযী, বুয়ূ ১২৭০; নাসাঈ, বুয়ূ ৭/৩০২-৩০৩। ফাওয়ায আহমেদের দারিমী’র হা/২৫৪৯ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ

২৫৮৮. উকবাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা হালাল নয়, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। মুসনাদুল মাউসিলীতে ইবনু ইসহাক 'হাদ্দাছানা' বলে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: মুসলিম, নিকাহ ১৪১৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৬২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৮৯)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

২৫৮৯. উকবা ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "গোলাম (ক্রয় করার পর ফেরত দেওয়ার) মেয়াদ হলো তিন দিন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এটি সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৬০৪ তে। ((আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৫০৬-৩৫০৭; ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২২৪৪-২২৪৫; আহমাদ ৪/১৫২; হাকিম ২/২১ ('চারদিন' শব্দে); বাইহাকী।--ফাওয়ায আহমেদের দারিমী'র হা/২৫৫১ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৯০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثٌ فَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ إِنْ وَجَدَ فِي الثَّلَاثِ عَيْبًا رَدَّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

২৫৯০. (অপর সনদে) উকবা ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "গোলাম (ক্রয় করার পর ফেরত দেওয়ার) মেয়াদ হলো তিন দিন।" কাতাদা এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদি তিন দিনের মধ্যে দাস বা দাসীর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি দেখা যায়, তবে ক্রেতা কোন সাক্ষী পেশ করা ব্যতীত তা মালিকের নিকট ফেরত দিতে পারবে। আর যদি তিন দিনের পর কোন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায়, তখন এর জন্য (তথা এর মধ্যে যে এ দোষত্রুটি ক্রয় করার সময় বিদ্যমান ছিল, তার) সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত একে ফেরত দিতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৯১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ

২৫৯১. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যদি কোন ব্যক্তি ওলানে দুধ আটকে রাখা কোন বকরী অথবা, উষ্ট্রী ক্রয় করে, তবে তিনদিন পর্যন্ত তার ইখতিয়ার থাকবে। এরপর সে ব্যক্তি তা ফেরত দিতে চাইলে এক সা'আ পরিমাণ খাদ্য-শস্যসহ তা ফিরিয়ে দিতে পারবে, তবে গম দেবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১৫০; মুসলিম, বুয়ূ ১৫২৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৪৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৭০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৫৮, ১০৫৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৯২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

২৫৯২. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামধোঁকা বা প্রতারণাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, বুয়ূ ১৫১৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৫১ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ১০৯৫২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৯৩)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

২৫৯৩. আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, (ব্যবহারের) উপযোগিতা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, বুয়ূ ১০; বুখারী, বুয়ূ ২১৯৪; মুসলিম, বুয়ূ ১৫৩৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪১৫, ৫৪৭৬, ৫৬১১, ৫৭৯৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৮১, ৪৯৮৯, ৪৯৯১ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ১১১৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৯৪)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

২৫৯৪. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "কোন ব্যক্তি ফলের বাগান বিক্রয় করার পর তার উপর দুর্যোগ আপতিত (হয়ে

তা বিনষ্ট) হলে, সে যেন তার ভাই (ক্রেতা) থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। কিরূপে তুমি অন্যায়ভাবে তোমার মুসলিম ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে?”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, মাসাকাহ ১৫৫৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০৩৪, ৫০৩৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৯৫)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ الْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْبُرِّ وَقَالُوا كَذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ

২৫৯৫. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুহাকালা’ ও ‘মুযাবানা’[1] থেকে বারণ করেছেন।[2] আব্দুল্লাহ বলেন, মুহাকালাহ হলো (আহরিত শুকনো) গমের বিনিময়ে ক্ষেতের শস্য ক্রয়-বিক্রয় করা। আর তারা বলেন, ইবনুল মুসাইয়্যিবও তা-ই বলতেন।

[1] বুখারীতে মুযাবানার ব্যাখ্যা করা হয়েছে:- শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের মাথায় অবস্থিত তাজা ফল ক্রয় করা। আর মুসলিমে রয়েছে: ‘জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ‘মুযানাহ’: ফলের বিনিময়ে খেজুর। এবং ‘হুকুল’: চাষের জমির ভাড়া (বর্গা দেওয়া)।’ আর সাহাবীই এ হাদীসের উদ্দেশ্য অধিক অবগত। আল্লাহই ভাল জানেন। দেখুন, বাইহাকীর মা’রিফাহ ৮/৯৩-৯৭। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১৮৬; মুসলিম, বুয়ূ ১৫৪৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৯১, ১২৬৯, ১৩১৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৯৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

২৫৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যায়েদ ইবনে সাবিতের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেনাবেচার ‘আরিয়া’ পদ্ধতির অধীনে শুকনো খেজুরের সাথে তাজা খেজুরের বিনিময় করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু অন্য কিছুর ক্ষেত্রে এই অনুমতি দেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১৮৮; মুসলিম, বুয়ূ ১৫৩৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০০১, ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৯ তে। আরও দেখুন, বাইহাকী, মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ১১২৬৪, ১১২৬৫, ১১২৬৬। আরিইয়া: ইবনুল আসীর তার নিহায়াহ ৩/২২৪ এ বলেন: যে জন্য মুযানাবাহ থেকে তিনি নিষেধ করলেন- তা হলো গাছের মাথায় থাকা তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা- আর মুযানাবা’র মধ্যে আরিয়া পদ্ধতিকে তিনি অনুমতি দিলেন। আর তা হলো- যার খেজুর গাছ নেই, খেজুরের প্রয়োজন রয়েছে; আবার পরিবার পরিজনের জন্য শুকনো খেজুর কেনার মতো কোনো মুদ্রা বা অর্থও তার হাতে নেই; আবার তার এমন কোনো খেজুর বাগান নেই যা থেকে তাদের খেতে দিতে পারে; তবে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত শুকনো খেজুর রয়েছে। এমতাবস্থায় সে খেজুরের বাগানের মালিকের নিকট এসে বললো: আনুমানিক এত পরিমাণ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে আমার নিকট তোমার একটি কিংবা দু’টি খেজুর গাছ বিক্রি করো। তখন তার অতিরিক্ত খেজুর এ দুটি খেজুর গাছের বদলে প্রদান করা যাতে লোকদের সাথে সেও তাজা খেজুর পেতে পারে। এ পদ্ধতির অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি তার পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক এর বেশি না হয়।” ((‘তা হল তাজা ফল অনুমানে বিক্রি করা, যাতে (ক্রেতা) তাজা খেজুর খাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। রাবী সুফইয়ান (রহ.) আর একবার এভাবে বর্ণনা করেছেন, অবশ্য তিনি [আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরিয়্যা এর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, ফলের মালিক অনুমানে তাজা খেজুর বিক্রয় করে, যাতে তারা (ক্রেতাগণ) তাজা খেজুর খেতে পারে।’- বুখারী, হা/২১৯১ হতে। ইমাম) মালিক (রহ.) বলেন, আরায়্যা এর অর্থ- কোন একজন কর্তৃক কাউকে খেজুর গাছ (তার ফল খাওয়ার জন্য) দান করা। পরে ঐ ব্যক্তির বাগানে প্রবেশের কারণে সে বিরক্তি বোধ করে, ফলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় যে, সে শুকনো ফলের বিনিময়ে গাছগুলো (এর ফল) ঐ ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয় করে নিবে। মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস [ইমাম শাফিঈ (রহ.)] বলেন, শুকনো খেজুর এর বিক্রি নগদ নগদ এবং মাপের মাধ্যমে হবে, অনুমান করে হবে না। (ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ইমাম শাফিঈ (রহ.) এর মতের সমর্থন পাওয়া যায় সাহাল ইবনু আবূ হাসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর এ কথা থেকে ‘‘সুনির্দিষ্ট মাপের মাধ্যমে’’। নাফি‘ (রহ.)-এর সূত্রে ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, মালিক কর্তৃক তার বাগান হতে একটি বা দুটি খেজুর গাছ দান করাকে আরাইয়া বলা হয়। সুফিয়ান ইবনু হুসাইন (রহ.) ইয়াযীদ (রহ.) হতে বর্ণনা করেন যে, আরাইয়া হলো কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ গরীব মিসকীনদের দান করা হত, কিন্তু তারা খেজুর পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত না বিধায় তাদের অনুমতি দেয়া হতো যে, তারা যে পরিমাণ খেজুরের ইচ্ছা, তা বিক্রি করে দিবে। মূসা ইবনু ‘উকবা (রহ.) বলেন, আরাইয়া বলা হয়, বাগানে এসে কতগুলো নির্দিষ্ট গাছের খেজুর (শুকনা খেজুরের বদলে) ক্রয় করে নেয়া।– বুখারী, বাব: আরিয়্যা’র ব্যাখ্যা’সহ হা/২১৯২।– অনুবাদক))

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

২৫৯৭. ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তি কোনো খাদ্যবস্তু ক্রয় করে তা পুরোপুরি হস্তগত করার পূর্বে যেন বিক্রি না করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, বুয়ূ ৪২; মুসলিম, বুয়ূ ১৫২৫, ১৫২৬, ১৫২৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৭৯৮, ৫৮০০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৮১, ৪৯৮৯, ৪৯৯১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৯৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

২৫৯৮. আবদুল্লাহ্ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই সঙ্গে ঋণ ও বিক্রি থেকে, এক বিক্রিতে দুই ধরণের শর্ত করা থেকে এবং যিমান' বা লোকসানের দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত মুনাফা গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম্'আন নং ১১০৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৩২১ তে। ((আহমাদ ২/১৭৪-১৭৫, ১৭৮-১৭৯, ২০৫; আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৫০৪; তিরমিযী, বুয়ূ ১২৩৪; নাসাঈ, বুয়ূ নং ৪৬১১, ৪৬১২; ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২১৮৮..।– ফাতহুল মান্নান, হা/২৭২২ এর টীকা হতে।–অনুবাদক)) সংযোজনী: এছাড়াও, তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৪/৪৬; ইবনু আদী, আল কামিল ৫/১৭৩৬; দারুকুতনী ৩/৭৫। আরও দেখুন, নাসবুর রায়াহ ৪/১৮, ৪৫; তালখীসুল হাবীর ৩/১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৫৯৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ

২৫৯৯. আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি গোলাম ক্রয় করে কিন্তু তার মাল ক্রয়ের শর্ত না করে, তাহলে সে কিছুই পাবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, মাসাকাহ ২৩৭৯; মুসলিম, বুয়ূ ১৫৪৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৪২৭, ৫৪৬৮, ৫৪৭৯, ৫৫০৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯২১, ৪৯২২, ৪৯২৩, ৪৯২৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০০)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ الْمُنَابَذَةُ يَرْمِي هَذَا إِلَى ذَاكَ وَيَرْمِي ذَاكَ إِلَى ذَا قَالَ كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

২৬০০. আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'প্রকার ক্রয়-বিক্রয় এবং দু'ধরনের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুলামাসা ও মুনাবাযা[1] করতে নিষেধ করেছেন।[2] আব্দুল্লাহ বলেন, মোনাবাযা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দিকে এবং অপর ব্যক্তি এই ব্যক্তির দিকে নিজ নিজ কাপড় নিক্ষেপ করবে। তিনি আরও বলেন: এটি জাহিলিয়্যাহ যুগে প্রচলিত ছিল।

[1] ((মুলামাসা: এক ব্যক্তি (ক্রেতা) অপর ব্যক্তির (বিক্রেতার) কাপড় (রাত্রে অথবা দিনের বেলায় নিজ হাতে স্পর্শ করা এবং তা ভালোভাবে উল্টে-পাল্টে না দেখা। এরপর আর তাদের ইখতিয়ার থাকবে না। আর মোনাবাযা: হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দিকে এবং অপর ব্যক্তি এই ব্যক্তির দিকে নিজ নিজ কাপড় নিক্ষেপ করবে। এভাবে না দেখেই এবং পরস্পরের সম্মতি ব্যতিরেকেই ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, সালাত ৩৬৭; মুসলিম, বুয়ূ ১৫১২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৭৬, ১১১৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৭৬, ৫৪২৭ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৪৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ إِذَا رَمَى بِحَصًا وَجَبَ الْبَيْعُ

২৬০১. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় এবং পাথর নিক্ষেপে নির্ধারিত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, যখন এক টুকরা পাথর নিক্ষেপ করা হবে, তখন ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামুলক হয়ে যাবে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, বুয়ূ ১৫১৩। এর অংবিশেষ গত হয়েছে ২৫৯৬ (অণুবাদে ২৫৮৯) নং এ গত হয়েছে। ((তিরমিযী, ১২৩০, আবু দাউদ ৩৩৭৬, নাসাঈ ৪৫১৮; ইবনু মাজাহ ২১৯৪-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০২)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ

২৬০২. সামুরা ইবনে জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।এরপর হাসান এ হাদীস ভুলে যান। কিন্তু জা'ফর (তার বর্ণনায়) একথা উল্লেখ করেন নি যে, 'এরপর হাসান এ হাদীস ভুলে যান।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। সাঈদ ও জা'ফর উল্লেখ করেননি যে, ইবনু আবী আরুবাহ পূর্বে শুনেছেন কি-না। তবে তাদের মুতাবিয়াত বর্ণনা রয়েছে যে তারা পূর্বেই শুনেছেন যেমন আমরা তাখরীজে উল্লেখ করেছি। তবে সামুরাহ হতে হাসানের শ্রবন প্রমাণিত নয়। ফলে সনদটি বিচ্ছিন্ন। তাখরীজ: আহমাদ ৫/১২, ১৯; নাসাঈ, বুয়ূ ৭/২৯২; কুবরা ৭/২০৫ নং ৬৮৫১; ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২২৭০; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার৪/৬০; তাবারাণী, কাবীর নং ৬৮৪৯; বাইহাকী, বুয়ূ ৫/২৮৮; আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৩৫৬; তিরমিযী, বুয়ূ ১২৩৭; খতীব, তারীখ বাগদাদ ২/৩৫৪। তবে এর অনেকগুলি সূত্র ও শাহিদ রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে। দেখুন, আমাদের তাহক্বীকৃকত মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৫৯৩, ৬৫৯৪, ৬৫৯৫, ৬৫৯৬।

এর শাহিদ রয়েছে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০২৮ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১১১৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০৩)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً قَالَ عَبْد اللَّهِ هَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ

২৬০৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্ত দাস আবূ রাফে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট থেকে ধারে একটি উঠতি বয়সের উট কিনেন অতঃপর যাকাতের উট এলো। আবূ রাফে' বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন সেই লোকের উটটি পরিশোধ করি। তখন আমি বললাম, আমি তো চার বছর বা ততোধিক বয়সের উট ছাড়া আর কোন উট পাচ্ছি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "ওটাই তাকে দাও। কেননা লোকেদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে।"[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, এটি ঐ লোকদের মতকে শক্তিশালী করে, যারা বলেন, পশুর বদলে পশু প্রদান (জায়েয)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, বুয়ূ ৮৯; মুসলিম, মাসাকাত ১৬০০; আহমাদ ৬/২৯০; আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৩৪৬; তিরমিযী, বুয়ূ ১৩১৮; নাসাঈ, বুয়ূ ৭.২৯১, কুবরা নং ৬২১০; ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২১৮৫; শাফিঈ, আল উম্ম ৩/১১৭; আর রিসালাহ নং ১৬০৬; বাইহাকী, বুয়ূ ৬/২১, আল মারিফাহ ৭/১৯০ নং ১১৫৯৫; ইবনুল কা'নি', মুজামুস সাহাবাহ নং ৩৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ مَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ

২৬০৪. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা আমদানিকৃত পণ্য (বাহী কাফেলা)-এর সাথে মাঝপথে অগ্রসর হয়ে সাক্ষাত কর না। আর কোনো ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করে তার থেকে কিছু ক্রয় করলে পরে যখন মালের মালিক বিক্রেতা বাজারে এসে পৌছাবে, তখন তার এখতিয়ার থাকবে।"[1] (অর্থাৎ ইচ্ছা করলে এই লেনদেন প্রত্যাখান করতে পারবে।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। আর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১৬২, ২১৪০; মুসলিম, বুয়ূ ১৫১৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৭৩, ৬০৭৮, ৬১৮৭ ও আরও দেখুন, ৫৮৮৪, ৫৮৮৭, ৫৮৭০, ৬০৪৯, ৬০৬৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৬১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০৫)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ وَلَا تَنَاجَشُوا

২৬০৫. ইবনু 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "তোমাদের একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অপরজন ক্রয়-বিক্রয় করবে না আবার তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে মাঝপথে অগ্রসর হয়ে সাক্ষাত করবে না, যতক্ষণ মালের মালিক বিক্রেতা বাজারে এসে না পৌছাবে। আর তোমরা 'নাজাশ্' তথা (খরিদ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত ক্ষতিসাধনের জন্য অযথা দরদাম করে) মূল্য বৃদ্ধি করবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, বুয়ূ ৯৫; বুখারী, বুয়ূ ২১৩৯; মুসলিম, বুয়ূ ১৪১২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮০১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৫৯, ৪৯৬২ ৪৯৬১ তে। আর এটি গত হয়েছে ২২২২ (অনুবাদে ২২১২) নং তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ قَالَ عَبْد اللَّهِ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ مَا يُعْطَى عَلَى كَهَانَتِهِ

২৬০৬. আবূ মাসঊদ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) হতে নিষেধ করেছেন।[1] আব্দুল্লাহ বলেন, গণকের পারিতোষিক হলো যা তাকে ভাগ্য গণনা করার জন্য প্রদান করা হয়।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২২৩৭; মুসলিম, মাসাকাত ১৫৬৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৫৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৫৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০৭)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

২৬০৭. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সূদ সম্পর্কে সুরা বাকারাহ শেষদিকের আয়াতটি নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে লোকদের সামনে আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন, অত:পর মদ বিষয়ক সকল লেনদেন হারাম ঘোষণা করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২২২৬, সালাত ৪৫৯; মুসলিম, মাসাকাত ১৮৫০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৬৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০৮)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ أَوَاخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنْ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

২৬০৮. (অপর সনদে) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সুরা বাকারাহ শেষদিকের আয়াতসমূহ নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে লোকদের সামনে আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন, অত:পর মদ বিষয়ক সকল লেনদেন নিষিদ্ধ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬০৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِبَاغُهَا طَهُورُهَا وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْهَا هَذِهِ الْخُمُورَ فَنَبِيعُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ دَوْسٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا فَالْتَفَتَ إِلَى غُلَامِهِ فَقَالَ اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ فَبِعْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ

২৬০৯. আব্দুর রহমান ইবনু ওয়ালাতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট মৃতজন্তুর চামড়া ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "চামড়া প্রক্রিয়াজাত করাই হলো এর পবিত্র হয়ে যাওয়া।" আমি তাকে চুক্তিবদ্ধ (কাফির) সম্প্রদায়ের কাছে মদ বিক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি তাকে বললাম, আমরা আঙ্গুর উৎপাদন করি এবং তা থেকে এ মদ তৈরী করে তা

চুক্তিবদ্ধ (কাফির) সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করি। তখন ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বিদায় হজ্জের সময় ছাকীফ অথবা, দাওস গোত্রের এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক মশক মদ হাদিয়া স্বরুপ নিয়ে আসে।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ "হে আবূ অমুক! তুমি কি জান না যে, আল্লাহ উহা হারাম করে দিয়েছেন?" সে বলল, আল্লাহর কসম, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তি তার গোলামের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে বলল, তুমি হাযওয়ারাহ' (নামক বাজারে) গিয়ে ইহা বিক্রি করে দাও। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে আবূ অমুক! তুমি কি জান না যে, যিনি ইহা পান করা হারাম করেছেন, তিনি ইহার বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন?" তিনি (রাবী) বলেন, এরপর সে তাকে নির্দেশ দিলে তা 'বাতহা' উপত্যকায় ঢেলে ফেলা হলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত তবে ইবনু ইসহাক এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস রাবী। (তবে হাদীসটি সহীহ) তাখরীজ: মালিক, আশরিবাহ ১২ সহীহ সনদে; মুসলিম, মাসাকাত ১৫৭৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৬৮, ২৫৯০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৪২, ৪৯৪৪ তে। আর এটি গত হয়েছে ২০২৮ (অনুবাদে ২০১৮) নং তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১০)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ عَبْد اللَّهِ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

২৬১০. ইবনু 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসের অভিভাবকত্ব বিক্রি করতে এবং তা দান করতে নিষেধ করেছেন।[1] আব্দুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে নির্দেশ হলো, তা বিক্রি করাও যাবে না, দান করাও যাবে না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, আল ইতক ২০; বুখারী, আল ইতক ২৫৩৫; মুসলিম, আল ইতক ১৫০৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৪৮, ৪৯৪৯, ৪৯৫০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৫৩ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৬/১২১ নং ৫০৫, ১১/৪১৮ নং ১১৬৫৪; আব্দুর রাযযাক ১৬১৩৮; তাবারাণী, আল কাবীর ১২/৪৪৮ নং ১৩৬২৫, ১৩৬২৬; ইবনু আদী, আল কামিল ৪/১৫৭৩, ১৬০৭, ৬/২০৩৭; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৭/৩৩১-৩৩২; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৪/৯৩; যা সামনে ৩২০০, ৩২০১ নং এ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১১)

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ قَالَ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ وَإِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ

২৬১১. জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকালেন এবং গোলামটিকে কিনে নিলেন। জাবির বলেন, তিনি প্রথম বছরেই মৃত্যু বরণ করলেন।[1] আব্দুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করা হলো: আপনার মতও কি তাই? তিনি বললেন, লোকেরা একথা বলে থাকেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১৪১; মুসলিম, ঈমান ৯৯৭ (৫৯)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮২৫, ১৯৩২, ১৯৭৭,২১৬৬, ২১৬৭, ২২৩৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৪২, ৪৯২৯, ৪৯৩০, ৪৯৩১, ৪৯৩২, ৪৯৩৩, ৪৯৩৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৫৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ

২৬১২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “কোন ব্যক্তির ঔরসে তার বাঁদীর গর্ভে সন্তান হলে, সে বাঁদী তার (মালিকের) মৃত্যুর পর স্বয়ং দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ‘যঈফ জিদ্দান’ বা অত্যন্ত দুর্বল হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহর কারণে। তাখরীজ: দারুকুতনী ৪/১৩১; ইবনু আবী শাইবা ৬/৪৩৬ নং ১৬৩০; আব্দুর রাযযাক নং ১৩২১৯; আহমাদ ১/৩০৩, ৩১৭, ৩২০; ইবনু মাজাহ, আল ইতক ২৫১৫; হাকিম ২/১৯; বাইহাকী, ইতক ১০/৩৪৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِي الْمَدِينَةَ

২৬১৩. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের মাপের পাত্রে বরকত দিন এবং তাদের সা'আ ও মুদ্দ-এ বরকত দিন অর্থাৎ মদিনাবাসীদের।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবী আবূ মুহাম্মদ আল হানাফীকে আমি চিনি না। ((তবে হাদীসটি সহীহ-যেমন তাখরীজে উল্লেখিত হয়েছে-অনুবাদক)) তাখরীজ: মালিক, জামি' ১ সহীহ সনদে; বুখারী, বুয়ূ ২১৩০; মুসলিম, হাজ্জ ১৩৬৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭৪৬ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/৯৭; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ১/২৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১৪)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ بِلَالٍ قَالَ كَانَ عِنْدِي مُدُّ تَمْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلَالُ قُلْتُ اشْتَرَيْتُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ قَالَ رُدَّهُ وَرُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا

২৬১৪. বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এক মুদ খেজুর ছিল। এরপর আমি এ থেকে দু' সা'আ পরিমাণ খেজুর দিয়ে এক সা'আ পরিমাণ এর থেকে উত্তম খেজুর ক্রয় করলাম। এরপর তা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি বললেন: "হে বিলাল! তুমি এটা কোথায় পেলে?" আমি বললাম, (আমার খেজুর) দু' সা'আ দিয়ে (এ খেজুর) এক সা'আ কিনেছি। তিনি বললেন: "এটি ফিরিয়ে দাও এবং আমাদের খেজুর আমাদের নিকট ফিরিয়ে নিয়ে আস।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ যদি মাসরুক বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

হতে শ্রবণ করে থাকেন। তাখরীজ: তাহাবী, মা'আনিল আছার ৪/৬৮; তাবারাণী, কাবীর ১/৩৫৯ নং ১০৯৭; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৫/১৩৪; বাযযার, কাশফুল আসতার ২/১০৮ নং ১৩১৬; হারিছ ইবনু আবী উসামাহ, বুগইয়াতুল বাহিছ নং ৪৪২ মাতরুক ও যঈফ সনদে। তবে এ হাদীসের অনেকগুলি শাহিদ রয়েছে। দেখুন আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৬৩৮, ৬৬৩৯ তে। এছাড়াও, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে এর শাহিদ রয়েছে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলীতে নং ৫৭১০ সেখানে এর শাহিদসমূহও উল্লেখ করেছি। এরপরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ يَعْنِي جَيِّدًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

২৬১৫. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আদী আল আনসারী'র ভাইকে খায়বারে (তহসীলদার) নিযুক্ত করেন। সে জানীব নামক (রাবী মাসলামাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ-উত্তম) খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "খায়বারের সব খেজুর কি এ রকমের?" সে বলল, না, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ নয়, বরং আমরা দু' সা' (সাধারণ খেজুর)- এর পরিবর্তে এ ধরনের এক সা' খেজুর একত্রে ক্রয় করে থাকি এবং তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এরূপ করবে না। তবে সমপরিমান এর বিনিময়ে অনুরুপ পরিমান করে (বিনিময় করবে) অথবা, এ (মিশ্রিত) খেজুর বিক্রি করে এর মুল্য দিয়ে জানীব খেজুর ক্রয় করবে। আর এটাই হলো নিয়ম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২২০১, ২২০২, ই'তিসাম বিসসুন্নাহ ৩৭৫০, ৩৭৫১; মুসলিম, মাসাকাত ১৫৯৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০২১ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/১২২, মা'আনিল আছার ৪/৬৭; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৫/১২৭-১২৮; বাইহাকী ৫/২৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ هَاءَ وَهَاءَ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

২৬১৬. ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “(সমানে সমানে) স্বর্ণের বদলে স্বর্ণে আদান-প্রদান করো, (সমানে সমানে) রৌপ্যের বদলে রৌপ্য আদান-প্রদান করো, (সমানে সমানে) গমের বদলে গম আদান-প্রদান করো, (সমানে সমানে) যবের বদলে যব আদান-প্রদান করো, (সমানে সমানে) খেজুরের বিনিময়ে খেজুর আদান-প্রদান করো। তবে এদের মাঝে (কোনোটি কম, আবার কোনোটি) বেশি করা যাবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত তবে ইবনু ইসহাক এটি ‘আন আন’ শব্দে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস রাবী। তবে হাদীসটি (সহীহ এবং) হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১৩৪, ২১৭০, ২১৭৪; মুসলিম, মাসাকাত ১৫৮৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৪৯, ২০৮, ২০৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০১৩, ৫০১৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১৭)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ قَامَ نَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى

২৬১৭. আবী আশ’আস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু’আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শাসনামলে এক ব্যক্তি এক পাত্র সোন ও রূপা নিয়ে দাঁড়াল এবং তা আতা’র নিকট বিক্রি করতে লাগল। তখন

উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব এবং লবণের বিনিময়ে লবণ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তবে (দু'বস্তুর) পরিমাণ সমান সমান হলে (ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে)। এইসব ক্ষেত্রে কেউ অতিরিক্ত দিলে বা অতিরিক্ত চাইলে তা হবে সূদ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, মাসাকাত ১৫৮৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০১৫, ৫০১৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৯৪ তে। ((আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৩৪৯-৩৩৫০; তিরমিযী, বুয়ূ ১২৪০; নাসাঈ, ৭/২৭৪-২৭৫; ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২২৫৪-ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৫৭৯ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ قَالَ عَبْد اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ

২৬১৮. ইবনু 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে উসামা ইবনু যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কেবল ঋণ বা ধার- কর্য (বাঁকী বিক্রয়)-এর ক্ষেত্রেই 'রিবা' (সুদ) হয়।"[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, এর অর্থ: এক দিরহামের বিনিময়ে (বাকিতে) দু'ই দিরহাম।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১৭৮, ২১৭৯ ; মুসলিম, মাসাকাত ১৫৯৬। ((তিরমিযী, ১২৪১; নাসাঈ ৪৫৬৫, ৪৫৮১; ইবনু মাজাহ ২২৫৭।–অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০২৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৫৫ তে। ((আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৩৪৯-৩৩৫০; তিরমিযী, বুয়ূ ১২৪০; নাসাঈ, ৭/২৭৪-২৭৫; ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২২৫৪-ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৫৭৯ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬১৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ وَرُبَّمَا قَالَ أَقْبِضُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

২৬১৯. ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাকীতে উট বিক্রি করতাম। অনেক সময় দীনার বা স্বর্ণমুদ্রায় তা বিক্রি করে তদস্থলে রৌপ্যমুদ্রা আবার রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রি করে তদস্থলে দীনার গ্রহণ করতাম। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি একটু শান্তভাবে শুনুন! আমি আপনার নিকট জানতে চাই যে, আমি বাকীতে উট বিক্রি করি। অনেক সময় দীনার বা স্বর্ণমুদ্রায় তা বিক্রি করে তদস্থলে রৌপ্যমুদ্রা আবার রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রি করে তদস্থলে দীনার গ্রহণ করি। তিনি বললেন, “এতে কোন দোষ নেই, তবে শর্ত হলো-সেদিনের বাজার দর অনুসারে লেন-দেন করবে এবং তোমরা দু'জন (ক্রেতা-বিক্রেতা) বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই ব্যাপারটি সম্পন্ন করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯২০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১১২৮ তে। ((আবূ দাউদ, বুয়ূ, ৩৩৫৪, তিরমিযী, বুয়ূ ১২৪২, নাসায়ী, বুয়ূ, বাব ৫০, ৫২ নং (৪৫৮২, ৪৫৮৩, ৪৫৮৯); ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২২৬২ আহমাদ ৪৮৬৮, ৫৫৩০, ৫৭৩৯, ৬২০৩, ৬৩৯১- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী, হা/ ২৫৮১ এর টীকা হতে।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

২৬২০. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর লৌহবর্মটি এক ইয়াহুদীর নিকট তিরিশ সা’আ যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/২৬১; তিরমিযী,

বুয়ূ ১২১৪; মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৬৯৫; নাসাঈ, বুয়ূ ৭/৩০৩; ইবনু মাজাহ, রুহুন ৩৪৩৯ সহীহ সনদে; বাইহাকী রাহন ৬/৩৬। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বুখারী, বুয়ূ ২২০০ ও মুসলিম, মাসাকাত ১৬০৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৩৬ ও ৫৯৩৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي سَنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِّفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ يَذْكُرُهُ زَمَانًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ شَكَّكَهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ

২৬২১. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন মদীনাবাসী ফলে দু’-তিন বছরের মেয়াদে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ফলের মাপ ও ওজন নির্দিষ্ট করে নিয়ে তোমরা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতে পারো।”[1]
সুফিয়ান সময় হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করতেন, অত:পর আব্দুল্লাহ ইবনু কাছীর একে সন্দেহপূর্ণ করেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, সালাম ২২৪০, ২২৪১; মুসলিম, মাসাকাত ১৬০৪। ((আবূ দাউদ, ইজারাত ৩৪৬৩-অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪০৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯২৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫২০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২২)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَنَ لَهُمْ دَرَاهِمَ فَأَرْجَحَهَا

২৬২২. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দিরহাম ওজন করে দিলেন এবং তা (দাঁড়ি পাল্লা) ঝুঁকিয়ে কিছু বেশি দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর এটি লম্বা হাদীসের অংশবিশেষ, যেটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২০৯৭, সালাত ৪৪২; মুসলিম, মুসাফিরীন ৭১৫; মাসাকাত ৭১৫ (১১৫, ১১৬); ইমারাহ ৭১৫ (১৮৪, ১৮৫)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৯৩, ১৮৫০, ১৮৯৮, ১৯৭৪, ১৯৯০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯১১, ৬৫১৭, ৬৫১৮, ৬৫১৯, ৭১৪১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৩২২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ أَوْ اشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِي قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৬২৩. সুওয়াইদ ইবনু কাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং মাখরামা আবদী বাহরাইন থেকে মক্কায় কিছু কাপড় আমদানী করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে আমাদের কাছে এলেন এবং একটি পাজামা ক্রয়ের দর স্থির করলেন, অথবা আমাদের নিকট থেকে একটি পায়জামা ক্রয় করলেন এবং সেখানে একজন ওজনকারী ছিল। সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করে দিত। তিনি এ ওজনকারীকে বললেন, "ওযন করো এবং (পাল্লা ঝুঁকিয়ে দাও বা) একটু বেশি দাও।" এরপর যখন তিনি হেঁটে চলে গেলেন, তারা বললেন, ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৪৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৪৪৪ তে। ((সুনানে আরবা'আ, আহমাদ, হাকিম, ইবনু হিব্বান।–ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৫৮৫ এর টীকা।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২৪)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

২৬২৪. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (তার ঋণ আদায়ের জন্যে) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, বুয়ূ ৮৪ সহীহ সনদে; বুখারী, হাওয়ালাহ ২২৮৭; মুসলিম, মাসাকাত ১৫৬৪। ((তিরমিযী, বুয়ূ ১৩০৮; নাসায়ী, বুয়ূ ৭/৩১৬ নং ৪৬৮৮, ৪৬৯১, আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৩৪৫, ইবনু মাজাহ, সাদাকাত ২৪০৩; আহমাদ ৭২৯১, ২৭৭৭৮, ৭৪৮৮, ২৭৩৯২, ৮৬৭৯, ২৭২৩৯, ৯৬৭৬, মুয়াত্তা মালেক ১৩৭৯।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৫৮৫ এর টীকা।–অনুবাদক)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৮৩, ৬২৯৮, ৬৩৪৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০৫৩, ৫০৯০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৬২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২৫)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ

২৬২৫. কা‘ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি মসজিদের ভিতরে ইবনু আবূ হাদরাদ-এর নিকট তাঁর পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। দু’জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চস্বরে কথাবার্তা হলো। এমনকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর হতেই তাদের কথার আওয়ায শুনলেন এবং তিনি তাদের নিকট বেরিয়ে গেলেন। আর ডাক দিয়ে বললেনঃ “হে কা‘ব! তিনি উত্তর দিলেন, আমি হাযির আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “তোমার পাওনা ঋণ হতে এতটুকু কমিয়ে দাও।” এ বলে তিনি হাতে ইঙ্গিত করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ। তখন কা‘ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ আমি তাই করলাম। তিনি (ইবনু আবূ হাদরাদকে) বললেনঃ “উঠে গিয়ে বাঁকীটা পরিশোধ করে দাও।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৩৯০; বুখারী, সালাত ৪৫৭, ৪৭১; খুসুমাত ২৪১৮, সুলহ ২৭১০; মুসলিম, মাসাকাত ১৫৫৮; নাসাঈ, আদাবুল কাযী ৮/২৪০; ইবনু মাজাহ, সাদাকাহ ২৪২৯; তাবারাণী, কাবীর ১৯/৬৭ নং ১২৭; আবূ দাউদ, আকযিয়া ৫৩৯৫; বাইহাকী, সুলহ ৬/৬৩-৬৪; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২১৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২৬)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ قَالَ فَبَرَزَ فِي صَحِيفَتِهِ فَقَالَ اذْهَبْ فَهِيَ لَكَ لِغَرِيمِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ مُعْسِرًا

২৬২৬. আবীল ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে লোক কোন অভাবগ্রস্ত মানুষকে (ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে) অবকাশ দেয় অথবা মাফ করে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর স্বীয় ছায়ার নীচে আশ্রয় প্রদান করবেন সেই দিনে, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তিনি বলেন, এরপর তিনি ঋণপত্রটিতে থুথু নিক্ষেপ করে বললেন, যাও, ওটা তোমার।’ তথা তার ঋণগ্রস্ততার জন্য। আর তিনি উল্লেখ করলেন যে, তিনি ছিলেন অভাবী বা দরিদ্র লোক।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, যুহদ ৩০০৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০৪৪ তে। সংযোজনী: ইবনু আবী শাইবা ৬/১১ নং ২২১১, ২২১২, ৭/২৫২ নং ৩০৬৩; আব্দ ইবনু হুমাইদ নং ৩৭৮; দাওলাবী, আল কুন্নী ১/৬২; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২১৪২। আর এর অনেকগুলি শাহিদ রয়েছে, যা আপনি পাবেন আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৭৫৩ থেকে ৬৭৬৬ পর্যন্ত।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২৭)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৬২৭. আবী কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “যে লোক কোনো ঋণগ্রস্থ মানুষকে ঋণ পরিশোধে অবকাশ দেয় অথবা তার ঋণ মওকুফ করে দেয়, কিয়ামতের দিন সেই লোক আরশের ছায়ার নিচে স্থান লাভ করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/৩০০, ৩০৮, ৫/৩০০; ইবনু আবী শাইবা ৭/১২, ২৫০ নং ২২১৬, ৩০৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

২৬২৮. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কেউ তার মাল এমন লোকের কাছে পায়, যে নিঃসম্বল হয়ে গেছে, তবে অন্যের চেয়ে সে-ই এর বেশী হকদার।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ইসতিক্বরায ২৪০২; মুসলিম, মাসাকাত ১৫৫৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৪৭০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০৩৬, ৫০৩৭, ৫০৩৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১০৬৫, ১০৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬২৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

২৬২৯. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “মুমিনের রূহ তার (ঋণের কারণে) ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ তার উপর কোনো ঋণ থাকে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উমার ইবনু আবী সালামাহ’র কারণে হাসান,

তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৯৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩০৬১ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১১৫৮ তে। ((তিরমিযী, জানাইয ১০৭৮, ১০৭৯; ইবনে মাজাহ্, সাদাকাত ২৪১৩; আহমাদ ২/৪৪০-৪৭৫-৫০৮; বাইহাকী; ইবনু হিব্বান; হাকিম ২/২৬-২৭।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৫৯১ এর টীকা হতে। –অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ

২৬৩০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্তদাস সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত অবস্থায় যার দেহ থেকে তার প্রাণ বের হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে: অহংকার, আত্মসাৎ ও ঋণ থেকে।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: নাসাঈ, আল কুবরা ৮৭৬৪; আহমাদ ৫/২৭৬, ২৭৭, ২৮১, ২৮২; হাকিম ২/২৬; বাইহাকী, বুয়ূ ৫/৩৫৫; তিরমিযী, সিয়ার ১৫৭২; ইবনু মাজাহ, সাদাকাত ২৪১২; আরও দেখুন, ফাতহুল বারী ১০/৪৯১ ও বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১১/১১৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ

২৬৩১. আবূ কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। জানাযার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তির লাশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি বলেনঃ "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার সালাত আদায় করো। কেননা সে ঋণগ্রস্ত।" আবূ কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার ঋণের দায়িত্ব আমার উপর রইল। তিনি বললেনঃ “পরিশোধ করার জন্য তো?” তিনি বলেন, পরিশোধ করার জন্য। এরপর তিনি তার উপর জানাযার সালাত আদায করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩০৫৮, ৩০৫৯, ৩০৬০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১১৫৯, ১১৬০, ১১৬১ তে। ((আহমাদ ৫/৩০১-৩০২; তিরমিযী, জানাইয ১০৬৯ নাসাঈ, জানাইয; ইবনু মাজাহ, সাদাকাত ২৪০৭...।–ফাতহুল মান্নান হা/২৭৫৬ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩২)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْأُدْعَ لَهُ فَأَنَا مَوْلَاهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ عَبْد اللَّهِ ضَيَاعًا يَعْنِي عِيَالًا وَقَالَ فَلْأُدْعَ لَهُ يَعْنِي ادْعُونِي لَهُ أَقْضِ عَنْهُ

২৬৩২. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়াতে আমি প্রত্যেক মু'মিনেরই সকল মানুষের চেয়ে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ। তাই যখন কোন মু'মিন ঋণ কিংবা অসহায় পরিবার-পরিজন রেখে (মারা) যায়, তবে তার জন্য আমার নিকট বলতে হবে (তাহলে আমি তার পক্ষে তা আদায় করে দেবো।) কেননা, আমিই তার অভিভাবক। আর যদি কোনো ব্যক্তি মাল-সম্পদ রেখে যায়, তাহলে তার যে আত্মীয়-স্বজন থাকে তারা তার ওয়ারিস হবে।”[1]
আব্দুল্লাহ বলেন, ضَيَاعاً অর্থ পরিবার পরিজন বা পোষ্য (কিংবা ভরণপোষনের দায়িত্ব); আর فَلْأُدْعَ لَهُ অর্থ: ‘আমার নিকট চাইলে আমি তার পক্ষ হতে তা আদায় করবো।’

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, কিফালাহ ২২৯৮; মুসলিম, ফারাইয ১৬১৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৪৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩০৬৩, ৪৮৫৪, ৫০৫৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩৩)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللَّهُ مَعِي بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৬৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার সাথে থাকেন, যদি না সে আল্লাহর অপছন্দনীয় উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।” রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার কোষাধ্যক্ষকে বলতেন, যাও, আমার জন্য ঋণ গ্রহণ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যে হাদীস শুনেছি তারপর থেকে আল্লাহ আমার সঙ্গে থাকা ছাড়া একটি রাত কাটাতেও আমি অপছন্দ করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ, সাদাকাত ২৪০৯; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৩/২০৪; বুখারী, কাবীর ৩/৪৭৬; তাবারাণী, আওসাত নং ৪৬০; হাকিম ২/২৩; হাকিম বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ যদিও তারা বর্ণনা করেননি।’ যাহাবী তা বজায় রেখেছেন। হাফিজ (ইবনু হাজার) ফাতহুল বারী ৫/৫৪ তে এ হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন: এর সনদ হাসান।’ এর শাহিদ হাদীস রয়েছে মায়মুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৭০৮৩; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০৪১; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১১৫৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

২৬৩৪. সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “কোন ব্যক্তি (ধারে) যা গ্রহণ করেছে, তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার জন্য সে দায়ী থাকবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ৭/২০৮ নং ২৮৬২; ইবনু আবী শাইবা ৬/১৪৬ নং ৬০৪; আহমাদ ৫/৮. ১২, ১৩; আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৫৬১; তিরমিযী, বুয়ূ

১২৬৬; নাসাঈ, আল কুবরা ৫৭৮৩; ইবনু মাজাহ, সাদাকাহ ২৪০০; ইবনুল জারুদ, আল মুনতাক্বা নং ১০২৪; হাকিম ২/৪৭; বাইহাকী, আরিয়াহ ৬/৯০; কুদাঈ, মুসনাদুশ শিহাব নং ২৮০, ২৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدِّ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

২৬৩৫. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে তুমি তার নিকট সেই আমানত আদায় করে দাও। আর যে তোমার সঙ্গে খিয়ানত করেছে তার সঙ্গে তুমি খিয়ানত করো না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৫৩৫; তিরমিযী, বুয়ূ ১২৬৪; দারুকুতনী, ৩/৩৫; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/৩৩৮; তাবারাণী, আওসাত নং ৩৬১৯; তামামু ফাওয়াইদাহ নং ৫৯৩; কুদাঈ, মুসনাদুশ শিহাব নং ৭৪২ হাকিম ২/৪৬; বাইহাকী, দাওয়াত ওয়াত তিবিইয়ান ১০/২৭১; শুয়াবুল ঈমান ৫২৫২; আবূ নুয়াইম, যিকরু তারীখ আসবাহান ১/২৬৯; আরও দেখুন, তারীখুল কাবীর ৪/৩৬০। আর এর শাহিদ রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যা মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৭৯২ তে। সেখানে আরও একটি শাহিদ হাদীস রয়েছে। ফলে এর দ্বারা হাদীসটি সহীহতে উন্নীত হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَهْدَى بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ وَهُوَ فِي بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَضَرَبَتْ الْقَصْعَةَ فَانْكَسَرَتْ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُّهُ فِي الصَّحْفَةِ وَهُوَ يَقُولُ كُلُوا غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى جَاءَتْ قَصْعَةٌ صَحِيحَةٌ فَأَخَذَهَا فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ نَقُولُ بِهَذَا

২৬৩৬. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক সহধর্মিণীর কাছে ছিলেন। তাঁর অপর এক সহধর্মিণী খাদিমের মারফত এক পাত্রে

‘ছারীদ’ (এক প্রকার খাবার) পাঠালেন। তিনি (সেই সহধর্মিণী) আঘাত করে পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তা জোড়া লাগিয়ে) ‘ছারীদ’ তুলে সেই পাত্রটিতে রাখতে লাগলেন এবং আর তিনি (সাথীদেরকে) বলেন, “তোমরা খাও, তোমাদের মায়ের আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে।” যে পর্যন্ত তিনি (তাঁর সহধর্মিণী) একটি ভাল পাত্র না নিয়ে আসলেন, সে পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি পাত্রটি নিয়ে যার পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিলো, তাকে প্রদান করলেন।[1] আব্দুল্লাহ বলেন, আমার মতও তাই।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, মুযালিম ২৪৮১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৩৩৯, ৩৭৭৪, ৩৮৪৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَعَاصِمٍ ابْنَيْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَجَدَ عَيْبَةً فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ عُرِفَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ فَلَمْ تُعْرَفْ فَلَقِيَهُ بِهَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي الْمَوْسِمِ فَذَكَرَهَا لَهُ فَقَالَ عُمَرُ هِيَ لَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَقَبَضَهَا عُمَرُ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ

২৬৩৭. সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু রবীয়াহ আস সাকাফী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দু’পুত্র আমর ও আসিম থেকে বর্ণিত যে, সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি চামড়ার ব্যাগ পেলেন এবং তা নিয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট আসলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি এক বছর যাবত এটি (লোকদেরকে) অবহিত করতে থাকো। এরপর যদি তা কেউ (তার নিজের বলে) চিনে নেয়, তবে তো হলোই। তা না হলে সেটি তোমার। কিন্তু তা (কার তা) জানা না যাওয়ায় তিনি পরের বছরও তা নিয়ে হাজ্জের সময়ে তার সাথে সাক্ষাত করে বিষয়টি তার নিকট বর্ণনা করলেন। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: এটি তুমি নিয়ে যাও। কেননা, এর নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা নিয়ে বায়তুল মালে জমা দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ৪/১৩৭, ১৩৮; মুশকিলিল আছার নং ৪৬৯৫, ৪৬৯৬; নাসাঈ, আল কুবরা ৫৮১৮বাইহাকী, লুকাতাহ ৬/১৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩৮)

أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ

২৬৩৮. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা মক্কা থেকে হাতী (বাহিনী) কে রোধ করেছেন এবং মক্কাবাসীদের উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মু’মিনগনকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) ক্ষমতাশালী করেছেন। জেনে রাখ, আমার পূর্বে কারো জন্য মক্কা (নগরীতে লড়াই করা) হালাল করা হয়নি এবং আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রাখ, আমার এই (কথা বলার) মুহূর্তে আবার তা হারাম হয়ে গেছে। সেখানকার কোন কাঁটা ও কোন গাছপালা কাটা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু কুড়িয়ে নেওয়া যাবেনা। তবে ঘোষণা করার জন্য নিতে পারবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ১১২; মুসলিম, হাজ্জ ১৩৫৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৫৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৭১৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৩৯)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ الْجَارُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ

২৬৩৯. জারুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মুসলিমের হারানো বস্তু জাহান্নামের লেলিহান (অগ্নি) শিখা সমতুল্য।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ২/২৬৫

নং ২১০৯ (সনদ সহীহ), ২১১০, ২১১১, ২১১২, ২১১৩, ২১১৪, ২১১৫, ২১১৬, ২১১৭; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ নং ১৬৪; আব্দুর রাযযাক নং ১৮৬০৩; বাইহাকী, লুকাতাহ ৬/১৯১। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ১৫৩৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮৮৭; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১১৭০ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৯২৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَذْمِيِّ عَنْ الْجَارُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ لَا تَقْرَبَنَّهَا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا قَالَ أَنْشِدْهَا وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّبْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

২৬৪০. জারুদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলিমের হারানো বস্তু জাহান্নামের লেলিহান (অগ্নি) শিখা সমতুল্য। মুসলিমের হারানো বস্তু জাহান্নামের লেলিহান (অগ্নি) শিখা সমতুল্য। মুসলিমের হারানো বস্তু জাহান্নামের লেলিহান (অগ্নি) শিখা সমতুল্য। তোমরা এর নিকটবর্তী হবে না।" তখন এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যে হারানো বস্তু কুড়িয়ে পাই, (তা কী করতে হবে)? তিনি বললেন, "এর ঘোষণা দিতে থাকবে; আর তা গোপন করবে না এবং তা লুকিয়ে রাখবে না। এরপর যদি এর মালিক আসে, তবে তাকে তা অর্পণ করবে। আর তা না হলে তা আল্লাহর মাল, আল্লাহ তা যাকে ইচ্ছা দান করবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর নং ২১১৯, ২১২০, ২১২১, ২১২২; তাখরীজের জন্য দেখুন, আগের টীকাটি এবং মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৯২৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪১)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ

২৬৪১. আবূ উমামা আল-হারিসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ "কোন ব্যক্তি অপর মুসলিমের প্রাপ্য স্বত্ব মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কর্তন করে নিলে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত করে দিবেন এবং জান্নাত হারাম করে দিবেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তা সামান্য জিনিস হয়। তিনি বললেনঃ "যদি তা পিলু গাছের একটি কর্তিত ডালও হয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ঈমান ১৩৭। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০৮৭ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, আবূ আওয়ানাহ ১/৩২; বাইহাকী, মা'রিফাহ নং ২০০৬১; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/৩৯১; ইবনু আবী শাইবা ৭/৩ নং ২১৮৪। পরবর্তী টীকাটিও দেখুন। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৫১১৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫০৮৪, ৫০৮৫, ৫০৮৬; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

২৬৪২. (অপর সূত্রে) আবূ উমামা আল-হারিসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৭/৩ নং ২১৮৪; মুসলিম, ঈমান ১৩৭ (২১৯); ইবনু মাজাহ, আহকাম ২৩২৪; নাসাঈ, আল কুবরা ৫৯৮১; তাবারানী, কাবীর নং ৭৯৯। পূর্ণ তাখরীজের জন্য আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ خَابُوا وَخَسِرُوا فَأَعَادَهَا فَقُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ كَاذِبًا

২৬৪৩. আবূ যারর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহতা’আলা কিয়ামত দিবসে তিনপ্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের তিনি পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।” আমি বললাম এরা কারা? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা তো হতাশা গ্রস্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ। তিনি এর পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আমি বললাম, এরা কারা? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি তার ইযার (লুঙ্গি, পাজামা- প্যান্ট) (গোড়ালীর নীচে) ঝুলিয়ে পরিধান করে; যে অনুগ্রহ করার করার পর খোটা দেয়; আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে তার পন্য বিক্রয় করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/১৪৮, ১৫৮, ১৬২, ১৭৭;ইবনু আবী শাইবা ৭/২২ নং ২২৪৩, ৮/৩৮৯ নং ৪৮৬৫ ও ৯/৯২ নং ৬৬৪২; মুসলিম, ঈমান ১০৬; আবূ দাউদ, লিবাস ৪০৮৭, ৪০৮৮; তিরমিযী, বুয়ূ ১২১১; নাসাঈ, বুয়ূ ৭/২৪৫; বাইহাকী, বুয়ূ ৫/২৬৫; ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২২০৮ (যঈফ সনদে); আবূ আওয়ানাহ ১/৩৯; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৭/১৩০; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৪/৩৭৮-৩৭৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

২৬৪৪. সাঈদ ইবনু যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত জমিও জুলুম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক জমিন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক

সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মাযালিম ১১২; মুসলিম, মাসাকাত ১৬১০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩১৯৪, ৩১৯৫, ৫১৪১, ৬৯৯৩, ৬৯৯৬ এবং মুসনাদুল হুমাইদী ৮৩ তে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْعَافِيَةُ الطَّيْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ

২৬৪৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “পড়ে থাকা (মালিকানাহীন) জমিকে যদি কোন লোকআবাদ করে তাহলে এতে তার জন্য বিনিময় (সাওয়াব) রয়েছে; আর যে সকল রিযিক সন্ধানী প্রাণী এ জমির ফসল থেকে খাবে, তা ঐ ব্যক্তির জন্য সাদাকারূপে গণ্য হবে।”[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন: ‘আফিয়াহ’ অর্থ: পাখি ও অন্যান্য প্রাণীকুল।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮০৫, ২১৯৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২০২, ৫২০৩, ৫২০৪ এবং মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১১৩৬, ১১৩৭, ১১৩৮ তে। ((প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন: তিরমিযী, আহকাম ১৩৭৮, ১৩৭৯; আবূ দাউদ, খারাজ ওয়াল ইমারাহ ৩০৭৪; আহমাদ ৩/৩০৪, ৩৩৮ ও অন্যান্যরা। আর দ্বিতীয় অংশের শাহিদ বর্ণনা রয়েছে: আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে তিরমিযী, আহকাম ১৩৮২ তে, যেখানে অনাবাদী জমি’র কথা উল্লেখ ছাড়াই জমিতে চাষাবাদের ফসল হতে মানুষ অথবা পশু-পাখি খেয়ে নিলে তা সাদাকা স্বরুপ হবে বলে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী বলেন: এ বাবে আবূ আইয়ুব, উম্মু মুবাশ্বির ও যাইদ ইবনু খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেও হাদীস বর্ণিত আছে, আর আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ السَّبَائِيُّ الْمَأْرِبِيُّ حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ أَبْيَضَ

حَدَّثَهُ عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ شَذًّا بِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَهُ ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْيَضَ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ فَقُلْتُ قَدْ أَقَلْتُهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ قَالَ وَقَطَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا وَكَذَا بِالْجَوْفِ جَوْفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ قَالَ الْفَرَجُ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ

২৬৪৬. আবইয়াদ ইবনু হাম্মাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। ‘সাদ্দ মা‘রিব’ নামক লবণ খনির কিছু জমি জায়গিররূপে দেওয়ার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবেদন করলেন। ফলে তিনি তাকে সেটি জায়গিররূপে প্রদান করলেন। অতঃপর আকরা ইবনু হাবিস আত-তামীমী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এসে বলেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! জাহিলী যুগে আমি লবণের খনিটিতে গিয়েছিলাম। ঐ এলাকায় কোন পানি নাই। যে ব্যক্তিই সেখানে যায় সে-ই কিছু লবণ সংগ্রহ করে নেয়। তা প্রবাহিত পানির মতই (স্থায়ী)। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবইয়াদের নিকট লবনের জমির চুক্তি প্রত্যাহার করতে চাইলেন।

তখন আমি বললাম: আমি আপনার সাথে চুক্তি প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত এই শর্তে যে, সেটিকে আপনি আমার পক্ষ থেকে সাদাকা হিসেবে গণ্য করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “তা তোমার পক্ষ থেকে সাদাকা হিসাবেই গণ্য হবে। আর তা তো প্রবহমান পানির ন্যায়, যে-ই সেখানে যাবে, সে তা নিতে পারবে।”

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে সেটি ফেরত নেয়ার বিনিময়ে তাকে ‘জাউফি মুরাদ’ নামক স্থানের এক খন্ড জমি ও একটি খেজুর বাগান জায়িগিররূপে দান করেন।

অধস্তন রাবী ফারাজ বলেন, সেটা বর্তমানেও সেভাবেই আছে। যে-ই সেখানে যায়, সে তা থেকে সংগ্রহ করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবূ দাউদ, খারাজ ৩০৬৪, ৩০৬৬; দারুকুতনী ৩/৭৬; ইবনু মাজাহ, রুহন ২৪৭৫; তিরমিযী, আহকাম ১৩৮০; ইবনু আবী আসিম, আহাদ ওয়াল মাছানী নং ২৪৭০; তাবারাণী, কাবীর ১/২৭৮ নং ৮০৮; দারুকুতনী ৪/২২১; বুখারী, কাবীর ২/৫৯; ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ ৫৯; বাইহাকী, আল মা’রিফাহ নং ১২২২২; আবী উবাইদ, কিতাবুল আমওয়াল ৬৮৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৯৯ এবং মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১১৪০, ১১৪২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا قَالَ فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَعْطِهَا إِيَّاهُ قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ

২৬৪৭. আলকামাহ ইবনু ওয়ায়িল হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক খন্ড জমি জায়গীর হিসেবে দান করেন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তিনি মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে আমার সাথে পাঠান এবং বলেন, "এটি তাকেই দিয়ে দাও।"[1] ইয়াহইয়া বলেন, মুহাম্মদ ইবনু বাশার গুনদার হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭২০৫ তে। এটি মাওয়ারিদ-এর শর্তানুযায়ীও, তবে হাইছামী তাতে এটি বর্ণনা করেননি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪৮)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِي فَقَالَ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ أَمُسْلِمٌ غَرَسَ هَذَا أَمْ كَافِرٌ قُلْتُ مُسْلِمٌ فَقَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَيْرٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

২৬৪৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যাইদ ইবনু হারিছাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর স্ত্রী উম্মু মুবাশশির আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দেয়াল ঘেরা বাগানে প্রবেশ করেন। তিনি বললেনঃ "হে উম্মু মুবাশশির! এই গাছগুলি কে লাগিয়েছে, কোন মুসলিম না কাফের?" আমি বললাম, মুসলিম। তিনি বললেনঃ "যখন কোন মুসলিম কোন গাছ লাগায় আর তা থেকে কোন মানুষ, কিংবা চতুষ্পদ জন্তু অথবা কোন পাখী খায়, তা তার জন্য সদকা হিসাবে গন্য হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৩৬২, ৪২০;

মুসলিম, মাসাকাত ১৫৫২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২২১৩, ২২৪৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৬৮, ৩৩৬৯ এবং মুসনাদুল হুমাইদী ১৩১১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৪৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حِمَى الْأَرَاكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ فَقَالَ أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ قَالَ فَرَجٌ يَعْنِي أَبْيَضُ بِحِظَارِي الْأَرْضَ الَّتِي فِيهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا

২৬৪৯. আবয়ায ইবনু হাম্মাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পিলু বৃক্ষ সংরক্ষণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেনঃ “পিলু বৃক্ষ সংরক্ষণ করা যাবে না।” তখন তিনি (ইবন হাম্মাল) বলেনঃ আমার বেড়ার মধ্যকার পীলু গাছ? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পিলু বৃক্ষ সংরক্ষণ করা যাবে না।”[1] রাবী ফারাজ বলেনঃ ইবনু আবইয়াদ ‘আমার বেড়ার মধ্যকার’ দ্বারা বুঝিয়েছেন: ঐ শস্য ক্ষেতকে, যার চারদিক থেকে ঘেরা ছিল।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবূ দাউদ, খারাজ ৩০৬৬; ইবনু আবী আসিম, আহাদ ওয়াল মাছানী নং ২৪৭২। এটি গত ২৬৪৩ নং হাদীসের অংশবিশেষ। সেখানে পূর্ণ তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ قَالَ يَقُولُ لَا أَدْرِي مَاءً جَارِيًا أَوْ الْمَاءَ الْمُسْتَقَى

২৬৫০. আবুল মিনহাল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াস ইবনে আবদ আল-মুযানী-যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী ছিলেন, তাকে আমি বলতে শুনেছি যে, তিনি (কিছু লোককে পানি বিক্রয় করতে দেখে) বলেন, তোমরা পানি বিক্রয় করো না। কেননা, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করতে শুনেছি।[1] আমর ইবনু দীনার বলেন, আমি জানি না কোন্ পানি। তিনি বলেন: তিনি বলতেন: আমি জানি না যে তা প্রবহমান পানি, নাকি (কুপের) পানের পানি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৫২ এবং মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১১১৭ এবং মুসনাদুল হুমাইদী ৯৩৬ তে। ((আহমাদ ৩/৪১৭, ৪/১৩৮; আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৪৭৮; তিরমিযী, বুয়ূ ১২৭১; নাসাঈ, বুয়ূ, নং ৪৬৪১; ইবনু মাজাহ ২৪৭৬; হাকিম ২/৬১ ...।–ফাতহুল মান্নান হা/২৭৭৬ এর টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫১)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارٍ رَجُلٍ مِنْ فَزَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ وَقَدْ قَالَ عُثْمَانُ فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ فَقَالَ الْمِلْحُ وَالْمَاءُ قَالَ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ إِنْ تَفْعَلْ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ إِنْ تَفْعَلْ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ وَانْتَهَى إِلَى الْمِلْحِ وَالْمَاءِ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ بِهِ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ

২৬৫১. বুহায়সাহ (রহঃ) তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি (তার পিতা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি নিয়ে তাঁর জামার অভ্যন্তরে ঢুকে যান--(বর্ণনাকারী উছমান বলেছেন) এবং তাঁর দেহ মুবারকের সংগে সেঁটে যান। এ সময় তিনি বলেনঃ এমন কোন বস্তু আছে যা দিতে নিষেধ করা যায় না? তিনি বলেনঃ "পানি এবং লবন।" এরপর তিনি বলেনঃ এমন কোন বস্তু আছে যা দিতে নিষেধ করা যায় না? তিনি বলেনঃ "(তা) এই যে, তুমি যত ভাল কাজ করবে, তা তোমার জন্য ততই উত্তম।"
এরপর তিনি বলেনঃ এমন কোন বস্তু আছে যা দিতে নিষেধ করা যায় না? তিনি বলেনঃ "(তা) এই যে, তুমি যত ভাল কাজ করবে, তা তোমার জন্য ততই উত্তম।" (এভাবে বলতে বলতে) তিনি 'লবন ও পানি'র কথায় এসে থামলেন।[1]আব্দুল্লাহ কে বলা হলো, আপনিও কি তাই বলেন? তখন তিনি তার মাথা দ্বারা ইশারা করলেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭১৭৭ তে। এছাড়াও, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/৫৪; ((আহমাদ ৩/৪৮০, ৪৮১; আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৪৭৬; তিরমিযী, বুয়ূ ১২৭১;...।–ফাতহুল মান্নান হা/২৭৭৭ এর টীকা হতে।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫২)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ

২৬৫২. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের (বাসীদের) গাছের ফল অথবা ক্ষেতের ফসলের অর্ধেক ভাগে (চাষাবাদের) কাজ করিয়ে নেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আল হারছু ওয়াল মাযারা'আহ ২৩২৮, ২৩২৯, ২৩৩১; মুসলিম, মাসাকাহ ১৫৫১; আহমাদ ২/১৭; আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৪০৮; তিরমিযী, আহকাম ১৩৮৩; ইবনু আবী শাইবা, ৬/৩৪৩-৩৪৪ নং ১২৯০, ১৪/২৮৬ নং ১৮৩৬২; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৬/৪৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخِبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْنٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا

২৬৫৩. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বর্গা চাষ হতে নিষেধ করার পূর্বে আমরা দুই কিংবা তিন বছরের জন্য এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ ফসলের ও (এমনকি) খড়ের শর্তে বর্গা চাষ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, "যে ব্যক্তির নিকট জমি রয়েছে, সে যেন নিজে

চাষ করে অথবা নিজে চাষ করতে অপছন্দ করলে তা যেন তার ভাইকে দিয়ে দেয়। যদি সে তা তার ভাইকে দিয়ে দিতে অপছন্দ করে, তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।”[1]

মুখাবারাহ: ইমাম নাবাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘বর্গা চাষ বা ভাগে চাষ ও ‘মুখাবারাহ কাছাকাছি দু’টি চাষাবাদ পদ্ধতি; তা হলো: জমিতে উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ কিংবা অন্য যেকোন নির্ধারিত অংশ প্রদানের শর্তে (অন্যের দ্বারা) জমি চাষ করিয়ে নেওয়া। তবে বর্গাচাষে বীজ থাকে জমির মালিকের আর মাখাবারাহ’ পদ্ধতিতে বীজ থাকে বর্গাচাষীর।… (মুহাক্কিক্বের টীকা-অনুবাদক) [1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মাযারাআ’হ ২৩৪০; মুসলিম, বুয়ূ ১৫৩৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৪৪, ১৯৯৬, ২০৩৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৯৫ এবং মুসনাদুল হুমাইদী ১৩১৮, ১৩১৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ بِهِ قَالَ لَا أَقُولُ بِالْأَوَّلِ

২৬৫৪. আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু মা’কিল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ‘মুযারিয়া’ (ভাগচাষ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমাকে সাবিত ইবনু দাহহাক আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুযারাআ’ (বর্গা বা ভাগে চাষ) করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৬/৩৪৪-৩৪৫ নং ১২৯৩; মুসলিম, বুয়ূ ১৫৪৯; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ৪/১০৭; আহমাদ ৪/৩৩; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৮/১৮২; বাইহাকী, মুযারা’আহ ৬/১৩৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

২৬৫৫. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতিত জমি দুই বা তিন বছরের জন্য বিক্রি করতে (ভাড়ায় দিতে) নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৩৩; মুসলিম, বুয়ূ ১৫৪৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮০৬, ১৮৩৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৯২, ৫০০০, ৫১৯২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৯২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫৬)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَبِمَا سَعِدَ مِنَ الْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ قَالَ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

২৫৫৬. সা’দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানায় নালার নিকটবর্তী কৃষি উপযোগী জমি এবং যেখানে আপনা-আপনি পানি উঠতো, তা বর্গা দিতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং আমাদের এরূপ অনুমতি কিংবা অবকাশ দেন যে, আমরা যেন সোনা বা রূপার বিনিময়ে জমি বর্গা দেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮১১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২০১ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১১৩৩ তে।((আহমাদ ১/১৭৮, ১৮২; আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৩৯১; নাসাঈ, মুযারা’আহ ৩৮৯৪; বাইহাকী, কুবরা ৬/১৩৩।–ফাতহুল মান্নান হা/২৭৮২ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫৭)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ

২৬৫৭. আব্দুর রহমান ইবন মাসউদ ইবন নিয়ার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবন আবু হাসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একবার আমাদের বৈঠকে আসেন এবং হাদীছ বর্ণনা করলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ তোমরা (যাকাত আদায়কারী) যদি ফসলাদির অনুমান কর তবে সে হারে (যাকাত) গ্রহণ করবে এবং (যাকাত পরিমাণ থেকেও) এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ (যাকাত দাতার জন্য) ছেড়ে দিবে। যদি এক তৃতীয়াংশ না ছাড় তবে এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৮০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৭৯৮ তে।((আহমাদ ৩/৪৪৮, ৪/২-৩,৩; আবূ দাউদ, যাকাত ১৬০৫; তিরমিযী, যাকাত ৬৪৩; নাসাঈ, যাকাত ২৪৯১; বাইহাকী, কুবরা ৪/১২৩; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ ২৩১৯, ২৩২০; হাকিম ১/৪০২।–ফাতহুল মান্নান হা/২৭৮৩ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫৮)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ

২৬৫৮. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীদের (অবৈধ) উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ইজারাহ ২২৮৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৫৮, ৫১৫৯ তে। ((আবূ দাউদ, বুয়ূ ৩৪২৫; আহমাদ ২/২৮৭, ৩৮২, ৪৩৭-৪৩৮, ৪৫৪- ফাতহুল মান্নান হা/২৭৮৪ এর টীকা হতে। -অনুবাদক)) সংযোজনী: এছাড়াও, আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৭/১৬৩; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১০/৪৩৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৫৯)

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ

২৬৫৯. রাফি ইবনু খাদীজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক ঘৃণ্য, পতিতার উপার্জন ঘৃণ্য, কুকুরের বিক্রি-মূল্য ঘৃণ্য।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, মাসাকাহ ১৫৬৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৫২, ৫১৫৩ তে। ((আহমাদ ৩/৪৬৪, ৪৬৫, ৪/১৪০, ১৪১; আবু দাউদ, বুয়ূ ৩৪২১; তিরমিযী, বুয়ূ ১২৭৫; নাসাঈ, সাইদ ওয়াল যাবাইহ নং ৪২৯৪…।-ফাতহুল মান্নান, হা/২৭৮৫ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৪/৪২; হাকিম ২/৪২; ইবনু আব্দুল বারর, তামহীদ ২/২২৬; তাহাবী, শারহু মা’আনিল আছার ৪/৫২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ

২৬৬০. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তায়বা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শিঙ্গা লাগালেন তখন তিনি তাকে দু’ সা‘আ পরিমাণ খাদ্য দিতে আদেশ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২১০২; মুসলিম, মাসাকাহ ১৫৭৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৩৫, ৩০৪১, ৩০৪৮, ৩৭০৯, ৩৭১০, ৩৭৫৮, ৩৮৫০, ৪২২৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৫১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৫১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ

২৬৬১. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাঁড় বা পাঁঠা (কর্তৃক পশুকে) পাল দিয়ে এর মুল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩৭১ ও আবী ইয়া'লার মু'জামুশ শুয়ূখ নং ১৯৭ তে। ((নাসাঈ, আল কুবরা, বুয়ূ নং ৪৬৯৮, ৪৬৯৯; ইবনু মাজাহ, তিজারাত নং ২১৬০; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৪/৫৩।-ফাতহুল মান্নান, হা/২৭৮৭ এর টীকা হতে।– অনুবাদক)) সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা, ৭/১৪৫, ১৪৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬২)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْمَهْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ

২৬৬২. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাঁড় বা পাঠা (কর্তৃক পশুকে) পাল দিয়ে এর মুল্য এবং পতিতার মজুরী গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আহমাদ ২/৩৩২, ৪১৫; বুখারী, কাবীর তা'লিক হিসেবে ৭/১১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ

২৬৬৩. সাঈদ ইবনু হুরাইস-যিনি সাহাবা হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন- তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি কোনো ঘরবাড়ি বা ভূসম্পত্তি বিক্রয় করে, তবে তা (মুল্য) যদি অনুরূপ (বাড়ি বা সম্পত্তি ক্রয় করার)-এর ব্যাপারে ব্যয় না করে, তবে তা (তার বাড়ি বিক্রয়) বরকত লাভের যোগ্য হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম বিন মুহাজির এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৪৫৮ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতুত তারীখ ১/২৯৪; তাবারাণী, কাবীর ৬/৬৫ নং ৫৫২৬; ইবনু আবী আসিম, আহাদ ওয়াল মাছানী নং ৭০৯, ৭১০; ইবনুল কানি, মু'জামুস সাহাবাহ তারজমাহ নং ৩০৮। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে কয়েকটি যা এটিকে শক্তিশালী করে। আমরা এগুলি তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৬২৭-৬৬৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬৪)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ

২৬৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কূপ খনন করে, তখন তার গবাদিপশুকে পানি পান করানোর পর বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কূপের চারপাশে চল্লিশ হাত জায়গার মধ্যে অন্য কারো জন্য অপর কোনো কুপ খনন করা উচিত নয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান: ১. ইসমাঈল ইবনু মুসলিমের দুর্বল হওয়া; ২. হাসান কর্তৃক এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করা। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ, রুহূন ২৪৮৬। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৬৭০৫ তে। আরও দেখুন, নাসবুর রায়াহ ৪/২৯১-২৯৩; তালখীসুল হাবীর ৩/৬৩; আবী উবাইদ, আল আমওয়াল নং ৭১৮; দারুকুতনী, আল ইলাল ১০/৪৬ নং ১৮৪৮; বাইহাকী ৬/১৫৫; আল মা'রিফাহ ৯/৩১-৩২; হাকিম ৪/৯৭; দারুকুতনী, ৪/২২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬৫)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا قَالَ يُنْظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِبًا

২৬৬৫. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের (ক্রেতা-বিক্রেতার) উভয়ের (বাড়ীতে) যাতায়াতের রাস্তা এক হয়, তাদের মধ্যে শুফ'আ (ক্রয়ে অগ্রাধিকার)-'র ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যদি তার সাথী (প্রতিবেশী) উপস্থিত না থাকে, তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৪৩৯৬; তায়ালিসী ২/২৭৮ নং ১৪০৪; আহমাদ ৩/৩০৩; আবু দাউদ, বুয়ূ ৩৫১৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/১০১; তিরমিযী, আহকাম ১৩৬৯; ইবনু মাজাহ, শুফ'আহ ২৪৯৪;তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৪/১২০, ১২১; বাইহাকী, শুফ'আহ ৬/১০৬। দেখুন, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার ৮/৩১৫; ইবনু আব্দুল বারর, তামহীদ ৭/৪৭; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, ৮/২৪২; ফাতহুল বারী ৪/৪৩৮; বাইহাকী, সুনান ৬/১০৬-১০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ

২৬৬৬. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শরীকী মালে 'শুফআ'-এর আদেশ করেছেন যা এখনও বণ্টন করা হয়নি: ঘর-বাড়ি অথবা বাগানের এক অংশীদারের নিজের অংশ অন্য অংশীদারের অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা বৈধ নয়। সেই অংশীদারের ইচ্ছা সে নিতেও পারে, নাও নিতে পারে। আর যদি কোন অংশীদার অন্য অংশীদারের অনুমতি না নিয়ে বিক্রি করে দেয়- তবে এক্ষেত্রে সে-ই তার অধিক হকদার।[1] আবূ মুহাম্মদ কে বলা হলো: আপনি কি এমত পোষণ করেন? তিনি বলেন, হাঁ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, বুয়ূ ২২১৩; মুসলিম, মাসাকাহ ১৬০৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৩৫, ১৮৫১, ২১৭১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৭৯, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৫১৮৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ مَا رَجَعَكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانَا وَأَنَا فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ فَزِعٌ مِنْ وَعِيدِ عُمَرَ إِيَّاهُ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ مِنْكُمْ رَجُلًا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا شَهِدَ لِي بِهِ قَالَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ أَخْبِرْهُ أَنِّي مَعَكَ عَلَى هَذَا وَقَالَ ذَاكَ آخَرُونَ فَسُرِّيَ عَنْ أَبِي مُوسَى

২৬৬৭. আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মুসা আশ’আরী তিনবার ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট অনুমতি চাইলো, কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই তিনি ফিরে এলেন। ‘উমার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কিসে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল? তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়, কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া না হয় তবে সে যেন ফিরে যায়।” তখন ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। নচেত নিশ্চয় আমি তোমাকে এই এই (শাস্তি প্রদান) করব। আবূ সাঈদ বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সাথে মসজিদে উপস্থিত ছিলাম।
এমন সময় আবূ মূসা আমাদের নিকট আসলেন। আর তিনি এসময় উমারের হুমকি’র কারণে ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেনঃ আমি আপনাদেরকে আল্লাহর দোহায় দিয়ে অনুরোধ করছি আপনাদের মাঝে যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস শুনেছেন, তিনি আমার পক্ষে এর সাক্ষ্য দান করবেন। তিনি বলেনঃ তখন আমি দলের প্রধান ব্যক্তি (উবাই ইবনু কা’ব)-এর নিকট উঠে গিয়ে বললাম, আপনি তাকে বলে দিন আমিই এজন্য আপনার সাথে যাচ্ছি। অপর একজনও একথা বললেন। ফলে আবী মুসার দু:খ দূর হয়ে গেলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ইসতি’যান ৬২৪৫; মুসলিম, আদাব ২১৫৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৯৮১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮০৬, ৫৮০৭, ৫৮১০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৫১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْتُ بَابَهُ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا قَالَ أَنَا أَنَا فَكَرِهَ ذَاكَ

২৬৬৮. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলাম এবং তাঁর দরজায় আঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কে? আমি বললামঃ আমি। তখন তিনি বললেনঃ আমি, আমি। যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, ইসতি'যান ৬২৫০; মুসলিম, আদাব ২১৫৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮০৮ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, নাসাঈ, আল কুবরা ১০১৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৬৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ يَذْكُرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا أَوْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَوْلُهُ أَوْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ مَا أَدْرِي شَيْءٌ قَالَهُ مُحَارِبٌ أَوْ شَيْءٌ هُوَ فِي الْحَدِيثِ

২৬৬৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফর থেকে ফিরে এসে রাতে ঘরে প্রবেশ করা হতে অথবা, তাদের (আপন পরিবার সম্পর্কে) সন্দেহ পোষণ করা হতে, অথবা তাদের স্খলন বা দোষত্রুটি অন্বেষণ করা হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।[1] সুফিয়ান বলেন: তাঁর বাণীঃ 'অথবা তাদের (আপন পরিবার সম্পর্কে) সন্দেহ পোষণ করা হতে, অথবা তাদের স্খলন বা দোষত্রুটি অন্বেষণ করা হতে' সম্পর্কে আমি জানিনা ওটা কি। এ ব্যাপারে মুহারিব বলেন: অথবা, হাদীসের মধ্যকার বিষয়টি কী (তা জানি না)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক

সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫২৪৩; মুসলিম, ইমারাহ ৭১৫ (১৮৪)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৪৩, ১৮৯১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭১৩, ২৭১৪, ৪১৮৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৩৩৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ اسْتَشْرَفَهُ النَّاسُ فَقَالُوا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلَ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

২৬৭০. আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হিজরত করে মক্কা থেকে) মদীনায় এলেন তখন লোকেরা তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে লাগলো এবং বলাবলি হতে লাগলোঃ আল্লাহর রাসূল এসেছেন। আমিও লোকজনের সাথে (তাঁকে) দেখতে গেলাম। আমি তাঁর মুখমন্ডল উত্তমরূপে দেখার পর বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। সর্বপ্রথম তাঁর মুখে আমার শোনা কথা এই যে, তিনি বললেন: "হে লোক সকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রসার করো, খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখো এবং লোকজন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন (রাতের বেলা) নামায পড়ো। তাহলে তোমরা শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/৫৩৬ নং ৫৪৪১, ১৪/৯৫ নং ১৭৬৯৬; ইবনু মাজাহ, আতইমাহ ৩২৫১, ইকামাতিস সালাত ১৩৩৪; আহমাদ ৫/৪৫১; তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ ২৪৮৭; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়ামু ওয়াল লাইলাহ নং ২১৫; ইবনু সা'দ, তাবাকাত ১/১/১৫৯; হাকিম ৩/১৩, ৪/১৬০; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৪/৪০ নং ৯২৬। দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৩৪ এ আমাদের প্রদত্ত টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭১)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُوُفِّيَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ

২৬৭১. আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “মুসলিমের প্রতি মুসলিমের হক ছয়টি (সেগুলো হলোঃ) তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে; সে হাঁচি দিয়ে (আলহামদু লিল্লাহ বললে) তার জন্য সে (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) রহমতের দুআ করবে; সে অসুস্হ হলে সে তার সেবা- শুশ্রুষা করবে; তাকে আহবান করলে সে তাতে সাড়া দেবে; সে মারা গেলে তার (জানাযায়) উপস্থিত হবে, সে তার জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণ কামনা করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩৫ তে এবং সেখানে আমি নিজে তাহক্বীক্ব করার পূর্বে অন্যান্যদের অনুসরণে হারিছকে যঈফ বলেছি। এছাড়াও, খতীব, তারীখ বাগদাদ ৭/৪৮। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবূ হুরাইরা হতে সহীহ মুসলিম, সালাম ২১৬২ তে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৪২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭২)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَائِمُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

২৬৭২. ফাযালা ইবনু উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আরোহী ব্যক্তি পথচারী ব্যক্তিকে, পথচারী ব্যক্তি দন্ডায়মান ব্যক্তিকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দিবে।”[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৭ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৯৩৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭৩)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكَ قُلْ عَلَيْكَ

২৬৭৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোনো ইয়াহূদী তোমাদের কাউকে সালাম দেয়, তখন সে বলেঃ আস-সামু আলাইকা, অর্থাৎ তুমি মর। কাজেই তুমি (তার সালামের জবাবে) বলবেঃ ওয়া-আলাইকা- অর্থাৎ তুমি মর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫২৪৩; মুসলিম, ইমারাহ ৭১৫ (১৮৪)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭৪)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَنَسٍ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

২৬৭৪. সায়ার (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ছাবিত আল বুনানী (রহঃ) এর সঙ্গে চলছিলাম। একদল শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের সালাম দেন এবং ছাবিত (রহঃ) বলেন যে, তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমের সময় তাদের সালাম দেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন। এসময় তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম কালে তাদের সালাম করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তিরমিযী, ইসতি’আযান ২৬৯৭; বুখারী, ইসতি’আযান ৬২৪৭, আদাবুল মুফরাদ নং ১০৪৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৩৩০৫; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়ামু ওয়াল লাইল নং ২২৬; মুসলিম, সালাম ২১৬৮; নাসাঈ, কুবরা নং ১০১৬২; আবু দাউদ, আদাব ৫২০২; আহামদ ৩/১৮৩; ইবনু আবী শাইবা ৮/৬৩৪ নং ৫৮২৫; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৮/৩৬৮; ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৭০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭৫)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي شَهْرٌ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَنَّهَا بَيْنَا هِيَ فِي نِسْوَةٍ مَرَّ عَلَيْهِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ

২৬৭৫. বনী আব্দু আশহাল গোত্রের এক নারী আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনু সাকান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি কিছু মহিলাদের মাঝে ছিলেন, এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মহিলাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় তাদের সালাম দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। শাহর ইবনু হাওশাব সম্পর্কে তিরমিযী বলেন, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল তার সম্পর্কে বলেন, 'শাহর ইবনু হাওশাব হাসানুল হাদীস, এবং তার হুকুম শক্তিশালী।' তাখরীজ: আহামদ ৬/৪৫২; ইবনু আবী শাইবা ৮/৬৩৪-৬৩৫ নং ৫৮২৬; আবু দাউদ, আদাব ৫২০৪; ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৭০১; তিরমিযী, ইসতি'আযান ২৬৯৮; বুখারী, আদাবুল মুফরাদ নং ১০৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭৬)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى

২৬৭৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ "হে আয়িশা! জীবরীল (আ.) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন।" আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'তাঁর প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত।' তিনি বলেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কিছু দেখতেন, যা আমরা দেখতে পেতাম না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৪৪৭; বুখারী, ইসতি'আযান ৬২৪৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৭৮১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭০৯৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৭৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭৭)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ حِينَ قَضَى صَلَاتَهُ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّا بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ مِنْ غِفَارٍ قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ قُلْتُ فِي نَفْسِي كَرِهَ أَنِّي انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ

২৬৭৭. আবী যারর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকআত) সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি সালাত শেষ করলে আমি তাঁর কাছে আসলাম। আর আমিই হলাম প্রথম ব্যক্তি যে তাঁকে ইসলামী রীতি অনুযায়ী সালাম দিয়েছে। (আমি বললাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!) তিনি বললেনঃ “ওয়া আলাইকাস-সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। তুমি কোন্ গোত্রের লোক?” তিনি বলেন, আমি বললাম, গিফার গোত্রের। তিনি বলেন, তখন তিনি হাত দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমার নিজেকে গিফার গোত্রের সাথে সম্পর্কিত করাকে তিনি অপছন্দ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৪৭৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭১৩৩ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১৪/৩১৮ নং ১৭৪৪৭; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/৬; তায়ালিসী, মানহাতুল মা’বুদ নং ২৫৮২, ২৫৮৩, ২৫৮৪; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/১৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ ثَلَاثُونَ

২৬৭৮. ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল: আস্ সালামু আলাইকুম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন: “দশ (নেকী)।” তারপর অন্য এক ব্যক্তি এসে সালাম দিতে

গিয়ে বলল: আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন: "বিশ (নেকী)।" তারপর আরেক ব্যক্তি এসে সালাম দিতে গিয়ে বলল: আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন: "ত্রিশ (নেকী)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহামদ ৪/৪৩৯-৪৪০; আবু দাউদ, আদাব ৫১৯৫; তিরমিযী, ইসতি'আযান ২৬৯০; তাবারাণী, কাবীর ১৮/১৩৪ নং ২৮০। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৯৩ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৯৩১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৭৯)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْحُضَيْنِ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى تَوَضَّأَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّهُ عَلَيْهِ

২৬৭৯. আল-মুহাজির ইবন কুনফুয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে তাঁকে সালাম দিলেন যখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেশাবরত ছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ না করা পর্যন্ত তার সালামের জবাব দিলেন না। অতঃপর তিনি উযূ করে তার সালামের জবাব দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮০৩, ৮০৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৮৯, ১৯০ তে। ((আহমাদ ৪/৩৪৫, ৫/৮০; আবু দাউদ, তাহারাত ১৭; নাসাঈ, তাহারাত ৩৮; ইবনু মাজাহ, তাহারাত ৩৫০; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ১/৮৫; হাকিম ১/১৬৭; বাইহাকী, কুবরা ১/৯০।– ফাতহুল মান্নান হা/২৮০৫ এর টীকা হতে।–অনুবাদক)) সংযোজনী: এছাড়াও, তাবারাণী, কাবীর ২০/৩২৯ নং ৭৮০; ইবনু আবী আসিম, আহাদ ওয়াল মাছানী নং ৬৭৪; ইবনুল কানি', মুজামুস সাহাবাহ নং ১০০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْحَمْوُ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ قَالَ يَحْيَى الْحَمْوُ يَعْنِي قَرَابَةَ الزَّوْجِ

২৬৮০. উকবা ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীলোকদের কাছে যেও না।" তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'হামউ' (দেবর-ভাসূর-স্বামীর ভগ্নিপতি) বাদে। তিনি বললেন, 'হামউ' তো মৃত্যুতুল্য।"[1] ইয়াহইয়া বলেন, 'হামউ' অর্থ স্বামীর নিকটাত্মীয় পুরুষগণ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, নিকাহ ৫২৩২; মুসলিম, সালাম ২১৭২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৮৮ তে। ((তিরমিযী, রাদা'আ ১১৭১; আহমাদ ৪/১৪৯।–অনুবাদক)) সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৪/৩২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ

২৬৮১. জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন: তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আদাব ২১৫৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৭১ তে। ((আবু দাউদ, নিকাহ ২১৪৮; তিরমিযী, আদাব ২৭৭৬; হাকিম ২/৩৯৬।– ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৬৪৩ এর টীকা হতে।-অনুবাদক)) সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৪/৩২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮২)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ شِبْرًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ قَدْرَ ذِرَاعٍ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ عَبْد اللَّهِ النَّاسُ يَقُولُونَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

২৬৮২. উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মহিলাদের আঁচল বা কাপড়ের নিম্নপ্রান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "(নিসফে সাক্ব হতে) এক বিঘত (নিচে নামিয়ে দিবে)।" আমি বললাম, তা হলে তো তাদের পা অনাবৃত হয়ে যেতে পারে?
তিনি বললেন, তা হলে এক হাত (নিচে ঝুলিয়ে দিবে)। এর বেশী করবে না।"[1] আব্দুল্লাহ বলেন, লোকেরা নাফি' হতে সুলাইমান ইবনু ইয়াসার সূত্রে (এটি) বর্ণনা করতো।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইবনু ইসহাক কর্তৃক এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণিত হওয়ার কারণে। তবে এর মুতাবি'আত বা অনুসরণে বর্ণিত হাদীস রয়েছে যা এর সনদকে সহীহতে উন্নীত করে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮৯১, ৬৯৭৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৪৫১ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৪৫১ তে। পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী টীকাটিও দেখুন। [2] আহমাদ ৬/২৯৩, ৩১৫; আবূ দাউদ, লিবাস ৪১১৮; নাসাঈ, যীনাত ৮/২০৯; ইবনু মাজাহ, লিবাস ৩৫৮০ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى الذَّهَبَ فَتُظْهِرَهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ

২৬৮৩. হুযাইফার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বোন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দানকালে বলেন: "হে নারী সমাজ! তোমাদের কি রূপা (এর অলংকার) নেই যা দিয়ে তোমরা নিজেকে অলংকৃত করবে? তোমাদের মধ্যে যে কোনো নারী সোনা (এর অলংকার) পরিধান করবে, অত:পর তা প্রকাশ (বা প্রদর্শন) করে বেড়াবে, তাকে এর দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এতে রবী' ইবনু হিরাশের এক স্ত্রী রয়েছে, যে মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়)। তাখরীজ: আহমাদ ৬/৩৫৭-৩৫৮; নাসাঈ, কুবরা ৯৪৩৭, ৯৪৩৮; তাবারাণী, কাবীর ২৪/২৪৩ নং ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫; আবূ দাউদ, খতামা ৪২৩৭; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/৮৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيحُهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانٍ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ يَرْفَعُهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

২৬৮৪. আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোন মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যায়, যাতে তার সুগন্ধি পাওয়া যায়, তবে সে হল ব্যভিচারিণী। আর প্রতিটি চোখই ব্যভিচারী।"[1] আবী আসিম বলেন, আমাদের কোনো কোনো সাথী এটিকে মারফু' হিসেবে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে) বর্ণনা করেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুরসাল হিসেবে সহীহ, মাওসূল হিসেবেও সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪২৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৪৭৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَقَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ فَقَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَادْخُلِي فَانْظُرِي فَدَخَلَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكِ مَا جَامَعْتُهَا

২৬৮৫. ‘আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ লা’নাত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উল্কি অংকণ করে এবং যারা নিজ শরীরে উল্কি অংকন করায়, যারা (ভ্রু-চুল) উপড়িয়ে ফেলে এবং সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। সে সব নারী আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি আনয়ন করে। এরপর বানী আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়াকূব নামের এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এই এই ধরনের মহিলাদের প্রতি লা’নাত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার প্রতি লা’নাত করেছেন, আল্লাহর কিতাবে তা রয়েছে, আমি তার প্রতি লা’নাত করব না কেন? তখন মহিলা বলল, আমি দুই ফলকের মাঝে যা আছে তা (পূর্ণ কুরআন) পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা তো এতে পাইনি।

‘আবদুল্লাহ্ বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তাহলে অবশ্যই তা পেতে, তুমি কি পড়নি: “রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।” (সূরা হাশর: ৭) মহিলাটি বলল, হাঁ নিশ্চয়ই পড়েছি। ‘আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বলল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারও এ কাজ করে। তিনি বললেন, তুমি যাও এবং ভালমত দেখে এসো। এরপর মহিলা গেল এবং ভালভাবে দেখে এলো। কিন্তু তার দেখার বিষয়ে কিছুই দেখতে পেলো না। তখন ‘আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি আমার স্ত্রী এমন করত, তবে সে আমার সঙ্গে একত্র থাকতে পারত না।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর সুরাতুল হাশর ৪৮৮৬; মুসলিম, লিবাস ২১২৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৪১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫০৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮৬)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ عَشْرِ خِصَالٍ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ

فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ وَالنَّتْفِ وَالْوَشْمِ وَالنُّهْبَةِ وَرُكُوبِ النُّمُورِ وَاتِّخَاذِ الدِّيبَاجِ هَا هُنَا عَلَى الْعَاتِقَيْنِ وَفِي أَسْفَلِ الثِّيَابِ قَالَ عَبْد اللَّهِ أَبُو عَامِرٍ شَيْخٌ لَهُمْ وَالْمُكَامَعَةُ الْمُضَاجَعَةُ

২৬৮৬. আবু আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আবু রাইহানা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেনঃ উভয়ের শরীরে (পোশাক বা বস্ত্র জাতীয়) কোনো কিছু ব্যতীত এক পুরুষের সাথে অন্য পুরুষের একই কাপড়ের মধ্যে শয়ন করা, অনুরুপ উভয়ের শরীরে (পোশাক বা বস্ত্র জাতীয়) কোনোকিছু ব্যতীত অন্য মহিলার সাথে কোন মহিলার একই কাপড়ের মধ্যে শয়ন করা, (ভ্রু-চুল) উপড়িয়ে ফেলা, শরীরে উল্কি অংকন করা, (কারো সম্পদ) লুট করা, চিতা বাঘের চামড়া ব্যবহার করা, (বস্ত্রের) দুই কাঁধের উপরে রেশম ব্যবহার করা, কাপড় (পায়ের গিঁঠের) নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করা।”[1]আব্দুল্লাহ বলেন, আবূ আমির তাদের শাইখ। আর মুকা’আমাহ’ অর্থ একত্রে শয়ন করা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে আবূ আমির আল হুজরী রয়েছে, যার সম্পর্কে বুখারী তার কাবীর ৯/৫৭ ও ইবনু আবী হাতিম তার জারহু ওয়াত তা’দীল ৯/৪১১ এ উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার সম্পর্কে ‘জারাহ’ বা তা’দীল করেননি। আর তার জারাহ’ (সমালোচনা) করতে আমি কাউকে দেখিনি।... ফলে এটি ইবনু হিব্বানের শর্তানুযায়ী (সহীহ)। অন্যান্য রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/৪৯৩-৪৯৪ নং ৫২৯৫; ইবনু মাজাহ, লিবাস ৩৬৫৫ সংক্ষেপে; আহমাদ ৪/১৩৪, ১৩৫; ইবনুল আসীর, আসাদুল গাবাহ ২/৫২৯-৫৩০; আবূ দাউদ, লিবাস ৪০৪৯; নাসাঈ, কুবরা নং ৯৩৬৬; মুজতাবা ৮/১৪৩; মিযযী, তাহযীবুল কামাল ১২/৫৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا أَوْ فُلَانَةً قَالَ عَبْد اللَّهِ فَأَشُكُّ

২৬৮৭. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের উপর লা’নত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ “ওদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।” ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

বলেছেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুককে বের করেছেন এবং ‘উমার অমুক পুরুষকে অথবা অমুক নারীকে বের করে দিয়েছেন- আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমার সন্দেহ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, লিবাস ৫৮৮৫, ৫৮৮৬, ৬৮৩৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৩৩ তে। সংযোজনী: বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩২০৭; আবূ নুয়াইম, আখবারু আসবাহান ১/১২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮৮)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ جَلَسَ عِنْدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ خَمِّرْ عَلَيْكَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

২৬৮৮. যুর’আহ ইবনু আব্দুর রহমান তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, -আর তিনি আসহাবে সুফফা’র অন্তর্ভূক্ত ছিলেন- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বসলেন, তখন আমার উরু খোলা ছিল। ফলে তিনি বললেন: “তোমার উরু ঢেকে রাখো। তুমি কি জান না যে, উরু সতরের অন্তর্ভূক্ত?”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। আর শাহিদ রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭১০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৮০, ৮৮১ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৩৫৩ তে। আরও দেখুন, ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ ১৫৩; ইবনুল জাওযী, তাহক্বীক্ব ১/৩২০-৩২৩; তাবারাণী, কাবীর ২/২৭৩ নং ২১৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৮৯)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ يَسْتَفْتِينَهَا فَقَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنْ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ

২৬৮৯. সালিম ইবনু আবীল জা'দ বলেন, হিমসবাসী কয়েকজন মহিলা আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে প্রবেশ করে ফতোয়া জানতে চায়। তিনি বলেন, সম্ভবত: তোমরা সেই নারীদের অন্তর্ভূক্ত যারা হাম্মামখানায় প্রবেশ করো। তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে মহিলা তার স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও স্বীয় কাপুড় খুলে রাখল সে তার ও আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা'র মাঝের পর্দা ছিন্ন করল।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। আবীল জা'দ সালিম আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে কিছু শোনেননি। তবে পরবর্তী হাদীসটির সনদ সহীহ। তাখরীজ: পরবর্তী টীকাটি দেখুন। ((আবূ দাউদ, হাম্মাম ৪০১৪; তিরমিযী, আদাব ২৭৯৫; আহমাদ ৩/৪৭৮-৪৭৯; তায়ালিসী, হা/১১৭৬; হাকিম, ইবনু হিব্বান।– ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৬৫১ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯০)

قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ عَائِشَةَ هَذَا الْحَدِيثَ

২৬৯০. আবী মালিহ (রহঃ) আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। এছাড়াও, বুখারী, কাবীর ৫/২৯২; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৩/৫৮; হাকিম ৪/২৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯১)

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ يَعْنِي أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا

২৬৯১. ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন লোক তার (মুসলিম) ভাইকে আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে তাতে আসন গ্রহণ করবে না। তবে তোমরা বসার জায়গা করে দেবে এবং প্রশস্ত করে দেবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, জুমু'আহ ৯১১; মুসলিম, সালাম ২১৭৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৬, ৫৮৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৭৯ তে। ((আবূ দাউদ, আদাব ৪৮২৮; তিরমিযী, আদাব ২৭৪৯, ২৭৫০; আহমাদ ২/১৭, ৪৫, ৩৩৮, ৪৮৩, ৫২৩ ৫/৪৮; হাকিম ১/২৯৩।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৬৫৩ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯২)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ أَوْ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

২৬৯২. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "তোমাদের কেউ তার বসার স্থান থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হকদার।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সালাম ২১৭৯। ((আবূ দাউদ, আদাব ৪৮৫৩; ইবনু মাজাহ আদাব ৩৭১৭।- ফাওয়ায আহমেদের দারেমী হা/২৬৫৪ এর টীকা হতে।–অনুবাদক)) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৯৫৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ جُلُوسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو إِسْحَقَ مِنْ الْبَرَاءِ

২৬৯৩. বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় আনসারী লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা পথে বসা ছিল। তিনি তাদের বললেন:"তোমাদের যদি পথের পাশে বসতেই হয়, তবে (লোকদেরকে) পথ দেখিয়ে দেবে, সালামের প্রসার করবে এবং মজলুমের সাহায্য করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। তবে হাদীসটি সহীহ। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭১৭, ১৭১৮ তে।((তিরমিযী, ইসতি'আযান ২৭২৬। -অনুবাদক)) সংযোজনী: এছাড়াও, তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/৫৯, ৬০। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবূ সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২৪৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৫ তে। এর শাহিদ সহীহ হাদীস রয়েছে আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৯৫৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

২৬৯৪. 'আব্বাদ ইবনু তামীম (রহ.) তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর চাচা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মসজিদে চিত হয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে শুয়ে থাকতে দেখেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, সালাত ৪৭৫; মুসলিম, লিবাস ২১০০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৫২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪১৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯৫)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

২৬৯৫. আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা যখন তিনজন থাকবে তখন সঙ্গীকে বাদ দিয়ে দুইজনে চুপে চুপে কথা বলবে না। কেননা এ জিনিস তাকে চিন্তিত করবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ইসতি'আযান ৬২৯০; মুসলিম, সালাম ২১৮৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৫১১৪, ৫১৩২, ৫২২০, ৫২৫৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯৬)

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ بِأَخَرَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ الْآنَ كَلَامًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا خَلَا فَقَالَ هَذَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجَالِسِ

২৬৯৬. আবূ বারযা আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন মজলিসে বসতেন, এরপর বসা শেষে উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি এ দু'আ পাঠ করতেনঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া-আতুবু ইলায়কা।' তখন তারা বলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আজকে এমন দু'আ পাঠ করলেন, যা ইতোপূর্বে আর কখনো পাঠ করেন নি। তখন তিনি বলেনঃ "এ (দু'আ) হলো মজলিসের (কথাবার্তার) ভুল-ত্রুটির জন্য কাফফারা স্বরূপ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাওসিলী নং ৭৪২৬ তে। এর শাহিদ সহীহ হাদীস রয়েছে আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৯৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৩৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯৭)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَاطِسُ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَقُولُ الَّذِي يُشَمِّتُهُ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

২৬৯৭. আবূ আয়্যুব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “হাঁচি দানকারী বলবে: ‘আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল’ (অর্থ: সর্বাবস্থায় আল্লাহরই সকল প্রশংসা)। আর যে এটি (হাঁচিদাতাকে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলতে) শুনবে, সে যেন বলে: ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ (অর্থ: আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন)। এরপর হাঁচিদাতা জবাবে বলবে: ‘ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম’ (অর্থ: আল্লাহ তোমাদের হেদায়েত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল বানিয়ে দিন)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হিফজ’ (স্মরণ শক্তি) খুবই দুর্বল। তাখরীজ: হাকিম ৪/২৬৬; তায়ালিসী, মানিহাতুল মা’বুদ ১/৩৬১ নং ১৮৬৪; আহমাদ ৫/৪১৯-৪২২; তিরমিযী, আদাব ২৭৪২; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইলাহ নং ২৫৫; তাবারাণী, কাবীর ৪/১৬১ নং ৪০০৯; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৭/১৬৩। তিরমিযী বলেন, ‘ইবনু আবী লাইলা এ হাদীসটিতে ইযতিরাব করেছেন। কখনো এটি আবী আইয়্যুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আবার কখনো এটি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।’ তিরমিযী আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, আমরা এ হাদীসটির পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩০৬ তে। এর শাহিদ সহীহ হাদীস রয়েছে আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী, আদাব ৬২২৪ ও আবূ দাউদ, আদাব ৫০৩৩ তে, ফলে এ শাহীদ আমাদের এ হাদীসটিকে সহীহতে উন্নীত করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَوْ سَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتْ الْآخَرَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتَّ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْ الْآخَرَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ قَالَ عَبْد اللَّهِ سُلَيْمَانُ هُوَ التَّيْمِيُّ

২৬৯৮. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে দু’ ব্যক্তি হাঁচি দিল। তখন তিনি তাদের একজনের জবাবে দু’আ করলেন[1] আর অন্যজনের জন্য দু’আ করলেন না। তাঁকে কারণ জিজ্ঞেস করা হলো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যক্তির জবাবে দু’আ করলেন আর অন্যজনের জন্য দু’আ করলেন না। তিনি বললেনঃ এ ব্যক্তি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলেছে। আর ঐ ব্যক্তি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলেনি।”[2] আবূ মুহাম্মদ বলেন, সুলাইমান হলেন তাইমী।

[1] আত ‘তাশমীত’: কল্যাণ ও বরকতের দু’আ করা।… [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, আদাব ৬২২১; মুসলিম, যুহদ ২৯৯১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪০৬০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০১০, ৬০১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৪২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৬৯৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ

২৬৯৯. সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তি হাঁচি দেয়। তখন তিনি বললেন: “ইয়ারহামুকাল্লাহ।” লোকটি দ্বিতীয়বার হাঁচি দিল। তখন তিনি বললেন: “এই লোকটি তো সর্দিতে আক্রান্ত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মুসলিম, যুহদ ২৯৯৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৩ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইলাহ নং ২৫৫; তাবারাণী, কাবীর ৪/১৬১ নং ৪০০৯;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০০)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ لَنَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَهَانِي أَوْ قَالَتْ فَكَرِهَهُ قَالَتْ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ

২৭০০. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের একখন্ড কাপড় ছিল, যাতে ছবি ছিল এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে স্থাপন করলাম। আর তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে নিষেধ করলেন। অথবা, তিনি (আয়েশা) বলেনঃ কিন্তু তিনি সেটি অপছন্দ করলেন। তিনি বলেন, এরপর আমি সেটি দিয়ে কয়েকটি বালিশ বানিয়ে নিলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত। তাখরীজ: বুখারী, মাযালিম ২৪৭৬; মুসলিম, লিবাস ২১০৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪০৩, ৪৪০৯, ৪৪৩৮, ৪৪৬৮, ৪৬৪১, ৪৬৪৬, ৪৭২৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৪৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৫৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০১)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَكَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ

২৭০১. আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ঘরে কুকুর, ছবি ও ‘জুনুবী’ (অপবিত্র) ব্যক্তি থাকে, সেই ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ যদি আব্দুল্লাহ বিন নুজাই আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করে থাকেন।... তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩১৩ (জাইয়্যেদ সনদে), ৫৯২, ৬২৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২০৫ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৪৮৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০২)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

২৭০২. আবী মাসউদ আল বাদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোন মুসলিম তার পরিবারের জন্য সাওয়াবের আশায় যখন খরচ করে তখন তা হয় তার পক্ষ থেকে সাদাকা স্বরূপ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ৫৫;

মুসলিম, যাকাত ১০০২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৩৮, ৪২৩৯ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, তায়ালিসী, মানিহাতুল মা'বুদ ১/৩২৫ নং ১৬৩৮; আরও দেখুন, মা'রিফাতুস সুনান ৮/২০৮ নং ৮৫০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ تُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ وَأُرَاهُ قَالَ الْحَسَنَ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْحَسَنَ وَرَاءَهُ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ عَلَى الدَّابَّةِ الَّتِي عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৭০৩. আবদুল্লাহ্ ইবনু জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সফর হতে ফেরার সময় একদিন আমাকে এবং হাসান বা হুসাইনকে সম্মুখে পেলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমার মনে হয় হাসানকে। তারপর তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন আর হাসানকে তাঁর পেছনে বসালেন। এমনকি এভাবে আমরা সেই পশুর উপর আরোহী অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করলাম, যার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৪২৮; ((আবূ দাউদ, জিহাদ ২৫৬৬; নাসাঈ, কুবরা ২/৪৭৭-৪৭৮ নং ৪২৪৬; ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৭৭৩ আহমাদ ১/২০৩।– ফাতহুল মান্নান হা/২৮৩০ এর টীকা হতে।–অনুবাদক)) তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭৯১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৪৮ তে। সংযোজনী: ইবনু আবী শাইবা ৯/৩৫ নং ৬৪২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০৪)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَمَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ قَالَ أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي بَيْتِهِ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَقُلْنَا لِقَيْسٍ قُمْ فَصَلِّ لَنَا فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُونِهِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَصَدْرِ فِرَاشِهِ وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَاكَ يَا فُلَانُ لِمَوْلًى لَهُ قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ

২৭০৪. কু'ফার আমীর আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল খাত্বমী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কাইস ইবনু সা'দ ইবনু উবাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাড়িতে তার নিকট এলাম। তখন মুয়াযযিন সালাতের জন্য আযান দিলেন। তাই আমরা কাইস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আপনি উঠে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করুন। তখন তিনি বললেন, আমি যাদের আমীর নই, সেই লোকদের নিয়ে আমি কিছুতেই সালাত আদায় করব না। আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালাহ ইবনুল গাছিল নামক এক ব্যক্তি যিনি নিকটে ছিলেন না, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষ নিজেই তার বাহনের পশুর (মর্যাদাপূর্ণ) অগ্রভাগের, তার বিছানার (মর্যাদাপূর্ণ) অগ্রভাগের এবং তার বাড়িতে ইমামতি করার সর্বাধিক হকদার।" এ সময় কাইস ইবনু সা'দ তার এক গোলামকে বললেন, হে অমুক, উঠে তাদের কে নিয়ে সালাত আদায় করো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২৩৬৩ তে। তবে এর কয়েকটি শাহিদ রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে। এ ব্যাপারে আমার বিস্তারিত আলোচনা করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২৩৬৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০৫)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ وَقَدْ صَحِبَ أَبُوهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ

২৭০৫. মুহাম্মদ ইবনু হামযাহ ইবনু আমর আল আসলামী যার পিতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক উটের উপরিভাগে একটি করে শয়তান থাকে, সুতরাং তোমরা যখন এর পিঠে আরোহন করবে, তখন বিসমিল্লাহ' বলবে, কিন্তু তোমাদের প্রয়োজন সমূহ থেকে বিরত থাকবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭০৩, ২৬৯৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২০০০ তে। সংযোজনী: এছাড়া, ইবনু আবী শাইবা ১০/৩৯১ নং ৯৭৭২; তাবারাণী, আওসাত নং ১৯৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০৬)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ

২৭০৬. সাহল ইবনু মুয়ায ইবনু আনাস যার পিতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “এ সকল পশুদের উপর নিরাপদে তোমরা আরোহন করো, তবে এদেরকে চেয়ার বা সিংহাসনরূপে ব্যবহার করো না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬১৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২০০২ তে। সংযোজনী: এছাড়া, ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ ৯৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ يُخَالِفُ شَبَابَةَ فِي شَيْءٍ

২৭০৭. আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ সূত্রে তিনি লাইছ হতে ….(এটি বর্ণনা করেছেন), তবে তিনি কিছু বিষয়ে ‘শাবাবাহ’র বিরোধীতা করেছেন।[1]

[1] আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ যঈফ। ফলে তার আগের সনদটির বিরোধিতা করা সেটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০৮)

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرَّجْعَةَ إِلَى أَهْلِهِ

২৭০৮. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সফর ‘আযাবের অংশ বিশেষ। তা তোমাদের যথাসময় নিদ্রা ও পানাহারে ব্যঘাত ঘটায়। কাজেই নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবিলম্বে সে যেন আপন পরিজনের কাছে ফিরে যায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: মালিক, ইসতিআযান ৩৯; বুখারী, উমরাহ ১৮০৪; মুসলিম, ইমারাহ ১৯২৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭০৩ তে। সংযোজনী: এছাড়া, তাবারাণী, সগীর ১/২২০; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৬/৩৪৪; খতীব বাগদাদী, তারীখ ২/৫৩-৫৪; ৭/২৮৪; সাহমী, তারীখ জুরজান পৃ: ৩৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭০৯)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ السَّفَرَ فَقَالَ لَهُ مَتَى قَالَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ لَهُ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي كَنَفِهِ زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَخَّيْتَ أَوْ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ شَكَّ سَعِيدٌ فِي إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ

২৭০৯. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললঃ ইয়া নাবিয়াল্লাহ! আমি সফরের ইচ্ছা করছি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কখন?” সে বলল, আগামীকাল ইনশা আল্লাহ। এরপর তিনি এসে নিজ হাতে তার হাত ধরলেন। এরপর তিনি বললেনঃ “আল্লাহর হেফাজতে ও তাঁর আশ্রয়ে (হাওয়ালা করছি)। আল্লাহ তা’আলা তোমাকে পাথেয় হিসাবে তাকওয়া দান করুন। আর তিনি তোমার গুনাহ মাফ করুন। তোমার জন্য আল্লাহ তা’আলা কল্যাণ সহজলভ্য করে দিন, তুমি যে স্থানেরই নিয়াত করনা কেন-কিংবা যে স্থানই উদ্দেশ্য করনা কেন।” রাবী সাঈদের সন্দেহ, এ দু’বাক্যের কোন একটি হবে। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ নং ৫০২, ৫০৩; তিরমিযী, দাওয়াত ৩৪৪০; হাকিম ২/৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ هُوَ الْأَحْوَلُ قَالَ وَثَبَّتَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

২৭১০. আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রওয়ানার প্রাক্কালে বলতেনঃ ‘‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট-ক্লান্তি বা মন্দ কাজ, প্রত্যাবর্তন স্থলের বিষন্নতা বা অবসাদ, প্রাচুর্যের পরে রিক্ততা, নির্যাতিতের বদদোয়া এবং পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৮২, ৮৩; নাসাঈ, ইসতিআযান ৮/২৭২; মুসলিম, হাজ্জ ১৩৪৩; ইবনু মাজাহ, দু’আ ৩৮৮৮; তিরমিযী, দাওয়াত ৩৪৩৫; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ নং ৪৯২; আব্দুর রাযযাক, নং ৯২৩১, ২০৯২৭; ইবনু আবী শাইবা ১০/৩৫৯ নং ৯৬৫৬; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৩/১২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১১)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا وَيَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطْوِ لَنَا بُعْدَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا بِخَيْرٍ

২৭১১. ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর করতেন তখন সওয়ারীতে আরোহন করে তিন বার আল্লাহু আকবার বলতেন এরপর বলতেনঃ

‘‘সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়াইন্না-ইলা রব্বিনা লামুনক্বলিবুন। আল্লাহুম্মা! ইন্নী আসআলুকা ফী সাফারী হাযাল বিরর ওয়াত তাক্বওয়া ওয়া মিনাল আমলি মা তারদ্ব’। আল্লাহুম্মা হাওয়িন্ আলাইনাস সাফারা ওয়াত্বয়ি লানা বু’দাল আরদি। আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু

ফিস সাফার ওয়া খলিফাতু ফী আহলি; আল্লাহুম্মাসহ(মাসেহ)াবনা ফী সাফারিনা; ওয়াখলুফনা ফী আহলিনা বিখইরিন।”[1]

(অর্থ: হে আল্লাহ! আমার এই সফরে এমন নেকি তাকওয়া ও আমল প্রার্থনা করি যার উপর তুমি সন্তুষ্ট থাক। হে আল্লাহ! আমাদের উপর এই সফর সহজ করে দাও। আমাদের জন্য যমীনের দূরত্ব সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই আমার সফরের সাথী আর পরিজনদের মাঝে স্থলবর্তী। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে তুমি কল্যাণসহ আমাদের সঙ্গী হও আর আমাদের পরিজনদের মধ্যে আমাদের স্থলবর্তী হও।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, হাজ্জ ১৩৪২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৬৯৫, ২৬৯৬ তে। সামনের ২৭২৫ নং এ এর কিয়দংশের টীকায় দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১২)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا

২৭১২. জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কোন (উঁচু স্থানে) আরোহণ করতাম, তখন ‘তাকবীর’ ধ্বনি উচ্চারণ করতাম আর যখন কোন (উপত্যকায়) অবতরণ করতাম, সে সময় ‘সুবহানাল্লাহ্’ বলতাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৯৯৩, ২৯৯৪; সহীহ ইবনু খুযাইমা ৩/৩৩৩; আহমাদ ৫/৮২ (যঈফ সনদে)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১৩)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ مَوْلَى أَمِّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِيرُ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ

২৭১৩. উম্মু হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "(রহমতের) ফিরিশতাগণ সে কাফেলা বা অভিযাত্রী দলের সহগামী হন না, যাদের মধ্যে ঘন্টা থাকে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২১২৫, ৭১৩৩, ৭১৩৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭০০, ৪৭০৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন ১৪৯২ তে। পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১৪)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ

২৭১৪. আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "(রহমতের) ফিরিশতাগণ সে কাফেলা বা অভিযাত্রী দলের ঘনিষ্ঠ সহগামী হন না, যাদের মধ্যে কুকুর অথবা ঘন্টা থাকে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, লিবাস ২১১৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৫১৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭০৪ তে। আগের হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১৫)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا فُلَانَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا فَقَالَ ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ فَوَضَعُوا عَنْهَا قَالَ عِمْرَانُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ

২৭১৫. ইমরান ইবন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে যেতে যেতে পথিমধ্যে অভিশাপের বাণী শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন এ অভিশাপ?" লোকজন উত্তরে বললেন, অমুক নারী তার ভারবাহী পশুকে অভিশাপ

দিচ্ছে। তখন তিনি বললেনঃ “তোমরা (এর পিঠ হতে) তাকে তার (মালপত্রসহ) নামিয়ে ফেল। কারণ তার পশুটি তো অভিশপ্ত।” লোকজন তাকে নামিয়ে ফেলল। ইমরান বলেন, আমি যেন এখনও উক্ত পশুটিকে দেখতে পাচ্ছি যে, তা একটি সাদা- কালো মিশ্রিত উটনীছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, বিরর ওয়াস সুলহ ২৫৯৫। (আবূ দাউদ, জিহাদ ২৫৬১) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৭৪০, ৫৭৪১ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, তাবারাণী, কাবীর ১৮/১৮৯ নং ৪৫০; ইবনু আবী শাইবা নং ৫৯৮৩; আব্দুর রাযযাক, নং ১৯৫৩২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১৬)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

২৭১৬. আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে নারী আল্লাহ্এবং শেষ দিনে ঈমান রাখে তার জন্য তার পিতা, ভ্রাতা, স্বামী বা যাকে বিয়ে করা হারাম এমন ব্যক্তির সঙ্গে ছাড়া তিন দিন বা ততোধিক দিনের সফর করা বিধেয় নয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফাযলুস সালাত ১১৯৭; মুসলিম, হাজ্জ ১৩৪০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৬১, ১১৬৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬১৭, ২৭১৮, ২৭১৯, ৩৫৯৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৬৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১৭)

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ لَمْ يَسْرِ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ أَبَدًا

২৭১৭. ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একা চলার মধ্যে যা (যে ক্ষতি) রয়েছে, যদি লোকেরা তা জানতো, তাহলে কোন আরোহী রাতে কখনো একা সফর করত না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৯৯৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭০৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৯৭০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৭৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১৮)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ

২৭১৮. খাওলা বিনতে হাকীম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: তোমাদের কেউ কোন স্থানে অবতরণ করে যদি বলে, 'আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব'- (অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যাবলীর উসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি), তাহলে সে স্থান থেকে বিদায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/২৮৭ নং ৯৪৫৭; ইবনু মাজাহ, তিব্ব ৩৫৪৭; তাবারাণী, কাবীর ২৪/২৩৮ নং ৬০৬; আহমাদ ৬/৩৭৭, ৪০৯; মুসলিম, যিকর ওয়াদ দু'আ ২৭০৮; তিরমিযী, দাওয়াত ৩৪৩৩; বাইহাকী, হাজ্জ ৫/২৫৩; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ নং ৫২৮; সহীহ ইবনু খুযাইমা নং ২৫৬৬, ২৫৬৭; মালিক, ইসতিআযান ৩৪; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৫/১৪৫ নং ১৩৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭১৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُوَدِّعَ الْمَنْزِلَ بِرَكْعَتَيْنِ قَالَ عَبْد اللَّهِ عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ ضَعِيفٌ

২৭১৯. আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো স্থানে অবতরণ (যাত্রা বিরতি) করতেন, সেখানে দু'রাকা'আত সালাত আদায় না করা পর্যন্ত সেস্থান থেকে চলে যেতেন না। অথবা দু'রাকাআত সালাত আদায় করার পর কোনো স্থান থেকে বিদায় নিতেন।[1] আব্দুল্লাহ বলেন, ইছমান ইবনু সা'দ যয়ীফ বা দুর্বল।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, উছমান ইবনু সা'দ এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: বাযযার, কাশফুল আসতার ১/৩৫৭ নং ৭৪৭; তাবারাণী, আওসাত নং ৩৪৬৫; ইবনু আদী, আল কামিল ৫/১৮১৭; উকাইলী, দু'আফা ৩/২০৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৩১৫, ৪৩১৬ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৭২৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ قَالَ آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

২৭২০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন বলতেনঃ "আয়িবুনা ইনশা আল্লাহু, তায়িবূনা আবিদূনা, লিরব্বিনা হামিদূন।" (অর্থ: আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমারা ইবাদতকারী, আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসা কারী।)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, উমরাহ ১৭৯৭; মুসলিম, হাজ্জ ১৩৪৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৫১৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭০৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৫৭ তে। পূর্ণ তাখরীজের জন্য বিগত ১৭১৬ নং হাদীসের অংশবিশেষ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২১)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ

২৭২১. বারা ইবনু ‘আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তিকে আদেশ করেন যে, সে যেন বিছানায় যাওয়ার সময় একথা বলে:

“হে আল্লাহ্! আমার জীবন আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার চেহারাকে আপনার অভিমুখী করলাম, আর আমার সকল কাজ আপনার কাছে সোপর্দ করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম, আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। হে আল্লাহ্! আমি ঈমান আনলাম আপনার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর।’ তারপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ফিতরাতে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, উযু ২৪৭; মুসলিম, যিকর ওয়াদ দু’আ ২৭১০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬৬৮, ১৭২১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫২৭, ৫৫৩৬, ৫৫৪২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৪০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২২)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ فِيهِ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

২৭২২. আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি শয্যা গ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গির

ভেতর দিক দিয়ে নিজ বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, বিছানার উপর তার অনুপস্থিতিতে পীড়াদায়ক কোন কিছু আছে কিনা। তারপর পড়বেঃ ‘হে আমার রব! আপনারই নামে আমার শরীরটা বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে আবার উঠবো। যদি আপনি ইতোমধ্যে আমার জান কবয করে নেন তা হলে, তার উপর রহম করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হিফাযত করবেন, যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হিফাযাত করে থাকেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ে সমন্বিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, দাওয়াত ৬৩২০; মুসলিম, যিকর ওয়াদ দু’আ ২৭১৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৩৪, ৫৫৩৫ তে। সংযোজনী: বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৫/৯৯ নং ১৩১৩; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ নং ৭১০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَضَعَ قَدَمَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ فَاطِمَةَ فَعَلَّمَنَا مَا نَقُولُ إِذَا أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ قَالَ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ

২৭২৩. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন এবং আমার ও ফাতিমা’র মাঝে পা দিয়ে (বসে) পড়লেন। এরপর তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, যা আমরা ঘুমানোর উদ্দেশে বিছানায় যাওয়ার সময় বলবো যে: তেত্রিশবার ‘সুবহানাল্লাহ’, তেত্রিশবার আল হামদুলিল্লাহ’ ও চৌত্রিশ বার ‘আল্লাহু আকবার’। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর থেকে আমি আর কখনো এটা পরিত্যাগ করিনি। তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, এমনকি সিফফীনের রাতেও না? তিনি বললেন, সিফফীনের রাতেও না।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ে সমন্বিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ফারযুল খুমুস ৩১১৩; মুসলিম, যিকর ওয়াদ দু’আ ২৭২৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭৪, ৩৪৫, ৫৫১, ৫৭৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫২৪, ৫৫২৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

২৭২৪. হুযাইফাহ ইবনু ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন তখন বলতেনঃ “যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মৃত্যুদানের পর আবার আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন। আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁর দিকেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, দাওয়াত ৬৩১২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৩২, ৫৫৩৯ তে। সংযোজনী: আদাবুল মুফরাদ ১২০৫; ইবনুস সুন্নী, আমলূল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ নং ৭০৭; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১২/৪৪২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ الْعَنْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ عَزَمَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ

২৭২৫. উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে বলে- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর। সুবহানাল্লাহি ওয়াল আলহামদু লিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।’ ‘রব্বিগফিরলী’

(অর্থ: ‘এক আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় হাম্দ আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ্ মহান, গুনাহ হতে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত।’) অতঃপর বলে, ‘রব্বিগফিরলী’ (‘হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন।)’ বা (অন্য কোন) দু‘আ করে, তাঁর দু‘আ কবূল করা হয়। অতঃপর উযূ করে সালাত আদায় করলে তার সালাত কবূল করা হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তাহাজ্জুদ ১১৫৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৯৬ তে। সংযোজনী: আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৫/১৫৯; আবূ নুয়াইম বলেন, ‘সহীহ, আমির ইবনু হানী ও আওযাঈ’র হাদীসটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا

২৭২৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবযা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালবেলায় বলতেন: “আসবাহনা আলা ফিতরাতিল ইসলাম ওয়া কালিমাতিল ইখলাসি ওয়া দীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়া মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানিফান মুসলিমান। (অর্থ: আমরা স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর, ইখলাসের কালিমার উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.) এর মিল্লাতের উপর একনিষ্ঠ মুসলিম হিসেবে সকাল করলাম।)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমানকে আহমাদ ও ইবনু হিব্বান ‘ছিকাহ’ বা বিশ্বস্ত বলেছেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৭৭ নং ৬৫৯১; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ নং ৩৪; আহমাদ ৩/৪০৬(বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ), ৪০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২৭)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قَالَ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ

২৭২৭. আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন বললেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে এমন কিছু বিষয় বলুন যা আমি সকাল সন্ধ্যা পাঠ করতে পারি। তিনি বললেনঃ "বলুন, 'আল্লাহুম্মা ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আলিমিল গইবী ওয়াশ শাহাদাতি, রব্বি কুল্লি শাইয়্যিন ওয়া মালিকাহু, আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, আউযুবিকা মিন শাররি নাফসী, ওয়া মিন শাররিশ শায়তানি ওয়া শিরকিহ।"
(অর্থ: হে আল্লাহ ! যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যিনি প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে কোন ইলাহ নেই তুমি ছাড়া। তোমারই নিকট পানাহ চাই আমার নফসের মন্দ থেকে এবং শয়তানের ক্ষতি ও তার শিরক থেকে।) তিনি বললেনঃ "সকাল, সন্ধ্যা এবং শয্যাগ্রহণের সময় তুমি এই দু'আ পাঠ করবে।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯৬২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৩৪৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২৮)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

২৭২৮. সাহল ইবনু মুআয ইবনু আনাস থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তি কোনো পোশাক পরিধান করে একথাগুলি বলে, ''আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা ওয়া রযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন'' (অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে আমার শক্তি ও ক্ষমতা ব্যতীত এটি পরিধান

করিয়েছেন ও তা রিযিকরুপে দান করেছেন’), তাহলে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমুহ মাফ করে দেয়া হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৪৩৯; আবূ দাউদ, লিবাস ৪০২৩; তিরমিযী, দাওয়াত ৩৪৫৪; ইবনুস সুন্নী, আমলূল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ নং ২৭১; ইবনু মাজাহ, আতইমাহ ৩২৮৫; হাকিম৪/১৬২ হাসান সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭২৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

২৭২৯. আবূ হুমাইদ অথবা আবী উসাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশকালে যেন বলেঃ “আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমতিকা’ (অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন) এবং বের হওয়ার সময় যেন বলেঃ “আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা’ (অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি’)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭১৩; আহমাদ ৩/৪৯৭, ৫/৪২৫; নাসাঈ, মাসাজিদ ২/৫৩; ইবনুস সুন্নী, আমলূল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ নং ১৭৭; ইবনু হিব্বান নং ২০৪৯। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭৫৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيتُ بِهَا أَخِي سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ

أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ قَالَ فَقَدِمْتُ خُرَاسَانَ فَلَقِيتُ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُكَ بِهَدِيَّةٍ فَحَدَّثْتُهُ فَكَانَ يَرْكَبُ فِي مَوْكِبِهِ فَيَأْتِي السُّوقَ فَيَقُومُ فَيَقُولُهَا ثُمَّ يَرْجِعُ

২৭৩০. সালিম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উমার তার পিতার সূত্রে তার পিতামহ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কেউ যদি বাজারে প্রবেশ করে এই দু'আটি পাঠ করে: "'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইউহয়ী ওয়া ইইমিতু ওয়াহুয়া হাইয়্যু লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইর, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর" (অর্থ: 'এক আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবিত করেন, এবং তিনিই মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না, সকল কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান') তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশ লক্ষ সাওয়াব লিখবেন, দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার দশ লক্ষ মর্যাদা বুলন্দ করে দিবেন।"[1] তিনি বলেন, আমি খুরাসানে কুতাইবা ইবনু মুসলিমের সাক্ষাতে গিয়ে তাকে বললাম, আমি আপনার জন্য একটি হাদিয়া নিয়ে এসেছি, এ বলে আমি তাকে হাদীসটি বর্ণনা করলাম। এরপর থেকে তার বাহনে আরোহী হয়ে তিনি বাজারে আসতেন, এরপর দাঁড়িয়ে এ দু'আটি বলতেন এরপর সেখান থেকে ফিরে যেতেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আযহার বিন সিনান এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: তিরমিযী, দাওয়াত ৩৪২৪; ইবনু মাজাহ, তিজারাত ২২৩৫; ইবনুস সুন্নী, আমলূল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ নং ১৮২; বাযযার, বাহরুয যুখার নং ১২৪, ১২৫; ১২৬ যঈফ সনদে; আবী হাতিম, ইলাল নং ২০৩৮; হাকিম ১/৫৩৯; আবূ নুয়াইম, যিকরু আখবারিল আসবাহান ২/১৮০, হিলইয়া ৮/২৮০; আবীশ শাইখ, তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বিআসবাহান ২/১৭৪ নং ১৮৫; ইবনু আদী, আল কামিল ৫/১৭৮৬; দাওলাবী, আল কুন্নী ১/১২৯; তাবারাণী, কাবীর ১২/৩০০ নং ১৩১৭৫। হাকিম বলেন, এ বাবে জাবির, আবী হুরাইরা, বুরাইদা আল আসলামী ও আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন হতে হাদীস বর্ণিত আছে।' ..... মুনযিরী তারগীব ২/৫৩১ এ বলেন, এর সনদ মুত্তাসিল হাসান। নির্ভরযোগ্য ছিকাহ রাবী হতে বর্ণিত। আর আযহার ইবনু সিনান সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার ব্যাপারে 'কোনো দোষ নেই'...। আর আমরা আগের পরের আলোচনা থেকে এ কথা বলতে পারি যে, হাদীসটি তার অনেকগুলি সনদ ও শাহিদ থাকার কারণে হাসান হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩১)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي

২৭৩১. আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আমার নামে তোমরা নাম রেখ; কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) তোমরা উপনাম রেখ না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ে সমন্বিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ইলম ১১০; মুসলিম, আদাব ২১৩৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১০২, ৬১২২, ৬৫৩০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮১২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৭৮ তে। এ মাসআলার ক্ষেত্রে আলিমগণের মতভিন্নতা দেখতে চাইলে দেখুন, শারহু মুসলিম, ৪/৮৪২, ৮৪৩; ফাতহুল বারী ১০/৫৭১, ৫৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩২)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

২৭৩২. আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের স্ব-স্ব নাম ও তোমাদের পিতার নাম সহকারে ডাকা হবে। অতএব তোমরা সুন্দর নাম রাখবে।” [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮১৮ ও মাওয়ারিদুয যাম্’আন নং ১৯৪৪ তে। সংযোজনী: এছাড়া, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/৫৭৭ এ এটি উল্লেখ করে একে আবূ দাউদ ও ইবনু হিব্বানের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন। এবং তিনি বলেছেন: তবে এর সনদে ‘ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।’ আরও দেখুন, তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/৬৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

২৭৩৩. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় নাম হলো ‘আবদুল্লাহ’ এবং ‘আবদুর রহমান’।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ((এর সনদ হাসান- যা মুহাক্কিক্ব টীকার শেষে উল্লেখ করেছেন- অনুবাদক)) তাখরীজ: আহমাদ ২/২৪, ১২৮; ইবনু আবী শাইবা ৮/৬৬৭ নং ৫৯৬২; ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৭২৮; তিরমিযী, আদাব ২৮৩৬; ইবনু আদী, আল কামিল ৪/১৪৬০ এ সনদটি হাসান। মুসলিম, আদাব ২১৩২; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৩৩৬৭; আবূ দাউদ, আদাব ৪৯৪৯; তাবারাণী, কাবীর ১২/৩৭০ নং ১৩৩৭৪; বাইহাকী, যাহাইয়া ৯/৩০৬; খতীব, তারীখ বাগদাদ ১০/৩২৩। তিরমিযী ২৮৩৫; হাকিম ৪/২৭৪; খতীব, আলমুত্তাফাকু ওয়াল মুফতারিক্ব ৩/১৪৮৯ নং ৯০৭। ((এরপর মুহাক্কিক্ব এ সনদটিকে জাইয়্যেদ বলেছেন, অত:পর এর রাবী আলী ইবনু সালিহ আল মাক্কী সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের ইখতিলাফ উল্লেখ করেন। ...)) এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৭৭৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩৪)

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُسَمِّيَ أَرِقَّاءَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ أَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَرَبَاحٌ وَيَسَارٌ

২৭৩৪. সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দাস-দাসীদের চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন; আর তা হলোঃ আফলাহ, নাফি’ ও রাবাহ, ইয়াসার।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আদাব ২১৩৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৩৭, ৫৮৩৮, ৫৮৩৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩৫)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أُمَّ عَاصِمٍ كَانَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةَ

২৭৩৫. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উম্মু আসিমকে ‘আসিয়াহ’ নামে ডাকা হতো, অত:পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন ‘জামিলা’।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, আদাব ২১৩৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮১৯, ৫৮২০ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৩/১/১৯০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩৬)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بَرَّةَ فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ

২৭৩৬. আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আগে যাইনাবের নাম ছিল বাররা। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন যায়নব।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আদাব ৬১৯২; মুসলিম, আদাব ২১৪১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৩০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ

২৭৩৭. আয়িশার ভাই তুফাইল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। মুশরিকদের এক ব্যক্তি মুসলিমদের এক ব্যক্তিকে বললো, তোমরা কতই না উত্তম জাতি, যদি তোমরা একথা না বলে থাকতে যে, ‘‘আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং মুহাম্মাদ যা ইচ্ছা করেন।’’ অতঃপর সে কথাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে ফেললেন। তখন তিনি বললেন: “তোমরা একথা বলবে না যে, ‘আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং মুহাম্মাদ যা ইচ্ছা করেন।’ বরং তোমরা বলবে, ‘আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান’।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ নং ৪৮৯। পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন, সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৭২৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৯৯৮ ও মুসনাদুল মাউসিলী ৮/১১৯। আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, মাউসিলী নং ৪৬৫৫ আর সেখানে আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا لِحَائِطِ الْعِنَبِ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ

২৭৩৮. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা আঙ্গুর বাগানকে 'কারম' বলো না, কেননা, প্রকৃতপক্ষে 'কারম' হলো মুসলিম ব্যক্তি।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি সহীহ, এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, আদাব ৬১৮২; মুসলিম, আলফাজ ২২৪৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯২৯,৬৩১৫, ৬৩৩৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮৩২, ৫৮৩৩, ৫৮৩৪ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৩০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৩৯)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَسُوقُ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ

২৭৩৯. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি গোলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনীগণকে নিয়ে উট হাকিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি (গোলামটিকে) বললেন: "হে আনজাশা! তোমার কাঁচপাত্র (রূপী স্ত্রীলোকদের)কে নিয়ে ধীরে চালাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদের কোনো নাকও নেই, লাগামও (আগা-মাথা কিছুই) নেই। তবে হাদীসটি সহীহ, এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী,

আদাব ৬১৪৯; মুসলিম, আলফাজ ২৩২৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮০৯, ২৮১০, ২৮৬৮, ৩১২৬, ৪০৬৪, ৪০৭৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৮০১, ৫৮০২, ৫৮০৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২৪৩ তে। সংযোজনী: ইবনু সা'দ, ৮/৩১৫, রমহরমুযী, আমছালুল হাদীস ৮৭, ৮৮; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৩/১০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ

২৭৪০. বাহয ইবন হাকীম তার পিতা সূত্রে তার পিতামহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, "ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য, যে লোকদের হাসানোর উদ্দেশ্যে কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে; তার জন্য ধ্বংস; তার জন্য ধ্বংস।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/২, ৩, ৭; হাকিম নং ১৪৪; আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, যুহদ নং ৭৩৩; নাসাঈ, কুবরা ১১৬৫৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৪১৩০; আবূ দাউদ, আদাব ৪৯৯০; তিরমিযী, যুহদ ২৩১৬; তাবারাণী, কাবীর ১৯/৪০৩ নং ৯৫০; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৪/৪, ৭/১৩৩-১৩৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَدَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيَّةَ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ فِي بَيْتَيْنِ مِنَ الشِّعْرِ فَقَالَ رَجُلٌ وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ تَأْبَى فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رِسْلِهَا إِلَّا مُعَذَّبَةً وَإِلَّا تُجْلَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ

২৭৪১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কবি) উমাইয়া ইবনু আবী সালতের দু'টি পংক্তিকে সত্যায়ন করেছেন। (তাতে) সে বলেছিল:

'(আরশ বহনকারী ফিরিশতাগণ হলেন[1]:) একজন পুরুষ (আকৃতির), (অপর) একটি ষাঁড় (আকৃতির, যারা রয়েছে) তাঁর ডান পায়ের নীচে, আরেকটি ঈগল (আকৃতির), সিংহ(আকৃতির অপরটি) সদা প্রস্তুত।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্যই বলেছে।

তিনি বলেন,

'আর প্রত্যেক নিশি শেষে সুর্য উদিত হয়, চমতকার রক্তিম বর্ণে সুশোভিত হয়ে।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্যই বলেছে।

তখন এক ব্যক্তি বললো,

সুর্য প্রত্যাবর্তন করে আমাদের উপর ধীরে ধীরে উদিত হয়, কেবল শাস্তিপ্রাপ্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত হিসেবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্যই বলেছে।[2]

[1] ((অনুবাদকের টীকা: এগুলি ইবনু খুযাইমা, বাইহাকী ও অন্যান্য আলিমগণ কুরাআন সুন্নাহয় বর্ণিত মহান আল্লাহর কোনো কোনো সিফাতের বর্ণনায় নিয়ে এসেছেন। বিস্তারিত দেখুন, ফাতহুল মান্নান, হা/২৮৬৮ এর টীকাটি)) [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৮/৬৯৩ নং ৬০৬৪; ইবনু আবী আসিম, আসসুন্নাহ ১/২৫৬ নং ৫৭৯; তাবারাণী, কাবীর ১১/২৩৩ নং ১১৫৯১; ইবনু আব্দুল বাররর, আত তামহীদ ৪/৮-৯; ইবনু কাছীর, আল বিদায়া ১/১২। ইবনু কাছীর বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ, রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।' আমি বলছি: রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, কথাটি সত্য, তবে এর সনদ সহীহ হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। কেননা, ইবনু ইসহাক এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস। এছাড়া, আহমাদ, মুসনাদ ও তাঁর ছেলে, যাওয়াইদ আলাল মুসনাদ ১/২৫৬; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৪/২৯৯; বাইহাকী, আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ৩৬০ (যঈফ সনদে)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪২)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

২৭৪২. 'উবাই ইবনু কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই কোন কোন কবিতার মধ্যে জ্ঞানের কথাও আছে।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন, তবে আহমাদে তিনি 'হাদ্দাছানা' বলে বর্ণনা করেছেন। (ফলে আহমাদের সনদটি জাইয়্যেদ- যা পরে উল্লেখিত হয়েছে।' তাখরীজ: বুখারী, আদাবুল মুফরাদ নং ৮৫৮, ৮৬৪; আস সহীহ, আদাব ৬১৪৫; আহমাদ ৫/১২৫ জাইয়্যেদ সনদে; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৩৩৯৮; বাইহাকী; হাজ্জ ৫/৬৮, শাহাদাত ১০/২৩৭; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার নং ২০২১০; আহমাদ, মুসনাদ ও আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, যাওয়াইদ আলাল মুসনাদ ৫/১২৫; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৪/২৯৭; ইবনু আবী শাইবা ৮/৬৯১ নং ৬০৫৬; আবূ দাউদ, আদাব ৫০১০; ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৭৫৫; আব্দুর রাযযাক, নং ২০৪৯৯; তায়ালিসী ২/৬৬ নং ২২২০, এ সনদটি সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪৩)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا أَوْ دَمًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

২৭৪৩. ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের কারো পেট কবিতা দিয়ে ভরার চেয়ে পুঁজ বা রক্তে ভরা অনেক ভাল।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আদাব ৬১৫৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৫১৬, ৫৫৭৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪৪)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

২৭৪৪. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/৩০৬; তিরমিযী, ইলম ২৬৪৭; তাবারাণী, কাবীর ১১/৩৯২ নং ১০৭৮৬; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১৩২; তিরমিযী

বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ’। এটি গত হয়েছে ২৩১ নং তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যা বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৮১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮৯ তে। এটি গত হয়েছে ২৩০ নং এ। এর শাহিদ রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৫৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪৫)

أَخْبَرَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّحَّةَ وَالْفَرَاغَ نِعْمَتَانِ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

২৭৪৫. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন দু’টি নিয়ামত আছে, যে দু’টোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে, সুস্থতা আর অবসর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/২৫৮, ৩৪৪; খতীব, আলমুত্তাফাকু ওয়াল মুফতারিক্ব ২/৮৭; বুখারী, রিক্বাক্ব ৬৪১২; হাকিম ৪/৩০৬; ইবনু আবী শাইবা ১৩/২৪৩ নং ১৬২০৪; আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, যুহদ ১; তিরমিযী, যুহদ ২৩০৫; বাইহাকী, জানাইয ৩/৩৭০; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৮/১৭৪; ইবনু মাজাহ, আদাব ৪১৭০; তাবারাণী, কাবীর ১০/৩৯২ নং ১০৭৮৭; ইবনু আদী, আল কামিল ৬/২০৭১, ২২৪৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪৬)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ

২৭৪৬. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে লোক কোন এক দলের কথার দিকে কান লাগাল। অথচ তারা এটা পছন্দ করে না, কিয়ামতের দিন তার উভয় কানে সীসা ঢেলে দেয়া হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তা'বীর ৭০৪২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৭৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬৮৫, ৫৬৮৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৪১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ وَالْآخِرَةَ عَلَيْكَ

২৭৪৭. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, "তোমার প্রথম দৃষ্টিপাতকে (বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি) তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি (যা ইচ্ছাকৃত) যেন অনুসরণ না করে। কেননা, প্রথমবার দৃষ্টিপাত তোমারজন্য (জায়িয),আর দ্বিতীয়বার (ইচ্ছাকৃতভাবে) দৃষ্টিপাত করাতেমার বিপক্ষে (যা বৈধ নয়)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৭০ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৪/৩২৬। আরও দেখুন, ফাতহুল বারী ১১/২৫; তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/৩৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ فِي الْإِسْلَامِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا قَالَ اتَّقِ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ

২৭৪৮. সুফইয়ান ইবনু আবদুল্লাহ ছাকাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন একটি বিষয়ের কথা আমাকে বলুন যা আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না।
তিনি বললেনঃ "তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তারপর এতে দৃঢ় হয়ে থেকো।"
আমি বললাম, এরপর কোন কাজটি? তিনি তার জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬৯৮ ও ৫৬৯৯, ৫৭০০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নরং ২৫৪৩, ২৫৪৪, ২৫৪৫ তে। এটি রয়েছে মুসলিম, ঈমান ৩৮; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯৪২ তে। আর দেখুন, ফাতহুল বারী ১১/৩০৯। সংযোজনী: ইবনু আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস ছামতু ১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৪৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَخَوَّفُ عَلَيَّ قَالَ فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِسَانِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا

২৭৪৯. (অপর সনদে) সুফইয়ান ইবন আবদুল্লাহ ছাকাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন একটি বিষয়ের কথা আমাকে বলুন যা আমি দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারি।
তিনি বললেনঃ "তুমি বল, আমার রব হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, তারপর এতে দৃঢ় হয়ে থেকো।" রাবী বলেন আমি বললামঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ, আমার ব্যাপারে সবচে বেশী কোন্ বিষয়টির আপনি আশংকা করেন? তিনি বলেন, এরপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জিহ্বা ধরলেন এরপর বললেনঃ "এটির।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু মুজাম্মি' এর দুর্বলতার কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

২৭৫০. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ ইসলাম সর্বোত্তম? তিনি বললেন, "যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ঈমান ৪১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২২৭৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৭ তে। এটি বিগত ২৪৩৭ এর অংশ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫১)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا

২৭৫১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি চুপ থাকলো, সে মুক্তি পেলো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আহমাদ ২/১৫৯, ১৭৭; তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ ২৫০৩; কুদায়ী, মুসনাদুশ শিহাব নং ৩৩৪; ইবনু আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস ছামতু ১০; আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, যুহদ ৩৮৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৪১২৯; ইবনু হাজার ফাতহ ১১/৩০৯ এ বলেন, এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আর এর রাবীগণ বিশ্বস্ত।' সাখাবী মাকাসিদুল হাসানাহ নং ১১৪১ তে বলেন, 'এর অনেকগুলি শাহিদ রয়েছে, যার মধ্যে একটি রয়েছে তাবারাণীতে জাইয়্যেদ সনদে।' ইরাকী বলেন, এটি রয়েছে তাবারাণীতে জাইয়্যেদ সনদে।' দরবেশ হুত তার আসনাল মাতালিব নং ১৪২৮ তে বলেন, এতে ইবনু লাহিয়াহ রয়েছে সে যঈফ। তবে তাবারাণীতে রয়েছে জাইয়্যেদ সনদে, ফলে এটি হাসান হবে।' তবে আমাদের বক্তব্য হলো: তাবারাণী, আওসাত নং ১৯৫৪ তে ইবনু লাহিয়াহ সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন । আর ইবনু লাহিয়াহ'র মুতাবিয়াত বা অনুসরণকারী বর্ণনা করেছেন আমর ইবনুল হারিছ, এর সনদ যদি ঠিক থাকে , তবে এটি জাইয়্যেদ হয়। তাবারাণী'কে অভিযুক্ত করেছেন ইবনুল জাওযী; এবং এর সনদের অজ্ঞাত পরিচয় (জাহালাত) এর কথা বলেছেন যাহাবী। আমরা বলি: এর অনেক শাহিদ রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে। দেখুন, ইবনু আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস ছামতু; মুনযিরী, তারগীব ৩/৫৩৬; ফাতহুল বারী ৭/১৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫২)

أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَا الْغِيبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ وَإِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

২৭৫২. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, গীবত কি? তিনি বললেন: "তোমার ভাইয়ের প্রসঙ্গে তোমার এমন ধরনের কথা-বার্তা বলা, যা সে অপছন্দ করে।" প্রশ্নকারী বলল, আমি যে কথাগুলো বলি, তা প্রকৃতপক্ষেই তার মধ্যে নিহিত থাকলে (সেটাও কি গীবত)? তিনি বললেন: "(তুমি যে কথাগুলো বল), তা প্রকৃতই তার মধ্যে নিহিত থাকলে তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। (তুমি যা বল), যদি সেগুলো তার মধ্যে না থাকে তাহলে তো তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, বিরর ওয়াস সুলহ ২৫৮৯; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৪৯৩, ৬৫২৮, ৬৫৩২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৭৫৮, ৫৭৫৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫৩)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شَرَّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ وَلَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ ابْنَهُ ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ وَإِنَّ الْعَضْهَ هِيَ النَّمِيمَةُ الَّتِي تُفْسِدُ بَيْنَ النَّاسِ

২৭৫৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "সবচেয়ে নিকৃষ্ট বর্ণনাকারী হলো মিথ্যা বর্ণনাকারী। অন্তর থেকে (তথা প্রকৃত) হোক কিংবা হাসি-ঠাট্টা-রসিকতা করেই হোক, মিথ্যা বলা ঠিক নয়। এমনকি কোনো লোক যেন নিজ সন্তানের সাথেও এমন ওয়াদা না করে, যা সে পূরণ করবে না। নিশ্চয় সত্যবাদীতা (মানুষকে) পুণ্যের পথে চালিত করে এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে চালিত করে। পক্ষান্তরে মিথ্যাচার (মানুষকে) পাপাচারের দিকে চালিত করে এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে চালিত করে। আর সত্যবাদী ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়, সে সত্য বলেছে ও পুণ্যের কাজ করেছে। বিপরীতে মিথ্যবাদী সম্পর্কে বলা হয়, সে মিথ্যা বলেছে ও পাপাচার করেছে। কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' বা সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। অপর

দিকে কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর নিকট ‘কাযযাব’ বা মিথ্যাবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়।”তিনি আমাদেরকে বলেন: “আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না, ‘আযহ’ বা চোগলখুরী কী? তা হচ্ছে কুৎসা রটনা করা, যা মানুষের মাঝে বৈরিতার সৃষ্টি করে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৭৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬৮৫ তে। তাখরীজ: হাকিম ৪/৩০৬; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দামা ৪৬। আর ‘সত্যবাদীতা ও মিথ্যাবাদীতা সম্পর্কে এবং ‘সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিণতি সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৩৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৭৩, ২৭৪ তে মারফু’ হিসেবে। আবার ‘আযহ’ বা চোগলখুরী’র অংশটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ ১/৪৩৭ ও মুসলিম, বিরর ওয়াস সুলহ ২৬০৬ তে মারফু’ হিসেবে। হাকিম বলেন, এ হাদীসের সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।...’ আর যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। আমাদের বক্তব্য: এর সনদ মারফু’ হিসেবে সহীহ, আর তা শাইখাইন বা বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।... আল্লাহ ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

২৭৫৪. আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মুসলিম হলো ঐ ব্যক্তি যার জবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ১০; মুসলিম, ঈমান ৪০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৯৬, ২৩০, ৩৯৯, ৪০০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬০৬, ৬০৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا

صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

২৭৫৫. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে লোক সকল! নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র আর পবিত্র জিনিস ছাড়া তিনি কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূলগণকেযে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন মু'মিনদেরও সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

অর্থ: ''হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্ত্তু থেকে আহার করো এবং সৎকর্ম করো। তোমরা যা করো সেসম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।" (মু'মিনূন ২৩: ৫১)।

তিনি আরও বলেন,

"হে মু'মিনগণ, তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার কর, আর আল্লাহরই শোকর করো, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাকো।" (বাক্বারাহ ২:১৭২)

তিনি (আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরে তার অবস্থা এলোমেলো চুল, ধূলি মলিন অবস্থায় আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে (বলে): 'হে রব!, হে রব!' কিন্তু খাদ্য তার হারাম, পোষাক-পরিচ্ছদ তার হারাম, পানীয় তার হারাম। আর তার লালিত-পালিত হয়েছে হারাম (মাল) দিয়ে। সুতরাং কেমন করে তার (দু'আ) কবূল করা হবে?"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: তিরমিযী, তাফসীর ২৯৯২; আহমাদ ২/৩২৮; মুসলিম, যাকাত ১০১৫; বাইহাকী, সালাতুল ইসতিস্কা ৩/৩৪৬; আব্দুর রাযযাক, নং ৮৮৩৯; ইবনু আদী, আল কামিল ১/২৬৪। আরও দেখুন, ফাতহুল বারী ৯/৫১৮; তালখীসুল হাবীর ২/৯৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫৬)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوَلَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِنْ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ

২৭৫৬. বুরাইদাহ আল আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "একজন খাদেম এবং একটি বাহনই দুনিয়াতে (সম্পদের ক্ষেত্রে) তোমাদের কারো জন্য যথেষ্ট।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৩৬০; ইবনু আবী শাইবা ১৩/২৪৫; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৬/২০৬। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হাশিম ইবনু উতবাহ হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৪৭৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৬৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন তে। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে ইবনু সা'দ ৮/৫২-৫৩; তিরমিযী, লিবাস ১৭৮১; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ; এ সনদের সালিহ ইবনুল হাসান মাতরুকুল হাদীন। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও এর শাহিদ উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২১৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫৭)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَيَانٍ هُوَ ابْنُ بِشْرٍ الْأَحْمَسِيُّ عَنْ قَيْسٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافًا وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ

২৭৫৭. মিরদাস আল আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পূর্বর্তী নেককার ব্যক্তিরা একে একে চলে যাবেন। আর যবের খোসা (সদৃশ লোকেরা) অবশিষ্ট থাকবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, রিক্বাক্ব ৬৪৩৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৮৫২ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, হাকিম ৪/৪০১; বুখারী, কাবীর ৭/৪৩৪; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ নং ১০৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫৮)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

২৭৫৮. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কত রোযাদার আছে যাদের রোযার বিনিময়ে ক্ষুধা-পিপাসা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। কত (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায়কারী আছে যাদের রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই জোটে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৫৫১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৪৮১ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৬৫৪ তে। ((ইবনু মাজাহ, সাওম ১৬৯০; আহমাদ ২/৩৭৩; ইবনু খুযাইমা ১৯৯৭; হাকিম, ১/৪৩১; তিনি একে বুখারী শর্তানুযায়ী বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।– ফাতহুল মান্নান হা/২৮৮৫ এর টীকা হতে।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৫৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا نَجَاةً وَلَا بُرْهَانًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ

২৭৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সালাতের কথা উল্লেখ করে বলেন: “যে ব্যক্তি তা (সালাত) হেফাজত করবে, কিয়ামত দিবসে তা তার জন্য নূর, দলীল-প্রমাণ ও জাহান্নাম হতে মুক্তি (এর উপায়) হবে। আর যে ব্যক্তি তা (সালাত) হেফাজত করবে না, কিয়ামত দিবসে তা তার জন্য নূর, দলীল-প্রমাণ ও জাহান্নাম হতে মুক্তি (এর উপায়) হবে না। আর এ ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে ক্বারুন, ফিরআউন ও হামান ও উবাই ইবনু খালফ-এর সাথে থাকবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৪৬৭ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২৫৪ ও মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৬৩৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬০)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْغَبُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ رَكْعَةً

২৭৬০. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামুল লাইল (রাতের সালাত)-এর ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। এমনকি তিনি বলতেন: "এক রাকাত হলেও (আদায় করো)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল), হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহর কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ লিগয়রিহী। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি ও এর শাহিদসমূহ উল্লেখ করেছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৫৬৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِي وَلَمْ يَكُنْ يَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ الِاسْتِغْفَارِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ فَحَدَّثْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَأَبَا بَكْرٍ ابْنَيْ أَبِي مُوسَى قَالَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

২৭৬১. হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পরিবারের উপর জিহ্বা ছিল খুবই ধারালো (তথা তাদেরকে খুব বকা-ঝকা করতাম)। তবে সেটি তাদেরকে অতিক্রম করে অন্যদের পর্যন্ত যেত না। এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন: "তুমি তোমার ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা থেকে কোথায় আছ? আমি দৈনিক একশতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[1]
আবূ ইসহাক বলেন, আমি আবী মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দু'ছেলে আবূ বুরদাহ ও আবূ বাকরের নিকট বর্ণনা এ হাদীস করলাম, তখন তারা বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি দৈনিক একশতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট তাওবা করি।"[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯২৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৪৫৮ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১৩/৪৬৩ নং ১৬৯২৬; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৬/২৭৬; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়ামু ওয়াল লাইলাহ নং ৩৬২; তায়ালিসী, মানিহাতুল মা'বুদ ১/২৫১ নং ১২৩৯। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯২৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৪৫৬ তে। এর অপর শাহিদ হাদীসটি রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আামরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯৩৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯২৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৪৫৭ তে। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ মুরসাল হাদীসটির সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আর এটি মাওসুল ও মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন আহমাদ ৪/৪১০; নাসাঈ, আমলুল ইয়ামু ওয়াল লাইলাহ নং ৪৪০; তাহাবী, শারহু মাআনিল আছার ৪/২৮৯ তে। আগের টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬২)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَلْمِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ سُهَيْلٍ الْقُطَعِيِّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى فَمَنْ اتَّقَانِي فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ

২৭৬২. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করলেন (أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) (অনুবাদ): ''একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী'' (সূরা মুদ্দাসসিরঃ ৫৬), অতঃপর বলেনঃ তোমাদের রব বলেছেন, 'আমিই উপযুক্ত যে, কেবল আমাকেই ভয় করতে হবে। অতএব যে আমাকে ভয় করবে, তবে আমি তাকে ক্ষমা করার যোগ্য।''[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ সুহাইল ইবনু আবী হাযিম এর কারণে। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯৩৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬৩)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ بِهَا النَّاسُ لَكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

২৭৬৩. আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আমি এমন একটি বাক্য বা আয়াত জানি, সকলেই যদি তা গ্রহণ করতো তবে অবশ্যই তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। (তা হলো:) (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) (অনুবাদ): ‘‘যে কেউ আল্লাহকে ভয় করলে তিনি তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দেন।’’[1] (সূরা তালাকঃ ২)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৬৬৮, ৬৬৬৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৫৪৭, ১৫৪৮ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, আহমাদ, যুহদ পৃ: ১৪৬; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৫/৪১৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬৪)

أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا

২৭৬৪. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ “হে আয়েশা! কোনো পাপকে ছোট মনে করা থেকে সাবধান হও। কারণ তার জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৬৮ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২৪৯৭ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, আহমাদ, যুহদ পৃ: ১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬৫)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

২৭৬৫. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “প্রত্যেক আদম সন্তানই পাপী। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীগণ উত্তম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯২২ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১৩/১৮৭ নং ১৬০৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬৬)

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ النُّعْمَانِ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ رَجُلٌ فِي أَرْضٍ تَنُوفَةٍ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَعَلَا شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ثُمَّ عَلَا شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ثُمَّ عَلَا شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِهَا تَجُرُّ خِطَامَهَا فَمَا هُوَ بِأَشَدَّ فَرَحًا بِهَا مِنْ اللَّهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ

২৭৬৬. নু’মান ইবনু বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোনো এক লোক কোনো এক বিজন মরুভূমিতে সফর করলো; অত:পর সে (ক্লান্ত হয়ে) সেখানে একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়লো। তার সাথে ছিল তার সাওয়ারী, তার সাওয়ারিটি তার থেকে হারিয়ে গেল। আর তার উপর ছিল তার খাদ্য ও মালপত্র। এরপর সে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলো যে, তার সাওয়ারীটি হারিয়ে গেছে। এরপর (তার খোঁজে) সে একটি উঁচুস্থানে আরোহন করলো, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। সে পুনরায় একটি উঁচুস্থানে আরোহন করলো, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলোনা। সে আরেকটি উঁচুস্থানে আরোহন করলো, কিন্তু (এবারও) সে কিছুই দেখতে পেলো না। তিনি বলেন, এমতাবস্হায় সে হঠাৎ পিছনে ফিরেই (দেখতে পেলো) সাওয়ারীটি লাগাম টানতে টানতে আসছে। ঐ ব্যক্তি তা পেয়ে যে পরিমাণ আনন্দিত হয়, বান্দা যখন আল্লাহর নিকট তাওবা করে তখন তিনি তার থেকেও অধিক খুশী হন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আহমাদ

৩/২৭৩; মুসলিম, তাওবাহ ২৭৪৫। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৬০০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৬২১ তে। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১০০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬১৮ তে। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে বারা'আ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, দেখুন মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭০৪ ও খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৩০২ তে। এর পঞ্চম শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৬০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬১৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬৭)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا ثُمَّ خَطَّ وَسَطَهُ خَطًّا ثُمَّ خَطَّ حَوْلَهُ خُطُوطًا وَخَطَّ خَطًّا خَارِجًا مِنْ الْخَطِّ فَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ لِلْخَطِّ الْأَوْسَطِ وَهَذَا الْأَجَلُ مُحِيطٌ بِهِ وَهَذِهِ الْأَعْرَاضُ لِلْخُطُوطِ فَإِذَا أَخْطَأَهُ وَاحِدٌ نَهَشَهُ الْآخَرُ وَهَذَا الْأَمَلُ لِلْخَطِّ الْخَارِجِ

২৭৬৭. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বর্গাকৃতির চতুর্ভুজ আঁকলেন, এর মধ্যভাগে একটি সরল রেখা টানলেন, অতঃপর (চতুর্ভুজের মধ্যবর্তী) এ রেখার চতুর্দিকে অনেকগুলো ক্ষুদ্র রেখা টানলেন, অতঃপর চতুর্ভুজের বাইরে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ "এই মধ্যবর্তী রেখাটি হলো মানুষ। এই (বর্গক্ষেত্র) টি হলো তার জীবনকালের সীমা, যা তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। আর ঐ (সরল রেখার) পার্শ্ববর্তী রেখাগুলো হলো বিপদাপদ। সে একটি বিপদ থেকে মুক্তি পেলে আরেকটি বিপদ তাকে দংশন করে। আর (বর্গক্ষেত্র ভেদ করে) বাইরে আসা রেখাটি হলো তার কামনা-বাসনা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১৩/৩৮৫; বুখারী, রিক্বাক্ব ৬৪১৭; ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪২৩১; রমহারমুযী, আমছালুল হাদীস নং ৭২ তে। আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫২৪৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

২৭৬৮. ইবন কা'ব ইবন মালিক আনসারী তার পিতা কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ"দুটো ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে বকরীর পালে ছেড়ে দিলেও তারা এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, কোনো ব্যক্তির অর্থ ও মর্যাদা-সম্মান-আভিজাত্যের মোহ তার দীনের যতটুকু ক্ষতি করতে পারে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২২৮ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৪৭২ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা উল্লেখ করেছি মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৪৭২ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, তাবারাণী, কাবীর ১৯/৯৬ নং ১৮৯। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে হিলইয়া ৭/৬৯ ও বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১০২৬৫। আবার জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস রয়েছে, আবূ নুয়াইম, যিকরু আখবারিল আসবাহান ও বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১০২৬৮, ১০২৬৯ তে। আবার আসিম ইবনু আদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস রয়েছে বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১০২৭২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৬৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ حَيَّانَ أَبِي النَّضْرِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

২৭৬৯. ওয়সিলা ইবনুল আসক্বা' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ 'আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার সঙ্গে থাকি। সুতরাং সে আমার সম্পর্কে যেমন ইচ্ছা ধারণা রাখুক।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৭১৭, ২৩৯৩, ২৪৬৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭০)

حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا

২৭৭০. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, ''আপনি আপনার নিকটাত্মীদেরকে সতর্ক করে দিন'' (শু'আরাঃ ২১৪)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা আত্মরক্ষা কর। আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বানূ আব্দ মানাফ! আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়্যাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফুফু, আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মদ এর মেয়ে ফাতিমাহ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ওয়াসা'আ ২৭৫৩; মুসলিম, ঈমান ২০৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৪৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭১)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يُنْجِيَهُ عَمَلُهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ

২৭৭১. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা নিকটবর্তী হও এবং তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। আর জেনে

রাখ যে, তোমাদের কারো আমলই তাকে নাজাত দিতে পারবেনা। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি নন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমিও নই। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত ও ফযল দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সিফাতুল মুনাফিকীন ২৮১৭। আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৭৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَمَعَهُ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا وَإِيَّاكَ قَالَ نَعَمْ وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَسْلَمَ اسْتَسْلَمَ يَقُولُ ذَلَّ

২৭৭২. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই একজন সহচর জ্বিন (শয়তান) ও একজন সহচর ফিরিশতা নির্ধারিত আছে। তারা প্রশ্ন করলেন, আপনার সাথেও কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমার সাথেও। কিন্তু তার মুকাবিলায় আল্লাহ আমাকে সহযোগিতা করেছেন। ফলে সে আত্মসমর্পণ করেছে।"[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, লোকেরা বলেন, 'সে আত্মসমর্পণ করেছে'-এর অর্থ: সে অনুগত হয়েছে। কেউ বলেন: বশ্যতা স্বীকার করেছে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সিফাতুল মুনাফিকীন ২৮১৪। আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৪৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৪১৭ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, আবূ নুয়াইম, দালাইলুল নুবুওয়াত নং ১২৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭৩)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

২৭৭৩. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং অধিক হারে কাঁদতে।’’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর ৪৬২১; মুসলিম, ফাযাইল ২৩৫৯। আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩১০৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৭৯২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭৪)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا

২৭৭৪. (অপর সনদে) আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭৫)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَخْلَةٍ جَرْبَاءَ قَدْ أَخْرَجَهَا أَهْلُهَا قَالَ تُرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَهْلِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا

২৭৭৫. আবী হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোশ-পাঁচড়ায় আক্রান্ত একটি বকরীর বাচ্চার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাকে এর মালিক বাইরে নিক্ষেপ করেছিল। তিনি বললেনঃ “তোমরা কি মনে কর, এই বাচ্চাটি তার মালিকের নিকট তুচ্ছ (বা নিকৃষ্ট)?” তারা বললেনঃ হাঁ।তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! এটি তার মালিকদের নিকট যতটুকু নিকৃষ্ট আল্লাহর নিকট দুনিয়াটা এর চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল), আবুল মাহযুম মাতরুক। (তবে হাদীসটি সহীহ লিগয়রিহী) তাখরীজ: আহমেদ ২/৩৩৮। এর শাহিদ হাদীসটি রয়েছে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মুসলিম ২৯৫৭; এর অপর শাহিদ হাদীসটি রয়েছে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে

আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৯৩ তে। এর অপর শাহিদ হাদীসটি রয়েছে মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে তিরমিযী, যুহদ ২৩২১; ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪১১১; আহমাদ ৪/২৩০, ২৩৬। এর অপর শাহিদ হাদীসটি রয়েছে সাহল ইবনু সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪১১০; হাকিম ৪/৩০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭৬)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمُرَاوِحِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৭৭৬. আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ 'আমল উত্তম?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ইতক্ব ২৫১৮; মুসলিম, ঈমান ৮৪। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৫২, ৪৩১০, ৪৫৯৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১৩১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَبُو جَعْفَرٍ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ

২৭৭৭. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট উত্তম আমল হলো সন্দেহমুক্ত ঈমান।"[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, আবূ জাফর হলেন আনসারী এক লোক।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৫৯৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

২৭৭৮. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ (প্রকৃত) মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ১৩; মুসলিম, ঈমান ৪৫। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৮৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৩৪, ২৩৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৭৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

২৭৭৯. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ ততক্ষন পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল লোকদের চাইতে অধিক প্রিয় না হব।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ১৫; মুসলিম, ঈমান ৪৪। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩০৪৯, ৩২৫৮, ৩৮৯৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮০)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

২৭৮০. আবূ বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সবচেয়ে উত্তম লোক কে?
তিনি বললেনঃ “যার জীবনকাল দীর্ঘ এবং আমল উত্তম হয়।”
লোকটি বললঃ সবচেয়ে মন্দ লোক কে? তিনি বললেনঃ “যার জীবনকাল দীর্ঘ এবং আমল মন্দ হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১৩/২৫৬ নং ১৬২৭১; আহমাদ ৫/৪০, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০; তিরমিযী, যুহদ ২৩৩১; তাবারাণী, সগীর ২/২০; হাকিম ১/৩৩৯; বাইহাকী, জানাইয ৩/১৭১। আমরা বলছি: এ সনদটি সহীহ; এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যার সনদগুলি উল্লেখ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৯৮১ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৯১৯ ও ২৪৬৫। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যার পুর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৯৮১ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৯১৯ ও ২৪৬৫। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে হাকিম ১/৩৩৯; বাইহাকী, জানাইয ৩/৩৭১; এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যার পুর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৪৯৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮১)

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

২৭৮১. আলী ইবনু যাইদের সনদেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এটি আগের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮২)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جُمُعَةَ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا جَيِّدًا تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا أَسْلَمْنَا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي

২৭৮২. মুহাইরিয (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবী জুমু'আহ- যিনি সাহাবীগণের মধ্যেকার একজন-তাকে বললাম, আপনি আমাদেরকে এমন একটি হাদীস শুনান যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন।
তিনি বললেন: আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে একটি উত্তম হাদীস শুনাচ্ছি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সকালের খাবার খেলাম, তখন্ আমাদের সাথে আবী উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তখন তিনি বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের চেয়েও উত্তম কেউ আছে? যেখানে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনার সাথে থেকে জিহাদ করেছি? তিনি বললেন: হাঁ। তারা হবে সেই সকল লোক, যারা তোমাদের পরে আসবে; তারা আমার প্রতি ঈমান আনবে, অথচ তারা আমাকে দেখেনি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫৫৯ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, তাবারাণী, কাবীর ৪/২২ নং ৩৫৩৮, ৩৫৩৯, ৩৫৪০; ইবনু আবী আসীম, আহাদ ওয়াল মাছানী ২১৩৫; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ নং ২১১; আহমাদ ৪/১৬০; বুখারী, কাবীর ২/৩১০, ৩১১; হাকিম ৪/৮৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮৩)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِئْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا

২৭৮৩. আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, তোমরা কুরআন মুখস্ত

করতে থাক কেননা, জতুষ্পদ জন্তু তার বন্ধন খুলে বের হয়ে যাওয়ার চেয়েও মানুষের অন্তর থেকে কুরআন দ্রুত গতিতে পলায়নপর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন ৫০৩২; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৯০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৩৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯১ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৯৬৪; আবূল ফাযল আব্দুর রহমান বিন আহমাদ বিন হাসান, ফাযাইলুল কুরআন ৩; সাঈদ বিন মানসূর, নং ১৭০১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

২৭৮৪. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে: ‘আমি ইউনূস ইবনু মাত্তা হতে উত্তম।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আম্বিয়া ৩৪১২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি ও এর শাহিদ উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫২৭৮। এর এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী, তাফসীর ৪৬৩১; মুসলিম, ফাযাইল ২৩৭৬, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬২৩৮ তে। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী, আম্বিয়া ৩৪১৩; মুসলিম, ফাযাইল ২৩৭৭, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৪৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬২৪১। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু জা’ফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৭৯৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا أَفَرَأَيْتَ إِنْ

لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوا أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

২৭৮৫. আবূ মূসা আশ‘আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ প্রতিটি মুসলিমের সদাকাহ করা আবশ্যক। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ যদি তা করতে সক্ষম না হয় কিংবা না করে? তিনি (উত্তরে) বললেনঃ সে ব্যক্তি তার নিজ হাতে কাজ করবে এবং নিজেও তা থেকে খাবে, সদাকাহও করবে।” তাঁরা বললেন, ধরুন, যদি এর সে ক্ষমতাও না থাকে? তিনি বললেনঃ “সে কোনো দু:খক্লিষ্ট অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করবে।” তাঁরা বললেন, আপনার কি ধারণা, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য তার না থাকে? তিনি বললেনঃ “এ অবস্থায় সে যেন সৎ কাজের আদেশ করে।” তাঁরা বললেন, আপনার কি ধারণা, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য তার না থাকে? তিনি বললেনঃ “তবে সে যেন অল্যাণকর কাজ হতে বিরত থাকে। এটা তার জন্য সদাকাহ বলে গণ্য হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৩৯৫, ৪১১; বুখারী, যাকাত ১৪৪৫; আদাব ৬০২২; আদাবুল মুফরাদ নং ২২৫, ৩০৬; বাইহাকী, যাকাত ৫/১৮৮; ইবনু আবী শাইবা ৯/১০৮ নং ৬৭০০; মুসলিম, যাকাত ১০০৮; নাসাঈ, কুবরা নং ২৩১৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১৬৪৩; তায়ালিসী ১/১৮০ নং ৮৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو هِنْدٍ الدَّارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَامَ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ رَاءَى اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمَّعَ

২৭৮৬. আবী হিন্দ আদদারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “যে ব্যক্তি প্রদর্শনেচ্ছা ও সুনামের উদ্দেশ্যে কোনো স্থানে (সালাত) দণ্ডায়মান হয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিবসে তার সাথেও লোক দেখানো ও শুনানোর আচরণ করবেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/২৭০; তাবারাণী, কাবীর ২২/৩১৯ নং ৮০৩, ৮০৪; দাওলাবী, আল কুন্নী ১/৬০; বাযযার, কাশফুল আস্তার ২/৪২৮ নং ২০২৬; ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ; ফাসাওয়ী, মা’রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/৪৪০ যঈফ সনদে। মুনযিরী,

তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৬৫ তে বলেন, ‘এটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ জাইয়্যেদ সনদে ও বাইহাকী, তাবারাণী...।”

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخَامَةِ مِنْ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيَاحُ تُعَدِّلُهَا مَرَّةً وَتُضْجِعُهَا أُخْرَى حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْخَامَةُ الضَّعِيفُ

২৭৮৭. কা’ব ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “মু’মিন ব্যক্তির উদাহরণ হল শস্যক্ষেতের নরম চারা গাছের মত, যাকে বাতাস এসে ডানে-বামে আন্দোলিত করে: একবার সোজা করে দেয়, আরেকবার শুইয়ে ফেলে- এভাবে একসময় মৃত্যু চলে আসে। আর কাফিরের দৃষ্টান্ত হলো, মুলের উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃক্ষ, যাকে কিছুতেই নোয়ানো যায় না। শেষে এক ঝটকায় মূলসহ তা উপড়ে যায়।”[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, ‘الْخَامَةُ’ অর্থ ‘দুর্বল’।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৪৫৪, ৬/৩৮৬; বুখারী, আশরিবাহ ৫৬৪৩; মুসলিম, সিফাতুল মুনাফিকীন ২৮১০(৬০); রমহারমুযী, আমছালুল হাদীস পৃ: ১২২ নং ২৭; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ১৩/১৭৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/২১ নং ১০৩৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى

২৭৮৮. হাকীম ইবনু হিযাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর আবার চাইলাম, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ "হে হাকীম! এই সম্পদ শ্যামল- সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪৭২; মুসলিম, যাকাত ১০৩৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২২০, ৩৪০২, ৩৪০৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৬৩ তে। আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী ১১/৪৮৭, ৪৮৮। এছাড়াও, ইবনুল মুবারক, যুহদ নং ৫০৩; ইবনুল কানি', মু'জামুস সাহাবাহ নং ১৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৮৯)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ

২৭৮৯. মুগীরা ইবনু শু'বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করতেন কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা, মাতাপিতার অবাধ্যতা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থেকে বাধা দান, অনর্থক কথা নিয়ে বাদানুবাদ করা, অধিক প্রশ্ন করা এবং মালের অপচয় করা হতে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, যাকাত ১৪৭৭, রিক্বাক্ব ৬৪৭৩, ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ ৭২৯২; মুসলিম, আকযিয়াহ ৫৯৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৫৫, ৫৫৫৬, ৫৭১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯০)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ

২৭৯০. ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি আমার উম্মাতের উপর পথভ্রষ্ট-বিভ্রান্ত নেতৃবৃন্দের আশংকাবোধ করি।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ২১৫ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯১)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ

২৭৯১. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মানুষ যেন তার ভাইকে সাহায্য করে- যালিম হোক কিংবা মাযলুম হোক। যদি সে যালিম হয়, তবে সে যেন তাকে (যুলুম করা) হতে বিরত রাখবে, আর এটিই হলো তাকে সাহায্য। আর যদি সে মাযলুম হয়, তবে সে তাকে (যুলুম থেকে বাঁচতে) সহায়তা করবে।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, বিরর ওয়াস সুলহ ২৫৮৪; বাইহাকী, আদাবুল কাযী ১০/১৩৭; আমরা এর অংশবিশেষের তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮২৪, ১৯৫৭ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী, মুযালিম ২৪৫৩ তে; আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৮৩৭ তে। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫১৬৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৮৪৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯২)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالَ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

২৭৯২. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “দীন হলো নসীহত (কল্যাণ কামনা। তিনি বলেন, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কোন ব্যক্তিদের জন্য? জবাবে তিনি বলেনঃ “আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সমস্ত মুসলিমের জন্য।” [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ২৯৩ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৭২ তে। এর অপর শাহিদ তামীম দারী হতে নং ৭১৬৪ তে। এ দুস্থানে আমাদের টীকা দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯৩)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا أَظُنُّ حَفْصًا قَالَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ وَمَنْ الْغُرَبَاءُ قَالَ النُّزَّاعُ مِنْ الْقَبَائِلِ

২৭৯৩. আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ “ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, অচিরেই তা আবার শুরুর মত অপরিচিত হয়ে যাবে।” হাফসার ধারণা, তিনি এও বলেছেন: “সূতরাং এরূপ অপরিচিত অবস্হায়ও যারা ইসলামের উপর কায়েম থাকবে, তাদের জন্য মুবারকবাদ।” জিজ্ঞেস করা হলো, ‘গুরাবা’ কারা? তিনি বলেন: “বিভিন্ন গোত্র হতে বের করে দেওয়া লোকেরা।” [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৯৭৫ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মুসলিম, ঈমান ১৪৫ তে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১৯০ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা, ১৩/২৩৬ নং ১৬২১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯৪)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

২৭৯৪. ‘উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ পছন্দ করে, আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।” তখন আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা অথবা তাঁর অন্য কোন স্ত্রী বললেন, আমরাও তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ব্যাপারটা এমন নয়। আসলে, যখন মুমিনের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার সম্মানিত হবার খোশ খবর শোনানো হয়। তখন তার সামনের খোশ খবরের চেয়ে তার নিকট অধিক পছন্দনীয় কিছুই থাকে না। কাজেই সে তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করাকেই ভালবাসে, আর আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন। আর কাফিরের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর ‘আযাব ও গজবের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার সামনে যা থাকে তার চেয়ে তার কাছে অধিক অপছন্দনীয় আর কিছুই থাকে না। সুতরাং সে তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আর আল্লাহ্ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।” [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, রিক্বাক্ব ৬৫০৭; মুসলিম, যিকির ওয়াদ দু’আ ২৬৮৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩২৩৫, ৩২৩৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩০০৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯৫)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

২৭৯৫. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, ‘আমার মহত্ত্বের নিমিত্তে পরস্পর ভালবাসা স্হাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদের আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া দান করব। আজ এমন দিন যে দিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মালিক, আশ শি’র ১৩; আহমাদ ২/২৩৭, ৩৭০, ৫৩৫; মুসলিম, বিরর ওয়াল সুলহ ২৫৬৬; বাইহাকী, শাহাদাত ১০/২৩৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯৬)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ إِحْسَانًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ

২৭৯৬. আবূ হুরাইরাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ “তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে ভাল লোক হলে (বয়স দ্বারা) তার নেক ‘আমল বৃদ্ধি হতে পারে। আর খারাপ লোক হলে সে তওবা করার সুযোগ পাবে।” [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আলমারদ্বা ৫৬৭৩; মুসলিম, যিকির ওয়াদ দু’আ ২৬৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩০০০, ৩০১৫ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, আব্দুর রাযযাক ২০৬৩৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯৭)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ وَهْبٌ بِالسَّبَّاحَةِ وَالْوُسْطَى

২৭৯৭. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমাকে ও কিয়ামতকে এ দু’টির মতো (নিকটবর্তী) করে পাঠানো হয়েছে। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, রিক্বাক্ব ৬৫০৪; মুসলিম, ফিতান ২৯৫১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯২৫, ২৯৯৯, ৩১৪৬, ৩২৬৩, ৩২৬৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৬৬০ তে। এর শাহিদ সহীহ হাদীস রয়েছে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২১১১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯৮)

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ وَفَّيْتُمْ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ

২৭৯৮. বাহয ইবনে হাকীম থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ “নিশ্চয়ই তোমরা উম্মাতের সংখ্যা সত্তর পূর্ণ করেছো। এদের মধ্যে তোমরাই সর্বশেষ এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৩, ৫; আব্দ ইবনু হুমাইদ নং ৪০৯; তিরমিযী, তাফসীর ৩০০৪; ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪২৮৭, ৪২৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৭৯৯)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ فُلَانٌ فَغَمَزَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنَّهُ وَإِنَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا قَالُوا بَلَى قَالَ فَلَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

২৭৯৯. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: অমুক কোথায়?” তখন তাদের মধ্যে থেকে এক লোক তার সম্পর্কে বললো, সে এই, সে এই (করে)- এভাবে সে তার নামে কুৎসা রটাতে থাকলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে কি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না? তারা বললেন: জি-হাঁ। তিনি বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের এরূপ সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের খুশীমত আমল কর, আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, আসিম ইবনু বাহদালাহ'র কারণে। তাখরীজ: আহমাদ ২/২৯৫-২৯৬; আবু দাউদ, সুন্নাহ ৪৬৫৪; এর শাহিদ সহীহ হাদীস রয়েছে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যা বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬৯৯, ৭১১৯ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২২২০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০০)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَتَّابِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ حَبَسَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ أُمَّتِي عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ أُنْزِلَ لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ هُوَ بِنَوْءِ مِجْدَحٍ قَالَ الْمِجْدَحُ كَوْكَبٌ

২৮০০. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি দশ বছর আমার উম্মাতের থেকে বৃষ্টি বন্ধ রাখেন তারপর তা পাঠান তাহলে আমার উম্মাতের একদল মানুষ কাফির হয়ে যাবে। তার বলবে, মিজদাহ্ নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।"[1]
আবু মুহাম্মদ বলেন, মিজদাহ' হলো নক্ষত্রের নাম, যার পেছনের দিকে দু'টি অংশ রয়েছে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৩১২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬১৩০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬০৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে খালিদ আল জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যা বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৮, ৬১৩২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৩২ তে, সেখানে টীকাসহ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০১)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

২৮০১. ইয়ায ইবনু গুতাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর অসুস্থ্যতার সময় তাকে দেখতে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি: "কোনো নেককর্মের সাওয়াব দশগুণ ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ ও টীকা দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৮৩০ তে। মুনাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাইযুল কাদীর ৬/২০৯ তে বলেন, "হাফিজ ইরাকী বলেন, এর সনদ হাসান'.... বুখারী তার আদাবুল মুফরাদে এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।''

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০২)

أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الرُّكَيْنِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ شَرِيكٌ وَرُبَّمَا قَالَ النُّعْمَانِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ

২৮০২.আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দু'মুখ বিশিষ্ট (মুনাফিক) হবে, কিয়ামতের দিন তার আগুনের দু'টি মুখ হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬২০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৭৫৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৯৭৯ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যা বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৬৫ এবং সেখানে টীকায় এর আমরা 'হাসান' হওয়ার প্রতিই প্রত্যাবর্তন করেছি, অনুরূপ এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৭৫৪, ৫৭৫৫, ৫৭৫৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০৩)

حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَرَحْمَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৮০৩. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ দু'আ করতে শুনেছেনঃ হে আল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ মাত্র। ফলে যদি আমি কোন মুসলিম লোককে লা'নত করি, কিংবা অভিশাপ বা গালি দেয়, অথবা খারাপ বলে থাকি, তবে আপনি সেটাকে কিয়ামতের দিন তার জন্য দু'আ, রহমত ও আপনার নৈকট্য অর্জনের উপায় বানিয়ে দিন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৩৩৯ নং ৯৬০০; মুসলিম, বিরর ওয়াল সুলহ ২৬০১; আহমাদ ২/২৯০, ৪৯৩ এবং ৩/৪০০; বুখারী, দাওয়াত ৬৩৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ زَكَاةً وَرَحْمَةً

২৮০৪. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তাতে রয়েছে: "(তা) পবিত্রতা ও রহমত (বানিয়ে দিন)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, বিরর ওয়াস সুলহ ২৬০২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২২৭১ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১০/৩৩৯ নং ৯৬০১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০৫)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ جَبَلَ أُحُدٍ لِي ذَهَبًا أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ عِنْدِي دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَّا لِغَرِيمٍ

২৮০৫. আবী যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আমি পছন্দ করি না যে, এই পাহাড়টি আমার জন্য সোনায় পরিণত করা হোক এবং আমার মৃত্যু সময়ে এর মধ্য হতে একটি দীনার- কিংবা অর্ধ দীনারও (স্বর্ণ মুদ্রা) আমার নিকট রয়ে যাক, তবে ঋণ আদায়ের জন্য (যতটুকু প্রয়োজন, সেই পরিমাণ) ব্যতীত।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/১৪৮-১৪৯, ১৬০-১৬১, ১৭৬। আর এটি সহীহ হাদীসের অংশবিশেষ, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৬৯, ১৭০, ৩৩২৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১০ তে, যার সনদ সহীহ। আরও দেখুন, বুখারী, যাকাত ১৪০৮। ((বুখারী, ইসতিকরায ২৩৮৮, ইসতিয়াযান ৬২৬৮, রিকাক ৬৪৪৩, ৬৪৪৪ এবং বাদাউল খালক ৩২২২; মুসলিম, যাকাত ২/৬৮৭-৬৮৮।– ফাতহুল মান্নান, হা/২৯৩৩ এর টীকা।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ قُرْطٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ أُمُورًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ فَذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ صَدَقَ فَأَرَى جَرَّ الْإِزَارِ مِنْ ذَلِكَ

২৮০৬. উবাদাহ ইবনু কুরত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এমন সব কাজ করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও সুক্ষ্ম। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে আমরা এগুলোকে ধ্বংসকারী বিষয় বলে গণ্য করতাম।[1] এরপর এটি মুহাম্মদ অর্থাৎ ইবনু সীরীন (রহঃ) নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, তিনি সত্য বলেছেন। আর আমি মনে করি এসবের মধ্যে রয়েছে ইযার বা লুঙ্গি (টাখনুর নিচে) ছেঁচড়ে চলা।"

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৭৯; ইবনুল আছীর, আসদুল গাবাহ ৩/১৬২; ইবনুল কানি', মুজামুস সাহাবাহ ৬৯০। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৪০৪ তে, যার সনদ সহীহ। ((শাহিদ আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী, রিকাক ৬৪৯২।– মাজমাউয যাওয়াইদ হা/৪০৪ এ মুহাক্কিক্বের টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ أَوْ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

২৮০৭. রাফি ইবনু খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জ্বরের উতপত্তি হয় জাহান্নামের ভীষণ উত্তাপ বা উন্মত্ততা হতে। অতএব তোমরা একে পানি দ্বারা ঠান্ডা কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বাদাউল খালক ৩২৬২, তিব্ব ৫৭২৬; মুসলিম, সালাম ২২১২ (৮৪); তিরমিযী, তিব্ব ২০৭৪; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/৩৪৬; ইবনু মাজাহ, তিব্ব ৩৪৭৩; ইবনু আবী শাইবা ৭/৪৩৮ নং ৩৭২২; তাবারাণী, কাবীর ৪/২৭৪ নং ৪৩৯৭, ৪৩৯৮; আহমাদ ৪/১৪১। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৬৬, ৬০৬৭ তে। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে, যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৬৩৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ الْحَفَظَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ فَقَالَ اكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ الْخَيْرِ مَا كَانَ مَحْبُوسًا فِي وِثَاقِي

২৮০৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক মুসলিমের শরীরে যখন কোনো রোগ-বালাই আপতিত হয়, তখন নিশ্চয়ই (আমল) সংরক্ষণকারী ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেন: '(অসুস্থতার পুর্বে) সে যেরূপ নেক আমল করতো, সে আমার শৃংখলে আবদ্ধ (অসুস্থ) থাকা পর্যন্ত তোমরা প্রতি দিনে-রাতে আমার বান্দার জন্য অনুরূপ (নেক আমলের সাওয়াব) লিখতে থাকো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৮৫১, ৩৮৫২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮০৯)

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَالَ قُلْتُ ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

২৮০৯. আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাছে গেলাম। এ সময় তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ফলে আমি তাঁর গায়ে আমার হাত রাখলাম। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। তিনি বললেন: “আমি তোমাদের দু’জনের সমান জ্বরে আক্রান্ত হই।” তিনি বলেন, আমি বললাম যে, এটা এজন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেনঃ হাঁ। কোন মুসলিম যখন কোনো কষ্ট কিংবা রোগ ও অন্যান্য বিপদে নিপতিত হয়, তার থেকে গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে যায়, যেভাবে গাছ হতে তার পাতাগুলো ঝরে যায়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, মারদা ৫৬৪৭; মুসলিম, বিরর ওয়াস সুলহ ২৫৭১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৬৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৯৩৭ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৭০১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১০)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

২৮১০. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তা’আলা তার উপর দশবার রহমত করবেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সালাত ৪০৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৪৯৫, ৬৫২৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯০৫, ৯০৬ তে। ((আবূ দাউদ, সালাত ১৫৩০; তিরমিযী, সালাত ৪৮৫; নাসাঈ, সাহু, ১২৯৬; বুখারী, আদাবুল মুফরাদ।– ফাতহুল মান্নান, হা/২৯৩৮ এর টীকা হতে।–অনুবাদক।)) সংযোজনী: ইবনু আবী আসিম, আস সালাত আলান্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নং ৫৩, ৫৪। আরও দেখুন, সাখাবী, কওলুল বাদী' পৃ: ১৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১১)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يُرَى الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَى فِي وَجْهِكَ بِشْرًا لَمْ نَكُنْ نَرَاهُ قَالَ أَجَلْ إِنَّ مَلَكًا أَتَانِي فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا قَالَ قُلْتُ بَلَى

২৮১১. আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন (আমাদের কাছে) আগমন করলেন। তখন তার চেহারায় প্রফুল্লতা দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার চেহারায় খুশী লক্ষ্য করছি, যা আগে কখনো দেখিনি। তিনি বললেন, "হাঁ। একজন ফিরিশতা (জিবরীল) আমার কাছে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মাদ! আপনার রব আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেন: 'আপনাকে কি এই সংবাদ খুশি করে না যে, আপনার উম্মাতের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি আপনার উপর একবার সালাত (দরুদ) পাঠ করে আমি তাকে দশবার রহমত করব, আর কেউ যদি আপনাকে একবার সালাম পাঠায় আমি তার প্রতি দশবার সালাম পাঠাব।' তিনি বলেন, "আমি বললাম, হাঁ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তবে হাদীসটি জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯১৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৩৯১ তে। ((নাসাঈ, সাহু, ফাযলুত তাসলীম আলান নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নং ১২৮৩ ও ফাযলুস সালাত আলান নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নং ১২৯৫।- ফাতহুল মান্নান, হা/২৯৩৯ এর টীকা হতে।– অনুবাদক।)) আরও দেখুন, সাখাবী, কওলুল বাদী' পৃ: ১৬১-১৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

২৮১২. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাঁআলার কতক ফেরেশতা এমন রয়েছে, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ায়, তাঁরা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে থাকেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫২১৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৯১৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৩৯২ তে। ((নাসাঈ, সাহু ১২৮২; আহমাদ ১/৩৮৭, ৪৪১, ৪৫২; হাকিম ২/৪২১।- ফাতহুল মান্নান, হা/২৯৪০ এর টীকা হতে।–অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১৩)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ

২৯১৩. যুবাইর ইবনু মুত'ইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ এবং আমি 'মাহী'- আমার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কুফরী দূর করবেন। আমি 'হাশির', আমার পেছনে সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং আমি 'আকিব', সকলের শেষে আগমনকারী, যার পরে কেউ নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, মানাকিব ৩৫৩২; মুসলিম, বিরর ওয়াস সুলহ ২৩৫৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৯৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৩১৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৬৫ তে। আরও দেখুন, ফাতহুল বারী ৬/৫৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১৪)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ

২৮১৪. কা'ব ইবনু উজরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ "হে কা'ব ইবনু উজরা! হারাম (পন্থায় উপার্জিত সম্পদ) দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট গোশত (দেহ) কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৯৯৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৭২৩, ৪৫১৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৫৬৯ তে। ((তিরমিযী, ফিতান ২২৫৯; নাসাঈ, বাই'আহ নং ৪২০৮; হাকিম ১/৭৮, ৭৯।- ফাতহুল মান্নান, হা/২৯৪২ এর টীকা হতে।–অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ إِذْ ضَحِكَ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّا أَضْحَكُ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ عَجَبًا مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَهُ مَا يُحِبُّ حَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهِ فَكَانَ لَهُ خَيْرٌ وَإِنْ أَصَابَهُ مَا يَكْرَهُ فَصَبَرَ كَانَ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ أَمْرُهُ لَهُ خَيْرٌ إِلَّا الْمُؤْمِنَ

২৮১৫. সুহাইব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসে ছিলাম। এ সময় তিনি হেসে বললেন, "তোমরা কি জান, আমি হাসছি কেন?" তারা বললেন, কোন্ বিষয়টি আপনাকে হাসাচ্ছে? তখন তিনি বললেন: "মুমিনের বিষয়টি বিস্ময়কর। তার যাবতীয় ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। যদি তার পছন্দ কিছু ঘটে তবে সেজন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করে, ফলে সেটি হয় তার জন্য কল্যাণকর; আবার যদি তার উপর অপছন্দনীয় কিছু (দুঃখ-মুসীবত) আসে, তবে সে সবর করে। ফলে সেটিও হয় তার জন্য কল্যাণকর। তাই প্রত্যেকটি কাজ কেবল মুমিনের জন্যই কল্যাণকর হয়ে থাকে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ রূহ ইবনু আসলামের কারণে যঈফ। তবে

হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, যুহদ ২৯৯৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৮৯৬ তে। আরও দেখুন, ফাতহুল বারী ১০/১০৯। এর শাহিদ রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪০১৯, ৪২১৭, ৪২১৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَمْ شَيْءٌ يَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

২৮১৬. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি জানি না সেটি তাঁর উপর নাযিল হয়েছিল, নাকি তিনি নিজের থেকেই তা বলেছেন। তিনি বলেনঃ “যদি বানী আদমের স্বর্ণ ভরা দু’টি উপত্যকা থাকে, তথাপি সে এ দু’টির সাথে তৃতীয় উপত্যকা থাকার কামনা করবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভরবে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, রিকাক্ব ৬৪৩৯; মুসলিম, যাকাত ১০৪৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৪৯, ২৮৫৮, ২৯৫১, ৩০৬৩, ৩১৪৩, ৩২৬৬, ৩২৬৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৩৫, ৩২৩৬ তে। এর শাহিদ রয়েছে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৮৯৯, ২৩০৩, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৩২, ৩২৩৩, ৩২৩৪ তে। এর শাহিদ রয়েছে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৭৩ আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩২৩১ তে। আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদীস রয়েছে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪৬০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১৭)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّا كُنَّا نَسْمَعُ مُتَكَلِّفٌ فَقَالَ هَذَا مَا سَمِعْتُ

২৮১৭. আমর ইবনু শুআইব (রহঃ) থেকে তার পিতা থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “শাসক অথবা তার নির্ধারিত কর্মচারী অথবা রিয়াকার (লৌকিকতাকারী) ব্যক্তি মানুষের মধ্যে কিচ্ছা-কাহিনী বলে বেড়ায়।”[1] আমি আমর ইবনু শুয়াইব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বললাম, আমরা তো শুনেছি, ‘ভানকারী’। তখন তিনি বলেন, আমি তো এরকমই (তথা ‘রিয়াকারী’) শুনেছি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুল্লাহ ইবনু আমির আল আসলামী’র দুর্বলতার কারণে। ((তবে এর মুতাবিয়াত ও শাহিদসমূহের কারণে এটি হাসান ও সহীহ লিগয়রিহী’ স্তরে উন্নীত হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।– দেখুন, তাখরীজের আলোচনা।–অনুবাদক)) তাখরীজ: আহমাদ ২/৮৩; ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৭৫৩। আব্দুল্লাহ এ বর্ণনায় একাকী নন। তার মুতাবিয়াত বর্ণনা রয়েছে আব্দুর রহমান ইবনু হারমালাহ থেকে আহমাদ ২/১৭৮ তে হাসান সনদে। আর এর শাহিদ হাদীসসমূহ রয়েছে আওফ ইবনু মালিক, কা’ব ইবনু ইয়ায, উবাদাহ ইবনু সামিত- এর প্রত্যেকটির তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদে যথাক্রমে ৯২১, ৯২২, ৯২৩ তে। ফলে এ হাদীসের সনদকে এটি সহীহ তে উন্নীত করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ كُرْدُوسًا وَكَانَ قَاصًّا يَقُولُ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَيَّ مَجْلِسٍ يَعْنِي قَالَ كَانَ حِينَئِذٍ يَقُصُّ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ هُوَ عَلِيٌّ

২৮১৮. আব্দুল মালিক ইবনু মাইসারাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুর্দুস নামক একজন গল্পকার-কাহিনীকারকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, একজন বাদরী সাহাবী আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “এ রকম মজলিসে বসা আমার নিকট চারটি গোলাম মুক্ত করার চেয়েও অধিক প্রিয়।”
তিনি (রাবী) বলেন: আমি বললাম, এ দ্বারা তিনি কোন্ মাজলিসের কথা বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, সে সময় তিনি তখন গল্প-কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। আবূ মুহাম্মাদ বলেন, একজন বদরী সাহাবী’, তিনি হলেন: আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদে নং ৭৪৬, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮১৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

২৮১৯. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “মু’মিন একই গর্ত থেকে দু’বার দংশিত হয় না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি (সহীহ এবং) বুখারী মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, আদাব ৬১৩৩; মুসলিম, যুহদ ওয়ার রাকাইক ২৯৯৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৬৩ তে। সংযোজনী: বুখারী, আদাবুল মুফরাদ নং ১২৭৮; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ২/১৯৭; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৫/২১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَرُبَّمَا سَكَتَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ كَمَجْرَى الدَّمِ قَالُوا وَمِنْكَ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ

২৮২০. জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার স্বামী অনুপস্থিত, এমন স্ত্রীলোকের কাছে তোমরা প্রবেশ করোনা। কেননা, শয়তান বনী আদমের মাঝে রক্ত স্রোতের মতো চলমান রয়েছে।” তারা বললেন, আপনার মধ্যেও? তিনি বললেন, “হাঁ, (আমার মাঝেও)। তবে আল্লাহ তা’আলা আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। ফলে সে অনুগত হয়ে গেছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুজালিদ ইবনু সাঈদের দুর্বলতার কারণে। ((তবে এর শাহিদসমূহের কারণে এটি সহীহ।– দেখুন, তাখরীজের আলোচনা।–অনুবাদক)) তাখরীজ: আহমাদ ও তাঁর ছেলের যাওয়াইদুল মুসনাদ ৩/৩৯৭; তিরমিযী, রিদা’আ ১১৭২; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ১/৩০। আমাদের বক্তব্য: এর ১ম অংশের শাহিদ রয়েছে আমর ইবনু আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৪৮ তে। এর বাকী অংশের শাহিদ সহীহ হাদীস রয়েছে আনাস

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৪৭০ তে। এবং (অপর শাহিদ) সাফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস যেটি বুখারী মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১২১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ صَلَابَةً وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَا لَهُ خَطِيئَةٌ

২৮২১. সা‘দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বাপেক্ষা কঠিন মুসীবতের সম্মুখীন হয় কোন্ মানুষ? তিনি বললেনঃ নবীগণ, এরপর তাদের অনুরূপ যারা, এরপর তাদের অনুরূপ যারা। একজন লোক তার দীনদারীর অনুপাতে পরীক্ষায় নিপতিত হয়। যদি সে তার দীনে মজবুত হয় তবে তার পরীক্ষাও তুলনামূলকভাবে কঠোরতর হয়; আর সে যদি দীনের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়, তবে সে তার পরীক্ষাও হালকা করা হয়। আর এভাবে বান্দা বিপদ-আপদে পড়তেই থাকে শেষ পর্যন্ত সে জমিনের উপর এমনভাবে বিচরণ করতে থাকে যে তার আর কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮৩০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৯০০, ২৯০১, ২৯২০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০ তে। সংযোজনী: তায়ালিসী ২/৪৪ নং ২০৯১; তাহাবী, মুশকিলিল আছার ৩/৬১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৯৭৭৫; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ১/৩৬৮। এর শাহিদ হাদীস ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে গত হয়েছে ২৮১৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২২)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطْرُونِي كَمَا تُطْرِي النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَلَكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

২৮২২. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন, “তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। বরং তোমরা বলবে, ‘আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল’।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আহাদীসুল আম্বিয়া ৩৪৪৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৫৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৩, ৪১৪, ৬২৩৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২৩)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ

২৮২৩. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ “আল্লাহ রহমতকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ পাঠিয়েছেন। ঐ এক ভাগ পাওয়ার কারণেই সৃষ্ট জগত পরস্পরের প্রতি দয়া করে। এমনকি ঘোড়া তার বাচ্চার উপর থেকে পা উঠিয়ে নেয় এই আশঙ্কায় যে, তা একে আঘাত করতে পারে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, রিকাক্ব ৬৪৬৯; মুসলিম, তাওবাহ ২৭৫২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৬৭২, ৬৫০৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬১৪৭, ৬১৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২৪)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ

عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ وَاحِدَةً أَوْ يَمْحُوهَا وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ

২৮২৪. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালক আযযা ওয়া জাল্লা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ্ দয়াবান। যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা করল না, তার জন্য একটি পূর্ণ সাওয়াব লিখা হয়। আর যদি সে সেটি করে, তবে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অধিক সাওযাব লিখে দেওয়া হয়। আর যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা সম্পাদন করে না, তার জন্য একটি পূর্ণ সাওয়াব লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে, এবং মন্দ কাজটি করেও ফেলে, তবে তার জন্য মাত্র একটা গুনাহ লিখা হয়, কিংবা তিনি সেটি ক্ষমা করে দেন। আর ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত আল্লাহর কারণে কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ১/৩৬০-৩৬১, ২৭৯; তাবারাণী, কাবীর ১২/১৬১ নং ১২৬৭০; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৯/৪১৫; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৬/২৯২; বুখারী, রিকাক্ব ৬৪৯১; মুসলিম, ঈমান ১৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২৫)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قُلْتُ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

২৮২৫. আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি কোন লোকদেরকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের আমলের অনুরূপ আমল করতে পারে না। তখন তিনি বলেনঃ “হে আবূ যার! তুমি তাদের সাথী হবে, যাদের সাথে তুমি মহব্বত রাখবে। তখন আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ “তুমি তাঁর সাথী হবে, যাকে তুমি ভালবাস।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৬ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২৫০৬ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে

সাফওয়ান ইবনু আসাল আলমুরাদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৬২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৫০৭ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৫৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৭৫৮, ২৭৭৭, ২৮৮৮, ৩২৮০ তে। আর ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসটিও বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ مَا كَانَ فِيكَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَلْقَانِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً بَعْدَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تُذْنِبْ حَتَّى يَبْلُغَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَسْتَغْفِرْنِي أَغْفِرْ لَكَ وَلَا أُبَالِي

২৮২৬. আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রব্বের পক্ষ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে ও আমার নিকট করুণার আশা করবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তুমি যা-ই কর না কেন। হে আদম সন্তান, যদি তোমার পাপ আসমান স্পর্শ করে, আর তুমি যদি আমার সাথে কোনোকিছুকে শরীক না করো, তবে আমিও সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাত করব। হে আদম সন্তান, যদি তোমার পাপ আসমানের প্রান্ত স্পর্শ করে- এই পরিমাণ পাপও যদি তুমি করো, এরপরও তুমি আমার নিকট ইস্তিগফার কর বা ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, কোনো পরোয়া করব না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। শাহর ইবনু হাওশাব হাসানুল হাদীস। তাখরীজ: আহমাদ ৫/১৬৭, ১৭২, ৫/১৪৮, ১৫৩, ১৮০ (সহীহ সনদে) ৫/১৫৪ (হাসান সনদে); মুসলিম (দু'আ ২৬৮৭) আবী যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, যার শব্দাবলি: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ জালা শানূহু ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে তার জন্য রয়েছে দশগুন পূরস্কার; আর আমি তাকে আরও বাড়িয়ে দেব । অ্যর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করবে তার প্রতিফল সেই কাজের অনুরুপ কিংবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেব । যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে আসি । আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক গজ এগিয়ে আসি । যে ব্যক্তি আমার কাছে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে আসি । যে ব্যক্তি আমার কাছে পৃথিবী সমান গোনাহ করে এবং আমার সংগে কাউকে শরীক করেনি আমি তার সংগে অনুরুপ তুল্য মাগফিরাত

নিয়ে মিলিত হই।” এর অপর শাহিদ রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে তিরমিযী, দাওয়াত ৩৫৩৪ জাইয়্যেদ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الْقَاضِي عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَعْلَمَهُ النَّاسُ

২৮২৭. নাওওয়াস ইবনু সাম’আন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নেক কাজ এবং পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ “নেক কর্ম হল সদাচার আর পাপ হল তোমার মনে যা দ্বিধা সৃষ্টি করে এবং মানুষ সেটা জেনে যাক, তা তুমি অপছন্দ কর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। ((তবে হাদীসটি সহীহ যেমন তাখরীজে উল্লেখ করা হয়েছে।–অনুবাদক)) তাখরীজ: মুসলিম, বিরর ওয়াস সুলহ ২৫৫৩; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৯৭ তে। এছাড়াও, ইবনুল কানি’, মু’জামুস সাহাবাহ নং ১১৩৮; ফাসাওয়ী, আল মা’রিফাতু ওয়াত তারীখ ২/৩৩৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২৮)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ

২৮২৮. (অপর সনদে) নাওওয়াস ইবনু সাম’আন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। অত:পর তিনি এর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮২৯)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

২৮২৯. আবূ যারর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তুমি যেখানে থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় করবে; মন্দ কাজ হয়ে গেলে এর পরপরই কোন নেককাজ করবে; আর মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরন করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত; তবে ইবনু আবী হাতিম, মারাসীল পৃ: ২১৪ তে বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবী যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মায়মূন বিন আবী শাবাবের বর্ণনা কি মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) কি? তিনি বলেন, না।’ তাখরীজ: আহমাদ ৫/১৫৩, ১৫৮, ১৭৭; তাবারাণী, মাকারিমুল আখলাক নং ১৩, কাবীর ২০/১৪৫ নং ২৯৭, ২৯৮; ইবনু কুলাইব, আল মুসনাদ নং ১৩৬৭ (কুলাইব); আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৪/৩৭৮; তিরমিযী, বিরর ওয়াস সুলহ ১৯৮৮; হাকিম ১/৫৪; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৬/২৪৬ নং ৮০২৩, ৮০২৪, ৮০২৬; কুযায়ী, মুসনাদুশ শিহাব ১৩৭৯ নং ৬৫২। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।’ হাকিম বলেন, এ হাদীসটি বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যদিও তারা এটি বর্ণনা করেননি।’ আর যাহাবীও তাকে সমর্থন করেছেন। তবে এর অবস্থা তাঁরা দুজন যেমন বলেছেন তেমন নয়। ((এখানে মুহাক্কিক্ব রাবী হাবীব ইবনু আবী ছাবিত ও অপর কিছু সনদের উল্লেখ করে এর রাবী সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের দুর্বল, মুনকার আখ্যা দেওয়া ও মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে অপর একটি শাহিদ হাদীস উল্লেখ করে এর দুর্বলতার লম্বা আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি একে মুরসাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।-অনুবাদক)) এর কয়েকটি শাহিদ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫২৪; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং১৯২২ তে। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

২৮৩০. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুমিনদের মাঝে ঈমানে সেই পরিপূর্ণ, তাদের মাঝে যার চরিত্র সুন্দরতম।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, মুহাম্মদ ইবনু ইজলান এর কারণে। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৭৯; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং১৯২৬ তে। ((তিরযিমী, রিদা’আ ১১৬২; আবূ দাউদ, সুন্নাহ ৪৬৮২-অনুবাদক।)) সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৮/৫১৬ নং ৫৩৭৩। আমাদের বক্তব্য: এর অনেক গুলি শাহিদ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, আবী দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৮১ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৯২০, ১৯২১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৩৯৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩১)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

২৮৩১. আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “আল্লাহ হলেন রফীক (কোমল-দয়াদ্র), তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্র-দয়ালু লোকদেরকে যা দান করেন, কঠোর আচরণকারীকে তদ্রূপ দান করেন না।”[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দ ইবনু হুমাইদ নং ৫০৪; ইবনু আবী শাইবা ৮/৫১২ নং ৫৩৬৩; আহমাদ ৪/৮৭; আবূ দাউদ, আদাব ৪৮০৭; বুখারী, আদাবুল মুফরাদ নং ৪৭২। এর শাহিদ রয়েছে পরবর্তী হাদীসটি এবং আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৪৯; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৯১৪ তে। এর অপর একটি শাহিদ আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৯০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

২৮৩২. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি কাজে নম্রতা ও দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন পছন্দ করেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আদাব ৬০২৪; মুসলিম, সালাম ২১৬৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৪২১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৫৪৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৫০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩৩)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ

২৮৩৩. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর রব থেকে) বলেন, “যার দুই প্রিয় বস্তু (চোখ) আমি নিয়ে নেই, আর সে যদি তাতে সবর করে এবং ছওয়াবের আশা রাখে, তবে এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত প্রদান ছাড়া আর কিছুতে আমি সন্তুষ্ট হব না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ২/২৬৫; তিরমিযী, যুহদ ২৪০১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহহি ইবনু হিব্বান নং ২৯৩২। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী,মারদআ ৫৬৫৩ তে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৭১১, ৪২১১, ৪২৮৫ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৬৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৯৩০ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৭০৫ ও মু’জামুশ শুয়ূখ লি আবী ইয়ালা নং ৩৩১, ৩৩৫ তে। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইরবায ইবনু সারিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৯৩১ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৭০৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

২৮৩৪. হাসান বাসরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উবাইদুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ মা’কিল ইবনু ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে তার মৃত্যুকালীন রোগে সেবা-শুশ্রূষার জন্য এলেন। তখন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করে শোনাব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। আমি যদি জানতাম যে, আমি জীবিত থাকব, তবে আমি তোমাকে এ হাদীস বলতাম না। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “আল্লাহ কোন বান্দাকে (মুসলিম জনসাধারণের) দায়িত্ব প্রদান করলেন এবং তার মৃত্যু হল এ অবস্থায় যে, সে ছিল তার দায়িত্বের খিয়ানাতকারী, তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আহকাম ৭১৫০; মুসলিম, ঈমান ১৪২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৪৯৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩৫)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زُرَيْقُ بْنُ حَيَّانَ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قُلْنَا أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ آللَّهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ آللَّهِ لَسَمِعْتُ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمِّي عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ

২৮৩৫. আওফ ইবনু মালিক আল-আশজায়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ “তোমাদের উত্তম শাসক হচ্ছে- যাদের

তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। তোমাদের দুষ্ট শাসক হচ্ছে, যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। তোমরা তাদের অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়।" আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এমন অবস্থার উদ্ভব হলে আমরা কি তাদের ক্ষমতাচ্যুত (বিরোধিতা) করব না? তিনি বললেনঃ "না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে সালাত কায়েম করে। জেনে রাখ, যদি তোমাদের কেউ কারো ওপর শাসক নিযুক্ত হয় এবং সে তাকে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত দেখে তাহলে সে যেন তাদের আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের নিন্দা করে। কিন্তু সে যেন আনুগত্যের হাত (শপথ) তার থেকে তুলে না নেয়।"[1] ইবনে জাবির বলেন, আমি তাকে বললাম, "হে আবুল মিকদাম! আল্লাহর শপথ, আপনার এ হাদীসটি কি আপনি মুসলিম ইবনে কারাযাকে বর্ণনা করতে শুনেছেন? বর্ণনাকারী বলেন, আমার কথা শুনে তিনি হাঁটু গেড়ে কিবলার দিকে মুখ করে বসে আমাকে উত্তর দিলেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি এ হাদীস মুসলিম ইবনু কারাযাকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন) আমি আমার চাচা আউফ ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এটি বলতে শুনেছি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, ইমারাহ ১৮৫৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৫৮৯ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, তাবারাণী, কাবীর ১৮/৬২, ৬৩ নং ১১৫, ১১৬,১১৭; মুসনাদুশ শামিয়্যীন নং ৫৮৬, ৫৮৭, ৬৩৭, ১৯৩৮; বুখারী, কাবীর ৭/২৭০-২৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصُّورِ فَقَالَ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ

২৮৩৬. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শিঙ্গা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেনঃ "একটি শিং যাতে ফুঁতকার দেওয়া হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৩১২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৫৭০ তে। ((আবূ দাউদ, আস সুন্নাহ ৪৭৪২;

তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ ২৪৩০, তাফসীর ৩২৪৪; নাসাঈ, কুবরা ১১৩১২, ১১১৩৮১, ১১৪৫৬।– ফাতহুল মান্নান হা/২৯৬৪ এর টীকা।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩৭)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ

২৮৩৭. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন পৃথিবী আপন মুষ্টিতে ধারণ করবেন এবং আসমান তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে নিয়ে বলবেন: ‘আমিই একমাত্র অধিপতি। পৃথিবীর অধিপতিরা কোথায়?”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর সুরাতুল যুমার ৪৮১২; মুসলিম, সিফাতুল মুনাফিকীন ২৭৮৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৫০ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, বাইহাকী, আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ২১৫-২১৬। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যা বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন, আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৫৫৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لَهُ مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ يَئِطُّ كَمَا يَئِطُّ الرَّحْلُ الْجَدِيدُ مِنْ تَضَايُقِهِ بِهِ وَهُوَ كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيُجَاءُ بِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اكْسُوا خَلِيلِي فَيُؤْتَى بِرَيْطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أُكْسَى عَلَى إِثْرِهِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ مَقَامًا يَغْبِطُنِي الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ

২৮৩৮. ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মাকামে মাহমূদ কী? উত্তরে তিনি বলেন: “এটা ঐ সময় যখন আল্লাহ তা’আলা তাঁর

আপন ‘কুরসী’তে ‘নাযিল’ হবেন, তখন সংকীর্ণতার ফলে (আরোহী’র উপরের) নতুন জিন (গদী) যেমন (কড়মড়) শব্দ করতে থাকে, তেমনিভাবে তাঁর কারণে সেটি (কড়মড়) শব্দ করতে থাকবে। অথচ তার প্রশস্ততা হবে আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্বের সমান। আর তোমাদেরকে খালি পায়ে ও উলঙ্গ দেহে খতনাবিহীন অবস্থায় আনয়ন করা হবে। সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ.) কে কাপড় পরানো হবে। আল্লাহ তা’আলা বলবেন: ‘আমার খলীল (দোস্ত)-কে কাপড় পরিয়ে দাও।’ তখন জান্নাত থেকে আনিত সাদা রং এর দু’টি নরম-কোমল চাদর পরানো হবে। তারপর আমাকে পোশাক পরানো হবে। আমি তাঁর ডানদিকে এমন স্থানে দাঁড়াবো যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোক তা দেখে ঈর্ষা করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল। উছমান বিন উমাইর সম্পর্কে আহমাদ ও বুখারী বলেছেন: মুনকারুল হাদীস।’ ইবনু হিব্বান মাজরুহীন’ ২/৯৫ তে বলেন: সে হলো এমন ব্যক্তি যে এলোমেলো বর্ণনা করতো, এমনকি সে জানতে পারতো যে সে কী বর্ণনা করছে। ফলে তার বর্ণনা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপণ করা জায়েয নয়...।” তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ১০/৯৯ নং ১০০১৮; আবু নুয়াইম, হিলইয়া ৬/২৩৯; বুখারী, কাবীর ৪/১৩৭ তা’লীক হিসেবে; আবীশ শাইখ, আল আযিমাহ নং ২২৭; হাকিম ২/৩৬৪-৩৬৫; আহমাদ নং ৩৭৮৬ (নাশর: মাকতাবুল ইসলামী); তার সূত্রে ইবনু কাছীর, তাফসীর ৫/১০৪-১০৫। “আর তোমাদেরকে খালি পায়ে ও উলঙ্গ দেহে খতনাবিহীন অবস্থায় আনয়ন করা হবে।” এ অংশটুকুর শাহিদ সহীহ হাদীস রয়েছে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৯৬ তে, সেটিই হলো পরবর্তী হাদীসটি। এছাড়াও, পোশাক পরানোর অংশটুকুর শাহিদ রয়েছে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৬৬ তে। আরও দেখুন, ফাতহুল বারী, ১১/৩৮৪-৩৮৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৩৯)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ

২৮৩৯. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কয়েকজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “পূর্ণিমা রাতে চাঁদের নিচে কোনো মেঘের

আড়াল না থাকে, তবে তা (দেখার ব্যাপারে) কি তোমাদের সন্দেহ থাকে? তারা বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ না থাকে তখন তা (দেখার ব্যাপারে) কি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে? তারা বলল, না! তিনি বললেনঃ "তোমরা অবশ্যই কিয়ামতের দিন আল্লাহকে ঐরূপ দেখতে পাবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আযান ৮০৬; মুসলিম, ঈমান ১৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩৬০, ৬৬৮৯ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪২৯, ৭৪৪৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২১২ তে। আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে: ১. সাহাবা, তাবিঈন ও মুসলিম আইম্মাগণের মতামত হলো এই যে, আল্লাহ তআলাকে আখিরাতে সচক্ষে দেখা যাবে। আর দুনিয়াতে চক্ষু দ্বারা মহান আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। তবে স্বপ্নে দেখতে পারে। ২. একদল লোক বলেন: দুনিয়া আখিরাতে কোথাওই আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে না। ৩. তৃতীয় দলের লোকের মত হলো, দুনিয়াতে এবং আখিরাতে উভয় স্থানেই আল্লাহকে দেখা যাবে। মুলত: সাহাবাগণ, তাবিঈগণ ও মুসলিম আইম্মাগণই সঠিক (১ম মতটি)। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৪০)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

২৮৪০. ইবনু 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে এই বলে খুতবা দিতে শুনেছি: "হে লোকসকল! নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে একত্রিত করা হবে নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়।" এ বলে তিনি তিলাওয়াত করলেন: "যেভাবে আমি সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবই।" (সূরা আম্বিয়া: ১০৪)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, রিকাক ৬৫২৪, ৬৫২৫; মুসলিম, সিফাতুল জান্নাহ ২৮৬০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৩৯৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৩১৮, ৭৩২১, ৭৩৪৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৮৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৪১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْعِبَادَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ نَادَى مُنَادٍ لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى النَّاسُ عَلَى حَالِهِمْ فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ مَا بَالُ النَّاسِ ذَهَبُوا وَأَنْتُمْ هَا هُنَا فَيَقُولُونَ نَنْتَظِرُ إِلَهَنَا فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ إِذَا تَعَرَّفَ إِلَيْنَا عَرَفْنَاهُ فَيَكْشِفُ لَهُمْ عَنْ سَاقِهِ فَيَقَعُونَ سُجُودًا فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ يَبْقَى كُلُّ مُنَافِقٍ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُودُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ

২৮৪১. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: মহান আল্লাহ যখন বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন একটি ভূমিতে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন: যারা যে জিনিসের ‘ইবাদাত করতো, তারা যেন সে জিনিসের কাছে গমন করে। এরপর যারা যার ইবাদত করতো, সকলেই তাদের উপাস্যের সঙ্গে যাবে। লোকেরা তাদের নিজ নিজ অবস্থার উপর থেকে যাবে। অবশেষে তিনি এসে বলবেন: লোকদের কী হলো, সকলেই চলে গেলো, আর তোমরা এখানে থেকে গেলে যে? তারা বলবে, আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের রবের। তখন তিনি বলবেন: তোমরা কি তাঁকে চিনতে পারবে? উত্তরে তারা বলবে: তিনি যখন আমাদের কাছে পরিচয় দেবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। এরপর তাদের সামনে তিনি তাঁর ‘সাক্ব’ (পায়ের নলা) উন্মুক্ত করবেন, তখন তারা সিজদায় পড়ে যাবে। এটিই হলো, আল্লাহর বাণীঃ “সেইদিন যেদিন ‘সাক্ব’ (পায়ের নিম্নাংশ) উন্মোচিত করা হবে,এবং তাদেরকে আহ্বান করা হবে সাজদা করার জন্য; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না।” (আল ক্বলম: ৪২) তবে অবশিষ্ট থেকে যাবে কেবল সকল মুনাফিক, কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। এরপর লোকদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করা হবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, আযান ৮০৬; মুসলিম, ঈমান ১৮২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩৬০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪২৯, ৭৪৪৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২১২ তে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا دُخَيْنٌ الْحَجْرِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَقَضَى بَيْنَهُمْ وَفَرَغَ مِنْ الْقَضَاءِ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ قَضَى بَيْنَنَا رَبُّنَا فَمَنْ يَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَقُولُونَ انْطَلِقُوا إِلَى آدَمَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ بِيَدِهِ وَكَلَّمَهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ قُمْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَقُولُ آدَمُ عَلَيْكُمْ بِنُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَدُلُّهُمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَدُلُّهُمْ عَلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَدُلُّهُمْ عَلَى عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ أَدُلُّكُمْ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ قَالَ فَيَأْتُونِي فَيَأْذَنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي أَنْ أَقُومَ إِلَيْهِ فَيَثُورُ مَجْلِسِي أَطْيَبَ رِيحٍ شَمَّهَا أَحَدٌ قَطُّ حَتَّى آتِيَ رَبِّي فَيُشَفِّعَنِي وَيَجْعَلَ لِي نُورًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِي إِلَى ظُفْرِ قَدَمِي فَيَقُولُ الْكَافِرُونَ عِنْدَ ذَلِكَ لِإِبْلِيسَ قَدْ وَجَدَ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَهُمْ فَقُمْ أَنْتَ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَضْلَلْتَنَا قَالَ فَيَقُومُ فَيَثُورُ مَجْلِسُهُ أَنْتَنَ رِيحٍ شَمَّهَا أَحَدٌ قَطُّ ثُمَّ يَعْظُمُ لِجَهَنَّمَ فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

২৮৪২. উক্ববা ইবনু আমির আল জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পূর্বাপর সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। এরপর তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করবেন; যখন তিনি বিচার ফায়সালা শেষ করবেন, তখন মুমিনগণ বলবে, আমাদের রব তো আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য আমাদের প্রতিপালকের কাছে শাফাআত করবে কে? অত:পর তারা বলবেন, চলো, আদম (আ.) এর কাছে যাই, কেননা, তাঁকে আল্লাহ্ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর সাথে কথা বলেছেন। ফলে তারা সকলেই আদম (আ.)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি উঠুন, আমাদের জন্য আমাদের প্রতিপালকের কাছে শাফাআত করুন।

আদম (আ.) বলবেনঃ তোমরা নূহ (আ.) এর কাছে চলে যাও। তখন তারা নূহ (আ.) এর কাছে আসবে। তখন তিনি তাদেরকে ইব্রাহীম (আ.)-কে দেখিয়ে দেবেন। তখন তারা ইবরাহীম (আ.) এর কাছে আসবে। তখন তিনি তাদেরকে মূসা (আ.)-কে দেখিয়ে দেবেন। তখন তারা মূসা (আ.) এর কাছে আসবে। তিনিও ঈসা (আ.)-কে দেখিয়ে দেবেন। এরপর তারা ঈসা (আ.) এর কাছে আসবে। তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদেরকে উম্মী নবীকে দেখিয়ে দিচ্ছি।" তিনি বলেন, "তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমার প্রতিপালক আমাকে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর অনুমতি দান করবেন। তখন আমার মাজলিস সবচেয়ে সুগন্ধময় হয়ে উঠবে। যখন আমি আমার প্রতিপালকের নিকট যাব, তখন তিনি আমাকে শাফা'আত করার অনুমতি দেবেন এবং তিনি আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নূর বানিয়ে দেবেন।

এ সময় ইবলিসকে কাফির বলবে, ‘মুমিনগণ তাদের জন্য শাফা’আতকারীকে পেয়ে গেছে। ফলে তুমি উঠে আমার জন্য তোমার রবের নিকট শাফা’আত কর। কারণ, তুমিই তো আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলে। তিনি বলেন, এরপর সে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন তার মাজলিস ভীষণ দুর্গন্ধময় হয়ে উঠবে। তখন তাদের কান্না ব্যাপক আকার ধারণ করবে। ফলে তখন সে বলবে: যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে: আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। (সূরা ইবরাহীম: ২২)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ দুর্বল, আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ বিন আনউমের সম্পর্কে হাফিজ (ইবনু হাজার) বলেন: ‘তার সম্পর্কে সত্য হলো অধিক সংখ্যক মুনকার হাদীস বর্ণনা করার কারণে সে যঈফ।...” তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ১৭/৩২০ নং ৮৮৭; নুয়াইম বিন হাম্মাদ, যাওয়াইদ আলা যুহদ লিইবনুল মুবারক নং ৩৭৪; তাবারী, তাফসীর ১৩/২০১; ইবনু কাছীর, তাফসীর ৫/৪০৯; সুয়ূতী, দুররে মানছুর ৪/৭৪ তে বলেন, এটি যঈফ সনদে ইবনু মুবারক তার যুহদে, ইবনু জারীর, ইবনু আবী হাতিম, তাবারাণী, ইবনু মারদুবিয়া, ইবনু আসাকীর বর্ণনা করেছেন। ((এর প্রথম অংশ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট লোকদেরকে পাঠাবেন ঈসা আ: আর তিনি মানুষদের জন্য শাফা’আত করার অনুমতি লাভ করবেন- এ ঘটনা পর্যন্ত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, সহীহ বুখারী, রিক্বাক্ব ৬৫৬৫।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৪৩)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ وَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৮৪৩. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “প্রত্যেক নবীর এমন একটি দু‘আ থাকে, (যা আল্লাহর নিকট কবুল হয়)। আর আমার ইচ্ছা, ইনশা আল্লাহু তা’আলা, আমি আমার সে দু‘আটি আখিরাতে আমার উম্মাতের শাফায়াতের জন্য গোপন করে রাখি।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, দা’ওয়াত ৬৩০৪; মুসলিম, ঈমান ১৯৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৪৬১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৪৪)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৮৪৪. (অপর সনদে) আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৪৫)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ عُكَّاشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا فَقَالَ آخَرُ ادْعُ اللَّهَ لِي فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

২৮৪৫. আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার উম্মাতের মধ্য থেকে সত্তর হাযারের একটি দল বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ‘উক্কাশাহ (ইবনু মিহসান) বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু‘আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দু‘আ করলেন। তারপর অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যও আপনি আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন। তিনি বললেনঃ “উক্কাশাহ এ ব্যাপারে তোমার অগ্রগামী হয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, লিবাস ৫৮১১; মুসলিম, ঈমান ২১৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭২৪৪ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আবী আওয়ানা ১/১৪০। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস, জাবির, ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে। এ সকল হাদীসগুলির তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলীতে যথাক্রমে নং ২৮৪২, ২২৩৭, ২৩২৮, ৫৩৩৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৪৬)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَدْعَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سِوَايَ

২৮৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবুল জাদ'আ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী r কে বলতে শুনেছেনঃ "আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির শাফাআতে তামীম গোত্রের জনসংখ্যার চেয়েও অধিক লোক জান্নাতে যাবে।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। সেই ব্যক্তি কি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ? তিনি বলেনঃ "আমি ছাড়াও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮৬৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৩৭৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৫৯৮ তে। ((আহমাদ ৩/৪৬৯, ৪৭০, ৫/৩৬৬; তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ ২৪৩৮; ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪৩১৬; ইবনু খুযাইমা, তাওহীদ /৩১৩; হাকিম ১/৭০, ৭১, ৩/৪০৮।–ফাতহুল মান্নান হা/২৯৭৪ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৪৭)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الصِّرَاطِ

২৮৪৭. মাসরূক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বললাম, আপনার কি মতামত, মহান আল্লাহর এ বাণীঃ "যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি একক পরাক্রমশালী।'' (সূরা ইবরাহীমঃ ৪৮) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে? সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বলেনঃ আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তিনি বললেন: "পুলসিরাতের উপর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়াল জান্নাতু ওয়ান নার, ২৭৯১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৩৮০ ও

মুসনাদুল হুমাইদী নং ২৭৬ তে। ((আহমাদ৬/৩৫; তিরমিযী, তাফসীর ৩১২১; ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪২৭৯; হাকিম ২/৩৫২..। ফাতহুল মান্নান হা/২৯৭৫ এর টীকা হতে। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৪৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَالرِّيحِ ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشْيِهِ

২৮৪৮. সুদ্দী (রহঃ) আল্লাহর এ বাণীঃ এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অমোঘ নিয়ম।” (সুরা মারইয়াম: ৭১)-সম্পর্কে মুররাহ (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সকল লোকই জাহান্নামের কাছে উপস্থিত হবে। এরপর তা থেকে তারা তাদের আমল অনুযায়ী চলে যেতে থাকবে। তাঁদের প্রথম দল বিদুৎ চমকের ন্যায় দ্রুত, পরের দল বাতাসের ন্যায়, পরের দল ঘোড়ার গতিতে, পরের দল উষ্ট্রারোহীর ন্যায়, এর পরের দল মানুষের দৌড়ের ন্যায়, এর পরের দল পায়ে হেঁটে প্রস্থান করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫০৮৯ তে। ((তিরমিযী, তাফসীর ৩১৫৯; আহমাদ ১/৪৩৫; হাকিম ২/৩৭৫, ৪/৫৮৬-৫৮৭।–ফাতহুল মান্নান হা/২৯৭৬ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৪৯)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ بِكَبْشٍ أَغْبَرَ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ فَيُذْبَحُ وَيُقَالُ خُلُودٌ لَا مَوْتَ

২৮৪৯. ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে ধুসর বর্ণের একটি মেষের আকৃতিতে। এবং একে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্য স্থানে দাঁড় করানো হবে। এরপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। আবার বলা হবে: হে জাহান্নামীগণ! তখন তারাও মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। আর তারা ধারণা করবে, হয়তো তাদের কষ্টের উপশম এসে গেছে। তখন একে যবেহ করে দেয়া হবে, অতঃপর (জান্নাতাবাসী ও জাহান্নামবাসীদের) বলা হবে, (তোমরা উভয় দল স্ব স্ব স্থানে) স্থায়ীভাবে অবস্থান করো। আর কখনো মৃত্যু নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২৬১৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪৫০ তে। ((ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪৩২৭; আহমাদ ২/২৬১, ৩৭৭, ৫১৩; হাকিম ১/৮৩; তিরমিযী,সিফাতুল জান্নাত ২৫৫৭; বুখারী, রিকাক ৬৫৪৫...–ফাতহুল মান্নান হা/২৯৭৭ এর টীকা হতে।–অনুবাদক)) এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যেটি বুখারী মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৭৫ তে। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৯৮ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যেটি বুখারী, রিকাক ৬৫৪৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫০)

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا لَسَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ حَتَّى سَقَطَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ

২৮৫০. নু’মান ইবনু বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাদান কালে বলেছেনঃ “আমি তোমাদেরকে আগুন থেকে ভয় প্রদর্শন করছি। আমি তোমাদেরকে আগুন থেকে ভয় প্রদর্শন করছি। আমি তোমাদেরকে আগুন থেকে ভয় প্রদর্শন করছি।” এ কথাটি তিনি বলতেই থাকলেন, এমনকি তিনি যদি আমার এই অবস্থানে হতেন, তবে বাজারের লোকেরাও তাঁর কথা শুনতে পেতো এবং এমনকি তাঁর গায়ের কাপড়টি পায়ের কাছে পড়ে গেলো (সেদিকেও খেয়াল নেই)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ

দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৪৪, ৬৬৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৪৯০ ও মাজমাউয যাওয়াইদ ৩১৬৯ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, তায়ালিসী, মানিহাতুল মা'বুদ নং ৬৯৩; বাইহাকী, জুম'আহ ৩/২০৭;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫১)

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَكَانَ لَا يَدِينُ لِلَّهِ دِينًا وَإِنَّهُ لَبِثَ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عُمُرٌ وَبَقِيَ عُمُرٌ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا فَدَعَا بَنِيهِ فَقَالَ أَيُّ أَبٍ تَعْلَمُونِي قَالُوا خَيْرُهُ يَا أَبَانَا قَالَ فَإِنِّي لَا أَدَعُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَالًا هُوَ مِنِّي إِلَّا أَخَذْتُهُ مِنْكُمْ أَوْ لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ قَالَ فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَرَبِّي قَالَ أَمَّا أَنَا إِذَا مُتُّ فَخُذُونِي فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ حُمَمًا فَدُقُّونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ حِينَ مَاتَ فَجِيءَ بِهِ أَحْسَنَ مَا كَانَ قَطُّ فَعُرِضَ عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ قَالَ إِنِّي أَسْمَعُكَ لَرَاهِبًا قَالَ فَتِيبَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَبْتَئِرُ يَدَّخِرُ

২৮৫১. বাহায ইবনু হাকীম তার পিতা হতে, তার দাদা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "(তোমাদের পূর্বের উম্মাতের) আল্লাহর বান্দাদের মধ্যেকার এক বান্দা ছিল, যে আল্লাহর দীনের আনুগত্য করত না। এভাবে সে জীবন যাপন করতে থাকলো, এমনকি তার জীবনের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেলো আর কিছু অংশ অবশিষ্ট রইল। এসময় সে বুঝতে পারলো যে, সে (তার আখিরাতের জীবনের জন্য) আল্লাহর নিকট কোন নেককাজই সঞ্চয় করেনি। সে তার ছেলেদের ডেকে বলল, পিতা হিসেবে তোমরা আমাকে কেমন জানো? তারা বললো, হে আমাদের পিতা, ভাল (বলেই জানি)। সে বললো, অবশ্যই আমার নির্দেশ মতো তোমরা কাজ করবে, তা না হলে তোমাদের নিকট থেকে আমার সকল মাল-সম্পদ আমি কেড়ে নেব।

তিনি বলেন, আমার রবের শপথ, এভাবে সে তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিল। সে বলল: আমি মারা গেলে তখন তোমরা আমাকে নিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে আমার মৃতদেহ ছাইয়ের গুঁড়ায় পরিণত করবে। অত:পর আমার ছাই বাতাসে ছড়িয়ে দেবে।

তিনি বলেন, "মুহাম্মদের রবের কসম, সে যখন মারা গেল, তখন তারা তা-ই করলো। অতঃপর (আলমে বারযাখে) তাকে পূর্বের চেয়েও সুন্দর আকৃতিতে নিয়ে আসা হলো এবং তার রবের সামনে পেশ করা হলো। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে আগুনে (পোড়ানোর) ব্যাপারে কিসে প্ররোচিত করল? সে বললো, হে রব, একমাত্র আপনার ভয়ই (আমাকে এ কাজ করতে প্ররোচিত

করেছে)। তিনি বললেন: আমি তোমাকে ‘ভীত’ (শঙ্কিত)’ ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করলাম।’ তিনি বলেন, তখন তাকে মাফ করে দেওয়া হলো।”[1]

আবূ মুহাম্মদ বলেন: يَبْتَئِر অর্থ: সঞ্চয় করা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৩ (সনদ সহীহ) ৫/৫; তাবারাণী, কাবীর ১৯/৪২৩ নং ১০৭৬, ১০৭৭। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যেটি বুখারী মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১০৪৭, ১০৯৮, ৫০৫৫ তে। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১০০২, ৫০৫৬, ৫১০৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫২)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ فَقِيلَ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِيهَا وَسَقَيْتِيهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

২৮৫২. আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “একটি বিড়ালের কারণে এক মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করেছিলো। তাকে বলা হয়েছিল: “বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না তুমি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে, তা হলে সে জমিনের পোকা-কামড় খেয়ে (বেঁচে) থাকত।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, মাসাকাত ২৩৬৫, বাদাউল খালক ৩৩১৮, আহাদীসুল আম্বিয়া ৩৪৮২ ; মুসলিম, সালাম ২২৪২, বিরর ওয়াস সুলহ ২২৪২ (১৩৩) (১৩৪); বাইহাকী, নাফাকাত ৮/১৩; আহমাদ ২/১৫৯, ১৮৮ (সহীহ সনদে)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫৩)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ بْنِ مِقْلَاصٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُنْيَتُهُ أَبُو يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْثَمِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَلَوْ أَنَّ تِنِّينًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا نَبَتَتْ خَضْرَاءُ

২৮৫৩. আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কাফির ব্যক্তির কবরে তার উপর নিরানব্বইটি বিরাট সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। কিয়ামত অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ সাপগুলি তাকে কামড়াতে থাকবে এবং খামচাতে থাকবে। এর একটিও যদি দুনিয়ায় নি:শ্বাস ছাড়ে তবে দুনিয়াতে আর কখনো কোনো সবুজ বৃক্ষ-লতা জন্মাবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৩২৯ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৭৮৩ ও মাজমাউয যাওয়াইদ ৪৩৪৫ তে। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৬৪৪ তে। ((তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ ২৪৬০; আহমাদ ৩/৩৮।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ هَبْهَبُ يَسْكُنُهُ كُلُّ جَبَّارٍ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

২৮৫৪. মুহাম্মদ ইবনু ওয়াসি' হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিলাল ইবনু আবী বুরদাহ'র নিকট গিয়ে বললাম, তোমার পিতা তার পিতা হতে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে যার নাম 'হাবহাব'। প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী-অহংকারী ব্যক্তি হবে সেখানকার অধিবাসী।" সুতরাং তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২৪৯ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, ইবনু আদী, আলকামিল ১/৪২০; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ২/২৫৬; হাকিম ৪/৫৯৬-৫৯৭; তাবারাণী, আওসাত নং ৩৩৭২; বাইহাকী, বায়াছ ওয়ান নুশুর নং ৪৭৯; ইবনুল জাউযী, আল মাওযু'আত ৩/২৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫৫)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِي النَّارِ وَأَمَّا نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّ النَّارَ تُصِيبُهُمْ عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِمْ فَيُحْرَقُونَ فِيهَا حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَيُنْثَرُونَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يُفِيضُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ قَالَ فَيُفِيضُونَ عَلَيْهِمْ فَتَنْبُتُ لُحُومُهُمْ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ

২৮৫৫. আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ জাহান্নামের অধিবাসীরা (মুশরিক ও কাফিররা) জাহান্নামের (চিরস্থায়ী) অধিবাসী। জাহান্নামে তারা মরবে না। কিন্তু লোকদের মধ্যকার কিছু সংখ্যক লোককে নিজেদের পাপ অনুসারে আগুন আক্রমন করবে, তাদেরকে সেখানে জ্বালানো হবে, এমনকি তারা পুড়ে কয়লায় পরিণত হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের জন্যে সুফারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। এরপর তাদেরকে পৃথকভাবে দলে দলে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে এবং জান্নাতের নহরের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে। তারপর জান্নাতবাসীগণকে বলা হবে, ‘এদের ওপর পানি ঢেলে দাও। তিনি বলেন, অতঃপর তাদের উপর পানি ঢেলে দেওয়া হবে, ফলে তাদের দেহের গোশতগুলি এমনভাবে তরতাজা গজিয়ে ওঠবে, যেভাবে প্রবাহমান স্রোতের ধারে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। হাদীসটি সহীহ, এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, ঈমান ২২; মুসলিম, ঈমান ১৮৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১০৯৭, ১২১৯, ১২৫৩, ১২৫৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১৮৪, ৭৩৭৯, ৭৪৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫৬)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ

২৮৫৬. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান শারীকের কারণে। আর যদিও তার হাদীসকে আমরা ইতিপূর্বে অনেক স্থানে যঈফ বলে এসেছি। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি এবং এর শাহিদ হাদীস উল্লেখ করেছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫০১২ তে। সংযোজনী: তাবারাণী, কাবীর ১০/২৫৪ নং ১০৪৭৯; মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব ৪/৮৯ তে এটি উল্লেখ করে বলেন, এটি আবী ইয়া'লা ও তাবারাণী বর্ণনা করেছেন জাইয়্যেদ বা উত্তম সনদে।" ((হাইছামীও মাজমাউয যাওয়াইদে ১০/১৯৮ তে এর সনদকে জাইয়্যেদ বলে উল্লেখ করেছেন।–ফাতহুল মান্নান, হা/ ২৯৮৪ এর টীকা। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫৭)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْؤُسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

২৮৫৭. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলস্নাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে নিয়ামত ও সুখ ভোগ করবে, কষ্ট-যাতনা পাবে না। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ কখনও পুরাতন হবেনা, আর জান্নাতে তাদের যৌবনকখনও শেষ হবে না। তার জন্য জান্নাতে যা রয়েছে, তা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরের কল্পনা তার ধারণাও করতে পারেনি।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৪২৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৩৮৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৬২১ তে। দেখুন, সামনে ২৮৬৫ নং হাদীসটিও। সংযোজনী: এছাড়াও, বাইহাকী, বায়াছ ওয়ান নুশুর নং ২৯৪; আবী নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাত নং ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৯, ১২১ । ((মুসলিম, জান্নাত ২৮৩৬; তিরমিযী, সিফাতুল জান্নাত ২৫২৬; ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪৩২৮।–ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর টীকা হা/২৮১৯।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ الْآيَةَ

২৮৫৮. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান, তা থেকে উত্তম যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। তোমরা ইচ্ছা হলে পড়ো: “সকল জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদ গ্রহণকারী এবং নিশ্চয়িই উত্থান দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব, যে কেউ অগ্নি হতে বিমুক্ত হয়েছে ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলত: নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া কিছুই নয়।” (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, জিহাদ ২৭৯৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪১৭, ৭৪১৮ তে। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে সাহল ইবনু সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন; আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৫১৪ তে। অপর শাহিদ আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস দেখুন মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩১৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৫৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُدِلَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ مِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا الْيَاقُوتُ وَاللُّؤْلُؤُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَخْلُدُ فِيهَا يَنْعَمُ لَا يَبْؤُسُ لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ

২৮৫৯. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা বললাম: জান্নাতের নির্মাণ কি দিয়ে? তিনি বললেন: “এর একটি ইট হল সোনার আর একটি হল রূপার। এর গাঁথুনী হল সুগন্ধময় মিশকের। এর নুড়িগুলো হল ইয়াকুতের ও মোতির, মাটি হল যাফরানের। যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করবে, এখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। সে নিয়ামত ও সুখ ভোগ করবে, কোনো দু:খ-কষ্ট পাবে না। তাদের যৌবনকখনও শেষ হবে না, আর তাদের পরিচ্ছদ কখনও পুরাতন ও জীর্ণ হবেনা।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৩৮৭ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৬২১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৮৪ তে। ((আহমাদ ২/৩০৪-৩০৫, ৩০৫, ৪৪৫; তিরমিযী, সিফাতুল জান্নাত ২৫২৬।- –ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর টীকা হা/২৮২১।- অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعٌ ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخُبُ مِنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ فِي جَوْبَةٍ ثُمَّ تَصْعَدُ بَعْدُ أَنْهَارًا قَالَ عَبْد اللَّهِ جَوْبَةٌ مَا يُجَابُ عَنْهُ الْأَرْضُ

২৮৬০. 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতুল ফিরদাউস হলো চারটি: "এ দু'টি হবে সোনার: এ দু'টির সকল ভূষণ, পাত্র এবং এর ভিতরে সকল বস্তু (সোনার তৈরী হবে)। এবং আরো দু'টি থাকবে রূপার: এ দু'টির সকল ভূষণ, পাত্র এবং ভিতরের সকল বস্তু (রৌপ্য নির্মিত হবে)। জান্নাতু আদনে এর অধিবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের দর্শনের মাঝে আল্লাহর সত্তার ওপর জড়ানো তাঁর (কিবরিয়াই) বিরাটত্বের চাদর ছাড়া আর কোন জিনিস থাকবে না। এ নহর সমূহ জান্নাতু আদন এর একটি ফাটল থেকে উতসারিত হয় এরপর সেগুলি পরবর্তীতে নহর হিসেবে প্রবাহিত হয়।"[1] আব্দুল্লাহ বলেন: 'জাওবাহ' অর্থ: পৃথিবী যেখান থেকে আবর্তিত হয়।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আবী কুদামাহ আল হারিছ ইবনু উবাইদ এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১৩/১৪৮ নং ১৫৯৫৬; আহমাদ ৪/৪১৬; আব্দ ইবনু হুমাইদ, মুনতাখাব নং ৫৪৫; আবূ আউয়ানা ১/১৫৭; আবূ নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাত নং ১৪১; হিলইয়া ২/৩১৬-৩১৭; তায়ালিসী ২/২৪৩ নং ২৮৩৯; বাইহাকী, বায়াছ ওয়ান নুশূর নং ২১৭; আসলাম ইবনু সাহল, তারীখ ওয়াসীত পৃ: ১৯১। আর এটি মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে: "দু'টি হবে সোনার: এ দু'টির সকল ভূষণ, পাত্র এবং এর ভিতরে সকল বস্তু (সোনার তৈরী হবে)। এবং আরো দু'টি থাকবে রূপার: এ দু'টির সকল ভূষণ, পাত্র এবং ভিতরের সকল বস্তু (রৌপ্য নির্মিত হবে)। জান্নাতু আদনে এর অধিবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের দর্শনের মাঝে আল্লাহর সত্তার ওপর জড়ানো তাঁর (কিবরিয়াই) বিরাটত্বের চাদর ছাড়া আর কোন জিনিস থাকবে না।" আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮৩৮৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَحْسَنِ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً فِي السَّمَاءِ فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

২৮৬১. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে প্রবেশ করবে আর তাদের পর যারা প্রবেশ করবে তারা আসমানের অতি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় আকৃতি ধারণ করবে।”
তখন উকাশা দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু’আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তখন তিনি দু’আ করেন: “হে আল্লাহ! তাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন।”
এরপর অপর এক ব্যক্তি উঠে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু’আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন।তখন তিনি বললেন: “এ ব্যাপারে উক্কাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। (তবে হাদীসটি সহীহ), এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, বাদউল খালক ৩২৪৫, ৩২৪৬; মুসলিম, জান্নাত ২৮৩৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৮৪, ৬৪৩৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪২০, ৭৪৩৭ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৭৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬২)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ قَالَ نُودُوا صِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا وَانْعَمُوا فَلَا تَبْؤُسُوا وَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا وَاخْلُدُوا فَلَا تَمُوتُوا

২৮৬২. আবূ হুরাইরা ও আবী সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ আয়াত): "আর তাদেরকে আহবান করা হবে যে, এ হলো তোমাদের জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মফলস্বরূপ (আ'রাফ ৭: ৪৩)।" –এ সম্পর্কে বলেছেন: "তাদেরকে আহবান করে বলা হবে, 'তোমরা সদা সুস্থ থাকবে, কখনও অসুস্থ হবে না। তোমরা সদা সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবে, কখনও দু:খ-কষ্টে পতিত হবে না। তোমরা সদা তরুণ থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবে না। তোমরা সদা জীবিত থাকবে, কখনও মরবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। হামযাহ ইবনু হাবীব যিয়াদ আবী ইসহাক সাবিঈ হতে শ্রবণ করা হতে পিছিয়ে। ((তবে হাদীসটি সহীহ- তাখরীজে দেখুন।-অনুবাদক)) তাখরীজ: আহমাদ ২/৩১৯ ৩/৩৮, ৯৫; নাসাঈ, কুবরা নং ১১১৮৪; আবূ নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাত নং ৮৭, ২৯০; মুসলিম, জান্নাত ২৮৩৭; তিরমিযী, তাফসীর ৩২৪১ (৩২৪৬ -অনুবাদক); ইবনু হুমাইদ, মুনতাখাব নং ৯৪২; বাইহাকী, বা'আছ ওয়ান নুশূর নং ২৪০, ৪৪৩; এ সনদটি সহীহ।; তাবারী, তাফসীর ৮/১৮৫ অত্যন্ত যঈফ সনদে; ইবনুল মুবারক, যুহদ নং ৪২৮। তিরমিযী বলেছেন: "এ হাদীসটি ইবনুল মুবারক ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন ছাওরী থেকে, তিনি এটি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম r হতে) মারফু' করেননি।' আমাদের বক্তব্য: এখানে মাওকুফ বর্ণনাটি এর কোনো ক্ষতি করেনা। কারণ, এখানে মারফু' করাটা অতিরিক্তি (যিয়াদাহ)। আর ছিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবীর অতিরিক্ত (যিয়াদাহ) মাকবুল (গ্রহণযোগ্য)। আর অনেকেই এটি ছিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী হতে মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬৩)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ مِنْهُ الْحَاجَةُ قَالَ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ عَرَقٌ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمَرَ

২৮৬৩. যাইদ ইবনু আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জান্নাতের অধিবাসীদের একজন লোককে পানাহার, সহবাস ও কামশক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে একশত পুরুষের শক্তি প্রদান করা হবে।" তখন এক ইয়াহুদী বললো, যারা পানাহার করবে, এজন্য তাদের তো প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ (তথা পেশাব-পায়খানা) করতে হবে। তিনি বললেন: "তাদের গাত্র চামড়া হতে ঘাম বের হবে, তখন তাদের পেট আবার সংকুচিত হয়ে যাবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৩৭১; ইবনু আবী শাইবা ১৩/১০৮ নং ১৫৮৪১; তাবারাণী, কাবীর ৫/১৭৮ নং ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৬, ৫০০৭, ৫০০৮, ৫০০৯; হুসাইন মারওয়াযী, যাওয়াইদ আলা যুহদি ইবনুল মুবারক নং ১৪৫৯; আবী নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাত নং ৩২৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪২৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৬৩৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ شَبَابٌ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ

২৮৬৪. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলস্নাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জান্নাতের অধিবাসীগণ যুবক, লোমহীন- দাড়ি-গোঁফহীন এবং সুরমা লাগানো চোখ বিশিষ্ট হবেন। তাদের পোষাক-পরিচ্ছেদ কখনও পুরাতন ও জীর্ণ হবে না এবং তাঁদের যৌবন কখনও শেষ হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: তিরমিযী, সিফাতুল জান্নাত ২৫৪২। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে: আবী নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাত নং ৩২৯; তাবারাণী, সগীর ৫/১৭৮; আবীশ শাইখ, আল আযিমাহ নং ৫৮৪; বাইহাকী, বা'আছ ওয়ান নুশূর নং ৪১৮; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৩/৫৬, এ সনদটি সহীহ যদি হারুণ ইবনু রিয়ার আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করে থাকেন। (এর পূর্বে তিনি এ ব্যক্তির আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীস শ্রবণ করা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ উল্লেখ করেছেন।–অনুবাদক)) এর অপর শাহিদ রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে: আহমাদ ২/২৯৫, ৩৪৩, ৫১৫; ইবনু আবী শাইবা ১৩/১১৪ নং ১৫৮৫৩; তাবারাণী, সগীর ২/১৭; আওসাত নং ৫৪১৮; আবীশ শাইখ, আল আযিমাহ নং ৫৯৬; আবী নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাত নং ২৫৫; ইবনু আবী দাউদ, বা'আছ নং ৬৩; বাইহাকী, বা'আছ ওয়ান নুশূর নং ৪১৯, ৪২০; ইবনু আদী, আল কামিল ৫/১৮৪২; তবে এ সনদে আলী ইবনু যাইদ ইবনু জুদ'আন রয়েছে আর সে যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا قِيلَ لِأَبِي عَاصِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمْ جُشَاءً يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ

২৮৬৫. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতী লোকেরা তথায় পানাহার করবে। তবে তারা তথায় পেশাব করবেনা, নাকও ঝাড়বেনা, আবার পায়খানা করবে না। তাদের ঐগুলি হবে ঢেকুর আকারে। তারা আহার করবে, পান করবে, আর তাসবীহ-তাহলীলের যোগ্যতা তাদের অন্তকরণে ইলহাম করা হবে যেমনি ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস তাদের মাঝে ইলহাম করা হয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৯০৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪৩৫ তে। সংযোজনী: খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/১৯৭; আব্দ ইবনু হুমাইদ, মুনতাখাব নং ১০৩০; আবীশ শাইখ, আল আযিমাহ নং ৫৮৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

২৮৬৬. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহ বলেন, আমি আমার সালিহীন (নেককার) বান্দাদের জন্য যে নে’আমত প্রস্তুত করে রেখেছি, তা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরের কল্পনা তার ধারণাও করতে পারেনি।’ তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ কর: কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। [1] (সুরা সিজদা ৩২: ১৭)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। (তবে হাদীসটি সহীহ), এটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: বুখারী, বাদউল খালক ৩২৪৪; মুসলিম, জান্নাত ২৮২৪।

আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২৭৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৬৯ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, বাইহাকী, বায়াছ ওয়ান নুশুর নং ৩৮৯; আবী নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাত নং ১০৯-১১৫; হিলইয়া ৯/২৬; হুমাম ইবনু মামবাহ, তার সহীহফাতে নং ৩১। ((আহমাদ ২/৩১৩, ৩৭০, ৪১৬, ৪৩৮, ৪৬২, ৪৯৫, ৫০৬; তিরমিযী, তাফসীর ৩২৯২; ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪৩২৮।–ফাওয়ায আহমেদের দারেমীর টীকা হা/২৮২৮।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا مَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُ لَكَ ذَاكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ إِلَّا أَنَّهُ يُلَقَّى سِوَى كَذَا وَكَذَا فَيُقَالُ لَهُ ذَاكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ لَهُ ذَاكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ

২৮৬৭. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জান্নাতবাসীদের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিম্নস্তরের বাসস্থান দেয়া হবে, যে আল্লাহর নিকট কামনা করবে। তখন তাকে বলা হবে: “(যা কামনা করেছো) তাতো তোমার জন্য দেওয়াই হলো, এবং তার সাথে অনুরুপ পারিমাণও (দেওয়া হলো)।” এছাড়াও, তাকে আরও শিখিয়ে দেওয়া হবে যে, (তুমি) এরূপ এরূপ (চাও)।
তখন তাকে বলা হবে: “তাতো তোমার জন্য দেওয়াই হলো, এবং তার সাথে অনুরুপ পারিমাণও (দেওয়া হলো)।”আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তখন তাকে বলা হবে: (যা কামনা করেছো) তাতো তোমার জন্য দেওয়াই হলো, এবং তার সাথে আরও দশ গুণ পারিমাণ (দেওয়া হলো)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। ((তবে হাদীসটি সহীহ- যেমন তাখরীজে উল্লেখিত হয়েছে।–অনুবাদক)) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১৩/১১০-১১১ নং ১৫৮৪৬; আহমাদ ২/৪৫০; আবী নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাত নং ৪৪৬, ৪৪৭; মুসলিম, ঈমান ১৮২ (৩০১); বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৪৩৭০; হুমাম ইবনু মামবাহ, তার সহীহফাতে নং ৫৬। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৩৯ তে। এ হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণিত হয়েছে, বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনায়: বুখারী, আযান ৮০৬; মুসলিম, ঈমান ১৮২ তে, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩৬০, ৬৩৬১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪৬৪২, ৭৪২৯, ৭৪৪৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১২১২ তে। এছাড়াও, নুয়াইম ইবনু হাম্মাদ, যাওয়াইদ আলা যুহদি ইবনুল মুবারক নং ২৮৪; বাইহাকী, বায়াছ ওয়ান নুশুর নং ৯৪, ৪২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬৮)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي السَّمَاءِ

২৮৬৮. সাহল ইবনু সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "জান্নাতীরা জান্নাতে বালাখানার মালিকদেরকে পরস্পর দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশে উজ্জ্বল তারকাগুলো দেখতে পাও।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, রিকাক ৬৫৫৫; মুসলিম, জান্নাত ২৮৩০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৫২৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২০৯, ৭৩৯২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৬৯)

قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي السَّمَاءِ الشَّرْقِيُّ وَالْغَرْبِيُّ

২৮৬৯. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আকাশে উজ্জ্বল তারকারাজি হলো পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের (তারকারাজি)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি আগের সনদের সাথে সংযুক্ত। ((তথা এ সনদটিও সহীহ।–অনুবাদক)) তাখরীজ: বুখারী, রিকাক ৬৫৫৬; মুসলিম, জান্নাত ২৮৩১। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৩০, ১১৭৮, ১২৭৮ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৩৯৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ زَوْجَتَانِ إِنَّهُ لَيُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً مَا فِيهَا مِنْ عَزَبٍ

২৮৭০. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জান্নাতবাসীদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে (যাদের সৌন্দর্যের কারণে) তাদের সত্তরটি কাপড় ভেদ করেও পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। আর সেখানে সঙ্গীন (স্ত্রীহীন) কেউ থাকবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বাদউল খালক ৩২৪৩, তাফসীর ৪৮৭৯; মুসলিম, জান্নাত ২৮৩৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭৩৩২ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৩৯৫ তে। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ১৩/১০৫-১০৬ নং ১৫৮৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ لِلْمُؤْمِنِ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ

২৮৭১. আবূ বাকার ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু কায়স তার পিতা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতের মধ্যে মোতির নির্মিত শূণ্যগর্ভ একটি তাঁবু থাকবে। আসমানের দিকে এর উচ্চতা হবে ষাট মাইল। এর প্রতিটি কোণে থাকবে এক একজন মুমিনের পরিবার। এদের এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বাদউল খালক ৩২৪৫, ৩২৪৬; মুসলিম, জান্নাত ২৮৩৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬০৮৪, ৬৪৩৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪২০, ৭৪৩৬, ৭৪৩৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَالْقَوَارِيرِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا اشْتَهَى

২৮৭২. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন মুমিন যদি জান্নাতে সন্তান কামনা করে, তবে তার কামনা অনুসারে সন্তানের গর্ভ, জন্ম ও বয়সের পূর্ণতা প্রাপ্তি সবকিছু এক মুহূর্তেই সংঘটিত হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, বা'আছ ওয়ান নুশূর নং ৫৮৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১০৫১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪০৪ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৬৩৬ তে। ((আহমাদ ৯/৩, ৮০; তিরমিযী, সিফাতুল জান্নাত ২৫৬৩, তিনি বলেন, হাসান-গারীব; ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪৩৩৮।– ফাতহুল মান্নান, হা/৩০০২ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا أُمَّتِي وَأَرْبَعُونَ سَائِرُ النَّاسِ

২৮৭৩. বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "জান্নাতীদের একশত বিশটি কাতার হবে। তন্মধ্যে আশিটি কাতার হবে আমার উম্মাতের এবং চল্লিশটি হবে অন্যান্য লোকদের।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪৫৯, ৭৪৬০ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৬৩৮, ২৬৩৯ তে। ((আহমাদ ৫/২৪৭-২৫৫; তিরমিযী, সিফাতুল জান্নাত ২৫৪৬, তিনি বলেন, হাসান; ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪২৮৯; হাকিম ১/৮২, তিনি বলেন, এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী, যাহাবী তাকে সমর্থন করেন।– ফাতহুল মান্নান, হা/৩০০৩ এর টীকা হতে।–অনুবাদক)) এর শাহিদ রয়েছে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৩৫৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ

২৮৭৪. হাকিম ইবনু মুআবিয়া হতে তার পিতার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "জান্নাতে দুধের সাগর, মধুর সাগর ও শরাবের সাগর রয়েছে। এ থেকে অনেক নদীর শাখা-প্রশাখা বের হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪০৯ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৬২৩ তে। এছাড়াও, আবূ দাউদ, আল বায়াছ নং ৭০; আবী নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাত নং ৩০৭। ((তিরমিযী, সিফাতুল জান্নাত ২৫৭১, তিনি একে হাসান-সহীহ' বলেছেন; আহমাদ ৫/৫।–ফাওয়ায আহমেদের দারেমী, হা/২৮৩৬ এর টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭৫)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ يَجْرِي عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَطَعْمُهُ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ الثَّلْجِ

২৮৭৫. আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে 'আল কাওছার' দান করেছি।" (সূরা আল কাওছার: ১) এ সূরাটি নাযিল হলো তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তা (কাওছার) হল জান্নাতের একটা নহর। এর দুই তীর হল স্বর্ণের, আর মোতি ও ইয়াকুতের উপর দিয়ে তা প্রবাহিত হয়। এর মাটি মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। এটি খেতে মধু অপেক্ষাও মিষ্টি এবং এর পানি তুষার থেকে শুভ্র।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ((তবে হাদীসটি সহীহ যেমন তাখরীজে উল্লেখ করা হয়েছে।–অনুবাদক)) তাখরীজ: আহমাদ ২/১১২; হাকিম ৩/৫২৪, তিনি বলেন, এর সনদ সহীহ, যাহাবী চুপ থেকেছেন; তিরমিযী, তাফসীর ৩৩৫৮; তিনি বলেন, 'হাদীসটি হাসান সহীহ' ইবনু মাজাহ, যুহদ ৪৩৩৪ সহীহ সনদে। এর শাহিদ রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যেটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৮৭৬, ৩১৮৬, ৩২৯০, ৩৫২৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭৬)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ

২৮৭৬. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলবে, তবুও তা অতিক্রম করতে পারবে না। আর তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার (وَظِلٍّ مَمْدُودٍ) (অর্থ: “এবং দীর্ঘ ছায়া”) (সূরা ওয়াকিয়া)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, তবে হাদীসটি সহীহ, বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, বাদউল খালক ৩২৫২; মুসলিম, জান্নাত ২৮২৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৫৩ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪১১, ৭৪১২ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৬৫ তে। এছাড়াও, ইবনু তাহমান, মাশাইখাতুহ ১৩০; ইবনু আবী দাউদ, আল বায়াছ নং ৬৬; ইবনুল জাউযী, মাশাইখাতুহ, তারজমাহ শাইখ সাবি’ ওয়াস সাবিঈন পৃ: ১৮২-১৮৩। এর শাহিদ রয়েছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, যেটি বুখারী, বাদউল খালক ৩২৫১; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৯৯১ তে। আবার, খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস দেখুন, মাউসিলী নং ১৩৭৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭৭)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا هِيَ شَجَرَةُ الْخُلْدِ

২৮৭৭. (অপর সনদে) আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলবে, তবুও তা অতিক্রম করতে পারবে না। আর এটি হলো ‘শাজারাতুল খুলদ’(‘স্থায়ী বৃক্ষ’)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ

২৮৭৮. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আজওয়া হলো জান্নাতী খেজুর। এটি সকল বিষের প্রতিষেধক।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্বাদ ইবনু মানসূর এর দুর্বলতার কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ তাখরীজ: আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৩৯৭, ৬৪০০, ৬৪০৭ তে। সংযোজনী: ইবনু আবী শাইবা নং ৫৩২৯; তায়ালিসী, ১/৩৪৫ নং ১৭৬১; আহমাদ ২/৩০১, ৩০৫, ৩২৫, ৪১২, ৫/৫১১; নাসাঈ, কুবরা নং ৬৭১৯, ৬৭২০, ৬৭২১; ইবনু মাজাহ, তিব্ব ৩৪৫৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ২৮৯৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৭৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا قَالُوا وَمَا هِيَ قَالَ كُثْبَانٌ مِنْ مِسْكٍ يَخْرُجُونَ إِلَيْهَا فَيَجْتَمِعُونَ فِيهَا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا فَتُدْخِلُهُمْ بُيُوتَهُمْ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَيَقُولُونَ لِأَهْلِيهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ

২৮৭৯. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “নিশ্চয় জান্নাতে একটি বাজার থাকবে।” তারা বললেন, সেটি আবার কি? তিনি বললেন: “মিশক দিয়ে নির্মিত বালির টিলাসমূহ, যার উদ্দেশ্যে জান্নাতবাসীরা বের হবে, এরপর তারা সেখানে একত্রিত হবে, অতঃপর আল্লাহ তাদের উপর একটি বায়ু প্রবাহিত করবেন। (ধুলি-বালি তাদের চেহারায় লাগবে আর এতে তাদের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পাবে।) অতঃপর তারা তাদের ঘরে (নিজ

পরিবারের নিকট) ফিরে আসবে। তখন তাদের পরিবারের লোকেরা তাদেরকে বলবে, আমাদের নিকট হতে যাবার পর তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারাও তাদের পরিবারের লোকদেরকে এরূপ বলবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: পরবর্তী হাদীসটি দেখুন। ((মুসলিম, সিফাতুল জান্নাত ২৮৩৩- অনুবাদক।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮০)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

২৮৮০. (অপর সনদে) আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সিফাতুল জান্নাত ২৮৩৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ৪৩৮৯; আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪২৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮১)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

২৮৮১. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জান্নাতকে অপছন্দনীয়-কষ্টকর বস্তু দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে আর জাহান্নামকে প্রবৃত্তি-(কামনা-বাসনা) দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সিফাতুল জান্নাত ২৮২২। ((তিরমিযী, সিফাতুল জান্নাত ২৫৫৯)) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩২৭৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭১৬, ৭১৮ তে। এছাড়াও, আবী নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাত নং ৪২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮২)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَلْقَةٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ قُعُودٌ إِذْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ إِلَيْهِمْ فَقُمْتُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ لِيُبْشِرْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ بِمَا يَسُرُّ وُجُوهَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَلْوَانَهُمْ أَسْفَرَتْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ

২৮৮২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে একস্থানে বসে ছিলাম, আবার দরিদ্র মুহাজিরগণও একটি হালকায় (বৃত্তাকারে) বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে তাদের নিকট গিয়ে বসলেন। ফলে আমিও উঠে তাদের নিকট গেলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "দরিদ্র মুহাজিরগণ যেন সুসংবাদ গ্রহণ করে যা তাদেরকে চেহারাগুলিকে উতফুল্ল করবে। কেননা, তারা সম্পদশালীদের চল্লিশ বছর পুর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"
তিনি বলেন, আমি দেখলাম তাদের চেহারাগুলির রং (আনন্দে) আলোকিত হয়ে উঠলো।
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এমনকি আমি আকাংখা করতে থাকলাম যে, আমি যদি তাদের সাথী হতাম!'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহএর দুর্বলতার কারণে। তবে তিনি এ বর্ণনায় একাকী নন, বরং তার সমর্থনে বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহহাব-তাখরীজে যা উল্লেখিত হয়েছে। তাখরীজ: আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৫/১৩৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৭৭ (ইবনু ওয়াহহাব সূত্রে) এ সনদটি সহীহ; মুসলিম, যুহদ ২৯৭৯। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬৭৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮৩)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ

২৮৮৩. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাকে দু’টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আর একটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। ফলে তোমরা গরমের তীব্রতা এবং শীতের তীব্রতা অনুভব করে থাক।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, বাদউল খালক ৩২৬০; মুসলিম, মাসাজিদ ৬১৭ (১৮৫, ১৮৭) আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৮৭১ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪৬৬ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৭২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮৪)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

২৮৮৪. (অপর সনদে) আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান আসিম ইবনু বাহদালাহ’র কারণে। তাখরীজ: আর হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮৫)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

২৮৮৫. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের এ আগুণ জাহান্নামের আগুণের সত্তর ভাগের একভাগ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আল হিজরী এর দুর্বলতার কারণে। আর তিনি হলেন, ইবরাহীম ইবনু মুসলিম। তবে হাদীসটি সহীহ বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ:

বুখারী, বাদাইল খালক ৩২৬৫; মুসলিম, জান্নাত ২৮৪৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪৬২, ৭৪৬৩ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৬০৮ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ১১৬৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْوَنُ النَّاسِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

২৮৮৬. আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "(জাহান্নামে) সবচেয়ে হালকা আযাবভোগকারী ব্যক্তি হবে এমন যে, তার পায়ে একজোড়া আগুণের জুতা থাকবে, যার কারণে তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ২/৪৩২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪৭২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৬১৭ তে। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আবী শাইবা ১৩/১৫৭ নং ১৫৯৭৯ নু'মান ইবনু বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে সহীহ সনদে; সহীহ মুসলিম, ঈমান ২১৩; আবী আওয়ানা ১/৯৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮৭)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُلْقَى فِي النَّارِ أَهْلُهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ثَلَاثًا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا فَيَضَعَ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتُزْوَى وَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ

২৮৮৭. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছন: "যখন জাহান্নামের অধিবাসীদের তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? আরো আছে কি? একথা তিনবার বলবে। তখন এর রব আল্লাহ্ তা'আলা নিজ পা তাতে রাখবেন। তখন জাহান্নাম গুটিয়ে গিয়ে বলবে, আর নয়, আর নয়, আর নয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর ৪৮৪৯, ৪৮৫০; মুসলিম, জান্নাত ২৮৪৬। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪৪৭, ৭৪৭৬,

৭৪৭৭ তে। আর এর শাহিদ হাদীস যেটি বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩১৪০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَنَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ

২৮৮৮. মুওয়াররিক আল ইজলী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: ‘তোমরা ফারাইয, ভাষা ও সুন্নাহসমূহ (হাদীস) শিক্ষা করবে যেভাবে তোমরা কুর’আন শিক্ষা করে থাক।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৫৯ নং ৯৯৭৫, ১১/২৩৬ নং ১১০৯১; সাঈদ ইবনু মাসসূর, আস সুনান নং ১; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৮৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ

২৮৮৯. ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: ‘তোমরা ফারাইয শিক্ষা করবে কেননা, তা তোমাদের দীনের (গুরুত্বপূর্ণ) অংশবিশেষ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত তবে এ সনদে ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। ইবরাহীম নাখঈ’ উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত লাভ করেননি। এটিও উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৪ নং ১১০৮১; সাঈদ ইবনু মাসসূর, আস সুনান নং ২; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ لَقَدْ أَتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُمَا

২৮৯০. ইবনু শিহাব (যুহুরী) রাহি: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি উছমান ও যাইদ (এ দুই ফারাইয পণ্ডিত একসাথে) কোন সময় মৃত্যু বরণ করতো, তবে ফারাইযের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যেতো। লোকদের উপর এমন যুগ এসে গেছে যখন এ দু'জন ব্যতীত আর কেউই ফারাইযের জ্ঞান রাখে না।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটিও যুহরীর উপর মাওকুফ (যুহরীর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত)। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২১০; ফাসাওয়ী, মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ১/৪৮৬ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯১)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ

২৮৯১. আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমরা ফারাইয ও কুর'আন শিক্ষা করবে; কেননা, অচিরেই এমন হবে যে, কোনো লোক এ জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হবে যা সে ইত:পূর্বে শিক্ষা করেছিল অথবা, সে এমন লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে যারা (তা) জানে না।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মাসউ'দী এর দুর্বলতার কারণে। এছাড়া এ সনদে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কাসিম তার দাদা ইবনু মাসউদ এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ৯/২১১ নং ৮৯২৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৫ নং ১১০৮৭; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ৩ (যে কুরআন শিখে সে যেন ফারাইযও শিখে।') সনদ সহীহ। আগের ও পরের আছার দু'টি দেখুন। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭২৩২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯২)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْفَرَائِضَ فَإِنَّ مَثَلَهُ مَثَلُ الْبُرْنُسِ لَا وَجْهَ لَهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ

২৮৯২. আবী খলীল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি কুরআন শিখল কিন্তু ফারাইয শিখল না, তার উপমা হলো ঐ বুরনুস (এক প্রকার টুপি)-এর মতো যাতে কোনো মুখ (তথা মুখ বের করার জায়গা) নেই।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, যিয়াদ ইবনু আবী মুসলিম দুর্বলতার কারণে, যাকে ইবনু মুসলিম বলা হয়। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৪ নং ১১০৮২; হাফিজ (ইবনু হাজার আসকালানী), যাহরুল ফিরদাউস ৪/৬৮। অনুরুপ হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শাইবা, আমছালুল হাদীস নং ৪৯ তে আবী হুরাইরার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম r হতে: “যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে কিন্তু ফারাইয শেখে না, তার উপমা হলো সেই ব্যক্তির মতো যার মাথা নেই।” তবে ইবনু মাঈন এ হাদীসের রাবী ইসহাক ইবনু নাজীহ সম্পর্কে বলেন: সে মিথ্যাবাদী, আল্লাহর শত্রু, নিকৃষ্ট লোক।’

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯৩)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ مَا أَدْرِي مَا أَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ أَمِتْ جِيرَانَكَ

২৮৯৩. ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (তাবিঈ’) আলকামাহকে বললাম, আমি জানি না, আমি আপনাকে (ফারাইযের) কোন্ বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। তখন তিনি বললেন: তোমার সম্পদশালী প্রতিবেশীদের (নিকটাত্মীয়দের) সম্পর্কে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আলকামাহ পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। এটি আলকামার উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৬ নং ১১০৯০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২০৯; সেখানে আছে, তোমার সম্পদশালী প্রতিবেশীদের (নিকটাত্মীয়দের) সম্পর্কে, যারা একের পর অন্যে তাতে ওয়ারীস হবে।’

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯৪)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ

২৮৯৪. আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘তোমরা ফারাইয, তালাক্ব ও হাজ্জ (এর বিধি-বিধান) শিক্ষা করবে; কেননা, তা তোমাদের দীনের (গুরুত্বপূর্ণ) অংশবিশেষ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে। এটিও ইবনু মাসউদ এর উপর মাওকুফ। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২০৯। আগের ও পরের আছার আছার গুলি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯৫)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ كَانُوا يُرَغِّبُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ وَالْمَنَاسِكِ

২৮৯৫. কাছীর হাসান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘তারা কুরআন, ফারাইয ও মানাসিক (হাজ্জ) শিক্ষার ব্যাপারে উতসাহ দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হাসান পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এ আছারটি এটি কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمْ الْفَرَائِضَ فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ قَالَ يَا مُهَاجِرُ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَفْرِضُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَهُوَ زِيَادَةٌ وَخَيْرٌ وَإِنْ قَالَ لَا قَالَ فَمَا فَضْلُكَ عَلَيَّ يَا مُهَاجِرُ

২৮৯৬. আবী উবাইদাহ হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে কুর’আন পাঠ করে, সে যেন ফারাইয শিক্ষা করে; নচেত, যদি তিনি কোনো বেদুইনের সাথে সাক্ষাত করেন, আর সে তাঁকে বলে, ইয়া মুহাজির! আপনি কি কুরআন পাঠ করেন? আর যদি তিনি জবাব দেন, হাঁ। তবে সে আবার জিজ্ঞাসা করে, ফারাইয শিখেছেন? তখন যদি তিনি বলেন, হাঁ। তবে তো বড়ই ভাল। কিন্তু যদি তিনি বলেন: না, তবে সে বলবে, হে মুহাজির, তাহলে আমাদের উপর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব কিসের?’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত তবে এ সনদে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। আবী উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ তার পিতা হতে তার শ্রবণ করা সহীহ নয়। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩৩ নং ১১০৮০; তাবারাণী, কাবীর ৯/১৬১-১৬২ নং ৮৭৪২; হাকিম ৪/৩৩৩; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২০৯। আগের আছার সমূহও দেখুন। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭২৩১ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯৭)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْنَا مَسْرُوقًا كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ قَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ رَأَيْتُ الْأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يَسْأَلُونَهَا عَنْ الْفَرَائِضِ

২৮৯৭. মুসলিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসরূক (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা কি ফারাইযে দক্ষ ছিলেন? তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণকে দেখেছি, তাঁরা তাঁকে ফারাইয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ফাসাওয়ী, মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ১/৪৮৯; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৪ নং ১১০৮৪, ১১০৮৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯৮)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهَذَا تَدَلَّى مِنْ حِصْنِ الطَّائِفِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

২৮৯৮. আবূ 'উসমান [নাহদী (রহ.)] হতে বর্ণিত। শু'বাহ বলেন, হাদীসটি সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে, যিনি আল্লাহর পথে গিয়ে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত, যিনি তায়িফ (অবরোধকালে) তায়িফের দুর্গ হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসেছিলেন। তাঁরা দু'জনেই বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে, তার জন্য জান্নাত হারাম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ফারাইয ৬৭৬৬, ৬৭৬৭; মুসলিম, ঈমান ৬৩। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭০০, ৭০৬ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৫, ৪১৬। এছাড়াও, ইবনু আবী শাইবা ৮/৭২৫ নং ৬১৫৫; ১৪/১৪৬-১৪৭; আরো দেখুন, গত ২৫৭২ (অনুবাদে) নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৮৯৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ

২৮৯৯. মা'মার (রহঃ) আবূ বাকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'নিজেকে কোনো অজ্ঞাত বংশের বলে দাবী করা আল্লাহর প্রতি কুফরী'র শামিল এবং (নিজ) বংশের সাথে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাও আল্লাহর প্রতি কুফরী'র শামিল, যদিও তা নীচ-হীন হয়।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৫২ তে। সংযোজনী: ইবনু আবী শাইবা ৮/৭২৬ নং ৬১৬০; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৩/১৪৪; তাবারাণী, আওসাত নং ৮৫৭০; ইবনু আদী, আল কামিল ৭/১৭১০। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস হতে, আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৫০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوًا مِنْهُ

২৯০০. আবী ওয়াইল (রহঃ) সূত্রে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেও এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: আমার ধারণা, সাহাবী ছিলেন আবী মাসউদ আল বাদরী। আর এ হাদীসটি হলো ঐ হাদীস যা আবী মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, তাবারাণী, কাবীর ১৭/২৬১ নং ৭১৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَنْ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَايِعَهُ فَجِئْتُ وَقَدْ قُبِضَ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ فِي مَقَامِهِ فَأَطَابَ الثَّنَاءَ وَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُفْرٌ بِاللَّهِ انْتِفَاءٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ وَادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ

২৯০১. কাইস ইবনু আবী হাযিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্যে এলাম। কিন্তু যখন এলাম, ততদিনে তিনি ওফাত লাভ করেছেন। আর তখন তাঁর অবস্থানে আবী বাকর দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি দীর্ঘ প্রশংসা করলেন এবং প্রচুর পরিমাণে কান্নাকাটি করলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: “নিজ বংশ হীন-নীচ হলেও তা পরিত্যাগ করা এবং নিজেকে কোনো অজ্ঞাত বংশের বলে দাবী করা আল্লাহর প্রতি কুফরী’ করার শামিল।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা নষ্ট। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৫২ তে। সংযোজনী: তাবারাণী, আওসাত নং ২৮৩৯ এ সনদের চেয়েও অধিক দুর্বল সনদে; আরও দেখুন, এ বাবের অন্যান্য হাদীস বিশেষভাবে পরবর্তী হাদীসটি। এবং দারুকুতনী, আল ইলাল ১/২৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

২৯০২. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যদি কোনো ব্যক্তি তার পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা দাবী করে অথবা কোনো দাস তার মনিব- যে তাকে মুক্ত করেছে, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে ওলী বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, এমন ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর লা’নত, তাঁর মালাইকা’ ও পুরো মানবজাতির লা’নত। তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদত কবুল হবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান শাহর ইবনু হাওশাবের কারণে। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৪০ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪১৭ এবং মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১২১৭ তে। সংযোজনী: ইবনু আবী শাইবা ৮/৭২৭ নং ৬১৬২ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ

২৯০৩. ইবরাহীম (রহঃ) হতে, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমার আমাদের নিয়ে কোনো পথে চলতেন, তখন আমরা সে পথকে সহজসাধ্য পেতাম। তিনি স্বামী ও স্বামীর পিতা-মাতার অংশ সম্পর্কে বলেছেন: স্বামী অর্ধেক সম্পদ পাবে। আর আর মা পাবেন অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। ইবরাহীম নাখঈ’ আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৯ নং ১১১০০; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ৮০৭। আমাদের বক্তব্য হলো: তবে হাদীসটি সহীহ। সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৬ নং ১১১০৪, ১১১০৮ সনদ সহীহ; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১৫; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৮ অপর একটি সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَقَالَ قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ

২৯০৪. ইয়াযিদ আর রিশক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহঃ)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার স্ত্রী ও পিতা-মাতা রেখে মৃত্যু বরণ করেছে। তখন তিনি বলেন, যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা চার ভাগে ভাগ করতেন।[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৮; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৮ নং ১১০৯৮; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০২১।এটি এসেছে ২৯১২ তেও। **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। ইবরাহীম নাখঈ' আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৯ নং ১১১০০; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ৮০৭। আমাদের বক্তব্য হলো: তবে হাদীসটি সহীহ। সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৬ নং ১১১০৪, ১১১০৮ সনদ সহীহ; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১৫; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৮ অপর একটি সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০৫)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ

২৯০৫. আবীল মুহাল্লাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্ত্রী ও পিতা-মাতা অংশ সম্পর্কে উছমান ইবনু আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ আর বাকী সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে মা, (বাকী দুই তৃতীয়াংশ পাবে পিতা)।[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৮ নং ১১০৯৭; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১৪; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০৬)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ

২৯০৬. (অপর সনদে) আবীল মুহাল্লাব থেকে বর্ণিত, উছমান ইবনু আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মোট চার অংশ থেকে স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, আর বাকী সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে মা, দুই তৃতীয়াংশ পাবে পিতা।[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০৭)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ

২৯০৭. উমাইর ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি হারিছ আল আ'ওয়ার (রহঃ) কে (মৃতব্যক্তির) স্ত্রী ও পিতা-মাতা (এর প্রাপ্য অংশ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্যের অনুরূপই বলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, হাজ্জাজ বিন আরতাহ'র দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৮৮; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০৮)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ

২৯০৮. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন স্ত্রী লোক তার স্বামী ও পিতা-মাতা রেখে মৃত্যু বরণ করেছে, এমন স্ত্রীলোক সম্পর্কে যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, স্বামী পাবে সম্পদের অর্ধেক, আর বাকী সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে মা।[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৮ নং ১১০৯৮। আগের হাদীস ২৯০৮ (অনুবাদে ২৯০১) নং ও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯০৯)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ

২৯০৯. আমির শা'বী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, (মৃতব্যক্তির) স্ত্রী ও পিতা-মাতা (এর প্রাপ্য অংশ) সম্পর্কে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মোট চার অংশ থেকে স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, আর বাকী সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে মা, বাঁকী অংশ পাবে পিতা।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলার দুর্বলতার কারণে। আর তিনি আমীরুল মু'মিনীন (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তেমন কিছু শোনেননি। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ১৫; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৮, ২৩৯ নং ১১০৯৯, ১১১০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَالْأَبَ سَهْمَيْنِ

২৯১০. ইবরাহীম (রহঃ) হতে, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমার আমাদের নিয়ে কোনো পথে চলতেন, তখন আমরা সে পথকে সহজসাধ্য পেতাম। তিনি চারভাগ থেকে (মৃত ব্যক্তির) স্ত্রী ও পিতা-মাতার প্রাপ্ত অংশ সম্পর্কে ফায়সালা করেছেন, তখন তিনি স্ত্রীকে দিয়েছেন এক চতুর্থাংশ সম্পদ। আর আর মাকে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এবং পিতাকে দিয়েছেন (বাকী) দুই অংশ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩৯ নং ১১১০৪; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ৬; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১৫; পূর্বের ২৯০৭ (অনুবাদে ২৯০০) নং হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِيسَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ

২৯১১. আমির শা'বী (রহঃ) সূত্রে যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেও এর অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১৭; আর এটি গত হয়েছে ২৯০৮ (অনুবাদে ২৯০১) নং ও ২৯১২ (অনুবাদে ২৯০৫) নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ

২৯১২. রাফি' হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন: আমি পিতার উপর মা কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি- মহান আল্লাহ আমাকে তা দেখাননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে এর সনদ ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১৯; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪১ নং ১১১০৭; ইবনু হাযম, ৯/২৬০; হাকিম ৪/৩৩৬; হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১৩)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ فَقَالَ زَيْدٌ إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي

২৯১৩. ইকরিমা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, যে আপনি কি আল্লাহর কিতাবে একথা পেয়েছেন যে, অবশিষ্ট সম্পদে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ? তখন যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে জানালেন, আপনি একজন মানুষ, আপনার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপনি ফায়সালা দেন, অনুরূপ আমিও একজন মানুষ, আমার মতামত অনুযায়ী আমি ফায়সালা দিই।"[1]

[1] এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০২০; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪১ নং ১১১১০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৬১-২৬২ সহীহ সনদে। আরও দেখুন, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৬০; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪১ নং ১১১১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১৪)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَحَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ

২৯১৪. শা’বী ও আত্বা (রহঃ) ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ে (মৃত স্ত্রীর সম্পদে) স্বামী ও পিতা-মাতার অংশ সম্পর্কে বলেন: অর্ধেক পাবে স্বামী ও পুরো সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে মাতা এবং বাকী সম্পদ পাবে পিতা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৬০ সহীহ সনদে। আরও দেখুন, পূর্বের হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১৫)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

২৯১৫. ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণিত, (মৃতব্যক্তির সম্পদে) স্ত্রী ও পিতা-মাতা (এর প্রাপ্য অংশ) এবং (মৃত স্ত্রীর সম্পদে) স্বামী ও পিতা-মাতার অংশ সম্পর্কে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পুরো সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে মাতা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে এর সনদ যঈফ। ইবরাহীম নাখঈ’ আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তাখরীজ: ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

২৯১৬. ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (মৃতব্যক্তির সম্পদে) স্ত্রী ও পিতা-মাতার অংশের ক্ষেত্রে আহলে কিবলা (তথা মুসলিম)-দের বিরোধিতা করেছেন। তিনি মাতার জন্য নির্ধারণ করেছেন পুরো সম্পদের এক তৃতীয়াংশ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪০ নং ১১১০৫; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১৮; ফাসা্ওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ৩/১০৯ ; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ

২৯১৭. আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুয়ায ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামানে এক কন্যা ও এক বোন এর অংশের ফায়সালা করেছেন। তিনি কন্যাকে অর্ধেক দিয়েছেন এবং বোনকে অর্ধেক দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আসওয়াদ পর্যন্ত বুখারী শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪৩ নং ১১১১৫; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ৩০, ৩১; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৪/২৯৪; বুখারী, ফারাইয ৬৭৩৪, ৬৭৪১; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩৩; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৪০ (সহীহ সনদে); আবূ দাউদ, ফারাইয ২৮৯৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ

جَبَلٍ جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ فَقَالَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَخْبِرْهُ بِذَاكَ وَكَانَ قَاضِيَهُ بِالْكُوفَةِ

২৯১৮. আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনুয যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কোন (মৃত ব্যক্তির) বৈমাত্রেয় বোনকে এবং তার কন্যা থাকা অবস্থায় মাতাকে উত্তরাধিকার গণ্য করতেন না। তখন আসওয়াদ তার নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন যে, মুয়ায ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কন্যাকে অর্ধেক দিয়েছেন এবং বোনকে অর্ধেক দিয়েছেন। তখন তিনি (ইবনুয যুবাইর) তাকে বললেন, আপনি আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ'র নিকট আমার বার্তাবাহক হিসেবে যান এবং এ সংবাদ তাকে পৌঁছে দিন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ) ছিলেন কুফার বিচারক।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪৪ নং ১১১১৮; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ৩২ সহীহ সনদে; হাকিম ৩/৩৩৭-৩৩৮, তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯১৯)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا فَقَالَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُخْتِهِ مَا بَقِيَ وَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً لَا يَجْعَلُ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ

২৯১৯. বুশর ইবনু উমার (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এক কন্যা ও এক বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেছে-এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি ইবনু আবী যিনাদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, কন্যার অংশ অর্ধেক, বাকী অংশ পাবে বোন। আর তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট খারিজাহ ইবনু যাইদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কন্যাগণের সাথে বোনদেরকে আসাবাহ হিসেবে গণ্য করতেন, আর (কন্যাদেরকে দেওয়ার পর) কেবল অবশিষ্ট অংশ তাদের জন্য নির্ধারণ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফারাইয, তালিক হিসেবে; আর হাফিজ তাঁর ফাতহুল বারী ১২/১১ তে বলেছেন: এটি সাঈদ ইবনু মানসূর মুত্তাসিল হিসেবে যাইদ ইবনু ছাবিত হতে বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ وَقَالَ عُمَرُ لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا

২৯২০. ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি স্বামী, মাতা ও বৈমাত্রেয় ভাই এবং মাতা ও বৈপিত্রেয় বোনদের অংশ সম্পর্কে বলেন, উমার, আব্দুল্লাহ ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের পরস্পরকে অংশীদার বানাতেন। আর উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কুরবা (নিকটাত্মীয়) হিসেবে পিতা তাদের থেকে অধিক পাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০০৯; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৫৫ নং ১১১৪৫, ১১১৪৬; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ২০, ২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ

২৯২১. হারিছ হতে বর্ণিত, তিনি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাদেরকে (সকল ওয়ারিসকে) মীরাসে অংশীদার করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৫৮ নং ১১১৫৪, ১১১৫২ ও ১১১৫৫ সহীহ সনদে; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৭; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُشَرِّكُ وَعَلِيٌّ كَانَ لَا يُشَرِّكُ

২৯২২. আবী মিযলাজ হতে বর্ণিত যে, উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (সকলকেই মিরাছে) অংশীদার করতেন, কিন্তু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে অংশীদার করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১১; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৫; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৫৬ নং ১১১৪৭; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ

২৯২৩. ইবনু যাকওয়ান হতে বর্ণিত, যে, যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (সকলকেই মিরাছে) অংশীদার করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ২৭; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৮৬; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৬৩; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ

২৯২৪. আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর হতে বর্ণিত, যে, শুরাইহ (রহঃ) (সকলকেই মিরাছে) অংশীদার করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ (জাইয়্যেদ) উত্তম। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ২৫; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৫৭ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ لَمْ يَزِدْهُمْ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا

২৯২৫. সাঈদ ইবনু ফিরোয তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (মীরাসের) শরীকদের সম্পর্কে বলেন, কুরবা (নিকটাত্মীয়) হিসেবে পিতা তাদের থেকে অধিক পাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ এর কারণে। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০০৯; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৫৫ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَقَالَ الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سَهْمٌ السُّدُسُ ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ

২৯২৬. হারিছ আল আ’ওয়ার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট (মৃতের) দু’ চাচাতো ভাইয়ের অংশ সম্পর্কে প্রশ্ন এলো- যাদের একজন ছিল তার বৈপিত্রেয় ভাই। তখন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার বৈপিত্রেয় ভাইকে সকল সম্পদে দিয়ে দিব। অর্থাৎ তিনি তাকে সহোদর ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত করলেন। এরপর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এলে আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম এবং তাকে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মতামতও জানালাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। তিনি নিশ্চয় একজন ফকীহ (বিশেষজ্ঞ) ছিলেন। তবে আমি হলে আল্লাহ যে অংশ তার জন্য নির্ধারণ করেছেন তার অধিক দিতাম না। আর তা হলো, এক ষষ্ঠাংশ। এরপর তিনি (বাকী সম্পদ) তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মতো করে ভাগ করে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯১৩৩; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪০; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৫০ নং ১১১৩৪; সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ১২৮; দারুকুতনী ৪/৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَقِيلَ لِعَلِيٍّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ

২৯২৭. হারিছ আল আ'ওয়ার হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, তার এর নিকট (মৃতের) দু' চাচাতো ভাইয়ের অংশ সম্পর্কে প্রশ্ন এলো- যাদের একজন ছিল তার বৈপিত্রেয় ভাই। তখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলা হলো যে, (আব্দুল্লাহ) ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার বৈপিত্রেয় ভাইকে সকল সম্পদে দিয়ে দিতেন। (অর্থাৎ তিনি তাকে সহোদর ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত করতেন।) এরপর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তিনি নিশ্চয় একজন ফকীহ (বিশেষজ্ঞ) ছিলেন। তবে আমি হলে তাকে এক ষষ্ঠাংশ দিতাম। এরপর বাকী সম্পদ তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতাম।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি পুর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَإِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ فَقَالَا لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ وَإِنِّي أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

২৯২৮. শুরাহবিল (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবী মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও সালমান ইবনু রবী'আহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এসে তাদের দু'জনকে এক কন্যা ও এক পৌত্রী (ছেলের মেয়ে) এবং সহোদর বোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তখন তারা উভয়ে বললেন, কন্যা পাবে অর্ধেক। বাকী সম্পদ পাবে বোন। আর যদি তুমি ইবনু মাসউদের কাছে যাও, তবে তিনিও আমাদের মতই বলবেন। তখন এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফায়সালা করেছেন, আমিও সেই ফায়সালাই করব। তা হলো কন্যা পাবে অর্ধেক, পৌত্রী পাবে এক ষষ্ঠাংশ, এরপর বাকী সম্পদ পাবে বোন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফারাইয ৬৭৩৬। এছাড়াও, বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩০। এ হাদীসের ফায়দা হলো: ইখতিলাফের ক্ষেত্রে দলীল হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম r এর সুন্নাত, ফলে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। আর সেদিকে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে ইনসাফ ও সত্যের স্বীকৃতি। আর এতে এ সাক্ষ্য বিদ্যমান যে, তাদের মধ্যে এক জন অপরজনের উপরে ইলমে ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। দেখুন- ফাতহুল বারী ১২/১৭-১৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯২৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ قَالَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ فَقَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ فِيهَا فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ قَالَ أَحْمَدُ فَقُلْتُ لِأَبِي شِهَابٍ وَكَيْفَ قَالَ زَيْدٌ فِيهَا قَالَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ

২৯২৯. মাসরুক (রহঃ) আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সহোদর বোনগণ, বৈমাত্রেয় ভাই এবং বোনদের (অংশ) সম্পর্কে বলতেন: সহোদর বোনদের অংশ দুই তৃতীয়াংশ। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ পাবে পুরুষরা, নারীরা নয়। এরপর মাসরূক মদীনা আগমন করলেন। এবং এ ব্যাপারে যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মতামত তাকে আকৃষ্ট করল। তখন তার সাথীদের কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মতামত পরিত্যাগ করলেন?
তিনি বললেন: আমি মদীনায় এসে যাইদ বিন ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে একজন ‘গভীর ইলমের অধিকারী ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি। আহমাদ বলেন, আমি (রাবী) আবী শিহাব কে বললাম, এ ব্যাপারে যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কী বলেছেন? তিনি বললেন, তিনি সকলকেই এতে অংশীদার বানাতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর, আস সুনান নং ১৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৩৯; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১৩; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩০; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪৭, ২৪৮ নং ১১১২৮, ১১১২৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩০)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي لِلْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ فَقَالَ حَكِيمٌ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ

২৯৩০. ইসমাঈল (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হাকীম ইবনু জাবির (রহঃ) এর নিকট বললাম যে, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহোদর বোনগণ এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের (অংশ) সম্পর্কে ফায়সালা দিতেন। তিনি সহোদর বোনদের দিতেন দুই তৃতীয়াংশ এবং এরপর অবশিষ্ট সম্পদ পুরুষদের দিতেন, নারীদেরকে নয়। এরপর তখন হাকীম বলেন: এ ব্যাপারে যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: এটি জাহিলী যুগের একটি কাজ যে, নারীদেরকে বাদ দিয়ে শুধু পুরষদেরকেই মীরাসে অংশীদার করা। বোনদের ভাইগণ তাদেরকে (বোনদের) তাদের অংশ ফিরিয়ে দেবেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪৭ নং ১১১২৭; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ تُعْطِي الِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَشَرِيكُهُمْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشَرِّكُ يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ وَقَالَ الْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ

২৯৩১. মাসরুক (রহঃ) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি দু’ পুত্র, পৌত্র (পুত্রের পুত্র) ও পৌত্রী (পুত্রের কন্যা)-দেরকে মীরাসে শরীক করতেন। দু’পুত্র কে দিতেন দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ দিতেন এবং বাকী সম্পদে সকলকে অংশীদার বানাতেন।কিন্তু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সকলকে এতে অংশীদার বানাতেন না। তিনি পুরুষদেরকে দিতেন, নারীদেরকে দিতেন। আর তিনি বলতেন: বোনগণ হলো কন্যাগণের স্থলবর্তী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪৭ নং ১১১২৬; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৭০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩০;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ إِنْ كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنْ السُّدُسِ أَعْطَاهُمْ السُّدُسَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ السُّدُسِ أَعْطَاهُمْ السُّدُسَ

২৯৩২. শা’বী (রহঃ) ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কন্যা, পৌত্র (পুত্রের পুত্র)-দের ও পৌত্রীদের (পুত্রের কন্যা)-দেরকে মীরাস সম্পর্কে বলতেন: তাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব এক ষষ্ঠাংশের কম হলেও তাদেরকে এক ষষ্ঠাংশ দিতেন, আবার এক ষষ্ঠাংশের বেশী হলেও তাদেরকে এক ষষ্ঠাংশই দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আবী সাহল মুহাম্মদ ইবনু সালিম এর দুর্বলতার কারণে। (তবে অপর সনদে সহীহ, দেখুন তাখরীজ।- অনুবাদক) তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৩৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪৯ নং ১১১৩২ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأُخْتَيْنِ

২৯৩৩. মাসরুক (রহঃ) হতে বর্ণিত, যে তিনি (এক্ষেত্রে) সকলকে অংশ প্রদান করতেন। তখন আলকামাহ তাকে বললেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর চেয়ে অধিক প্রামাণ্য কেউ আছে কি? তখন তিনি বললেন, না, তবে আমি যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও মদীনাবাসীদেরকে দেখেছি যে, তারা দুই কন্যা, পৌত্রী, পৌত্র ও দু’বোনকে (একইসঙ্গে মীরাসে) অংশীদার বানাতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪৭, ২৪৮ নং ১১১২৮, ১১১২৯; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৭০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشَرَةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ

২৯৩৪. শুরাইহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, যে স্ত্রীলোক তার স্বামী, মাতা, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন এবং বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মৃত্যু বরণ করে, তিনি তার সম্পদকে ছয় ভাগ করেন, এরপর এমনকি তা দশে উন্নীত করেন। এরপর তা থেকে অর্ধেক তথা ৩ ভাগ দেন স্বামী কে; অর্ধেক তথা ৩ ভাগ দেন সহোদর বোনকে; মাতাকে দেন এক ষষ্ঠাংশ তথা এক ভাগ; বৈপিত্রেয় ভাইকে দেন এক তৃতীয়াংশ তথা দু'ভাগ এবং বৈমাত্রেয় বোনকে দেন এক ভাগ- এ হলো মোট দুই-তৃতীয়াংশ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৩৪; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৮৩ নং ১১১৩৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا كَانَا لَا يَحْجُبَانِ بِالْكُفَّارِ وَلَا بِالْمَمْلُوكِينَ وَلَا يُوَرِّثَانِهِمْ شَيْئًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْجُبُ بِالْكُفَّارِ وَبِالْمَمْلُوكِينَ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ

২৯৩৫. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাফির ও দাসদের মাধ্যমে 'হুজব' (তথা একের উপস্থিত থাকার কারণে অন্য ওয়ারিসকে পূর্ণ কিংবা আংশিক বঞ্চিতকরণ) করতেন না; আবার তাদেরকে কোনো কিছুর উত্তরাধিকারও বানাতেন না। কিন্তু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাফির ও দাসদের মাধ্যমে 'হুজব' করতেন, তবে তাদেরকে কোনো কিছুর উত্তরাধিকার বানাতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আশ'আছ এর দুর্বলতার কারণে। তিনি

হলেন ইবনু সিওয়ার। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসুর নং ১৪৮ (এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ); আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯১০২, ১৯১০৩, এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কথা হিসেবে ১৯১০৮ মুনকাতি সনদে; ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৭০ নং ১১১৯৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالَا الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

২৯৩৬. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দাসদের ও আহলে কিতাবগণ কাউকে ‘হুজব’ (তথা একের উপস্থিত থাকার কারণে অন্য ওয়ারিসকে পূর্ণ কিংবা আংশিক বঞ্চিতকরণ) করবে না; আবার তারা উত্তরাধিকারও হবে না।কিন্তু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, তারা ‘হুজব’ করবে, তবে তারা কোনো কিছুর উত্তরাধিকার হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ ثُمَّ قَالَ سَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ فِيهِ

২৯৩৭. সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণিত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদার মীরাস লিখেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আহত হলেন, তখন তা চেয়ে নিয়ে মুছে দিলেন। এরপর তিনি বললেন: ভবিষ্যতে তোমরা নিজেরাই (ইজতিহাদ করে) এ ব্যাপারে রায় দিবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০১৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩২০ নং ১১৩১৭; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ حَدِّثْنِي عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ إِنِّي لَأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً

২৯৩৮. ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবীদাহকে বললাম, দাদার সম্পর্কে আমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করো। তখন সে বললো, আমি দাদা সম্পর্কে আশিটি মতবিরোধপূর্ণ ফায়সালা সংরক্ষণ করেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আশ'আছ এর দুর্বলতার কারণে। তিনি হলেন ইবনু সিওয়ার। (তবে অপর সনদে সহীহ, দেখুন তাখরীজ।- অনুবাদক) তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৪৩, ১৯০৪৪; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৫ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৩৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ فَهَاتِهَا

২৯৩৯. উবাইদ ইবনু আমর (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি এসে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তখন তিনি বলেন, যদি মীরাসের মধ্যে দাদা অন্তর্ভুক্ত না থাকেন, তবে তা নিয়ে এসো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩১৯ নং ১১৩০৩। আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

২৯৪০. সাঈদ ইবনু যুবাইর মুরাদ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় যে, জাহান্নামের কীটে (তার শরীর) জড়িয়ে যাক, সে যেন (মৃতব্যক্তির) দাদা ও ভাইদের মাঝে মীরাস বন্টনের ফায়সালা দান করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এর মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী রয়েছে। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসুর নং ৫৬, ৫৭; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩১৯ নং ১১৩১৩; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৫; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৪৮। এর অর্থ: যে ব্যক্তি সতর্কতা ও চিন্তাভাবনা ছাড়াই নিজেকে জাহান্নামের তলদেশে ঠেলে দিতে ইচ্ছা করে, সে যেন ফায়সালা করে....।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪১)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

২৯৪১. আবী সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,[1] (পরবর্তী হাদীসটি।)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৮৮ নং ১১২৫০; সাঈদ ইবনু মানসুর নং ৪০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৬ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪২)

وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

২৯৪২. এবং ইকরিমাহ হতে বর্ণিত, আবী বাকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আছারটি সহীহ। তাখরীজ: এটি সামনে ২৯৪৫ নং এ আসছে। বুখারী, তালিক হিসেবে, ফারাইয। হাফিজ তার ফাতহুল বারী ১২/১৯ তে বলেন: আবী বাকর সিদ্দীকের মতটি দারেমী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হাদীসটি মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন যে, আবী সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এবং আবী মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সহীহ সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সহীহ সনদে অনুরূপ বর্ণিত, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সহীহ সনদে অনুরূপ বর্ণিত, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন।”

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

২৯৪৩. আবী মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৮৭; সাঈদ ইবনু মানসুর নং ৪৩; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৮৮ নং ১১২৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪৪)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

২৯৪৪. (অপর সনদে) আবী মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪৫)

أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

২৯৪৫. উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: দেখুন, পূর্বের ও পরের হাদীসটি। এছাড়া এটি সংক্ষিপ্তাকারে গত হয়েছে (২৮৯৩ নং এ)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪৬)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَباً

২৯৪৬. (অপর সনদে) উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসুর নং ৪৩; দারুকুতনী ৪/৯২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪৭)

حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ لَقِيتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّ الْجَدَّ لاَ يُنَزَّلُ فِيكُمْ مَنْزِلَةَ الأَبِ وَأَنْتَ لاَ تُنْكِرُ قَالَ قُلْتُ وَلَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَمْ تُنْكِرْ . قَالَ مَرْوَانُ فَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَباً إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ

২৯৪৭. আবী বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় মারওয়ান ইবনুল হাকাম এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বললেন: হে ইবনু আবী মূসা! আমাকে কি খবর দেওয়া হয়নি যে, আপনাদের মাঝে দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করা হয় না, আর আপনিও তার বিরোধীতা করেন না? তিনি বলেন, আমি বললাম, কিন্তু আপনি যদি আমি (আমার স্থলে) হতেন, তবে আপনিও তার বিরোধীতা করতেন না। মারওয়ান বলেন, কিন্তু আমি উছমান ইবনু আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন, যদি তার অধ:স্তন অন্য কোনো পিতা না থাকতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি সংক্ষিপ্তাকারে গত হয়েছে ২৯৪১ নং এ। সেখানে তাখরীজ দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪৮)

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

২৯৪৮. ইকরিমা সূত্রে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসুর নং ৪২; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৮৮। ইবনু হাযম এটি সাহাবী, তাবিঈ ও তাবি'-তাবিঈগণ হতে বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৪৯)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَهُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ جَعَلَهُ أَبًا يَعْنِي الْجَدَّ

২৯৪৯. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে তাকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বই সর্বোত্তম।"-তথা আবূ বাকরকে, আর এই তিনিই তাকে অর্থাৎ দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: হাকিম ৫/৩৩৯; বুখারী, ফারাইয ৬৭৩৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৮৭; সাঈদ ইবনু মানসুর নং ৪৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ২৫৮৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫০)

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

২৯৫০. ইবনু যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলু আসাহাবীন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নং ৩৬৫৮; সাঈদ ইবনু মানসুর নং ৪৭; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৮৮-২৮৯ নং ১১২৫২; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৬; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৪৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫১)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ الْجَدَّ قَدْ مَضَتْ سُنَّتُهُ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَلَكِنَّ النَّاسَ تَحَيَّرُوا

২৯৫১. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, দাদার (মীরাস) সম্পর্কিত সুন্নাত অতীত হয়েছে। আর আবী বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। কিন্তু এখন লোকদের ‘ইখতিয়ার’ (বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা) গ্রহণ করেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আশআস এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসুর নং ৫৬ তে হাসান বলেন: যদি আমি লোকদের কোনো বিষয়ে অভিভাবকত্ব লাভ করতাম, তবে দাদাকে পিতার স্থলবর্তী বানিয়ে দিতাম। এর সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ

২৯৫২. শা’বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইসলামে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ই সর্বপ্রথম দাদাকে মীরাছ দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫৩)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ فَأَخَذَ مَالَهُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ فَقَالَا لَيْسَ لَكَ ذَاكَ إِنَّمَا أَنْتَ كَأَحَدِ الْأَخَوَيْنِ

২৯৫৩. (অপর সনদে) শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলামে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ই সর্বপ্রথম দাদাকে মীরাছ দিলেন।যখন সে তার সম্পদ গ্রহণ করলো, তখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এসে তাকে বললেন, এটা তো তোমার নয়, তুমি তো দুই ভায়ের একজনের সমতুল্য।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা'বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৯৬ নং ১১২৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫৪)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ فَإِذَا زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ يُعْطِيهِ مَعَ الْوَلَدِ السُّدُسَ

২৯৫৪. শা'বী (রহঃ) (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক ভাই ও দু'ভাই'র সাথে দাদাকেও (মীরাস) বন্টনে শরীক করতেন। আর যদি ভাই অধিক হতো, দাদাকে দিতেন এক তৃতীয়াংশ; আর (মৃত ব্যক্তির) সন্তান থাকলে দাদাকে এক ষষ্ঠাংশ দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে ঈসা ইবনু আবী ঈসা, মাইসারাহ, তিনি মাতরূক বা পরিত্যক্ত রাবী। বাকী বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৮৪; সাঈদ ইবনু মানসুর নং ৫৯; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৯২ নং ১১২৬৫; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৯ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫৫)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رَشَدٌ وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ فَلَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ

২৯৫৫. মারওয়ান ইবনু হাকাম থেকে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন আহত হলেন, তিনি তাদের (সাহাবীগণের) নিকট দাদা (এর মীরাস) সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে বললেন, আমি দাদা সম্পর্কে একটি অভিমত ঠিক করেছিলাম, তা তোমরা চাইলে তা অনুসরণ করতে পার। তখন উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, আমরা যদি আপনার রায় বা মতামত অনুসরণ করি, তবে সেটা তো সঠিক পথ। আর যদি আমরা শাইখ (আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মতামত অনুসরণ করি, তবে তিনি কতই না উত্তম রায় প্রদানকারী ছিলেন![1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। এটি গত হয়েছে ৬৫৫ নং এ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৫১, ১৯০৫২; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৮৩, ২৮৭; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৬; হাকিম ৪/৩৪০; এর সনদ সহীহ, হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ إِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُبُعًا وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ

২৯৫৬. শা’বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বসরায়। তিনি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট চিঠি লিখলেন: আমার নিকট দাদা এবং ছয় ভাই (এর মাঝে মীরাস বন্টনের মাস’আলা) এসেছিল। তখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে লিখে পাঠালেন, দাদাকে এক চতুর্থাংশ দাও এবং তার পরে আর কাউকে (ভাইদেরকে) কিছু দিও না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৯; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৮৪; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৯৩ নং ১১২৬৮ (সনদ সহীহ), ১১২৬৯। দেখুন, ফাতহুল বারী ১২/২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫৭)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ قَالَ أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد كَأَنَّهُ يَعْنِي عَلِيًّا الشَّعْبِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيٍّ

২৯৫৭. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, দাদা এবং ছয় ভাই (এর মাঝে মীরাস বন্টন) সম্পর্কে তিনি বলেন, দাদাকে এক চতুর্থাংশ দাও। আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'তিনি' অর্থাৎ আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তথা শা'বী আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে এটি বর্ণনা করছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা'বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৯৩ নং ১১২৬৮ সনদ সহীহ। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫৮)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا

২৯৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে ভাইয়ের স্থলবর্তী করতেন, এক ষষ্ঠাংশ পর্যন্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৯৩ নং ১১২৬৯; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৯; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৮৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৫৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ

২৯৫৯. হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ভাইগণের সাথে দাদাকে (মীরাসে) এক ষষ্ঠাংশ পর্যন্ত অংশীদার করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৮৪ সনদ সহীহ। এখানে রয়েছে: ভাই পাঁচ জন হলে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে দাদাকে দিতেন এক পঞ্চমাংশ, আর ভাই এর চেয়ে অধিক সংখ্যক হলে, দাদাকে দিতেন এক ষষ্ঠাংশ, এর চেয়ে কম দিতেন না।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬০)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا

২৯৬০. আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে ভাইয়ের স্থলবর্তী করতেন এক ষষ্ঠাংশ পর্যন্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ২৯৫৫ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ

২৯৬১. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে ভাইদের সাথে এক ষষ্ঠাংশ পর্যন্ত (মীরাসে) শরীক করতেন। আর প্রত্যেক অংশীদারকে তার নির্ধারিত অংশ দিতেন। বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনকে দাদার সাথে মীরাস দিতেন না। (মৃতব্যক্তির) সন্তান থাকলে দাদাকে এক ষষ্ঠাংশের বেশি দিতেন না। আর সহোদর ভাইয়ের সাথে বৈমাত্রেয় ভাইকে মীরাসে অংশীদার করতেন না। আর

যখন এক সহোদর বোন এবং এক বৈমাত্রেয় ভাই হতো, তখন বোনকে দিতেন অর্ধেক সম্পদ এবং অপর অর্ধাংশ দাদা ও ভাইয়ের মাঝে আধা-আধি করে বন্টন করে দিতেন। আর ভাইবোন অনেক হলে দাদার সঙ্গে তারা এক ষষ্ঠাংশ পর্যন্ত শরীক করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৬৪; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৯৮ নং ১১২৮২ বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْعَبْسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْجَدِّ فَقَالَ أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ فَقُلْتُ أَنَا آدَمُ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ

২৯৬২. আব্দুর রহমান বিন মা’কিল (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি বললেন, তোমার কোন্ দাদা সবচেয়ে বড়? আমি বললাম, আদম। তিনি বললেন, তুমি কি মহান আল্লাহর বাণী শোনো নি, “হে বনী আদম!”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু খালিদ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে কিছু শোনেননি। আর এদের উভয়ের মাঝে যাহহাক রয়েছে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৮৯ নং ১১২৫৪; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنِّي وَالَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْجَدِّ تَلَاعَنَّا أَيُّنَا أَسْوَأُ قَوْلًا

২৯৬৩. এক ব্যক্তির সূত্রে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা ‘দাদার সম্পর্কে আমার মতামতের বিরোধীতা করে, আমার মনে চায় যে, আমার এবং তাদের মধ্যে যার কথা অধিক মন্দ, তাকে পরস্পর লা’নত দেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; এতে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে।

তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০২৪, এখানে রয়েছে: তাউস (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন: আমরা (ফারাইযে) যে অংশ নির্ধারণ করেছি, সে ব্যাপারে যারা আমার বিরোধীতা করে, আমার মনে চায় যে, আমরা একত্র হই, এরপর রুকনে (ইয়ামানী)'র উপর হাত রেখে অভিশাপ দিয়ে বলি, মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত।' এর সনদ সহীহ। এছাড়াও, সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৭, ৪৯, ৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬৪)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

২৯৬৪. তাউস (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে পিতার স্থলবর্তী করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৫৪, ১৯০৫৫, ১৯০৫৬; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৪৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا الْعَالِيَةِ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا فَقَالَ لِي هَلْ مِنْ أُخْتٍ قُلْتُ لَا قَالَ هَلْ مِنْ أُخْتٍ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ قَالَ فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَعَامِرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا قَالَ فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ وَكَانَ يُقَالُ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ

২৯৬৫. আবী ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমাদের এক সম্ভ্রান্ত মহিলার মীরাছ সম্পর্কে (জিজ্ঞাসা করার জন্য) শুরাইহ'র নিকট প্রবেশ করলাম, যে তার স্বামী, মা, এক বৈমাত্রেয় ভাই ও তার দাদা রেখে মৃত্যু বরণ করেছেন। তখন তার নিকট আমীর, ইবরাহীম ও আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ বসে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তার কোন বোন আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, স্বামী পাবে অর্ধেক এবং মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ।

তখন আমি বারবার চেষ্টা করলাম যাতে তিনি আমাকে (অন্য কোনো) জবাব দেন। কিন্তু তিনি এছাড়া অন্য কোনো জবাবই দিলেন না (বারবার একই জবাব দিলেন)।

আমীর, ইবরাহীম ও আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ বললেন: আপনি ফারাইয বিষয়ে যে মাস'আলাটি নিয়ে এসেছেন, এর চেয়ে কোনো কঠিন মাস'আলা আর কেউ কখনো নিয়ে আসেনি।

এরপর আমি উবাইদাহ আস সালমানী'র নিকট এলাম। আর তার সম্পর্কে বলা হতো যে, 'কুফায় উবাইদাহ ও হারিস আল আওয়ার এর চেয়ে ফারাইয বিষয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নাই।' আর উবাইদাহ তখন মসজিদে বসে ছিলেন। আর শুরাইহ'র নিকট ফারাইযের এমন কোনো মাস'আলা আসতো, যাতে দাদা' (অংশ) বিদ্যমান থাকতো, তিনি তা উবাইদাহ'র নিকট পাঠিয়ে দিতেন, আর তিনি অংশ ভাগ করে দিতেন। (রাবী বলেন), আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ফায়সালা জানিয়ে দিতে পারি (তা হলো): তিনি স্বামীর জন্য অর্ধাংশ তথা তিন ভাগ নির্ধারণ করতেন, বাকী সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দিতেন যা মুল সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ হতো; আর ভাইয়ের এক ভাগ এবং দাদার এক ভাগ।[1] আবূ ইসহাক বলেন, দাদা হলেন পিতার পিতা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৭১; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৫১ নং ১১১৩৭; বুখারী, কাবীর ২/১৯ তা'লীক হিসেবে; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩৯, ২৪০; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৩০ জাইয়্যেদ বা উত্তম সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ

২৯৬৬. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদাকে ভাইদের সাথে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (মীরাসে) শরীক করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৯৫ নং ১১২৭৪। এর পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসগুলি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬৭)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ثُمَّ لَا يُنْقِصُهُ

২৯৬৭. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ভাইদের সাথে দাদাকে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (মীরাসে) অংশ বন্টন করতেন এরপর তাকে আর কমাতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৬৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/, ২৯৭ নং ১১২৭৯, ১১/৩১৭ নং ১১৩০৯; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬৮)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ قَالَ عُمَرُ خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ

২৯৬৮. ইসমাঈল (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমির (রহঃ) বলেন, তোমরা দাদার ব্যাপারে লোকদের সম্মিলিত মতামতকে গ্রহণ করবে।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, এর অর্থ: যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মতামত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আমির শা'বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: মালিক, ফারাইয ২; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৪২; ইবনু আবী শাইবা ১১/ ২৯০ নং ১১২৫৭, ১১/৩১৯-৩২০ নং ১১৩১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৬৯)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ قَالَ جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ

২৯৬৯. কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, বোন, মা, স্বামী ও দাদা'র (অংশ মিশ্রিত হলে) সম্পর্কে যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি একে সাতাশ ভাগ করেন: যার মা পাবে সাত ভাগ, স্বামী নয় ভাগ, দাদা আট ভাগ এবং বোন পাবে চার ভাগ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ কাতাদাহ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৭৪; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩০১ নং ১১২৮৯ সহীহ সনদে, ১১২৮৭; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ فِي الْإِسْلَامِ سَهْمًا أَمُّ أَبٍ وَابْنُهَا حَيٌّ

২৯৭০. ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইসলামে সর্ব প্রথম যে মহিলাকে এক অংশ (মীরাছ) ভোগ করতে দেওয়া হয়েছে, তিনি হলেন দাদী। অথচ এ মহিলার পুত্রও তখন জীবিত ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আশ'আছ ইবনু সিওয়ার এর দুর্বলতার কারণে। আর ইবনু সীরীন ইবনু মাসউদের সাক্ষাত পাননি। আর এটি ইবনু মাসউদের উপর মাওকুফ (তার বক্তব্য) হিসেবে বর্ণিত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩১ নং ১১৩৪৮; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৯৯, ১০৯, ১১০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৬ (তিনি দাদাকে মীরাছে অংশ দিয়েছেন) সনদ সহীহ; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৭৯, ২৮১ (মারফু' হিসেবে) (সনদ যঈফ); তিরমিযী, ফারাইয ২২০৩ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭১)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً سُدُسًا

২৯৭১. তাউস (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদীকে (মীরাছে) এক ষষ্ঠাংশ ভোগ করতে দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছ ইবনু আবী সালীম এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু মাজাহ, ফারাইয ২৭২৫; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩২১ নং ১১৩২০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭২)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا

২৯৭২. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পিতার সাথে দাদীকেও (মীরাছে) অংশীদার করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইবনু জুরাইজ এটি ‘আন ‘আন’ শব্দে বর্ণনা করেছেন। (আর তিনি মুদাল্লিস রাবী) তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৯৪; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩১ নং ১১৩৪৭; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৯০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৬ (সহীহ সনদে)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭৩)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا قَالَ قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ مَنْ هُنَّهْ قَالَ جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ

২৯৭৩. মু’তামির হতে হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবরাহিম (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দাদী/নানীকে (মীরাছে) ভোগ করতে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কে কে? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার পিতার দিক থেকে দু’ দাদী এবং মাতার দিকে থেকে এক নানী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু’দ্বাল। (অগ্রহণযোগ্য) তাখরীজ: ইবনু আবী

শাইবা ১১/৩২২ নং ১১৩২৩; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩৬; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৭৯; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৭২; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৭৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭৪)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنِي الْحَسَنُ قَالَ تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ

২৯৭৪. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান (রহঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, দাদী তার সন্তানের জীবিত থাকা অবস্থাই (নাতীর সম্পদের) মীরাছ পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। এটি হাসান হতে মাওকুফ (তার বক্তব্য) হিসেবে বর্ণিত তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩২ নং ১১৩৫৩; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৯৬, ৯৭; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৬; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/ ২৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭৫)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ ابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لَا يَرِثُ فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ

২৯৭৫. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পিতার মা তথা পিতামহী (দাদী) (নাতীর সম্পদের) মীরাছ লাভ করবে না। তার গর্ভজাত পুত্রই মীরাছ পায় না, সেখানে সে কিভাবে মীরাছ পাবে?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আমির শা'বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩৬; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৮৯; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/ ২৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ

২৯৭৬. আবী দাহমাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দাদী তার ছেলের জীবিত থাকা অবস্থাই (নাতীর সম্পদের) মীরাছ পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর এটি ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মাওকুফ (তার বক্তব্য) হিসেবে বর্ণিত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩১ নং ১১৩৪৯; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৬; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১০২; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/ ২৮০ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ أَوْ أُمُّ أُمٍّ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوْ ابْنَ ابْنَتِي تُوُفِّيَ وَبَلَغَنِي أَنَّ لِي نَصِيبًا فَمَا لِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدَّةِ شَيْئًا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَا قَالَ مَاذَا قَالَ أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا قَالَ أَيَعْلَمُ ذَاكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ صَدَقَ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ فَجَاءَتْ إِلَى عُمَرَ مِثْلُهَا فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ فَحَدَّثُوهُ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ عُمَرُ أَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَلَهَا السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا

২৯৭৭. যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক পিতামহী (দাদী) বা মাতামহী (নানী) আবূ বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে বললঃ আমার পৌত্র বা দৌহিদ্র (মেয়ের ছেলে) মারা গেছে। আমি শুনেছি যে, আমার জন্য তাতে অংশ আছে। ফলে আমার জন্য কী পরিমাণ রয়েছে?
আবূ বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন ফায়সালা দিতে আমি শুনিনি। তবে আমি শীঘ্রই লোকদেরকে (সাহাবীগণকে) এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব।
যুহরের সালাত আদায় করে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাদী বা নানীর ব্যাপারে কোন ফায়সালা দিতে শুনেছে? তখন মুগীরা ইবন শু'বা

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি শুনেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী শুনেছো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক ষষ্ঠামাংশ দিয়েছেন।
তিনি (আবূ বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ তোমার সঙ্গে আর কে এ বিষয়টি শুনেছেন? মুহাম্মদ ইবন মাসলামা বললেনঃ তিনি সত্য বলেছেন। তখন আবূ বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এক ষষ্ঠমাংশ প্রদান করলেন।এরপর তার মত অন্য এক দাদী বা নানী উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এল। তিনি তাকে বললেনঃ আমি তো জানি না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন ফায়সালা দিতে আমি শুনিনি। তবে আমি শীঘ্রই লোকদেরকে (সাহাবীগণকে) এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। তখন তাকে মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ এবং মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র হাদীস শোনানো হলো। এরপর উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি তোমাদের দু'জনের একজন হও, তবে সে এক ষষ্ঠামাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের দুজন (একাধিক জন) এতে একত্রিত হও তবে তা তোমাদের উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১১৯, ১২০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৩১; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২২৩ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৮৩। ((আবূ দাউদ ২৮৯৪; তিরমিযী ২১০০, ২১০১; ইবনু মাজাহ ২৭২৪; হাকিম ৪/৩৩৮; হাকিম ও যাহাবী একে বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। -ফাতহুল মান্নান, হা/৩১১৯। -অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَا إِذَا كَانَتْ الْجَدَّاتُ سَوَاءً وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّةُ أُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى

২৯৭৮. শা'বী (রহঃ) আলী ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ে বলেন, যদি দাদী/নানীগণ সকলেই সমস্তরের হয়, তখন তিন দাদী/নানী কে (মীরাছে) অংশ প্রদান করা হবে: পিতার দিকের দুই দাদী, তথা মৃতের মায়ের মা (মাতামহী) ও পিতার মা (পিতামহী) এবং তার মায়ের এক দাদী। তবে যদি তাদের মধ্য থেকে কোন একজন অধিকতর নিকটবর্তী হয়, তবে এদের মধ্যকার যাবিল কুরবা' তথা নিকটাত্মীয়ের অংশও সে পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আশ'আছ ইবনু সিওয়ার এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৯০; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৭৫; ইবনু

আবী শাইবা ১১/৩২৯ নং ১১৩৪৩; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৮৪, ১০০, ১০১; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৫, ২৩৬-২৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৭৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ

২৯৭৯. শা’বী (রহঃ) আলী ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ে পিতার সাথে পিতামহী (দাদী) কে মীরাস দিতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আশ’আছ ইবনু সিওয়ার এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮০)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

২৯৮০. যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত, উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদীকে তার সন্তানের জীবিত থাকা অবস্থা (নাতীর সম্পদের) মীরাছ দিতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যুহুরী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৯০৯১; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৫, ২২৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩৪ নং ১১৩৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أُطْعِمْنَهَا وَالْجَدَّاتُ أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ

২৯৮১. ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দাদী-নানীগণ মীরাছ পাবে না, তবে তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল, তা তাদের পানাহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে তারা দুরবর্তী ও নিকটবর্তী উভয়েই সমান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান: ১. আশ'আছ ইবনু সিওয়ার এর দুর্বলতা ২. সনদে বিচ্ছিন্নতা। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৫, ২২৬। তবে অপর সনদে ইবনু আবী শাইবা ১১/৩২৬ নং ১১৩৩৭ এ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাদী-নানীগণকে মীরাছ দিতেন যদি তারা দশ জনও হতেন; আর তিনি বলতেন: আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে একভাগ দিয়েছিলেন, তা ছিল তাদের পানাহারের উদ্দেশ্যে। অপর একটি যঈফ সনদে আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯০৯১; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৭৭ শেষাংশ বর্ণনা করেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮২)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ

২৯৮২. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দাদী/নানী তার সন্তানের জীবিত থাকা অবস্থাই (নাতীর সম্পদের) মীরাছ পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বিচ্ছিন্নতার কারণে সনদ যঈফ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৯৮, ১০৯; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩১ নং ১১৩৪৮; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৬ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَأَلْقَى أَمَّ أَبِ الْأَبِ وَوَرَّثَ ثَلَاثًا جَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَجَدَّةَ أُمِّهِ

২৯৮৩. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, চার জন দাদী/নানী একত্রে মাসরুকের নিকট আসলো। তখন তিনি একজন পিতার পিতার মাতা (পিতার দাদী) কে বাদ দিলেন এবং বাকী তিন জন- তার মাতামহী (নানী), তার পিতামহী (দাদী) ও তার মায়ের মাতামহী (মাতার দাদী/নানী)-কে মীরাছে অংশীদার করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আশ'আছ ইবনু সিওয়ার এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩৬; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯০৮১; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৭৫; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩২৬ নং ১১৩৩৫; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ قَالَ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ

২৯৮৪. ইবরাহীম (রহঃ) এক কন্যা ও পুত্রের কন্যার (মীরাছ) সম্পর্কে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর পৌত্রীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ। অতঃপর যা বাকী থাকবে তা বোনের দিকে ফিরে আসবে (অর্থাৎ বোন পুনরায় পাবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর বিচ্ছিন্নতার কারণে সনদ যঈফ। (মারফু' হিসেবে সহীহ।–তাখরীজ দেখুন।–অনুবাদক) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৭৭ নং ১১২২৪ সনদ সহীহ; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯১২৮; বুখারী, ফারাইয ৬৭৪২ মারফু' হিসেবে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১০৮, ৫২৩৫, ৫২৯৫; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৩৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

২৯৮৫. আলকামাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এক ব্যক্তি বৈপিত্রেয় ভাইগণ ও মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এলো, তখন তিনি বৈপিত্রেয় ভাইগণকে দিলেন এক তৃতীয়াংশ এবং মাতাকে দিলেন অবশিষ্ট সমুদয় সম্পদ। আর বললেন, যার আসাবাহ নেই, মা-ই তার আসাবাহ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর

থেকে মাওকুফ (তার কথা) হিসেবে বর্ণিত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৭৪ নং ১১২১৩; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮৬)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ

২৯৮৬. হাসান তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে তার এক কন্যা রেখে যান, আর তার এ কন্যা ব্যতীত আর কোনো ওয়ারিস আছে বলে জানা যায়না। তখন তিনি বললেন, তার কন্যা-ই সমুদয় সম্পদ পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা'বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৭৬ নং ১১২১৮, ২১৯; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯১৩০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ

২৯৮৭. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মায়ের সঙ্গে বৈপিত্রেয় ভাইকে (অবশিষ্ট সম্পদ) 'রদ' তথা প্রত্যার্পণ করতেন না; আবার দাদীকেও না, যখন তার সাথে ফারাইযের অধিকারী (যার অংশ কুর'আন-হাদীসে নির্ধারিত আছে এমন) অন্য কোনো ব্যক্তি থাকতো; আবার আপন মেয়ের সাথে পৌত্রী (ছেলের মেয়ে) কেও পুন:বার দিতেন না। তবে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রী ও স্বামী ব্যতীত অন্য সকল নির্ধারিত অংশধারীদেরকে পুন:বার দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ বিন সালিমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১১২ (সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ), ১১৫, ১১৬; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৪; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯১২৮; ইবনু আবী শাইবা নং ১১২২০, ১১২২১, ১১২২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ

২৯৮৮. খারিজাহ বিনতে যাইদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট কন্যা অথবা বোন সম্পর্কে প্রশ্ন এলে তিনি তাকে (বোন বা কন্যাকে) অর্ধেক দিলেন এবং অবশিষ্ট সম্পদ বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এ জমা করলেন।[1] [অপর সুত্রে খারিজা হতে এটি বর্ণিত[2]]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ বিন সালিমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯১৩২; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১১৪; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪৪। অপর সহীহ সনদে সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১১৩; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯১৩১। [2] সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১১৪; আগের টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৮৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ

২৯৮৯. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, লি'আনকারীণী স্ত্রী'র পুত্রের মীরাছ সম্পর্কে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার মীরাছ পাবে তার মাতা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে এর সনদ বিচ্ছিন্ন (এ কারণে যঈফ)। তাখরীজ: হাকিম, ৪/৩৪১; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১২৪৭৯ মুনকাতি সনদে; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩৭ নং ১১৩৬৮; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯০)

أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ قَالَ لِأُمِّهِ وَأَهْلِهَا

২৯৯০. ইবরাহীম ইবনু তাহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি লি'আনকারীণী স্ত্রী'র পুত্রের মীরাছ সম্পর্কে এক ব্যক্তি কর্তৃক আতাকে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম যে, তার মীরাছ কে পাবে? তিনি বললেন, তার মাতা ও মাতার পরিবার।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১২৪৮৩ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَأُمَّهُ لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ

২৯৯১. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্রের মীরাছ যে বৈপিত্রেয় ভাই ও তার মাকে রেখে মৃত্যু বরণ করেছে, তার সম্পর্কে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার ভাই পাবে এক ষষ্ঠাংশ, মা পাবে এক তৃতীয়াংশ; অত:পর তাদের উভয়কে ('রদ' তথা) পুনরায় দেওয়া হবে। তখন তার ভাইয়ের অংশ হয়ে যাবে এক তৃতীয়াংশ, আর মাতার হয়ে যাবে দুই তৃতীয়াংশ। আর ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার ভাই পাবে এক ষষ্ঠাংশ, মা পাবে অবশিষ্ট সমুদয় সম্পদ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আবী সাহল মুহাম্মদ বিন সালিমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১১৯; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৮; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪১ নং ১১৩৮৩ অজ্ঞাত সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ

২৯৯২. আবী সাহল হতে বর্ণিত, লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্র যে ভ্রাতুষ্পুত্র ও দাদা রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, তা মীরাছ সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) বলেন, তার সমুদয় সম্পদ পাবে তার ভ্রাতুষ্পুত্র।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আবী সাহল মুহাম্মদ বিন সালিমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৪১ নং ১১৩৮২ অজ্ঞাত সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ

২৯৯৩. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহঃ) লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্রের মীরাছ সম্পর্কে যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং দু'ই তৃতীয়াংশ সম্পদ বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এ জমা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১২৪৮৫; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৮-২৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ

২৯৯৪. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার (লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্রের) মীরাছ তার মাতা পাবে, আর তার মায়ের আসাবা বঞ্চিত হবে।[1]

আর কাতাদা (রহঃ) হাসান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তার মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সমুদয় সম্পদ তার মায়ের আসাবা পাবে।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্ন। ইবরাহীম ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে কিছু শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩৬, ৩৩৭ নং ১১৩৬৫, ১১৩৬৯; হাকিম, ৪/৩৪১ (হাকিম বলেন: এর সকল রাবী বিশ্বস্ত, তবে এটি মুরসাল, এর শাহিদ রয়েছে। যাহাবী তার সাথে সহমত পোষণ করেছেন; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১১৯; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৮ যঈফ সনদে। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি সামনে ২৯৯৬ তে আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯৫)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ قَالَ لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ

২৯৯৫. কাতাদাহ বলেন, লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্র যে, যে দাদী ও তার বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মৃত্যু বরণ করেছে, তার সম্পর্কে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার দাদী পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং ভাইগণ পাবে দু'ই তৃতীয়াংশ সম্পদ। যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার দাদী পাবে এক ষষ্ঠাংশ এবং ভাইগণ পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং বাকী সম্পদ বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এ জমা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সকল রাবী বিশ্বস্ত, তবে এর সনদ বিচ্ছিন্ন। কাতাদাহ আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে কিছু শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১১৯; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৮-২৫৯ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯৬)

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ

২৯৯৬. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তার অর্থাৎ লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্রের মীরাছ তার মাতা পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: এটি সামনে ২৯৯৮ তে আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯৭)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنَّ النَّخَعِيَّ وَالشَّعْبِيَّ قَالَا تَرِثُهُ أُمُّهُ

২৯৯৭. হাজ্জাজ হতে বর্ণিত, নাখঈ ও শা'বী উভয়ে বলেন, তার মীরাছ তার মাতা পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, হাজ্জাজ বিন আরতাহ এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪৮ নং ১১৪০৫; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১২৪৮৬ বিচ্ছিন্ন সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ وَقَالَ سُفْيَانُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُمِّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

২৯৯৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদ ইবনু উমাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বনী যুরাইকের এক ভাইকে একথা জানতে চেয়ে লিখে পাঠালাম যে, লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্রের মীরাছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার জন্য নির্ধারণ করেছেন? তখন তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন যে, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাতাকে তার মাতা ও পিতা উভয়ের স্থলাভিষিক্ত করে তার মায়ের জন্য মীরাছ (এর পূর্ণ অংশ) নির্ধারণ করেছেন।সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, তার পূর্ণ সম্পদ তার মাতা পাবে। তার মাতাই তার মাতা ও পিতা উভয়ের স্থলাভিষিক্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল

মুসান্নাফ নং ১২৪৭৬ (সহীহ সনদে), ১২৪৭৭ ; ইবনু আবী শাইবা ১০/১৭০ নং ৯১৩২, ১১/৩৩৯ নং ১১৩৭৪; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৯; হাকিম, ৪/৩৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ২৯৯৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ قَالَ الثُّلُثُ لِأُمِّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ

২৯৯৯. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্র যে তার মাতা ও মাতার আসাবাহ রেখে মৃত্যু বরণ করেছে, তার মীরাছ সম্পর্কে তিনি বলেন, তার মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং তার মাতার আসাবাহ পাবে অবশিষ্ট সম্পদ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৮; ইবনু আবী শাইবা নং ১১৩৮৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

৩০০০. আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত, আলী ও আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উভয়ে লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্রের সম্পর্কে বলেন, তার মাতার আসাবাহ-ই হবে তার আসাবাহ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু আবী লাইলাহর 'স্মৃতিশক্তির অতি দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১২৪৮২; তাবারাণী, কাবীর ৯/৩৯০ নং ৯৬৬৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩৯ নং ১১৩৭৫; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১২০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৮ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০১)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْحَلَبِيُّ مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ قَالَ لَهُ السُّدُسُ

৩০০১. ইউনূস (রহঃ) হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলতেন, লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্রের মীরাছ তার মাতা পাবে। আমি বললাম, যদি তার বৈপিত্রেয় এক ভাই থাকে? তিনি বললেন: সে পাবে এক ষষ্ঠাংশ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত জাইয়্যেদ। তাখরীজ: এটি সংক্ষিপ্তাকারে গত হয়েছে ২৯৯৩ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০২)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

৩০০২. আওযাঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, সম্পর্কে যুহরী (রহঃ) বলেন, লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্র তার মায়ের কাছে থাকবে, এবং তার সম্পদ থেকে তার (মাতার) নির্ধারিত অংশ তার মাতা পাবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এ জমা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যুহরী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩৭ নং ১১৩৭০ সনদ সহীহ; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১২৪৮৪; কানযুল উম্মাহ ৪০৬০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০৩)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا تَلَاعَنَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ يُقَالُ ابْنُ فُلَانَةَ هِيَ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَمَنْ دَعَاهُ لِزِنْيَةٍ جُلِدَ

৩০০৩. নাফিঈ' (রহঃ) থেকে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে লি'আন (পরস্পরকে অভিশাপ দেবে) করবে, তখন তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে, আর

তারা একত্রিত হতে পারবে না। আর তাদের সন্তান তার মায়ের নামে ডাকা হবে, বলা হবে সে অমুক স্ত্রীলোকের পুত্র। আর তার মাতা তার আসাবাহ হবে, সে তার মাতার ওয়ারিস হবে এবং তার মাতা হবে তার ওয়ারিস। আর যে তাকে 'যিনাকারীনীর সন্তান' বলে আহ্বান করবে, তার জন্য রয়েছে বেত্রাঘাত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুসা ইবনু উবাইদাহ'র দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১২৪৭৮; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪০ নং ১১৩৭৬ সনদ সহীহ; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১২৪৮৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০৪)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ

৩০০৪. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী'র পুত্রের সম্পর্কে তিনি বলেন, তার মাতার আসাবাহ-ই তার ওয়ারিস হবে, আবার তারাই তার পক্ষ হতে (দিয়াত ও অন্যান্য) ক্ষতিপুরণ প্রদান করবে।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শাবী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩৬ নং ১১৩৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০৫)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ وَعَصَبَةُ أُمِّهِ فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ جُلِدَ قَاذِفُهُ

৩০০৫. সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত, লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের পুত্র-যার পিতা নাই, তার সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে তার মাতা, মাতার সূত্রে ভাইগণ ও তার মাতার আসাবাহ' তার মীরাছ পাবে। আর তাকে ('যিনাকারীনীর সন্তান' বলে) অপবাদ দানকারীর জন্য রয়েছে বেত্রাঘাত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৫৬১ নং ৮৫২২; মারফু' হিসেবে তালীক সূত্রে বাইহাকী, লি'আন ৭/৪০২ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০৬)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ قَالَ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَقَالَ مَكْحُولٌ فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنِ ابْنِ ابْنَتِهِ وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ وَهُوَ يُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ

৩০০৬. মাকহূল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের সন্তানের উত্তরাধিকারী কে? তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাতাকে নির্ধারণ করেছেন, কেননা, তার মাতা তার জন্য কষ্ট করেছে; আর তার বৈপিত্রেয় ভাইদেরকেও। মাকহুল আরো বলেন, আর যদি মাতা তার ছেলেকে রেখে মৃত্যুবরণ করে এবং তারপর তার ছেলেও মৃত্যুবরণ করে যার জন্য তাকে (মাতাকে) ওয়ারিস নির্ধারণ করা হয়েছিল, তবে তার বৈপিত্রেয় ভাইগণ সকল সম্পদের মালিক হবে। কারণ, সে ছিল তাদের (বৈপিত্রেয় ভাইদের) এবং নানার (নিকটতর)। আর তার মায়ের পিতা তথা নানা তার মেয়ের ছেলের সম্পদে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। নানার জন্য এ স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও ওয়ারিছ হয় না। কেননা, তিনি তো মাতার পিতা (নানা)। আর বৈপিত্রেয় ভাইগণ তো কেবল তাদের মাতার ওয়ারিস হয়। এবং নানা তার মেয়ের ওয়ারিস হয়, কেননা, তাকে (নানাকেও) নির্ধারিত অংশ দেওয়া হয় তার মেয়ের জন্য। ফলে ছেলের সম্পদ যা মায়ের উত্তরাধিকার, নানা ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকার না থাকলে তা কেবল নানার অধিকারে থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মাকহুল পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: অতি সংক্ষিপ্ত আকারে ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩৫ নং ১১৩৬৪; আবূ দাউদ ২৯০৭; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৯ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ فَقَالَ إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِأُمِّهِ وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ

৩০০৭. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, কিছু লোক লি'আনকারীণী স্ত্রীলোকের সন্তানের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ করে ফায়সালার জন্য আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট এলো। এমতাবস্থায় তার পিতার আসাবাহ' (নিকট আত্মীয়গণ) ও এসে তার মীরাছ দাবী করলো। তখন তিনি বললেন: তার পিতা তো তার থেকে দায়মুক্ত। ফলে তার সম্পদে তোমাদের কোনই অংশ নেই। ফলে তিনি ফায়সালা করলেন যে, তার মা-ই তার মীরাছ পাবে, তিনি তার মাকে তার আসাবাহ নির্ধারণ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইকরিমাহ হতে সিমাক এর বর্ণনায় 'ইযতিরাব' (বিক্ষিপ্ততা) রয়েছে। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০৮)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ فَقَالَ مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ

৩০০৮. মুহাম্মদ ইবনু আলী হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে প্রশ্ন এলো যার, পুরুষাঙ্গও আছে আবার স্ত্রী অঙ্গও আছে (উভয়লিঙ্গ); সে দু'টি অঙ্গের কোনটি (পুরুষ নাকি মহিলা) হিসেবে মীরাছ পাবে? তিনি বললেন, সে এতদুভয়ের মধ্যে যে অঙ্গটি দিয়ে পেশাব করে, (সে অনুযায়ী সে মীরাছ পাবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন, কেননা, মুহাম্মদ ইবনুল আলী ইবনুল হুসাইনের বর্ণনা তার দাদা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মুরসাল। তাখরীজ: এর তাখরীজের জন্য পরের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০০৯)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْخُنْثَى قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ

৩০০৯. শা'বী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উভয় লিঙ্গ (হিজড়া) ব্যক্তির মীরাছ সম্পর্কে বলেন, সে যে অঙ্গটি দিয়ে পেশাব করে, সে অনুযায়ী সে মীরাছ পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. বিচ্ছিন্নতা, শা'বী আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দেখেছেন কিন্তু তার থেকে কিছু শুনেননি। ২. আর হুশাইম এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন আর তিনি মুদাল্লিস। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯২০৪; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১২৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪৯ নং ১১৪১০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ قَالَ سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى يُخْرِجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى

৩০১০. আবূ হানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সন্তান পুরুষও নয়, নারীও নয়, তার পুরুষাঙ্গও নেই, আবার স্ত্রী অঙ্গও নেই-যার মধ্যস্থল (নাভীর স্থান) হতে পেশাব ও পায়খানা বের হয়- এমন একটি শিশু সন্তানের মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমির (রহঃ) বলেন, পুরুষাঙ্গের অংশের জন্য অর্ধাংশ এবং স্ত্রী অঙ্গের অংশের জন্য অর্ধেক পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫০ নং ১১৪১৩; দারুকুতনী ৪/৮১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ

৩০১১. শা'বী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে 'কালালাহ' (পিতৃহীন নি:সন্তান ব্যক্তি)- এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি তো আমার নিজের মতামত দিয়ে কথা বলব, যদি তা সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে, আর যদি তা ভুল হয়, তবে তা আমার নিজের ও শয়তানের পক্ষ থেকে। সে হলো যার পিতাও নেই, সন্তানও নেই। এরপর যখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হলেন, তখন বললেন, আবূ বাকর যা বলেছেন তা প্রত্যাখ্যান করতে আল্লাহর নিকট লজ্জা বোধ করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯১৯১; তাবারী ৪/২৮০, ২৮৩, ২৮৪; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৫৯১; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪১৫ নং ১১৬৪৬। বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১২)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ

৩০১২. উকবাহ ইবনু আমির জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ অন্য কোনো বিষয়ে এত কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হননি, যত কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন কালালাহ'র বিষয়ে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৪১৬ নং ১১৬৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ

৩০১৩. হাসান ইবনু মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কালালাহ হলো যার পিতাও নেই, সন্তানও নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯১৮৯; তাবারী ৪/ ২৮৪, ২৮৬; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৫৮৮; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪১৬ নং ১১৬৪৭; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ

৩০১৪. কাসিম ইবনু আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পাঠ করেন: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) অর্থ: "যদি কোনো পিতৃহীন নি:সন্তান পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক মারা যায় এবং তার এক ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে।" (সূরা নিসাঃ ১২)
এ আয়াত পাঠ করে তিনি বলেন, সে ভাই অথবা বোন হবে বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ৪/ ২৮৭; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৫৯২; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪১৬-৪১৭ নং ১১৬৫০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১৫)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا فَدَفَعَ مَالَ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ إِلَى أَخْوَالِ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ

৩০১৫. আসিম ইবনু উমার ইবনু কাতাদাহ আল আনসারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনু দাহদাহা'র ওয়ারিসগণকে খুঁজেছিলেন। কিন্তু কোনো (নির্ধারিত) ওয়ারিস না পেয়ে ইবনু দাহদাহা'র মামাদের নিকট তার সম্পদ হস্তান্তর করে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। তাখরীজ: এ শব্দে এটি আর কোথাও বর্ণিত হয়নি। পরবর্তী ৩০৯৫ নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১৬)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

৩০১৬. তাউস (রহঃ) হতে বর্ণিত, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যার কোনো অভিভাবক নেই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই তার অভিভাবক; আর যার ওয়ারিস নেই, মামা-ই তার ওয়ারিস।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে ইবনু জুরাইজ এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন আর তিনি মুদাল্লিস। তবে আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ এ এটি 'হাদ্দাসানা' শব্দে বর্ণনা করেছেন। ফলে আমর ইবনু মুসলিমের কারণে এটি হাসান স্তরে উন্নীত হয়। তাখরীজ: তিরমিযী, ফারাইয ২১০৫; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯১২৪; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৭১; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২১৫। ইমাম তিরমিযী, বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। কেউ কেউ এটি 'মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তারা সেখানে 'আয়িশা হতে' কথাটি উল্লেখ করেননি। এটি নিয়ে সাহাবীগণের মাঝে ইখতিলাফ (ভিন্নমত) মত; তাদের কেউ কেউ মামা, খালা, ফুফূ কে মীরাছ দিয়েছেন, যাবিল আরহামের মীরাছের ব্যাপারে এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন অধিকাংশ আহলে ইলমগণ। তবে যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাউকে মীরাছ দেননি, বরং তার মীরাছ বায়তুল মালে জমা করেছেন।" বাইহাকী বলেন, "আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর বক্তব্য হিসেবে এটি সংরক্ষিত, মাওকুফ হিসেবে... আর এটি আবূ আসিম তার থেকে কোনো কোনো বর্ণনায় মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এরপর এতে সন্দেহ করেন, ফলে এটি মারফু' হিসেবে মাহফুজ (সংরক্ষিত) নয়, আর আল্লাহই ভাল জানেন।" এর শাহিদ হাদীস রয়েছে মিকদাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ হিব্বান নং ৬০৩৫, ৬০৩৬; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২২৫, ১২২৬। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে মিকদাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ হিব্বান নং ৬০৩৭; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২২৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ زِيَادٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ وَخَالَةٍ فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ

৩০১৭. যিয়াদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এক লোক (মৃতের) মাতার চাচা খালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এলো, তখন তিনি মাতার চাচাকে দিলেন দুই তৃতীয়াংশ এবং খালাকে দিলেন এক তৃতীয়াংশ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬০ নং ১১১৬১; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৫৪; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৪/৩৯৯; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২১৬-২১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১৮)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ

৩০১৮. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার ইবনু খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (মৃতের) মাতার খালাকে দিলেন এক তৃতীয়াংশ এবং ফুফুকে দিলেন দুই তৃতীয়াংশ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯১১৩; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৫৪; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬০, ২৬১ নং ১১১৬২, ১১১৬৮; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২১৭ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০১৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ أُتِيَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فِي خَالَةٍ وَعَمَّةٍ فَقَامَ شَيْخٌ فَقَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ قَالَ فَهَمَّ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ زَيْدٌ عَنْ هَذَا

৩০১৯. কাইস ইবনু হাবতারী আন নাহশালী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট খালা ও ফুফুর মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এলেন। তখন এক বয়স্ক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খালাকে দিয়েছেন এক তৃতীয়াংশ এবং ফুফুকে দিয়েছেন দুই তৃতীয়াংশ। তিনি বলেন, তিনি ভাবলেন, তিনি এটি লিখে রাখবেন। এরপর তিনি বললেন, যাইদ কোথায়, এটি (লিখে দিক)?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ অত্যন্ত যঈফ। গালিব ইবনু আব্বাদের জীবনী আমি পাইনি। এছাড়া বৃদ্ধ লোকটি অজ্ঞাত পরিচয় (মাজহুল)। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯১১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ وَكُلُّ رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ

৩০২০. মাসরুক (রহঃ) হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত এবং ফুফু পিতার স্থলাভিষিক্ত আর ভাইয়ের মেয়ে (ভাতিজি) ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত। এবং যখন মীরাছের নির্ধারিত অংশের অধিকারী নিকটতম কোনো আত্মীয় পাওয়া না যায়, তখন (যিল আরহাম) রক্ত সম্পর্কিয় নিকটাত্মীয় তার সেই নিকটাত্মীয়ের স্থলাভিষিক্ত, যার মাধ্যমে সে সম্পর্কযুক্ত হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু সালিমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৮১১৫; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৫৫; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২১৭; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬১ নং ১১১৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ بِأَبٍ فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ

৩০২১. দাহহাক ইবনু কায়িস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, উমার আমাউসের মহামারী (প্লেগ) রোগে মৃতব্যক্তির সম্পর্কে ফায়সালা করেছিলেন যে, তারা পিতাকুলের দিক থেকে সম পর্যায়ের হলে মাতৃকুলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আর যখন তারা পিতার দিক থেকে একে অপরের চেয়ে অধিক নিকটতম ছিল, তখন তারাই সম্পদের অধিক হকদার হয়েছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩৯; আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৯০৩৯, ১৯১৩৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২২)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ أُصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَبَلَغَ مِيرَاثُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا

৩০২২. আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ইবনুল হাদী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামামা'র যুদ্ধের দিন আবী হুযাইফা' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দাস সালিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিহত হন। তার মীরাছ দুইশত দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা তার মায়ের জন্য সংরক্ষণ করো, যাতে সে এর শেষ পর্যন্তও (তথা পুরোটা) সে পেতে পারে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ নং ১৬২৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২৩)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ

৩০২৩. আলী ইবনে আবূ তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "একই মায়ের সন্তানরা পরস্পরের ওয়ারিস হবে, বৈমাত্রেয় ভাইগণ নয়। মানুষ তার সহোদর ভাই-বোনের ওয়ারিস হবে, বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের নয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩০০, ৩৬১, ৬২৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৫। এছাড়াও, ইবনু মাজাহ, ফারাইয নং ২৭৩৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২৪)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ أَيَرِثُهُ قَالَ لَا

৩০২৪. নু'মান ইবনু সালিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বললাম, কোনো লোক তার মেয়ের ছেলেকে রেখে মৃত্যুবরণ করলো, আপনি কি মনে করেন যে, সে তার ওয়ারিস হবে? তিনি বললেন, না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সহীহ। আর এটি তার থেকে মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৮৬ নং ১১২৪৫;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২৫)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

৩০২৫. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যার আসাবাহ নেই, মা-ই তার আসাবাহ বলে গণ্য এবং যার আসাবাহ নেই, বোন তার আসাবাহ হিসেবে গণ্য।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। ইবরাহীম আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২৬)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

৩০২৬. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের মীরাস পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বাকী থাকবে, তা (মৃতের) নিকটতম পুরুষের জন্য।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফারাইয, ৬৭৩২; মুসলিম, ফারাইয ১৬১৫; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০২৮, ৬০২৯, ৬০৩০ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا

৩০২৭. মুহাম্মদ ইবনু আশ’আস (রহঃ) হতে বর্ণিত, তার এক ফুফু ইয়ামানে ইয়াহুদী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। এরপর এ ঘটনা উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন: তার ধর্মের অনুসারী তার সবচেয়ে নিকটবর্তী আত্মীয় তার মীরাছ পাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: মালিক, ফারাইয ১২; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২১৮; আব্দুর রাযযাক ৯৮৫৯, ১৯৩০৭; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৭২ নং ১১৪৯০। এটি সামনেও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ مَاتَتْ عَمَّةُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَهْلُ دِينِهَا يَرِثُونَهَا

৩০২৮. ইবনু শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশ'আস ইবনু কাইসের এক ফূফু ইয়াহুদী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। এরপর এ ঘটনা উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন: তার ধর্মের অনুসারীরাই তার মীরাছ পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২১৯; আব্দুর রাযযাক ৯৮৬০; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৭০ নং ১১৪৮৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০২৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

৩০২৯. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার ইবনু খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা মুশরিকদের মীরাছ পাই না, তারাও আমাদের মীরাছ পাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। ইবরাহীম উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ৯৮৫৬, ১৯২৯৪; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ

৩০৩০. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সকলেই বলেছেন: "দুই ভিন্ন দীনের অনুসারীগণ কখনো একে অপরের ওয়ারিস হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ঈসা ইবনু আবী ঈসা মাতরুকুল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত)। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ৯৮৭১ মারফু' হিসেবে ভিন্ন শব্দে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩১)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

৩০৩১. আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "দুই ভিন্ন দীনের অনুসারীগণ একে অপরের ওয়ারিস হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। আমির শা'বী উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ৯৮৬৪ যঈফ সনদে। তবে এর শাহিদ রয়েছে উসামাহ ইবনু যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী, ফরাইয ৬৭৬৪; মুসলিম, ফারাইয ১৬১৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৭৫৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৩৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৫১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَّا أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ

৩০৩২. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমরা আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) দেরকে ওয়ারিস বানাই না, আবার তারাও আমাদেরকে ওয়ারিস বানায় না; তবে কোনো লোকের দাস বা দাসী মারা গেলে (সে তার ওয়ারিস হবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মাওকুফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭২৪৫ তে। সংযোজনী: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৭৩ নং ১১৪৯৫ মারফু' হিসেবে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَّا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ

৩০৩৩. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমরা আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) দেরকে ওয়ারিস বানাই না, আবার তারাও আমাদেরকে ওয়ারিস বানায় না; তবে কোনো লোকের দাস বা দাসী মারা গেলে (সে তার ওয়ারিস হবে)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭২৪৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩৪)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةُ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنْ الْكَافِرِ وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنْ الْمُسْلِمِ قَالَ قَالَ مَسْرُوقٌ وَمَا حَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ لَا

৩০৩৪. মাসরুক (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু’আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমকে কাফিরের ওয়ারিস বানাতেন, তবে কোনো কাফিরকে মুসলিমের ওয়ারিস বানাতেন না। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, মাসরুক (রহঃ) বলেন, এর চেয়ে ইসলামের মধ্যে আর কোনো নতুন ফায়সালা বা রায় আমার নিকট এত প্রিয় নেই।[1]
আবূ মুহাম্মদ (দারিমী) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার মতও কি তাই? তিনি বলেন, না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে মু’আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মাসরুকের বর্ণনা আমরা জানতে পারিনি। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৭৪ নং ১১৪৯৭; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৪৫, ১৪৭ (অপর সহীহ সনদে)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩৫)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ أَنَّ الْمُعْزِلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَرَكِبَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عَمَّتَهُ إِلَى عُمَرَ فِي مِيرَاثِهَا فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ

৩০৩৫. আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত, মু’যিলাহ বিনতুল হারিস ইয়ামানে ইয়াহুদী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। তিনি আশ’আস ইবনু কাইসের ফুফু ছিল। ফলে তিনি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট

গিয়ে তার মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: এতে তোমার জন্য কোনো অংশ নেই। তার ধর্মের অনুসারী তার সবচেয়ে নিকটবর্তী আত্মীয় তার মীরাছ পাবে। দুই ভিন্ন দীনের অনুসারীগণ একে অপরের ওয়ারিস হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৪৪। পূর্ণ তাখরীজের জন্য পূর্ববর্তী ৩০২৫ নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ

৩০৩৬. আনাস ইবনু সিরীন (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: দুই ভিন্ন দীনের অনুসারীগণ একে অপরের ওয়ারিস হবে না এবং যে ওয়ারিস হয় না, সে অন্যকে (মীরাস থেকে) বঞ্চিত করতে পারে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। আনাস ইবনু সীরীন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৩৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩৭)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

৩০৩৭. উসামাহ ইবনু যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো কাফিরকে কোনো মুসলিম ওয়ারিস বানায় না, আবার কোনো মুসলিমকেও কোনো কাফির ওয়ারিস বানায় না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফরাইয ৬৭৬৪;

মুসলিম, ফারাইয ১৬১৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৪৭৫৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৩৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৫৫১। এটি সামনে ৩০৩৬ ও ৩০৩৭ নং এও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩৮)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتْ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئًا

৩০৩৮. আবী মা'শার হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তখন এর হকদারকে তার হকসমূহ প্রদান করা ওয়াজিব হয়। তবে সেই ব্যক্তিকে কিছুই দেওয়া হবে না যে মীরাছ বন্টনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করবে, অথবা যে দাসকে মুক্তি দান করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। জা'ফর ইবনু আওনকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি যারা সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ'র স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার পূর্বে তার থেকে শ্রবণ করেছেন। তবে এর মুতাবি'আত রয়েছে আলী ইবনু মাসহার হতে, আর তিনি সাঈদ হতে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার পূর্বে তার থেকে শ্রবণ করেছেন। ফলে এর সনদটিকে ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ তে রূপান্তরিত করে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৪২৪ নং ১১৬৭৫ সহীহ সনদে; আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ৯৮৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৩৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

৩০৩৯. (অপর সনদে) উসামাহ ইবনু যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো কাফিরকে কোনো মুসলিম ওয়ারিস বানায় না, আবার কোনো মুসলিমকেও কোনো কাফির ওয়ারিস বানায় না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। এটি গত হয়েছে ৩০৩৪ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪০)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

৩০৪০. (অপর সনদে) উসামাহ ইবনু যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো কাফিরকে কোনো মুসলিম ওয়ারিস বানায় না, আবার কোনো মুসলিমকেও কোনো কাফির ওয়ারিস বানায় না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। আরও দেখুন, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/৩০৪ ও শাওকানী, নাইলুল আওতার ৬/১৯২-১৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪১)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

৩০৪১. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ কোন মুকাতিব (চুক্তিকৃত) দাসের চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধে কোনো কিছু বাকী থাকে, এমতাবস্থায় সে দাস মীরাছের কোনোকিছুই পাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: এটি আমি এখানে ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪২)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمْ النِّصْفَ وَمِنْ بَعْضِهِمْ الثُّلُثَ وَمِنْ بَعْضٍ الرُّبُعَ قَالَ لَا يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا

৩০৪২. আব্দুল মালিক হতে বর্ণিত, কোনো লোকের কিছু পুত্র ছিল, যাদের কেউ (তার এক দাসকে) মুক্ত করেছিল অর্ধাংশ, কেউ এক তৃতীয়াংশ এবং কেউ এক চতুর্থাংশ। আতা রাহি তার সম্পর্কে বলেন, যতক্ষণ না তারা (তাকে পুরোপুরি) মুক্ত করছে ততক্ষণ তাদেরকে (এর) ওয়ারিস বানানো হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি আতা পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৬/১৩৯ নং ৬১৪; আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ১৫৭২২; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৩/১১১; বাইহাকী, ফারাইয ১০/৩৪২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪৩)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ

৩০৪৩. হাম্মাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, কোনো লোক তার অসুস্থতার সময় তার একটি ছেলেকে ক্রয় করলো, এ লোক সম্পর্কে ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, যদি (এ ক্রয় মুল্য) এক তৃতীয়াংশ থেকে অধিক হয়, তবে সে তার ওয়ারিস হবে, আর যদি তা তার উপর কষ্টকর হয়, তবে সে ওয়ারিস হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৭৭ নং ১১৮৭২; আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ১৬৪৮৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪৪)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ

৩০৪৪. হাসান তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, শা'বী (রহঃ) বলেন, মুকাতাবের (চুক্তিবদ্ধ দাসের) অংশ হলো একজন সাধারণ দাসের অনুরুপ, যতক্ষণ তাকে মুক্ত করা না হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: এর শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু আবী শাইবা ৬/১৪৮ নং ৬১১, ৯/৫১৭ নং ৮২৩৯; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৩/১১১ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ... এর সনদ সহীহ; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنْ الْمُعْتِقِ

৩০৪৫. যুহুরী (রহঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুক্ত দাস হলো দীনী ভাই ও একটি নিয়ামাত। আর তার মীরাসের সর্বাধিক হকদার হলো যে মুক্তিদানের দিক থেকে তার অধিক নিকটবর্তী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৭২; বাইহাকী, মুকাতিব ১০/৩০৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ قَالَا الْمَالُ لِلِابْنِ

৩০৪৬. হাসান হতে[1] এবং মুহাম্মদ ইবনু সালিম হতে বর্ণিত, কোনো লোক একটি দাস মুক্ত করলো এবং এ লোকটি ও দাসটি উভয়ে মৃত্যুবরণ করলো, আর দাসের মুক্তিদানকারী লোকটি তার পিতা ও এক পূত্র রেখে গেলো। এ ব্যক্তি সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) বলেন: এ (উভয়ের) মালের পুরোটাই তার পূত্র পাবে।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৬২; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৪ নং ১১৫৬৮। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি যঈফ মুহাম্মদ ইবনু সালিমের দুর্বলতার কারনে। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৬৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৪ নং ১১৫৬৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ فَقَالَ الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ

৩০৪৭. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহঃ) হতে বর্ণিত, যে লোক তার পিতা ও তার পৌত্র (পুত্রের পুত্র) রেখে মৃত্যুবরণ করল, তার সম্পর্কে যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘ওয়ালা’ (মালিকানা) লাভ করবে তার পৌত্র।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৩ নং ১১৫৬৬ (এতে রয়েছে: পুরো সম্পদ তার পুত্র পাবে।); আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ১৬২৯৮ (এখানে রয়েছে: ‘ওয়ালা (মালিকানা) পুত্র লাভ করবে।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَخُوهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ قَالَ عَلَيْكَ

৩০৪৮. যাইদ ইবনু আবী মারইয়াম (রহঃ) হতে বর্ণিত, এক মহিলা তার একটি দাস মুক্ত করল। এরপর সে তার এক পুত্র ও এক ভাই রেখে সে (মহিলা) মৃত্যু বরণ করলো। এরপর তার মুক্ত দাসটিও মৃত্যু বরণ করলো। তখন মহিলাটির পুত্র ও ভাই দুজনেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তার মীরাছের ব্যাপারে আসলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তার মীরাছ তার ছেলে পাবে।” তখন মহিলাটির ভাই বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যদি কোনো অপরাধ (দেনা) করে যেতো তবে তার দায়িত্ব কার উপর অর্পিত হতো? তখন তিনি বললেন: “তোমার উপর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি হাসান। তাখরীজ: আমি এটি এ শব্দে আর কোথাও পাইনি কেবল ‘ইরওয়াউল গালীল’ ১৬৯৭ নং ব্যতীত। দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯০-২৯১ ও আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ ৯/৩৫। ((এর বর্ণনাকারী খুসাইফ দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে সনটি দুর্বল। এটি বর্ণনা করেছেন বাইহাকী, কুবরা ১০/৩০৩।– ফাতহুল মান্নান হা/৩২১৮।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৪৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى فَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ فَقَالَ لِأَبِيهِ كَذَا وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِهِ

৩০৪৯. মুগীরাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক লোক সম্পর্কে ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলাম, যে তার একটি দাস মুক্ত করল। এরপর তার পিতা ও এক পুত্র রেখে সে দাসমুক্তকারী লোকটি মৃত্যু বরণ করলো এবং তার মুক্ত দাসটিও মৃত্যু বরণ করলো। তখন তিনি বললেন: ‘তার পিতা পাবে এই পরিমাণ এবং বাকী সম্পদ তার পুত্র পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি আতা পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৬১; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৩ নং ১১৫৬৭; আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ১৬২৫৭, ১৬২৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَقُولَانِ هُوَ لِلِابْنِ

৩০৫০. শু’বাহ বলেন আমি হাকাম ও হাম্মাদ উভয়কে বলতে শুনেছি, তারা বলতেন: এ (মীরাছ) ছেলে পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি যঈফ হুশাইম এটি আন আন’ শব্দে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৪, ৩৯৫ নং ১১৫৭০, ১১৫৭৪; আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ১৬২৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى رَجُلًا يُبَاعُ فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ هُوَ أَخُوكَ

وَمَوْلَاكَ قَالَ مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ فَقَالَ إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ قَالَ مَا تَرَى فِي مَالِهِ قَالَ إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ

৩০৫১. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকী' কবরস্থানের দিকে গেলেন, সেখানে একটি লোক বিক্রি হতে দেখলেন। তখন তিনি তার নিকট এসে তার ব্যাপারে (বিক্রেতার সাথে) দর কষাকষি করলেন এবং না কিনে ফিরে গেলেন। তখন এক লোক বিষয়টি দেখে লোকটিকে ক্রয় করে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন। অত:পর তাকে নিয়ে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, আমি লোকটিকে ক্রয় করে নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছি। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন, "সে তোমারই ভাই এবং তোমার মুক্ত দাস (মাওলা)।" লোকটি বললেন, তার সঙ্গ গ্রহণের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তখন তিনি বললেন, "সে যদি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে তার জন্য তা কল্যাণকর, আর তোমার জন্য ক্ষতিকর। আর যদি সে তোমার (উপকার) অস্বীকার করে, তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর, আর তার জন্য ক্ষতিকর।" লোকটি বললেন, তবে তার সম্পদ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, "যদি সে মৃত্যুবরণ করে, আর তার কোনো আসাবাহ (নিকটাত্মীয়) না থাকে, তবে তুমি হবে তার ওয়ারিছ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি যঈফ আশআস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারনে। আর এটি মুরসাল। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪০; আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ১৬২১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاتِهِ بِنْتِ حَمْزَةَ نِصْفَيْنِ

৩০৫২. আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কন্যা তার একটি দাসকে মুক্ত করেন। এরপর মুক্তদাসটি একটি কন্যা সন্তান ও তার মুক্তিদাত্রী হামযার কন্যাকে রেখে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পদ তার সেই কন্যা ও মুক্তিদাত্রী হামযার কন্যার মধ্যে অর্ধেক-অর্ধেক করে বণ্টন করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি যঈফ আশআস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারনে। আর এটি মুরসাল। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ১৬২১০; তাবারাণী, কাবীর ২৪/৩৫৫,

৩৫৭ নং ৮৮০,৮৮৫,৮৮৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬৭ নং ১১১৮২, ১১১৮৪; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৭৩, ১৭৪; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪১ সনদ সহীহ। এছাড়া, ইবনু মাজাহ ২৭৩৪; হাকিম ৪/৬৬; সহীহ সনদে।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ شَمُوسَ الْكِنْدِيَّةِ قَالَتْ قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا غَيْرِي وَمَوْلَاهُ فَأَعْطَانِي النِّصْفَ وَأَعْطَى مَوْلَاهُ النِّصْفَ

৩০৫৩. শুমুস আল কিনদীয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা মারা গেলেন, আমি এবং তার এক মুক্ত গোলাম ব্যতীত আর কোনো ওয়ারিস ছিল না। এ বিষয়ে আমি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ফায়সালা চাইলে তিনি আমাকে অর্ধেক সম্পদ দিলেন এবং তার মুক্ত গোলামকে অর্ধেক দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি শুমুস পর্যন্ত সহীহ। আর শুমূসের জীবনী আমি কোথাও পাইনি। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬৮ নং ১১১৮৬; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৬৭। পুর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْكَنُودِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْمَوْلَى النِّصْفَ قَالَ الْحَكَمُ فَمَنْزِلِي هَذَا نَصِيبُ الْمَوْلَى الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ مَوْلَاهُ

৩০৫৪. আবী কুনূদ হতে বর্ণিত, (মৃত ব্যক্তির) এক কন্যা এবং তার এক মুক্ত গোলাম কে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট নিয়ে আসা হলো। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কন্যাকে অর্ধেক সম্পদ দিলেন এবং তার মুক্ত গোলামকে অর্ধেক দিলেন।হাকাম বলেন, তবে (এটা) ঐ অবস্থায় যে, গোলামের অংশ যা তার মালিকের পক্ষ হতে ওয়ারিস হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি যঈফ মুহাম্মদ ইবনু আবী লাইলার দুর্বলতার কারনে। তিনি স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে অতি দুর্বল। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬৮ নং ১১১৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫৫)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُدْلِجٍ أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ

৩০৫৫. হাকাম হতে বর্ণিত, আব্দুর রহমান ইবনু মুদলিজ তার এক কন্যা ও এক মুক্ত দাস রেখে মৃত্যু বরণ করেন। তখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার কন্যাকে অর্ধেক সম্পদ দেন এবং তার মুক্ত গোলামকে অর্ধেক দেন।[1

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি যঈফ আশআস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারনে। আর এটি মুরসাল। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ৪/৪০২; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪১; (অপর একটি সহীহ সনদে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, সেখানে ইবনু মুদলিজের কথা উল্লেখ নেই)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫৬)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الشَّمُّوسِ أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ وَلِمَوَالِيهِ النِّصْفَ

৩০৫৬. শুমুস হতে বর্ণিত, তার পিতা মারা গেলে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে অর্ধেক সম্পদ দিলেন এবং তার মুক্ত গোলামকে অর্ধেক দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** শুমুস অজ্ঞাত পরিচয় নারী। অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬৮ নং ১১১৮৭; পুর্ণ তাখরীজের জন্য পূর্ববর্তী ৩০৫০ নং হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ جَهْمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ قَالَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الْأُخْرَى

৩০৫৭. জাহম ইবনু দীনার হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) কে এমন দু'বোন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যাদের একজন তাদের পিতাকে (দাস অবস্থায় পেয়ে) ক্রয় করে মুক্ত করে দিলো। এরপর সে লোকটি মৃত্যুবরণ করলো। তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুসারে তাদের উভয়ের নির্ধারিত অংশ হলো দুই তৃতীয়াংশ। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ পাবে তাকে দাসত্ব হতে মুক্তিদানকারী মেয়েটি, অপর মেয়েটি পাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি যঈফ আশআস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারনে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯০ নং ১১১৮২, ১১১৮৪। আর আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ১৬২১৫ এ যুহুরী হতে সহীহ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ১৬২৭০ নং টিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَهِيَ مَعَهُنَّ

৩০৫৮. আশআস ইবনু সিওয়ার হতে বর্ণিত, শা'বী (রহঃ) কে এমন এক মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে তার পিতাকে (দাস অবস্থায় পেয়ে ক্রয় করে) মুক্ত করে দিলো। এরপর পিতা লোকটি এ মেয়েটিসহ চারটি কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করলো। তিনি বললেন, সে লোকটির উপর অনুগ্রহের কোনো দায়িত্ব নেই; তাদের সকলে মিলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর সে মেয়েটিও তাদের সাথেই পেয়ে থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি যঈফ আশআস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারনে। আর এটি শা'বী হতে মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত। তাখরীজ: এটি আমি আর কোথাও পাইনি। দেখুন, আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ১৬২১৩ টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৫৯)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حَيَّانَ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ قَالَ أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ قَالَ حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ

৩০৫৯. হাইয়্যান ইবনু সুলাইমান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুওয়াইদ ইবনু গাফালা'র নিকট ছিলাম, এমন সময় একজন লোক এসে এক ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যে তার এক কন্যা ও স্ত্রী রেখে মৃত্যু বরণ করেছে। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ফায়সালা জানিয়ে দিচ্ছি।সে বললো, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ফায়সালাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ফায়সালা করেছেন যে, স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ এবং কন্যা পাবে অর্ধেক। এরপর বাকী সম্পদ কন্যার দিকে ফিরে আসবে (তথা, কন্যা অবশিষ্ট সম্পদ পুনরায় পাবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৭৩ নং ১১২০৮; ফাসাওয়ী, মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ৩/১৯১; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৪২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬০)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مَوْلَاةً لِإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَالًا فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ

৩০৬০. আবীল হাইছাম হতে বর্ণিত, ইবরাহীমের একটি মুক্ত দাসী কিছু সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করলো। তখন আমি ইবরাহীমকে তা বললাম। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন রয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: (ভিন্ন শব্দে ও সূত্রে) সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৮২। আব্দুর রাযযাক আল মুসান্নাফ নং ১৬১৯৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৭৪ নং ১১২১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَدْ ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَيْضًا أَنَّهُمْ قَالُوا الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ

৩০৬১. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার, আলী, যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বর্ণনা করেছেন এবং আমার মনে হয়- আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলেছেন: অভিভাবকত্বের অধিকারী হবে বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তি।' এর দ্বারা তারা বয়োজেষ্ঠ বলতে ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়েছেন, যারা ছিলেন পিতা কিংবা মাতার দিক থেকে নিকটাত্মীয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি যঈফ আশআস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারনে। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ১০/৩০৩; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৬৭। এটি সামনেও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬২)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَكَتَبَ عُمَرُ إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ

৩০৬২. আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট পত্র যোগে ফুকাইহাহ বিনতে সাম'আন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো যে তার সহোদর ভাইয়ের এক ছেলে এবং বৈমাত্রেয় এক ভাইয়ের ছেলে রেখে মৃত্যু বরণ করেছিল। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লিখে পাঠালেন যে, 'অভিভাবকত্বের অধিকারী হবে বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তি।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি যঈফ আশআস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারনে। তাখরীজ: বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৩৯ অপর একটি সহীহ সনদে ইবনু সীরীন হতে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬৩)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالَا الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ لِلْوَرَثَةِ

৩০৬৩. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আলী ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'অভিভাবকত্বের অধিকারী হবে বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিগণ।'আর আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও শুরাইহ বলেন, তা পাবে তার ওয়ারিসগণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদ সহীহ যদি আমির শা'বী তাদের উভয়ের থেকে কিংবা কোন একজন হতে শ্রবণ করে থাকেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৪০৪ নং ১১৬০৭; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَضَى عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ

৩০৬৪. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার, আব্দুল্লাহ, আলী ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ফায়সালা করেছেন যে, 'অভিভাবকত্বের অধিকারী হবে বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিগণ।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি যঈফ আশআস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারনে। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩০৫৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ وَتَرَكَتْ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَوَرَّثَ عُمَرُ بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا

৩০৬৫. ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফুকাইহাহ বিনতে সাম'আন তার বৈমাত্রেয় এক ভাইয়ের ছেলে এবং সহোদর ভাইয়ের এক ছেলের ছেলে (নাতি) রেখে মৃত্যু বরণ করেছিল। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার বৈমাত্রেয় এক ভাইয়ের ছেলেকে তার সম্পদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দিলেন।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি ইবনু সীরীন পর্যন্ত যঈফ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩০৫৯ নং তে এবং সামনে আসছে ৩০৬৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

৩০৬৬. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার, আলী ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, ‘অভিভাবকত্বের অধিকারী হবে বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিগণ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি বিচ্ছিন্নতার কারনে দুর্বল। ইবরাহীম নাখঈ এদের কারো সাক্ষাতই লাভ করেননি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৮ নং ১১৫৫০, ১১/৪০৪ নং ১১৬০৬; বাইহাকী, ফারাইয ১০/ ৩০৩,৩০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَخَوَيْنِ وَرِثَا مَوْلًى كَانَ أَعْتَقَهُ أَبُوهُمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا قَالَ كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُونَ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

৩০৬৭. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, দু’ভাই যারা এক মুক্ত দাসের উত্তরাধিকার লাভ করে, যাকে তাদের উভয়ের পিতা মুক্তি দান করেন। তিনি এমন দাস সম্পর্কে বলেন, আলী, যাইদ ও আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘অভিভাবকত্বের অধিকারী হবে বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিগণ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। আর এটি মুনকাতি’ বা বিচ্ছিন্ন। কারণ, ইবরাহীম নাখঈ এদের কারো সাক্ষাতই লাভ করেননি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৬৫, ২৬৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪০৩ নং ১১৬০৫; বাইহাকী, ফারাইয ১০/ ৩০৩। এটি পূর্বেও গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

৩০৬৮. হাম্মাদ ইবনু যাইদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাত্বর ইবনু ওয়ররাককে বলতে শুনেছি যে, উমার ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: ‘অভিভাবকত্বের অধিকারী হবে বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিগণ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বিচ্ছিন্নতার কারনে দুর্বল। তাখরীজ: এছাড়া, তাখরীজের জন্য দেখুন পূর্বের টীকাটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৬৯)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ رَوْحٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

৩০৬৯. ইবনু জুরাইজ আতা হতে[1] এবং ইবনু তাউস হতে ইবনু তাউসের পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘অভিভাবকত্বের অধিকারী হবে বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিগণ।’[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ (দুর্বল)। ইবনু জুরাইজ এটি আন’ আন শব্দে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: পরবর্তী টীকাটি দেখুন। এছাড়া, আব্দুর রাযযাক ১৬২৪৩। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ পুর্বের হাদীসটির মতই যঈফ (দুর্বল)। ইবনু জুরাইজ এটি আন’ আন শব্দে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৪০৫ নং ১১৬১০ লাইসের সূত্রে তাউস হতে, আর লাইস যঈফ। পুর্ববর্তী টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭০)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

৩০৭০. মানসূর হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, ‘অভিভাবকত্বের অধিকারী হবে বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিগণ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: বিগত ৩০৬৪ নং ও পুর্বের হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭১)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَسُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَا هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَلِكَ نَقُولُ

৩০৭১. শা'বী (রহঃ) হতে, এবং হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, 'কোন ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির অভিভাবকত্ব লাভ করা' সম্পর্কে তারা উভয়ে বলেন, এটি দু'জন মুসলিমের মাঝে হবে। সুফিয়ান বলেন, আমাদের মতও অনুরূপ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা'বী ও হাসান উভয় পর্যন্তই সহীহ। তাখরীজ: হাসানের সনদটি বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাযযাক ১৬২৭৪; ইবনু আবী শাইবা ১১/৪১১ নং ১১৬৩১; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২০৭, ২০৮। আর শা'বীর সনদে সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭২)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

৩০৭২. তামীম দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কাফির মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যদি কোন মুসলিমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তবে এ ক্ষেত্রে বিধান কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তার জীবনে ও তার মরণে এ ব্যক্তিই হবে লোকদের মাঝে তার সবচেয়ে নিকটবর্তী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭১৬৫ তে। ((তিরমিযী, ফারাইয ২১১৩; ইবনু মাজাহ, ফারাইয ২৭৫২; আবূ দাউদ, ফারাইয ২৯১৮।– মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭১৬৫।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭৩)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ قَالَ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ

৩০৭৩. মানসূর হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) কে, তদানীন্তন কৃষ্ণকায় অঞ্চলের কোন লোকের (তথা আফ্রিকার খ্রিস্টান কিংবা দাসের) কোনো (মুসলিম) ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন, সে ব্যক্তি তার পক্ষ হতে (দিয়াত বা রক্তমুল্য) পরিশোধ করবে, আর এ ব্যক্তি তাকে ওয়ারিস বানাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ৯৮৭৩, ১৬২৭২; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২০৪। আরও দেখুন, আল মুহাল্লা ১১/৫৮-৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭৪)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ

৩০৭৪. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক তার স্বামীর দিয়াতের (রক্তমুল্যের) ওয়ারিস হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৩১৩ নং ৭৬০২; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/৪৭৫। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭৫)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ

৩০৭৫. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, দিয়াত মহান আল্লাহর ফারাইয (নির্ধারিত বিধান) অনুযায়ী (বন্টিত) হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩০০; ইবনু আবী শাইবা ৯/৩১৪, ৩১৫ নং ৭৬০৭, ৭৬০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭৬)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ

৩০৭৬. আইয়্যুব হতে বর্ণিত, আবী কিলাবাহ (রহঃ) বলেন, দিয়াতের (বন্টন) পদ্ধতি মীরাসের পদ্ধতির অনুরূপ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি আবী কিলাবাহ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৩১৫ নং ৭৬০৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/৪৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭৭)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ يُوَرَّثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ

৩০৭৭. হুমাইদ ও দাউদ ইবনু আবী হিনদ হতে বর্ণিত, যে, উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, বৈপিত্রেয় ভাইদেরকে দিয়াতের ওয়ারিস বানানো হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি আবী কিলাবাহ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৩১৬ নং ৭৬১৬; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/৪৭৫; আব্দুর রাযযাক ১৭৭৭২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ

৩০৭৮. ইউনুস হতে বর্ণিত, ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, দিয়াত (রক্তমুল্য) হলো নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের উপর আল্লাহর কিতাব ও তাঁর ফারাইয (তথা নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী) মীরাছ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ হলেন লাইছের কাতিব (লেখক), তিনি মুখস্তশক্তিতে খুবই দুর্বল। আর তার মধ্যে অসতর্কতা রয়েছে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৩১৪ নং ৭৬০৪; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/৪৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৭৯)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثْ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ مِنْ الدِّيَةِ

৩০৭৯. ইবনু হানাফিয়্যাহ’র কোন এক ছেলে হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি তার বৈপিত্রেয় ভাইদেরকে দিয়াতের ওয়ারিস বানায়নি, সে যুলুম করেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। (ফলে এটি যঈফ) তাখরীজ: বাইহাকী, জানাইয়াত ৮/৫৮; ইবনু আবী শাইবা ৯/৩১৬ নং ৭৬১৩; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩০৩, ৩০৪, এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে সনদটি বিচ্ছিন্ন; আব্দুর রাযযাক ১৭৭৭১; তবে ইবনু আবী শাইবা ৯/৩১৭ নং ৭৬২০ এ সনদটি সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالُوا الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ

৩০৮০. শা’বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার, আলী ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত (ভাবে নিহত) হোক, উভয় অবস্থায় দিয়াতে ওয়ারিস বানানো হবে, যেভাবে মাল-সম্পদ ওয়ারিস বানানো হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু সালিম এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৯/৩১৪ নং ৭৬০৫; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/৪৭৫ আলী ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কথা বাদে। আর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য রয়েছে, সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩০৮; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ১০/৪৭৫ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮১)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ وَلَا الزَّوْجَ وَلَا الْمَرْأَةَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا قَالَ عَبْد اللَّهِ بَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَ إِسْمَعِيلَ وَعَامِرٍ رَجُلًا

৩০৮১. আমির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বৈপিত্রেয় ভাইদেরকে দিয়াতের ওয়ারিস বানাতেন না, আর না স্বামীকে, না স্ত্রীকে ওয়ারিস বানাতেন।[1] আব্দুল্লাহ বলেন, কেউ কেউ এ সনদে রাবী ইসমাঈল ও আমিরের মাঝে আরেক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** সনদটি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩০৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮২)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا يُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ

৩০৮২. যিয়াদ আ'লাম হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, বৈপিত্রেয় ভাইদেরকে দিয়াতের ওয়ারিস বানানো হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮৩)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ يَرِثُهُمُ الْأَحْيَاءُ

৩০৮৩. খারিজাহ ইবনু যাইদ হতে বর্ণিত, যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রত্যেক লোকই (ফারাইযের নিয়ামানুযায়ী) পরস্পরের ওয়ারিস হয়, তবে কূপে পড়ে বা ডুবে যাদের মৃত্যু হয়, যার (মৃত্যু পরম্পরা) অজ্ঞাত থেকে যায়, তবে তারা পরস্পরের ওয়ারিস হবে না। বরং তারা জীবিত (আত্মীয়-স্বজনদের)-ই তাদের ওয়ারিস হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৪৪১; দারুকুতনী ৪/১১৯; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২২; আব্দুর রাযযাক ১৯১৬০, ১৯১৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮৪)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْقَوْمِ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ قَالَ لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ

৩০৮৪. ইয়াহইয়া ইবনু আতীক (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) এর কোনো কোনো চিঠিতে সেই সব লোকদের সম্পর্কে পড়েছি যাদের উপর বাড়ি ধ্বসে পড়েছিল, ফলে কার পূর্বে কে মারা গেছে তা জানা যায়নি। তিনি (এদের সম্পর্কে) বলেন, মৃত ব্যক্তি একে অপরের ওয়ারিস হবে না; বরং তাদের জীবিতরাই ওয়ারিস হবে।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি উমার ইবনু আব্দুল আযীয পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৯১৬১; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪৫ নং ১১৩৯৫ মুনকাতি' সনদে; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৪২ মুনকাতি' সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮৫)

حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدًا مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْتَقَتْ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا وَأَنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا

৩০৮৫. জা'ফর (রহঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উম্মু কুলছুম ও তার এক ছেলে যাইদ একই দিনে মৃত্যু বরণ করেন। তখন দু'জন শোরগোলকারিণী তার (সম্পদের বন্টন) পদ্ধতির দিকে মনোযোগ দিল। কিন্তু তার সঙ্গীদের কেউই তার ওয়ারিস হয়নি। হাররাহ' বাসীগণ পরস্পরের ওয়ারিস হয়নি, আবার সিফফীন বাসীরাও পরস্পরের ওয়ারিস হয়নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। আর মুতাবিয়াতের কারণে এটি

সহীহতে পৌঁছায় যা রয়েছে মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৮২০ তে। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৪০; অপর সনদে একটি মুতাবিয়াত রয়েছে বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮৬)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ بَيْتًا بِالشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

৩০৮৬. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, শামে লোকদের উপর একটি বাড়ি ধ্বসে পড়লে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের একে অপরের ওয়ারিস সাব্যস্ত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলাহ মুখস্তশক্তিতে খুবই দুর্বল। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২২৯, ২৩০, ২৩২; ইবনু আবী শাইবা১১/৩৪৩ নং ১১৩৯০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮৭)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ

৩০৮৭. হুরাইশ তার পিতার সুত্রে বর্ণনা করেন যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিফফীনের যুদ্ধে নিহত দু'ভাই হতে ওয়ারিস সাব্যস্ত করেছেন: দু' জনের দ্বিতীয় জনকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আবী হুরাইশের কারণে, আমি কোথাও তার জীবনী পাইনি। তাখরীজ: বুখারী, কাবীর ৩/১৩২; আব্দুর রাযযাক ১৯১৫২; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪৩-৩৪৪ নং ১১৩৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ

৩০৮৮. বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ আল মুযানী (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার এক ফুফু ও এক খালা রেখে মৃত্যুবরণ করলো। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার ফুফুকে ভাইয়ের অংশ দিলেন এবং তার খালাকে তার বোনের অংশ দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। তাখরীজ: তাহাবী, শারহু মাআনিল আছার ৪/৪০০; আমি এ শব্দে এটি আর কোথাও পাইনি। দেখুন, বিগত ৩০৩০ ও ৩০৩১ নং হাদীস দু'টি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৮৯)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا

৩০৮৯. আ'মাশ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবরাহিম (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি (মৃত ব্যক্তির) যে আত্মীয়ের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে, সে সেই আত্মীয়তা অনুসারেই মীরাস পাবে যার মাধ্যমে সে (মৃত ব্যক্তির সাথে) সম্পর্কযুক্ত হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইবরাহিম পর্যন্ত এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬১, ২৭৯ নং ১১১৬৭, ১১২২৯ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯০)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ قَالَ الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ

৩০৯০. আবী ইসহাক শাইবানী হতে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তি তার এক ফুফু ও তার ভাইয়ের এক মেয়ে রেখে মৃত্যুবরণ করলো- এ ব্যক্তি সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) বলেন, তার পুরো সম্পত্তি পাবে তার ভাইয়ের মেয়ে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আমির শা'বী পর্যন্ত এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৯১২৫; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৭৮ নং ১১২২৬, ১১২২৭, ১১২২৮, ১১২৩০ সহীহ সনদে। এটি সামনেও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯১)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَالُ وَارِثٌ

৩০৯১. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মামা ওয়ারিস হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ লাইছের কারণে, তিনি ইবনু আবী সুলাইম। এছাড়াও, মুহাম্মদ আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণের ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে। তাখরীজ: দারুকুতনী ৪/৮৬ নং ৬১, ৬২; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২১৫। তবে হাদীসটি শাহিদ থাকার কারণে সহীহ। তার কিছু আমরা মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২২৫, ১২২৬, ১২২৭ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৩৫, ৬০৩৬, ৬০৩৭ তে আমরা তাখরীজ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯২)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالًا

৩০৯২. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার ও আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, মামা ওয়ারিস হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ উবাইদার কারণে। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৫৯; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬৪ নং ১১১৭৫ উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, ইবরাহীম পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তবে ইবরাহীম উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত লাভ করেননি।; তাহাবী, ৪/৪০০ ইবরাহীম পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তবে ইবরাহীম উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত লাভ করেননি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯৩)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ

৩০৯৩. আবী ইসহাক শাইবানী হতে বর্ণিত, (মৃত ব্যক্তির) ফুফু ও তার ভাইয়ের মেয়ে সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) বলেন, তার পুরো সম্পত্তি পাবে তার ভাইয়ের মেয়ে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আমির শা'বী পর্যন্ত এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩০৮৭ নং তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯৪)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا حَسَنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِلْعَمَّةِ

৩০৯৪. কেউ কেউ ইবরাহীম (রহঃ) থেকে (এ সম্পর্কে) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, (পুরো সম্পদ) ফুফু পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে জাহালাত (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী) রয়েছে। (তবে অপর একটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যেমন তাখরীজে রয়েছে।) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৭৮ নং ১১২২৮ ইবরাহিম পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। ফলে দারেমী'র অজ্ঞাত পরিচয় রাবীকে জানা গেল।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي بِنْتِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ أُعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ

৩০৯৫. (আবী ইসহাক) শাইবানী হতে বর্ণিত, (মৃত ব্যক্তির) ভাইয়ের মেয়ে ও ফুফু সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) বলেন, তার পুরো সম্পত্তি দেওয়া হবে তার ভাইয়ের মেয়েকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আমির শা'বী পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৭৮ নং ১১২২৭; এটি গত হয়েছে ৩০৮৭ নং তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯৬)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ قَالَ لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا

৩০৯৬. আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, আর তার ভাইয়ের মেয়ে ও মামা ছাড়া আর কোনো ওয়ারিস ছিল না। তখন মাসরূক (রহঃ) বললেন, তার মামা তার বোনের অংশ পাবে (তথা মৃতের মায়ের অংশ)এবং তার ভাইয়ের মেয়ে পাবে তার পিতার অংশ (অর্থাৎ মৃতের ভাইয়ের অংশ)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মাসরুক পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬৪ নং ১১১৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯৭)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ

৩০৯৭. আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, মাসরূক (রহঃ) (মৃতের) পিতা না থাকলে ফুফুকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং মাতা না থাকলে খালাকে মাতার স্থলাভিষিক্ত করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬১ নং ১১১৬৪; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৬১, ১৬২; আব্দুর রাযযাক ১৯১১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯৮)

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ أَتِيًّا وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ فَكَانَ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ

وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا قَالَ مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ

৩০৯৮. ওয়াসি’ ইবনু হাব্বান হতে বর্ণিত, ইবনু দাহদাহা তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আর তিনি ছিলেন বংশ পরিচয়হীন-যার কোনো মুল জানা যায় না- আর তিনি বনী ইজলান গোত্রে থাকতেন। আর তিনি কোনো বংশধরও রেখে যাননি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিম ইবনু আদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন, বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের মধ্যে তার কোনো বংশধর-আত্মীয়-স্বজন আছে?” তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো এমন কেউ আছে বলে জানি না। তখন তিনি তার বোনের ছেলেকে ডেকে তাকে তার মীরাছ প্রদান করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক এটি ‘আন আন’ শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মুদাল্লিস। এছাড়া এর সনদ মুনকাতি হওয়াকেউ আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৯১২০; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬৫ নং ১১১৭৯; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৬৪; তাহাবী, শারহু মাআনিল আছার ৪/৩৯৬; বাইহাকী, আযাহী ৬/২১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩০৯৯)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْطَى خَالًا الْمَالَ

৩০৯৯. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মামাকে পুরো সম্পদ দিয়েছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইনকিতা বা বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৬৪ নং ১১১৭৫; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ১৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ قَالَ سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَةً وَعَمَّةً لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ وَلَا رَحِمٌ غَيْرُهُمَا فَقَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا

৩১০০. আবী হানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমির (রহঃ) কে কোনো এক মহিলা কিংবা এক লোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যে তার এক খালা ও এক ফুফু রেখে মৃত্যুবরণ করলো। তার আর কোনো ওয়ারিস ছিল না, এবং তারা দু'জন ছাড়া আর কোনো আত্মীয়-স্বজনও ছিল না। তখন তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (এ অবস্থায়) তার খালাকে তার মাতার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং ফুফুকে তার ভাইয়ের (তথা মৃতের পিতার) স্থলাভিষিক্ত করেন।[1]

[1]**তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আবী হানী উমার ইবনু বাশীর এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩০১৬ নং তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০১)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ

৩১০১. আমর (রহঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় কোনো এক ব্যক্তির কাছে তার এক হাজার দিরহাম ঋণের কথা স্বীকার করলো। তখন অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে (আরো) এক হাজার দিরহাম (ঋনের) সাক্ষ্য দিল। কিন্তু মৃত ব্যক্তি মাত্র এক হাজার দিরহাম ছেড়ে গিয়েছিল। তখন এ লোক সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন, তার পুরো সম্পদ উভয় (পাওনাদার)-এর মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করে দিতে হবে। তবে সে যদি নি:স্ব হয়, তবে তার স্বীকারোক্তি অনুমোদনযোগ্য হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আমর ইবনু উবাইদ ইবনু বাবকে অনেকেই যঈফ বলেছেন, এছাড়াও কেউ কেউ তার ইবাদাতের ব্যাপারে অভিযোগ তুলেছেন। তাখরীজ: এটি আমি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لِشَرِيكٍ كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الْأَخَوَيْنِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخًا قَالَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ قُلْتُ مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ جَابِرٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ

৩১০২. আবূ নুয়াইম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শারীক (রহঃ) কে বললাম, এমন দুই ভাই যাদের একজন অপরজনকে ভাই হিসেবে দাবী করে, তাদের ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন?

তিনি বলেন, তার অংশে (তার ভাইকে) শরীক করা হবে। আমি বললাম, এ কথা কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, জাবির হতে, তিনি আমিরের সূত্রে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ জাবির ইবনু ইয়াযিদ আল জু'ফী এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: এটি আমি এখানে ব্যতীত এ শব্দে আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০৩)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمْ الْأَخَ وَيُنْكِرُ الْآخَرُونَ قَالَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ فَيَعْتِقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ

৩১০৩. আ'মাশ হতে বর্ণিত, এমন কিছু ভাই যাদের কতক (একজনকে) ভাই দাবী করলো, আর অপর কতক অস্বীকার করলো- তাদের সম্পর্কে ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, ভাইদের মাঝের দাসের স্থলে তাকে তাদের সাথে শরীক বানানো হবে। তখন তাদের একজন তার অংশ ছেড়ে দিবে। তিনি বলেন, আমির, হাকাম ও তাদের সাথীরা বলতেন: যে তাকে স্বীকৃতি দিল, কেবল সেই ভাইয়ের অংশে সে অংশীদার হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে আব্দুর রহমান এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মুদাল্লিস। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৫ নং ১১৫৪৩; আব্দুর রাযযাক ১৯১৪৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০৪)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ قَالَ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ

৩১০৪. আবী বাকর হতে বর্ণিত, ওয়াকী' (রহঃ) বলেন, যখন দু'ভায়ের মধ্যে একজন কাউকে ভাই দাবী করবে এবং অপর জন তা অস্বীকার করবে, তখন (কে কত অংশ পাবে)?তিনি বলেন, ইবনু আবী লাইলা বলতেন: এটি ছয় ভাগের অন্যতম: 'যে দাবী করে না (তথা অস্বীকার করে), তার জন্য

তিন ভাগ; যে দাবী করে তার জন্য দুই ভাগ এবং যাকে ভাই বলে দাবী করা হয়, তার জন্য এক ভাগ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলাহ মুখস্তশক্তিতে খুবই দুর্বল। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা১১/৩৮৫ নং ১১৫৪৩; আব্দুর রাযযাক ১৯১৪৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০৫)

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَقَالَ ثُلُثِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ فَقَالَ الْأَوْسَطُ أَنَا أُجِيزُ وَقَالَ الْأَكْبَرُ لَا أُجِيزُ قَالَ هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ وَقَالَ حَمَّادٌ يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَقَالَ عَامِرٌ الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ

৩১০৫. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, কোনো লোকের তিনটি পুত্র রয়েছে,- সে বললো, তিনভাগের দু’ভাগ সবচেয়ে ছোট ছেলের জন্য। তখন মেজ ছেলে বললো, আমি তা অনুমোদন করলাম, আর বড় ছেলে বললো, আমি তা অনুমতি দেই না।
এমন ব্যক্তি সম্পর্কে হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, এ হলো তিনভাগ যা নয় ভাগ হতে বের করা হবে। এমতাবস্থায় সে (ছোট ছেলে) পাবে তার নিজের অংশ ও যে ভাই অনুমোদন দিল, তার অংশ। হাম্মাদ বলেন, তাদের সকলকে অবশিষ্ট অংশ পুনরায় দিতে হবে।আমির বলেন, ‘যে ব্যক্তি পুনরায় দেয়, সে নিজের থেকেই পুনরায় দেয়।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাম্মাদ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৯-২৩০ নং ১১০৭২; আব্দুর রাযযাক ১৯১৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০৬)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ قَالَ بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ

৩১০৬. ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত, যে লোক কাউকে ভাই বলে স্বীকৃতি দিলো, তার সম্পর্কে শুরাইহ বলেন, আমি একে দলীল-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করবো যে, সে তার ভাই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৬ নং ১১৫৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً وَأَلْفٍ دَيْنًا وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ

৩১০৭. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে এক হাজার দিরহাম ‘মুদারাবা’ (যৌথ কারবার)-এ আছে এবং এক হাজার দিরহাম ঋণ আছে বলে স্বীকারোক্তি করলো- আর এ ব্যতীত আর কোনোকিছুই সে ছেড়ে গেল না- এমন ব্যক্তি সম্পর্কে হারিছ আল উকলী বলেন, প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এরপর বাড়তি কিছু থাকলে তা হবে মুদারাবা’ (যৌথ কারবারের) অংশীদারের।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হারিছ আল উকলী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৫ নং ১১০৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০৮)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةَ بَنِينَ فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ قَالَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ مَا أُرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ

৩১০৮. মুতার্রিফ হতে বর্ণিত, কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে তিনশত দিরহাম ও তিনটি ছেলে রেখে গেলো। এরপর এক লোক এসে মৃত ব্যক্তির নিকট তার এক শত দিরহাম পাওনা আছে বলে দাবী করলো এবং তাদের কোন একজন তা স্বীকার করে বললো, তাকে ভাগে অংশীদার করা হলো। এমন

ব্যক্তি সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) বলেন, আমার মনে হয় না এ ব্যক্তির মীরাছ (বন্টিত) হবে, যতক্ষণ না তার দেনা (ঋণ) আদায় করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হারিছ আল উকলী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : ইবনু মানসুর, নং ৩১৪; ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৩ নং ১১০৪৯; আব্দুর রাযযাক ১৯১৪২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১০৯)

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَاقْتَسَمَا الْأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَغَابَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ وَيُقَالُ لَهُ اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ وَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ

৩১০৯. আশ'আস হতে বর্ণিত, কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে দু'টি ছেলে ও দু'হাজার দিরহাম রেখে গেলো। অত:পর দু'ভাই দু'হাজার দিরহাম ভাগ করে নিল এবং দু'জনের একজন চলে গেল। এরপর এক লোক এসে মৃত ব্যক্তির নিকট তার এক হাজার দিরহাম (পাওনা আছে বলে) দাবী করলো।– এমন ব্যক্তি সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন, উপস্থিত পুত্রের প্রাপ্ত সকল সম্পদ সে নিয়ে নেবে এবং তাকে (পূত্রকে) বলা হবে, তুমি তোমার ভাইকে খুজে বের করে তার থেকে তার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে নাও।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। আবী খাইসামা হলেন মুস'আব ইবনু সাঈদ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৩, ২২৫ নং ১১০৪৮, ১১০৫০, ১১০৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১০)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ

৩১১০. যিয়াদ আল আ'লাম হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, যদি কোনো ওয়ারিস কোনো ঋণের স্বীকারোক্তি দেয়, তবে তা তার অংশ দ্বারা আদায় করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : ইবনু মানসুর, নং ৩১৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৩ নং ১১০৫০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১১)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا

৩১১১. আবী হাশিম হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, যদি ওযারিসগণের মধ্য থেকে দু'জন ঋণের সাক্ষ্য দেয়, তবে পুরো সম্পদ হতেই তা আদায় করা হবে, যদি তারা (বাকীরা) না করে। আর শা'বী বলেন, এ দু'জনের অংশে উভয়ের উপর (এ ঋণ পরিশোধের) দায়িত্ব পড়বে। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : ইবনু মানসুর, নং ৩২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ

৩১১২. আব্দুর রহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুরতাদকে (শাস্তি হিসেবে) হত্যা করা হলে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার পরিবারকে তার মীরাছ দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** বিচ্ছিন্নতার কারণে এর সনদ যঈফ । কাসিম তার দাদা আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫৪ নং ১১৪২৯, ১২/২৭৬ নং ১২৮১২; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৫; আব্দুর রাযযাক ১৯২৯৭ তে রয়েছে: মা'মার ও ইবনু জুরাইজ বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুরতাদের মীরাছ সম্পর্কে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্যের অনুরূপ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১৩)

حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

৩১১৩. আমর শাইবানী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আলী ইবনু আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদের মীরাছ তার মুসলিম ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করে দিতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু মানসুর, নং ৩১১; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫৫ নং ১১৪৩০, ১২/২৭৫ নং ১২৮১০; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১৪)

حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

৩১১৪. হাকাম (রহঃ) হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদের মীরাছ তার মুসলিম ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ'র দুর্বলতার কারণে । তবে এটি মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্নও বটে। কারণ হাকাম আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/২৫৫ নং ১১৪৩১, ১২/২৭৬ নং ১২৮১১; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৪; আব্দুর রাযযাক ১০১৪২, ১৯৩০১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১৫)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ

৩১১৫. আব্দুল কারীম হতে বর্ণিত, হাকাম বলেন, যখন কোনো লোক তার ভাইকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তখন সে তার মীরাছ হতে কিছুই পাবে, আর তার দিয়াত (রক্তপণ) হতেও কিছু পাবে

না। তবে যদি সে ভুল করে হত্যা করে, তবে তার মীরাছ হতে সে অংশ পাবে, তবে তার দিয়াত (রক্তপণ) থেকে কোনো অংশ সে পাবে না।[1]তিনি বলেন, আতা (রহঃ) এ কথাই বলতেন।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, তবে এটি বিচ্ছিন্ন, কেননা, আব্দুল কারীম ইবনু মালিক আলজাযারী, আমরা যতটা জানতে পেরেছি, তিনি হাকাম ইবনু উতাইবাহ হতে কোন রিওয়াত করেছেন বলে আমরা জানতে পারিনি। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬১-৩৬২ নং ১১৪৫২ সহীহ সনদে। [2] আতার বক্তব্যটিও বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শাইবা ১১৪৫৩ তে যঈফ সনদে ইবনু জুরাইজের 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করার কারণে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ لَا مِيرَاثَ لَكَ فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ

৩১১৬. খিলাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক লোক তার মাতাকে পাথর মেরে হত্যা করলো, অত:পর সে তার ভাইদের নিকট তার মীরাছ দাবী করলো। তখন তাকে তার ভাইগণ বললো, তুমি কোনো মীরাছ পাবে না।' তখন সে ব্যক্তি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিকট এলো। তখন তিনি তার উপর দিয়াত ধার্য্য করলেন, আর তাকে মীরাছ হতে বঞ্চিত করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, তবে এটি বিচ্ছিন্ন, কারণ খিলাস ইবনু আমর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ : বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২০; আব্দুর রাযযাক ১৭৭৯৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬২ নং ১১৪৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১৭)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ

৩১১৭. হুররী হতে বর্ণিত, হাকাম বলেন, কোনো লোক যদি তার স্ত্রীকে ভুলবশত: হত্যা করে, তবে দিয়াত ও অন্যান্য বিষয়ের মীরাছ পাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাকাম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১৮)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

৩১১৮. মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির কোনো কিছুরই মীরাছ পাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ লাইছ ইবনু আবী সালীমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫৭ নং ১১৪৪৩ যঈফ সনদে। এটি সামনেও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১১৯)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ قَالَ يَرِثُهَا

৩১১৯. মা'মার হতে বর্ণিত, কোনো লোক তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে (যিনার) অভিযোগ করলো এবং সে সাক্ষী উপস্থিত করলো। ফলে তাকে (স্ত্রীলোকটিকে) পাথর মেরে হত্যা করা হলো।– এ সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, সে লোকটি তার (স্ত্রীলোকটির) মীরাছ পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ কাতাদাহ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২০)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ أَرَاهُ مَاتَ شَكَّ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ يَتَوَارَثَانِ

৩১২০. আবূ আওয়ানাহ হতে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তিকে হদ্দ (নির্ধারিত কোনো শাস্তি) হিসেবে চাবুক মারা হলো- (বর্ণনাকারী) আবী নু'মানের সন্দেহ যে সম্ভবত সে মৃত্যু বরণ করলো। তার সম্পর্কে হাম্মাদ বলেন, তারা পরস্পরে ওয়ারিস হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাম্মাদ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২১)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ

৩১২১. আমির হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না এবং সে 'হুজব' (তথা অন্য কাউকে বঞ্চিত) ও করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ মুহাম্মদ ইবনু সালিমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ : বাইহাকী, ফারাইয ৬/২২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২২)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلُ

৩১২২. আমর আল আব্দী হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ লাইছ ইবনু আবী সালীমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬০ নং ১১৪৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২৩)

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْدًا

৩১২৩. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক- কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক- হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, তবে এটি বিচ্ছিন্ন, কারণ শাবী উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১৭৭৮৯; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫৯ নং ১১৪৪২; বাইহাকী; ফারাইয ৬/২২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

৩১২৪. তাউস (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১৭৭৮৬। দেখুন বিগত ৩১১৫ হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا يَعْنِي الْمَجُوسَ

৩১২৫. মা'মার হতে বর্ণিত, যুহুরী (রহঃ) বলেন, দু'ইটি নসব (বংশ) একত্রিত হলে ওয়ারিস বানানো হবে তাদের উভয়ের মধ্যকার বড় জনকে – তথা মাজুসী' (অগ্নিপুজারী)কে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যুহুরী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬৫ নং ১১৪৬৭; বাইহাকী; ফারাইয ৬/২৬০; আব্দুর রাযযাক ১৯৩৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২৬)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَصْلُحُ وَلَا يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ

৩১২৬. হাম্মাদ ইবনু আবী সালামাহ হতে বর্ণিত, হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান বলেন, (মৃতের) নিকট আত্মীয় যে সৎ বা যোগ্য হবে সে মীরাছ পাবে, আর যে নিকটাত্মীয় সৎ বা যোগ্য হবে না, সে মীরাছ পাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬৬ নং ১১৪৭১; বাইহাকী; ফারাইয ৬/২৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২৭)

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا

৩১২৭. শা'বী হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মাজুসী' বলেন: যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, দু' নিকটাত্মীয়দের মধ্য হতে সকলেই ওয়ারিস হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এতে জাহালাত (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী) রয়েছে। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬৬ নং ১১৪৭০; বাইহাকী; ফারাইয ৬/২৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২৮)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةِ الْأَسِيرِ أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا

৩১২৮. আবী যিনাদ হতে বর্ণিত, উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বন্দী ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে বলেন, সে তার ওয়ারিস হবে এবং সেও তার (স্ত্রীর) ওয়ারিস হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উমার ইবনু আব্দুল আযীয পর্যন্ত হাসান। তাখরীজ : আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১২৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَسِيرِ يُوصِي قَالَ أُجِزْ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ

৩১২৯. ইসহাক ইবনু রাশিদ হতে বর্ণিত, বন্দী ব্যক্তি যে ওসীয়ত করলো, তার সম্পর্কে উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, তার ওসীয়ত বৈধ যতক্ষণ সে তার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে- তার দ্বীন পরিবর্তন না করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উমার ইবনু আব্দুল আযীয পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১০১৫০; বুখারী, ফারাইয তা'লীক হিসেবে। দেখুন, ফাতহুল বারী, ১২/৪৫, সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন এ টীকাটি এবং বলেন: আব্দুর রাযযাক এটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন... এবং দারেমীও এটি বর্ণনা করেছেন ...।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ

৩১৩০. শা'বী হতে বর্ণিত, শুরায়হ্ (রহঃ) বলেন, শত্রুদের হাতে বন্দী (মুসলিমদের)-কে উত্তাধিকার প্রদান করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১৯২০২; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮০ নং ১১৫১৮; বুখারী, ফারাইয তা'লীক হিসেবে। দেখুন, ফাতহুল বারী, ১২/৪৯, সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন এ টীকাটি এবং বলেন: এটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শাইবা এবং দারেমী...।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ

৩১৩১. সুফিয়ান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট সেই ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে ইবরাহীম (রহঃ) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, বন্দী-কে উত্তাধিকার প্রদান করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এতে জাহালাত (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী) রয়েছে। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮১ নং ১১৫২২; আব্দুর রাযযাক ১৯২০২ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩২)

حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ

৩১৩২. দাউদ হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহঃ) বন্দী-কে উত্তাধিকার প্রদান করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮১ নং ১১৫২৩-১১৫২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩৩)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرَقِهَا

৩১৩৩. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শুরাইহ'র কাছে লিখে পাঠান যে, প্রমাণ ব্যতীত পরিচয়হীন (নবজাতক) সন্তানের মীরাছ প্রদান করা হবে না, যদিও সে (মাতা) তাকে নিজ কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আশ'আস এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১৯১৭৩, ১৯১৭৫; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/৩০৩; ইবনু মানসুর, নং ২৫২ সকলেই

যঈফ সনদে। তবে আমি (মুহাক্কিক্ব) বলছি: এ সকল বিভিন্ন সূত্রগুলি একে অপরকে শক্তিশালী করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩৪)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ وَرِّثُ الْحَمِيلَ

৩১৩৪. মানসূর হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, পরিচয়হীন (নবজাতক) শিশুর মীরাছ প্রদান করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু মানসুর, নং ২৫৬ সহীহ সনদে; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/৩০৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫২ নং ১১৪২১; আব্দুর রাযযাক ১৯১৮১ (বিভিন্ন শব্দে)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩৫)

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ وَالْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ وَابْنِ أَبِي عَوْفٍ وَرَاشِدٍ وَعَطِيَّةَ قَالُوا لَا يُوَرَّثُ الْحُمَلَاءُ

৩১৩৫. আবী বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মারইয়াম হতে বর্ণিত, যামরাহ, ফুযাইল ইবনু ফাযালাহ, ইবনু আবী আওফ, রাশিদ ও আতিয়্যাহ, তাঁরা সকলেই বলেন: পরিচয়হীন (নবজাতক) শিশুকে মীরাছ প্রদান করা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)। আবূ সাঈদ মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী) এবং আবূ বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মারইয়াম যঈফ। তাখরীজ : আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩৬)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِي الْحَمِيلِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمْ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

৩১৩৬. ইবনু আউন হতে বর্ণিত, মুহাম্মাদ (রহঃ) এর নিকট এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো যে পরিচয়হীন (নবজাতক) শিশুর (মীরাছ প্রদান) সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন: মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ জাহিলীযুগের বংশ-সম্পর্কের কারণে মীরাছ লাভ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫২ নং ১১৪২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩৭)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

৩১৩৭. হিশাম (রহঃ) হতে বর্ণিত, হাসান ও ইবনু সীরীন (রহঃ) উভয়ে বলেন: প্রমাণ ব্যতীত পরিচয়হীন (নবজাতক) সন্তানের মীরাছ প্রদান করা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫১ নং ১১৪১৭; আব্দুর রাযযাক ১৯১৭৭; ইবনু মানসুর, নং ২৫৫ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩৮)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ

৩১৩৮. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর, উমার ও উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কখনো পরিচয়হীন (নবজাতক) সন্তানের মীরাছ প্রদান করেননি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ লাইছ ইবনু আবী সালীমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫১ নং ১১৪১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৩৯)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ لَهَا جَلِيبٍ فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ

৩১৩৯. আশ'আছ ইবনু আবী শা'ছাআ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহারিব গোত্রের এক মহিলা এক (শিশুকে) নিয়ে এসে তার ভাইয়ের বংশের বলে উপস্থাপন করলো। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার বোনের ওয়ারিস বানালেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫৪ নং ১১৪২৭; আব্দুর রাযযাক ১৯১৭৯; আল মুহাল্লা ৯/৩০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا أَنَا مَوْلَى فُلَانٍ قَالَ يَرِثُ مِيرَاثَهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ فَيُرَدُّ مِيرَاثُهُ إِلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ

৩১৪০. ইবনু শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণিত, কোন লোক দুনিয়া ত্যাগের সময় (মৃত্যুকালে) বললো, আমি অমুকের আযাদকৃত গোলাম। তিনি (ইবনু শিহাব যুহুরী) বলেন, যে দুনিয়া ত্যাগের সময় নিজেকে অমুকের গোলাম বলে নামকরণ করলো, সে তার মীরাছ পাবে, তবে এর উপর তাকে দলীল উপস্থাপন করতে হবে। অন্যথায়, তার কথা প্রত্যাখ্যাত হবে, আর যা (তথা যার প্রাপ্য বলে) দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মীরাছ সে (সকল লোকের) দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহের দুর্বলতার কারণে, তিনি লাইছের কাতিব ছিলেন । তাখরীজ : এখানে ব্যতীত আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪১)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

৩১৪১. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আলী ও আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: যিনার (জারয) সন্তান হবে 'লেয়ান'কৃত স্ত্রীলোকের সন্তানের স্থলবর্তী।[1] (তথা তার মা ও মায়ের পরিবার তার মীরাছ পাবে)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ লাইছ ইবনু আবী সালীমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪৮ নং ১১৪০৪;বাইহাকী; ফারাইয ৬/২৫৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪২)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ

৩১৪২. হাসান ইবনুল হুর (রহঃ) হতে বর্ণিত, হাকাম বলেন, যিনার সন্তানকে যে তার সন্তান বলে দাবী করে, সে তার মীরাছ পাবে না, আর সে শিশুও তার (অভিযুক্ত পিতার) ওয়ারিস হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৫৬ নং ১১৪৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪৩)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ

৩১৪৩. যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ) যিনার সন্তানকে মীরাছ প্রদান করতেন না যদিও কোনো লোক তাকে (তার সন্তান বলে) দাবী করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শক্তিশালী। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬৩ নং ১১৪৬০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪৪)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ فَهُوَ يَرِثُهُ قَالَ بُكَيْرٌ وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَقَالَ عُرْوَةُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

৩১৪৪. বুকাইর হতে বর্ণিত, সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রহঃ) বলেন, যেকোন লোক কোন বালকের নিকট এসে তাকে তার নিজের সন্তান বলে ধারণা করে, কেননা, সে এর মায়ের সাথে যিনা করেছিল; এবং এ বালককে অপর কেউ তার নিজের সন্তান বলে দাবীও না করে, তবে এ ছেলে সেই লোকের ওয়ারিস হবে।

বুকাইর বলেন, আমি এ ব্যাপারে উরওয়া (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনিও সুলাইমান ইবনু ইয়াসার-এর অনুরূপ কথা বলেন।আর উরওয়া বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সন্তান বিছানার মালিকের, আর যেনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহের দুর্বলতার কারণে, তিনি লাইছের কাতিব ছিলেন । তবে মারফু' (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীর) অংশটুকু সহীহ। তাখরীজ : (মারফু' হাদীসটির) তাখরীজ দেখুন মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫১৪৮, ৭৩৯০ তে। আর এখানে ব্যতীত আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪৫)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ

৩১৪৫. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন: 'লেয়ান'কৃত স্ত্রীলোকের সন্তান হবে যিনার (জারয) সন্তানের অনুরূপ। তার মাতা তার ওয়ারিস হবে এবং (সে পাবে) তার মীরাছ এবং তার মায়ের মীরাছ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ , আমর হলেন ইবনু উবাইদ ইবনু বাব, যাকে অনেকেই যঈফ বলেছেন। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪৯ নং ১১৪০৭;বাইহাকী; ফারাইয ৬/২৫৮ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪৬)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا

৩১৪৬. মুগীরাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, যিনার সন্তানকে মীরাছ প্রদান করা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : পরবর্তীতে এর বিস্তারিত তাখরীজ আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪৭)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا قَالَ يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمًا فَمَاتَ وَرِثَ السُّدُسَ

৩১৪৭. মা'মার অথবা ইউনূস (রহঃ) হতে বর্ণিত, যুহরী (রহঃ) যিনার সন্তান সম্পর্কে বলেন, তারা তার মাতার দিক থেকে মীরাছ পাবে। যদি জন্মের একদিন পরেও সে মারা যায়, তবুও সে এক ষষ্ঠাংশের ওয়ারিস হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। সন্দেহ এর কোনো ক্ষতি করেনা, কেননা, মা'মার ও ইউনূস উভয়ে বিশ্বস্ত রাবী। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১২৪৯৩; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪৮ নং ১১৪০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪৮)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا لَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ

৩১৪৮. শিবাক হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, যিনার সন্তানকে মীরাছ প্রদান করা হবে না। যার পিতার উপর হাদ্দ (যিনার শাস্তি হিসেবে পাথর মেরে হত্যা) কায়িম করা হয়নি, কিংবা বিয়ে কিংবা ক্রয় করার মাধ্যমে তার মা (অপর ব্যক্তির) অধিকারভুক্ত হয়নি, সেই সন্তান ওয়ারিস হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, হুশাইম মুদাল্লিস, তিনি এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ : এটি গত হয়েছে ৩১৪৩ নং এ। আরও দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬৫ নং ১১৪৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৪৯)

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ

৩১৪৯. ইসমাঈল হতে বর্ণিত, কোনো একটি লোক একজন স্ত্রীলোকের সাথে কু-কুর্ম করলো, এরপর তাকে বিয়ে করলো- এ ব্যক্তি সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন, কোনো গর্ভবতী না হলে এতে অসুবিধা নেই। কেননা, তার (গর্ভের) সন্তান তার সাথে সম্পর্কিত (যুক্ত) হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইসমাঈল এর দুর্বলতার কারণে। আর তিনি হলেন ইবনু মুসলিম আল মাক্কী আল বাসরী। তাখরীজ : এটি আমার এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫০)

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ لِكُلِّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ

وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً

৩১৫০. ‘আমর ইবনে শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর কোন শিশুকে তার সন্তানরূপে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হলো যাকে তার মৃত্যুর পর মৃতের ওয়ারিসগণ দাবি করলো, (‘সে আমাদের বংশীয়’), তার ক্ষেত্রে ফায়সালা এই যে, সে যদি এমন দাসীর গর্ভজাত হয়, যার সে মালিক হয় তার সাথে সহবাসের দিন হতে, তবে সেই সন্তান যার বলে দাবি করা হচ্ছে তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। তবে ইতোপূর্বে (জাহিলী যুগে) যে ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টিত হয়েছে সে তার কিছুই পাবে না। আর যে ওয়ারিসী স্বত্ব এখনও বন্টিত হয়নি তা থেকে সে তার অংশ পাবে।
পক্ষান্তরে তাকে যে পিতার সাথে সম্পৃক্ত (বলে দাবী) করা হচ্ছে, সেই পিতা তাকে অস্বীকার করলে সে সন্তানকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে না। আর সেই সন্তান যদি তার মালিকানাহীন নয়-এমন কোন দাসীর গর্ভজাত হয়ে থাকে অথবা কোন স্বাধীন নারীর গর্ভজাত হয়, যার সাথে সে যেনা করেছে (তথা স্বাধীন নারীর সাথে যিনার ফলে গর্ভজাত), তাহলে উক্ত সন্তান তার সাথে সম্পৃক্ত হবে না এবং সে তার মীরাছ (পরিত্যাক্ত সম্পত্তি)ও পাবে না, যদিও সে ব্যক্তি তাকে তার সন্তান বলে দাবি করে। সে হবে জারজ (যিনার) সন্তান। সে তার মায়ের বংশের সাথে সম্পৃক্ত হবে, সে স্বাধীন নারী হোক বা ক্রীতদাসী।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ : আবূ দাউদ, তালাক ২৬৬৫, ২৬৬৬; ইবনু মাজাহ, ফারাইয ২৭৪৬; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৬০; আরও দেখুন, ইবনু আবী শাইবা নং ১৯১৩৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫১)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَمْلُوكٍ لِي وَلَدُ زِنًا قَالَ لَا تَبِعْهُ وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ وَاسْتَخْدِمْهُ

৩১৫১. উমাইর ইবনু ইয়াযিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শা’বী (রহঃ) কে আমার এমন একটি দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে একটি যিনার সন্তান প্রসব করেছে। তিনি বললেন: তার অনুগামী হয়ো না, আর তার (শ্রমের) মজুরী খেও না, তবে তাকে কাজে লাগাও।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা'বী পর্যন্ত জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ : এটি আমার এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫২)

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنًا يَمُوتُ قَالَ إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ قَالَ مَرْوَانُ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ ذَلِكَ

৩১৫২. সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, মৃত্যুবরণকারী একটি জারজ সন্তান সম্পর্কে যুহুরী (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যদি সন্তানটি কোনো স্বাধীন আরবী নারীর গর্ভজাত হয়, তবে তার মাতা তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের ওয়ারিস হবে, এবং বাকী সম্পদ বায়তুল মালে জমা করা হবে। আর সে যদি কোনো মুক্ত দাসীর সন্তান হয়, তবে তার মাতা তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের ওয়ারিস হবে, বাকী সম্পদ তার (দাসীর) মালিকদের জন্য হবে যারা তাকে মুক্ত করেছিল। মারওয়ান বলেন, আমি মালিক (রহঃ) কে একথা বলতে শুনেছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ । তাখরীজ : উরওয়াহ ও সুলাইমান ইবনু ইয়াসার সুত্রে মালিক, ফারাইয ১৬; দেখুন, যুরকানী, শারহুল মুআত্তা ৩/৪৫১-৪৫২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫৩)

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنْ الْعَنَاءِ

৩১৫৩. আমর ইবনু শুয়াইব (রহঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা করেন যে, ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত স্ত্রীলোকের সন্তানের পুরো সম্পদের উত্তরাধিকারী তার মাতা, কেননা, সে তার জন্য অনেক কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আমর ইবনু শুয়াইব পর্যন্ত সহীহ। (এরপর

বিস্তারিত আলোচনার পর মুহাক্কিক্ব বলেন:) এর সনদ হাসান। আল্লাহই ভাল জানেন তাখরীজ : আবূ দাউদ, ফারাইয ২৯০৭; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫৪)

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لِأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ خُذُوا ابْنَكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ وَلَا يَرِثُكُمْ

৩১৫৪. যাইদ ইবনু ওয়াহাব হতে বর্ণিত, যিনার (জারজ) সন্তানের ব্যাপারে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার মায়ের ওলী (অভিভাবক)-দেরকে বলেন, তোমরা তোমাদের পুত্রদেরকে গ্রহণ করো, তোমরা তার মীরাছ ও দিয়াতে অংশীদার হবে কিন্তু সে তোমাদের মীরাছে অংশ পাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৪৭ নং ১১৪০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ غَيْرِي

৩১৫৫. আবী আমর শাইবানী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুক্ত দাস সম্পর্কে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুক্ত দাস যেখানে ইচ্ছা তার সম্পদ খরচ করতে পারবে।[1]আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ (বর্ণনাকারী) বলেন, শু'বাহ বলেছেন, সালামাহ এটি আমি ব্যতীত আর কারও নিকট শুনেনি।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬৯ নং ১১৪৮০;বাইহাকী; ওয়ালা ১০/৩০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫৬)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ

৩১৫৬. ইউনূস (রহঃ) হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) কে ‘সায়িবাহ’র মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, প্রত্যেক মুক্তিপ্রাপ্ত দাসই ‘সায়িবাহ’।[1] (তথা উভয়ের অবস্থা একই)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬৮-৩৬৯ নং ১১৪৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫৭)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ قَالَ عُمَرُ الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا

৩১৫৭. আবী উছমান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাদাকাহ ও দাসমুক্তি এর সাওয়াব থাকবে নির্ধারিত দিনে বা সময়ে।[1] (তথা কিয়ামতের দিনে)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : বাইহাকী; ওয়ালা ১০/৩০১; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬৮ নং ১১৪৬৫; আব্দুর রাযযাক ১২৪৯৩ (এখানে রয়েছে: ‘এর অর্থ: কিয়ামত দিবসে’)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫৮)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلَاؤُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ

৩১৫৮. যাকারিয়া হতে বর্ণিত, আমির (রহঃ) কে (সাইয়িবা) মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তার ‘ওয়ালা’ বা অভিভাবকত্ব কে লাভ করবে? তিনি বলেন, যে তাকে মুক্ত করেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আমির শা'বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬৮ নং ১১৪৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৫৯)

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَلَيْسَ لَهُ وَالٍ فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ

৩১৫৯. আব্দুর রহমান ইবনু আমর (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সময়ে একটি দাস মৃত্যুবরণ করলো, যার কোনো ওয়ালী (অভিভাবক-মালিক) ছিল না। তখন তিনি তার সম্পদকে বায়তুল মালে অন্তর্ভূক্ত করার আদেশ দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আবী হাতিম রুহ ইবনু আসলাম এর দুর্বলতার কারণে। (তবে ইবনু আবী শাইবার সনদটি সহীহ।) তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৪১৩ নং ১১৬৩৭ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬০)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

৩১৬০. আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত, কোনো এক লোক মৃত্যু বরণ করলো, যার কোনো মুক্তকারী মালিক-অভিভাবক ছিল না। এ ব্যক্তি সম্পর্কে মাসরূক (রহঃ) বলেন, তার সম্পদ ব্যয় হবে তার ওয়াসীয়াত অনুযায়ী। আর সে ওয়াসীয়াত না করলে তা বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) জমা করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৪১৩ নং ১১৬৩৮; সাঈদ ইবনু মানসূর ২২১, ২২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬১)

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا فِيمَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ

৩১৬১. আবী বাকর ইবনু আবী মারিয়াম হতে বর্ণিত, যাকে সায়িবাহ হিসেবে মুক্তি দান করা হয়েছে, এমন মুক্ত দাস সম্পর্কে যামরাহ, রাশিদ ইবনু সা'দ ও অন্যান্যরা বলেন, যে তাকে মুক্ত করেছে, সে-ই তার অভিভাবকত্ব লাভ করবে। সে দাসত্ব হতে তাকে মুক্তি দিয়েছে কিন্তু মালিকানা (অভিভাবকত্ব) হতে তাকে মুক্তি দেয়নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আবূ সাঈদ ইবনু আমর বিন বনী উমাইয়া মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়) ও আবী বাকর ইবনু আবী মারিয়াম যঈফ। তাখরীজ : সাঈদ ইবনু মানসূর ২২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬২)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ

৩১৬২. মানসূর হতে বর্ণিত, ইবরাহীম ও শা'বী (রহঃ) বলেন, 'সায়িবাহ'র মালিকানা (অভিভাবকত্ব) ক্রয়- বিক্রয় করা ও তা হিবাহ (দান) করাতে কোনো দোষ নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ৬/১২৪ নং ৫১৯, ১১/৪২১ নং ১১৬৬৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬৩)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا سَائِبَةً فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلَامًا لِي سَائِبَةً وَهَذِهِ تَرِكَتُهُ قَالَ هِيَ لَكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا قَالَ فَضَعْهَا فَإِنَّ هَا هُنَا وَارِثًا كَثِيرًا

৩১৬৩. কাসিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি একটি গোলামকে ‘সায়িবা’ হিসেবে মুক্তি দান করলো, এরপর সে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এসে বললো, আমি আমার একটি গোলামকে ‘সায়িবা’ হিসেবে মুক্তি দান করেছি, এ হচ্ছে তার মালিকানা (ওয়ারিসী স্বত্ব)। তিনি বললেন, তা তো তোমার। লোকটি বললো, এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, তুমি তা রেখে দাও, কেননা, এতে (মালিকানায়) অনেকেই ওয়ারিস (স্বত্বাধিকারী) আছে। [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মাসউদী হলে আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ তিনি যঈফ। আর কাসিম ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ তার দাদা আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১৬১৬৯; বাইহাকী; ফারাইয ৬/২৪৩ এর সনদটি সহীহ; সাঈদ ইবনু মানসূর ২২৫ মুনকাতি’ বা বিচ্ছিন্ন সনদে; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৬৭ নং ১১৪৭৪ বিচ্ছিন্ন সনদে। আরও দেখুন, বুখারী ৬৭৫৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬৪)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

৩১৬৪. আবীয যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ বলেছেন : শিশু (ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর) চিতকার করলে (অতঃপর মারা গেলে) তার উত্তরাধিকার প্রদান করা হবে এবং তার জানাযার সালাত পড়তে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আশ’আছ ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারণে। আর এটি জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মাওকুফ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ৩/৩১৯, ১১/৪৮২ নং ১১৫২৯। তবে মারফু’ হিসেবে যঈফ সনদে তিরমিযী, জানাইয নং ১০৩২; মারফু’ হিসেবে ইবনু মাজাহ, জানাইয ১৫০৮ রবী ইবনু বাদর মাতরুক; ইবনু মাজাহ, ফারাইয নং ২৭৫১ মারফু’ হিসেবে হাসান সনদে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০৩২; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১২২৩; মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭২৩৯; আরো দেখুন, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৫/১৫৮ ও ৯/৩০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

৩১৬৫. আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শিশু (ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর) চিৎকার করলে (অতঃপর মারা গেলে) সে ওয়ারিস হবে, আর তাকে ওয়ারিস বানানো হবে এবং তার জানাযার সালাত পড়তে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ শারীক আবী ইসহাক শাইবানীর সাক্ষাত লাভ করেননি। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৪ নং ১১৫৩৫; ইবনু আদী , আল কামিল ৪/১৩২৯। আরো দেখুন, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লাহ ৫/১৫৮ ও ৯/৩০৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬৬)

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يَسْتَهِلُّ وَاسْتِهْلَالُهُ يَعْصِرُ الشَّيْطَانُ بَطْنَهُ فَيَصِيحُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

৩১৬৬. ইকরিমা (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সময় চিতকার করে ; তার চিতকার করার কারণ শয়তান তার পেটে খোঁচা মারে। ফলে সে চিতকার করে (কাঁদতে) থাকে। ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যতিক্রম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইকরিমাহ হতে সামাকের বর্ণনা মুযতারিব (বিক্ষিপ্ত)। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৪ নং ১১৫৩৯ ইবনু আব্বাস হতে মাওকুফ। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আহমাদ ২/২৩৩; বুখারী, বাদউল খালক ৩২৮৬; মুসলিম, ফাযাইল ২৩৬৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৫ নং ১১৫৪২। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৭১; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬২৩৪, ৬২৩৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬৭)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا

৩১৬৭. মাকহুল (রহঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সদ্যজাত শিশু জীবিত অবস্থায় ভুমিষ্ঠ হলেও সশব্দে চিতকার না দেয়া পর্যন্ত সে ওয়ারিস হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ, তবে মুরসাল। তাখরীজ : এ অনুচ্ছেদের হাদীসগুলি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬৮)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ

৩১৬৮. আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত, জাবির বলেছেন, "শিশু (ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর) চিতকার করলে (অতঃপর মারা গেলে) তার জানাযার সালাত পড়তে হবে এবং তার উত্তরাধিকার প্রদান করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ : এটি গত হয়েছে ৩১৬১ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৬৯)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا

৩১৬৯. ইবনু আবী যি'ব হতে বর্ণিত, যুহুরী (রহঃ) বলেন, আমার মতে, হাঁচি দেওয়াই (শিশুর) চিতকার করা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যুহুরী পর্যন্ত সহীহ তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৫ নং ১১৫৪১; আব্দুর রাযযাক ৬৫৯২, ১৮৩৪১, ১৮৩৫৯ ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭০)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ وَكُمِّلَتْ الدِّيَةُ

৩১৭০. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, শিশু চিতকার না করলে (অতঃপর মারা গেলে) তার উত্তরাধিকার প্রদান করা হবে না এবং তার জানাযার সালাতও পড়তে হবে না। কিন্তু চিতকার করলে (অতঃপর মারা গেলে) তার জানাযার সালাত পড়তে হবে এবং তার উত্তরাধিকার প্রদান করা হবে এবং দিয়াত পূর্ণরুপে আদায় করতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যুহুরী পর্যন্ত সহীহ তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ৬৫৯৫; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৩ নং ১১৫৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭১)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ عَنْ السِّقْطِ فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا

৩১৭১. ইউনূস (রহঃ) হতে বর্ণিত, আমরা ইবনু শিহাব যুহুরী (রহঃ) কে ‘অকালপ্রসূত ভ্রূণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বলেন, তার উপর জানাযার সালাত আদায় করা হবে না, এবং নবজাত শিশু সশব্দে চিতকার না দিয়ে (মৃত্যুবরণ করলে) তার উপর জানাযার সালাত আদায় করা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ-এর দুর্বলতার কারণে। ((অপর সনদে সহীহ।–তাখরীজ দেখুন-অনুবাদক)) তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ৬৫৯৮ সনদ সহীহ; ইবনু আবী শাইবা, জানাইয ৩/৩১৮ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭২)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ

৩১৭২. মা'মার হতে বর্ণিত, কাতাদা (রহঃ) বলেন, যদি দু'জন মুকাতাব (চুক্তিকৃত দাস) এর কোনো একজন অপরজনকে ক্রয় করে বলে: ইহা তার মালিকের পক্ষ হতে, (অপরজন বলে) ইহা তার মালিকের পক্ষ হতে। এক্ষেত্রে প্রথম জনের ক্রয়টি সাব্যস্ত হবে (তথা মালিকানা প্রথমজনেরই থাকবে)।
আর মদীনাবাসীগণ বলেন, মালিকানা (অভিভাবকত্ব) হবে বিক্রেতার মালিকের।তারা আরও বলেন, এ ক্রয় মুকাতাবের বলে সাব্যস্ত হবে না, ফলে মালিকানা (অভিভাবকত্ব) হবে মালিকের।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ কাতাদাহ পর্যন্ত সহীহ তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৫৮১০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭৩)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي الْوَلَدَ

৩১৭৩. সাঈদ হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে কোনো স্বাধীন পুরুষ কোনো দাসীকে বিয়ে করলো, সে তো তার নিজেকে অর্ধেক হালকা (দাসত্বে নিপতিত) করে দিলো; অনুরূপ কোনো দাস যখন কোনো স্বাধীন নারীকে বিয়ে করলো, তখন সে যেন তার নিজের অর্ধাংশ মুক্ত করে নিলো। আবূ মুহাম্মদ বলেন, এর অর্থ সন্তান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১৩১০৩; সাঈদ ইবনু মানসূর ৭৩৯-৭৪০; ইবনু আবী শাইবা ৪/১৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭৪)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا يَعْنِي الصَّبِيَّ فَعَلَى مُوَالِيهِ

৩১৭৪. শাইবানী হতে বর্ণিত, কোনো দাস কোনো নারীকে বিয়ে করলো, অত:পর তাকে তালাক দিলো, আর তার গর্ভে এক সন্তান হলো- এ সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) বলেন, যদি সে স্বাধীনা নারী হয়,

তবে সে সন্তানের মাতার উপর থাকবে তার ব্যয়ভার; আর যদি সে - অর্থাৎ সন্তানটি- দাস হয়, তবে এর ব্যয়ভার তার মালিকদের উপর বর্তাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : ইবনু আবী শাইবা ৫/১৫৩ এতে রয়েছে: 'কোনো দাস তার স্ত্রীকে তালাক দিল, তখন তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল, এমতাবস্থায় শাবী বলেন, খোরপোশ তার (স্বামীর) দায়িত্বে থাকবে যতক্ষণ না সে সন্তান প্রসব করছে।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

৩১৭৫. আমীর ও ইবরাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, যে ব্যক্তি (কোনো দাসকে) প্রথম মুক্ত করা আরম্ভ করবে, তার অভিভাবকত্ব সেই ব্যক্তিরই হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১৬৭২৭; ইবনু আবী শাইবা ৬/৫২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ ح وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ وَإِنْ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ

৩১৭৬. হাসান ও ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, যদি কেউ (কোনো দাসকে মুক্তি দানের) নিশ্চয়তা দেয়, তবে মালিকানা তার হবে, আর যদি সেই দাস (অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করার) জন্য চেষ্টা করে, তবে তার মালিকানায় তারা (মালিক ও দাস) উভয়ে শরীক হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর উভয় অংশের সনদ সহীহ। তাখরীজ : হাসানের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শাইবা ৬/৫২১, নং ১৯০০, এর সনদ সহীহ।আর ইবরাহীম এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক ১৬৭২০; ইবনু আবী শাইবা ৬/৫২৩ নং ১৯০৩ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭৭)

حَدَّثَنَا يَعْلَى وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ يُتَمَّمُ عِتْقُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

৩১৭৭. যাকারিয়া হতে বর্ণিত, কোনো দাস দুজন লোকের মালিকানায় রয়েছে, যাদের একজন তার নিজের (মালিকানার) অংশ মুক্ত করে দিল, এমন দাস সম্পর্কে আমির (রহঃ) বলেন, তাকে পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। এরপর যদি তার কোনো সম্পদ না থাকে, তবে দাসটিকে অর্থের বিনিময়ে বাকী অর্ধাংশ মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে চাইতে হবে। আর তার অভিভাবকত্ব বা মালিকানা থাকবে, তার যে তাকে মুক্ত করলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শাবী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১৬৭২৩; ইবনু আবী শাইবা ৬/৫২১ নং ১৯০১। এটি ৩১৭২ নং এ গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭৮)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ قَالَ مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا

৩১৭৮. ইবনু তাউস (রহঃ) হতে বর্ণিত, কোনো দাস দুজন লোকের মালিকানায় রয়েছে, যাদের একজন তার নিজের (মালিকানার) অংশ মুক্ত করে দিল এবং অপর জন তা ধরে রাখলো- এমন দাস সম্পর্কে তার পিতা (তাউস) (রহঃ) বলেন, তার মালিকানা উভয়ের থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, আল ইতক ১০/২৮০ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৭৯)

حَدَّثَنَا هَارُونُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ وَقَالَ قَتَادَةُ هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ

৩১৭৯. মা'মার হতে বর্ণিত, যুহুরী (রহঃ) বলেন, যে তার (মালিকানার) অংশ ধরে রাখবে, সে তার মীরাছ পাবে। আর কাতাদা বলেন, এর মুক্তিদানকারী এর পূর্ণ মীরাছ পাবে এবং এর (বাকী অংশের মুক্তির) অর্থমুল্য তার উপর বর্তাবে। আর এটিই কুফাবাসীদের (হানাফীদের) মত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীসটি দেখুন। এছাড়াও, আব্দুর রাযযাক ১৫৬৭২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮০)

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مُكَاتَبًا وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ قَالَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ

৩১৮০. আব্দুল মালিক হতে বর্ণিত, আতা (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনো এক লোক তার একটি মুকাতাব (অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দানের চুক্তিকৃত) দাস, কয়েকজন পূত্র ও কন্যা রেখে মৃত্যু বরণ করেন। এ লোকের কন্যাগণ এ দাসের মালিকানা (অভিভাবকত্ব)-এর অংশীদার হবে কি? তিনি বললেন, তার মুকাতাব চুক্তিতে স্পষ্টভাবে লিখিত ধারা অনুসারে নারীরা মীরাছ পাবে, তবে নারীদেরকে বাদ দিয়ে কেবল পুরুষরাই এর (দাসের) মালিকানা লাভ করবে। যতক্ষণ না তারা (নারীরা) (অর্থের বিনিময়ে দাস মুক্তিদানের) চুক্তি করে, অথবা, তারা (কোনো দাসকে) মুক্তিদান করে (তখন তারা মালিকানা লাভ করবে।)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, মুকাতাব ১০/৩৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮১)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

৩১৮১. লাইছ হতে বর্ণিত, তাউস (রহঃ) বলেন, নারীরা (কোনো দাসের) মালিকানা পাবে না, তবে যখন তারা (কোন দাসকে) মুক্তি দান করবে, অথবা তারা (নারীরা) যাকে মুক্তি দান করেছে, সেই মুক্ত দাস অপর কাউকে মুক্তি দান করবে, (তখন নারীরা এর মালিকানা লাভ করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ লাইছ ইবনু আবী সালীমের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৬২৬৬ সহীহ সনদে তাউস বলেন, নারীরা মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে।' এছাড়াও, আব্দুর রাযযাক ১৬২৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ

৩১৮২. ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বরেন, এক লোক একটি মুকাতাব দাস রেখে মৃত্যু বরণ করে। এরপর মুকাতাব দাসটিও কিছু সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে। তখন ইবনুল মুসাইয়্যিব এবং আবূ সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ) মুকাতাব দাসের চুক্তির পরিমাণ সম্পদ তার মনিবের ছেলে-মেয়ে উভয়ের মাঝে তাদের প্রাপ্য মীরাছ অনুপাতে বন্টন করে দিলেন এবং লিখিত চুক্তির অতিরিক্ত সম্পদ মনিবের সন্তানদের মধ্যে নারীদের বাদ দিয়ে কেবল পুরুষ সন্তান (তথা ছেলেদের) মাঝে বন্টন করে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আবী সালামাহ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১৫৭৬৯; বাইহাকী, মুকাতাব ১০/৩৪১; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৪৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ وَلَا يَرِثُونَ النِّسَاءَ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ

৩১৮৩. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার, আলী এবং যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মালিকানা পাবে নিকটবর্তী বয়স্ক আত্মীয়। আর নারীরা (কোনো দাসের) মালিকানার ওয়ারিস হয় না, যদি না তারা (কোনো দাসকে) মুক্ত করে কিংবা (অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দানের) চুক্তি করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, তবে এটি মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৮ নং ১১৫৫০; বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩০৬; আব্দুর রাযযাক ১৬২৬৩ এ সনদের হাসান ইবনু আম্মারাহ মাতরুক। এটি পুর্বে গত হয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

৩১৮৪. খালিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবী কিলাবাহ (রহঃ) হতে...[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আবী কিলাবাহ আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ আল জারমী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৮-৩৮৯ নং ১১৫৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮৫)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

৩১৮৫. এবং যুহরী (রহঃ) হতে, সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহঃ) হতে বর্ণিত,...[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৯ নং ১১৫৫৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮৬)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ

৩১৮৬. আবী যিনাদ হতে বর্ণিত, সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তারা সকলেই বলেছেন: নারীরা (কোনো দাসের) মালিকানার ওয়ারিস হয় না, যদি না তারা (কোনো দাসকে) মুক্ত করে কিংবা (অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দানের) চুক্তি করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৪৮০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ

৩১৮৭. আশ’আস (রহঃ) হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, নারীরা (কোনো দাসের) মালিকানা পাবে না, তবে যখন তারা (কোন দাসকে) মুক্তি দান করবে, অথবা তারা (নারীরা) যাকে মুক্তি দান করেছে, সেই মুক্ত দাস অপর কাউকে মুক্তি দান করবে, (তখন নারীরা এর মালিকানা লাভ করবে)। তবে লিয়ানকারীণী স্ত্রীলোক ব্যতীত। কেননা, সে স্ত্রীলোক তার সেই ছেলে কর্তৃক মুক্ত দাসের ওয়ারিস হবে, যাকে তার পিতা অস্বীকার করেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৮ নং ১১৫৫২; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৪৮১ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ

৩১৮৮. সালিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মেয়েদেরকে বাদ দিয়ে তাঁর পিতা (আব্দুল্লাহ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মুক্ত দাসদের ওয়ারিস হতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি। দেখুন, ৩১৮৯ নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৮৯)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ بَنِيهَا فَوَرِثُوهَا مَالًا وَمَوَالِيَ ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا قَالَ يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ

৩১৮৯. খালিদ আল হাজ্জা হতে বর্ণিত, এক স্ত্রীলোক তার এক পুত্র রেখে মৃত্যু বরণ করে, ফলে তার সে পুত্র তার সম্পদ ও কয়েকটি দাস ওয়ারিস সূত্রে লাভ করে। এরপর স্ত্রীলোকের সে পুত্রটি মৃত্যুবরণ করে- এ সম্পর্কে আবী কিলাবাহ (রহঃ) বলেন, এ মহিলার আসাবা (নিকটাত্মীয়)-গণের নিকট এ দাসদের মালিকানা প্রত্যাবর্তিত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আবী কিলাবাহ আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ আল জারমী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৮-৩৮৯ নং ১১৫৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯০)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ

৩১৯০. মানসূর (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো লোক তার এক দাসের সাথে মুকাতাবাহ (নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদানের) চুক্তি করলো এরপর লোকটি মৃত্যুবরণ করলো, আর সে কয়েকটি কন্যা ও পুত্র রেখে গেল। এ (দাসের মালিকানা) সম্পর্কে তিনি বলেন, মেয়েরা ব্যতীত পুত্রগণই এর মালিকানা লাভ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৯ নং ১১৫৫৭; বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯১)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلًى قَالَ الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا

৩১৯১. ইউনূস (রহঃ) হতে বর্ণিত, যে স্ত্রীলোক তার এক মুক্তদাস রেখে মৃত্যুবরণ করে- তার সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলতেন, তার পুত্রগণ এর মালিকানা পাবে এবং তারা মৃত্যু বরণ করলে সেই স্ত্রীলোকের আসাবা (নিকটাত্মীয়) গণের নিকট এ দাসের মালিকানা প্রত্যাবর্তিত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ : আব্দুর রাযযাক ১৬২৫৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯২)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ بِنَفْسِهَا

৩১৯২. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, নারীরা (কোনো দাসের) মালিকানা স্বত্ব পাবে না, তবে যাকে (দাসকে) তারা নিজে মুক্ত করে, তা ব্যতীত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৮৯ নং ১১৫৫৬, ১১৬৭১; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৪৮১ সনদ সহীহ; আব্দুর রাযযাক ১৬২৬১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯৩)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ قَالَ مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ

৩১৯৩. মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর একটি মুক্ত দাস মৃত্যু বরণ করলে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যাইদ ইবনু ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, উমারের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কণ্যাগণের কী তার (এ দাসের মালিকানার) মীরাছে কোনো অংশ আছে? তিনি বললেন, আমি মনে করি তাদের এতে কোনো অংশ নাই, তবে আপনি যদি মনে করেন তাদেরকে কিছু দেবেন, তবে আমি তাদেরকে কিছু দিতে পারি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুহাম্মদ ইবনু সীরীন পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৫৭৭৬; বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩০৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯৪)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ

৩১৯৪. হিশাম (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মীরাছের অংশ পাবে, সে-ই মালিকানা লাভ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩০৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَمَاتَتْ فَخَاصَمَتْ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ قَالَ فَأَتَى الْبَيِّنَةُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

৩১৯৫. আবূ বাকর ইবনু আমর ইবনু হাযম হতে বর্ণিত যে, মুহারিব গোত্রের এক মহিলা তার এক দাসের মালিকানা দাসের নিজের জন্য সাব্যস্ত করলো, তথা সে তাকে মুক্তি দিল। তখন সে মুক্ত দাস

নিজেকে আব্দুর রহমান ইবনু আমর ইবনু হাযমকে নিজের মালিকানা প্রদান করলো। এরপর স্ত্রীলোকটি মৃত্যুবরণ করলে তার মুক্ত দাসেরা উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট মোকদ্দমা দায়ের করলো। তখন তিনি তার বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ চাইলেন। তখন সে প্রমাণ হাজির করলো। তখন উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, তুমি গিয়ে যাকে ইচ্ছা তোমার ওলী (মালিক/অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করো।আবূ বাকর বলেন, তখন সে আব্দুর রহমান ইবনু আমর ইবনু হাযমকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৬/১২৪ নং ৫১৮; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২২৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯৬)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

৩১৯৬. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসের মালিকানা (অভিভাবকত্ব) ক্রয়-বিক্রয় করা ও তা হিবা (দান) করা হতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ২৬০৭ নং এ। পরের হাদীসটিও দেখুন। ((মালিক, আল ইতক ২০; বুখারী, আল ইতক ২৫৩৫; মুসলিম, আল ইতক ১৫০৬।))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯৭)

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

৩১৯৭. (অপর সনদে) ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসের মালিকানা (অভিভাবকত্ব) ক্রয়-বিক্রয় করা ও তা হিবা (দান) করতে নিষেধ করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ২৬০৭ নং এ। আগের হাদীসটিও দেখুন। (মালিক, আল ইতক ২০; বুখারী, আল ইতক ২৫৩৫; মুসলিম, আল ইতক ১৫০৬।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯৮)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

৩১৯৮. আতা হতে বর্ণিত, আমি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, দাসের মালিকানা (অভিভাবকত্ব) ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না এবং তা হিবা (দান) করাও যাবে না; বরং যে ব্যক্তি তাকে মুক্তি দান করবে, মালিকানা তারই থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৬১৪৫; ইবনু আবী শাইবা ৬/১২২ নং ৫০৬ ও ১১/৪১৮ নং ১১৬৫৭; বাইহাকী, ওয়ালা ১০/২৯৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩১৯৯)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

৩১৯৯. ইবরাহীম হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, দাসের মালিকানা (অভিভাবকত্ব) ‘নসব’ বা বংশ সম্পর্কের মতই (নিকটতর) বন্ধন। তা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না এবং তা হিবা (দান) করাও যাবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, তবে জাফর ইবনু আউন সাঈদ বিন আবী আরুবাহ হতে (ইখতিলাতের) পূর্বে শুনেছেন কি-না তা আমরা জানতে পারিনি। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৬১৪২; ইবনু আবী শাইবা ৬/১২২ নং ৫০৭ ও ১১/৪১৮ নং ১১৬৫৬; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৭৮; বাইহাকী, ওয়ালা ১০/২৯৪। এ সনদগুলি সবই মুনকাতি’ বা বিচ্ছিন্ন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০০)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْوَلَاءِ

৩২০০. হাসান ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে দাসের মালিকানা (অভিভাবকত্ব) ক্রয়-বিক্রয় করাকে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) জানতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৬১৪৭ (সহীহ সনদে), ১৬১৪৯; ইবনু আবী শাইবা ৬/১২২ নং ৫১০; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৮৪;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০১)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ

৩২০১. আতা হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, দাসের মালিকানা (অভিভাবকত্ব) ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। কোনো লোকের দাসকে কি দু'বার ধ্বংস করা হবে?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আব্দুর রাযযাকে ইবনু জুরাইজ হতে এটি 'হাদ্দাসানা' শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৬১৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لَا نُعِيلُهَا

৩২০২. আতা হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ফারাইযের ছয়টি ভাগ, আমরা একে 'আউল' করব (বাড়াব) না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। ইবনু জুরাইজ এটি 'আন আন' শব্দে

বর্ণনা করেছেন আর তিনি মুদাল্লিস রাবী। ((অপর একটি সহীহ সনদেও বর্ণিত, দেখুন তাখরীজে।–অনুবাদক))
তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৮২ নং ১১২৩৬; আব্দুর রাযযাক ১৯০৩৫ (মুনকাতি' ও সম্ভবত মু'দাল সনদে); সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৫ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَضَى فِيهَا فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَذَا قَالَ هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِرًا وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِرًا يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَتَيْنِ قَالَ فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِي قَالَ لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ اللَّهُ نَقَصَكَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةٌ فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ

৩২০৩. শুরাইহ ইবনুল হারিছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মৃত স্ত্রীলোকের) দু' কন্যা, পিতা-মাতা ও স্বামীর অংশের ব্যাপারে (কুফার কাযী) শুরাইহ (রহঃ) এর নিকট অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিলেন। এরপর স্বামী মসজিদে গিয়ে তার (শুরাইহ'র) ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে লাগলো। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু রাবাহ লোক পাঠিয়ে তাকে ধরে এনে শুরাইহ'র নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আর বললেন, দেখেন তো, এ লোকটি (আপনার সম্পর্কে) কী বলে? তখন তিনি (শুরাইহ) বললেন, এ লোকটি মনে করে যে আমি যালিম, আর আমি মনে করি এ লোকটি ফাসিক-ফাজির (পাপী)। সে প্রকাশ্যে অভিযোগ পেশ করছে এবং প্রচলিত ফায়সালাকে গোপন করছে। তখন লোকটি জিজ্ঞেস করলো, দু' কন্যা, পিতা-মাতা এবং স্বামী সম্পর্কে আপনার ফায়সালা কী? তিনি বললেন, স্বামী পাবে পুরো সম্পদের এক চতুর্থাংশ, পিতা-মাতা পাবে দুই ষষ্ঠাংশ এবং বাকী সম্পদ দু' কন্যা পাবে।
তাহলে আপনি আমাকে কম দিলেন কেন? তিনি বললেন, আমি তোমাকে কম দেইনি, বরং আল্লাহই তোমাকে কম দিয়েছেন। দু' কন্যা পাবে দুই তৃতীয়াংশ, পিতা-মাতা পাবে দুই ষষ্ঠাংশ এবং স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ। ফলে পুরো সম্পদকে সাড়ে সাত ভাগে ভাগ করতে হবে। আর তোমার অংশ হবে 'আওল'কৃত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। শুরাইহ ইবনুল হারিছ কুফী কাযী শুরাইহ হতে বর্ণনার ব্যাপারে আমি তার জীবনী পাইনি। বাকী রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: এটি আমি এ বর্ণনা

পরম্পরায় পাইনি; তবে ওয়াকী তার কিতাব ‘আখবারুল কাযাহ’ ২/৩৬৪ এ মুহাম্মদ ইবনু সীরীন হতে, তিনি শুরাইহ হতে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যার সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَزَيْدٍ قَالُوا الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

৩২০৪. শা’বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আলী, উমার ও যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পিতা তার সন্তানের (দাসের) মালিকানা চালিয়ে নেবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আশ’আস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৭ নং ১১৫৮৩; আব্দুর রাযযাক ১৬২৭৬, ১৬২৭৭ কেবল উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মুনকাতি’ সনদে। দেখুন বাইহাকী, ওয়ালা ৬/৩০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ

৩২০৫. আশ’আস হতে বর্ণিত, শা’বী (রহঃ) বলেন, দাদা মালিকানা ধরে রাখবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আশ’আসের দুর্বলতার কারণে যঈফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৭, ৪০০ নং ১১৫৮৩, ১১৫৯৪; আব্দুর রাযযাক নং ১৬২৮৬ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

৩২০৬. ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত, শুরাইহ (রহঃ) বলেন, তার সন্তানের ওয়ালা’ বা অভিভাবকত্ব পিতার নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদও পূর্বের হাদীসটির মতই যঈফ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৬২৭৮, ১৬২৭৯; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৮, ৩৯৯ নং ১১৫৮৭, ১১৫৮৯; বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০৭)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ وَلَهُ بَنُونَ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ قَالَ لِمَوَالِي الْجَدِّ

৩২০৭. যাকারিয়া (রহঃ) হতে বর্ণিত, কোনো এক দাস মৃত্যু বরণ করলো, তার পিতা ছিল স্বাধীন পুরুষ এবং তার স্ত্রী ছিল একজন দাসী যার গর্ভে তার কয়েকটি পুত্র ছিল। আমির (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ ব্যক্তির সন্তানের মালিকানা (অভিভাবকত্ব) কে পাবে? তিনি বললেন, দাদার মালিক/মনিবগণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা'বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩০৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০৮)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ امْرَأَةٍ أَحْرَارٌ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

৩২০৮. মুগীরা হতে বর্ণিত, এক মুকাতাব (অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদানের চুক্তিকৃত) দাস তার চুক্তিকৃত অর্থের অর্ধেক পরিশোধ করেই মৃত্যুবরণ করলো। আর তার স্বাধীনা স্ত্রীর গর্ভের একটি সন্তান রয়েছে। এ লোক সম্পর্কে ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, আমি তো কেবল একথাই মনে করি, সে (তার মালিক/ মনিব) তার সন্তানের মালিকানা ফিরে নিয়ে গেছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৬২৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২০৯)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ فَحَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ

৩২০৯. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শুরাইহ কোনো মামলার রায় দিয়ে দিলে তিনি তা থেকে আর প্রত্যাবর্তন করতেন না। কিন্তু আসওয়াদ যখন তার নিকট বর্ণনা করলেন যে, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যখন কোনো দাস কোনো স্বাধীনা নারীকে বিয়ে করে, আর সে নারী স্বাধীন সন্তান জন্ম দেয়, অত:পর সে লোকটি স্বাধীন হয়ে গেলে (সেই সন্তানদের) মালিকানা (অভিভাবকত্ব) তাদের পিতার মালিক/মনিবের নিকট ফিরে যাবে।' তখন শুরাইহ এ মত গ্রহণ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩০৭; আব্দুর রাযযাক নং ১৬২৮৭; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৯ নং ১১৫৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১০)

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ فَإِذَا عُتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ

৩২১০. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি কোনো দাসের অধীনে কোনো মুক্ত স্ত্রীলোক থাকে যার সন্তানদেরকে তার মাতার মুক্তি দানের মাধ্যমে মুক্তি দান করা হয়, এমতাবস্থায় পিতা মুক্তি পেলে ওয়ালা' তথা অভিভাবকত্ব চলে যাবে তার পিতার নিকট।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে এটি মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। ইবরাহীম নাখঈ উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তাখরীজ: বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩০৬; আব্দুর রাযযাক নং ১৬২৭৬, ১৬২৭৭; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৭ নং ১১৫৮১। তবে অপর সনদে বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩০৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৯৭ নং ১১৫৮২ এর সনদটি সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১১)

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ قَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهَا وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ حُرٌّ فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهِ

৩২১১. কাছীর ইবনু শিনজীর হতে বর্ণিত, যদি কোনো দাসের অধীনে কোনো মুক্ত স্ত্রীলোক থাকে, এক্ষেত্রে আতা (রহঃ) বলেন, সে স্ত্রীলোক এ লোকের ওরসে যে সন্তান জন্ম দেবে, সে যদি দাস হয়, তখন এ সন্তানের ওয়ালা' বা অভিভাবকত্ব পাবে সে স্ত্রীলোকের (মুক্তিদানকারী) অভিভাবকগণ। আর সে স্ত্রীলোক এ লোকের ওরসে যে মুক্ত/স্বাধীন সন্তান জন্ম দেবে, সে সকল সন্তানের ওয়ালা' বা অভিভাবকত্ব পাবে সে পুরুষের (মুক্তিদানকারী) অভিভাবকগণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আতা পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৪০৩ নং ১১৫৯৭; আব্দুর রাযযাক নং ১৬২৯০ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১২)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ

৩২১২. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যদি কোনো দাসের অধীনে কোনো মুক্ত স্ত্রীলোক থাকে , আর তার গর্ভে সেই দাসের পক্ষের কোনো ছেলে থাকে, ফলে সে ছেলেকে তার মাতার মুক্ত হওয়ার কারণে মুক্তি দান করা হবে, আর তার ওয়ালা' বা অভিভাবকত্ব লাভ করবে সে স্ত্রীলোকের অভিভাবকগণ। এরপর যখন তার পিতা মুক্তি পাবে, তখন তার (ছেলের) ওয়ালা' তথা অভিভাবকত্ব চলে যাবে তার পিতার অভিভাবকগণের নিকট।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। তাখরীজ: বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩০৬। বাইহাকী বলেন, এটি মুনকাতি', তবে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে এটি মুত্তাসিল হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে...।" আর এটি ৩২০৬ এ গত হয়েছে যেখানে আমরা এটি মুনাকাতি' ও মুত্তাসিল উভয়টি তাখরীজ করেছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১৩)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ أُمِّي مَوْلَاةً لِلْحُرَقَةِ وَكَانَ أَبِي يَعْقُوبُ مُكَاتَبًا لِمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَدَّى كِتَابَتَهُ فَدَخَلَ الْحُرَقِيُّ عَلَى عُثْمَانَ يَسْأَلُ الْحَقَّ يَعْنِي الْعَطَاءَ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ فَقَالَ ذَاكَ مَوْلَايَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ

৩২১৩. আলা’ ইবনু আব্দুর রহমান তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার মাতা ছিলেন একজন অগ্নিদগ্ধ মহিলার মুক্ত দাসী। আর আমার পিতা মালিক ইবনু আউস ইবনুল হাদাছানী আন নাসরীর সাথে মুকাতাবাহ’ (অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দানে চুক্তি)-তে আবদ্ধ ছিলেন। এরপর আমার পিতা তার সকল অর্থ পরিশোধ করে দেন। তখন অগ্নিদগ্ধ লোকটি উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট গিয়ে আমার উপর তার অধিকার চাই - তথা আমাকে দান হিসেবে চায়; তখন মালিক ইবনু আউস তার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বলেন, এ তো আমার মুক্ত দাস। তখন তারা উভয়ে উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করেন। তখন তিনি ফায়সালা করেন যে, তাকে (আমর পিতাকে) অগ্নিদগ্ধ লোকটি পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক এটি ‘আন আন’ শব্দে বর্ণনা করেছেন আর তিনি মুদাল্লিস। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। তবে দেখতে পারেন, বাইহাকী, ওয়ালা ১০/৩১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১৪)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي سَهْمُ بْنُ يَزِيدَ الْحَمْرَاوِيُّ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَكَتَبَ أَنْ اقْتَسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمْ الْعَطَاءَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمْ الْعَطَاءَ فِي عِرَافَتِهِ

৩২১৪. সাহম ইবনু ইয়াযিদ আল হামরাঈ হতে বর্ণিত, একটি লোক মৃত্যু বরণ করলো যার কোন ওয়ারিস ছিল না। তার ব্যাপারে তিনি খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) এর নিকট জানতে চেয়ে চিঠি পাঠালেন। তখন তিনি জবাবে লিখে পাঠালেন যে, যাদের সাথে থেকে সে সরকারী অনুদান গ্রহণ করতো, তাদের তাদের মাঝে এর মীরাছ বন্টন করে দাও। তখন যাদের সাথে থেকে

সে (সরকারী) অনুদান গ্রহণ করতো, তার সেসকল পরিচিত জনদের মাঝে এর মীরাছ বন্টন করে দেওয়া হলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। তবে দেখতে পারেন, আব্দুর রাযযাক নং ১৬২৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

৩২১৫. ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়াতযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, এমতাবস্থায় সে দু’টি রাতও কাটাবে অথচ তার নিকট তার অসীয়াত লিখিত থাকবে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ওয়াসাইয়া ২৭৩৮; মুসলিম, ওয়াসিয়া ১৬২৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৫১২, ৫৫৪৬, ৫৮২৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০২৪, ৬০২৫ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭১৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১৬)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ الْمُؤْمِنُ لَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ وَلَا تَزَالُ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ

৩২১৬. আবূ আশহাব হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, মু’মিন ব্যক্তি তার নিকট ওয়াসীয়াত (লিখিত) না রেখে কিছুই খায় না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১৭)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ مَا فَعَلَ أَبُوكَ قُلْتُ مَاتَ قَالَ فَهَلْ أَوْصَى فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَ وَصِيَّتُهُ تَمَامًا لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَقَالَ غَيْرُهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو

৩২১৭. কাসিম ইবনু উমার (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে ছুমামাহ ইবনু হাযন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমার পিতার কী অবস্থা? আমি বললাম, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বললেন, তবে তিনি কি কোন ওয়াসীয়াত করে গেছেন? কেননা, বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কোনো লোক ওয়াসীয়াত করে তখন তার যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো কমতি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে ওয়াসীয়াত তার ক্ষতিপুরণ হয়ে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২০৫ নং ১০৯৮২; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩৩০; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৪৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১৮)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ يُقَالُ مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ

৩২১৮. শা'বী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোনো ওয়াসীয়াত করলো, যেখানে সে কোনো জুলুম-বাড়াবাড়ি ও অন্যায় করেনি, তার জীবদ্দশায় তা সাদাকা করলে যে সাওয়াব পেতো, এ জন্য সে অনুরূপ সাওয়াব পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা'বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২০৩ নং ১০৯৭৯; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩২৯; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ২৪৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২১৯)

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قِيلَ لِهَرِمِ بْنِ حَيَّانَ أَوْصِهْ قَالَ أُوصِيكُمْ بِالْآيَاتِ الْأَوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ وَقَرَأَ ابْنُ حَيَّانَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

৩২১৯. কায’আহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হারিম ইবনু হাইয়ানকে বলা হলো, আপনি আমাদেরকে ওয়াসীয়াত করুন (উপদেশ দিন)। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সুরা নাহলের শেষের কয়েকটি আয়াত ওয়াসীয়াত করছি’- এ কথা বলে তিনি তিলাওয়াত করলেন, “তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে যুক্তিতর্ক কর সদ্ভাবে; তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সতপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত। যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি প্রতিশোধ গ্রহণ করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য্যধারণ করলে ধৈর্য্যশীলদের জন্য ওটাও তো উত্তম। তুমি ধৈর্য্যধারণ করো, তোমার ধৈর্য্য তো হবে আল্লাহর সাহায্যে; তাদের জন্য দু:খ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনক্ষুণ্ন হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সতকর্ম পরায়ণ।”[1] (সুরা নাহল: আয়াত ১২৫-১২৮)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা’বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/১২১; ইবনু আবী শাইবা ১৩/৫৬২ নং ১৭২৮৩ সহীহ সনদে; আহমাদ, যুহদ পৃ: ২৩১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ فَقَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامَةٍ

৩২২০. তালহা ইবনু মুসাররিফ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু আবী আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি অসীয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর অসীয়াত

ফরজ করা হলো, কিংবা ওয়াসিয়াতের নির্দেশ দেয়া হলো? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাব (অনুসারে 'আমল করার) জন্য অসীয়াত করেছেন।[1]হুযাইল ইবনু শুরাহবিল (রহঃ) বলেন, আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওসীয়াত অনুযায়ী নির্দেশ দিতে পছন্দ করতেন। আবূ বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে ভালবাসতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে নির্দেশই পান, তার লাগাম তিনি তার নাকে পরেন।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ওয়াসাইয়া ২৭৪০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬০২৩ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৩৯ তে। এছাড়াও, ইবনু মাজাহ, ওয়াসাইয়া ২৬৯৬; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ২/১/৪৯; ইবনু আবী শাইবা ১১/২০৬ নং ১০৯৮৬।
[2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আগের সনদটির সাথে মাওসুল (সংযুক্ত)। তাখরীজ: মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৩৯; ইবনু মাজাহ, ওয়াসাইয়া ২৬৯৬; ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ২/১/৪৯।হাফিজ (ইবনু হাজার) ফাতহুল বারী ৫/৩৬১ তে একে ইবনু মাজাহ ও আবূ আওয়ানাহ'র সাথে সম্বোন্ধিত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ الْخَيْرُ الْمَالُ كَانَ يُقَالُ أَلْفًا فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

৩২২১. হাম্মাম হতে বর্ণিত, (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّة) "যখন তোমাদের কারও মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, সে যদি তখন ধন-সম্পত্তি ছেড়ে যায় তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্যে বৈধভাবে ওয়াসীয়াত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হলো, আল্লাহভীরুদের জন্য এটি অবশ্যকরণীয়।" (সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৮০)
এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদা (রহঃ) বলেন, (এখানে) 'আল খাইর' অর্থ 'মাল'-সম্পদ। আর বলা হতো: এক হাজার ও তার অধিক সম্পদে (ওসীয়াত কার্যকর)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ২/১২১; ইবনু আবী শাইবা ১১/২০৮ নং ১০৯৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ أَوْصَى ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَرْغَبُوا أَنْ يَكُونُوا مَوَالِيَ الْأَنْصَارِ وَإِخْوَانَهُمْ فِي الدِّينِ وَأَنَّ الْعِفَّةَ وَالصِّدْقَ خَيْرٌ وَأَتْقَى مِنَ الزِّنَا وَالْكَذِبِ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِي هَذَا قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ ثُمَّ ذَكَرَ حَاجَتَهُ

৩২২২. মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি সে কথার দ্বারাই ওয়াসীয়াত করেন, অথবা এ হলো সেই কথামালা যার দ্বারা মুহাম্মদ ইবনু আবী আমরাহ তার ছেলেদেরকে এবং তার পরিবারবর্গ কে ওয়াসীয়াত করেন। তা হলো, "অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকরূপে গড়ে নাও, আর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।" (সুরা আনফাল: ১)
আর তিনি সে কথার দ্বারাই তাদেরকে ওয়াসীয়াত করেন, যার দ্বারা ইবরাহীম ও ইয়া'কুব আলাইহিমাস সালাম তাঁদের নিজ নিজ ছেলেদেরকে কে ওয়াসীয়াত করেন: "হে আমার বংশধর: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করেছেন, অতএব, তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা বাকারাঃ ১৩২) এছাড়া, তিনি তাদেরকে আরও ওয়াসীয়াত করেন যে, তারা আনসারদের মাওলা ও দ্বীনী ভাই হওয়ার কামনা করবে না; চারিত্রিক পবিত্রতা ও সততা-সত্যবাদিতা যিনা ও মিথ্যাচারিতা হতে উত্তম ও স্থায়ী। আমার এ ওয়াসীয়াত পরিবর্তন করার পূর্বেই আমার এ অসুস্থতায় কিছু ঘটে যায় (তার মুত্যু হয়), এ বলে তিনি তার (ওয়াসীয়াতকৃত) বস্তুর কথা উল্লেখ করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুহাম্মদ ইবনু সীরীন পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩২ নং ১১০৭৮; বাইহাকী, ওয়াসাইয়া ৬/২৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২৩)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْ يُطِيعُوا

اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا

৩২২৩. ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অমুকের পুত্র অমুক যেভাবে ওয়াসীয়াত করে, তারাও তদ্রূপ ওয়াসীয়াত করতেন যে, সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর যে, নিশ্চয়ই কিয়ামত আগমন করবে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কবরে যারা আছে তাদেরকে পুনুরুত্থিত করবেন।
তার পরে তার পরিবারের যারা বেঁচে থাকবে, তাদের জন্য তিনি ওয়াসীয়াত করেন যে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকরূপে গড়ে নেয়, আর যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে তবে তারা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।
আর তিনি সে কথার দ্বারা তাদেরকে ওয়াসীয়াত করেন, যা দ্বারা ইবরাহীম ও ইয়া'কুব আলাইহিমাস সালাম তাঁদের নিজ নিজ ছেলেদেরকে কে ওয়াসীয়াত করেন: "হে আমার বংশধর: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করেছেন, অতএব, তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" সূরা বাকারাঃ ১৩২) তিনি আরও ওয়াসীয়াত করেন, তার অসুস্থতার কারণে তার কোনো কিছু (তথা মৃত্যু) ঘটে যায়, তবে তার (ওয়াসীয়াতকৃত) বস্তু হলো এই এই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান আবী বাকর ইবনু আইয়াশ এর কারণে। তবে তিনি এ বর্ণনায় একাকী নন, তার মুতাবিয়াত (অনুসরণে) বর্ণনা রয়েছে। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩২৬; দারুকুতনী ৪/১৪৫; বাইহাকী, ওয়াসাইয়া ৬/২৮৭; ইবনু আবী শাইবা ১১/২৩২ নং ১১০৭৮ এর সনদ সহীহ; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩১৯; বাযযার, কাশফুল আস্তার ২/১৩৬ নং ১৩৭৫; আর আমরা মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭১৭৬ এ এর তাখরীজ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২৪)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ مَكْحُولٍ حِينَ أَوْصَى قَالَ تَشَهَّدُ هَذَا مَا شَهِدَ بِهِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَمُوتُ وَيُبْعَثُ وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِمَّا فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ

৩২২৪. হাফস ইবনু গায়লান (রহঃ) হতে বর্ণিত, মাকহুল (রহঃ) ওয়াসীয়াত করার সময় বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, ফলে তুমিও সাক্ষ্য দাও: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাগুতের প্রতি কুফরী করেন-এর উপরই তিনি জীবিত ছিলেন, মৃত্যু বরন করবেন ইনশা আল্লাহ, পুনুরুত্থিত হবেন আর তিনি ওয়াসীয়াত করলেন সেই সম্পদ থেকে, আল্লাহ যা তাঁকে দান করেছেন, এবং যা তিনি ছেড়ে গেলেন, যদি এ ওয়াসীয়াতে যা রয়েছে তার কোনো কিছুই পরিবর্তন সে না করে, তবে তার কিছু (তথা মৃত্যু) ঘটে গেলে, তা (ওয়াসীয়াতকৃত বস্তু) হবে এই এই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, তবে ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি। পরবর্তী টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২৫)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ

৩২২৫. মাকহুল (রহঃ) হতে বর্ণিত, এটি আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ওয়াসীয়াত ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: পূর্ববর্তী টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২৬)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَإِنِّي آمُرُ نَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ فِي الْعَابِدِينَ وَنَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ وَأَنْ نَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

৩২২৬. আবী হাইয়ান তাইমীর পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রবী'ঈ ইবনু খাইছাম তার ওয়াসীয়াত পত্র লিখেন এভাবে যে:
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি:এটি রবীঈ ইবনু খায়ছাম এর পক্ষ হতে ওয়াসীয়াত আর সে এ ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রাখছে। আর তার নেককার বান্দাগণের জন্য সাক্ষী হিসেবে, প্রতিদানকারী ও ছাওয়াবদানকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তাই আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আমি নিজেকে ও যারা আমার অনুসরণ করে তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, আমরা যেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত থেকে আল্লাহর ইবাদত করি, প্রশংসাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত থেকে আল্লাহর প্রশংসা করি এবং মুসলিমদের ঐক্যের প্রতি নসীহত করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, ওয়াসাইয়া ৬/২৮৭; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩২৭; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২৭)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوَصِيَّةَ فَقَالَ عَلِيٌّ قَالَ اللَّهُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَلَا أُرَاهُ تَرَكَ خَيْرًا قَالَ حَمَّادٌ فَحَفِظْتُ أَنَّهُ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ مِائَةٍ

৩২২৭. হিশাম (রহঃ) তাঁর পিতা (উরওয়া (রহঃ)) হতে বর্ণনা করেন যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদা কোনো এক রোগীর নিকট গেলেন। তখন লোকেরা লোকটিকে ওয়াসীয়াতের কথা বললে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّة) ("যখন তোমাদের কারও মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, সে যদি তখন ধন-সম্পত্তি ছেড়ে যায় তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্যে বৈধভাবে ওয়াসীয়াত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হলো, আল্লাহভীরুদের জন্য এটি অবশ্যকরণীয়।" সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৮০)
আর আমার ধারণা, সে (অধিক) সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে না। হাম্মাদ বলেন, আমার মনে আছে যে, সে লোকটি সাতশ' (দিরহাম) থেকে কিছু বেশি রেখে গিয়েছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: পরবর্তী টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُهُ فَقَالَ أُوصِي قَالَ لَا لَمْ تَدَعْ مَالًا فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِكَ

৩২২৮. হিশাম (রহঃ) তাঁর পিতা (উরওয়া (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইবনু আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদা কোনো এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তখন লোকটি বললো, আমি কি ওয়াসীয়াত করব? আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: না, সে (অধিক) সম্পদ ছেড়ে যাও নি। ফলে তুমি তোমার সম্পদ তোমার ছেলে-মেয়ের জন্য রেখে যাও।[1] (তোমার ছেড়ে যাওয়া সামান্য সম্পদ তোমার ছেলে-মেয়ে পাবে)

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩৫১, ১৬৩৫২; ইবনু আবী শাইবা ১১/২০৮ নং ১০৯৯২; বাইহাকী, ওয়াসাইয়া ৬/২৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২২৯)

حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ

৩২২৯. মানসূর হতে বর্ণিত, যে লোক ওয়াসীয়াত করলো, আর তথায় ওয়ারিসগন উপস্থিত আছে এবং এতে তারা সম্মতও, এ সম্পর্কে ইবরাহীম (রহঃ) বলেন: তা জায়েয হবে না। আবী মুহাম্মদ বলেন, এর অর্থাত: পরে যদি তারা (ওয়ারিসগণ) অস্বীকার করে (তবে তা জায়িয হবে না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৮৯ দু'টি সূত্রের একটি জাহালতসহ এবং অপর সনদটি সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩০)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا قَالَا لَا يَجُوزُ

৩২৩০. শু'বাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হাকাম ও হাম্মাদ কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোনো (জীবিত অবস্থায় কোনো লোকের) ওলীগণ (তার অভিভাবকগণ) ওয়াসীয়াতকে অনুমোদন করলো, এরপর লোকটি মৃত্যু বরণ করলে তারা যদি তা অনুমোদন না করে (তথা অস্বীকার করে)? উত্তরে তারা উভয়ে বলেন, তা (ওয়াসীয়াত) বৈধ হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাকাম ইবনু উতাইবাহ ও হাম্মাদ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৫২ নং ১০৭৭৭ হাম্মাদ বলেন, তারা তা হতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না।' আর হাকাম বলেন: যদি তারা চায় তবে ফিরে আসতে পারবে।' সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৮৯ হাকাম সূত্রে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন, তবে হাকাম ইবনু মাসউদের সাক্ষাত পাননি, ফলে সনদটি মুনকাতি'। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩১)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ قَالَ إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ وَإِنْ قَالَتْ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ الْقَبْرِ قَالَ هُوَ جَائِزٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَجَزْنَاهُ يَعْنِي فِي الْحَيَاةِ

৩২৩১. আমির (রহঃ) যে লোক তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ ওয়াসীয়াত করলো, তার সম্পর্কে শুরাইহ (রহঃ) বলেন: ওয়ারিসগণ যদি তাকে এর অনুমতি দেয়, তবে আমরাও তাকে অনুমতি দেব; আর যদি ওয়ারিসগণ বলে, 'আমরা তাকে অনুমতি দিলাম', তবে তারা (ওয়ারিসগণ) যখন মৃতের কবর দেওয়া শেষ করবে, তখন তারা (তা রাখা বা প্রত্যাহার করার) স্বাধীনতা লাভ করবে।[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'আমরা তাকে অনুমতি দিলাম'- অর্থ: তার জীবদ্দশায় (অনুমতি দিলাম)।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শুরাইহ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৬৪৪৯; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৮৮; ইবনু আবী শাইবা ১১/ ১৫১,১৫৩ নং ১০৭৭২, ১০৭৮০; ওয়াকী, আখবারুল কুযাত ২/২৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩২)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ

৩২৩২. কাসিম (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, কোনো এক ব্যক্তি তার ওয়ারিসগণের নিকট তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অধিক ওয়াসীয়াত করার অনুমতি চাইল এবং তারা তাকে এর অনুমতিও দিল। কিন্তু তার মরার পর তারা তা হতে ফিরে গেল (অনুমতি প্রত্যাহার করে নিল)। আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ ঘৃণিত বিষয়টি (তথা অনুমতি প্রদানের পর তা হতে ফিরে যাওয়া) জায়েয (বৈধ) নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ আল মাসউদী'র দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৫২ নং ১০৭৭৯, ১০৭৮১; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৯০; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/৩১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩৩)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَرَضِيَ الْوَرَثَةُ قَالَ هُوَ جَائِزٌ

৩২৩৩. হিশাম (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, কোনো এক ব্যক্তি তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অধিক ওয়াসীয়াত করল, আর ওয়ারিসগণ তাতে সম্মত হলো- এ সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন, তা জায়েয (বৈধ)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ৯/২৭১ নং ৯১৬১; ইবনু আবী শাইবা ১১/ ১৫১ নং ১০৭৭৫; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৯২, ৩৯৩; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৪৫২ এ সকল সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩৪)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ فَقُلْتُ

لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

৩২৩৪. মুহাম্মদ ইবনু সা‘দ তার পিতা সা’দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় অবস্থানকালে (বিদায় হজ্জে তিনি রোগে তিনি আক্রান্ত হলে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আসলেন। আর তার এক কন্যা ব্যতীত আর কেউই ছিল না। (তিনি বর্ণনা করেন,) আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার পুরো সম্পদ ওয়াসীয়াত (সাদাকার জন্য) করতে পারি কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “না।” আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক ওয়াসীয়াত করি? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, “না।” তিনি বললেন, তাহলে এক তৃতীয়াংশ ওয়াসীয়াত করি? তিনি বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এক তৃতীয়াংশ করতে পারো, তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, জানাইয ১২৯৫; মুসলিম, ওয়াসিয়া ১৬২৮। পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩৫)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اشْتَكَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى أُدْنِفْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُرَانِي إِلَّا لِمَا بِي وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَبِنِصْفِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ لَا تُنْفِقُ نَفَقَةً إِلَّا آجَرَكَ اللَّهُ فِيهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

৩২৩৫. আমির ইবনু সা’দ তার পিতা (সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জের বছরে আমি মক্কায় এমন অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে মরণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সেবা শুশ্রূষা করার জন্য আমার কাছে আসলেন। তখন

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধারণা এছাড়া আর কিছু নয় যে, আমার (সময়) শেষ হয়ে এসেছে। আমার অনেক ধন-সম্পদ আছে। আর আমার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এক মেয়ে। এমতাবস্থায় আমি কি আমার পুরো সম্পদ সাদাকার জন্য করবো? তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, তাহলে কি অর্ধেক দান করব? তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ কি দান করব? তিনি বললেনঃ "এক-তৃতীয়াংশ, তবে এক-তৃতীয়াংশও তো অনেক। তুমি তোমার সন্তানকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাবে সেটাই উত্তম তাকে এমন অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়ার চেয়ে যে অবস্থায় সে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করবে। তুমি যা-ই খরচ করবে তার বিনিময় আল্লাহ তোমাকে দেবেন। এমন কি যে লোকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও বিনিময় দেয়া হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইবনু ইসহাক এটি 'আন আন' পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ফারাইয ৬৭৩৩; মুসলিম, ওয়াসিয়া ১৬২৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২৭, ৭৪৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৪২৪৯ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ أَبَاهُ زِيَادَ بْنَ مَطَرٍ أَوْصَى فَقَالَ وَصِيَّتِي مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلْتُ فَاتَّفَقُوا عَلَى الْخُمُسِ

৩২৩৬. আলা ইবনু যিয়াদ (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, তার পিতা যিয়াদ্ ইবনু মাতর ওসীয়াত করে বলেন, আমি ওয়াসীয়াত করলাম বসরাবাসী ফকীহগণের ইজমার (ঐকমত্যের) ভিত্তিতে। তারা এক পঞ্চমাংশ ওয়াসীয়াত করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যিয়াদ ইবনু মাতর পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৩৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩৭)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ لَا قَالَ فَالثُّلُثِ قَالَ لَا قَالَ فَالرُّبُعِ قَالَ لَا قَالَ فَالْخُمُسِ قَالَ لَا حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ

৩২৩৭. আলা ইবনু যিয়াদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ওয়ারিস হচ্ছে ‘কালালাহ’ (পিতা ও সন্তানহীন)। এমতাবস্থায় আমি কি অর্ধেক সম্পদ ওয়াসীয়াত করব? তিনি বলেন, না। সে বলল, তবে এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, না। সে বলল, তবে এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন, না। সে বলল, তবে এক পঞ্চমাংশ? তিনি বললেন, না, এমনকি এভাবে এক দশমাংশ পর্যন্ত বলে চললেন। তখন তিনি বললেন, এক দশমাংশ ওয়াসীয়াত করতে পারো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে এর সনদ বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি’)। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৩৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩৮)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي بِالْجَامِحِ الْفَرَسَ الْجَمُوحَ

৩২৩৮. আমির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা (লোকেরা) এক-পঞ্চমাংশ ও এক-চতুর্থাংশ ওয়াসীয়াত করতেন। তাদের নিকট এক-তৃতীয়াংশ ওয়াসীয়াত করা হঠকারিতা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/ ২০২ নং ১০৯৭১; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৩৯)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ قَالَ أَوْصَيْتُ إِلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ

৩২৩৯. হুমাইদ হতে বর্ণিত, বাকর (রহঃ) বলেন, আমি হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান কে ওয়াসীয়াত করে বললাম: আমি এমন কোনো লোকের ওয়াসীয়াত পাইনি, যার সন্তান আছে, তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ওয়াসীয়াত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হুমাইদ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/ ২০১ নং ১০৯৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪০)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ

৩২৪০. মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত, শুরাইহ (রহঃ) বলেন, এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ওয়াসীয়াত করা কষ্টকর, তবে তা জায়িয (বৈধ)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২০১ নং ১০৯৬৮; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৪১; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩৬৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪১)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ

৩২৪১. ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাদের (লোকদের) নিকট এক তৃতীয়াংশের চেয়ে এক ষষ্ঠাংশ ওয়াসীয়াত করা অধিক প্রিয় ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২০৩ নং ১০৯৭৫; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩৬৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪২)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ

৩২৪২. মুগীরাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, ওয়াসীয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার প্রতি যা ওয়াসীয়াত করা হয়েছে, সে ব্যাপারে সে সংরক্ষক-আমানতদার।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২১৩ নং ১১০১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الِابْتِيَاعِ وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقِلْ وَهُوَ رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ

৩২৪৩. আবী ওয়াহাব থেকে বর্ণিত, মাকহুল বলেন, ওসীয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির সকল কর্ম জায়িয একমাত্র বাড়ী-ঘর ব্যতীত। আর যদি সে কোনো ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করে, তবে তার সমালোচনা করা যাবে না।[1] আর এটি ইয়াহইয়া ইবনু হামযাহ'র মত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২১৪ নং ১১০১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْوَلَاءَ

৩২৪৪. আওযাঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর (রহঃ) বলেন, দাসমুক্তি ব্যতীত সকল ব্যাপারে অছী (ওয়াসীয়াতকৃত) ব্যক্তি আমানদার। কেননা, তার উপর দায়িত্ব হলো সে (দাসের) অভিভাবক নির্ধারণ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম মুদাল্লিস, আর তিনি এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪৫)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ

৩২৪৫. মানসূর (রহঃ) থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, কোনো লোকের প্রতি ওয়াসীয়াত করা হলে ওয়াসীয়াতকৃত ব্যক্তি ইয়াতীমের মাল দিয়ে ব্যবসা করতে পারবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ

৩২৪৬. ইসমাঈল (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, ইয়াতীমের অসী (ওয়াসীয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার পক্ষ হতে (মাল) থেকে গ্রহণ করতে পারবে এবং অনুপস্থিত ব্যক্তি তার অগ্রাধিকার দানের ভিত্তিতে অধিকারপ্রাপ্ত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইসমাঈল ইবনু মুসলিম আল মাক্কী যঈফ; অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: আমি এটি এছাড়া কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪৭)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو قِلَابَةَ إِذْ دَخَلَ غُلَامٌ فَقَالَ أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا بَاعَكُمُ الْوَصِيُّ وَنَحْنُ أَطْفَالٌ فَالْتَفَتَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ فَقَالَ مَا تَقُولُ فَأَضْجَعَ فِي الْقَوْلِ فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ قَالَ إِذًا يَهْلِكُ مَالُنَا قَالَ أَنْتَ أَهْلَكْتَهُ

৩২৪৭. ইকরিমাহ- যিনি দামিশক্ বাসী একজন আলিম ছিলেন- তিনি বলেন, আমি উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) এর নিকট ছিলাম। তখন তার নিকট সুলাইমান ইবনু হাবীব ও আবী কিলাবাহ (রহঃ)ও ছিলেন। তখন একটি ছেলে উপস্থিত হয়ে বললো, অমুক অমুক স্থানে আমাদের জায়গা-জমি ছিল। আমাদের অসী (ওয়াসীয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি) আপনাদের নিকট তা বিক্রী করেছে, আর আমরা হলাম ছোট বালক। তখন সুলাইমান ইবনু হাবীব আমার নিকট এসে বললেন, আপনার মতামত কি? তিনি বলেন, তখন তিনি বলতে ইতস্তত: করলেন। তখন তিনি আবী কিলাবার দিকে ফিরে বললেন, আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন, ছেলেটাকে তার জমি ফিরিয়ে দিতে হবে।সে (ছেলেটি) বললো, তাহলে তো আমাদের সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বললেন, তুমিই তো তা ধ্বংস করলে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইকরিমাহ- মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়); অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: আমি এটি এছাড়া কোথাও পাইনি। তবে দেখতে পারেন, সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩২৯; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৪৭৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪৮)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ

৩২৪৮. আশ’আস হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, কোনো ব্যক্তি একজনের জন্য তার সম্পদের অর্ধেক এবং অপর জনের জন্য এক তৃতীয়াংশ ওয়াসীয়াত করে, তবে উভয়ে এক তৃতীয়াংশের মধ্যেই অংশীদার হবে (এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত সম্পদে অংশীদার হবে না)- অর্ধেক ওয়ালা তা পাবে, এক তৃতীয়াংশ ওয়ালাও তা পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৪৯)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ

৩২৪৯. শাইবানী থেকে বর্ণিত, শা'বী (রহঃ) বলেন, ওয়াসীয়াতকারী ব্যক্তি তা (ওয়াসীয়াত) তার ইচ্ছেমত পরিবর্তন করতে পারে, তবে দাসমুক্তি ব্যতীত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা'বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩৮৬; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৭৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৭৩ নং ১০৮৫৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫০)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا

৩২৫০. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রবীয়াহ হতে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওয়াসীয়াতকারী তার ওয়াসীয়াতে ইচ্ছেমত সংযোজন করতে পারে, আর সর্বশেষ ওয়াসীয়াতই হলো ওয়াসীয়াতের মুল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৪১; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩৭৯; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৭২ নং ১০৮৫৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫১)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ قَالَ فَخَاصَمُونِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَجَازَ عِتْقَ الْآخِرِينَ وَأَبْطَلَ عِتْقَ الْأَوَّلِينَ

৩২৫১. আমর ইবনু দীনার (রহঃ) হতে বর্ণিত, তার পিতা তার অসুস্থ অবস্থায় কয়েকটি দাস মুক্ত করলেন। এরপর তার মনে হলো যে, তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে অপর কতককে মুক্তি দান করবেন। রাবী বলেন, তখন তারা (গোলামেরা) আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নিকট মোকদ্দমা পেশ করেন। তখন তিনি পরে মুক্তিপ্রাপ্তদের মুক্তিদানকে বহাল রাখলেন এবং প্রথমবার মুক্তিপ্রাপ্তদের মুক্তিদানকে বাতিল করে দিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; দীনার- মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়); অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: আমি এটি এছাড়া কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫২)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَمَّامٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو وَبَيْنَهُمَا قَتَادَةُ

৩২৫২. শারীদ ইবনু সুওয়াইদ হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওয়াসীয়াতকারী তার ওয়াসীয়াতে ইচ্ছেমত সংযোজন করতে পারে, আর সর্বশেষ ওয়াসীয়াতই হলো ওয়াসীয়াতের মুল।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, হাম্মাম আমর হতে শ্রবণ করেননি, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে কাতাদাহ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩২৪৬ এ ও সামনে আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫৩)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ

৩২৫৩. মা'মার (রহঃ) হতে বর্ণিত, কোনো লোক তার সম্পদ হতে একবার ওসীয়াত করলো। এরপর সে পুনরায় ওয়াসীয়াত করলো।– সম্পর্কে যুহুরী (রহঃ) বলেন, তার সম্পদ হতে এ উভয় ওয়াসীয়াতই জায়িয (বৈধ)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যুহুরী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩৮৯; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫৪)

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا

৩২৫৪. কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সর্বশেষ ওয়াসীয়াতই হলো ওয়াসীয়াতের মুল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩২৪৬ নং ও ৩২৪৮ নং এ। এছাড়াও, ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى قَالَ إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ وَلَكِنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ وَهُوَ رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ

৩২৫৫. আওযাঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, যদি কোনো ওয়াসী' বা ওয়াসীয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কাযী বা বিচারক অভিযুক্ত করে, সে তাকে প্রত্যাহার করে নেবে না। তবে সে তার সাথে অন্য কাউকে এর দায়িত্বে নিয়োজিত করবে। আর এটি আওযাঈ'র মত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম মুদাল্লিস, আর

তিনি এটি ‘আন আন’ শব্দে বর্ণনা করেছেন। তবে আছার বা হাদীসটি হাসান। তাখরীজ: দেখুন, ইবনু আবী শাইবা নং ১০৯২২; আব্দুর রাযযাক নং ১৪৮১১। সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৭৬; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/২৪১;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫৬)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَامِرٍ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ

৩২৫৬. শাইবানী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আমির (রহঃ) বলেন, অসুস্থ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় ও বিবাহ জায়িয (বৈধ), তবে তা এক-তৃতীয়াংশ থেকে (অধিক) হতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, শারীক এর কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৪/৩৬২ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫৭)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ

৩২৫৭. মুতাররিফ হতে বর্ণিত, হারিস আল উকলী বলেন, অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থতার সময় ক্রয় বা বিক্রয়ের যে সুবিধা দেওয়া যাবে, তা তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদের সমমূল্যের হতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫৮)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَعْطَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ يَحْيَى وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْ فَمِنْ الثُّلُثِ

৩২৫৮. হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে বর্ণিত, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমাদের পরিবারের কোনো এক মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় (সম্পদ) দান (করার ঘোষণা) করলো। কাসিম কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তার সমুদয় মালই দান করতে হবে। কিন্তু ইয়াহইয়া বলেন, আমাদের মত হলো: যখন তার প্রসব বেদনা উঠবে, তখন তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে সে দান করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২১১ নং ১১০০৫; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৫৯)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَغُلَامِي حُرٌّ ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ يُعْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

৩২৫৯. আমর হতে বর্ণিত, কোন ব্যক্তি তার দাসকে বললো, আমি যদি অমুকের ঘরে প্রবেশ করি, তবে আমার দাস মুক্তি লাভ করবে। এরপর সেই লোকের অসুস্থ অবস্থায় সে তার নিকট প্রবেশ করল- এ ব্যক্তি সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন, সে লোক তাকে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে মুক্তিদান করবে। আর যদি সে তার সুস্থ অবস্থায় তার নিকট যায়, তবে তার পুরো সম্পদ দান করে হলেও গোলামকে মুক্তি দান করতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আমরের কারণে, তিনি ইবনু উবাইদ ইবনু বাব। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ৬/৪৯৫, ৪৯৬ নং ১৮১০, ১৮১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬০)

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ

৩২৬০. নু’মান ইবনুল মুনযির হতে বর্ণিত, মাকহুল (রহঃ) বলেন, যদি ওয়ারিসগণ অভাবী-দরিদ্র হয়, তবে (ওয়াসীয়াতের) এক তৃতীয়াংশ সম্পদ পুনরায় তাদের মাঝে বন্টন করে দেওয়াতে আমি কোনো দোষ আছে বলে মনে করি না।ইয়াহইয়া বলেন, আমি এটি আওযাঈ (রহঃ) এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বিস্মিত হন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তবে মাকহুলের বক্তব্য হিসেবে এটি আমি জানতে পারিনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬১)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ ح وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ

৩২৬১. ইউনূসের সূত্রে হাসান (রহঃ) হতে[1] এবং মুগীরাহ’র সূত্রে ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেছেন: ওয়ারীসদের মধ্য থেকে দু’জন সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকলে তাদের সকলের পক্ষে তারা দু’জনই যথেষ্ট হবে।[2]আর যখন একজন উপস্থিত থাকবে, তখন তা (কার্যকর) হবে তার (উপস্থিত ওয়ারীসের) ভাগে তার অংশ দ্বারা।[3]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৩ নং ১১০৫০; আব্দুর রাযযাক নং ১৯১৪৪। এটি হাসান থেকে মাশহুর। তবে ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৩ নং ১১০৫৮ তে হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি ওয়ারীসদের একজন উপস্থিত থাকে তবে, তা তাদের সকলের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৯১৪৪; ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৩ নং ১১০৫৬ সহীহ সনদে। [3] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ((এর তাহক্বীক্ব মুহাক্কিক্ব উল্লেখ করেননি। তবে পূর্বের সনদ এ সনদ একই। ফলে এটিও সহীহ।–অনুবাদক)) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৩ নং ১১০৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬২)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنْ الْوَرَثَةِ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ

৩২৬২. মুতাররিফ হতে বর্ণিত, তিনি শা'বী (রহঃ) কে বলতে শুনেছেন, তা হবে তার (উপস্থিত ওয়ারীসের) ভাগ থেকে তার অংশ দ্বারা। অত:পর তিনি বললেন: এরপর তার পুরো অংশে কার্যকর হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২২৩ নং ১১০৪৯; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬৩)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ

৩২৬৩. আ'মাশ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, যদি কোনো লোক এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশ ওয়াসীয়াত করে তবে তা নগদ ও পাওনা সম্পদ হতে (পরিশোধ করা) হবে, আর যদি সে পঞ্চাশ অথবা ষাট হতে একশ (দীনার) হবে, তবে তা নগদ সম্পদ দ্বারা (পরিশোধিত) হবে, যতক্ষণ তা এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ না হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৫৮ নং ১০৭৯৯; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৫২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬৪)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ

৩২৬৪. ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু কুসাইত (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো লোক তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অধিকারসম্পন্ন যে, তা সে যে সম্পদ হতে ইচ্ছা দান করতে পারবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, তবে এটি মুরসাল। ((এরপর মুহাক্কিক্ব ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন-অনুবাদক।)) তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। তবে এর শাহিদ দেখুন, মাজমাউয যা'ওয়াইদ নং ৭১৮৭, ৭১৮৮, ৭১৮৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَرَاهِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا شَبِعَ

৩২৬৫. আবু হাবীবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিছু দিরহাম (আলাদা করে) আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার ওয়াসিয়াত করলো। এ ব্যাপারে আবূদ্দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তখন আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে সাদাকা করে অথবা, দাসমুক্ত করে তার উপমা ঐ ব্যক্তির মতো যে তৃপ্ত হওয়ার পর হাদিয়া দিয়ে থাকে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ। তাখরীজ: আমি এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৩৩৩৬ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১২১৯ তে। ((আবূ দাউদ, ইতক ৩৯৬৮; তিরমিযী, ওয়াসাইয়া ২১৩৩, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ; নাসাঈ, ওয়াসাইয়া বা ১; আহমাদ ৫/১৯৭ ও ৬/৪৪৮। হাকিম, যাহাবী ও ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন; হাফিজ ইবনু হাজার হাসান বলেছেন এবং আলবানী যঈফ বলেছেন।... দারেমী, **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ফাওয়ায আহমেদ নং ৩২২৬ এর টীকা।– অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬৬)

حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَفِيهَا الْعِتْقُ فَيُجَاوِزُ الثُّلُثَ قَالَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ

৩২৬৬. ইউনূস (রহঃ) হতে বর্ণিত, কোনো এক ব্যক্তি কয়েকটি বিষয়ে ওয়াসীয়াত করলো, যার মধ্যে দাসমুক্তিও ছিল। ফলে তা এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম করে গেল। এ সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন, দাসমুক্তি দিয়েই শুরু করতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৯১ নং ১০৯২৭; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৪০৫। এটি সম্মুখেও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬৭)

حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ بِالْحِصَصِ

৩২৬৭. মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (প্রাপ্য) অংশসমূহ দ্বারা (শুরু করতে হবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৯১ নং ১০৯২৮; বাইহাকী, ওয়াসাইয়া ৬/২৭৭; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৪০৩ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬৮)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَبُونَا يَبْدَءُونَ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلُ

৩২৬৮. আসওয়াদ হতে বর্ণিত, আতা (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওয়াসীয়াত করলো অথবা, দাসমুক্ত করলো, আর তার ওয়াসীয়াতের মধ্যে জুলুম বা কষ্ট ছিল, সেই জুলুম বা কষ্ট মুক্তিপ্রদানকারী ব্যক্তি ও ওয়াসীয়াতকারী ব্যক্তির সাথে যাবে।তিনি বলেন, আতা বলেছেন, মদীনাবাসীরা আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, তারা প্রথমে দাসমুক্তির কথা বলেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এ শব্দে এটি পাইনি।

তবে আতা হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক নং ১৬৭৪৮ যঈফ সনদে; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৯২ নং ১০৯৩৪ তে আতা হতে: প্রথমে দাসমুক্ত করতে হবে। সনদ যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৬৯)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ بِالْحِصَصِ

৩২৬৯. হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তি দাসমুক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে ওয়াসীয়াত করেন, আর তা এক তৃতীয়াংশের চেয়ে অধিক হয়ে যায়, আমর ইবনু দীনার বলেন, প্রাপ্য অংশসমূহ (আগে দিতে হবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ১৬৭৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭০)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَفِيهِ عِتْقٌ قَالَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ

৩২৭০. কাছীর ইবনু শিনজীর (রহঃ) হতে বর্ণিত, কোনো এক ব্যক্তি (কয়েকটি বিষয়ে) ওয়াসীয়াত করলো, যার মধ্যে দাসমুক্তিও ছিল। আর তা এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম করে গেল। এ সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন, দাসমুক্তি দিয়েই শুরু করতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩২৬২ নং তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭১)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

৩২৭১. মানসূর হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, ওয়াসীয়াতের পূর্বে দাসমুক্ত করতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৯২ নং ১০৯৩১; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৭৪১; বাইহাকী, ওয়াসাইয়া ৬/২৭৭; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৯৭ ও ৪০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭২)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ

৩২৭২. ইউনুস (রহঃ) হতে বর্ণিত, কোনো এক ব্যক্তি অমুক গোত্রের জন্য ওয়াসীয়াত করলো, এ সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন, তাদের মধ্যকার সম্পদশালী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ সকলেই (এ ওয়াসীয়াতে) সমান অংশীদার হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৬৬; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৫৯ নং ১০৮০৩ সনদ সহীহ। পূর্ণ তাখরীজ দেখুন পরবর্তী হাদীসটিতে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭৩)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ

৩২৭৩. আমর (রহঃ) হতে বর্ণিত, কোনো এক ব্যক্তি অমুক গোত্রের জন্য ওয়াসীয়াত করলো, এ সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন, তাদের মধ্যকার নারী-পুরুষ সকলেই এতে (এ ওয়াসীয়াতে) সমান অংশীদার হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আমরের দুর্বলতার কারণে। (তবে অপর সনদে এটি হাসান। তাখরীজ দেখুন।–অনুবাদক) তাখরীজ: তবে অপর সনদে সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৬৫ হাসান সনদে। আগের টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭৪)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ أَبِي كَرِبٍ أَنَّ آتِيًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا

৩২৭৪. ইয়াসার ইবনু আবী কারব হতে বর্ণিত, শুরাইহ'র নিকট একজন আগন্তুক এসে জিজ্ঞাসা করলো যে, এক ব্যক্তি তার মালের এক অংশ ওয়াসীয়াত করলো। তখন তিনি বলেন, তুমি একে তার সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশ ধরে নাও, এরপর তা সম্পদের দুই ভাগে না পৌঁছলে, যার জন্য ওয়াসীয়াত করা হয়েছে তাকে দু'-ভাগের একজন ধরে তাকে এক অংশ দিতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ:; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৭০-১৭১ নং ১০৮৪৬; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭৫)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ

৩২৭৫. মাকহুল (রহঃ) হতে বর্ণিত, যদি কোনো লোক সুস্থ অবস্থায় তার কোনো ওয়ারিসকে তার সম্পদের অর্ধেকের বেশি দান করে, তবে তা এক তৃতীয়াংশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি অর্ধেক দান করে, তবে তা তার জন্য জায়িয হবে। সাঈদ বলেন, দিমাশক বাসীদের বিচারকগণ এ অনুযায়ী ফায়সালা করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি। তবে এর শাহিদ দেখুন, আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩৯৮ এর সনদ জাইয়্যেদ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭৬)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

৩২৭৬. হাকাম (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, তার (মৃত ব্যক্তির) পুরো সম্পদ থেকে হলেও তার কাফন (আগে) দিতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৬/৫২৬ নং ১৯২০, ১৯২৮ সনদ যঈফ, ১৯৩১ সনদ সহীহ; আব্দুর রাযযাক নং ১৬৩৯৮ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭৭)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ قَالَ يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ

৩২৭৭. আশ’আস হতে বর্ণিত, এক লোক দু’হাজার দিরহাম মুল্যের সম্পদ ও সমপরিমাণ কিংবা তারচেয়ে অধিক ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলো। হাসান (রহঃ) বলেন, তার এ সম্পদ দিয়ে কাফন দেওয়া হবে, (এ থেকে) কোনো ঋণ পরিশোদ করা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আমি এর প্রমাণে কোন নস তথা কুরআন হাদীসের বক্তব্য অন্য কোথাও পাইনি। তবে দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ৬/৫২৭ নং ১৯২২, ১৯২৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭৮)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ

৩২৭৮. সুফিয়ান কোনো এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, যিনি ইবরাহীম (রহঃ)কে বলতে শুনেছেন, প্রথমে কাফন-দাফন দিতে হবে, এরপর ঋণ পরিশোধ করতে হবে, এরপর ওয়াসীয়াত পূরণ করতে হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, কেননা, এতে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী

(জাহালাত) রয়েছে। (তবে শাহিদের কারণে এটি সহীহ- তাখরীজে দেখুন।- অনুবাদক)। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৬২২৪ সহীহ সনদে। এছাড়া, বুখারী, জানাইয তা'লীক হিসেবে। দেখুন, ফাতহুল বারী ৩/১৪০-১৪১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৭৯)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ

৩২৭৯. ফিরাস হতে বর্ণিত, শা'বী (রহঃ) বলেন, কোনো মহিলা মৃত্যুবরণ করলে তার সমস্ত সম্পদ হতে কাফন-দাফন দেওয়া হবে; তার স্বামীর উপর এ ব্যাপারে কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৬/৫২৭ নং ১৯৩০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮০)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

৩২৮০. ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, আতা (রহঃ) বলেন, মৃতদেহে সুগন্ধি ও তার দাফন-কাফন প্রধান প্রধান সম্পদ থেকে দেওয়া হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইবনু জুরাইজ এটি আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন। (তবে শাহিদের কারণে এটি সহীহ- তাখরীজে দেখুন।- অনুবাদক)। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৬২২২ সহীহ সনদে। এছাড়া, বুখারী, জানাইয তা'লীক হিসেবে। দেখুন, নববী, আলমাজমূ' ৫/১৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ ثُمَّ الثُّلُثُ

৩২৮১. ইসমাঈল হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, তার দাফন-কাফন মুল সম্পদ থেকে দেওয়া হবে, আর সে তার জীবিত অবস্থায় যে মানের কাপড় পড়তো, সেই মানের কাপড় দিয়ে দিতে হবে। এরপর ঋণ পরিশোধ এরপর এক তৃতীয়াংশ (ওয়াসীয়াত)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইসমাঈলের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি। তবে ৩২৭৩ নং টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮২)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

৩২৮২. মানসূর হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলতেন, যদি কোনো ব্যক্তি অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির জন্য ওয়াসীয়াত করে, তবে সে যেন তার ওয়াসীয়াত কবুল করে। যদি সে উপস্থিত থাকতো, তবে সে তার ইচ্ছামত কবুল করা বা না করার স্বাধীনতা লাভ করতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২১০ নং ১০৯৯৮ হাসান সনদে। পরবর্তী ৩২৮০ নং হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮৩)

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا عَنْ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ قَالَا نَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ

৩২৮৩. আইয়্যুব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসান ও মুহাম্মদ (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির জন্য ওয়াসীয়াত করলো। তখন তারা উভয়ে বললেন: তাকে তা কবুল করা বা না করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৯৯ নং ১০৯৫৭ ইবনু সীরীন হতে সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ

৩২৮৪. হিশাম হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির জন্য ওয়াসীয়াত করে, এরপর সে উপস্থিত হলে, তবে সে ইচ্ছে হলে কবুল করবে। আর যখন সে কবুল করবে, তখন আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ লাইয়্যেন (দুর্বল), মুহাম্মদ ইবনু আসআদ বা সাঈদ এর কারণে। তবে তিনি এ বর্ণনায় একাকী নন, বরং তার মুতাবিয়াত রয়েছে, ফলে একে হাসান স্তরে উন্নীত করে। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/২১০ নং ১০৯৯৮ হাসান সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮৫)

حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

৩২৮৫. হিশাম হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির জন্য ওয়াসীয়াত করে, এরপর (সে উপস্থিত হলে) যখন তার নিকট (মৃত্যব্যক্তির) ওয়াসীয়াত পেশ করা হয়, আর সে কবুল করে, তবে সে আর তা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আল ওয়াযাহ ইবনু ইয়াহইয়ার স্মৃতি শক্তি দুর্বল (সু'য়ুল হিফজ)। তবে তার মুতাবিয়াত রয়েছে। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসের পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮৬)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ وَكَانَ مَيِّتًا وَهُوَ لَا يَدْرِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ

৩২৮৬. আবী মা'শার হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি (অজানা) কারো জন্য ওয়াসীয়াত করে, যে অনুপস্থিত, সে যেন মৃতব্যক্তির মত অজ্ঞাত পরিচয়। ফলে তা ফিরিয়ে নেওয়া হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ:; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৫৬ নং ১০৭৮৯ সহীহ সনদে; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৬৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ رُبُعَ مَالِهِ خُمُسَ مَالِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ

৩২৮৭. ইউনূস হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, যখন কোনো লোক তার দাসের জন্য তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ-এক চতুর্থাংশ-এক পঞ্চমাংশ ওয়াসীয়াত করে, তবে তা তার সম্পদ, যা তাকে মুক্তদাসের অন্তর্ভূক্ত করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি। তবে দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮৯ নং ১০৯১৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮৮)

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ بِفَجْرَةٍ

৩২৮৮. কায়িস হতে বর্ণিত, বলা হতো যে, নিশ্চয় কোনো কোনো লোক তার জীবদ্দশায় তার মালকে (দান সদকা করা হতে বিরত থেকে) বরকত হতে বঞ্চিত করে, এরপর যখন মৃত্যু এসে যায়, তখন তার অক্ষমতার সময় তা দান করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি। ((এর অর্থ: জীবদ্দশায় কৃপণতা করে দান করা হতে বিরত থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সময় প্রচুর পরিমাণে দান করতে গিয়ে অপচয় করে ফেলে।–মুহাক্কিক্বের টীকা হতে।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৮৯)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْمُرَّانِ الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يُقَالُ مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ

৩২৮৯. ইবরহীম আত তাইমী তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দু'টি তিক্ত/কষ্টদায়ক স্বভাব হলো: ১. জীবদ্দশায় (সম্পদকে ব্যবহার না করে) আটকে রাখা। ২. আর মৃত্যুকালে (শরঈ সীমালঙ্ঘন করে যথেচ্ছা দান সাদাকা করার মাধ্যমে) অপচয় করা।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, জীবদ্দশায় কষ্টদায়ক, মৃত্যুকালেও কষ্টদায়ক কাজ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৭১৮৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯০)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ

৩২৯০. মানসূর হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, যখন কোনো লোক অন্য কারো জন্য তার ছেলের প্রাপ্য অংশের সমপরিমাণ সম্পদ ওয়াসীয়াত করে, তবে তার অংশের সমপরিমাণ সম্পদের (ওয়াসীয়াত) পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে না, যতক্ষণ না তা থেকে কমানো হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৭০ নং ১০৮৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯১)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً قَالَ الشَّعْبِيُّ يُعْطَى الْخُمُسَ

৩২৯১. দাউদ ইবনু আবী হিন্দ হতে বর্ণিত, কোনো এক ব্যক্তির তিনটি ছেলে ছিল। এরপর সে ছেলেদের একজনের সমপরিমাণ সম্পদ কোনো এক লোকের জন্য ওয়াসীয়াত করলো। যদি তারা চারজন হতো, (তবে সে কি পরিমাণ সম্পদ পেতো?)-এ সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাকে (ওয়াসীয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে) এক পঞ্চমাংশ দেওয়া হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এশব্দে এটি অন্য কোথাও পাইনি। পরের আছারটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ سَأَلْنَا عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً قَالَ أَوْصَى بِالرُّبُعِ

৩২৯২. দাউদ ইবনু আবী হিন্দ হতে বর্ণিত, কোনো এক ব্যক্তির দু'টি ছেলে রেখে মৃত্যুবরণ করলো এবং সে ছেলেদের একজনের সমপরিমাণ সম্পদ কোনো এক লোকের জন্য ওয়াসীয়াত করে গেলো। যদি তারা তিনজন হতো! এ সম্পর্কে আমির (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সে তো এক চুতর্থাংশ সম্পদ ওয়াসীয়াত করলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৬৮ নং ১০৮৩৮, ১০৮৩৯, ১০৮৪০; সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৪৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯৩)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ قَالَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ حَسَنٌ

৩২৯৩. মুগীরাহ হতে বর্ণিত, যে লোক তার কোনো ওয়ারিসের প্রাপ্য সম্পদের সমপরিমাণ ওয়াসীয়াত করে, তার সম্পর্কে ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, এটি জায়িয (বৈধ) নয়, যদিও তা এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা কম হয়।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, তিনি হলেন হাসান।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৪৮; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৭০ নং ১০৮৪৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯৪)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ قَالَ لَهُ سُدُسُهُ

৩২৯৪. ইবনু আবী সাফার হতে বর্ণিত, কোন লোক তার দাসের ফসল বা আয় হতে এক দিরহাম ওয়াসীয়াত করলো, আর তার আয় ছিল ছয় দিরহাম। এ ব্যক্তি সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) বলেন, সে তার আয়ের এক ষষ্ঠাংশ পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা'বী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯৫)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعًا

৩২৯৫. কাবীসা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুফিয়ান (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, যদি কেউ ওয়ারিসের জন্য এবং ওয়ারিস ব্যতীত অন্য কারো জন্য একশত দিরহাম (ওয়াসীয়াতের) স্বীকৃতি দেয়, তবে তিনি বলেন, আমার মত হলো, আমি এ উভয়টিই বাতিল করে দেব।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সুফিয়ান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯৬)

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ قَالَ وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا

৩২৯৬. ইবনু সীরীন হতে বর্ণিত, শুরাইহ বলেন, ওয়ারিসের জন্য (ওয়াসীয়াতের) ঘোষণা দেওয়া জায়িয (বৈধ) নয়। তিনি বলেন, হাসান (রহঃ) বলেন, মানুষের জন্য বৈধ (কথার) মধ্যে সর্বাধিক সঠিক (কথা) হলো তার মৃত্যুকালীন কথা (তথা ওয়াসীয়াত)। এটি আখিরাতের দিনগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম দিন এবং দুনিয়ার দিনগুলির মধ্যে সর্বশেষ দিন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শুরাইহ পর্যন্ত সহীহ এবং হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: শুরাইহ'র কথাটি: বাইহাকী, ইকরার ৬/৮৫ সনদ যঈফ; ইবনু আবী শাইবা ৬/১৯৬ নং ৭৮৭, ৭৯১। আর হাসানের বক্তব্যটি: বাইহাকী, ইকরার ৬/৮৫ বুখারীর বরাতে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯৭)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

৩২৯৭. আবী কিলাবাহ (রহঃ) বলেন, ওয়ারিসের জন্য ওয়াসীয়াত করা জায়িয নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯৮)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ

৩২৯৮. হুমাইদ হতে বর্ণিত, আবু ছাবিত নামক এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় স্বীকৃতি দিল যে, তার স্ত্রী মোহরাণা বাবদ তার নিকট চারশত দিরহাম পাওনা রয়েছে। তখন হাসান তার স্বীকৃতিকে অনুমোদন করলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হুমাইদ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আমি এটি অন্য কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩২৯৯)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

৩২৯৯. ‘আমর ইবনে খারিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (আরোহী) উটের নিচে অবস্থান করছিলাম। আর সেসময় উটটি জাবর কাটছিল আর তার মুখের লালা আমার দু’কাঁধের মাঝখান দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: “আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দিয়েছেন সুতরাং ওয়ারিসের জন্য ওয়াসীয়াত নেই।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ২৫৬৪ নং এ। ((তিরমিযী, ওয়াসাইয়া ২১২১; নাসাঈ ৬/২৪৭; ইবনু মাজাহ ২/৯০৫ নং ২৭১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০০)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَأَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ فَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ

৩৩০০. হাম্মাম হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী: “যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, সে যদি সম্পদ রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াসীয়াত করার বিধান তোমাদের দেওয়া হলো।” (সুরা বাকারা: ১৮০) (এ আয়াত সম্পর্কে) কাতাদা বলেন, উল্লিখিত আয়াতে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াসীয়াত নির্ধারিত ছিল। পরে সুরা নিসার আয়াতের মাধ্যমে তা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে পিতা-মাতা উভয়ের জন্য অংশ নির্ধারিত হয়েছে। আর মীরাছের হকদারদেরও এতে অংশ নির্ধারিত রয়েছে। ফলে তাদের জন্য কোনো ওয়াসীয়াত নেই। ফলে যে ব্যক্তি ওয়ারিস নয়, কেবল এমন নিকট আত্মীয় ও অন্যদের জন্য এখন ওয়াসীয়াতের বিধান স্থির হয়ে গেল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ কাতাদা পর্যন্ত সহীহ। এটি কাতাদার উপর মাওকুফ। তাখরীজ: আব্দ ইবনু হুমাইদ, বরাতে ইবনুল জাউযী, নাসিখুল কুরআন ওয়া মানসূখাহ-নাওয়াসিখুল কুরআন পৃ. ১৯৩ আমাদের তাহক্বীক্বকৃত; দেখুন, তাফসীর তাবারী ২/১১৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ

৩৩০১. ইবনু ‘আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) হিসেবে সম্পদ পেতো সন্তান আর পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ছিল ওয়াসীয়াত। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পছন্দ মত এ বিধান রহিত করে ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ, পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ ও এক তৃতীয়াংশ, স্ত্রীর জন্য এক অষ্টমাংশ, এক চতুর্থাংশ এবং স্বামীর জন্য অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ওয়াসাইয়া ২৭৪৭, তাফসীর ৪৫৭৮, ফারাইয ৬৭৩৯;বাইহাকী, ওয়াসাইয়া ৬/২৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০২)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

৩৩০২. ইকরিমাহ ও হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী: “সে যদি সম্পদ রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াসীয়াত করার বিধান তোমাদের দেওয়া হলো।” (সুরা বাকারা: ১৮০) (এ আয়াত সম্পর্কে) কাতাদা বলেন, উল্লিখিত আয়াতে এরূপ (পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য) ওয়াসীয়াত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে মীরাছের আয়াতের মাধ্যমে তা রহিত হলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাফসীর তাবারী ২/১১৯ তাবারীর শাইখ যঈফ। আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০৩)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ أَيُوصِ لَهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ

৩৩০৩. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তির একজন দরিদ্র ভাই ছিল, সে কি তার জন্য ওয়াসীয়াত করবে?- হাসান (রহঃ) কে এ কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হাঁ। যদিও সে বিশ হাজার (দিরহাম) এর মালিক হয়, এমনকি যদিও সে এক লক্ষ (দিরহাম)এরও মালিক হয়, তবুও। কেননা, তার প্রাচুর্য্য তাকে তার হক থেকে বাধা দিবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৩৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০৪)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ سَيْفِي لِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ قَالَا هُوَ لِلْأَوَّلِ قَالَ وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُمْضَى كَمَا قَالَ

৩৩০৪. কাতাদা হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো, আমার এ তরবারীটি আমি অমুককে দেব। এরপর সে লোকটি মৃত্যুবরণ করলে, এটি অমুককে দেব। এরপর সে লোকটিও মৃত্যুবরণ করলে তা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।
এ লোক সম্পর্কে হাসান ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহঃ) উভয়ে বলেন, তা প্রথম ব্যক্তিই পাবে। তিনি বলেন, হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান বলেন, সে যেভাবে বলেছে, সেভাবেই চলতে থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা পৃথক পৃথকভাবে ১১/১৬০ নং ১০৮০৭, ১০৮০৮, ১০৮০৯ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০৫)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ هُوَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ وَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ قَالَ يُمْضَى كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانُوا مِائَةً

৩৩০৫. হিশাম ইবনু উরওয়া হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি কোনো কিছু দান করে বললো, এটি তোমাকে দেব। এরপর তুমি মৃত্যুবরণ করলে এটি অমুককে দেব। এরপর সে মৃত্যু বরণ করলে অমুককে দেব, এরপর সে মৃত্যু বরণ করলে অমুককে দেব। এরপর সে লোকটিও মৃত্যুবরণ করলে তা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।এ লোক সম্পর্কে উরওয়া (রহঃ) বলেন, সে যেভাবে বলেছে, সেভাবেই চলতে থাকবে যদিও তারা একশত জনও হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৬১ নং ১০৮১০ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০৬)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَا سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ فَقَالَ سَالِمٌ هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا قَالَ فَقُلْنَا إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ يُرَدُّ عَلَى الْأَقْرَبِينَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا

৩৩০৬. শাইবাহ ইবনু হিশাম রাসিবী ও কাছীর ইবনু মা'দান হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, আমরা সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ (রহঃ) কে এমন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অপর ব্যক্তির জন্য ওয়াসীয়াত করেছে। তখন সালিম বললেন, তা তার জন্যই হবে, যার জন্য সে ওয়াসীয়াত করেছে।তারা বলেন, আমরা তাকে বললাম, হাসান (রহঃ) তো বলেন যে, তা আত্মীয়-স্বজনকে ফিরিয়ে দিতে হবে।[1] তখন তিনি তা অস্বীকার করলেন এবং কিছু কঠিন কথা বললেন।[2]

[1] হাসানের বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শাইবা ১১/১৬৭ নং ১০৮৩৪। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমি এ শব্দে পূর্ণভাবে কোথাও পাইনি। ইবনু আবী শাইবা ১১/১৬৫ নং ১০৮২৭ কাতাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তাকে এমন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তার আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অপর ব্যক্তির জন্য ওয়াসীয়াত করেছে। তখন তিনি বললেন, সালিম, সুলাইমান ইবনু ইয়াসার, ও আতা (রহঃ) সকলেই বলেন, তা তার জন্যই হবে, যার জন্য সে ওয়াসীয়াত করেছে। আমাদের কথা হলো, এ সালিম হলেন ইবনু আবীল জা'দ, তিনি সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ নন। কেননা, আমরা যতটা জানতে পেরেছি, আতা সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ হতে কিছু বর্ণনা করেননি। আল্লাহই ভাল জনেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০৭)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لِأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ

৩৩০৭. আমর হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, যখন কোনো লোক তার আত্মীয় স্বজনের জন্য ওয়াসীয়াত করবে, তখন তা গোত্রীয়-উপগোত্রীয় নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য হবে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এতে সকলেই সমান অংশীদার হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে নং ৩২৬৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০৮)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ أَحَدُ غُلَامَيَّ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَالَ الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا

৩৩০৮. মুতাররিফ হতে বর্ণিত, কোনো এক ব্যক্তি বললো, আমার দু'জন দাসের মধ্য থেকে কোনো একজনকে মুক্ত (করলাম)। এরপর সে মৃত্যু বরণ করলো, কিন্তু সে স্পষ্টভাবে বলে যায়নি (যে তার কোন্ দাস মুক্ত করলো)। এ সম্পর্কে শা'বী রাহি: বলেন, তার ওয়ারিসগণ তার স্থলাভিষিক্ত হবে, তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী দু'জনের একজনকে মুক্তি দেবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা'বী পর্যন্ত হাসান, আবূ বাকর ইবনু আইয়্যাশের কারণে। তাখরীজ: আমি এ বর্ণনা প্রসঙ্গ আর কোথাও পাইনি। তবে ইবনু আবী শাইবা ১১/২১৪ নং ১১০১৭ তে শা'বী হতে বর্ণনা করেন, ওয়াসীয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি পিতার স্থলাভিষিক্ত।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩০৯)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَبَرَأَ قَالَ هُوَ مَمْلُوكٌ

৩৩০৯. ইউনূস হতে বর্ণিত, অসুস্থ অবস্থায় কোন এক লোক বললো, অমুকের জন্য এত এত, তমুকের জন্য এত এত এবং আমার অমুক দাস মুক্ত (তথা মুক্তি দেওয়া হলো)। তবে সে একথা উল্লেখ করেনি যে, যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে সে মুক্ত। হাসান (রহঃ) বলেন, সে দাসই রয়ে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর ৩৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১০)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ

৩৩১০. মুতাররিফ হতে বর্ণিত, কোনো এক ব্যক্তি তার মৃত্যু নিকটবর্তী সময়ে তার একটি দাস মুক্ত করলো। আর তার কিছু ঋণ ছিল এবং তার এ দাস ব্যতীত আর কোনো সম্পদ ছিল না।এ সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) বলেন, সে দাস ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে তার মুল্য (মুক্তিপণ) পরিশোধের জন্য কর্ম করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী : তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান, আবূ বাকর ইবনু আইয়্যাশের কারণে। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৪১৪, ৪১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১১)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا بِتِسْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَقْضِ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَقَالَ عَلِيٌّ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ

৩৩১১. কাতাদা হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নয়শত দিরহাম দিয়ে একটি দাস ক্রয় করলো এরপর সে তাকে মুক্ত করলো। কিন্তু সে দাসের মুল্য পরিশোধ করেনি, আবার সে আর কোনো সম্পদও রেখে যায়নি।এ সম্পর্কে আলী রা. বলেন, সে দাস কর্ম করে তার মুল্য (মুক্তিপণ) পরিশোধ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আলী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ১৬৭৬৬; সাঈদ ইবনু মানসূর ৪১৫ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১২)

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ

৩৩১২. নাফিঈ' (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মুদাব্বার' (মুক্তি দানের জন্য বন্দোবস্তকৃত দাস) এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে (মুক্তি লাভ করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী : তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আশ'আস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: বাইহাকী, মুদাব্বার ১০/৩১৪। এছাড়া, ইবনু মাজাহ, ইতক ২৫১৪; তাবারাণী, কাবীর ২/৩৬৫ নং ১৩৩৬৫; ইবনু আদী, আল কামিল ৫/১৮৩৩; খতীব,

তারীখ বাগদাদ ১১/৪৪৪ মারফু' হিসেবে; ইবনু মাজাহ বলেন, ইবনু আবী শাইবা বলেন, আবূ যুরআহ বলেন... "এ হাদীস বাতিল।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১৩)

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

৩৩১২. মানসূর (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, 'মুদাব্বার' (মুক্তি দানের জন্য বন্দোবস্তকৃত দাস) এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে (মুক্তি লাভ করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী : তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর নং ৪৬৯; ইবনু আবী শাইবা ৬/৫২৪ নং ১৯১১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১৪)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ

৩৩১৪. কাছীর হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, (মালিকের) মৃত্যুর পরে মুক্তি লাভের অঙ্গীকারাবদ্ধ দাস এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে (মুক্তি লাভ করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর ৪৭৩; ইবনু আবী শাইবা ৬/৫২৩ নং ১৯০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১৫)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ

৩৩১৫. হুমাইদ হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, (মালিকের) মৃত্যুর পরে মুক্তি লাভ করার অঙ্গীকারাবদ্ধ দাসী ও তার সন্তান এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে (মুক্তি লাভ করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পূনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১৬)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ

৩৩১৬. মানসূর (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, (মালিকের) মৃত্যুর পরে মুক্তি লাভের অঙ্গীকারাবদ্ধ দাস এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে (মুক্তি লাভ করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে নং ৩৩০৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১৭)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ وَأَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

৩৩১৭. আবূ হাশিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, ‘মুদাব্বার’ (মালিকের মৃত্যুর পরে মুক্তি লাভের অঙ্গীকারাবদ্ধ) দাস পুরো সম্পদ হতে (মুক্তি লাভ করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর ৪৭০ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১৮)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد بِأَيِّهِمَا تَقُولُ قَالَ مِنْ الثُّلُثِ

৩৩১৮. আবূ বিশর (রহঃ) হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহঃ) বলেন, (মালিকের) মৃত্যুর পরে মুক্তি লাভের অঙ্গীকারাবদ্ধ দাস পুরো সম্পদ হতে (মুক্তি লাভ করবে)। তিনি বলেন, আবূ মুহাম্মদ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, (ইবরাহীম হতে বর্ণিত) এ দু'মতের কোনটি আপনার মত? তিনি বললেন, (আমার মত হলো) এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে (মুক্তি লাভ করবে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর ৪৭৪; ইবনু আবী শাইবা ৬/৫২৫ নং ১৯১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩১৯)

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ وَلَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُ

৩৩১৯. হিশাম হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, তোমার নিকট তা পঠিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোনো ওয়াসীয়াতের সাক্ষী হয়োনা এবং আবার তোমার অপরিচিত কোনো ব্যক্তির পক্ষেও সাক্ষী হয়োনা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮২ নং ১৮০৯১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২০)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ

৩৩২০. হুমাইদ হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর যে সকল দাসীদের গর্ভে তার সন্তান জন্ম লাভ করেছে, এমন প্রত্যেক দাসীর জন্য চার হাজার (দিরহাম) করে ওয়াসীয়াত করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে সনদটি বিচ্ছিন্ন, কেননা, হাসান উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে কিছু শ্রবন করেননি। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর ৪৩৮ ; ইবনু আবী শাইবা ১১/২১৫ নং ১১০২১; আব্দুর রাযযাক ১৬৪৫৮ সনদ মাজহুল।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২১)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً

৩৩২১. ইবনু আবী যিনাদ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তের বছরের কিশোরের ওয়াসীয়াতকে জায়িয (বৈধ) করেছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮৪ নং ১০৮৯৮; আব্দুর রাযযাক ১৬৪১৬, ১৬৪১৯ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২২)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ أَوْصَى غُلَامٌ مِنَ الْحَيِّ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ فَقَالَ شُرَيْحٌ إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يُعْجِبُنِي وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَ

৩৩২২. আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, গোত্রের সাত বছর বয়স্ক একজন বালক ওয়াসীয়াত করলে শুরাইহ (রহঃ) বললেন, যদি ছেলেটি সঠিক পন্থায় ওয়াসীয়াত করে, তবে তা জায়িয (বৈধ) হবে।[1] আবূ মুহাম্মাদ বলেন, তিনি (শুরাইহ) আমাকে আনন্দিত করেছেন, কিন্তু কাযীগণ (বিচারকগণ) তা জায়িয মনে করেন না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৫৮ নং ১০৯০৪; সাঈদ ইবনু মানসূর ৪৩৪ ; আব্দুর রাযযাক ১৬৪১৪; ওয়াকী', আখবারুল কুযাত ২/২৬৪, ৩১৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২৩)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَعَبَّاسٌ صَبِيٌّ

৩৩২৩. আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি সাক্ষ্য দেন যে, শুরাইহ হিরার অধিবাসী আব্বাস ইবনু ইসমাঈল ইবনু মারছাদের পালক পিতা (অথবা মাতা)'র জন্য তার কৃত ওয়াসীয়াতকে জায়িয বলেছেন। আর তখন আব্বাস ছিলেন (অল্প বয়স্ক) বালক।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এর পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী আছার দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২৪)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ قَالَ شُرَيْحٌ إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

৩৩২৪. আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শুরাইহ (রহঃ) বলেন, বালক যখন (এমন বয়সে উপনীত হয় যে, সে) পানির কুপকে ভয় করতে শেখে, তখন তার ওয়াসীয়াত জায়িয (বৈধ) হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৫৮ নং ১০৯০৬। এর পূর্ণ তাখরীজের জন্য পুর্ববর্তী ও পরবর্তী আছার দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২৫)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ حِينَ ثُغِرَ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَقَالَ مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

৩৩২৫. আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাদের গোত্রের আব্বাস ইবনু ইসমাঈল ইবনু মারছাদ নামে একটি ছেলের দুধের দাত পড়ে (স্থায়ী দাত উঠলো), তখন হিরায় বসবাসকারী তার পালক পিতা (অথবা মাতা)'র জন্য সে ৪০ দিরহাম ওয়াসীয়াত করে। তখন শুরাইহ তার কৃত

ওয়াসীয়াতকে জায়িয বলেন। তিনি বলেন, যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ওয়াসীয়াত করবে, আমরা তা জায়িয (বৈধ) বলব।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ওয়াকী', আখবারুল কুযাত ২/২৭০-২৭১; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৫৮ নং ১০৯০৫; আব্দুর রাযযাক ১৬৪১২, ১৬৪১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২৬)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ غُلَامًا بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ فَأَوْصَى بِبِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ جُشَمَ وَإِنَّ أَهْلَهَا بَاعُوهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ

৩৩২৬. আবূ বাকর ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আমর ইবনু হাযম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মদীনায় একটি ছেলের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, কিন্তু তার ওয়ারিসগণ (তথা আত্মীয় স্বজন) তখন শামে ছিল। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট উল্লেখ করা হলো যে, সে ছেলেটি মারা যাচ্ছে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল যে, এখন তাকে কি ওয়াসীয়াত করতে বলা যাবে কিনা। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে আদেশ দিলেন যে, সে যেন ওয়াসীয়াত করে। তখন ছেলেটি জুশাম কুপ' নামক একটি কুপ ওয়াসীয়াত করলো। আর এটির মালিকগণ তা ত্রিশ হাজার (দিরহাম) দিয়ে বিক্রয় করলো। আবূ বাকর বলেন, তখন ছেলেটির বয়স দশ বছর কিংবা বার বছর ছিল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত, তবে সনদটি বিচ্ছিন্ন, কেননা, আমরা যতটা জানতে পেরেছি, আবূ বাকর ইবনু মুহাম্মদ উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে কিছু শ্রবন করেননি। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৬৪১০, ১৬৪১১; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮৩ নং ১০৮৯৬; সাঈদ ইবনু মানসূর ৪৩০; মালিক, ওয়াসাইয়া মুনকাতি' সনদে; ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা ৯/৩৩০; বাইহাকী, ওয়াসাইয়া ৬/২৮২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২৭)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ

৩৩২৭. হাম্মাদ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, বালক তার নিজ মাল হতে এক তৃতীয়াংশ কিংবা তার চেয়ে কম পরিমাণে ওয়াসীয়াত করতে পারে, তবে তার ওয়ালী বা অভিভাবক তার সুস্থ অবস্থায় দারিদ্রের আশংকা করলে তাকে একাজ হতে বিরত রাখতে পারবে। কিন্তু তার মৃত্যু কালে তাকে (ওয়াসীয়াত করা থেকে) বাধা দিতে পারবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮৪ নং ১০৯০১; সাঈদ ইবনু মানসূর ৪৩৬ ; আব্দুর রাযযাক ১৬৪২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২৮)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَأَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ أُتِيَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا فَقَالَ مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

৩৩২৮. ইবনু সীরীন হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি ছোট মেয়ের নিকট এলো যে ওয়াসীয়াত করেছিল। তখন লোকেরা তাকে হেয় জ্ঞান করছিল। তখন তিনি বললেন, যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ওয়াসীয়াত করে, আমরা তা জায়িয (বৈধ) মনে করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৬৪১৫; সাঈদ ইবনু মানসূর ৪৩২, ৪৩৩ ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮৪ নং ১০৮৯৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩২৯)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد النَّاسُ يَقُولُونَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ

৩৩২৯. আবূ বাকর হতে বর্ণিত, সুলাইমা আল গাস্সানী যখন মৃত্যুবরণ করলো, তখন তার বয়স ছিল দশ কিংবা বার বছর। সে একটি কুপ ওয়াসীয়াত করলো, যার মুল্য ছিল তিরিশ হাজার (দিরহাম)। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা অনুমোদন করলেন।[1]
আবূ মুহাম্মদ বলেন, লোকেরা বলতো: আমর ইবনু সুলাইম।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ সনদটি বিচ্ছিন্ন, আমর ইবনু সুলাইম উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৬৪০৯। তবে সুলাইম' এর পরিবর্তে সেখানে রয়েছে আমর ইবনু সুলাইম। পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন গত ৩৩২২ নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩০)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَقَالَ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد عَنْ ابْنَيْهِ يَعْنِي ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ

৩৩৩০. আবী বাকর এর দু'পূত্র আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মদ তাদের পিতার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাদের একজন বলেন, তার বয়স ছিল তের বছর। অপর জন বলেন, বালিগ বা বয়:প্রাপ্ত হওয়ার পুর্বে।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, 'তার দু'পুত্র' হতে মানে আবী বাকরের দু'পুত্র হতে।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩১)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ يَعْنِي الْغُلَامَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

৩৩৩১. মা'মার হতে বর্ণিত, যুহুরী (রহঃ) বলেন, তার (তথা বালকের) ওয়াসীয়াত জায়িয (বৈধ) নয়। যতক্ষণ সে বালিগ না হয়, অর্থাৎ বয়:প্রাপ্তির পূর্বে (কোন বালকের ওয়াসীয়াত জায়িয নয়)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যুহ্‌রী পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮৬ নং ১০৯১০; আব্দুর রাযযাক ১৬৪১৭ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩২)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ وَلَا وَصِيَّتُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ وَلَا عَتَاقَتُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ

৩৩৩২. ইউনূস হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, বালকের তালাক, ওয়াসীয়াত, হিবা, দান-সাদাকা ও দাসমুক্তি জায়িয (বৈধ) নয় যতক্ষণ না সে বালিগ বা বয়:প্রাপ্ত হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর ৪৩৫; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮৬ নং ১০৯০৯; আব্দুর রাযযাক ১৬৪২৫ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩৩)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا عِتْقُهُ وَلَا وَصِيَّتُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شَيْءٌ

৩৩৩৩. আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বালকের তালাক, দাসমুক্তি, ওয়াসীয়াত, ক্রয় ও বিক্রয় এবং অন্য কোনো কিছুই জায়িয (বৈধ) নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ হাজ্জাজ বিন আরতাহ'র দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৬৪২১; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮৬ নং ১০৯০৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩৪)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ إِلَّا النَّشْوَانَ يَعْنِي السَّكْرَانَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ

৩৩৩৪. কাতাদাহ হতে বর্ণিত, হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-হিমইয়ারী বলেন, নেশাগ্রস্ত অবস্থা ব্যতীতই সজ্ঞান অবস্থায় না হলে তালাক ও ওয়াসীয়াত জায়িয (বৈধ) নয়- তথা মদমত্ত অবস্থায় (জায়িয নয়)। কেননা, তার (তথা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির) তালাক জায়িয হবে এবং তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হুমাইদ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৫/৩৮ ও ১১/১৮৬ নং ১০৮৮২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩৫)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ فَقَالَا هُوَ حُرٌّ وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِيَاسٌ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِحُرٍّ

৩৩৩৫. ইয়াহইয়া ইবনু আবী ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কাসিম ইবনু আব্দুর রহমান ও মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ (রহঃ) কে এমন একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে ওয়াসীয়াত করে বলে, ‘আমার সকল দাস মুক্ত, আর তার পলাতক একজন দাসও ছিল। এ সম্পর্কে তারা দু’জনই বলেন, (এ ওয়াসীয়াতের কারণে) সে (পলাতক দাসটি) ও মুক্তি লাভ করবে। আর হাসান, ইয়্যাস ও বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ (রহঃ) সকলেই বলেন, সে মুক্তি লাভ করবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি আমি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩৬)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

৩৩৩৬. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উম্মুল মু’মিনীন হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি ওয়াসীয়াত করেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮৬ নং ১০৮৮২ মুন'কাতি সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩৭)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ

৩৩৩৭. ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সাফিয়্যাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার এক ইয়াহুদী আত্মীয়ের (অথবা ভগ্নিপতির) জন্য ওয়াসীয়াত করেছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবনু উমার পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক ১৯৩৪২, ১৯৩৪৪; বাইহাকী, ওয়াসাইয়া ৬/২৮১ তা'লিক হিসেবে; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৬১ নং ১০৮১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩৮)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ أَوْصَى غُلَامٌ مِنَ الْحَيِّ يُقَالُ لَهُ عَبَّاسُ بْنُ مَرْثَدٍ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ لِظِئْرٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَقَالَ شُرَيْحٌ إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَنَا أَقُولُ بِهِ

৩৩৩৮. আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাদের গোত্রের আব্বাস ইবনু মারছাদ নামের সাত বছরের একটি ছেলে হিরায় বসবাসকারী তার ইয়াহুদী পালক পিতা (অথবা মাতা)'র জন্য সে চল্লিশ দিরহাম ওয়াসীয়াত করে। তখন শুরাইহ বলেন, তিনি বলেন, যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ওয়াসীয়াত করবে, তা জায়িয (বৈধ) হবে। সে তো ওয়াসীয়াত করেছে এর হকদারের জন্যই।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, এটি আমারও মত।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আবী ইসহাক পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩৩১৮-৩৩২১ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৩৯)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا

৩৩৩৯. হিশামের পিতা উরওয়া হতে বর্ণিত, যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার বাড়ি-ঘর তার ছেলে-কে এ শর্তে সাদাকাহ করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, এর কেউ ওয়ারিস হতে পারবে না, আর প্রত্যাহৃত (তথা তালাকপ্রাপ্তা) মেয়েরা এবাড়িতে অবস্থান করবে, এভাবে যে তার ক্ষতি করা হবে না, সেও কোনো ক্ষতি করবে না। এরপর সে যদি স্বামীর মাধ্যমে অভাবমুক্ত হয়, তবে এতে তার কোনো অধিকার নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৬/২৫১ নং ৯৭৪; বাইহাকী, ওয়াসাইয়া, ও ওয়াকফ ৬/১৬৬ সনদ জাইয়্যেদ ও বুখারী, ওয়াসাইয়া তা'লিক হিসেবে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪০)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ قَالَ هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৩৩৪০. হাফস হতে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রতি কিছু দিনার আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য ওয়াসীয়াত করলো। এরপর তার পরিবার হতে তা দান করার পুর্বেই ওয়াসীয়াতকৃত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো। এ ব্যাপারে মাকহুল বলেন, ওয়াসীয়াতকৃত মৃতব্যক্তির অভিভাবকগণের দায়িত্ব হয়ে যাবে তা আল্লাহর রাস্তায় দান করা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম এটি আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস। তাখরীজ: এটি আমি আর কোথাও পাইনি। পরের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ

৩৩৪১. আশ'আস হতে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রতি কিছু ওয়াসীয়াত করলো। এরপর ওয়াসীয়াতকারীর পুর্বেই ওয়াসীয়াতকৃত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো। এ ব্যাপারে হাসান (রহঃ) বলেন, ওয়াসীয়াতকৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের বৈধ বলে গণ্য হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আশ'আস ইবনু সিওয়ারের দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: সাঈদ ইবনু মানসূর ৩৬৭ সনদ সহীহ; ইবনু আবী শাইবা ১১/১৫৫ নং ১০৭৮৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

৩৩৪২. আবী ইসহাক সাবিঈ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, হাসানের মতো আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা জায়িয বলতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। দেখুন, আগের টীকাটি। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৫৫ নং ১০৭৮৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪৩)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ وَجَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَذَا زَمَانًا يُخْرَجُ إِلَى الْغَزْوِ فَأَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ

৩৩৪৩. নাফি'ঈ হতে বর্ণিত, এক ব্যকি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এসে বললো, এক লোক আমার প্রতি আল্লাহর রাস্তায় একটি উট প্রদানের ওয়াসীয়াত করে। আর এ যুগে তো যুদ্ধের জন্য (উট-ঘোড়া) বের করা হয় না। তাই আমি কি সেটি হাজ্জের বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে

পারি?তখন ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: হাজ্জ ও উমরাহ আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ করা) বলে গণ্য।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮১ নং ১০৮৮৮; বাইহাকী, ওয়াসাইয়া ৬/২৭২ সহীহ সনদে। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে উম্মু মা'কিল হতে তায়ালিসী ১/২০২ নং ৯৭৬; আহমাদ ৬/৪০৫-৪০৬; হাকিম, মুসতাদরাক ১/৪৮২। হাকিম বলেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যাহাবী তা সমর্থন করে; আর এটি তেমনি যেমন তারা দু'জন বলেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪৪)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلَ الْوَصِيُّ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ أَعْطِهِ عُمَّالَ اللَّهِ قَالَ وَمَنْ عُمَّالُ اللَّهِ قَالَ حَاجُّ بَيْتِ اللَّهِ

৩৩৪৪. ওয়াকিদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু যাইদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার কিছু সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করার ওয়াসীয়াত করেন। এরপর ওয়াসীয়াতকারী ব্যক্তি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আল্লাহর (রাস্তার) কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিকে তুমি তা দিয়ে দাও।' সে বললো, আল্লাহর (রাস্তার) কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, বায়তুল্লাহর হাজ্জ সম্পাদনকারী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ মুসা ইবনু উবাইদাহ আররাবিযীর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/১৮০ নং ১০৮৮৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪৫)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

৩৩৪৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যার অভ্যন্তরে কুরআনের কোন অংশই নেই, সে বিরান ঘরের মত।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: সাহমী, তারীখ জুরজান পৃ: ৪১২; আহমাদ ১/২২৩; তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন ২৯১৪; তাবারাণী, কাবীর ১২/১০৯ নং ১২৬১৯; ইবনু কাছীর, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: ২৮৪; ইবনু আদী, আল কামিল ৬/২০৭২; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১১৮৫; হাকিম, মুসতাদরাক ১/৫৫৪; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩৩৪৯। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।' হাকিম বলেন, তারা বর্ণনা না করলেও এর সনদ সহীহ। তবে যাহাবী তার অনুসরণে বলেছেন, আমি বলছি, (এর বর্ণনাকারী) কাবুস দুর্বল।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪৬)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَصْفَرَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَإِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ خَرِبٌ كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا سَاكِنَ لَهُ

৩৩৪৬. আবীল আহওয়াস হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ কুরআন হলো আল্লাহর ভোজসভা, ফলে তোমার সাধ্যমত তা থেকে গ্রহণ করো। কেননা, আমার জানামতে সর্বাধিক ধন-সম্পদ শুন্য ঘর হলো সেই ঘর যার মধ্যে আল্লাহর কিতাবের কোনো অংশই নেই। অনুরূপ যে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের কোনো অংশই নেই, তা সেইরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত, যেরূপ বিরাণ ঘর, যেখানে কোনো লোক বসবাস করে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত, তবে আবী সিনান সাঈদ ইবনু সিনান আবী ইসহাক হতে কিছু শোনার ব্যাপারে পিছিয়ে রয়েছেন। আর এটি ইবনু মাসউদের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৮৬ নং ১০০৭১ সংক্ষিপ্তাকারে সহীহ সনদে; আব্দুর রাযযাক ৫৯৯৮; তাবারানী, কাবীর ৯/১৩৮ নং ৮৬৪২; পূর্ণ তাখরীজের জন্য দেখুন, পরবর্তী হাদীসটি ও পূর্ববর্তী কিছু হাদীস।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪৭)

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ بِتِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ بِ الم وَلَكِنْ بِأَلِفٍ وَلَامٍ وَمِيمٍ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

৩৩৪৭. আবূল আহওয়াস (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ‘তোমরা এ কুরআন শিক্ষা কর, কেননা, কুরআনের একটি হরফ পাঠ করার কারণে তোমাদেরকে দশটি সাওয়াব দেওয়া হবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম মিলে একটি হয়ফ; বরং আলিফ, লাম এবং মীম প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা হরফ, যার প্রত্যেকটির জন্য দশটি করে সাওয়াব রয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি মাওকুফ (ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য)। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ৮৬৪৮, ৮৬৪৯; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৬০ মাওকুফ হিসেবে সহীহ; আব্দুর রাযযাক ৫৯৯৩ মুনকাতি সনদে; ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৬১ নং ৯৯৮১, ১০০৭১। বুখারী, কাবীর ১/২১৬; তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন ২৯১২; মারফু’ হিসেবে যার সনদ সহীহ। তিরমিযী, বলেন, এটি কেউ কেউ ইবনু মাসউদ থেকে মাওকুফ হিসেবে আবার কেউ কেউ মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।’ তিনি আরও বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, এ সূত্রে গারীব।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪৮)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عِنَانٍ الْحَنَفِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْبَيْتَ لَيَتَّسِعُ عَلَى أَهْلِهِ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ أَنْ لَا يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ

৩৩৪৮. হাফস ইবনু ইনান আল হানাফী থেকে বর্ণিত, আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন: যে ঘরে কুরআন পাঠ করা হয়, সেই ঘর তার বাসিন্দাদের উপর প্রশস্ত হয়ে যায়, সেখানে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়, শয়তানরা সেই ঘর থেকে দূরে থাকে, এবং তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আর যে ঘরে কুরআন পাঠ করা হয় না, তা তার বাসিন্দাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে যায়, সেখান থেকে ফেরেশতাগণ দূরে থাকে, শয়তানরা সেই ঘরে উপস্থিত হয় এবং তার ধন-সম্পদ কমে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি মাওকুফ (আবূ হুরাইরা

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৮৭ নং ১০০৭৬; ইবনুল মুবারক, যুহদ নং ৭৯০; ইবনুল যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৮৫ মুনকাতি সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৪৯)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ

৩৩৪৯. উকবাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কুরআনকে চামড়ার ভেতরে রেখে তা যদি আগুণেও নিক্ষেপ করা হয়, তবুও তা পুড়বে না।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইবনু লাহিয়াহ’র দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৪৫ তে। সংযোজনী: ফিরইয়াবী, ফাযাইলুল কুরআন নং ২; তাহাবী, শারহু মুশকিলিল আছার নং ৯০৬; ইবনু কাছীর, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: ৩০৩; আহমাদ ৪/১৫১ ১৫৫; তাবারাণী, কাবীর ১৭/৩০৮ নং ৮৫০; আবীল ফযল রাযী, নং ১২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২৬৯৯; ইবনু আদী, আল কামিল ৬/২৪৬। আর এর শাহিদ রয়েছে উসামাহ ইবনু মালিক আলখাতমী হতে তাবারাণী, কাবীর ১৭/১৮৬ নং ৪৯৮; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২৭০০; ইবনু আদী, আল কামিল ৬/২০৪১। তবে এতে ফযল ইবনু মুখতার রয়েছে যে মুনকার ও বাতিল হাদীস সমুহ বর্ণনা করে, ফলে তার শাহিদ বর্ণনা একে শক্তিশালী করে না।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ نِعْمَ الشَّفِيعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ حَلِّهِ حِلْيَةَ الْكَرَامَةِ فَيُحَلَّى حِلْيَةَ الْكَرَامَةِ يَا رَبِّ اكْسُهُ كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ فَيُكْسَى كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ يَا رَبِّ أَلْبِسْهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَلَيْسَ بَعْدَ رِضَاكَ شَيْءٌ

৩৩৫০. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: তোমরা কুরআন পাঠ কর, কেননা, কুরআন কিয়ামতের দিবসে কতই না উত্তম সুপারিশকারী! কিয়ামত দিবসে কুরআন এসে বলবে: হে রব! তাকে মর্যাদার অলংকারে অলংকৃত করুন। তখন তাকে মর্যাদার অলংকারে অলংকৃত করা হবে। (সে আবার বলবে:) হে রব! তাকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করান। তখন তাকে মর্যাদার পোষাক পরানো হবে। (সে আবার বলবে:) হে রব! তাকে মর্যাদার মুকুট পরিধান করান। তখন তাকে মর্যাদার মুকুট পরিধান করানো হবে। (এরপর সে বলবে:) ইয়া রব! আপনি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। কেননা, আপনার সন্তুষ্টির পরে আর কিছু নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান আসিম এর কারণে। তিনি হলেন ইবনু আবীন নুজুদ। তাখরীজ: তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন ২৯১৬; হাকিম, মুসতাদরাক ১/৫৫২; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ১৯৯৬, ১৯৯৭। তিরমিযী বলেন, 'হাদীসটি হাসান সহীহ।' হাকিম বলেন, 'তারা উভয়ে বর্ণনা না করলেও হাদীসটির সনদ সহীহ।' যাহাবী বলেন, 'সহীহ। ইবনু খুযাইমা এটি মারফু' হিসেবে শু'বাহ হতে বর্ণনা করেছেন।' আমরা বলছি: শু'বাহ হতে এটি মারফু' ও মাওকুফ দু'ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে শু'বাহ'র মারফু' বর্ণনা মুতাবিয়াত হলো যাইদাহ, মারফু' হওয়াটা তার দিকেই ফিরে যায়। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫১)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ يَقُولُ يَا رَبِّ لِكُلِّ عَامِلٍ عُمَالَةٌ مِنْ عَمَلِهِ وَإِنِّي كُنْتُ أَمْنَعُهُ اللَّذَّةَ وَالنَّوْمَ فَأَكْرِمْهُ فَيُقَالُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَتُمْلَأُ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ ثُمَّ يُقَالُ ابْسُطْ شِمَالَكَ فَتُمْلَأُ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ وَيُكْسَى كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ وَيُحَلَّى بِحِلْيَةِ الْكَرَامَةِ وَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ

৩৩৫১. মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কুরআন (কিয়ামত দিবসে) তার সাথীর (পাঠকারীর) জন্য সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে। সে বলবে: হে রব! প্রত্যেক কর্মকারীর তার কর্মের পুরস্কার বা বিনিময় পেয়ে থাকে। আর আমি তাকে ভোগ-আনন্দ ও ঘুম হতে বিরত রেখেছিলাম। তাই আপনি তাকে সম্মানিত করুন।তখন তাকে বলা হবে: তোমার ডান হাত প্রশস্ত কর। (সে প্রশস্ত করলে) তা আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা ভরপুর করে দেয়া হবে। এরপর তাকে বলা হবে: তোমার বাম হাত প্রশস্ত কর। (সে প্রশস্ত করলে) তা আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা ভরপুর করে দেয়া হবে। এবং তাকে মর্যাদার পোষাক পরানো হবে, তাকে মর্যাদার অলংকারে অলংকৃত করা হবে এবং তাকে মর্যাদার মুকুট পরিধান করানো হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান আসিম এর কারণে। এটি ইবনু উমারের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৯৬, ৪৯৭ নং ১০০৯৮, ১০০৯৯; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১০২; সাঈদ ইবনু মানসূর ২২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫২)

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ الْقُرْآنُ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ فَيُكْسَى حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ زِدْهُ فَيُكْسَى تَاجَ الْكَرَامَةِ قَالَ فَيَقُولُ رَبِّ زِدْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَيَقُولُ رِضَائِي قَالَ أَبُو مُحَمَّد قَالَ وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ اجْعَلْ قِرَاءَتَكَ الْقُرْآنَ عِلْمًا وَلَا تَجْعَلْهُ عَمَلًا

৩৩৫২. মুসাইয়্যেব ইবনু রাফি’ঈ হতে বর্ণিত, আবী সালিহ (রহঃ) বলেন, কুরআন (কিয়ামত দিবসে) তার সাথীর (পাঠকারীর) জন্য সুপারিশ করবে। ফলে তাকে মর্যাদার পোষাক পরানো হবে। তখন কুরআন বলবে, হে রব! তার জন্য আরও বাড়িয়ে দিন। তখন তাকে মর্যাদার মুকুট পরিধান করানো হবে।
তিনি বলেন, তারপর সে বলবে: হে রব! তার জন্য আরও বাড়িয়ে দিন, আর তাকে দান করুন এবং তাকে আরও দান করুন … তিনি বলেন, (অবশেষে) তিনি (আল্লাহ তা’আলা) বলবেন: আমার সন্তুষ্টি (তাকে দান করলাম)।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, উহাইব ইবনু ওয়ারদ বলেন, তোমার কুরআন পাঠ কর ইলমের উদ্দেশ্যে, তা পাঠকে শুধু (গতানুগতিক কোন) কাজ হিসেবে গণ্য করো না।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। এটি আবূ সালিহ’র উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৯৫ নং ১০০৯৭; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫৩)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْفَزَارِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَجِدَ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ سِمَانٍ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُنَّ

৩৩৫৩. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমাদের কেউ কি তার ঘরে ফিরে এসে সেখানে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্রী পেতে পছন্দ করে?" আমরা বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেনঃ "তোমাদের কারো তিনটি আয়াত পাঠ করা তার জন্য তিনটি হৃষ্টপুষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্রীর চেয়েও উত্তম।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ বা উত্তম। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫০৩ নং ১০১২২; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৮০২; ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৭৮২; ফিরইয়াবী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৬৯, ৭০, ৭১; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১১৭৭; আহমাদ ২/৩৯৬-৩৯৭, ৪৬৬, ৪৯৬-৪৯৭; আবূ উবাইদ, ফাযাইল নং ১০২; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২২৪২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫৪)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ وَنَجَاةٌ لِمَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَزِيغُ فَيَسْتَعْتِبُ وَلَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ فَاتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ الم وَلَكِنْ بِأَلِفٍ وَلَامٍ وَمِيمٍ

৩৩৫৪. আবীল আহওয়াস হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিশ্চয়ই এ কুরআন হলো আল্লাহর ভোজসভা, ফলে তোমার সাধ্যমত তা শিক্ষা করো। নিশ্চয়ই এ কুরআন হলো আল্লাহর রশি এবং প্রকাশ্য জ্যোতি, (অন্তরে রোগের) ঔষধ ও উপকারকারী, যে ব্যক্তি একে আঁকড়ে ধরে, তার জন্য এটি পাপমুক্তি-সংরক্ষণ (কারী); আর যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে, তা তার জন্য নাজাত (মুক্তির কারণ), সে বিচ্যুত বা ভ্রষ্ট হয় না যে তাওবা করার প্রয়োজন পড়বে; তা কখনো বক্র হয় না, যাকে সোজা করার প্রয়োজন হবে; এর বিস্ময়সমূহ কখনো ধ্বংস হবে না; আর পুন: পুন: পাঠের পরেও তা কখনো পুরান ও জীর্ণ হয়ে যাবে না। ফলে তোমরা তা পাঠ করতে থাক, কেননা, এ কুরআনের একটি হরফ পাঠ করার কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে দশটি সাওয়াব দেবেন। জেনে রাখ, আমি এ কথা বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম (মিলে একটি হয়ফ); বরং আলিফ, লাম এবং মীম (প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা হরফ, যার প্রত্যেকটির জন্য দশটি করে সাওয়াব রয়েছে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ইবরাহীম আল হিজরী'র কারণে। আর এটি মাওকুফ। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ১৯৮৫; আব্দুর রাযযাক ৬০১৭; তাবারাণী, কাবীর ৯/১৩৯ নং ৮৬৪৬; আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/১৩০-১৩১; হাকিম, মুসতাদরাক ১/৫৫৫; আবূ উবাইদ,

ফাযাইলুল কুরআন পৃ: ৪৯-৫০; নাসাঈ, আমলুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ নং ৯৬৩; আবু নুয়াইম, যিকরু আখবারুল আসবাহান ২/২৭৮ মারফু' হিসেবে। সাঈদ ইবনু মানসূর ১/৪৩ নং ৭; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ১৯৮৫ এ সনদে। পূর্ণ ফায়িদাহ দেখুন, বিগত ৩৩৪৬ নং হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫৫)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَهُ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَخُذُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَيْهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلَ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

৩৩৫৫. যাইদ ইবনু আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হলেন। এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর ছানা (গুণগান) বর্ণনা করে বললেন: "হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আমি এক জন মানুষ মাত্র। হয়তো অচিরেই আমার রবের দূত আমার নিকট এসে যাবে এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। কিন্তু আমি তোমাদের মাঝে দু'টো ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যাতে রয়েছে হেদায়েত (পথনির্দেশনা) ও নূর। ফলে তোমরা আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে থাঁকবে এবং তা অনুসরণ করবে।" এরপর তিনি এ ব্যাপারে অনুপ্রাণীত করলেন এবং উতসাহ দিলেন। এরপর তিনি বললেন: "এবং আমার আহলে বাইত- আমার পরিবার। আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি- তিনবার।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/৩৬৬-৩৬৭; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৪০৮; ((তিরমিযী, মানাকিব ৩৭৮৮)। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫৬)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُحْتَضَرٌ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ يُنَادُونَ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا الطَّرِيقُ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ فَإِنَّ حَبْلَ اللَّهِ الْقُرْآنُ

৩৩৫৬. আবী ওয়াইল হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিশ্চয়ই এ রাস্তা হলো সমাবেশ স্থল। আর সেখানে শয়তানেরা সমবেত হয়ে আহ্বান জানাতে থাকে, ‘হে আল্লাহর বান্দারা! এ (ভ্রান্ত) পথই হলো (সঠিক) পথ।’ (আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যেই সে এরূপ আহ্বান জানাতে থাকে)। সুতরাং তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো। আর আল্লাহর রজ্জু হলো কুরআন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবনু উমার পর্যন্ত সহীহ। এটি ইবনু উমারের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২০২৫; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৭৪; সুয়ূতী, দুররে মানসূর ২/৬০; তাবারাণী, কাবীর ৯/২৪০ নং ৯০৩১, ৯০৩২; সাঈদ ইবনু মানসূর ৩/১০৮৩ নং ৫১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ إِنَّ قَارِئَ الْقُرْآنِ وَالْمُتَعَلِّمَ تُصَلِّي عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَخْتِمُوا السُّورَةَ فَإِذَا أَقْرَأَ أَحَدُكُمُ السُّورَةَ فَلْيُؤَخِّرْ مِنْهَا آيَتَيْنِ حَتَّى يَخْتِمَهَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ كَيْ مَا تُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَى الْقَارِئِ وَالْمُقْرِئِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ

৩৩৫৭. খালিদ ইবনু মা’দান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো একটি সুরা শেষ না করা পর্যন্ত কুরআনের পাঠক ও শিক্ষাকারীর উপর ফিরিশতাগণ সালাত প্রেরণ (রহমতের দু’আ) করতে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন কুরআনের কোনো সূরা পাঠ করায় বা শিক্ষা দেয়, সে যেন তা শেষ না করে তার দু’টো আয়াত দিনের শেষে পাঠ করে তা সমাপ্ত করার জন্য রেখে দেয়, যাতে ফিরিশতাগণ পাঠকারী ও শিক্ষাকারীর উপর দিনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সালাত প্রেরণ (রহমতের দু’আ) করতে থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আবদাহ খালিদ ইবনু মা’দানের কন্যা। আমি তার জীবনী কোথাও পাইনি। অন্যান্য রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। আর এটি খালিদ ইবনু মা’দানের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫০৫ নং ১০১২৮ আবী উমামার বক্তব্য হিসেবে জাইয়্যেদ সনদে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও, হিন্দী, কানযুল উম্মালে একে হাকীম তিরমিযী’র প্রতি সম্বন্ধ করেছেন, যা হাকীম তিরমিযীর নাওয়াদিরুল উসূল পৃ: ৩৩৩ তে রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫৮)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يُعَذِّبَ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ

৩৩৫৮. শুরাহবিল বিন মুসলিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা কুরআন পাঠ করতে থাকো। আর তোমাদেরকে যেন (কবিতার মতো) এ কুরআন (পাঠ) ধোকায় না ফেলে দেয়। কারণ যে অন্তর কুরআন সংরক্ষণ করেছে, আল্লাহ কখনোই তাকে শাস্তি দেবেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫০৫ নং ১০১২৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৫৯)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ

৩৩৫৯. সুলাইম ইবনু আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ উমামাহ বাহিলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা কুরআন পাঠ করতে থাকো। আর তোমাদেরকে যেন (কবিতার মতো) এ কুরআন (পাঠ) ধোকায় না ফেলে দেয়। কারণ যে অন্তর কুরআন সংরক্ষণ করেছে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: বুখারী, খালকু আফ'আলীল ইবাদ পৃ: ৮৭। আর এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَيْسَ مِنْ مُؤَدِّبٍ إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى أَدَبُهُ وَإِنَّ أَدَبَ اللَّهِ الْقُرْآنُ

৩৩৬০. আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিই চায়, তাকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করা হোক। আর কুরআন হলো আল্লাহর (ভোজের) নিমন্ত্রণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবনু মাসউদ পর্যন্ত সহীহ। এটি ইবনু মাসউদের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: এটি বিগত ৩৩৪২ নং হাদীসের অংশবিশেষ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬১)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَمَنْ دَخَلَ فِيهِ فَهُوَ آمِنٌ

৩৩৬১. আবূল আহওয়াস (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: এ কুরআন হলো আল্লাহর ভোজসভা। ফলে সেখানে যে ব্যক্তিই প্রবেশ করলো, সে নিরাপত্তা লাভ করলো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটিও বিগত ৩৩৪২ নং হাদীসের অংশবিশেষ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬২)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبْشِرْ

৩৩৬২. আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে সে যেন আনন্দিত হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ পর্যন্ত সহীহ। এটি

ইবনু মাসউদের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫০৬ নং ১০১২৯; সাঈদ ইবনু মানসূর ১/১২ নং ৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬৩)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبْشِرْ

৩৩৬৩. (অপর সনদে) আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে সে যেন আনন্দিত হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আর এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬৪)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ فَيَكُونُ لَهُ قَائِدًا إِلَى الْجَنَّةِ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ لَهُ سَائِقًا إِلَى النَّارِ

৩৩৬৪. শা’বী হতে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, কিয়ামতের দিন কুরআন এসে তার সাথী (পাঠক)-এর জন্য শাফা’আত করবে এবং তাকে জান্নাতের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আবার তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং তাকে জাহান্নামের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ শা’বী পর্যন্ত হাসান। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৯৭ নং ১০১০২; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৯৬, ১০৮; আবুল ফাযল আর রাযী, নং ১২৪ (কিছুটা ভিন্ন শব্দে।)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬৫)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ أَهْلُ الْقُرْآنِ

৩৩৬৫. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "নিশ্চয়ই লোকদের মাঝে আল্লাহর 'আহল' বা পরিজন রয়েছে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? তিনি বললেন: "আহলুল কুরআন' বা কুরআনের অধিকারীগণ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ হাসান ইবনু আবী জা'ফর এর দুর্বলতার কারণে। তবে তিনি এ বর্ণনায় একাকী নন, তার মুতাবিয়াত রয়েছে। যেমন তাখরীজে উল্লেখিত হয়েছে। তাখরীজ: আবূ দাউদ তায়ালিসী, ২/৩ নং ১৮৮৫; আবী নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৩/৬৩; আহমাদ ৩/১২৭-১২৮, ২৪২; নাসাঈ, কুবরা ৫/১৭ নং ৮০৩১; সুনান, ফাযাইলুল কুরআন নং ৫৬; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৭৫; ইবনু কাছীর, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: ২৭৫; ইবনু মাজাহ, মুকাদ্দমাহ নং ২১৫; আবুল ফাযল আর রাযী, নং ৩৭; হাকিম ১/৫৫৬ সহীহ সনদে। বুসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ ১/৯১ তে বলেন, এ সনদ সহীহ, সকলেই বিশ্বস্ত।' খতীব, তারীখ ২/৩১১ অপর সূত্রে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬৬)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُغِيثٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنْزِلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا

৩৩৬৬. কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, মনের উপলব্ধি, প্রজ্ঞার আলোকবর্তিকা, ইলমের ঝরণা, কালের বিবেচনায় আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নবতর কিতাব।[1] তিনি বলেন, তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত নাযিল করেছি, যা অন্ধ দৃষ্টিকে, বধির কানকে এবং অনুভুতিহীন আবদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেবে।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: নং ৭৭। [2] তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১১/৪৮১ নং ১১৭৮৭ মুগীছ হতে বর্ণনা করেন, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম r বলেছেন: “আমার নিকট নাযিল করা হয়েছে তাতে রয়েছে প্রজ্ঞার আলোকবর্তিকা, ইলমের ঝরণা; এর দ্বারা অন্ধ দৃষ্টিকে, অনুভুতিহীন আবদ্ধ হৃদয়কে এবং বধির কানকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য।আর তা আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নবতর কিতাব।” এর সনদ মুগীছ পর্যন্ত সহীহ। তবে এটি মুগীছের উপর মাওকুফ (তার নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬৭)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ عَنْ أَبِي إِيَاسٍ عَنْ أَبِي كِنَانَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرًا وَكَائِنٌ لَكُمْ ذِكْرًا وَكَائِنٌ بِكُمْ نُورًا وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا اتَّبِعُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَتَّبِعُكُمُ الْقُرْآنُ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعُ الْقُرْآنَ يَهْبِطْ بِهِ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ اتَّبَعَهُ الْقُرْآنُ يَزُخُّ فِي قَفَاهُ فَيَقْذِفُهُ فِي جَهَنَّمَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَزُخُّ يَدْفَعُ

৩৩৬৭. আবী কিনানাহ হতে বর্ণিত, আবূ মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ কুরআন হলো তোমাদের জন্য সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম, যিকিরের উপাদান, তোমাদের জন্য আলোকবর্তিকা এবং তোমাদের পক্ষে বোঝা বহনকারী। তোমরা এ কুরআনের অনুসরণ করো, আর এ কুরআন যেন তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে। কারণ যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণ করবে, এর মাধ্যমে সে জান্নাতের বাগানে অবতরণ (অবস্থান) করবে। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে তার অনুগামী করবে, তা তার ঘাড় ধরে ঠেলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আবূ কিনানাহ সম্পর্কে আমি কোনো মুহাদ্দিসকে ‘জারাহ ও তা’দীল (সুনাম বা দুর্নাম) করতে দেখিনি। বাকী রাবীগণ বিশ্বস্ত। ফলে এটি ইবনু হিব্বানের শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৮৪ নং ১০০৪৩, ১৩/২৮৬ নং ১৬৬৭১; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৬৭; সাঈদ ইবনু মানসূর ১/৪৯ নং ৮ ; আবী নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/২৫৭; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২০২৩, ২০২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ أَخَذَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ سَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ فَصِنْفٌ لِلَّهِ وَصِنْفٌ لِلْجِدَالِ وَصِنْفٌ لِلدُّنْيَا وَمَنْ طَلَبَ بِهِ أَدْرَكَ

৩৩৬৮. মুসা ইবনু আইয়্যূব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা ইয়াস ইবনু আমির বলতেন, আলী ইবনু আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমার হাত ধরে বলেন, তুমি যদি আমার পরে বেঁচে থাক, তবে অচিরেই (দেখবে), তিন প্রকারে কুরআন পাঠ করা হবে: ১. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ২. তর্ক-বিতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং ৩. দুনিয়া (মাল-সম্পদ) কামাইয়ের উদ্দেশ্যে। আর তা দ্বারা যে যা-ই অন্বেষণ করবে, তা সে পাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তাহক্বীক, উস্তায আলী রিযা, মুসনাদু আলী নং ৭৩৪। তিনি একে যঈফ বলেছেন। তবে তা সেরূপ তথা যঈফ নয়।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৬৯)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ يُقْرِئُونَكَ السَّلَامَ فَقَالَ وَعَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَمُرْهُمْ فَلْيُعْطُوا الْقُرْآنَ بِخَزَائِمِهِمْ فَإِنَّهُ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقَصْدِ وَالسُّهُولَةِ وَيُجَنِّبُهُمْ الْجَوْرَ وَالْحُزُونَةَ

৩৩৬৯. আবী কিলাবাহ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বললো, আপনার কুফাবাসী যিকিরকারী (অধিক কুরআন পাঠকারী খারেজীগণ) ভাইগণ আপনাকে সালাম প্রদান করেছেন। তখন তিনি বললেন, তাদের প্রতি সালাম। তাদেরকে আদেশ করো যে, তারা যেন কুরআনের হাতে তাদের আনুগত্যের লাগাম প্রদান করে (অর্থাৎ- তারা যেন কুরআনের হুকুমের আনুগত্য করে ও তার সাথে লেগে থাকে)। ফলে কুরআন তাদেরকে সরল-সোজা ও সহজ পথের দিকে অনুপ্রাণীত করবে এবং তাদেরকে বাড়াবাড়ি-জুলুম ও কাঠিন্য-কঠোরতা হতে দুরে রাখবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ইনকিতা'আ বা বিচ্ছিন্নতার কারণে। আবু কিলাবাহ আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫২৭ নং ১০২১১; আব্দুর রাযযাক নং ৫৯৯৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭০)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ عَنْ ابْنِ أَخِي الْحَارِثِ عَنْ الْحَارِثِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أُنَاسٌ يَخُوضُونَ فِي أَحَادِيثَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَقُلْتُ أَلَا تَرَى أَنَّ أُنَاسًا يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ فَعَلُوهَا

قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ فِتَنٌ قُلْتُ وَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا قَالَ كِتَابُ اللَّهِ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ هُوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ أَنْ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا هُوَ الَّذِي مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ

৩৩৭০. হারিছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম কতক লোক সেখানে কথাবার্তায় নিমগ্ন। তখন আমি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি কি দেখছেন না যে, মসজিদে লোকেরা বাকবিতণ্ডায় নিমগ্ন হয়ে আছে? তখন তিনি বললেন, তারা কি তাই করছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, শোন, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "অচিরেই ফিতনাসমূহ আবির্ভাব হবে।" আমি বললাম, তা হতে বের হওয়ার উপায় কি? তিনি বললেন, "আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের সকল সংবাদ রয়েছে এবং তোমাদের পরবর্তীদের সংবাদও রয়েছে, এবং তোমাদের মধ্যকার প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম রয়েছে। আর তা হলো চুড়ান্ত সত্য, এটি কোনো ঠাট্টা-তামাশার বস্তু নয়। দাপট-অহংকারবশত: যে ব্যক্তি একে বর্জন করবে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন। আর যে ব্যক্তি এ ব্যতীত অন্য কোথাও হেদায়েত-পথনির্দেশনা অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন।

আর এ হলো আল্লাহর মজবুত রশি; আর এ হলো প্রজ্ঞাপুর্ণ যিকির; আর এ হলো সিরাতুল মুস্তাক্বীম-সরল-সোজা পথ। এ হলো সেই বস্তু যার মাধ্যমে প্রবৃত্তি-মনমর্জি বক্র হয় না, আর এর দ্বারা জবান অস্পষ্ট হয় না। আর এ থেকে উলামাগণ কখনো পরিতৃপ্ত হয় না; বার বার পাঠেও তা কখনো জীর্ণ ও পুরাতন হয় না; এর বিস্ময়সমূহ কখনো শেষ হয় না; এ হলো সেই কুরআন যা শুনে জ্বিনেরা এ কথা না বলে পারেনি যে, إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً (অর্থ: "আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।" সুরা জ্বিন: ১) আর এ হলো সেই কুরআন, যার দ্বারা কেউ কথা বললে সত্য বলে; যার দ্বারা কেউ বিচার-ফায়সালা করলে, সে ন্যায়বিচার করে; এর দ্বারা যে আমল করে, সে প্রতিদান লাভ করলো; আর এর দিকে যে আহ্বান করলো, সে 'সিরাতুল মুস্তাক্বিম' বা সরল পথের দিশা পেল।" (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন,) হে আওয়ার, তুমি এ কুরআনকে অবলম্বন-অনুসরণ করো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'জন অজ্ঞাত নামা রাবী রয়েছে: আবুল

মুখতার সা'দ আত তাঈ ও ইবনু আখীল হারিছ (হারিছের ভাতিজা)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৮২ নং ১০০৫৬; তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন ২৯০৮; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ১৯৩৫, ১৯৩৬; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১১৮১। (তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব। হামযা আয যিয়াত হতে ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এর সনদ মাজহুল বা অজ্ঞাত। হারিছের বর্ণনা সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।"

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّتَكَ سَتُفْتَتَنُ مِنْ بَعْدِكَ قَالَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سُئِلَ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا قَالَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَمَنْ وَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ جَبَّارٍ فَحَكَمَ بِغَيْرِهِ قَصَمَهُ اللَّهُ هُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ فِيهِ خَبَرُ مَنْ قَبْلَكُمْ وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ وَهُوَ الَّذِي سَمِعَتْهُ الْجِنُّ فَلَمْ تَتَنَاهَى أَنْ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عِبَرُهُ وَلَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لِلْحَارِثِ خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ

৩৩৭১. হারিছ হতে বর্ণিত, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরে অচিরেই আপনার উম্মাত ফিতনায় পতিত হবে। অত:পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, অথবা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তা হতে পরিত্রাণের হওয়ার উপায় কি? তিনি বললেন, "মহা পরাক্রান্ত আল্লাহর কিতাব – কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না- অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাবান, প্রশংসনীয় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সুরা ফুসসিলাত: ৪২) আর যে ব্যক্তি এ ব্যতীত অন্য কোথাও হেদায়েত-পথনির্দেশনা অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। আর যে ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা লাভ করবে, অত:পর সে এ ব্যতীত অন্যকিছু দ্বারা বিচার-ফায়সালা করবে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন। আর এ হলো প্রজ্ঞাপুর্ণ যিকির ও সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা; আর সিরাতুল মুস্তাক্বীম-সরল-সোজা পথ।

এতে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের সকল খবরা-খবর এবং তোমাদের পরবর্তীদের সংবাদ রয়েছে, এবং তোমাদের মধ্যকার প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম রয়েছে। আর তা হলো চুড়ান্ত সত্য, এটি কোনো ঠাট্টা-তামাশার বস্তু নয়। এ হলো সেই কুরআন যা শুনে জ্বিনেরা এ কথা না বলে পারেনি যে, إِنَّا سَمِعْنَا

قُرْآناً عَجَباً (অর্থ: "আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। এটি সুপথে পরিচালিত করে।" সুরা জ্বিন: ১) বার বার পাঠেও তা কখনো জীর্ণ ও পুরাতন হয় না; এর উপদেশ-শিক্ষা বিস্ময়সমূহ কখনো নষ্ট হবে না এবং এর বিস্ময়সমূহ কখনো শেষ হবে না।" এরপর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হারিছকে বললেন, 'হে আওয়ার, তুমি একে (কুরআনকে) আঁকড়ে ধরো।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। ((মুহাক্বিক্ব পুর্বের হাদীসটিতে আবুল মুখতার কে মাজহুল বা অজ্ঞাত পরিচয় বললেন, অথচ এখানে এর সনদকে 'হাসান বললেন। এছাড়া, অপর রাবী হারিছের সম্পর্কে এর পূর্বের টীকায় তিরমিযীর সমালোচনা আমরা দেখেছি।– যার ফলে এর সনদও যঈফ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহই ভাল জানেন।– অনুবাদক।)) তাখরীজ: খতীব, ফাকীহ ওয়াল মুত্তাফাকীহ ১/৫৫, ৫৬; আবুল ফাযল আর রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৩৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ الْفَهْمَ بِالْقُرْآنِ

৩৩৭২. আবী হুররাহ হতে বর্ণিত, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً (অর্থ: "আর যাকে হিকমাত (প্রজ্ঞা) প্রদান করা হয়েছে, বস্তুত: তাকে প্রভূত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে।" সুরা বাকারা: ২৬৯) ইবরাহীম (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, (হিকমাত' অর্থ:) কুরআনের জ্ঞান।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত যঈফ। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ৩/৯০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭৩)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ قَالَ الْكِتَابَ يُؤْتِي إِصَابَتَهُ مَنْ يَشَاءُ

৩৩৭৩. আবী নাজীহ হতে বর্ণিত, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ (অর্থ: "আর তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমাত (প্রজ্ঞা) প্রদান করেন।" সুরা বাকারা: ২৬৯) এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব। যাকে ইচ্ছা তিনি কুরআন মাজীদের যথার্থ জ্ঞান দান করেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুজাহিদ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ৭/২৩১ নং ৩০০৯; তাবারী, তাফসীর ৩/৯০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭৪)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِيَّاكِ أَنْ تُدْخِلِي بَيْتِي مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ كُلَّ ثَلَاثٍ

৩৩৭৪. আ'মাশ হতে বর্ণিত, খাইছামা তার স্ত্রীকে বলেন, এই তুমিই আমার বাড়িতে মদপানকারীকে প্রবেশ করতে দিয়েছ, যেখানে প্রতি তিন দিনে পুরো কুরআন পঠিত হতো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ আবী হাশিম রিফাঈ'র কারণে। তাখরীজ: আলফাসাওয়ী, আল মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ৩/১৪৩ সহীহ সনদে; এছাড়া, আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৪/১১৫ তে সেখানে রয়েছে: খাইছামা বলেন, ... আমি একজন মাত্র লোককে ভয় করি, সে আমার ভাই মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমান, সে ফাসিক লোক মদপান করে। ফলে আমার বাড়িতে মদ পান করা হবে, তা আমি অপছন্দ করি। কেননা, সেখানে প্রতি তিনদিন পর কুরআন পাঠ (খতম) করা হয়।' এর সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا رَجَعَ مِنْ سُوقِهِ أَوْ مِنْ حَاجَتِهِ فَاتَّكَأَ عَلَى فِرَاشِهِ أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ

৩৩৭৫. ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা বাজার হতে কিংবা তোমাদের কোন প্রয়োজন সেরে বাড়িতে প্রবেশ করে বিছানায় হেলান দিয়ে বসে কুরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করা হতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দেয়?[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনুল মুবারক, যুহদ নং ৮০৭; ইবনু আদী, আল কামিল ১/২৪৯; তাবারাণী, কাবীর ১১/৩৯৮ নং ১২১১৯; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২০০৩, ২১৯৮ মারফূ' হিসেবে, এর সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭৬)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

৩৩৭৬. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন (নিজে) শিখে এবং (অপরকে) তা শিখায়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫০৩ নং ১০১২১; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, যাওয়াইদুল মুসনাদ ১/১৫৩; তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন ২৯১১; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৩৬; আবুল ফাযল আর রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৩৮, ৩৯; তামাম ফী ফাওয়াইদুহ নং ১৩৬; কুযাঈ, মুসনাদুশ শিহাব নং ১২৪১; খতীব, তারীখ ১/৪৫৯। তিরমিযী বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে আবদুর রহমান ইবন ইসহাক (র)-এর সূত্র ছাড়া এই হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই ' আমরা বলছি: তবে হাদীসটি সহীহ। পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭৭)

حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ مَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ أَوْ تَعَلَّمَهُ قَالَ أَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ ذَاكَ أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا

৩৩৭৭. উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে (অপরকে) কুরআন শিক্ষা দেয় অথবা (নিজে) তা শিখে।"
আবূ আব্দুর রহমান উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শাসনামলে কুরআন পড়িয়েছেন হাজ্জাজ আসার পুর্ব পর্যন্ত।তিনি বলেন, আমার এ বসার স্থানে তিনি আমাকে বসিয়েছিলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু কাছীর, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: ২০৫; নাসাঈ, ফাযাইলুল কুরআন নং ৬১, ৬২; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৩২; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২২০৫, ২২০৬, ২২০৭। আর মারফু' অংশটুকুর আমরা পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৮। আরও দেখুন, মুসনাদুল মাউসিলী ২/১৩৬-১৩৭; আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ২৩৭ -২৩৮; বাইহাকী, আল ই'তিকাদ পৃ: ৬২; ফিরইয়াবী, ফাযাইলুল কুরআন নং ১০-১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭৮)

حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقْعَدَنِي هَذَا الْمَقْعَدَ أُقْرِئُ

৩৩৭৮. সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাদি: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন (নিজে) শিখে এবং কুরআন (অপরকে) শিখায়।"তিনি বলেন, এরপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে এ স্থানে বসালেন আর আমি পাঠ করাচ্ছিলাম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** হারিছ ইবনু নাবহান মাতরুক (পরিত্যক্ত রাবী)। তাখরীজ: ইবনু মানসূর ১/১০২ নং ২০। আমরা পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৮১৪। তবে হাদীসটি সহীহ পূর্বের হাদীসগুলি এর শাহিদ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৭৯)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد عِيسَى هُوَ ابْنُ فَائِدٍ

৩৩৭৯. সা'দ ইবনু উবাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কুরআন শেখার পর তা ভুলে যায়, সে কিয়ামতের দিন হস্ত-কর্তিত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।"[1]

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদে তিনটি ত্রুটি বিদ্যমান: ১. ঈসা ইবনু ফাইদ এর জাহালাত বা পরিচয়হীনতা, ২. কোন এক ব্যক্তি'র জাহালাত বা পরিচয়হীনতা ৩. ইয়াযীদ ইবনু আবী যিনাদ এর দুর্বলতা। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ১৯৬৯, ১৯৭০; আহমাদ ৫/২৮৪, ২৮৫; আবদ ইবনু হুমাইদ নং ৩০৬; বাযযার, কাশফুল আস্তার ২/২৫৪ নং ১৬৪২; আবূল ফাযল আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ, ফাযাইলুল কুরআন নং ১; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ১/১৩২; তাবারাণী, কাবীর নং ৫৩৯০, ৫৩৯২; আব্দুর রাযযাক নং ৫৯৮৯; ইবনু আবী শাইবা ১০/৭৪ নং ১০০৪৪; আব্দুর রাযযাক নং ৫৯৯৬; আবূ দাউদ, সালাত ১৪৭৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮০)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَكْثِرُوا تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ قَالُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفُ تُرْفَعُ فَكَيْفَ بِمَا فِي صُدُورِ الرِّجَالِ قَالَ يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلًا فَيُصْبِحُونَ مِنْهُ فُقَرَاءَ وَيَنْسَوْنَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَقَعُونَ فِي قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَشْعَارِهِمْ وَذَلِكَ حِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ

৩৩৮০. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, কুরআনকে তুলে নেওয়ার পূর্বে তোমরা বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত কর। লোকেরা বললো, এ কুরআনের মাসহাফসমূহকে না হয় তুলে নেওয়া হলো, কিন্তু লোকদের অন্তরে যে মুখস্ত কুরআন রয়েছে, তা কিভাবে তুলে নেওয়া হবে? তিনি বললেন, এক রাতে তার নিকট আগমণকারী আসবে (এবং তাদের থেকে কুরআনকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে), অতঃপর তারা সকালে ঘুম থেকে উঠবে নিঃস্ব (কুরআন হীন) অবস্থায়। এমনকি তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমাও ভুলে যাবে। তখন তারা জাহিলী যুগের কথাবার্তা-ও কাব্য-কবিতাতে মত্ত হবে। আর এ সময় তাদের উপর প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) সংঘটিত হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুসা ইবনু উবাইদাহ'র দুর্বলতার কারণে যঈফ। আর এটি ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য (মাওকুফ)। (অপর একটি উত্তম সনদেও এটি বর্ণিত। তাখরীজ দেখুন।–অনুবাদক)) তাখরীজ: বুখারী, কাবীর ৮/১০৭-১০৮ সংক্ষিপ্তাকারে প্রথম অংশটুকু। ইবনুল মুবারাক, আয যুহদ নং ৮০৩ যঈফ সনদে; ইবনু আবী শাইবা ১০/৫৩৪ নং ১০২৪২; ইবনু মানসূর ২/৩৩৫ নং ৯৭; হাকিম ৪/৫০৪; আব্দুর রাযযাক নং ৫৯৮১; তাবারাণী, কাবীর ৯/১৫৩ নং ৮৬৯৮, ৮৬৯৯, ৮৭০০ এর সনদ উত্তম।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮১)

حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مُطِيعٍ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ اعْمُرُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ وَاعْمُرُوا بِهِ بُيُوتَكُمْ قَالَ أُرَاهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ

৩৩৮১. ইবনু আবী মুতী’ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাতাদা বলতেন, তোমরা তোমাদের অন্তরগুলোকে তা দ্বারা আবাদ করো এবং তোমাদের ঘর-বাড়িগুলোকেও তা দ্বারা আবাদ কর। আমার (রাবী ইবনু আবী মুতী’) ধারণা, ‘তা’ বলতে তিনি কুরআনকে বুঝিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** কাতাদাহ হতে সালাম ইবনু আবী মুতী’র বর্ণনার ক্ষেত্রে সমালোচনা রয়েছে। আর এটি কাতাদাহ এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮২)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَا يُتْرَكُ آيَةٌ فِي مُصْحَفٍ وَلَا فِي قَلْبِ أَحَدٍ إِلَّا رُفِعَتْ

৩৩৮২. যির হতে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক রাত্রিতে আগন্তুক এসে কুরআনকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে, ফলে কুরআনের মুসহাফে এবং কোন লোকের অন্তরে কুরআনের একটি আয়াতও বিদ্যমান থাকবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আব্দুল্লাহ পর্যন্ত হাসান। আর এটি তার বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: দীঘাকারে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শাইবা ১০/৫৩৪ নং ১০২৪২; আব্দুর রাযযাক নং ৫৯৮০; বুখারী, খালকু আফ’আলিল ইবাদ পৃ: ৮৬ সহীহ সনদে। আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا جَالَسَ الْقُرْآنَ أَحَدٌ فَقَامَ عَنْهُ إِلَّا بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ثُمَّ قَرَأَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

৩৩৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াকিদ হতে বর্ণিত, কাতাদা বলেন, ‘যে ব্যক্তি কুরআনের নিকট বসে, অত:পর সেখান থেকে উঠে যায়, সে হয় লাভবান হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।’ অত:পর তিনি তিলাওয়াত করেন, অর্থ: “আর আমি কুরআন নাযিল করেছি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও দয়া। কিন্তু তা সীমালঙ্ঘনকারীদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।” [সুরা বনী ইসরাঈল (ইসরা): ৮২][1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুহাম্মদ ইবনু কাছীর ইবনু আবী আতা’র দুর্বলতার কারণে যঈফ। আর এটি কাতাদা এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আবূ উবাইদ, ফাযাইল পৃ:৫৬-৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮৪)

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رِفْدَةُ الْغَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ اللَّهَ لَيُرِيدُ الْعَذَابَ بِأَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ الْحِكْمَةَ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ قَالَ مَرْوَانُ يَعْنِي بِالْحِكْمَةِ الْقُرْآنَ

৩৩৮৪. ছাবিত ইবনু আজলান আল-আনসারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার নিকট বর্ণনা করা হতো যে, আল্লাহ তা’আলা জমিনবাসীদের উপর শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করেন, কিন্তু যখন তিনি অল্প বয়স্ক যুবকদের হিকমাহ’ শিক্ষা করতে দেখেন, তখন তাদের উপর থেকে তা উঠিয়ে নেন। মারওয়ান বলেন, হিকমাহ অর্থ: আল-কুরআন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ রিফদাহ ইবনু কুযা’আ’র দুর্বলতার কারণে যঈফ। আর এটি ছাবিত এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮৫)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا شَيْخٌ يُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَيَبْلَى الْقُرْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ كَمَا يَبْلَى الثَّوْبُ فَيَتَهَافَتُ يَقْرَءُونَهُ لَا يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلَا لَذَّةً يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ أَعْمَالُهُمْ طَمَعٌ لَا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ إِنْ قَصَّرُوا قَالُوا سَنَبْلُغُ وَإِنْ أَسَاءُوا قَالُوا سَيُغْفَرُ لَنَا إِنَّا لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

৩৩৮৫. আবী আমর নামক এক বৃদ্ধ হতে বর্ণিত, মু'আয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পোশাক যেমন জীর্ণ-পুরাতন হয়ে যায়, তদ্রূপ অচিরেই লোকদের অন্তরে কুরআন ও জীর্ণ-পুরাতন হয়ে যাবে। ফলে তার অবক্ষয়-অবনতি ঘটবে। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তাতে কোনো মজা ও স্বাদ অনুভব করবে না। যেন নেকড়ের অন্তরের উপর তারা ভেড়ার চামড়া পরিধান করবে (তাদের অন্তর নেকড়ের মত ধূর্ত হলেও উপরে তারা মেষের চামড়ার মতে পশম-কোমল পোশাক পরবে)। তাদের আমলসমূহ অত্যন্ত লোভনীয় হবে, কিন্তু তাতে ভয় মিশ্রিত থাকবে না; তারা (আমলে) শিথিলতা-অবহেলা করলেও তারা বলবে, আমরা তো অচিরেই (জান্নাতে) পৌঁছে যাব। আর যখন তারা মন্দ কাজ করবে, তখন বলবে, আমাদেরকে তো ক্ষমা করাই হবে। কেননা, আমরা তো আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করি নি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সহীহ। আর এটি তার বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: ((মুহাক্বিক্ব এর কোনো তাখরীজ করেননি। তবে মুহাম্মদ ইবনু নাসর, কিয়ামুল লাইল এ আবী লাইলা হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ফাতহুল মান্নান হা/৩৬১০ দ্র:–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮৬)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِئْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا

৩৩৮৬. 'আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক কেননা, উটের রশি থেকে উটের পলায়নের চেয়েও তা মানুষের অন্তর থেকে দ্রুত গতিতে চলে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর এটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৫০৩২; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৯০। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মুাউসিলী নং ৫১৩৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৬২; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯১; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৭৮৪ তে। এছাড়াও, নাসাঈ, ফাযাইলুল কুরআন নং ৬৪, ৬৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮৭)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ عُلَيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنَّوْا بِهِ وَاقْتَنُوهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ

৩৩৮৭. উকবাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা আল্লাহর কিতাব শিক্ষা কর, আর তার ব্যাপারে যত্নবান হও এবং তা সুন্দর আওয়াজে পাঠ কর এবং তার (জ্ঞান) অর্জন করতে থাকো। কেননা যার হাতে আমার জীবন, অথবা, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম- অবশ্যই রশি ছিড়ে পলায়নপর উটের চেয়েও তা অধিক পলায়নপর।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৭৭ নং ১০০৪০; আহমাদ ৪/১৪৬, ১৫০, ১৫৩; নাসাঈ, ফাযাইলুল কুরআন নং ৫৯,৬০; মাওকুফ হিসেবে। পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعَاهَدُوهُ وَاقْتَنُوهُ وَتَغَنَّوْا بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ

৩৩৮৮. (অপর সনদে) উকবাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা আল্লাহর কিতাব শিক্ষা কর, আর তার ব্যাপারে যত্নবান হও, তা সংরক্ষণ কর এবং তা সুন্দর আওয়াজে পাঠ করতে থাকো। কেননা যার হাতে আমার জীবন, অথবা, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম- অবশ্যই রশি ছিড়ে পলায়নপর উটের চেয়েও তা অধিক পলায়নপর।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ’র দুর্বলতার কারণে যঈফ। তাখরীজ: নাসাঈ, ফাযাইলুল কুরআন নং ৬০; তাবারাণী, কাবীর ১৭/২৯০, ২৯১ নং ৮০০, ৮০১, ৮০২; আওসাত নং ৩২১১। আমাদের বক্তব্য: হাদীসটি সহীহ। আগের টীকাটি দেখুন। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১১৯; মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ১৭৮৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৮৯)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ كَانَ يَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى وَجْهِهِ وَيَقُولُ كِتَابُ رَبِّي كِتَابُ رَبِّي

৩৩৮৯. ইবনু আবী মুলাইকা (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইকরিমাহ ইবনু আবূ জাহল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরআনকে তার মুখমণ্ডলের উপর রেখে বলতেন, ‘আমার রবের কিতাব, আমার রবের কিতাব।’[1]

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদ মুনকাতি’, ইবনু আবী মুলাইকা ইকরিমাহ’র সাক্ষাত লাভ করেননি। আর এটি ইকরিমার উপর মাওকুফ। তাখরীজ: হাকিম, ৩/২৪৩; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২২২৯; তাবারাণী, কাবীর ১৭/৩৭১ নং ১০১৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯০)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ قَرَأَ الْمُصْحَفَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَكَانَ ثَابِتٌ يَفْعَلُهُ

৩৩৯০. ছাবিত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা (রহঃ) ফজর সালাত আদায় করার পর সুর্য্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কুরআন পড়তেন। রাবী বলেন, ছাবিতও এরূপ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ছাবিত পর্যন্ত সহীহ। আর এটি তার বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: ইবনু সা’দ, আত তাবাকাত ৬/৭৫।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯১)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ قَالَ أَيْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَنِ

৩৩৯১. ইয়াযীদ ইবনু যুরাঈ হতে বর্ণিত,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

(অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ মশা অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেননা, সুতরাং যারা ঈমান এনেছে, তারা জানে যে, তা সত্যই তাদের রবের পক্ষ হতে। আর যারা কাফির হয়েছে, তারা বলবে যে, এসকল নগন্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বা কি? তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করে থাকেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর্ এর দ্বারা তিনি শুধু ফাসিকদেরকেই (পাপাচারী, অনাচারী) বিপথগামী করে থাকেন।" (সুরা বাকারা: ২৬)
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন, এর অর্থ: তারা জানে যে, এটি দয়াময় আল্লাহর কালাম বা বাণী।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ কাতাদাহ পর্যন্ত সহীহ। আর এটি তার বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: তাবারী, তাফসীর ১/১৮৯; সেখানে অতিরিক্ত রয়েছে: 'এবং তা আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সত্য।' এর সনদও সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯২)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ كَلَامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ كَلَامِهِ وَمَا رَدَّ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ كَلَامًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ

৩৩৯২. আতিয়্যাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর নিকট তাঁর নিজ কালাম (বাণী)-এর চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কোন কালাম নেই; এবং বান্দা কর্তৃক বার বার পঠিত আর কোনো কালামই আল্লাহর নিকট তাঁর নিজ কালামের চেয়ে অধিক প্রিয় নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'জন যঈফ রাবী রয়েছে: মুহাম্মদ ইবনু সালিহ এবং আবী বাকর ইবনু আবী মারইয়াম। আর এটি মুরসালও বটে। তাখরীজ: বাইহাকী, আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ২৪৪। এটি আতিয়ার বক্তব্য (মাওকুফ) হিসেবেও তিনি বর্ণনা করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ فِي الْمَوْسِمِ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْقِفِ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي

৩৩৯৩. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরতের পূর্বে) নিজেকে হজ্জের মওসুমে বিভিন্ন গোত্রের কাছে পেশ করে বলতেন: "এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে তার সম্প্রদায়ে নিয়ে যাবে? কেননা কুরায়শরা তো আমার রবের কালাম পৌঁছে দিতে আমাকে বাধা দিচ্ছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৩/৩৯০; ইবনু আবী শাইবা ১৪/৩১০ নং ১৮৪৩১; আবূ দাউদ, সুন্নাহ ৪৭৩৪; তিরমিযী, ছাওবুল কুরআন ২৯২৬; বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ পৃ: ৬০; বাইহাকী, আল ইতিকাদ পৃ: ৬১; আবূ নুয়াইম, দালাইল নং ২১৭; হাকিম, ২/৬১৩; ইবনু কাছীর, আল বিদায়া ৩/১৪৬; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১১৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯৪)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ فَلَا أَعْرِفَنَّكُمْ فِيمَا عَطَفْتُمُوهُ عَلَى أَهْوَائِكُمْ

৩৩৯৪. আবু যা'রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ কুরআন হলো আল্লাহর কালাম। ফলে তিনি তোমাদের সেসব অপরাধ ক্ষমা করবেন না, যা তোমরা তোমাদের মন-মর্জিমত এতে (এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে) সংযোজন করার দ্বারা করেছো।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ লাইছ ইবনু আবী সালিম দুর্বলতার কারণে যঈফ। তাখরীজ: বাইহাকী, আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ২৪২; আজুরী, আশ-শরীয়াহ পৃ: ৭৮ সহীহ সনদে; আরো দেখুন, মা'রিফাতু কুর্রাউল কিবার ১/৫২-৫৩; বাইহাকী, আল ইতিকাদ পৃ: ৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯৫)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ مَسْأَلَتِي وَذِكْرِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

৩৩৯৫. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান ও বরকতময় রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, কুরআন পাঠের ব্যস্ততা যাকে আমার কাছে প্রার্থনা করা থেকে এবং আমার যিকর বিরত রাখে আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব। সব কালামের উপর আল্লাহর কালামের মর্যাদা সেরূপ যেরূপ সকল সৃষ্টি উপর আল্লাহর মর্যাদা রয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’জন যঈফ রাবী রয়েছে: মুহাম্মদ ইবনু হাসান আল হামদানী এবং আতিয়া আল আওফী। তাখরীজ: তিরমিযী, ছাওবুল কুরআন ২৯২৭; ইবনু কাছীর, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: ২৭৪; উকাইলী, আয যুআফা ৪/৪৯; আবুল ফাযল আর রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৭৬; ইবনু হিব্বান, মাজরুহীন ২/২৭৭; আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৫/১০৬; বাইহাকী, আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ২৩৮; আল ই’তিকাদ পৃ: ৬২; শুয়াবুল ঈমান নং ২০১৫; ইবনুল আম্বারী, আল ওয়াকফ ওয়াল ইবতিদা … (এর মুহাক্কিক্ব লম্বা করে এ দু’জন রাবী সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন।–অনুবাদক)) আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে উমার ইবনুল খাত্তাব হতে ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল হামীদ হিমানী, আল মুসনাদ, যা হাফিজ তার ফাতহুল বারী ৯/৬৬ তে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, মুসনাদুশ শিহাব ২/৩২৬ নং ১৪৫৫। এ সনদে সাফওয়ান বিন আবী সুহবাহ রয়েছে যার সম্পর্কে ইখতিলাফ রয়েছে। (এ সনদের সাফওয়ান বিন আবী সুহবাহকে মুহাক্কিক্ব ছিকাহ বলে গণ্য করেছেন এবং ইয়াহইয়া আল হিমানীর হাদীসকে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।–অনুবাদক।); এছাড়া, বুখারী, খালকু আফআলীল ইবাদ পৃ: ১০৯; কাবীর ২/১১৫ যঈফ সনদে। তবে এর মুতাবিয়াত বর্ণনা করেছেন উছমান ইবনু যাফর হতে বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৫৭২ তে। আর তিনি বিশ্বস্ত রাবী। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আবী নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৭/৩১৩ তে বর্ণিত। আর এটি হাসান হাদীস ইনশা আল্লাহ। এরপর অপর শাহিদ রয়েছে আবী হুরাইরা হতে, দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ১০/২৩৭ নং ৯৩২০; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ৫৭৩, ৫৭৪; আল লা’আলী আল মাসনু’আহ ২/৩৪২-৩৪৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯৬)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى كَلَامِ خَلْقِهِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

৩৩৯৬. শাহর ইবনু হাওশাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সৃষ্টিকুলের কালামের উপর আল্লাহর কালামের মর্যাদা সেরূপ যেরূপ সকল সৃষ্টি উপর আল্লাহর মর্যাদা।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। (এর সনদে শাহর ইবনু হাওশাব রয়েছে যিনি যঈফ।–অনুবাদক) আর তা মুরসাল। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৩৯; আবু দাউদ, মারাসীল নং ৫৩৫; আবূ ইয়ালা, মু'জামুস শুয়ূখ নং ২৯৪; ইবনু আদী, আল কামিল ৫/১৭০৫; বাইহাকী, আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ২৩৯; শুয়াবুল ঈমান নং ২২০৮ আবী হুরাইরা হতে, আর তা মাওকুফ … সনদ যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯৭)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ شُيُوخِ مِصْرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقُرْآنُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

৩৩৯৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আসমানসমূহ, যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে-সকল কিছুর চেয়ে কুরআন আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, এতে জাহালাত (অজ্ঞাত পরিচয় রাবী) রয়েছে। এছাড়া: আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহর স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। তাখরীজ: আবুল ফাযল আর রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৮। এতে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯৮)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَعْوَرُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفْتُمْ عَلَيْهِ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا

৩৩৯৮. জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের (মনের) অনুকুল হয় ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক এবং (তাতে) ইখতিলাফ ঘটলে পড়া ত্যাগ কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর এটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৫০৬০; মুসলিম, ঈলম ২৬৬৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মুাউসিলী নং ১৫১৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৩২, ৭৫৯। এছাড়াও, নাসাঈ, ফাযাইলুল কুরআন নং ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪; ইবনু কাছীর, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: ২৬৭-২৬৮। এটি সামনেও আসছে মুরসাল ও মারফু' হিসেবে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৩৯৯)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا

৩৩৯৯. জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মনের অনুকুল হয় ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক এবং (তাতে) ইখতিলাফ ঘটলে পড়া ত্যাগ কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: তবে পূর্বের ও পরের হাদীস দু'টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০০)

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا

৩৪০০. জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের (মনের) অনুকুল হয় ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক এবং (তাতে) ইখতিলাফ ঘটলে পড়া ত্যাগ কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের ৩৩৯৩ নং হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০১)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤْتَى الْإِيمَانَ وَلَا يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلَا يُؤْتَى الْإِيمَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلَا الْإِيمَانَ ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا قَالَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْإِيمَانَ وَلَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ فَمَثَلُهُ مَثَلُ التَّمْرَةِ حُلْوَةُ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا وَأَمَّا مَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُؤْتَ الْإِيمَانَ فَمَثَلُ الْآسَةِ طَيِّبَةُ الرِّيحِ مُرَّةُ الطَّعْمِ وَأَمَّا الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ فَمَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ طَيِّبَةُ الرِّيحِ حُلْوَةُ الطَّعْمِ وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ وَلَا الْإِيمَانَ فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ مُرَّةُ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا

৩৪০১. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের কতককে ঈমান প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু কুরআন প্রদান করা হয়নি; আবার তাদের কতককে কুরআন প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু ঈমান প্রদান করা হয়নি; আবার তাদের কতক লোককে ঈমান ও কুরআন উভয়ই প্রদান করা হয়েছে; আবার কতক লোককে ঈমান ও কুরআন কোনটিই প্রদান করা হয়নি। এরপর তিনি এসকল লোকদের দৃষ্টান্ত দিতে লাগলেন। তিনি বলেন, যাকে ঈমান প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু কুরআন প্রদান করা হয়নি, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর যাকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু ঈমান প্রদান করা হয়নি, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এক প্রকার সুগন্ধি গুল্মের মত যার স্বাদ তিক্ত। আর যাকে কুরআন ও ঈমান উভয়ই প্রদান করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন কমলালেবুর মত যা সুগন্ধযুক্ত, আবার খেতেও সুস্বাদু। আর যাকে কুরআন ও ঈমান কোনটিই প্রদান করা হয়নি, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকাল ফলের মত, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধও নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আবী ইসহাকের প্রথম দিকে যারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন, ফিতর ইবনু খলীফাহকে তাদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। আর এটি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আবূ উবাইদ, ফাযাইল পৃ: ৩৮৭ সহীহ সনদে; সংক্ষিপ্তাকারে ইবনু আবী শাইবা ১০/৫২৯ নং ১০২২০ সনদ সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০২)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا

طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا حُلْوٌ وَلَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

৩৪০২. আবূ মূসা আশ‘আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে মু’মিন কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ কমলা লেবুর মত যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে মু’মিন কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রায়হান জাতীয় লতার মত, যার সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে বিস্বাদ। আর ঐ মুনাফিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধও নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর এটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৫০২০; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৯৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মুাউসিলী নং ৭২৩৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২১, ৭৭০, ৭৭১। এছাড়াও, রমহরমুজী, আল আমছাল নং ৪৭; আলিমুদ্দীন সাখাবী, জামালুল কুররা ১/১৫১; ইবনু কাছীর, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: ১৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০৩)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْإِيمَانَ وَلَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُؤْتَ الْإِيمَانَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ الْآسَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الَّذِي لَمْ يُؤْتَ الْإِيمَانَ وَلَا الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ رِيحُهَا خَبِيثٌ وَطَعْمُهَا خَبِيثٌ

৩৪০৩. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকে ঈমান প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু কুরআন প্রদান করা হয়নি, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর যাকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু ঈমান প্রদান করা হয়নি, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রায়হানা জাতীয় লতা-গুল্মের মত যা সুগন্ধযুক্ত, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যাকে কুরআন ও ঈমান উভয়ই প্রদান করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন কমলালেবুর মত যা সুগন্ধযুক্ত, আবার খেতেও সুস্বাদু। আর যাকে

কুরআন ও ঈমান কোনটিই প্রদান করা হয়নি, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকাল ফলের মত, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যা দুর্গন্ধযুক্ত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ উবাইদ, ফাযাইল পৃ: ৩৮৭ সহীহ সনদে; এটি গত হয়েছে নং ৩৩৯৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০৪)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ نَافِعٌ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ عُمَرُ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى فَقَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا فَقَالَ عُمَرُ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

৩৪০৪. নাফি‘ ইবনু ‘আবদুল হারিস (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি ‘উসফান নামক স্থানে ‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে মক্কার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তিনি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে সালাম দেন। তখন ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, উপত্যকাবাসী (বেদুঈন)-দের জন্য তুমি কাকে প্রশাসক নিয়োগ করেছ? নাফি’ বলেন, আমি ইবনু আবযা কে তাদের প্রশাসক নিয়োগ করেছি। ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইবনু আবযা কে? তিনি বলেন, সে আমাদের একজন মুক্তদাস। ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তুমি একজন মুক্তদাসকে জনগণের প্রশাসক নিয়োগ করলে? তিনি বলেন, হে আমীরুল মু’মিনীন! সে তো মহান আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ আলিম, ফারায়িয সম্পর্কে অভিজ্ঞ। ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শোন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা এই কিতাবের দ্বারা কতক লোককে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং কতককে অবনমিত করেন।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৮১৭ ও এর পরে নম্বরবিহীনভাবে; বাইহাকী, সালাত ৩/৮৯। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মুউসিলী নং ২১০; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৭২। এছাড়াও, তাহাবী, শারহু মুশকিলীল আছার ৩/৫৭; আব্দুর রাযযাক নং ২০৯৪৩; আবীল ওয়ালীদ, আখবারু মক্কা ২/১৫২; আবুল ফাযল আর রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০৫)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَهُ أَجْرٌ وَإِنَّ الَّذِي يَسْتَمِعُ لَهُ أَجْرَانِ

৩৪০৫. খালিদ ইবনু মা'দান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তার জন্য একটি বিনিময়; আর যে ব্যক্তি তা মনযোগসহকারে শ্রবন করে তার জন্য রয়েছে দু'টি বিনিময়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আবিদাহ বিনতে খালিদের জীবনী আমি পাইনি। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০৬)

حَدَّثَنَا رَزِينُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا

৩৪০৬. আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও মনোযোগসহকারে শুনবে, তা তার জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইবনু জুরাইজ এটি 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া, রযীন ইবনু আব্দুল্লাহ বিন হামীদ মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়)। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৬০১২; ফাযাইলুল কুরআন নং ৬৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০৭)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهَمَّامٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ فَهُوَ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ

৩৪০৭. আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কুরআনের সুদক্ষ পাঠক সম্মানিত লিপিকার মালাকের (ফিরিশতার) সাথে থাকবে। আর খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি (বারবার) কুরআন মাজীদ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর নং ৪৯৩৭; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৯৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৬৭ তে। এছাড়াও, নাসাঈ, ফাযাইলুল কুরআন নং ৭০, ৭১, ৭২; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৯, ৩০; ফিরইয়াবী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৩, ৪, ৫; আবুল ফাযল আর রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৯৮; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ১৪/১৩৪; তামাম ফী ফাওয়াইদ নং ১১৯৬-১১৯৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০৮)

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبٍ الذِّمَارِيِّ قَالَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ وَمَاتَ عَلَى الطَّاعَةِ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ السَّفَرَةِ وَالْأَحْكَامِ قَالَ سَعِيدٌ السَّفَرَةُ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَحْكَامُ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ وَمَنْ كَانَ حَرِيصًا وَهُوَ يَتَفَلَّتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَدَعُهُ أُوتِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَرِيصًا وَهُوَ يَتَفَلَّتُ مِنْهُ وَمَاتَ عَلَى الطَّاعَةِ فَهُوَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَفُضِّلُوا عَلَى النَّاسِ كَمَا فُضِّلَتْ النُّسُورُ عَلَى سَائِرِ الطَّيْرِ وَكَمَا فُضِّلَتْ مَرْجَةٌ خَضْرَاءُ عَلَى مَا حَوْلَهَا مِنْ الْبِقَاعِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَتْلُونَ كِتَابِي لَمْ يُلْهِهِمْ اتِّبَاعُ الْأَنْعَامِ فَيُعْطَى الْخُلْدَ وَالنَّعِيمَ فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مَاتَا عَلَى الطَّاعَةِ جُعِلَ عَلَى رُءُوسِهِمَا تَاجُ الْمُلْكِ فَيَقُولَانِ رَبَّنَا مَا بَلَغَتْ هَذَا أَعْمَالُنَا فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ ابْنَكُمَا كَانَ يَتْلُو كِتَابِي

৩৪০৮. ইসমাঈল ইবনু উবাইদুল্লাহ হতে বর্ণিত, ওয়াহব যিমারী বলেন, আল্লাহ যাকে কুরআন দিয়েছেন, আর সে দিন রাত্রি তা পাঠ করে এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করে এবং তার আনুগত্যের মধ্যেই মৃত্যু বরণ করে, কিয়ামত দিবসে তিনি তাকে লিপিকার ও অনুগত-বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সাথে উঠাবেন।

(বর্ণনাকারী) সাঈদ বলেন, লিপিকার অর্থ: ফিরিশতা এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগণ আ:।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তির কুরআনের প্রতি আগ্রহী, আর তা তার থেকে ছুটে যায় (মুখস্ত রাখতে পারে না), কিন্তু সে তা (পড়া বা মুখস্ত করা) ছাড়ে না, তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তির

কুরআনের প্রতি আগ্রহী, আর তা তার থেকে ছুটে যায় (মুখস্ত রাখতে পারে না), কিন্তু সে এর অনুসরণের মধ্যেই মৃত্যু বরণ করে, তবে সে ব্যক্তি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম বলে গণ্য। আর তাকে লোকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হবে, যেমন ঈগল পাখিকে সকল পাখির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন সবুজ-শ্যামল বাগানকে এর আশপাশের ভূমির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। এরপর কিয়ামত দিবসে তাকে বলা হবে: সেসব লোকগুলো কোথায়, যারা আমার কিতাব তিলাওয়াত করতো, পশুপালের পেছনে লেগে থাকা যাদেরকে (তা থেকে) ভূলিয়ে রাখতে পারিনি? ফলে তাদেরকে (জান্নাতে) অমরত্ব ও নিয়ামত সমুহ দেওয়া হবে। আর তাদের পিতা-মাতা যদি আনুগত্যের মাঝে মৃত্যুবরণ করে থাকে, তবে তাদের উভয়ে মাথায় রাজমুকুট পরানো হবে। তখন তারা বলবে: হে আমাদের রব, আমাদের আমল তো এ পর্যন্ত পৌঁছে না (এমন আমল তো আমরা করতে পারিনি যার বিনিময়ে আমরা এটি পেতে পারি)? তখন মহান আল্লাহ বলবেন, নিশ্চয়ই, কারণ তোমাদের সন্তানেরা আমার কিতাব পাঠ করতো (যার বিনিময়ে তোমাদেরকে তা দেওয়া হয়েছে)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ওয়াহব আদ দিমারীকে ইবনু আবী হাতিম তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার জারাহ ও তা'দীল (সমালোচনা বা প্রশংসা) কোনটাই করেননি। ফলে এটি ইবনু হিব্বানের শর্তানুযায়ী (সহীহ)। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪০৯)

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

৩৪০৯. আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ফাতিহাতুল কিতাব (সুরা ফাতিহা) সকল রোগের ঔষধ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৩৭০; মুত্তাকী আল হিন্দ, কানযুল উম্মাল নং ২৫০০ ও খতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৭০ এবং সুয়ূতী, দুররে মানসূর ১/৫ তে একে দারেমী ও বাইহাকীর শুয়াবুল ঈমানের দিকে সম্বোধিত করেছেন। সুয়ুতী বলেন, এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।' আরো দেখুন, আসরারুল মারফু'আ নং ৩১৩ ও কাশফুল খ'ফা নং ১৮১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১০)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُمْ

৩৪১০. আবূ সা‘ঈদ ইবনু মু‘আল্লা আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমি একদা মসজিদে নাববীতে সালাত আদায় করছিলাম,) এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে গমণ করেন। তিনি বললেন, “আল্লাহ কি বলেননি যে, “ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেন।” (সূরাহ আনফালঃ ২৪)?” তারপর তিনি আমাকে বললেন, “আমি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই আমি কি তোমাকে কুরআনের এক অতি মহান সূরাহ্ শিক্ষা দিব না?। এরপর যখন তিনি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন তিনি বললেন, الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থ: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।” (সুরা ফাতিহাহ: ১) এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা কেবল তোমাদেরকেই দেয়া হয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, তাফসীর নং ৪৪৭৪; আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মুউসিলী নং ৬৮৩৭; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৭৭ তে। এছাড়াও, নাসাঈ, ফাযাইলুল কুরআন নং ৩৫; তাহাবী, মুশকিলীল আছার ২/৭৭; আলিমুদ্দীন সাখাবী, জামালুল কুররা ১/১১৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي

৩৪১১. উবাই ইবনু কা’ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ফাতিহাতুল কিতাব (সুরা ফাতিহা) হলো ‘সাব’উল মাছানী’ (বারবার পঠিত সাতটি আয়াত)।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৪৬; আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, যাওয়াইদু আলাল মুসনাদ ৫/১১৪; ইবনু খুযাইমা, আস সহীহ ৫০০; হাকিম ১/৫৫৭ ও ২/২৫৭-২৫৮; বাইহাকী, সালাত ২/৩৭৫-৩৭৬; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১১৮৮; তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার ২/৭৭-৭৮। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৭৫ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৭১৪ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১২)

حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْقُرْآنِ مِثْلُهَا يَعْنِي أُمَّ الْقُرْآنِ وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ

৩৪১২. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তাওরাত ও ইনজিল ও যাবূর এবং কুরআনে এর অনুরূপ- অর্থাৎ 'উম্মুল কুরআন' (ফাতিহা)-এর অনুরূপ কোনো সুরা নাযিল করা হয়নি। আর এটিই হলো 'সাবউল মাছানী' (বারংবার পঠিত সাতটি আয়াত) এবং মহান কুরআন যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান নুয়াইম ইবনু হাম্মাদের কারণে। তাখরীজ: তিরমিযী, ছাওবুল কুরআন নং ২৮৭৫ ও তাফসীর নং ৩১২৫; সাখাবী, জামালুল কুররা ১/১১৫-১১৬। তবে এর মুতাবিয়াত রয়েছে কুতাইবার সুত্রে তিরমিযী তে যা এর সনদকে সহীহতে পরিণত করে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১৩)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي

৩৪১৩. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল হামদুলিল্লাহ্ (সুরা ফাতিহাহ) হল, 'উম্মুল কুরআন', 'উম্মুল কিতাব' ও সা'বউল মাছানী' (বারংবার পঠিত সাতটি আয়াত)।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: তিরমিযী, তাফসীর নং ৩১২৪ তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ; আহমাদ, আল মুসনাদ ২/৪৪৮; বুখারী, তাফসীর নং ৪৭০৪; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১১৮৭; বাইহাকী, সালাত ২/৩৭৬; আবূ দাউদ, সালাত ১৪৫৭; তাহাবী, মুশকিলীল আছার ২/৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১৪)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا مِنْ بَيْتٍ يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضَرِيطٌ

৩৪১৪. আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: যে বাড়িতে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, তা থেকে শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে বের হয়ে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; ফিতর আবী ইসহাক সাবিঈ হতে হাদীস শ্রবন করা থেকে পিছিয়ে। আর এটি মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৭৫ সনদ সহীহ; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৩৭৯; তাবারাণী, আওসাত নং ২২৬৯; সাগীর ১/৫৩-৫৪; কাবীর ৯/১৩৮ নং ৮৬৪৩; হাকিম নং ২০৬২, ২০৬৩।আর এটি সামনে আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১৫)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ تَعْلِيمُهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ وَهِيَ فُسْطَاطُ الْقُرْآنِ

৩৪১৫. খালিদ ইবনু মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: সূরা বাকারা শিক্ষা করাতে কল্যাণ রয়েছে এবং তা পরিত্যাগ করাতে পরিতাপ রয়েছে। আর বাতিলপন্থীগণ (যাদুকররা) এটি (মোকাবেলা করতে) সক্ষম হবে না। আর এটি হলো কুরআনের শামিয়ানা স্বরূপ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আবিদাহ বিনতে খালিদের জীবনী আমি কোথাও পাইনি। আর এটি খালিদের উপর মাওকুফ (তার বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত)। তাখরীজ: আমি এটি খালিদের উপর মাওকুফ (তার বক্তব্য হিসেবে) আর কোথাও পাইনি। দেখুন, দুররে মানসূর ১/২০। তবে এটি মারফু' (আবূ উমামাহ হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে) বর্ণিত আছে সহীহ মুসলিম ২৫২ (৮০৪) তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১৬)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد اللُّبَابُ الْخَالِصُ

৩৪১৬. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক বস্তুর চুড়া থাকে; আর কুরআনের চুড়া হলো সুরা বাকারাহ। আবার প্রত্যেক বস্তুর মজ্জা বা শ্রেষ্ঠ অংশ থাকে; কুরআনের মজ্জা বা শ্রেষ্ঠ অংশ হলো মুফাস্সাল সুরাহ সমূহ। (সুরাহ হুজুরাত হতে শেষ পর্যন্ত)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান আসিম ইবনু আবীন নুজুদের কারণে। আর এটি ইবনু মাসউদের উপর মাওকুফ (তার বক্তব্য)। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৭৮; তাবারাণী, কাবীর ৯/১৩৮ নং ৮৬৪৪; হাকিম নং ২০৬০; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৩৭৬ মাওকুফ হিসেবে। মারফু' হিসেবে হাকিম নং ২০৬০; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৩৭৭ হাসান সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১৭)

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُوِّجَ بِهَا تَاجًا فِي الْجَنَّةِ

৩৪১৭. আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারা পাঠ করে, তাকে জান্নাতে তার একটি তাজ বা মুকুট পরানো হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৬৫; আরও দেখুন, দুররে মানসুর ১/২১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১৮)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ خَرَجَ مِنْهُ

৩৪১৮. আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: যখন শয়তান কোনো বাড়িতে সূরা বাকারা পাঠ করতে শোনে, তখন তা থেকে সে বের হয়ে যায়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর এটি আব্দুল্লাহ হতে মাওকুফ। তাখরীজ: হাকিম নং ২০৬২; হাকিম ও যাহবী এর সনদকে সহীহ বলেছেন; ফিরইয়াবী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৩৯, ৪০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪১৯)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنِي أَيْفَعُ بْنُ عَبْدٍ الْكَلَاعِيُّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ سُورَةِ الْقُرْآنِ أَعْظَمُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ قَالَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تُحِبُّ أَنْ تُصِيبَكَ وَأُمَّتَكَ قَالَ خَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ أَعْطَاهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ

৩৪১৯. আইফা' ইবনু আব্দুল কালাঈ' বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলো, কুরআনের কোন সূরাটি সবচেয়ে মহান? তিনি বললেন, "ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ।" (সুরা ইখলাস: ১)
লোকটি আবারও বলল, কুরআনের কোন্ আয়াতটি সবচেয়ে মহান? তিনি বললেন, "আয়াতুল কুরসী: (আল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া আলহাইয়্যুল ক্বইয়্যুম।" (সুরাহ বাক্বারাহ: ২৫৫)
লোকটি আবার বললো, হে আল্লাহর নবী! কোন্ আয়াতটির (বরকত) আপনি ও আপনার উম্মাত লাভ করুক- আপনি তা পছন্দ করেন? তিনি বলেন, "সূরা বাক্বারার শেষাংশ; কেননা, তা আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থিত রহমতের ভাণ্ডারসমূহের অন্যতম, তা তিনি এ উম্মাতকে প্রদান করেছেন; আর দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোনো কল্যাণ নেই, যা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; এটি মুরসাল কিংবা মু'দ্বাল হওয়ার কারণে। (তথা রাবী বাদ পড়ার কারণে) তাখরীজ: ছুলিছিয়াত ৬১টির মধ্যে নং ১৫ দু' উস্তাদের তাহক্বীক্বকৃত: ১.

আলী রেযা ও আহমাদ আল বাযরাহ। হাফিজ ইবনু হাজার তার ইসাবাহ ১/২২২ তে বলেন: ‘দারেমী তার সনদে বলেন,...। এটি মুরসাল ... অথবা মু’দ্বাল।’

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ رَجُلًا مِنْ الْجِنِّ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ الْإِنْسِيُّ فَقَالَ لَهُ الْإِنْسِيُّ إِنِّي لَأَرَاكَ ضَئِيلًا شَخِيتًا كَأَنَّ ذُرَيْعَتَيْكَ ذُرَيْعَتَا كَلْبٍ فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ مَعْشَرَ الْجِنِّ أَمْ أَنْتَ مِنْ بَيْنِهِمْ كَذَلِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنِّي مِنْهُمْ لَضَلِيعٌ وَلَكِنْ عَاوِدْنِي الثَّانِيَةَ فَإِنْ صَرَعْتَنِي عَلَّمْتُكَ شَيْئًا يَنْفَعُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَقْرَأُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَقْرَؤُهَا فِي بَيْتٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ لَهُ خَبَجٌ كَخَبَجِ الْحِمَارِ ثُمَّ لَا يَدْخُلُهُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الضَّئِيلُ الدَّقِيقُ وَالشَّخِيتُ الْمَهْزُولُ وَالضَّلِيعُ جَيِّدُ الْأَضْلَاعِ وَالْخَبَجُ الرِّيحُ

৩৪২০. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক সাহাবী এক জ্বিনের সাথে সাক্ষাত হলে সে তার সাথে লড়াই করতে লাগলো ফলে তিনিও তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হন। তখন লোকটি জ্বিনটিকে বললো, আমি লক্ষ্য করছি, তুমি খুব সুক্ষ্ম, কৃশকায় এবং তোমার হাতদু’টিও যেন কুকুরের হাতের মতোই (কৃশকায়)। আর তোমরা জ্বিন জাতি কি এমনই, কেবল তাদের মধ্যে তুমিই এমন (হালকা-পাতলা)? সে বললো, না, আল্লাহর কসম, আমিই তাদের মধ্যে সুঠামদেহী। তবে তুমি আমাকে পুণরায় আক্রমণ করে দেখ। তখন যদি তুমি আমাকে পরাজিত করতে পার, তবে আমি তোমার জন্য উপকারী একটি বিষয় তোমাকে শিখিয়ে দেব। ফলে তিনি তাকে পুণরায় আক্রমণ করলেন এবং তাকে পরাজিত করলেন।
অত:পর তিনি বললেন, এবার তবে আমাকে তা শিখিয়ে দাও। সে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। সে বললো, তুমি কি পাঠ করো: “আল্লাহু লা- ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যূম।” (সুরা বাক্বারাঃ ১৫৫)? তিনি বললেন, হাঁ, তা করি। সে বললো, যখন তুমি তা কোনো বাড়িতে পাঠ করবে, তখন অবশ্যই শয়তান তা থেকে বের হয়ে যাবে। আর তা গাধার গন্ধ ছড়ানোর মতো গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে বেরিয়ে যাবে। এরপর সকাল পর্যন্ত আর সেখানে প্রবেশ করবে না।[1]আবূ মুহাম্মাদ বলেন, ‘যয়ীলু’ অর্থ সুক্ষ্ম বা পাতলা, ‘শাখীতু’ অর্থ ‘কৃশকায়’, ‘যলীউ’ অর্থ বেশ শক্তিশালী’ এবং ‘খাবাজু’ অর্থ গন্ধ।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত; তবে বর্ণিত আছে যে, আমির শা’বী

ইবনু মাসউদ হতে শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ৯/১৮৩-১৮৪ নং ৮৮২৪, ৮৮২৬; সূয়ূতী দুররে মানসুর ১/২০ এ বলেন: ইবনু আবীদ দুনিয়া, মাকাইদুশ শাইতান অধ্যায়ে ইবনু মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন...।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২১)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْبَيْتَ شَيْطَانٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى يُصْبِحَ أَرْبَعًا مِنْ أَوَّلِهَا وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَانِ بَعْدَهَا وَثَلَاثٌ خَوَاتِيمُهَا أَوَّلُهَا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

৩৪২১. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (বাড়িতে) রাতে সূরাহ বাক্বারার দশটি আয়াত পাঠ করবে, তবে শয়তান সেই রাতে সকাল পর্যন্ত আর ঐ বাড়িতে প্রবেশ করবে না। (আয়াত দশটি হলো:) প্রথম চারটি আয়াত, আয়াতুল কুরসী ও এর পরবর্তী দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত যার শুরু: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ("লিল্লাহি মা ফিস্ সামাওয়াতি... সুরা বাক্বারাহ: ২৮৪)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত; তবে এটি বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি')। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ৯/ ১৪৭ নং ৮৬৭৩। পুর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসগুলি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২২)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَانِ بَعْدَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَثَلَاثًا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ يَقْرَبْهُ وَلَا أَهْلَهُ يَوْمَئِذٍ شَيْطَانٌ وَلَا شَيْءٌ يَكْرَهُهُ وَلَا يُقْرَأْنَ عَلَى مَجْنُونٍ إِلَّا أَفَاقَ

৩৪২২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (বাড়িতে) সূরাহ বাক্বারার প্রথম চারটি আয়াত, আয়াতুল কুরসী ও আয়াতুল কুরসীর পরবর্তী দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত পাঠ করবে, তবে শয়তান এবং তার অপছন্দনীয় কোনো কিছু সেই দিন তার ও তার পরিবারের নিকটবর্তী হবে না। আর এটি যদি কোনো উন্মাদ বা জ্বিনগ্রস্ত ব্যক্তির উপর পাঠ করা হয়, তবে সে অবশ্যই সুস্থ্যতা লাভ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটির সনদ পূর্বেরটির মতই বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি')। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৬৬, ১৭৯; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪১২। আগের টীকাটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২৩)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَعْقِلُ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَإِنَّهُنَّ لَمِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ

৩৪২৩. আবী ইসহাক এমন লোক হতে বর্ণনা করেছেন যিনি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন, আমি জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি যে ঘুমানোর সময় সূরা বাক্বারার শেষের এ সকল আয়াত গুলি না পড়ে। আর এগুলি হলো আরশের নিচের ধনভাণ্ডারের অন্যতম।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; এতে অজ্ঞাত রাবী রয়েছে। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৭৬ তে সহীহ সনদে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য হিসেবে। সূয়ূতী দুররে মানসুর ১/৩৭৮ এ বলেন: এটি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন'দারেমী, ইবনু নাসর, ইবনু যরীস ও ইবনু মারদুবিয়াহ ...।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২৪)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الْبَقَرَةِ عِنْدَ مَنَامِهِ لَمْ يَنْسَ الْقُرْآنَ أَرْبَعُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِهَا وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَانِ بَعْدَهَا وَثَلَاثٌ مِنْ آخِرِهَا قَالَ إِسْحَقُ لَمْ يَنْسَ مَا قَدْ حَفِظَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سُبَيْعٍ

৩৪২৪. মুগীরা ইবনু সুবাঈ' হতে বর্ণিত, যিনি আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাথীদের একজন ছিলেন[1]- তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (রাতে) ঘুমানোর সময় সূরাহ বাক্বারার দশটি আয়াত পাঠ করবে, তবে সেই ব্যক্তি কুরআন ভুলে যাবে না (আয়াত দশটি হলো): এর প্রথম চারটি আয়াত, আয়াতুল কুরসী ও এর পরবর্তী দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।[2]
ইসহাক বলেন, 'যা সে হিফজ' (মুখস্ত) করেছে, তা ভূলে যাবে না।

আবূ মুহাম্মদ বলেন, তাদের কেউ কেউ বলেন, মুগীরাহ ইবনু সুমাঈ।
[1] আমরা যতটা জানতে পেরেছি, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাথী ছিলেন না। আল্লাহই ভাল জানেন। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এটির সনদ মুগীরাহ পর্যন্ত সহীহ। আর এটি তার উপর মাওকুফ। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪১৩, ২৪৭৩; সাঈদ ইবনু মানসূর ১৩৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১১৯৮; তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন ২৮৮২; আবূ নুয়াইম, যিকরু আখবারুল আসবাহান ১/২৩৩। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গারীব।' বাইহাকী এটি অপর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যা পুর্বের চেয়েও অধিক দুর্বল।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২৫)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَفَاتِحَةَ حم الْمُؤْمِنِ إِلَى قَوْلِهِ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ لَمْ يَرَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ يَرَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ حَتَّى يُصْبِحَ

৩৪২৫. আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরসী, সুরাহ ফাতিহা এবং সূরা মু'মিনের "হা-মীম" থেকে "ইলাইহিল মাসীর" পর্যন্ত (১.২.৩ নং আয়াত) তিলাওয়াত করবে তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে তার অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখবে না। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত সে তার অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাকর এর দুর্বলতার কারণে। অণ্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: ((মুহাক্বিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি। তবে আমরা ফাতহুল মান্নান হা/ ৩৬৫১ হতে সংযোজন করলাম: তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন নং ২৮৭৯ এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি গারীব।' বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১১৯৮; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪৭৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২৬)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا تُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ

৩৪২৬. নু'মান ইবন বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন। এর থেকে তিনি দুটো আয়াত নাযিল করেছেন, যে দুটোর মাধ্যমেই তিনি সূরা বাকারা শেষ করেছেন। যে বাড়িতে তিন রাত তা পাঠ করা হবে শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হবে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৩২; হাকিম নং ২০৬৫। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৮২ ও মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৭২৬ তে। এছাড়াও, আহমাদ ৪/২৭৪; তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন ২৮৮২; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৬৭; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২৭)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

৩৪২৭. আবূ মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কেউ যদি রাতে সূরাহ বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, সেদু'টিই তার জন্য যথেষ্ট হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলূল কুরআন নং ৫০০৯; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৮০৭। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৮১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৪৫৭ তে। এছাড়াও, ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৬১; নাসাঈ, ফাযাইলূল কুরআন নং ২৮, ২৯, ৪৩; আব্দুর রাযযাক নং ৬০২০;

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২৮)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

৩৪২৮. আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহর মহান নাম (ইসমে আযম) এই দু' আয়াতের মধ্যে নিহিত আছে: (অনুবাদ): "আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী।" (বাক্বারাঃ ২৫৫) এবং ''আর তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ।'' (২: ১৬৩)[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী যিয়াদ এর জন্য। তাখরীজ: আহমাদ, আল মুসনাদ ৬/৪৬১; ইবনু আবী শাইবা ১০/২৭২ নং ৯৪১২; ইবনু মাজাহ, দু'আ ৩৮৫৫; আবূ দাউদ, সালাত ১৪৯৬; তিরমিযী, দাওয়াত নং ৩৪৭২; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৮২; তাহাবী, মুশকিলীল আছার ১/৬৪; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১২৬১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৩৮৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪২৯)

حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ هُوَ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أُعْطِيتُهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ

৩৪২৯. জুবাইর ইবনু নুফাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুরাহ বাক্বারাহ সমাপ্ত করেছেন এমন দু'টি আয়াত দ্বারা যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে তাঁর আরশের নিচের ভাণ্ডার হতে। ফলে তোমরা এ আয়াত দু'টি শিক্ষা কর এবং তোমাদের নারীদেরকে শিখাও, কেননা, এ হলো রহমত, কুরআন এবং দু'আ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর রাবীগণ বিশ্বস্ত; তবে এটি মুরসাল। তাখরীজ: আবূ দাউদ, মারাসীল নং ৯১; হাকিম নং ২০৬৭; তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৭৪ মুরসাল হিসেবে। আর হাকিম নং ২০৬৬ ও বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪০৩ তে আবী যার হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, যঈফ সনদে মুত্তাসিল হিসেবে। মুসলিম হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন: "আমাকে সুরা বাক্বারার শেষাংশ দেওয়া হয়েছে আরশের নিচের ভাণ্ডার হতে।"

আমরা বলছি: এটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ ৫/৩৮৩ ও ১৫১, ১৮০; ফিরইয়াবী, ফাযাইলুল কুরআন ৫৩; নাসাঈ,ফাযাইলূল কুরআন নং ৪৭; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৩৯৯। এটি গত হয়েছে নং ৩৪১৫ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا بَشِيرٌ هُوَ ابْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ وَإِنَّهُمَا تُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُولُ أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَ كُسِينَا هَذَا وَيُقَالُ لَهُمَا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا

৩৪৩০. বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁকে আমি বলতে শুনেছি যে, "তোমরা সূরা বাক্বারা শিক্ষা কর, কেননা, এ দু'টি মনোহর জ্যোতি; আর তা শিক্ষা করাতে কল্যাণ রয়েছে এবং তা পরিত্যাগ করাতে পরিতাপ রয়েছে। আর বাতিলপন্থীগণ (যাদুকররা) এটি (মোকাবেলা করতে) সক্ষম হবে না।"
এরপর তিনি কিছু সময় চুপ করে থাকলেন। অত:পর তিনি বললেন: "তোমরা সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরাণ শিক্ষা কর, কেননা, সে দুঁটি যেন সমুজ্জল জ্যোতি। কেননা, এ দুটি কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে তার পাঠকের জন্য যেন সে দুটি 'গামামা' তথা দু' খণ্ড মেঘ- কিংবা (তিনি বলেছিলেন) সে দুটি 'গায়ায়া'- তথা মেঘ বা বাদল; কিংবা যেন সে দুটি ডানা বিস্তারকারী পাখীর দুটি ঝাঁক।
কিয়ামতের দিন যখন কবর ফেটে যাবে তখন কুরআন তার পাঠকের নিকট পর্যুদস্ত লোকের অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ? তখন লোকটি বলবে, নাতো, আমি তো তোমাকে চিনি না। তখন কুরআন বলবে, আমিই তোমার সাথী, কুরআন। এই আমিই তোমাকে দিনে পিপাসার্ত-পরিশ্রান্ত করেছি এবং রাতে বিনিদ্র করেছি। আর প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ব্যবসায় মুনাফা লাভ করে, আর আজকে তুমিও তোমার সকল ব্যবসার মুনাফা লাভ করবে। তখন তার ডান হাতে রাজত্ব দান করা হবে, তার বাম হাতে অমরত্ব দান করা হবে, আর তার মাথায় মর্যাদা (এর মুকুট) পরানো

হবে। আর তার মাতা-পিতাকে দু'প্রস্থ পোশাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়াতে তাদের জন্য তৈরী করা হয়নি। তখন তারা উভয়ে বলবে, আমাদেরকে এ পোশাক পরিধান করানো হলো (কেন)? তখন তাদের উভয়কে বলা হবে, তোমাদের উভয়ের সন্তানদের কুরআনকে গ্রহণ করার জন্য। তখন তাকে (কুরআন পাঠককে) বলা হবে: তুমি পাঠ করতে থাকে এবং জান্নাতের সিড়ি ও কামরা বেয়ে উপরে আরোহন করতে থাকো। তার দ্রুত বা ধীর পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার আরোহন করা চলতেই থাকবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান বুশাইর ইবনু মুহাজির এর জন্য। তাখরীজ: আহমাদ, আল মুসনাদ ৫/৩৪৮; ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৯২-৪৯৩ নং ১০০৯৪; ইবনু মাজাহ, দু'আ ৩৭৮১; হাকিম নং ২০৫৭; আব্দুর রাযযাক নং ৬০১৪। (তবে এর শুরু হতে 'এবং রাতে বিনিদ্র করেছি।' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন নং ৪০৮ তে।–অনুবাদক)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩১)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ أَبِي يَحْيَى سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ إِنَّ أَخًا لَكُمْ أُرِيَ فِي الْمَنَامِ أَنَّ النَّاسَ يَسْلُكُونَ فِي صَدْعِ جَبَلٍ وَعْرٍ طَوِيلٍ وَعَلَى رَأْسِ الْجَبَلِ شَجَرَتَانِ خَضْرَاوَانِ تَهْتِفَانِ هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ نَعَمْ دَنَتَا بِأَعْذَاقِهِمَا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِمَا فَتَخْطِرَانِ بِهِ الْجَبَلَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْأَعْذَاقُ الْأَغْصَانُ

৩৪৩১. সুলাইম ইবনু আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের এক ভাই স্বপ্নে দেখেছে যে, লোকদেরকে একটি পাহাড়ের সরু বিপজ্জনক একটি ফাটলের ভিতর ঢুকানো হচ্ছে। আর পাহাড়ের চুড়ায় রয়েছে দু'টি সবুজ (খেজুর) গাছ যারা ডেকে বলছিল, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন লোক আছে যে, সুরাহ বাক্বারা পাঠ করে? তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন লোক আছে যে, সুরাহ আলে ইমরাণ পাঠ করে? এরপর যখন এক ব্যক্তি বলল, হাঁ। তখন এ দু'টি গাছ তাদের (ফলের) কাঁদিসহ তার নিকটবর্তী হলো, এমনকি এ দু'টি তাদের কাঁদিসহ ঝুলে রইল। অত:পর এ ব্যক্তিকে নিয়ে এ গাছ দু'টি পাহাড়ের নিকট গর্ব করতে লাগল।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৩৬। দেখুন, দুররে মানসুর ১/১৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩২)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَقَالَ قَرَأْتَ سُورَتَيْنِ فِيهِمَا اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

৩৪৩২. মাসরুক (রহঃ) হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এক ব্যক্তি সুরাহ বাক্বারাহ ও আলে ইমরাণ পাঠ করল। তখন তিনি (আব্দুল্লাহ) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি এমন দু'টি সুরাহ পাঠ করলে, যাতে রয়েছে 'ইসমে আ'যম' (আল্লাহর মহান নাম), যা দ্বারা দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়, যা দ্বারা কোন কিছু চাইলে প্রদান করা হয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ফিরইয়াবী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৪৪ যঈফ সনদে। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আসমা বিনতে ইয়াযিদ হতে যা গত হয়েছে নং ৩৪২৪ তে। এর অপর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবু উমামাহ হতে তাহাবী, মুশকিলীল আছার ১/৬৩; তাবারাণী, কাবীর ৮/২৮২ নং ৮৯২৫; ফিরইয়াবী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৪৭; হাকিম নং ১৮৬১ উত্তম সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَطَّافٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَاءَتَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُولَانِ رَبَّنَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ

৩৪৩৩. আত্তাফ হতে বর্ণিত, কা'ব (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সুরাহ বাক্বারাহ ও আলে ইমরাণ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিনে এ সুরাহ দু'টি এসে বলবে, হে আমাদের রব্ব, এর কাছে কোনো কৈফিয়ত চাইবেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুস সালাম সাঈদ ইবনু ইয়্যাস আল জারিরী নিকট থেকে শ্রবন করা হতে পিছিয়ে রয়েছে। এটি কা'ব আহবারের বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। দেখুন, দুররে মানসুর ১/১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩৪)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْبَكْرِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد مُحَبِّرَةٌ مُزَيِّنَةٌ

৩৪৩৪. হানযালাহ আল বাকরী হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি সুরাহ আলে ইমরান পাঠ করে সে লোক সম্পদশালী এবং সে স্ত্রীলোক সুসজ্জিতা।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উত্তম। এটি ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: নং ২৩৭-২৩৮, সেখানে স্ত্রীলোক সুসজ্জিতা' এ অংশটুকু নেই; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৬১৫; আব্দুর রাযযাক নং ৬০১৫ মু'দ্বাল সনদে; সাখাবী, জামালুল কুররা ১/১২৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩৫)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

৩৪৩৫. আবুল খাইর হতে বর্ণিত, উছমান ইবনু আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সুরাহ আলে ইমরানের শেষাংশ পাঠ করবে, তার জন্য কিয়ামুল লাইল' (রাতের সালাত আদায়)-এর সাওয়াব লেখা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ইবনু লাহিয়াহ এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৭১ তে তিবরিযী দারেমী'র প্রতি এটি সম্বোম্বিত করেছেন। দেখুন, দুররে মানসুর ১/১১৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّيْلِ

৩৪৩৬. মাকহুল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সুরাহ আলে ইমরান পাঠ করবে, তার জন্য ফিরিশতাগণ রাত পর্যন্ত রহমতের দু'আ করতে থাকবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মাকহুল পর্যন্ত সহীহ। এটি মাকহুল এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৭২ তে তিবরিযী দারেমী'র প্রতি এটি সম্বোম্বিত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩৭)

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ نِعْمَ كَنْزُ الصُّعْلُوكِ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ يَقُومُ بِهَا فِي آخِرِ اللَّيْلِ

৩৪৩৭. শা'বী হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নি:সম্বল হতদরিদ্র ব্যক্তির কতই না উত্তম গুপ্তধন সূরা আলে ইমরান, যা সে শেষ রাতে সালাতে পাঠ করে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: নং ২৩৮; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৬১৬; আব্দুর রাযযাক নং ৬০১৫ মু'দ্বাল সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩৮)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ قَالَ أَصَابَ رَجُلٌ دَمًا قَالَ فَأَوَى إِلَى وَادِي مَجَنَّةٍ وَادٍ لَا يُمْسِي فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا أَصَابَتْهُ حَيَّةٌ وَعَلَى شَفِيرِ الْوَادِي رَاهِبَانِ فَلَمَّا أَمْسَى قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ هَلَكَ وَاللَّهِ الرَّجُلُ قَالَ فَافْتَتَحَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ قَالَا فَقَرَأَ سُورَةً طَيِّبَةً لَعَلَّهُ سَيَنْجُو قَالَ فَأَصْبَحَ سَلِيمًا قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَبُو السَّلِيلِ ضُرَيْبُ بْنُ نُقَيْرٍ

৩৪৩৮. আবী সালীল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (পথে) আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় একটি উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করল, যা ছিল জ্বিনদের আবাসস্থল, যেখানে জ্বিনগ্রস্ত লোক ব্যতীত কেউ সেখানে রাত্রি যাপন করত না। আর এ উপত্যকার পাশেই দু'জন সন্ন্যাসী (দরবেশ) বাস

করতো। এরপর যখন রাত্রি ঘনিয়ে এলে দরবেশদের একজন অপরজনকে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম, লোকটি ধ্বংস হয়ে গেল।’

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি সুরা আলে ইমরান পাঠ করা আরম্ভ করল। তখন তারা (দরবেশ) দু’জন বলতে লাগলো, এ ব্যক্তি তো এমন উত্তম সুরাহ পাঠ করলো, সম্ভবত: (এর কারণে) সে মুক্তি লাভ করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এর সে লোকটি নিরাপত্তার সাথে সকালে উঠলো।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, আবূ সালীল হলেন যুরাইব বিন নুক্বাইর- তাকে ইবনু নুফাইর বলা হতো।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আব্দুস সালাম ইবনু আবী ইসহাকের নিকট থেকে শ্রবন করা হতে পিছিয়ে রয়েছে। এটি আবু সালীল বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৩৯)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ السَّبْعُ الطُّوَلُ مِثْلُ التَّوْرَاةِ وَالْمِئِينَ مِثْلُ الْإِنْجِيلِ وَالْمَثَانِي مِثْلُ الزَّبُورِ وَسَائِرُ الْقُرْآنِ بَعْدُ فَضْلٌ

৩৪৩৯. মুসাইয়্যিব ইবনু রাফি’ হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাতটি তিওয়াল (লম্বা) সূরা হলো তাওরাতের ন্যায়, দু’ দু’শ আয়াতবিশিষ্ট সূরাগুলি হলো ইনজিলের ন্যায়, মাছানী (ফাতিহাহ) যাবুরের ন্যায়। আর অবশিষ্ট পুরো কুরআনই মর্যাদার অধিকারী।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ বিচ্ছিন্নতার কারণে। মুসাইয়্যেব ইবনু রাফি’ ইবনু মাসউদের সাক্ষাত লাভ করেনি। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫৫৪ নং ১০৩২০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪০)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْأَنْعَامُ مِنْ نَوَاجِبِ الْقُرْآنِ

৩৪৪০. আব্দুল্লাহ ইবনু খলীফাহ হতে বর্ণিত, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সুরাহ আন'আম কুরআনের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ সূরা সমূহের অন্তর্গত।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত সহীহ। এটি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: নং ২৪০; সাখাবী, জামালুল কুররা ১/১২৫; দেখুন, দুররে মানসুর ৩/৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪১)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ الْأَنْعَامُ وَخَاتِمَتُهَا هُودٌ

৩৪৪১. আব্দুল্লাহ ইবনু রাবাহ হতে বর্ণিত, কা'ব বলেন, তাওরাতের শুরু সূরা আন'আম দিয়ে, আর এর সমাপ্তি সূরাহ হুদ দিয়ে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ কা'ব পর্যন্ত সহীহ। এটি কাব এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫৫৫ নং ১০৩২৩। দেখুন, দুররে মানসুর ৩/৩৫৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪২)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَءُوا سُورَةَ هُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৩৪৪২. (উক্ত রাবী) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা জুমু'আর দিনে সুরাহ হুদ পাঠ কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ মুরসাল হওয়ার কারণে। তাখরীজ: পূর্ণ তাখরীজের জন্য পরবর্তী হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪৩)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا سُورَةَ هُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৩৪৪৩. কা'ব হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা জুমু'আর দিনে সুরাহ হুদ পাঠ কর।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ মুরসাল হওয়ার কারণে। তাখরীজ: আবূ দাউদ, মারাসীল নং ৫৯; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪৩৮। আরও দেখুন, দুররে মানছুর ১/৩১৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪৪)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ الْكَهْفِ لَمْ يَخَفْ الدَّجَّالَ

৩৪৪৪. খালিদ ইবনু মা'দান বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের দশ আয়াত পাঠ করবে, তার দাজ্জালের ভয় থাকবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আবদাহ বিনতে খালিদ ইবনু মা'দানের জীবনী আমি পাইনি। আর এটি খালিদের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে সহীহ মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৮০৯ তে। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৮৫-৭৮৬ তে। সংযোজনী: এছাড়াও, আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: নং ২৪৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪৪৩; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ১৮২; সাখাবী, জামালুল কুররা ১/১২৮-১২৯; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াম ওয়াল লাইলাহ নং ৬৭৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ آخِرَ سُورَةِ الْكَهْفِ لِسَاعَةٍ يُرِيدُ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ قَامَهَا قَالَ عَبْدَةُ فَجَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ

৩৪৪৫. যিরর ইবনু হুবাইশ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতে যেকোন সময় উঠার জন্য সূরাহ কাহফের শেষাংশ পাঠ করবে, সে সে সময়ই উঠতে পারবে।বর্ণনাকারী আব্দাহ বলেন, আমরা এটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং অনুরূপ ফলই পেয়েছি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ মুহাম্মদ ইবনু কাছির এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: নং ২৪৬; আরও দেখুন, সাখাবী, জামালুল কুররা ১/১৩০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪৬)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

৩৪৪৬. আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য তার ও বাইতুল আতিক্ব (কা'বা)-এর মধ্যবর্তী জায়গা নূরে আলোকিত হয়ে যাবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আবূ সাঈদ পর্যন্ত সহীহ। এটি তার এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: নং ২৪৪; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪৪৪; নাসাঈ, আমলুল ইয়াম ওয়াল লাইলাহ নং ৯৫৩ মাওকুফ হিসেবে। তবে নাসাঈ, আমলুল ইয়াম ওয়াল লাইলাহ নং ৯৫২; তাবারাণী, আওসাত নং ১৪৭৮; হাকিম নং ২০৭২; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪৪৬ মারফু' হিসেবে। তবে নাসাঈ বলেছেন এটি মাওকুফ হিসেবেই সঠিক। তাবারাণী বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু কাছীর ব্যতীত আর কেউ এটি মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেনি। বাইহাকী বলেন, এটি মাওকুফ হিসেবেই মাহফুজ (সংরক্ষিত)। আমাদের বক্তব্য: মারফু' হিসেবে বর্ণনা করাটা হলো যিয়াদাহ (অতিরিক্ত); আর বিশ্বস্ত রাবীর 'যিয়াদাহ' (অতিরিক্ত বর্ণনা) গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪৭)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ اقْرَءُوا الْمُنَجِّيَةَ وَهِيَ الم تَنْزِيلُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَؤُهَا مَا يَقْرَأُ شَيْئًا غَيْرَهَا وَكَانَ كَثِيرَ الْخَطَايَا فَنَشَرَتْ جَنَاحَهَا

عَلَيْهِ وَقَالَتْ رَبِّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ قِرَاءَتِي فَشَفَّعَهَا الرَّبُّ فِيهِ وَقَالَ اكْتُبُوا لَهُ بِكُلِّ خَطِيئَةٍ حَسَنَةً وَارْفَعُوا لَهُ دَرَجَةً

৩৪৪৭. খালিদ ইবনু মা'দান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা 'মুনজিয়্যাহ' ('নাজাত দানকারী') পাঠ কর আর তা হলো: "আলিফ লাম মীম (১) তানযীল।" [সুরা আস সিজদা: ১-২] কেননা, আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, কোন এক লোক কেবল এ সুরাটিই পাঠ করতো, এ ব্যতীত আর কোনো কিছুই পাঠ করতো না। আর সে ছিল অনেক পাপী। (মৃত্যুর পরে) এ ব্যক্তির উপর এ সুরা তার ডানা বিছিয়ে দিয়েছিল, এবং (তার জন্য আল্লাহর নিকট শাফা'আত করে) বলেছিল: হে রব্ব, তাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা, সে আমাকে প্রচুর পরিমাণে পাঠ করেছে। ফলে রব তার ব্যাপারে তার শাফা'আত কবুল করবেন। তিনি বলবেন, তার সকল পাপ পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দাও এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।'[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আবদাহ বিনতে খালিদ ইবনু মা'দানের জীবনী আমি পাইনি। আর এটি খালিদের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৭৬ তে তিবরিযী দারেমী'র প্রতি এটি সম্বোম্বিত করেছেন। দেখুন, দুররে মানসুর ৫/১৭০-১৭১। এটি সামনেও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪৮)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَبْعُونَ سَيِّئَةً وَرُفِعَ لَهُ بِهَا سَبْعُونَ دَرَجَةً

৩৪৪৮. কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ("আলিফ লা-ম, মী-ম (১) তানযীল") [সুরাহ আস সাজদা: ১-২] ও "তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক" (সুরাহ মুলক:১) পাঠ করবে, তার জন্য ৭০ টি সাওয়াব লেখা হবে, এর জন্য ৭০ টি পাপ মোচন করা হবে এবং এর জন্য ৭০ টি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।[1]

[1] তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২১৩; দেখুন, দুররে মানসুর ৫/১৭০

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৪৯)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا خَالِدٍ عَامِرَ بْنَ جَشِيبٍ وَبَحِيرَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثَانِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ قَالَ إِنَّ الم تَنْزِيلُ تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِي الْقَبْرِ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فَامْحُنِي عَنْهُ وَإِنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ تَجْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ فَيُشْفَعُ لَهُ فَتَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِي تَبَارَكَ مِثْلَهُ فَكَانَ خَالِدٌ لَا يَبِيتُ حَتَّى يَقْرَأَ بِهِمَا

৩৪৪৯. খালিদ ইবনু মা'দান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ("আলিফ লা-ম, মী-ম (১) তানযীল") [সুরাহ আস সাজদা: ১-২] তার পাঠকের জন্য কবরে বিতর্ক করবে। সে বলবে: হে আল্লাহ, আমি যদি আপনার কিতাবের অংশ হয়ে থাকি, তবে আপনি তার ব্যাপারে আমার শাফা'আত কবুল করুন। আর আমি যদি আপনার কিতাবের অংশ না হয়ে থাকি, তবে আপনি আপনার কিতাব থেকে আমাকে মুছে দিন। আর এটি তার উপর ডানাবিস্তারকারী পাখির মতো হবে। এরপর সে তার জন্য আল্লাহর নিকট শাফা'আত করবে। এভাবে সে তাকে কবরের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে। আর "তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক" (সুরাহ মুলক: ১) এর সম্পর্কে অনুরূপ (বর্ণনা করেছেন)। আর খালিদ ইবনু মা'দান এ দু'টি পাঠ না করে রাত্রি যাপন করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এর দুর্বলতার কারণে। আর এটি খালিদের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৭৬ তে তিবরিযী দারেমী'র প্রতি এটি সম্বোম্বিত করেছেন। দেখুন, দুররে মানসুর ৫/১৭১।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫০)

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَتَبَارَكَ

৩৪৫০. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি সূরাহ পাঠ না করে ঘুমাতেন করতেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ লাইছ এর দুর্বলতার কারণে। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪২৪ নং ৯৮৬৫; আহমাদ, আল মুসনাদ ৩/৩৪০; তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন ২৮৯৪; নাসাঈ, কুবরা নং ১০৫৪৩; ইবনু সুন্নী, আমলুল ইয়াম ওয়াল লাইলাহ নং ৬৭৫; হাকিম নং ৩৫৪৫ সেখানে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে...। তিনি বলেন,

আসলে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেননি, তাকে এ বর্ণনা করেছেন সাফওয়ান কিংবা ইবনু সাফওয়ান। আর যদি এ সাফওয়ান সাফওয়ান ইবনু সালমি হয়ে তবে হাদীসটি সহীহ। আর যদি আবী সাফওয়ান ইবনু মাসউদ সূত্রে যা বর্ণনা করেছেন তা মুরসাল আর তিনি মাজহুল রাবী। বুখারী, আদাবুল মুফরাদ নং ১২০৭; নাসাঈ, কুবরা নং ১০৫৪২ জাবির হতে সহীহ সনদে। আরও দেখুন, এ হাদীসের উপর তিরমিযীর টিকা ও মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৫৫ এবং দুররে মানসুর ৫/১৭০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫১)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ فُضِّلَتَا عَلَى كُلِّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِسِتِّينَ حَسَنَةً

৩৪৫১. তাউস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ দু'টি সুরাহ কে কুরআনের অন্য যে কোন সূরার চেয়ে অতিরিক্ত ৬০টি সাওয়াব প্রদানের মাধ্যমে মর্যাদাবান করা হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ তাউস পর্যন্ত যঈফ। এটি তার এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৪২৪ নং ৯৮৬৬; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৩৩, ২৩৭; আব্দুর রাযযাক নং ৬০৩৫ ইবনু আবী কাছীর সূত্রে তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সূরাহ সাজদা ও সুরাহ মুলক পাঠ করার নির্দেশ দিতেন। কারণ এ দু'টি সুরার প্রত্যেক আয়াত অন্য সুরার ৭০ আয়াতের সমান। আর যে ব্যক্তি এ দু'টি সুরাহ ইশার শেষে পাঠ করবে, সে যেন তার লাইলাতুল ক্বদরে পাঠ করলো।' আমার বক্তব্য হলো, এ সনদ মু'দ্বাল। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫২)

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ يَقُولُ أُتِيَ رَجُلٌ فِي قَبْرِهِ فَأُتِيَ جَانِبُ قَبْرِهِ فَجَعَلَتْ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً تُجَادِلُ عَنْهُ حَتَّى قَالَ فَنَظَرْنَا أَنَا وَمَسْرُوقٌ فَلَمْ نَجِدْ فِي الْقُرْآنِ سُورَةً ثَلَاثِينَ آيَةً إِلَّا تَبَارَكَ

৩৪৫২. মুররাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন লোককে কবরে রাখা হবে, তখন তার নিকট কবরের পার্শ্বদেশ থেকে এক (ফেরেশতা) আগমণ করে। এরপর কুরআনের তিরিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সুরাহ তার পক্ষ হতে বিতর্ক করতে আরম্ভ করে।' তিনি (বর্ণনাকারী মুররাহ) বলেন, এরপর

আমি ও মাসরুক্ব লক্ষ্য করে দেখলাম, কুরআনের ‘তাবারাকা’ (সুরাহ মুলক) ব্যতীত আর কোনো সুরাহ-ই তিরিশ আয়াত বিশিষ্ট নয়।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুররাহ পর্যন্ত সহীহ। এটি তার এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৩৪; ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৬০ মাওকুফ হিসেবে সহীহ সনদে; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৩২; আব্দুর রাযযাক নং ৬০২৫; তাবারাণী, কাবীর ৯/১৪০ নং ৮৬৫১ সনদ হাসান।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫৩)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ الْمِسْمَارِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَأَ طه وَ يس قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفِ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ طُوبَى لِأُمَّةٍ يَنْزِلُ هَذَا عَلَيْهَا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا

৩৪৫৩. আবী হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা’আলা আসমানসমুহ ও পৃথিবী সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সুরাহ ত্ব-হা ও ইয়াসীন পাঠ করলেন। যখন ফেরেশতাগণ শুনলেন, তা শুনলেন, তখন বললেন, সুসংবাদ সেই সকল লোকদের জন্য, যাদের উপর এটি নাযিল হবে। আর সুসংবাদ সেই বক্ষের জন্যও, যে এটাকে বহন (ধারণ) করবে। আর সুসংবাদ সেই মুখের জন্যও যে একে পাঠ করবে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ অত্যন্ত যঈফ। তাখরীজ: তাবারাণী, আওসাত ৪৩৭৩; ইবনু আবী আসিম, আস সুন্নাহ নং ৬০৭; ইবনু খুযাইমা, আত তাওহীদ নং ২৩৬; ইবনু হিব্বান, মাজরুহীন ১/১০৮; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪৫০; আসমা ওয়াস সিফাত পৃ: ২৩২; ইবনু জাওযী, আল মাওযু’আত ১/১১০; ইবনু আদী, আল কামিল ১/২১৮; উকাইলী, আয যু’আফা ১৬৬; ইবনু হিব্বান ও ইবনুল জাওযী বলেন, এ মতন (বক্তব্য) মাওযু’ বা জাল। আরও দেখুন, আল লা’আলী আল মাসনু’আ ১/১০; মীযানুল ই’তিদাল ১/৬৭; মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৪৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫৪)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ الْحَسَنِ قَالَ مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ أَوْ مَرْضَاةِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ وَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّهَا تَعْدِلُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ

৩৪৫৪. হাসান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোনো রাতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুরাহ ইয়াসীন পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করা হবে।[1] বর্ণনাকারী বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটি পুরো কুরআনের সমান মর্যাদা রাখে।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ তাউস পর্যন্ত যঈফ। এটি তার এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। তবে দেখুন, দুররে মানসুর ৫/২৫৬। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন। [2] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আগের সনদই। তাখরীজ: আমি এটি আর কোথাও পাইনি। তবে পূর্বের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هَارُونَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يس مَنْ قَرَأَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ

৩৪৫৫. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রতিটি বস্তুরই অন্তর আছে। কুরআনের অন্তর হল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করলো, সে যেন দশ বার (পূর্ণ) কুরআন পাঠ করলো।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** রাবী হারুণ আবূ মুহাম্মদ মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়)। (ফলে সনদটি দুর্বল) তাখরীজ: তিরমিযী, ছাওবুল কুরআন নং ২৮৮৯; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৪৬০, ২০৬১; ইবনু কাছীর, তাফসীর ৬/৫৪৭; সাখাবী, জামালুল কুর্রা’ ১/২৩৪; কুযাঈ, মুসনাদুশ শিহাব নং ১০৩৫; সুয়ূতী, দুররে মানছুর ৫/২৫৬; তারগীব ২/৩৭৭; কাশফুল খফা’ নং ৭০৯; মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫৬)

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ

৩৪৫৬. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো রাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুরাহ ইয়াসীন পাঠ করবে, সেই রাতে তাকে ক্ষমা করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ বিচ্ছিন্নতা'র (ইনকিতা) কারণে । আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মুাউসিলী নং ৬২২৪; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬৬৫ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৭৪ তে। বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২৪৬৩, ২৪৬৪ বিচ্ছিন্ন সনদে। জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইবনু হিব্বান নং ২৫৭৪ একই ভাবে বিচ্ছিন্ন সনদে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬৬৫ তে। আরও দেখুন, সুয়ূতী, দুররে মানছুর ৫/২৫৭; তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৭৭ মুরসাল হিসেবে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫৭)

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ يس فِي صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ

৩৪৫৭. আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো দিনের প্রারম্ভে (সকালে) সুরাহ ইয়াসীন পাঠ করবে, তার সকল প্রয়োজন পুর্ণ করা হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুরসাল। তাখরীজ: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২৪৬৩, ২৪৬৪ আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বিচ্ছিন্ন সনদে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬২২৪ তে। জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইবনু হিব্বান নং ২৫৭৪ একই ভাবে বিচ্ছিন্ন সনদে, আমরা যার পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬৬৫ তে। আরও দেখুন, সুয়ূতী, দুররে মানছুর ৫/২৫৭; তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৭৭ মুরসাল হিসেবে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫৮)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا رَاشِدٌ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ قَرَأَ يس حِينَ يُصْبِحُ أُعْطِيَ يُسْرَ يَوْمِهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي صَدْرِ لَيْلِهِ أُعْطِيَ يُسْرَ لَيْلَتِهِ حَتَّى يُصْبِحَ

৩৪৫৮. শাহর ইবনু হাওশাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে সুরাহ ইয়াসীন পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার দিনটি সহজ-সাবলীল করা হবে এবং যে ব্যক্তি রাতের প্রারম্ভে (সন্ধ্যায়) সুরাহ ইয়াসীন পাঠ করবে, সকাল পর্যন্ত তার রাতটি সহজ-সাবলীল করা হবে ।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান । এটি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: সুয়ূতী, দুররে মানসুর ৫/২৫৭ তে দারেমী'র প্রতি এটি সম্বোন্ধিত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৫৯)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا بِهَا أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ

৩৪৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনু ঈসা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈমানও নিষ্ঠার সাথে জুমু'আর রাতে সূরা হা-মীম আদ দুখান পাঠ করবে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় সকালে উঠবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আব্দুল্লাহ ইবনু ঈসা পর্যন্ত সহীহ। এটি তার এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: সুয়ূতী, দুররে মানসুর ৬/২৪-২৫ তে দারেমী'র প্রতি এটি সম্বোন্ধিত করেছেন। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরাহ হতে তিরমিযী, ছাওবুল কুরআন ২৮৯১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২৪৭৬ বিচ্ছিন্নতাসহ ও মাতরুক রাবীসহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ

৩৪৬০. আবী রাফী' হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর রাতে সূরা আদ দুখান পাঠ করবে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় সকালে উঠবে এবং তাকে আয়তলোচনা হুরের সাথে বিবাহ দেওয়া হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আবী রাফি' নাফি' ইবনু রাফি' পর্যন্ত সহীহ। এটি তার এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: সুয়ূতী, দুররে মানসুর ৬/২৪ তে দারেমী'র প্রতি এটি সম্বোন্ধিত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬১)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كُنَّ الْحَوَامِيمُ يُسَمَّيْنَ الْعَرَائِسَ

৩৪৬১. সা'দ ইবনু ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হা-মীম যুক্ত সুরাসমূহকে 'নববধূ' নামকরণ করা হয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আবী রাফি' নাফি' ইবনু রাফি' পর্যন্ত সহীহ। এটি তার এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা, ১০/৫৫৮ নং ১০৩৩৩; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ২৪৮২। সুয়ূতী, দুররে মানসুর ৫/৩৪৪ তে দারেমী'র প্রতি এটি সম্বোন্ধিত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬২)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ إِذَا أَصْبَحَ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ طُبِعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ قَرَأَ إِذَا أَمْسَى فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ طُبِعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ

৩৪৬২. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করে, সে যদি সেই দিন মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকে শাহাদাতের সীল (টিকিট) প্রদান করা হবে এবং সন্ধ্যায় তা পাঠ করলে সে যদি সেই রাতে মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকে শাহাদাতের সীল লাভ প্রদান করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। এটি তার এর বক্তব্য (মাওকুফ)। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২২৭। সুয়ূতী, দুররে মানসুর ১/২০২ তে দারেমী'র প্রতি এটি সম্বোন্ধিত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬৩)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَعْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ عِنْدَ النَّوْمِ وَيَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً تَعْدِلُ أَلْفَ آيَةٍ

৩৪৬৩. খালিদ ইবনু মা'দান হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঘুমের পূর্বে 'মুসাব্বিহাত' (যে সকল সূরা শুরু 'সাব্বাহা বা ইউসাব্বিহু' দিয়ে) পাঠ করতেন এবং তিনি বলতেন: "এগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা এক হাজার আয়াতের সমান।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ, মুরসাল, তবে সম্ভবত মু'দ্বাল। তাখরীজ: নাসাঈ, কুবরা নং ১০৫৫১। নাসাঈ বলেন, 'মু'আবিয়া বলেন: কোন কোন আহলে ইলম ছয়টি সুরাহকে মুসাব্বিহাত গণ্য করতেন: সুরাহ হাদীদ, হাশর, ওয়াল হাওয়ারিঈন (আস সফ); সুরাহ জুমু'আ, তাগাবুন এবং সুরা আ'লা।' এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে বুকাইয়া হতে... খালিদ ইবনু মা'দান হতে ... ইরবায ইবনু সারিয়াহ হতে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... এর সনদ যঈফ। বুকাইয়া এটি আন'আন শব্দে বর্ণনা করেছেন আর তিনি মুদাল্লিস। আবূ দাউদ, আদাব ৫০৫৭; তিরমিযী, ছাওবুল কুরআন নং ২৯২২; দাওয়াত ৩৪০৩; নাসাঈ, কুবরা নং ১০৫৫০; আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইল নং ৭১৩; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইল নং ৬৮২; তাবারাণী, কাবীর ১৮/২৪৭ নং ৬২৪। তবে আহমাদ ৪/১২৮ ও বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৫০৩ তে বুকাইয়া সূত্রে হাদ্দাছানা শব্দে আগের সনদে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি সহীহ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَثَلَاثَ

آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا مَسَاءً فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ

৩৪৬৪. মা'কিল ইবনু ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে তিনবার 'আউযু বিল্লাহিস্ সামি'য়িল আলিমি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম' পাঠ করবে এবং (এরপর) সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন, যাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন। আর যদি সে সন্ধ্যায় পাঠ করে তবুও সে সকাল পর্যন্ত অনুরূপ (ফযীলত) পেতে থাকবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। নাফি' ইবনু আবী নাফি' তিনি বাযযার নন, বরং তিনি নাফী' ইবনুল হারিছ আল আ'মা, তার যঈফ হওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত। তাখরীজ: আহমাদ ৫/২৬; তিরমিযী, ছাওবুল কুরআন নং ২৯২৩; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইল নং ৮০; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৩০; তাবারাণী, কাবীর ২০/২২৯ নং ৫৩৭; কিতাবুদ দু'আ নং ৩০৮; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৫০২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬৫)

حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُهَاجِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ زَمَنَ زِيَادٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ قَالَ وَرُكْبَتِي تُصِيبُ أَوْ تَمَسُّ رُكْبَتَهُ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ بَرِئَ مِنْ الشِّرْكِ وَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ غُفِرَ لَهُ

৩৪৬৫. আবুল হাসান মুহাজির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিয়াদের শাসনামলে এক ব্যক্তি কুফায় এলো। এরপর আমি তাকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, আমার হাঁটু তাঁর হাঁটুর সঙ্গে লাগানো ছিল, এমতাবস্থায় তিনি এক ব্যক্তিকে "ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন" (সুরা কাফিরুন) পাঠ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, "সে শিরক হতে মুক্তি পেল।" আবার তিনি অপর এক ব্যক্তিকে "ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" (সুরা ইখলাস) পাঠ করতে শুনলেন, তখন তিনি বললেন, "তাকে ক্ষমা করা হয়েছে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। সাহাবী'র নাম উল্লেখ না থাকা হাদীসকে সমালোচিত করে না। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৩০৫ সনদ সহীহ; নাসাঈ, কুবরা

নং ১০৫৪০; আহমাদ ৪/৬৩, ৬৪, ৬৫ হাসান সনদে; সুয়ূতী, দুররে মানসুর ৬/৪০৫ তে আহমদা, ইবনু যরীস, বাগাবীর প্রতি এটি সম্বোন্ধিত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬৬)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي قَالَ فَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَاقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنْ الشِّرْكِ

৩৪৬৬. ফুরওয়াহ ইবনু নাওফিল তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন প্রয়োজন তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? তিনি বলেন, আমি আপনার নিকট এসেছি এজন্য যে, আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় (দু'আ বা যিকির) শিখিয়ে দিবেন, যা আমি ঘুমের সময় পড়তে পারি। তিনি বললেন, "যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, তখন "ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" (সূরাহ কাফিরূন) পাঠ করবে, এরপর তুমি তা শেষ করে ঘুমাবে। কেননা, কেননা, এ সূরা শিরক থেকে মুক্তিদানকারী।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মুাউসিলী নং ১৫৯৬; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ২৩৬৩, ২৩৬৪ ও সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৮৯, ৭৯০ তে। এছাড়াও, আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. ২৬৪; নাসাঈ, কুবরা নং ১০৬৩৭, ১০৬৩৮। দেখুন, সুয়ূতী, দুররে মানসুর ৬/৪০৫। (আবূ দাউদ, আদাব ৫০৫৫; তিরমিযী, দাওয়াত ৩৪০৩)

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬৭)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ الْبِكَالِيُّ عَنْ نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

৩৪৬৭. নাওফ আল বিকালী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ কুরআনকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেছেন। অত:পর তিনি "ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" (সুরাহ ইখলাস: ১)-কে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বানিয়েছেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** ইয়্যাস আল বিকালী মাজহুল (অজ্ঞাত পরিচয়) রাবী। আর নাওফ ইবনু ফুযালাহর উপর মাওকুফ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلَاثَةُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ لَتَكْثُرَنَّ قُصُورُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ وَزَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْأَبْدَالِ

৩৪৬৮. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি "ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" (সুরাহ ইখলাস: ১) দশবার পাঠ করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যে ব্যক্তি তা বিশবার পাঠ করবে, জান্নাতে তার জন্য দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যে ব্যক্তি তা ত্রিশবার পাঠ করবে, জান্নাতে তার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।" তখন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তো আমাদের অনেক প্রাসাদ হবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আল্লাহ (এর ভাণ্ডার) এ থেকেও অধিক প্রশস্ত।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুরসাল হওয়ার কারণে যঈফ। তবে তাবারানী এটি মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজ: তাবারাণী, আওসাত নং ২৮৩ আবী হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ...। এ সনদে দু'জন যঈফ রাবী রয়েছে। তবে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে মুয়ায ইবনু আনাস হতে আহমাদ ৩/৪৩৭ এ, যা ইবনু কাছীর তার তাফসীর, ৫/২৫১; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ নং ৬৯৩; উকাইলী, আয যু'আফা ২/৯৬; তাবারাণী, কাবীর ২০/১৮৪ নং ৩৯৭ ও ৩৯৮ যঈফ সনদে। আমাদের বক্তব্য: মুরসাল সহ এ সকল বর্ণনাগুলি একটি অপরটিকে শক্তিশালী করবে ফলে হাদীসটি হাসান স্তরে উন্নীত হবে, আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৬৯)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ سُورَةً فَخَتَمَهَا أَتْبَعَهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

৩৪৬৯. উতবাহ ইবনু যামরাহ ইবনু হাবীব তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, যে, তিনি যখন কোন সুরাহ পাঠ শেষ করতেন তখন তারপরই তিনি "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" (সুরাহ ইখলাস: ১) পাঠ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যামরাহ ইবনু হাবীব পর্যন্ত সহীহ। আর এটি তার উপর মাওকুফ। তাখরীজ: আমি এটি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭০)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالُوا نَحْنُ أَعْجَزُ وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

৩৪৭০. আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ কি এতে অক্ষম যে, এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়বে?" তারা (সাহাবাগণ) বললেন, কুরআনের তৃতীয়াংশ পড়তে তো আমরা অক্ষম অথবা দুর্বল। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ কুরআনকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেছেন। অত:পর তিনি "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" (সুরাহ ইখলাস: ১)-কে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য বানিয়েছেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আবূ দাউদ তায়ালিসী ২/২৭ নং ১৯৯২; আহমাদ ৫/১৯৫, ৬/৪৪২, ৪৪৭; আব্দ ইবনু হুমাইদ, আল মুনতাখাব নং ২১১; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৮১১; নাসাঈ, আমলুল ইয়ামি ওয়াল লাইল নং ৭০১; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৫২; আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ আর রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ১০৫; আবূ উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ২৬৮-২৬৯; আবূ নুয়াইম, যিকরু আখবারিল আসবাহান ২/২৮৬; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৭/২৫৭; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৫৩৪।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭১)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

৩৪৭১. হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” (সুরাহ ইখলাস: ১) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। আর এটি আবূ হুরাইরার উপর মাওকুফ। তাখরীজ: তিরমিযী, ছাওবুল কুরআন নং ২৯০১; ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৭৮৭; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৪৮; তাহাবী, মুশকিলিল আছার নং ১২২১, ১২২২; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৭/২৫৪ আবূ হুরাইরা হতে মারফূ’ হিসেবে; এর সনদ সহীহ। এছাড়াও, এর সহীহ শাহিদ রয়েছে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬১৮০ তে। আরও দেখুন, বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৫৩৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭২)

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

৩৪৭২. যির হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ (সুরাহ ইখলাস: ১) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আসিম ইবনু আবী নুজুদ এর কারণে হাসান। আর এটি আব্দুল্লাহ’র উপর মাওকুফ। তাখরীজ: দেখুন পরবর্তী হাদীসটি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭৩)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

৩৪৭৩. (অপর সনদে) যির হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদও হাসান। তাখরীজ: নাসাঈ, কুবরা নং ১০৫০৯, ১০৫১১; আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. ২৬৮; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৪৩, ২৬২;

আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ আর রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ১০৬ যঈফ সনদে; তাবারাণী, কাবীর ১০/১৭২ নং ১০২৪৫, ১০৪৮৪ মারফু' হিসেবে; তায়ালিসী ২/২৬ নং ১৯৯১; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ নং ৬৯২; তাহাবী, মুশকিলিল আছার নং ২/৮০; বাযযার, বাহরুয যুখখার নং ১৮৬৬ যা কাশফুল আস্তার ৩/৮৫ নং ২২৯৮; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৭/২২৪-২২৫ মারফু' হিসেবে সহীহ সনদে। ইবনু মাজাহ, আদাব ৩৭৮৯; আহমাদ ৪/১২২ সহীহ সনদে।... আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৭৬; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬৬৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭৪)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ

৩৪৭৪. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই এ সূরাহ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ (সুরাহ ইখলাস: ১)-কে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ সূরাহ'র ভালবাসাই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৩৩৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৯৩, ৭৯৪; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ১৭৭৪, ১৭৭৫ তে। এছাড়াও, রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ১০৮; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ নং ৬৯০; ইবনু খুযাইমা নং ৫৩৭; আব্দ ইবনু হুমাইদ, আল মুনতাখাব নং ১৩০৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ ثُلُثُ الْقُرْآنِ أَوْ تَعْدِلُهُ

৩৪৭৫. হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান তার মাতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" (সুরাহ ইখলাস: ১) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন, "কুরআনের এক তৃতীয়াংশ অথবা তার সমান।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ১০৭; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৪২; তাবারাণী, কাবীর ২৫/৭৪ নং ১৮২; আওসাত- মাজমাউল বাহরাইন নং ৩৪৩৪; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৭/২৫২; আহমাদ ৬/৪০৪; নাসাঈ, কুবরা নং ১০৫৩১। মালিক, কুরআন ১৯, মুরসালরূপে এবং আবূ সাঈদ হতে সহীহ সনদে, আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৯১ তে।...

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭৬)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَتَاهَا فَقَالَ أَلَا تَرَيْنَ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ رُبَّ خَيْرٍ قَدْ أَتَانَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا هُوَ قَالَ قَالَ لَنَا أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ فَأَشْفَقْنَا أَنْ يُرِيدَنَا عَلَى أَمْرٍ نَعْجِزُ عَنْهُ فَلَمْ نَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ

৩৪৭৬. এক মহিলা আনসারী সূত্রে আবূ আইয়্যুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি সে মহিলার নিকট আগমণ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, সে দিকে কি তোমরা লক্ষ্য কর না? মহিলা বললো, সম্ভবত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য কল্যাণই নিয়ে এসেছেন। তবে তা কি? তিনি বললেন, তিনি আমাদের বলেন: "তোমাদের কেউ কি এতে অক্ষম যে, এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়বে?" তিনি বলেন, আমরা আশংকা করলাম যে, তিনি হয়তো (কুরআন পাঠের) বাড়তি নির্দেশ দিবেন, যা পালন করতে আমরা অক্ষম। ফলে আমরা তাঁর কথার প্রতি উত্তর দিলাম না। এমনকি তিনি তিনবার একথাটি বললেন। এরপর তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কি এতে সক্ষম নয় যে, সে "ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" (সুরাহ ইখলাস: ১) পাঠ করবে?"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** যদি এ মহিলা সাহাবী হন, তবে এর সনদ সহীহ। আর তা নাহলে এ সনদে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। তাখরীজ: তিরমিযী, ছাওবুল কুরআন নং ২৮৯৮; নাসাঈ, কুবরা নং ১০৫১৪, ১০৫১৬, ১০৫১৭, ১০৫১৯; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৫৪, ২৫৯,২৬৮,; ইবনু আব্দুল বারর, আত তামহীদ ৭/২৫৫-২৫৬। ... আমাদের বক্তব্য: হাদীসটি সহীহ। দেখুন, এর শাহিদ হিসেবে আবী সাঈদ খুদরীর হাদীসের উপর আমাদের টীকাটি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১০১৮ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭৭)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أُمِّ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِينَ سَنَةً

৩৪৭৭. আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি "ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" (সুরাহ ইখলাস: ১) পঞ্চাশবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** উম্মু কাছীর আল আনসারীর পরিচয় আমি জানতে পারিনি। অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: ইবনু কাছীর, তাফসীর ৮/৫৪৪ তে একে আবু ইয়ালা মাউসিলী'র প্রতি সম্বোধিত করেছেন। কিন্তু আমি মাউসিলীর কোন কিতাবে পাইনি। এবং মাউসিলীর ছাত্রদের মধ্যে ইবনু হিব্বানের সহীহ তেও পাইনি। তবে তিরমিযী, ছাওবুল কুরআন নং ২৯০০; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৫৪৭, ২৫৪৮; মুসনাদুল মাউসিলী নং ৩৩৬৫; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৬/২০৪ অন্য সনদে আনাস হতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণান করেছেন: "যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন "ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" (সুরাহ ইখলাস: ১) দু'শবার পাঠ করবে, তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এছাড়াও, ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৬৬; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৫৬৪; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৬/১৮৭ তে অপর সুত্রে আনাস হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন: ""যে ব্যক্তি "ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" (সুরাহ ইখলাস: ১) দু'শবার পাঠ করবে, তার দু'শ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" এর সনদও দুর্বল। এর বক্তব্য মুযতারিব (বিক্ষিপ্ত); এতে অস্বীকৃতি রয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ تَعَلَّقْتُ بِقَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرِئْنِي سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُقْبَةُ إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ مِنْ الْقُرْآنِ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَلَا أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قَالَ يَزِيدُ فَلَمْ يَكُنْ أَبُو عِمْرَانَ يَدَعُهَا كَانَ لَا يَزَالُ يَقْرَؤُهَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

৩৪৭৮. উক্ববাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কদমে (তাঁর খিদমাতে) লেগে থাকতাম। এমতাবস্থায় আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে সূরাহ হুদ ও সুরাহ ইউসূফ শিক্ষা দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: "হে উক্ববাহ! কুরআনের "ক্বুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব" (সূরাহ ফালাক্ব: ১) এর চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ও তার নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো সূরাহ তুমি কখনো পাঠ করবে না।" বর্ণনাকারী ইয়াযীদ বলেন, (উর্ধ্বতন বর্ণনাকারী) আবূ ইমরান মাগরিবের সালাতে তা পাঠ করা ছাড়তেন না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৪/১৫৯, ৫/১৫৫; তাবারাণী, কাবীর ১৭/৩১২ নং ৮৬০, ৮৬২; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৪২; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ নং ১২১৩; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৮১৪। আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৭৩৪, ১৭৩৫, ১৭৩৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৯৫, ১৮১৮, ১৮৪২; মুসনাদুল হুমাইদী নং ৮৭৪ তে। এর বর্ণনাগুলি বিভিন্ন রকমের। এছাড়াও, ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ২৮২-২৮৯; আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. ২৭১; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ নং ৬৯৬।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৭৯)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ مَشَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي قُلْ يَا عُقْبَةُ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى جِئْتُ عَلَى آخِرِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ مَا سَأَلَ سَائِلٌ وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهَا

৩৪৭৯. উক্ববাহ ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হাঁটছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: "হে উক্ববাহ! বল। আমি বললাম, আমি কী বলব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, এরপর তিনি আমার কথার জবাবে চুপ থাকলেন। এরপর তিনি আবার বললেন, "হে উক্ববাহ! বল। আমি বললাম, আমি কী বলব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরপর তিনি আবার বললেন, "ক্বুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব" (সূরাহ ফালাক্ব: ১) এরপর আমি এর শেষ পর্যন্ত পাঠ করলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এর অনুরূপ কোন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা এবং কোন আশ্রয় প্রার্থনাকারীর আশ্রয় প্রার্থনা নেই।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান মুহাম্মদ ইবনু ইজলান এর কারণে; তবে হাদীসটি সহীহ। তাখরীজ: নাসাঈ, আল ইসতিয়াযাহ ৮/২৫৪; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৫৬৪। আগের ও পরের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮০)

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ أَرَ أَوْ لَمْ يُرَ مِثْلَهُنَّ يَعْنِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

৩৪৮০. উকবা ইবনু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার উপরে এমন কতক আয়াত নাযিল করা হয়েছে যার মত আর কখনও দেখিনি কিংবা দেখা যায় নি । অর্থাৎ তা হল ‘মু-আববিযাতাইন’।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৮১৪; নাসাঈ, আল ইসতিয়াযাহ ৮/২৫৪; ফাযাইলুল কুরআন নং ৫৫।আগের হাদীস দু’টি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮১)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ح وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ

৩৪৮১. আল কাসিম আবূ আব্দুর রহমান ও আব্বাস ইবনু মাইমুন হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, তামীম দারী বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত (সালাতে) পাঠ করবে, তাকে গাফিলদের মধ্যে লিখা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ। এটি তামীর দারীর উপর মাওকুফ। তাখরীজ: পরবর্তী হাদীসগুলি দেখুন। এবং এর শাহিদ হাদীসও সামনে আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮২)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَا مَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُصَلِّينَ

৩৪৮২. আল কাসিম আবূ আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামীম দারী ও ফুযালাহ ইবনু উবাইদ উভয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত (সালাতে) পাঠ করবে, তাকে মুসল্লী (সালাত আদায়কারীদের) মধ্যে লিখা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ এটি বিচ্ছিন্নতার কারণে। কাসিম আবূ আব্দুর রহমান তামীম দারীর সাক্ষাত পাননি। তবে এর কিছু অংশ পূর্বের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাখরীজ: বর্ণনা করেছেন ইবনু মানসূর ১/১১৬ নং ২৩; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২১৯৬ মারফু' হিসেবে। এর সনদও যঈফ। আবী হাতিম তার ইলাল ১/১৫১ নং ৪২২ তে এ হাদীস সম্পর্কে তার ছেলের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, এটি ভূল, বরং এটি তামীম ও ফুযালা'র উপর মাওকুফ (তাদের বকতব্য)।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮৩)

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ

৩৪৮৩. কা'ব কুরাযী হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি দশটি আয়াত (রাতের সালাতে) পাঠ করবে, তাকে গাফিলদের মধ্যে লিখা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: হাকিম নং ২০৪২; কিন্তু যাহাবী বলেছেন এটি ওয়াহীন (ত্রুটিযুক্ত)। ইবনু আবী শাইবা ১০/৫০৮ নং ১০১৩৭। আগের ও পরের হাদীসগুলি দেখুন। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা হতে ইবনু খুযাইমা নং ১১৪৩; হাকিম নং ২০৪১; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ নং ৭০২। দেখুন, আমাদের তাহক্বীক্বকৃত মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৬৫০ হতে ৩৬৫৮ পর্যন্ত। আর আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের হাদীসটির আমরা পূর্ণ তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ২৫৭২; মাওয়ারিদুয যাম'আন নং ৬৬২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮৪)

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ

৩৪৮৪. মুগীরাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আল জাদলী হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) দশটি আয়াত পাঠ করবে, তাকে গাফিলদের (অমনোযোগীদের) মধ্যে লিখা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুগীরাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আল জাদলীর জীবনী আমি পাইনি। তবে কেবল মুসলিম, মুনফারিদাত ওয়াল ওয়াহদান নং ৩৭৩ তে তাকে সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যাদের থেকে আবী ইসহাক সাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৬৩ ও ইবনু মানসূর ১/২৯ নং ২৪ এর সনদে জাহালাত বা অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। আগের টি দেখুন। আর এর পরের হাদীসটিও এর শাহিদ হয়। বিস্তারিত সামনে আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮৫)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِخَمْسِينَ آيَةً لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ

৩৪৮৫. আবীল আহওয়াস হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করবে, তাকে গাফিলদের মধ্যে লিখা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি আব্দুল্লাহর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫০৮ নং ১০১৩৭; তাবারাণী, কাবীর ৯/১৫৮ নং ১০১৩৫ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮৬)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَا مَنْ قَرَأَ بِخَمْسِينَ آيَةً فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ مِنْ الْحَافِظِينَ

৩৪৮৬. আল কাসিম আবূ আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামীম দারী ও ফুযালাহ ইবনু উবাইদ উভয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে পঞ্চাশটি আয়াত (সালাতে) পাঠ করবে, তাকে ‘হাফিজগণের মধ্যে লিখা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ এটি বিচ্ছিন্নতার কারণে। কাসিম আবূ আব্দুর রহমান তামীম দারীর সাক্ষাত পাননি। তাখরীজ: এর সনদ গত হয়েছে ‘দশ আয়াত পাঠের ফযীলতে’ নং ৩৪৭৯ তে। এটি সামনেও আসছে একশত আয়াত পাঠের ফযীলতে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ أَخِي أُمِّ الدَّرْدَاءِ فِي اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَكَانَ سَالِمٍ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ

৩৪৮৭. আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) একশ’টি আয়াত পাঠ করবে, তাকে গাফিলদের মধ্যে লিখা হবে না।”[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বর্ণনাকারী সালিম এর স্থলে রাশিদ ইবনু সা’দ এর নাম উল্লেখ করেছেন।[2]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ অত্যন্ত যঈফ, এটি মাওযূ বা বানোয়াট হওয়ার কাছাকাছি। মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম মিথ্যাবাদী। তাখরীজ: এটি সামনে আসছে। দেখুন, মাজমাউয যাওয়াইদ নং ৩৬৫৬। [2] এটি এ সনদে ইবনু আবী শাইবা ১০/৫০৬ নং ১০১৩১ তে বর্ণনা করেছেন। আর উম্মু দারদা হতে তার কোনো বর্ণনা নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮৮)

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ

৩৪৮৮. কা'ব কুরাযী হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে একশ'টি আয়াত (সালাতে) পাঠ করবে, তাকে অনুগতদের (ইবাদতকারীদের) মধ্যে লিখা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে 'দশ আয়াত পাঠের ফযীলতে' নং ৩৪৮০ তে। এটি সামনেও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৮৯)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ

৩৪৮৯. তামীম দারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি রাতে একশ'টি আয়াত (সালাতে) পাঠ করবে, তাকে সেই রাতের অনুগতদের (ইবাদতকারীদের) মধ্যে লিখা হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান যদি সুলাইমান যদি কাছীর হতে শুনে থাকেন। তাখরীজ: আহমাদ ৪/১০৩; তাবারাণী, কাবীর ২/৫০ নং ১২৫২; ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ নং ৪৩৮ হাসান সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯০)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قَالَ كَعْبٌ مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ

৩৪৯০. আবী সালিহ হতে বর্ণিত, কা'ব কুরাযী বলেন, যে ব্যক্তি রাতে একশ'টি আয়াত (সালাতে) পাঠ করবে, তাকে অনুগতদের (ইবাদতকারীদের) মধ্যে লিখা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ এটি বিচ্ছিন্নতার কারণে। কা'ব হতে আবূ সালিহর কোন বর্ণনা আমরা জানতে পারিনি। আল্লাহই ভাল জানেন। ((তবে অপর একটি সহীহ সনদেও বর্ণিত। তাখরীজ দেখুন।– অনুবাদক)) তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫০৭ নং ১০১৩৩ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯১)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَا مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ

৩৪৯১. আল কাসিম আবূ আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামীম দারী ও ফুযালাহ ইবনু উবাইদ উভয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে একশ'টি আয়াত (সালাতে) পাঠ করবে, তাকে অনুগতদের (ইবাদতকারীদের) মধ্যে লিখা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ এটি বিচ্ছিন্নতার কারণে। তবে হাদীসটি হাসান। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে 'দশ আয়াত পাঠের ফযীলতে' নং ৩৪৭৮, ৩৪৭৯ তে। 'পঞ্চাশ আয়াত পাঠের ফযীলতে' নং ৩৪৮৩ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯২)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ

৩৪৯২. আবীল আহওয়াস হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, তাকে অনুগতদের (ইবাদতকারীদের) মধ্যে লিখা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫০৮ নং ১০১৩৫। এটি গত হয়েছে নং ৩৪৮২ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯৩)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ

৩৪৯৩. হাবীব ইবনু উবাইদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, তাকে গাফিলদের মধ্যে লিখা হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর উপর মাওকুফ। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ৮/২১১ নং ৭৭৪৮ মারফু' হিসেবে যঈফ সনদে। সেখানে রয়েছে: একশ'টি' এর পরিবর্তে দশটি আয়াত' এর কথা।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯৪)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ

৩৪৯৪. হাবীব ইবনু উবাইদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) দুশ'টি আয়াত পাঠ করবে, তাকে অনুগতদের (ইবাদতকারীদের) মধ্যে লিখা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর উপর মাওকুফ। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ৮/২১১ নং ৭৭৪৮ দীর্ঘাকারে যার সনদ অত্যন্ত দুর্বল। আগের টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯৫)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ أَخِي أُمِّ الدَّرْدَاءِ فِي اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ

৩৪৯৫. আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) দু'শটি আয়াত পাঠ করবে, তাকে অনুগতদের (ইবাদতকারীদের) মধ্যে লিখা হবে।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম মিথ্যাবাদী। মুসা ইবনু উবাইদ যঈফ। (হাদীসটি জাল বা বানোয়াট পর্যায়ের-অনুবাদক।) তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩৪৮৪ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯৬)

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْفَائِزِينَ

৩৪৯৬. মুগীরাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আল জাদলী হতে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) দশটি আয়াত পাঠ করবে, তাকে গাফিলদের (অমনোযোগীদের) মধ্যে লিখা হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) দু'শটি আয়াত পাঠ করবে, তাকে সফলকামদের মধ্যে লিখা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুগীরাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আল জাদলীর জীবনী আমি পাইনি। অন্যান্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। তাখরীজ: এর প্রথম অংশটি নং ৩৪৮১ তে এবং পরবর্তী অংশ নং ৩৪৮৫ তে গত হয়েছে। বিস্তারিত সে হাদীস দু'টির টীকায় দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯৭)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ كُتِبَ مِنْ الذَّاكِرِينَ وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَرَأَ بِخَمْسِ مِائَةِ آيَةٍ إِلَى الْأَلْفِ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنْ الْأَجْرِ قِيلَ وَمَا الْقِنْطَارُ قَالَ مِلْءُ مَسْكِ الثَّوْرِ ذَهَبًا

৩৪৯৭. আবী নাযরাহ হতে বর্ণিত, আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) দশটি আয়াত পাঠ করবে, তাকে 'যাকিরীন'দের (অধিক যিকিরকারীদের) মধ্যে লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, তাকে অনুগতদের (ইবাদতকারীদের) মধ্যে লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) পাঁচশ'টি আয়াত পাঠ করবে,

সে সকালে উঠবে অশেষ বিনিময়সহ। তাকে বলা হলো, ‘ক্বিনতার’ (অঢেল, অশেষ) কী জিনিস? তিনি বললেন, ‘ষাঁড়ের চামড়া ভর্তি সোনার সমপরিমাণ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। এটি আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর উপর মাওকুফ। তবে এ উপমা নিজের পক্ষ থেকে আপন মত দ্বারা বলা যায় না। আল্লাহই ভাল জানেন। তাখরীজ: বাইহাকী, নিকাহ ৭/২৩৩ অতি সংক্ষিপ্তাকারে; তাবারাণী, আওসাত ৭৬৭৪ মারফূ’ হিসেবে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে), তবে এর সনদ যঈফ। আমরা সেটি তাখরীজ দিয়েছি মাজমাউয যাওয়াে◌ইদ নং ৩৬৫৭ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯৮)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ خَمْسَ مِائَةِ آيَةٍ إِلَى الْأَلْفِ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ فِي الْآخِرَةِ قَالُوا وَمَا الْقِنْطَارُ قَالَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

৩৪৯৮. হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) একশ’টি আয়াত পাঠ করবে, তবে কুরআন ঐ রাতে তার বিরূদ্ধে বাদী হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) দু’শ’টি আয়াত পাঠ করবে, তাকে পূর্ণ রাত ইবাদতকারীদের মধ্যে লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) পাঁচশ’ হতে এক হাজারটি আয়াত পাঠ করবে, সে সকালে এমন অবস্থায় ঘুম থেকে উঠবে যে, আখিরাতে ‘ক্বিনতার’ (অঢেল সম্পদ) তার প্রাপ্য হবে।” তারা বললো, ‘ক্বিনতার’ (অঢেল সম্পদ) আবার কী? তিনি বললেন, বার হাজার পরিমাণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ মুরসাল হওয়ার কারণে। তাখরীজ: আর এটি তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২১৮৬ তে একে দারেমী’র প্রতি সম্বোন্ধিত করেছেন। দেখুন, তাবারী, তাফসীর ৩/২০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৪৯৯)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ وَمَنْ قَرَأَ سَبْعَ مِائَةِ آيَةٍ لَا أَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ قَالَ فِيهَا أَبُو نُعَيْمٍ بِقَوْلِهِ

৩৪৯৯. আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) তিনশ'টি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য 'ক্বিনতার' (অশেষ) পরিমাণে বিনিময় লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি (সালাতে) সাতশ'টি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য কী (লিখা) হবে আমি জানি না। তিনি বলেন, এ সনদে আবূ নুয়াইম রয়েছে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে বিভিন্ন শব্দে নং ৩৪৮২ ও ৩৪৮৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০০)

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنْ الْأَجْرِ وَالْقِيرَاطُ مِنْ ذَلِكَ الْقِنْطَارِ لَا يَفِي بِهِ دُنْيَاكُمْ يَقُولُ لَا يَعْدِلُهُ دُنْيَاكُمْ

৩৫০০. হাবীব ইবনু উবাইদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) এক হাজার আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য 'ক্বিনতার' (অশেষ) পরিমাণ সাওয়াব লিখা হবে। 'ক্বিরাত' এসেছে এ 'ক্বিনতার' (অশেষ, অঢেল) থেকেই, যা তোমাদের পূরো দুনিয়া ('র সম্পদ) দিয়েও পরিশোধ করা যাবে না। তিনি বলেন, তোমাদের পুরো দুনিয়া ('র সম্পদ) ও তার সমতুল্য হবে না।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে নং ৩৪৯৭ তে এ শব্দে: 'যে ব্যক্তি একশ' আয়াত পাঠ করল, তাকে গাফিলদের মধ্যে লিখা হবে না।' এবং ৩৪৯৮ তে যার শব্দাবলী: যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) দু'শ'টি আয়াত পাঠ করবে, তাকে অনুগতদের (ইবাদতকারীদের) মধ্যে লিখা হবে।'

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০১)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَا مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ وَالْقِيرَاطُ مِنْ الْقِنْطَارِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَاكْتَنَزَ مِنْ الْأَجْرِ مَا شَاءَ اللَّهُ

৩৫০১. আল কাসিম আবূ আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামীম দারী ও ফুযালাহ ইবনু উবাইদ উভয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে (সালাতে) এক হাজার আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য ‘ক্বিনতার’ (অশেষ) পরিমাণ সাওয়াব লিখা হবে। আর ‘ক্বিনতার’ (অশেষ, অঢেল)-এর মধ্যে থেকে ‘ক্বিরাত’ পরিমাণ সম্পদও তোমাদের এ পূরো দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। আর সে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী (তথা অপরিসীম বিনিময়) অর্জন করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ তবে হাদীসটি হাসান। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে নং ৩৪৭৮, ৩৪৭৯, ৩৪৮৩ ও ৩৪৮৮ তে। তাবারাণী, কাবীর ২/৫০, ৫১ নং ১২৫৩; আওসাত নং ৮৪৪৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ أَخِي أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ إِلَى خَمْسِ مِائَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنْ الْأَجْرِ الْقِيرَاطُ مِنْهُ مِثْلُ التَّلِّ الْعَظِيمِ

৩৫০২. আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি (রাতের সালাতে) এক হাজার আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য ‘ক্বিনতার’ (অশেষ) পরিমাণ সাওয়াব লিখা হবে। আর ‘ক্বিনতার’ (অশেষ, অঢেল)-এর মধ্যে থেকে ‘ক্বিরাত’ পরিমাণ সম্পদ একটি বিশাল পাহাড়ের সমপরিমাণ।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম মিথ্যাবাদী। মুসা ইবনু উবাইদ যঈফ। (হাদীসটি জাল বা বানোয়াট পর্যায়ের-অনুবাদক।) তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩৪৮৪ যার শব্দ: একশ’ আয়াত পাঠ করবে’ এবং ৩৪৯২ নং এ যার শব্দ: দু’শ আয়াত পাঠ করবে’।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০৩)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

৩৫০৩. আবী সালিহ হতে বর্ণিত, আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘ক্বিনতার’-এর পরিমাণ হলো বার হাজার।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আবূ হুরাইরা পর্যন্ত হাসান। তাখরীজ: আহমাদ ২/৩৬৩ তে মারফূ’ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা) হিসেবে যার শব্দাবলী: ‘ক্বিনতার’-এর পরিমাণ হলো বার হাজার উকিয়াহ। আর প্রত্যেক উকিয়ার মধ্যবর্তী স্থানটি আসমান ও জমিনের মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০৪)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ الْقِنْطَارُ مِلْءُ مَسْكِ ثَوْرٍ ذَهَبًا

৩৫০৪. আবী নাযরাহ আল আবদী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ক্বিনতার’ হলো ষাঁড়ের চামড়া ভর্তি সোনার সমপরিমাণ।’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আবূ নাযরাহ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে ৩৪৯৪ নং এ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০৫)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْقِنْطَارُ أَرْبَعُونَ أَلْفًا

৩৫০৫. আলী ইবনু যাইদ হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, ‘ক্বিনতার’ হলো চল্লিশ হাজার পরিমাণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. হাশিমের 'আন আন' শব্দে বর্ণনা করা ২. আলী ইবনু যাইদের দুর্বলতা। আর এটি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেবের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০৬)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ عَنْ مُبَارَكٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْقِنْطَارُ دِيَةُ أَحَدِكُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

৩৫০৬. মুবারক হতে বর্ণিত, হাসান (রহঃ) বলেন, তোমাদের কারো দিয়াত পরিমাণ, বার হাজার পরিমাণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: দেখুন, তাফসীর তাবারী ৩/২০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০৭)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ الزَّنْجِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْقِنْطَارُ سَبْعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ

৩৫০৭. ইবনু আবী নাজীহ হতে বর্ণিত, মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'ক্বিনতার' হলো চল্লিশ হাজার দিনার পরিমাণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ মুজাহিদ পর্যন্ত হাসান। তাখরীজ: দেখুন, তাফসীর তাবারী ৩/২০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০৮)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ الْقِنْطَارُ أَلْفُ أُوقِيَّةٍ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ

৩৫০৮. সালিম ইবনু আবীল জা'দ মু'আয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ক্বিনতার' হলো বার শত উকিয়া পরিমাণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে এর সনদ মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন), কেননা সালিম মুআয ইবনু জাবাল এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তাখরীজ: দেখুন, তাফসীর তাবারী ৩/২০০।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫০৯)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْقِنْطَارُ سَبْعُونَ أَلْفَ مِثْقَالٍ

৩৫০৯. লাইছ হতে বর্ণিত, মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'ক্বিনতার' হলো চল্লিশ হাজার মিছকাল পরিমাণ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছের দুর্বলতার কারণে। আর এটি মুজাহিদের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ((মুহাক্বিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১০)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ شَهِدَ الْقُرْآنَ حِينَ يُفْتَحُ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ فَتْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ شَهِدَ خَتْمَهُ حِينَ يُخْتَمُ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ الْغَنَائِمَ تُقْسَمُ

৩৫১০. আবী কিলাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি মারফু' হিসেবে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ শুরু করার সময় সেখানে উপস্থিত রইলো, সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বিজয় লাভের সময় উপস্থিত রইলো। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ শেষ (খতম) করার সময় সেখানে উপস্থিত রইলো, সে যেন (জিহাদে প্রাপ্ত সম্পদ) গণিমত বন্টনের সময় উপস্থিত রইলো।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. মুরসাল বর্ণনা ২. সালিহ ইবনু বাশীর আল মুররীর দুর্বলতা। তাখরীজ: আবূ উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ১০৭-১০৮; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৭৭; আরও দেখুন, সাখাবী, জামালুল কুর্রা' ১/১১২।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১১)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ الرَّصَدَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ خَتْمِهِ قَامَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ

৩৫১১. কাতাদা (রহঃ) হতে বর্ণিত, মদীনার মসজিদে এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করছিল, তখন ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। এরপর যখন তার খতমের দিন এলো, তিনি দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আগের হাদীসটির সনদ একই। সেখানে দেখুন। তাখরীজ: আবূ উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ১০৭-১০৮; ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৭৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১২)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا صَالِحٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا أَشْفَى عَلَى خَتْمِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ بَقَّى مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى يُصْبِحَ فَيَجْمَعَ أَهْلَهُ فَيَخْتِمَهُ مَعَهُمْ

৩৫১২. ছাবিত আল বুনানী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যদি রাতে কুরআন খতমের নিকটবর্তী হতেন, তবে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তা (কুরআন পাঠ) থেকে কিছুটা বাকী রাখতেন। এরপর সকাল হলে তিনি তার পরিবার-পরিজনদের একত্রিত করে তাদের সাথে নিয়ে তা খতম (শেষ) করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আগের হাদীস দু'টির সনদ একই। সেখানে দেখুন। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৭৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১৩)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ كَانَ أَنَسٌ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمْ

৩৫১৩. ছাবিত আল বুনানী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন কুরআন খতম করতেন, তখন তিনি তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনদের একত্রিত করে তাদের জন্য দু'আ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। আর এটি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর উপর মাওকুফ। তাখরীজ: তাবারাণী, কাবীর ১/২৪২ নং ৬৭৪; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২০৭০; আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. ১০৯। বাইহাকী, শুয়াব ২০৭১ এ এটি মারফু' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এর সনদে একাধিক অজ্ঞাত পরিচয় রাবী (মাজাহিল) রয়েছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১৪)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ بِنَهَارٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ فَرَغَ مِنْهُ لَيْلًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ

৩৫১৪. আওযাঈ হতে বর্ণিত, আব্দাহ বলেন, কোন লোক দিনের বেলায় কুরআন খতম করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত মালাইকা (ফিরিশতা)-গণ তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। আর রাতের বেলায় কুরআন খতম (শেষ) করলে সকাল পর্যন্ত মালাইকা (ফিরিশতা)-গণ তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আব্দাহ ইবনু আবী লুবাবাহ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আবূ নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৬/১১৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১৫)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قِيلَ وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ

৩৫১৫. যুরারাহ ইবনু আওফা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহ'র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বললেন: "'আলহাল্লুল মুরতাহিলু।' (যে ব্যক্তি গন্তেব্যে এসেই আবার রওনা হয়ে যায়।)" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো,

‘আলহাল্লুল মুরতাহিলু’ আবার কী? ’’কুরআনের সাথী যে কুরআনের শুরু থেকেপড়ে খতম করে, আবার শেষ করেই শুরু থেকে পাঠ আরম্ভ করে। যখনই (শেষে) আগমণ করে, তখনই সে আবার রওনা হয়ে যায়।’’[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদে দু’টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. মুরসাল বর্ণনা ২. সালিহ ইবনু বাশীর আল মুররীর দুর্বলতা। তাখরীজ: তিরমিযী, কিরাআত নং ২৯৪৯; আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ আর রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৭৯; তাবারাণী, কাবীর ১২/১৬৮ নং ১২৭৮৩; আবূ নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/২৬০, ৬/১৭৪; হাকিম নং ২০৮৮, ২২৮৯; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২০৬৯; ইবনু কাছীর, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ২৮৭; যাহাবী, মু’জামুশ শুয়ূখ ২/২৯১ সনদ যঈফ। আর এর শাহিদ হাদীস রয়েছে আবী হুরাইরা হতে হাকিম নং ২০৯০ তে এর সনদও যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১৬)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ جَرِيرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ نَهَارًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَرَأَهُ لَيْلًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ سُلَيْمَانُ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَخْتِمُوهُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَأَوَّلَ اللَّيْلِ

৩৫১৬. আ’মাশ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম বলেন, কোন লোক দিনের বেলায় কুরআন খতম করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত মালাইকা (ফিরিশতা)-গণ তার জন্য রহমতের দু’আ করতে থাকে। আর রাতের বেলায় কুরআন খতম (শেষ) করলে সকাল পর্যন্ত মালাইকা (ফিরিশতা)-গণ তার জন্য রহমতের দু’আ করতে থাকে। সুলাইমান বলেন, এরপর আমার সাথীদেরকে আমি দেখেছি যে, তারা দিনের শুরুতে ও রাতের শুরুতে কুরআন খতম করতে আনন্দ বোধ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ ইবরাহীম নাখঈ পর্যন্ত সহীহ। এটি তার উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৫০, ৫১, ৫২, ৮০; আবূ উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ১০৯ সহীহ সনদে। দেখুন, বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২০৭৬। পরবর্তী হাদীসটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১৭)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَوْلُ سُلَيْمَانَ

৩৫১৭. (অপর সনদে) আ'মাশ হতে বর্ণিত, ইবরাহীম (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে সুলাইমানের বক্তব্যটুকু নেই।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। তাখরীজ: এটি পূর্বের হাদীসটির পুনরাবৃত্তি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১৮)

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ كَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ

৩৫১৮. আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব হতে বর্ণিত, মুহারিব ইবনু দীছার বলেন, যে ব্যক্তি তার অন্তরের অন্ত:স্থল হতে কুরআন পাঠ করবে, তবে সে দুনিয়ায় অথবা আখিরাতে একটি দু'আ লাভ করবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব এর দুর্বলতার কারণে। আর এটি মুহারিব ইবনু দীছারের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: এটি আমি আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫১৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَا مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّيْلِ وَقَالَ الْآخَرُ غُفِرَ لَهُ

৩৫১৯. ইয়াযীদ ইবনু আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, তালহাহ ও আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ উভয়ে বলেন: কোন লোক দিনে বা রাতে কুরআন পাঠ করলে রাত পর্যন্ত মালাইকা (ফিরিশতা)-গণ তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। অপরজন বলেছেন: তাকে ক্ষমা করা হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এ দু'টি হাদীস একই সনদে বর্ণিত, আর এ সনদটি তালহাহ ইবনু নাফি' পর্যন্ত হাসান এবং আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ পর্যন্ত মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। কেননা, আবূ খালিদ দালানী আব্দুর রহমান থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ-

এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২০৭৫ যঈফ সনদে। ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৯০ নং ১০০৮৮ সনদ মুনকাতি', কখনো মু'দ্বাল। তবে তালহার হাদীসটি এর শাহিদ। তালহার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৫৪ মাহফুজ হলে সনদ সহীহ। আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৫/২৬; সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন খতম করে ....।" এর সনদ যঈফ।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২০)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ دَعَا أَمَّنَ عَلَى دُعَائِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَكٍ

৩৫২০. ক্বাযায়াহ ইবনু সুওয়াইদ হতে বর্ণিত, হুমাইদ আল আ'রাজ বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এরপর দু'আ করে, চার হাজার মালাক (ফিরিশতা) তার দু'আ সংরক্ষণে নিয়োজিত থাকে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ক্বাযায়াহ ইবনু সুওয়াইদ এর দুর্বলতার কারণে। আর এটি হুমাইদ আল আ'রাজ এর উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ((মুহাক্বিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২১)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ قَالَ إِنَّمَا دَعَوْنَاكَ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْتِمَ الْقُرْآنَ وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ قَالَ فَدَعَوْا بِدَعَوَاتٍ

৩৫২১. শু'বাহ হতে বর্ণিত, হাকাম বলেন, মুজাহিদ আমার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন, আমরা কুরআন খতম করার ইচ্ছা করেছি, সেজন্য আপনাকে দাওয়াত করছি। আর আমাদের নিকট একথা পৌঁছেছে যে, কুরআন খতমের সময়কালীন দু'আ কবুল করা হয়।তিনি বলেন, তাহলে (কুরআন খতমের সময়) তোমরা বেশি বেশি দু'আ কর।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: ইবনু যরীস, ফাযাইলুল কুরআন নং ৪৯; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২০৭২; আবূ উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ১০৭; ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৯১ নং ১০০৮৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ إِذَا وَافَقَ خَتْمُ الْقُرْآنِ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ وَإِنْ وَافَقَ خَتْمُهُ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ فَرُبَّمَا بَقِيَ عَلَى أَحَدِنَا الشَّيْءُ فَيُؤَخِّرَهُ حَتَّى يُمْسِيَ أَوْ يُصْبِحَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا حَسَنٌ عَنْ سَعْدٍ

৩৫২২. মুসআব ইবনু সা’দ হতে বর্ণিত, সা’দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোন লোক রাতের প্রথমভাগে (সন্ধ্যায়) কুরআন খতম করলে সকাল পর্যন্ত মালাইকা (ফিরিশতা)-গণ তার জন্য রহমতের দু’আ করতে থাকে। আর রাতের শেষ ভাগে কুরআন খতম (শেষ) করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত মালাইকা (ফিরিশতা)-গণ তার জন্য রহমতের দু’আ করতে থাকে। ফলে কখনো কখনো আমাদের মধ্যকার কারো (খতম করতে) কিছু অংশ বাকী থাকলে আমরা তা সন্ধ্যা পর্যন্ত পিছিয়ে দিতাম কিংবা সকাল পর্যন্ত।[1]আবূ মুহাম্মদ বলেন, সা’দ হতে এ হাদীসটি হাসান।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, লাইছের দুর্বলতার কারণে। আর এটি মুজাহিদের উপর মাওকুফ। তাখরীজ: এটি আমি আর কোথাও পাইনি। তবে নববী, হিলইয়াতুল আবরার পৃ: ১৮৩ তে একে দারেমীর প্রতি সম্বোন্ধিত করেছেন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২৩)

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ ابْنِ أَخِي بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৩৫২৩. সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে বর্ণিত, আতা ইবনু ইয়াসার (রহঃ) বলেন, কুরআন বহন করা (হিফজ করা) জান্নাত বাসীদের সুগন্ধি হবে।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, ইবরাহীম ইবনু মুহাজির এর দুর্বলতার কারণে। আর এটি আতার উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ((মুহাক্কিক্ব এর কোনো তাখরীজ দেননি।–অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২৪)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَتَيْنِ

৩৫২৪. আব্দুল মালিক হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহঃ) প্রতি দু'রাতে কুরআন খতম করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সাঈদ পর্যন্ত সহীহ। তাখরীজ: আবূ নুয়াইম, হিলইয়া ৩/২৭৩। আবূ উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ১৮২; ইবনু কাছীর, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ২৫৮; সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বায়তুল হারামে এক রাকাআতে কুরআন খতম করতাম। সনদ সহীহ। দেখুন, ইবনু আবী শাইবা ২/৫০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২৫)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَخْتِمُ الْقُرْآنَ قَالَ اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ قَالَ اخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ قَالَ اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ قَالَ اخْتِمْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ قَالَ اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ قَالَ اخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ قَالَ لَا

৩৫২৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কত দিনে কুরআন খতম করতে পারি? তিনি বললেন, "তুমি এক মাসে কুরআন খতম করো।" আমি (আরো অধিক) কষ্ট করতে সক্ষম। তিনি বললেন, তাহলে পঁচিশ দিনে খতম করো।" আমি (আরো অধিক) কষ্ট করতে সক্ষম। তিনি বললেন, "তাহলে বিশ দিনে খতম করো।" আমি (আরো অধিক) কষ্ট করতে সক্ষম। তিনি বললেন, "তাহলে পনেরো দিনে খতম করো।" আমি (আরো অধিক) কষ্ট করতে সক্ষম। তিনি বললেন, তাহলে দশ দিনে খতম করো।" আমি (আরো অধিক) কষ্ট করতে সক্ষম। তিনি বললেন, তাহলে পাঁচ দিনে খতম করো।" আমি (আরো অধিক) কষ্ট করতে সক্ষম। তিনি বললেন, "না" (এর কমে করো না)।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, মুতাররিফ ইবনু তারীফ আবী ইসহাক

সাবিঈ নিকট হাদীস শ্রবন করা হতে পিছিয়ে রয়েছে। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮৫৬, ৮৫৭ তে। এছাড়াও, নাসাঈ, ফাযাইলূল কুরআন নং ৯১; ইবনু কাছীর, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ২৪৭।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২৬)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

৩৫২৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম r আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতম না করি।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** আব্দুর রহমান ইবনু রাফিঈ যঈফ, আর আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদের ব্যাপারে হক্ কথা হলো অধিক পরিমাণে মুনকারাত হাদীস বর্ণনা করার কারণে সেও যঈফ। তাখরীজ: এ শব্দে আমি এটি কোথাও পাইনি। তবে, আহমাদ ২/১৫৮ তে রয়েছে: "তবে প্রতি তিন দিনে খতম করো।' এর সনদ যঈফ। আবূ দাউদ, সালাত ১৩৯১; আবূ নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪/১২২ তে রয়েছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "তুমি প্রতি তিন দিনে তা পাঠ (খতম) কর।" এর সনদ হাসান। আগের টীকাটি দেখুন। আর "যে তিনদিনের কমে কুরআন খতম করবে, সে তা বুঝবে না।" শব্দে গত হয়েছে। সেখানে এর তাখরীজ দিয়েছি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২৭)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد النَّاسُ يَقُولُونَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَهِيكٍ

৩৫২৭. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভূক্ত নয় যে কুরআনকে মধুর সুরে তিলাওয়াত করে না।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আমরা যার তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৬৮৯, ৭৪৮; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ১২০ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৭৬, ৭৭ তে। এছাড়াও, দুরুক্বী, মুসনাদে সা'দ নং ১২৭; রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৯০; ইবনু কাছীর , ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ১৮৬; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ২৬১৩; আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. ২০৯, ২১০; কুযাঈ, মুসনাদুশ শিহাব নং ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৬; আব্দ ইবনু হুমাইদ, মুনতাখাব নং ১৫১; তাহাবী, মুশকিলিল আছার নং ১৩০৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২৮)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْآنِ وَأَحْسَنُ قِرَاءَةً قَالَ مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ أُرِيتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ قَالَ طَاوُسٌ وَكَانَ طَلْقٌ كَذَلِكَ

৩৫২৮. তাউস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কুরআন পাঠে স্বর ও কিরা'আতের দিক থেকে উত্তম কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন: "সেই ব্যক্তি যাকে কুরআন পাঠের সময় তুমি আল্লাহকে ভয় করতে দেখবে।"[1] তাউস বলেন, তালক (রহঃ) এরূপ ব্যক্তি ছিলেন।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; এতে দু'টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. আব্দুল কারীম ইবনু আবীল মাখারিখ এর দুর্বলতা।. ২. মুরসাল বর্ণনা তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০/৫৪৬ নং ৯৬৯৪; আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. ১৬৫ যঈফ সনদে; আবূ নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪/১৯; যিকরু আখবারিল আসবাহান ২/৯০ যঈফ সনদে। এছাড়া, তাবারাণী, কাবীর ১১/৭ নং ১০১৫২ ও আবূ উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ: ১৬৫ যঈফ সনদে। আরও দেখুন, ইবনু কাছীর, বিদায়াহ ৯/২৪৩; আবী শামাহ, মুরশিদুল ওয়াজীয পৃ: ১৯৯।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫২৯)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ زَادَ يَجْهَرُ بِهِ

৩৫২৯. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি ঐরূপ কান লাগিয়ে শুনেন না, যেরূপ কান লাগিয়ে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ শুনেন।"[1] তার এক সাথী বলেন, এর অর্থ উচ্চ আওয়াজের সঙ্গে কুরআন পাঠ করা।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ, তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৫০২৩; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৯২। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৫৯৫৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৫১ ও মুসনাদুল হুমাইদী নং ৯৭৯ তে। এছাড়াও, ; ইবনু কাছীর , ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ১৭৯ সহীহ সনদে। এটি গত হয়েছে এবং সামনেও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَمَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

৩৫৩০. (অপর সনদে) আবূ সালামাহ হতে বর্ণিত, আবূ হুরাইরাহ রাঃ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি ঐরূপ কান লাগিয়ে শুনেন না যেরূপ কান লাগিয়ে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ শুনেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; এটি আবী হুরাইরা'র উপর মাওকুফ। তাখরীজ: পূর্বের হাদীসটি দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩১)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِأَبِي مُوسَى وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

৩৫৩১. আবূ সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলতেন, হে আবূ মূসা! “তোমাকে দাঊদ (আঃ)-এর সুমধুর কন্ঠ দান করা হয়েছে।” আর তিনি অতি সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; এতে দু’টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ যঈফ. ২. মুরসাল বর্ণনা। তবে হাদীসটি (সহীহ) বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তাখরীজ: বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন নং ৫০৪৮; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৯৩। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ৭২৭৯; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭১৯৭ তে। এছাড়াও, বাইহাকী, ৩/১২, ১০/২৩১; শুয়াবুল ঈমান নং ২/৫২৬; আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. ১৬৩।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩২)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا رَأَى أَبَا مُوسَى قَالَ ذَكِّرْنَا رَبَّنَا يَا أَبَا مُوسَى فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ

৩৫৩২. আবূ সালামাহ হতে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে দেখলেই বলতেন: হে আবূ মূসা, আমাদেরকে আমাদের রবের কথা স্মরণ করিয়ে দিন।’ তখন তিনি তাঁর নিকট কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; এতে দু’টি ত্রুটি বিদ্যমান। ১. আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ যঈফ. ২. ইনকিতা’, আবূ সালামাহ উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. ১৬৩; ইবনু কাছীর , ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ১৯১-১৯২। আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২২৬৪ এর পরে; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭১৯৬ তে। এছাড়াও, বাইহাকী, শাহাদাত ১০/২৩১। এটি সামনেও আসছে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩৩)

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَإِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ الْجَوْفُ يَصْفَرُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

৩৫৩৩. আবীল আহওয়াস হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের কাউকে যেনে এ অবস্থায় দেখা না যায় যে, সে এক পায়ের উপরে আরেক পা উঠিয়ে সূর করে কুরআন পাঠ করছে, আর সূরা বাক্বারা পাঠ করা ছেড়ে দিচ্ছে। কেননা, শয়তান সেই ঘর/বাড়ি হতে পলায়ন করে, যেখানে সূরা বাক্বারা পাঠ করা হয়। আর (আসবাব সামগ্রী) শূণ্য ঘরের উপমা হলো সেই অন্তরের মত যা আল্লাহর কিতাব হতে শূণ্য।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ; ইবরাহীম ইবনু মুসলিম আলহিজরী'র দুর্বলতার কারণে। এটি মাওকুফ। তাখরীজ: আব্দুর রাযযাক নং ৫৯৯৮ যঈফ সনদে দীর্ঘাকারে; ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৮৬ নং ১০০৭৩ সহীহ সনদে; তাবারাণী, আওসাত নং ৭৭৬২ ও সগীর ১/৫৩ যঈফ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩৪)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمَ سَلَمَةُ الْبَيْذَقُ الْمَدِينَةَ فَقَامَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقِيلَ لِسَالِمٍ لَوْ جِئْتَ فَسَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ سَمِعَ قِرَاءَتَهُ رَجَعَ فَقَالَ غِنَاءٌ غِنَاءٌ

৩৫৩৪. সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ'র পরিবারের কোন সদস্য হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পথ প্রদর্শক সালামাহ মাদীনায় এসে তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তখন সালিম (রহঃ) কে বলা হলো, আপনি যদি একটু আগে আসতেন, তবে আপনি তার (সুরালো) কিরা'আত শুনতে পেতেন। এরপর তিনি (সালিম) মসজিদের দরজার নিকট আসতেই তার কিরাআত শুনতে পেলেন। তখন তিনি ফিরে এসে বললেন, এতো সুরেলা আওয়াজ, সুরেলা আওয়াজ।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ এতে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। আর ইবনু জুরাইজ এটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন আর তিনি মুদাল্লিস। তাখরীজ: এটি আমি এখানে ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩৫)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَأْتِي عُمَرَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ

৩৫৩৫. আবূ সালামাহ হতে বর্ণিত, আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট আসতেন। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলতেন: আপনি আমাদেরকে আমাদের রবের কথা স্মরণ করিয়ে দিন।' তখন তিনি তাঁর নিকট কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ যঈফ ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার কারণে, আবূ সালামাহ উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেননি। তাখরীজ: এটি গত হয়েছে নং ৩৫২৯ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩৬)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ

৩৫৩৬. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি ঐরূপ কান লাগিয়ে শুনেন না, যেরূপ কান লাগিয়ে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর উচ্চ আওয়াজে সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ শুনেন।"[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। (হাদীসটি সহীহ যা গত হয়েছে)। তাখরীজ: ইবনু সা'দ, তাবাকাত ৪/১/৭৯; আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. ১৬২। এটি গত হয়েছে নং ৩৫২৬ তে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩৭)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

৩৫৩৭. ইবনু বুরাইদাহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আবূ মূসাকে দাঊদ (আঃ)-এর সুমধুর কন্ঠ দান করা হয়েছে।" [1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: আহমাদ ৫/৩৪৯; ইবনু আবী শাইবা ১০/৪৬৩ নং ৯৯৮৭; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ৭৯৩; ইবনু সা'দ, তাবাকাত ৪/১/৭৯, ২/২/১০৬; এছাড়াও, বাইহাকী, শাহাদাত ১০/২৩০; হাকিম নং ৭৭৫৭ সহীহ সনদে।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩৮)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

৩৫৩৮. আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে এক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত শোনেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন: “এই ব্যক্তি কে?” বলা হলো, ‘আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস। তিনি বলেন: “একে দাউদ (আ.)-এর সুমধুর কন্ঠস্বর দান করা হয়েছে।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ২২৬৪; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭১৯৬ তে। ((ইবনু মাজাহ, সালাত ১৩৪১; আহমাদ ২/৪৫০।-ফাতহুল মান্নান নং ৩৭৭১।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৩৯)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنْ الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

৩৫৩৯. বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা তোমাদের (সুমধুর) কন্ঠস্বর দ্বারা কোরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ হাসান। তাখরীজ: আমরা এর তাখরীজ দিয়েছি মুসনাদুল মাউসিলী নং ১৬৮৭, ১৭০৬; সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৭৪৯ ও মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৬৬০। এছাড়াও, আবী উবাইদ, ফাযাইলুল কুরআন পৃ. ১৬০; রাযী, ফাযাইলুল কুরআন নং ২২; ইবনু কাছীর , ফাযাইলুল কুরআন পৃ. নং ১৯০; হাকিম ১/৫৭১-৫৭৫ তে। ((আবূ দাউদ, সালাত ১৪৬৮; নাসাঈ, সালাত ১০১৫, ১০১৬; ইবনু মাজাহ, ইকামাতিস সালাত ১৩৪২।--ফাতহুল মান্নান নং ৩৭৭২।-অনুবাদক))

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৪০)

دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

৩৫৪০. বারা ইবনু আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা তোমাদের (সুমধুর) কন্ঠস্বর দ্বারা কোরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। কেননা, সুমধুর কণ্ঠস্বর কুরআনের সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়ে দেয়।”[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ সহীহ। তাখরীজ: হাকিম ১/৫৭৫। খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ নং ২২০৮ তে একে দারেমীর প্রতি সম্বোম্বিত করেছেন। আগের টীকাটিও দেখুন।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৪১)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ أَنَسٍ بِلَحْنٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْحَانِ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنَسٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَقَالَ غَيْرُهُ قَرَأَ غُورَكُ بْنُ أَبِي الْخِضْرِمِ

৩৫৪১. আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীস হতে বর্ণিত, আ’মাশ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট গানের সুরে কুরআন পাঠ করল। তখন আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেটি অপছন্দ করলেন।[1] আবূ মুহাম্মদ বলেন, অপরজন বর্ণনা করেছেন: কুরআন পাঠ করলো গুরাক ইবনু আবীল খাযরাম।

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ আ’মাশ পর্যন্ত সহীহ। এটি তার উপর মাওকুফ। তাখরীজ: ইবনু আবী শাইবা ১০০/৪৬৬ নং ৯৯৯৮।

সুনান আদ-দারেমী (হাদীস নং: ৩৫৪২)

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ هَذِهِ الْأَلْحَانَ فِي الْقُرْآنِ مُحْدَثَةً

৩৫৪২. ইবনু আউন হতে বর্ণিত, মুহাম্মদ বলেন, তারা কুরআনকে এরূপ গানের সুরে পাঠ করাকে বিদআত (নব উদ্ভাবন) মনে করতেন।[1]

[1] **তাহক্বীক শায়খ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানী :** এর সনদ জাইয়্যেদ (উত্তম)। তাখরীজ: (মুহাক্বিক্ব এর কোন তাখরীজ করেননি।–অনুবাদক) কাযীউল কুযাত আল মারওয়ারদী তার কিতাব, "আল হাবী" তে বলেন: সূর করে কুরআন পাঠের বিষয় হলো, যদি কুরআনের শব্দে অতিরিক্ত হরকত যোগ করার দ্বারা শব্দকে তার 'সীগাহ' হতে বের হয়ে যায়; অথবা, হরকতসমূহকে শব্দ থেকে বাদ দেওয়া, কিংবা মদ্দ' বা লম্বা টানযুক্ত শব্দকে খাটো টানে পড়া, অথবা, খাটো টানকে লম্বা করে পড়া অথবা, এমনভাবে টেনে পড়া যাতে শব্দটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শব্দের অর্থ অস্পষ্ট হয়ে যায়- এসবই হারাম, এরূপ পাঠকারী গুনাহগার হবে….।" কিতাব মুসনাদু দারেমী শেষ হলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। এর উপর মন্তব্য করেছেন ফাকীহ মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল হামীদ আল কারশী আল মিসরী মক্কায় অবস্থান করছেন। আর এটি ছিল হারাম শরীফের মাদরাসাতু মানসুরিয়াহ'তে। আল্লাহ এর দ্বারা উপকৃত করুন…।